রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

গ্রন্থাবলী।

রায় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রণীত গ্রন্থকারের
জীবনী, ও কবিত্ব সমালোচনা সম্বলিত।

গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৩০৫। ১৮৯৮।

Deno Bundhoo Mitter

দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব।

যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" রহস্যসন্দর্ভে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তার পরবৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হয়।

সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধি স্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্য-শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যশিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতায় যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দুষিয়া থাকেন সে রুচিও গুরুর।

কিন্তু কবিত্ব সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুরও অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারী বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে এক জাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভাল বাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু লানসেট খানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষত মুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—

লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য-সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে—দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার প্রণীত জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, তাঁহার মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা, প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্য্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

কি উপাদান লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক হয় তাহা জানা নাই। তাঁহারা অনেকেই দেশ-বৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা। কেহ বা অতিরিক্ত দুই চারি খানা পল্লীগ্রাম, বা দুই একটা ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু সে বুঝি কেবল পথ ঘাট, বাগান বাগিচা, হাট বাজার। লোকের সঙ্গে মিশেন নাই। দেশ সম্বন্ধীয় তাঁহাদের যে জ্ঞান, তাহা সচরাচর সংবাদপত্র হইতে প্রাপ্ত। সংবাদপত্র লেখকেরা আবার সচরাচর (সকলে নহেন) ঐ শ্রেণীর লেখক—ইংরেজেরা ত বটেনই। কাজেই তাঁহাদের কাছেও দেশ

সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা দার্শনিকদিগের ভাষায় রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম জ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এমন বলিতেছি না যে, কোন বাঙ্গালী লেখক গ্রাম্য প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই। অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন কি? না মিশিলে, যাহা জানিয়াছেন তাহার মূল্য কি?

বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন। দীনবন্ধুকে রাজকার্য্যানুরোধে, মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, দার্জ্জিলিঙ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে। ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্যাবর্ষিয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত সহরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্য-শোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত "উনপাঁজুরে বরাখুরে" হাপ পাড়াগেঁয়ে হাপ সহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডিপুটি, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন, তাগাদগীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর-মা কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যন্ত তিনি নাড়ী নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে,—ঠিক অমনি ফুটন্ত মল্লিকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজ শুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism. তাহার উপর Idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের দোষ গুণ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইরূপ সাজাইতে সাজাইতে

সে একটা হনুমান বা জাম্বুবানে পরিণত হইত। নিমচাঁদ, ঘটীরাম, ভোলাচাঁদ প্রভৃতি বন্য জন্তুর এইরূপ উৎপত্তি। এই সকল সৃষ্টির বাহুল্য ও বৈচিত্র বিবেচনা করিলে, তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না। সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরিব দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি না। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরিব দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্ব্বব্যাপী। তিনি নিজে পবিত্র চরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক, তিনি সর্ব্বস্থানে যাইতেন, শুদ্ধাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্নি কুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক-জীবন-সুখ বিফলীকৃত-শিক্ষা নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম; তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।

কিন্তু এ সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে। সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি। আদুরীর বাউটি পৈঁছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাচাঁদ যে শুভ কারণ বশতঃ শ্বশুর-বাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের সঙ্গেও সহানুভূতি। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই। তা নহিলে কেহই উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। কিন্তু অন্য কবিদিগের সঙ্গে ও দীনবন্ধুর সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। সহানুভূতি প্রধানতঃ কল্পনাশক্তির ফল। আমি আপনাকে ঠিক অন্যের স্থানে

কল্পনার দ্বারা বসাইতে পারিলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি জন্মে। যদি তাহাই হয়, তবে এমন হইতে পারে যে, অতি নির্দ্দয়—নিষ্ঠুর ব্যক্তিও কল্পনাশক্তির বল থাকিলে কাব্য প্রণয়ন কালে দুঃখীর সঙ্গে আপনার সহানুভূতি জন্মাইয়া লইয়া কাব্যের উদ্দেশ্য সাধন করেন। কিন্তু আবার এমন শ্রেণীর লোকও আছেন,যে দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি সকল তাঁহাদের স্বভাবে এত প্রবল যে, সহানুভূতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ; কল্পনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিবেন, এখানেও কল্পনাশক্তি লুকাইয়া কাজ করে, তবে সে কার্য্য এমন অভ্যস্ত, বা শীঘ্র সম্পাদিত যে, আমরা বুঝিতে পারি না এখানেও কল্পনা বিরাজমান। তাই না হয় হইল। তথাপিও একটা প্রভেদ রহিল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাঁহারাই সহানুভূতির অধীন। এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন, তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়, নহিলে সে আসিতে পারে না; সহানুভূতি তাঁহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, তাঁহারা তাকে চান বা না চান, সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াই আছে, হৃদয় ব্যাপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের কল্পনাশক্তি বড় প্রবল; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রীতি দয়াদি বৃত্তি সকল প্রবল।

দীনবন্ধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে; তিনি নিজেই সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, এখন তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। তিনি নিজে সুশিক্ষিত এবং নির্ম্মল চরিত্র; তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা—দুর্দ্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত। কিছু বাদ সাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না; কেন না, তিনি সহানুভূতির অধীন। সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র প্রণয়নে নিযুক্ত হইতেন। সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই

তিনি তাহাকে আদর্শ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর আদর্শের এমনই বল, যে সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তোরাপের সৃষ্টিকালে, তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আছুরীর সৃষ্টিকালে, আছুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। অন্য কবি হইলে সহানুভূতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত,—বলিত,—"তুমি আমাকে তোরাপের বা আছুরীর বা নিমচাঁদের স্বভাব চরিত্র বুঝাইয়া দাও—কিন্তু ভাষা আমার পছন্দ মত হইবে;—ভাষা তোমার কাছে লইব না।" কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না, সহানুভূতির সঙ্গে কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। সহানুভূতি তাঁকে বলিত, "আমার হুকুম—সব টুকু লইতে হইবে—গায় ভাষা। দেখিতেছ না যে, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না, আছুরীর ভাষা ছাড়িলে, আছুরীর তামাসা আর আছুরীর তামাসার মত থাকে না, নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে, নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না? সব টুকু দিতে হবে।" দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে বলেন—যে "না তা হবে না।" তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আছুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আছুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।

আমি এমন বলিতেছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। গ্রন্থে রুচির দোষ না ঘটে, ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় কি? আমি যে কয়টা কথা বলিলাম তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। মানুষটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর রুচির দোষ, তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই। তাঁহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে। গুণেও দোষ জন্মে, ইহা সকলেই জানে। কথাটায় আমরা মানুষটা বুঝিতে পারিতেছি। গ্রন্থ ভাল হোক আর মন্দ হোক, মানুষটা বড় ভালবাসিবার মানুষ। তাঁহার জীবনেও তাই দেখিয়াছি। দীনবন্ধুকে যত লোক ভাল বাসিয়াছে, এমন আমি কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। সেই সর্ব্ব-ব্যাপিনী তীব্রা সহানুভূতিই তাহার কারণ।

দীনবন্ধুর এই দুইটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্ব-ব্যাপী সহানুভূতি, তাঁহার কাব্যের গুণ দোষের

কারণ—এই তত্ত্বটি বুঝান এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি ইহাও বুঝাইতে চাই, যে যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেই খানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক নায়িকা—(hero এবং heroine,) তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র, কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আদুরী বা তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা পর্য্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল; কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেলা, চরিত্র ও ভাষা উভয় বিকৃত কেন? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্ব্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিষ্ফল কেন? কথাটা বুঝা সহজ। এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধর। লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না—কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা-সমাজে ছিল না। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী-সমাজে ছিল না—কেবল আজ কাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে; ইংরেজ-কন্যার জীবনই তাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে। দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক নবেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালাকাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা যায়। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন আমি ইহাও বুঝিয়াছি যে, তাঁহার চরিত্র-প্রণয়ন প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই কাজেই ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃৎপুত্তলগুলি দেখিয়া, সে চরিত্র গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেন না, সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না—জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই—স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।

যেখানে দীনবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্ট-শিপের পাত্রী নহে—যথা সৈরিন্ধ্রী—সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হইতে পায় নাই।

দীনবন্ধুর নায়কদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবা—কাজ কর্ম্ম নাই, কাজ কর্ম্মের মধ্যে কাহারও Philanthropy, কাহারও কোর্টশিপ। এরূপ চরিত্রের জীবন্তআদর্শ বাঙ্গালাসমাজেই নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই। কাজেই এখানে দীনবন্ধুর কবিত্ব নিষ্ফল।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধু জলধর বা জগদম্বা বা নিমচাঁদের চরিত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, যদি এখানে সেই প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলেও এখানে তাঁহার কবিত্ব সফল হইত। তাঁহার যে শক্তি যে বিলক্ষণ ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বোধ হয় তাঁহার চিত্তের উপর ইংরেজিসাহিত্যের আধিপত্য বেশী হইয়াছিল বলিয়াই এ স্থলে সে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। পক্ষান্তরে ভিন্ন প্রকৃতির কবি, অর্থাৎ যাঁহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধীনা, স্বাভাবিকী নহে, তাঁহারা এমন স্থলে কল্পনার বলে সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া, সহানুভূতিকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া একটা নবীন মাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবন্ত করিতে পারিতেন। সেক্ষপিয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত Coliban বা Ariel সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী।

দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক প্রণয়ন। যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নীলকরের তৎকালিক প্রজাপীড়ন সবিস্তারে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস, কবিকে লেখনী মুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীলদর্পণ বাঙ্গলার Uncle Tom's Cabin. "টম্ কাকার কুটীর" আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে; নীলদর্পণ, নীল দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে, গ্রন্থকারের

অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া, নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। তাঁর আর কোন নাটকই পাঠককে বা দর্শককে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। বাঙ্গলা ভাষায় এমন অনেক গুলি নাটক নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সে গুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট,তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া, সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে,গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

উপসংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, দীনবন্ধুর কবিত্বের দোষ গুণের যে উৎপত্তি স্থল নির্দ্দিষ্ট করিলাম, ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই যে পাইয়াছি এমন নহে। বহি পড়িয়া একটা আন্দাজি Theory খাড়া করিয়াছি, এমন নহে। গ্রন্থকারের হৃদয় আমি বিশেষ জানিতাম, তাই এ কথা বলিয়াছি, ও বলিতে পারিয়াছি। যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে পাইয়াছি, গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি বলিয়া এ কথা বলিলাম। গ্রন্থকারকে না জানিলে, তাঁহার গ্রন্থ এরূপে বুঝিতে পারিতাম কি না বলিতে পারি না। অন্যে, যে গ্রন্থকারের হৃদয়ের এমন নিকটে স্থান পায় নাই, সে বলিতে পারিত কি না, জানি না। কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর স্নেহ ও প্রীতি ঋণের যত টুকু পারি পরিশোধ করিব, এই বাসনা ছিল। তাই, এই সমালোচনা লিখিবার জন্য আমি তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল, সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী।

(১২৮৩ সনে লিখিত।)

দীনবন্ধুর জীবনচরিত লিখিবার এখনও সময় হয় নাই। কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাপরম্পরার বিবৃতিমাত্র জীবনচরিতের উদ্দেশ্য নহে। কিয়ৎ-পরিমাণে তাহাও উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু যিনি সম্প্রতি মাত্র অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রকৃত ঘটনা সকল বিবৃত করিতে হইলে, এমন অনেক কথা বলিতে হয় যে, তাহাতে জীবিত লোক লিপ্ত। কখন কোন জীবিত ব্যক্তির নিন্দা করিবার প্রয়োজন ঘটে; কখন জীবিত ব্যক্তিদিগের অন্য প্রকার পীড়াদায়ক কথা বলিবার প্রয়োজন হয়; কখন কখন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা কাহারও না কাহারও পীড়াদায়ক হয়। আর, একজনের জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্য ব্যক্তি শিক্ষা প্রাপ্ত হউক,—ইহা যদি জীবনচরিত-প্রণয়নের যথার্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে বর্ণনীয় ব্যক্তির দোষ গুণ উভয়েরই সবিস্তর বর্ণনা করিতে হয়। দোষশূন্য মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই,—দীনবন্ধুরও যে কোন দোষ ছিল না, ইহা কোন্ সাহসে বলিব? যে কারণেই হউক, এক্ষণে তাঁহার জীবনচরিত লিখিতব্য নহে।

আর লিখিবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই। এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে? কাহার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও সৌহার্দ্দ ছিল না? দীনবন্ধু যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা কে না জানে? সুতরাং জানাইবার তত আবশ্যকতা নাই।

এই সকল কারণে, আমি এক্ষণে দীনবন্ধুর প্রকৃত জীবনচরিত লিখিব না। যাহা লিখিব, তাহা পক্ষপাত-শূন্য হইয়া লিখিতে যত্ন করিব। দীনবন্ধুর স্নেহ-ঋণে আমি ঋণী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি মিথ্যা প্রশংসার দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করিবার যত্ন করিব না।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেল্‌ওয়ের কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনের কয় ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে চৌবেড়িয়া নামে গ্রাম আছে। যমুনা নামে ক্ষুদ্র নদী এই গ্রামকে প্রায় চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে; এইজন্য ইহার নাম চৌবেড়িয়া। সেই গ্রাম দীনবন্ধুর জন্মভূমি। এ গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত। বাঙ্গালা সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র সম্বন্ধে নদীয়া জেলার বিশেষ গৌরব আছে; দীনবন্ধুর নাম নদীয়ার আর একটী গৌরবের স্থল।

সন ১২৩৬ সালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালাচাঁদ মিত্রের পুত্র। তাঁহার বাল্যকাল-সম্বন্ধীয় কথা অধিক বলিবার নাই। দীনবন্ধু অল্পবয়সে কলিকাতায় আসিয়া, হেয়ার স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করেন। সেই বিদ্যালয়ে থাকিতে থাকিতেই তিনি বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করেন।

সেই সময় তিনি প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট পরিচিত হয়েন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদ পত্র। ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বরগুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কতদূর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বরগুপ্তের নিকট ঋণী। সুতরাং ঈশ্বরগুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, এখনকার পরিমাণ ধরিতে গেলে, ঈশ্বরগুপ্তের রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে। তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনামধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল দীনবন্ধুতেই কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন পাওয়া যায়।

> "এলোচুলে বেনে বউ আল্‌তা দিয়ে পায়
> নলক নাকে, কলসী কাঁকে, জল আন্‌তে যায়"

ইত্যাকার কবিতায় ঈশ্বরগুপ্তকে স্মরণ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে চারিজন বহুরূপই লেখকের নাম করা যাইতে পারে,—টেকচাঁদ, হুতোম, ঈশ্বরগুপ্ত এবং

দীনবন্ধু। সহজেই বুঝা যায় যে, ইহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রথমের শিষ্য এবং চতুর্থ তৃতীয়ের শিষ্য। টেকচাঁদের সহিত হুতোমের যতদূর সাদৃশ্য, ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে দীনবন্ধুর ততদূর সাদৃশ্য না থাকুক, অনেকদূর ছিল। প্রভেদ এই যে, ঈশ্বরগুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ (Wit) প্রধান; দীনবন্ধুর লেখায় হাস্য প্রধান। কিন্তু ব্যঙ্গ এবং হাস্য উভয়বিধ রচনায় দুই জনেই পটু ছিলেন,—তুল্য পটু ছিলেন না। হাস্যরসে ঈশ্বরগুপ্ত দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন।

আমি যতদূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা "মানব-চরিত্র" নামক একটী কবিতা। ঈশ্বরগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত সাধুরঞ্জন নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সের লেখা, এজন্য ঐ কবিতায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও, বোধ হয়, ঈশ্বরগুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জনখানি জীর্ণগলিত না হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই। সে প্রায় সাতাইশ বৎসর হইল; এই কাল মধ্যে ঐ কবিতা আর কখন দেখি নাই; কিন্তু ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি। পাঠকগণের ঐ কবিতা দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই, কেননা উহা কখন পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। অনেকেই দীনবন্ধুর প্রথম রচনার দুই এক পংক্তি শুনিলেও প্রীত হইতে পারেন; এজন্য স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ঐ কবিতা হইতে দুই পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। উহার আরম্ভ এইরূপ—

মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া।
দুঃখানলে দহে দেহ, বিদরয়ে হিয়া॥

একটী কবিতা এই—

যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস।
যে দোষে বিরস হয় সে জনে বিরস॥

আর একটী—

যে নয়নে রেণু অণু অসি অনুমান।
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ণ চঞ্চু-বাণ॥

ইত্যাদি।

সেই অবধি, দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রণীত কবিতা সকল পাঠক-সমাজে আদৃত হইত। তিনি সেই তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ "সুরধুনী" কাব্য এবং "দ্বাদশ কবিতা" সেই পরিচয়ানুরূপ হয় নাই। তিনি দুই বৎসর, জামাই-ষষ্ঠির সময়ে, "জামাই-ষষ্ঠি" নামে দুইটী কবিতা লেখেন। এই দুইটী কবিতা বিশেষ প্রশংসিত এবং আগ্রহাতিশয্যের সহিত পঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের "জামাই-ষষ্ঠি" যে সংখ্যক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, তাহা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল। সেই সকল কবিতা যেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, "সুরধুনী" কাব্য এবং "দ্বাদশ কবিতা" সেরূপ প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। হাস্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। "জামাই-ষষ্ঠি"তে হাস্যরস প্রধান। সুরধুনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের আশ্রয় মাত্র নাই। প্রভাকরে দীনবন্ধু যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা পুনর্মুদ্রিত হইলে বিশেষরূপে আদৃত হইবার সম্ভাবনা।

আমরা দেখিয়াছি, কোন কোন সংবাদ-পত্রে "কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধের" উল্লেখ হইয়াছে। তাহাতে গৌরবের কথা কিছু নাই, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। তরুণ বয়সে গালি দিতে কিছু ভাল লাগে; বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রায় পরস্পরকে গালি দিয়া থাকে। দীনবন্ধু চিরকাল রহস্যপ্রিয়, এজন্য এটি ঘটিয়াছিল।

দীনবন্ধু প্রভাকরে "বিজয়-কামিনী" নামে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী। তাহার, বোধ হয়, দশ বার বৎসর পরে "নবীন তপস্বিনী" লিখিত হয়। "নবীন তপস্বিনী"র নায়কের নামও বিজয়, নায়িকাও কামিনী। চরিত্রগত, উপাখ্যান-কাব্য ও নাটকের নায়ক নায়িকার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান-কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছিল।

দীনবন্ধু হেয়ারের স্কুল হইতে হিন্দু কালেজে যান এবং তথায় ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি কালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন।

দীনবন্ধুর পাঠ্যাবস্থার কথা আমি বিশেষ জানি না, তৎকালে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবন্ধু কালেজ পরিত্যাগ করিয়া ১৫০৲ বেতনে

পাটনার পোষ্টমাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। ঐ কর্ম্মে তিনি ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। দেড় বৎসর পরেই তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়া যান। পদবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু তখন বেতন বৃদ্ধি হইল না, পরে হইয়াছিল।

এক্ষণে মনে হয়, দীনবন্ধু চিরদিন দেড়শত টাকার পোষ্টমাষ্টার থাকিতেন সেও ভাল ছিল, তাঁহার ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টরি হওয়া মঙ্গলের বিষয় হয় নাই। পূর্ব্বে এই পদের কার্য্যের নিয়ম এই ছিল যে, ইহাদিগকে অবিরত নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া পোষ্টাপিসের কার্য্য সকলের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইত। এক্ষণে ইঁহারা ছয় মাস হেড-কোয়ার্টরে স্থায়ী হইতে পারেন। পূর্ব্বে সে নিয়ম ছিল না। সম্বৎসরই ভ্রমণ করিতে হইত। কোন স্থানে এক দিন, কোন স্থানে দুই দিন, কোন স্থানে তিন দিন—এইরূপ কাল মাত্র অবস্থিতি। বৎসর বৎসর ক্রমাগত এইরূপ পরিশ্রমে লৌহের শরীরও ভগ্ন হইয়া যায়। নিয়ত আবর্ত্তনে লোহার চক্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দীনবন্ধুর শরীরে আর সে পরিশ্রম সহিল না; বঙ্গদেশের দুরদৃষ্টবশতঃই তিনি ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়াছিলেন।

ইহাতে আমাদের মূলধন নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছু লাভ হয় নাই এমত নহে। উপহাসনিপুণ লেখকের একটী বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। নানা-প্রকার মনুষ্যের চরিত্রের পর্য্যালোচনাতেই সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। দীনবন্ধু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ চরিত্রের মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তজ্জনিত শিক্ষার গুণে তিনি নানাবিধ রহস্যজনক চরিত্র সৃজনে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। তাঁহার প্রণীত নাটক সকলে যেরূপ চরিত্র-বৈচিত্র আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।

উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হয়েন, এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীল-বিষয়ক গোলযোগ উপ-স্থিত হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে "নীল-দর্পণ" প্রণয়ন করিয়া, বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।

দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে, তিনি যে নীল-দর্পণের প্রণেতা এ কথা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা নীলকরের সুহৃদ্। বিশেষ, পোষ্ট আপি-সের কার্য্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে সর্ব্বদা আসিতে হয়

তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক, সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে; এ সকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীল-দর্পণ প্রচারে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। নীল দর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীল-দর্পণ প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।

দীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীল-দর্পণ এই গুণের ফল। তিনি বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুঃখ সহৃদয়তার সহিত সম্পূর্ণরূপে অনুভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই নীল-দর্পণ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যে সকল মনুষ্য পরের দুঃখে কাতর হয়, দীনবন্ধু তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অসাধারণ গুণ এই ছিল যে, যাহার দুঃখ, সে যেরূপ কাতর হইত, দীনবন্ধু তদ্রূপ বা ততোধিক কাতর হইতেন। ইহার একটী অপূর্ব্ব উদাহরণ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদা তিনি যশোহরে আমার বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রে তাঁহার কোন বন্ধুর কোন উৎকট পীড়ার উপক্রম হইল। যিনি পীড়ার আশঙ্কা করিতেছিলেন, তিনি দীনবন্ধুকে জাগরিত করিলেন, এবং পীড়ার আশঙ্কা জানাইলেন। শুনিয়া দীনবন্ধু মূর্চ্ছিত হইলেন। যিনি স্বয়ং পীড়িত বলিয়া সাহায্যার্থ দীনবন্ধুকে জাগাইয়াছিলেন, তিনিই আবার দীনবন্ধুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই দিন জানিয়াছিলাম যে, অন্য যাহার যে গুণ থাকুক, পরের দুঃখে দীনবন্ধুর ন্যায় কেহ কাতর হয় না। সেই গুণের ফল নীল-দর্পণ।

নীল-দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদিত হইয়া ইংলণ্ডে যায়। লং সাহেব তৎপ্রচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারাবদ্ধ হয়েন। সীটনকার সাহেব তৎপ্রচার জন্য অপদস্থ হইয়াছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন।

এই গ্রন্থের নিমিত্ত লংসাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিত্তই হউক, নীল-দর্পণ ইয়ুরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন; সীটনকার

অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবন নির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা নিজে কারারুদ্ধ কি কর্ম্মচ্যুত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি তত্তোধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এক দিন রাত্রে নীল-দর্পণ লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন। কূল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগিল। দাঁড়ী মাজী সকলেই সন্তরণ আরম্ভ করিল; দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম। দীনবন্ধু নীল-দর্পণ হস্তে করিয়া জলমজ্জনোন্মুখ নৌকায় নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একজন সন্তরণকারীর পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াই সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "ভয় নাই, এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে।" বাস্তবিক নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চরলগ্ন হইলে দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই আর্দ্র নীল-দর্পণ তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। এই সময় মেঘনায় ভাঁটা বহিতেছিল, সত্বরেই জোয়ার আসিয়া এই চর ডুবিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে এই জলপূর্ণ ভগ্ন তরি ভাসিয়া যাইবে, তখন জীবন রক্ষার উপায় কি হইবে,এই ভাবনা দাঁড়ী,মাঝি সকলেই ভাবিতেছিল, দীনবন্ধুও ভাবিতেছিলেন। তখন রাত্রি গভীর, আবার ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে বেগবতীর বিষম স্রোতধ্বনি, ক্বচিৎ মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষীদিগের চীৎকার। জীবন রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া দীনবন্ধু একেবারে নিরাশ্বাস হইতেছিলেন, এমত সময় দূরে দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিবায় দূরবর্ত্তী নৌকারোহীরা উত্তর দিল, এবং সত্বরে আসিয়া দীনবন্ধু ও তৎসমভিব্যাহারীদিগকে উদ্ধার করিল।

ঢাকা বিভাগ হইতে, দীনবন্ধু পুনর্ব্বার নদীয়া প্রত্যাগমন করেন। ফলতঃ নদীয়ায় বিভাগেই তিনি অধিককাল নিযুক্ত ছিলেন; বিশেষ কার্য্য-নির্ব্বাহ জন্য তিনি ঢাকা বা অন্যত্র প্রেরিত হইতেন।

ঢাকা বিভাগ হইতে প্রত্যাগমন পরে দীনবন্ধু 'নবীন তপস্বিনী' প্রণয়ন করেন। উহা কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত হয়। ঐ মুদ্রাযন্ত্রটী দীনবন্ধু প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিদ্যের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী হয় নাই।

দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগ হইতে পুনর্ব্বার ঢাকা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। আবার ফিরিয়া আসিয়া উড়িষ্যা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। পুনর্ব্বার নদীয়া

বিভাগে আইসেন। কৃষ্ণনগরেই তিনি অধিক কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখানে একটী বাড়ী কিনিয়াছিলেন। সন ১৮৬৯ সালের শেষে বা সন ১৮৭০ সালের প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় সুপরনিউমররি ইনস্পেক্‌টিং পোষ্ট মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্যই এ পদের কার্য্য। দীনবন্ধুর সাহায্যে পোষ্ট আফিসের কার্য্য কয় বৎসর অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। ১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুশাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কাছাড় গমন করেন। তথায় সেই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অল্পকাল মধ্যে প্রত্যাগমন করেন।

কলিকাতায় অবস্থিতি কালে, তিনি "রায়বাহাদুর," উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হবেন, তিনি আপনাকে কত দূর কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পারি না। দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই। কেননা দীনবন্ধু বাঙ্গালিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তুদিগেরও প্রাপ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই প্রথমশ্রেণীভুক্ত গর্দ্দভ দেখা যায়।

দীনবন্ধু এবং সূর্য্যনারায়ণ এই দুইজন পোষ্টাল বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। সূর্য্যনারায়ণ বাবু আসামের কার্য্যের গুরু ভার লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেন; অন্য যেখানে কোন কঠিন কার্য্য পড়িত, দীনবন্ধু সেইখানেই প্রেরিত হইতেন। এইরূপ কার্য্যে ঢাকা, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম, দারজিলিঙ্গ, কাছার, প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদা যাইতেন। এইরূপে তিনি বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার প্রায় সর্ব্ব স্থানেই গমন করিয়াছিলেন, বেহারেরও অনেক স্থান দেখিয়াছিলেন। পোষ্টাল বিভাগের যে পরিশ্রমের ভাগ তাহা তাঁহার ছিল, পুরস্কারের ভাগ অন্যের কপালে ঘটিল।

দীনবন্ধুর যেরূপ কার্য্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্বেই তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরল হইতেন, কালে ডাইরেক্টর জেনেরল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। Charity যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণচর্ম্মে তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে।

পুরস্কার দূরে থাকুক, শেষাবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পোষ্টমাষ্টার জেনেরল এবং ডাইরেক্টর জেনেরলে বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্য করিতেন। এজন্য তিনি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম কিছু দিন রেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরে হাবড়া ডিবিজনে নিযুক্ত হয়েন। সেই শেষ পরিবর্ত্তন।

শ্রমাধিক্যে অনেক দিন হইতে দীনবন্ধু উৎকটরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বহুমূত্র রোগ প্রায় সাংঘাতিক হয়। সে কথা সত্য কি না বলা যায় না, কিন্তু ইদানীং মনে করিয়াছিলাম যে, দীনবন্ধু বুঝি রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইবেন। রোগাক্রান্ত হইয়া অবধি দীনবন্ধু অতি সাবধান, এবং অবিহিতাচারবর্জ্জিত হইয়াছিলেন। অতি অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বলিতেন। পরে সন ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে অকস্মাৎ বিস্ফোটক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর বৃত্তান্ত সকলে অবগত আছেন। বিস্তারিত লেখার আবশ্যক নাই। লিখিতেও পারি না। যদি মনুষ্যের প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে প্রার্থনা করিতাম যে, এরূপ সুহৃদের মৃত্যুর কথা কাহাকেও যেন লিখিতে না হয়।

নবীন তপস্বিনীর পর "বিয়েপাগলা বুড়ো প্রচার হয়। দীনবন্ধুর অনেকগুলিন গ্রন্থ প্রকৃত ঘটনামূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণীত চরিত্রে অনুকৃত হইয়াছে। নীল-দর্পণের অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত; নবীন তপস্বিনীর বড় রাণী ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। "সধবার একাদশীর" প্রায় সকল নায়ক নায়িকাগুলিন জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি; তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা। "জামাই-বারিকের" দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। "বিয়েপাগলা বুড়ো" ও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষিত করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ, এবং "প্রচলিত খোষগল্প" হইতে সারাদান করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। নবীন তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদলকুঁৎকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন উপন্যাসমূলক; "জলধর" "জগদম্বা" "Merry Wives of Windsor" হইতে নীত।

বাঙ্গালি-পাঠক মধ্যে নিতান্ত অশিক্ষিত অনেক আছেন। তাঁহারা ভাবিবেন, যদি দীনবন্ধুর গ্রন্থের মূল প্রাচীন উপন্যাসে, ইংরেজি গ্রন্থে বা প্রচলিত গল্পে আছে, তবে আর তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসা কি? তাঁহারা ভাবিবেন, আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা করিতেছি। এ সম্প্রদায়ের পাঠকদিগকে কোন কথা বুঝাইয়া বলিতে আমি অনিচ্ছুক, কেননা জলে আলিপনা সম্ভবে না। সেক্ষপীয়রের প্রায় এমন নাটক নাই, যাহা কোন প্রাচীনতর-গ্রন্থমূলক নহে। স্কটের অনেকগুলি উপন্যাস প্রাচীন কথা বা প্রাচীন গ্রন্থ-মূলক। মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ। ইনিয়দ্, ইলিয়দের অনুকরণ। ইহার মধ্যে কোন্ গ্রন্থ অপ্রশংসনীয়?

"সধবার একাদশী" "বিয়েপাগলা বুড়ো"র পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা তৎপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। সধবার একাদশীর যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমনি অনেক অসাধারণ দোষও আছে। এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে, এই জন্য আমি দীনবন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম, যে ইহার বিশেষ পরিবর্ত্তন ব্যতীত প্রচার না হয়। কিছু দিন মাত্র এ অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল। অনেকে বলিবেন, এ অনুরোধ রক্ষা হয় নাই ভালই হইয়াছে, আমরা "নিমচাঁদকে" দেখিতে পাইয়াছি। অনেকে ইহার বিপরীত বলিবেন।

"লীলাবতী" বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প। এই সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্ব-সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে। ইহার পর হইতে কিঞ্চিৎ তেজঃক্ষতি দেখা যায়। এরূপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। স্কট প্রথমে পদ্যগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথম তিন খানি কাব্য অত্যুৎকৃষ্ট হয়, "Lady of the Lake" নামক কাব্যের পর আর তেমন হইল না। দেখিয়া, স্কট পদ্য লেখা ত্যাগ করিলেন, গদ্যকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। গদ্যকাব্য-লেখক বলিয়া স্কটের যে যশ, তাহার মূল প্রথম পনের বা ষোলখানি নবেল। "Kenilworth" নামক গ্রন্থের পর স্কটের আর কোন উপন্যাস প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য হয় নাই। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রের সঙ্গে সন্ধ্যাকালীন ক্ষীণালোকের যে সম্বন্ধ, "Ivanhoe" এবং Kenilworth" প্রভৃতির সঙ্গে স্কটের শেষ দুইখানি গদ্যকাব্যের সেই সম্বন্ধ।

লীলাবতীর পর দীনবন্ধুর লেখনী কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল। সেই বিশ্রামের পর "সুরধুনী" কাব্য "জামাইবারিক" এবং "দ্বাদশ কবিতা"

অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয়। "সুরধুনী" কাব্য অনেক দিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশ বিয়েপাগলা বুড়োরও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহাও প্রচার না হয়, আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম,—আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। বোধ হয় অন্যান্য বন্ধুগণও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা অনেক দিন অপ্রকাশ ছিল।

দীনবন্ধুর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে "কমলেকামিনী" প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন ইহা সাধারণে প্রচারিত হয়, তখন তিনি রুগ্নশয্যায়।

আমি দীনবন্ধুর গ্রন্থ সকলের কোন সমালোচনা করিলাম না। গ্রন্থ-সমালোচনা এ প্রবন্ধে উদ্দিষ্ট নহে। সমালোচনার সময়ও নহে। দীনবন্ধু যে সুলেখক ছিলেন, ইহা সকলেই জানেন, আমাকে বলিতে হইবে না। তিনি যে অতি সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাহাও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু দীনবন্ধুর একটী পরিচয়ের বাকি আছে। তাঁহার সরল, অকপট, স্নেহময় হৃদয়ের পরিচয় কি প্রকারে দিব? বঙ্গদেশে আজ কাল গুণবান্ ব্যক্তির অভাব নাই, সুদক্ষ কর্ম্মচারীর অভাব নাই, সুলেখকেরও নিতান্ত অভাব নাই, কিন্তু দীনবন্ধুর অন্তঃকরণের মত অন্তঃকরণের অভাব বঙ্গদেশে কেন—মনুষ্যলোকে—চিরকাল থাকিবে। এ সংসারে ক্ষুদ্র কীট হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত সকলেরই এক স্বভাব, অহঙ্কার, অভিমান, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, কপটতায় পরিপূর্ণ। এমন সংসারে দীনবন্ধুর ন্যায় রত্নই অমূল্য রত্ন।

সে পরিচয় দিবারই বা প্রয়োজন কি? এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে কে বিশেষ না জানে? দারজিলিঙ্গ হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত, কাছাড় হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে কয়জন ভদ্রলোক দীনবন্ধুর বন্ধুমধ্যে গণ্য নহেন। কয়জন তাঁহার স্বভাবের পরিচয় না জানেন? কাহার নিকট পরিচয় দিতে হইবে?

দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন বাঙ্গালায় এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে গিয়াছেন সেই খানেই বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছেন। যে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিত, সেই তাঁহার সহিত আলাপের জন্য উৎসুক হইত। যে আলাপ করিত, সেই তাঁহার বন্ধু হইত। তাঁহার ন্যায় সুরসিক লোক বঙ্গভূমে এখন আর কেহ আছে কি না বলিতে পারি না। তিনি যে সভায় বসিতেন, সেই সভায় জীবন-স্বরূপ হইতেন। তাঁহার সরস, সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মুগ্ধ হইত। শ্রোতৃবর্গ, মর্ম্মের দুঃখ সকল ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার সৃষ্ট হাস্যরস-সাগরে ভাসিত। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকল, বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রন্থ বটে,

কিন্তু তাঁহার প্রকৃত হাস্যরসপটুতার শতাংশের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাস্যরসাবতারণায় তাঁহার যে পটুতা, তাহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কথোপকথনেই পাওয়া যাইত। অনেক সময়ে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ হাস্যরস বলিয়া বোধ হইত। দেখা গিয়াছে যে, অনেকে "আর হাসিতে পারি না" বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। হাস্যরসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।

অনেক লোক আছে যে, নির্ব্বোধ অথচ অত্যন্ত আত্মাভিমানী, এরূপ লোকের পক্ষে দীনবন্ধু সাক্ষাৎ যম ছিলেন। কদাচ তাহাদিগের আত্মাভিমানের প্রতিবাদ করিতেন না, বরং সেই আগুনে সাধ্যমত বাতাস দিতেন। নির্ব্বোধ সেই বাতাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। তখন তাহার রঙ্গভঙ্গ দেখিতেন। এরূপ লোক দীনবন্ধুর হাতে পড়িলে কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইত না।

ইদানীং কয়েক বৎসর হইল, তাঁহার হাস্যরসপটুতা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। প্রায় বৎসরাধিক হইল, এক দিন তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "দীনবন্ধু, তোমার সে হাস্যরস কোথা গেল? তোমার রস শুখাইতেছে, তুমি আর অধিক কাল বাঁচিবে না।" দীনবন্ধু কেবলমাত্র উত্তর করিলেন, "কে বলিল?" কিন্তু পরক্ষণেই অন্যমনস্ক হইলেন। এক দিবস আমরা একত্রে রাত্রিযাপন করি। তাঁহার রস-উদ্দীপন-শক্তি শুকাইয়াছে কি না আপনি জানিবার নিমিত্ত একবার সেই রাত্রে চেষ্টা করিয়াছিলেন; সে চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অনেক-গুলি বন্ধুকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তখন জানিতাম না যে সেই তাঁহার শেষ উদ্দীপন। তাহার পর আর কয়েক বার দিবারাত্রি একত্রে বাস করিয়াছি, কিন্তু এই রাত্রের ন্যায় আর তাঁহাকে আনন্দ-উৎফুল্ল দেখি নাই। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছিল। তথাপি তাঁহার ব্যঙ্গশক্তি একেবারে নিস্তেজ হয় নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও তাহা ত্যাগ করেন নাই। অনেকেই জানেন যে, তাঁহার মৃত্যুর কারণ বিস্ফোটক, প্রথমে একটী পৃষ্ঠ দেশে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই আর একটি পশ্চাৎভাগে হইল। তাহার পর শেষ আর একটী বামপদে হইল। এই সময় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটী কার্য্যস্থান হইতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দীনবন্ধু অতি দূরবর্ত্তী মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "ফোঁড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে।"

মনুষ্যমাত্রেরই অহঙ্কার আছে ;—দীনবন্ধুর ছিল না। মনুষ্যমাত্রেরই রাগ আছে ;—দীনবন্ধুর ছিল না। দীনবন্ধুর কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না, আমি কখন তাঁহার রাগ দেখি নাই। অনেক সময়ে তাঁহার ক্রোধাভাব দেখিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছি, তিনি রাগ করিতে পারিলেন না বলিয়া অপ্রতিভ হইয়াছেন। অথবা ক্রুদ্ধ হইবার জন্য যত্ন করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া বলিয়াছেন "কই, রাগ যে হয় না।"

তাঁহার যে কিছু ক্রোধের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা জমাই-বারিকের "তোঁতারাম ভাটের" উপরে। যেমন অনেকে দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা করিতেন, তেমনি কতকগুলি লোক তাঁহার গ্রন্থের নিন্দক ছিল। যেখানে যশ সেই খানেই নিন্দা, সংসারের ইহা নিয়ম। পৃথিবীতে যিনি যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, দোষশূন্য মনুষ্য জন্মে না ; যিনি বহু গুণবিশিষ্ট, তাঁহার দোষগুলি, গুণসান্নিধ্য হেতু, কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং লোকে তৎকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, গুণের সঙ্গে দোষের চিরবিরোধ, দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ গুণশালী ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইয়া পড়ে। তৃতীয়, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যের গতিকে অনেক শত্রু হয় ; শত্রুগণ অন্য প্রকারে শত্রুতা সাধনে অসমর্থ হইলে নিন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ, অনেক মনুষ্যের স্বভাবই এই, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে ও শুনিতে ভালবাসে ; সামান্য ব্যক্তির নিন্দার অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বক্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম, ঈর্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দকই অনেক, বিশেষ বঙ্গদেশে।

দীনবন্ধু স্বয়ং নির্ব্বিরোধ, নিরহঙ্কার এবং ক্রোধশূন্য হইলেও এই সকল কারণে তাঁহার অনেকগুলি নিন্দক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় কেহ তাঁহার নিন্দক ছিল না, কেননা প্রথমাবস্থাতে তিনি তাদৃশ যশস্বী হয়েন নাই। যখন "নবীন তপস্বিনী" প্রচারের পর তাঁহার যশের মাত্রা পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন নিন্দকশ্রেণী মাথা তুলিতে লাগিল। দীনবন্ধুর গ্রন্থে যথার্থই অনেক দোষ আছে,—কেহ কেহ কেবল সেই জন্যই নিন্দা করিতেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই ; তবে তাঁহারা যে দোষের ভাগের সঙ্গে গুণের ভাগ বিবেচনা করেন না, এই জন্যই তাঁহাদিগকে নিন্দক বলি।

অনেকে দীনবন্ধুর নিকট চাকরীর উমেদারী করিয়া নিষ্ফল হইয়া সেই

রাগে দীনবন্ধুর সমালোচক-শ্রেণী-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এ শ্রেণীস্থ নিন্দকদিগের নিন্দায় দীনবন্ধু হাসিতেন,—নিম্ন শ্রেণীর সংবাদ-পত্রে তাঁহার সমুচিত ঘৃণা ছিল, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু "কলিকাতা রিবিউ"র ন্যায় পত্রে কোন নিন্দা দেখিলে তিনি ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হইতেন। কলিকাতা রিবিউতে সুরধুনী কাব্যের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অন্যায় বোধ হয় না। দীনবন্ধু যে ইহাতে রাগ করিয়াছিলেন, ইহাই অন্যায়। "ভোঁতারাম ভাট" দীনবন্ধুর চরিত্রে ক্ষুদ্র কলঙ্ক!

ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দীনবন্ধু কখন একটীও অসৎ কার্য্য করেন নাই। তাঁহার স্বভাব তাদৃশ তেজস্বী ছিল না বটে, বন্ধুর অনুরোধ বা সংসর্গদোষে নিন্দনীয় কার্য্যের কিঞ্চিৎ সংস্পর্শ তিনি সকল সময়ে এড়াইতে পারিতেন না; কিন্তু যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য্য, এমত কার্য্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই। তিনি অনেক লোকের উপকার করিয়াছেন, তাঁহার অনুগ্রহে বিস্তর লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে।

একটী দুর্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি সাধ্বী স্নেহশালিনী পতিপরায়ণা পত্নীর স্বামী ছিলেন। দীনবন্ধুর অল্প বয়সে বিবাহ হয় নাই। হুগলীর কিছু উত্তর বংশবাটী গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। দীনবন্ধু চিরদিন গৃহসুখে সুখী ছিলেন। দম্পতী-কলহ কখন না কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কস্মিন্ কালে মুহূর্ত্ত নিমিত্ত ইহাঁদের কথান্তর হয় নাই। একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দীনবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল। বিবাদ করিতে পারেন নাই। কলহ করিতে গিয়া তিনিই প্রথমে হাসিয়া ফেলেন, কি তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাগ দেখিয়া উপহাস দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই।

দীনবন্ধু আটটী সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

দীনবন্ধু বন্ধুবর্গের প্রতি বিশেষ স্নেহবান্ ছিলেন। আমি ইহা বলিতে পারি যে, তাঁহার ন্যায় বন্ধুর প্রীতি সংসারের একটী প্রধান সুখ। যাঁহারা তাহা হারাইয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখ বর্ণনীয় নহে।

পরিশিষ্ট।

এই সংস্করণে মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া বঙ্কিম বাবু প্রণীত "রায় দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব সমালোচনা" সংযোজিত হইয়াছে। আরও দুইটী বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১)
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর।

("প্রদীপ" ১ম বৎসর ১৩০৫ সাল, ভাদ্র মাসের সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।)

১২৩৬ সালে চৈত্র মাসে দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। যমুনানদীবেষ্টিত চৌবেড়িয়া গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতা দরিদ্র ছিলেন। তিনি গ্রামস্থ পাঠশালায় পুত্রের লেখা পড়া সমাপ্ত হইলে, তাঁহাকে এক জমীদারী সেরেস্তায় মাসিক আট টাকা বেতনে চাকরীতে নিযুক্ত করিয়া দেন। বালক দীনবন্ধু পিতার ভয়ে কিছুদিন সেই চাকরী করিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী শিখিবার জন্য তাঁহার মন নিতান্তই ব্যাকুল হইতে লাগিল। তাঁহার সমবয়স্ক পাঠশালার সহপাঠিগণ অনেকে পূর্ব্বেই লেখাপড়া শিখিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল। এই সকল কারণে দীনবন্ধুর চাকরী বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল; তিনি স্বীয় পিতৃদেবের অমতে চাকরী পরিত্যাগ করিলেন এবং কলিকাতায় আসিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় পনের কিম্বা ষোল বৎসর হইবেক।

তৎকালে কলিকাতায় তাঁহার পিতৃব্যের এক বাসা ছিল। তিনি তথায় আসিয়া পিতৃব্যপুত্রগণের শরণাপন্ন হইলেন এবং কষ্টে দিনপাত করিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে পালাক্রমে রন্ধন কার্য্যও করিতে হইত। কিন্তু তিনি অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে সকল বাধাই অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাঠে কিরূপ মনোযোগ ছিল, তৎসম্বন্ধে একদিনকার ঘটনার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। একদিন প্রাতঃকালে বাসাতে একজন গায়ক অতি উৎকৃষ্ট গান করিতেছিল। সকলে আনন্দসহকারে

এবং অতি আগ্রহের সহিত গান শুনিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, যে গানের গোলমালে সকলকেই নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এইরূপ গোলমাল হইলেও কেহই দীনবন্ধুকে তথায় দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, তিনি নিকটস্থিত গৃহে পাঠে নিবিষ্টচিত্ত রহিয়াছেন। তাঁহাকে গোলমালের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, "কই আমিত কিছুই টের পাই নাই।" বাহ্যজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যোগীদিগের ন্যায় নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা উত্তরকালেও তাঁহার জীবনে দেখা যায়। এক দিন তিনি সুকিয়া ষ্ট্রীটে মেট্রোপলিটান স্কুলের (তখন কালেজ হয় নাই) পূর্ব্বপার্শ্বের বাটীর রাস্তার উপরিস্থিত বৈঠকখানায় বেলা দশটার সময় বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। সেই সময়ে একখানি জুড়ি গাড়ি রাস্তার ধারের খানায় পড়িয়া যায়। স্কুলের ছাত্র এবং অন্যান্য সমস্ত লোক চীৎকার ও গোলমালে একটি ক্ষুদ্র বিপ্লবের যোগাড় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু দীনবন্ধু বাবুকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, আফিসের কাজে এত নিবিষ্ট ছিলেন, কিছুই জানিতে পারেন নাই।

কলিকাতায় আসিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় তিনি একটি নূতন রকমের কার্য্য করেন। শৈশবে তাঁহার পিতা নামকরণ কালে তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন, "গন্ধর্ব্বনারায়ণ মিত্র"। দীনবন্ধু পিতৃদত্ত "গন্ধর্ব্বনারায়ণ" নাম পরিত্যাগ করিয়া নিজের পছন্দমত দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন, এবং স্কুলের খাতায় ঐ নাম লিখাইয়া দেন। তদবধি তিনি স্বগৃহীত নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন 'নীলদর্পণ' তাঁহার স্বগৃহীত নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার নাম পরিবর্ত্তনের বিশেষ কোন কারণ পাওয়া যায় না। তবে শৈশবকালে "গন্ধর্ব্ব" নামটি ছোট করিয়া সকলে তাঁহাকে 'গন্ধ' বলিয়া ডাকিত, এবং সমবয়স্কেরা "থু গন্ধ" "দুর্গন্ধ" ইত্যাদি বলিয়া ক্ষেপাইত। দীনবন্ধু যে ইহাতে ক্ষুব্ধ হইতেন না এমন নহে; কেননা তাঁহার পূজনীয়া জননী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্যই ছোকরাদিগকে বলিতেন যে 'দেখিস্ এর পর ইহার গন্ধে দেশ ভুর ভুর করিবে।' তাঁহার মাতার ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্যে পরিণত হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট সপ্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন দীনবন্ধুর নামের সৌরভ সমগ্র বঙ্গদেশে বিকীর্ণ হইয়াছে।

কলিকাতায় তিনি প্রথমে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা লং সাহেবের প্রতিষ্ঠিত একটি ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। লং সাহেব তাঁহাকে বড়ই স্নেহ

করিতেন। কিন্তু তখন দুই জনের কেহই জানিতেন না যে, তাঁহাদিগের নাম ভবিষ্যতে অত ঘনিষ্ঠরূপে একত্রীভূত হইবেক। লং সাহেবের স্কুল হইতে দীনবন্ধু মাসিক দুই টাকা মাহিনায় এক স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। স্কুলের মাহিনা তাঁহাকে চাঁদা লইয়া সংগ্রহ করিতে হইত। সেই স্কুল হইতে জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, এবং বৃত্তি পাইয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। হিন্দু কলেজে নির্দ্দিষ্টকাল অধ্যয়ন করেন ও সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার কলেজীয় বন্ধুগণের মধ্যে প্রায় সকলেই পরলোকগত হইয়াছেন; কেবলমাত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রের গৌরব ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার এম ডি, ডি এল, ও নানাভাষাবিৎ সাহিত্যানুরাগী সুলেখক কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সুযোগ্য কলেক্টর বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, ইঁহারা এখনও বর্ত্তমান আছেন; এবং আশা করি তাঁহারা দীর্ঘজীবি হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে আরও উন্নতি সাধন করিবেন। তাঁহারা যদি বাল্যসখা দীনবন্ধু মিত্রের জীবন সম্বন্ধে স্ব স্ব পূর্ব্বস্মৃতি কথা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দীনবন্ধু বাবুর ভবিষ্যৎ জীবনী লেখকের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। কেননা রচনায় উভয়েই সুদক্ষ এবং তাঁহাদের মোহিনীলেখনীনিস্থত বাক্যগুলি সকলেরই নিকট সমাদৃত হইবে। পঠদ্দশা হইতেই দীনবন্ধু বাঙ্গালা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত প্রকাশিত পত্রিকা সমূহে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, "প্রভাকরে' দীনবন্ধু যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা পুনর্মুদ্রিত হইলে বিশেষরূপে আদৃত হইবার সম্ভাবনা; দীনবন্ধু বাবুর পুত্রগণ বহু যত্নে সেই সকল কবিতার উদ্ধার করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। যাঁহাদিগের দীনবন্ধুর বাল্যরচনা দেখিবার অভিলাষ আছে, তাঁহারা ঐ পুস্তক পাঠে সকলই জানিতে পারিবেন। কবিতাগুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী না হইলেও, তদানীন্তন অনুপ্রাস ও শ্লেষবহুল রচনার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

তাঁহার চাকুরীর বিষয় বিশেষ বলিবার কিছু প্রয়োজন নাই। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডাক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁহার শীঘ্র শীঘ্র পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার উপরিওয়ালা সিভিলিয়ান সাহেবগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও আদর করিতেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট "লুসাই যুদ্ধের" অনুষ্ঠান করেন। ডাকের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য দীনবন্ধু বাবুকে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে হইয়াছিল। অনেক সাহেব বাঙ্গালীর নিন্দা করিয়া

বলেন যে, তাঁহাদিগকে বিপদ-সঙ্কুল কার্য্যে প্রেরণ করিলে তাঁহারা সহজে রণে পরাঙ্মুখ হয়েন না, কিন্তু দীনবন্ধু বাবু যেরূপ তৎপরতার সহিত ও নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীর এই অপবাদ বিমোচন করিতে সক্ষম। লুসাই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমনের পর গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। সে আজ ২৬ বৎসরের কথা। তিনি আঠার বৎসর মাত্র চাকরী করিয়াছিলেন, এবং ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইলে, তাঁহার পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদে উন্নীত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

দীনবন্ধু বাবুর চাকরী সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না, কিন্তু রাজকার্য্যানুরোধে তাঁহাকে যেরূপ পরিভ্রমণ করিতে হইত, তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে হইবে, কেননা তাঁহার নাটকের চরিত্রবৈচিত্র্যের সহিত ইহা কতকাংশে সংশ্লিষ্ট। তিনি বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদর্শন করিয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে তাঁহাকে গমন করিতে হইত। তাঁহার লোকের সহিত মিশিবার ও আলাপ করিবার অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল, এবং তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতেন, এবং তাহাদের জীবনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, নাটকপ্রণয়ন কালে তাহা সম্যক্‌রূপে কার্য্যোপযোগী করিতেন। লোকের সহিত আলাপ করিবার উপলক্ষে তিনি কখন কখন অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়া লোককে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেন। আমরা এক্ষণে তাহার একটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিব। এক দিন তিনি পাল্‌কী করিয়া এক গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিতেছিলেন। অদূরে এক ভদ্রলোকের বাটীর বৈঠকখানায় কতিপয় ভদ্রলোক সমবেত দেখিয়া, বেহারাকে তথায় পাল্‌কী লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পাল্‌কী তথায় পৌঁছিলে, তিনি পাল্‌কী হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন, বেহারা তাঁহার বাক্স তাঁহার সমীপে রাখিয়া দিল। তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া বাক্স হইতে কাগজ বাহির করিয়া একটি বিশেষ দরকারী রিপোর্টের অবশিষ্টাংশ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ মুখ চাওয়াচায়ী করিতে লাগিলেন। তাঁহার লেখা শেষ হইয়াছে, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, পাক হইয়াছে। সকলে গাত্রোত্থান করিলেন, দীনবন্ধুও সেই সঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া একটি শাস্ত্রী দর্শন করিলেন; সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কথা

কহিতে সাহস করিলেন না। অবশেষে ভোজনান্তে কথাবার্ত্তা কহিতে দীনবন্ধু স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন। গৃহস্বামী তাঁহার এই অযাচিতভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করায় যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। সেই অবধি তিনি দীনবন্ধুর বন্ধু মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন এবং দীনবন্ধু বাবু ঐ গ্রামে গমন করিলে উপরিউক্ত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিতেন না।

তিনি মফস্বলে গমন করিলে লোকে তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুগণ অনেক স্থলে তাঁহার আগমন উপলক্ষে গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে মিলিত হইতেন। একবার এইরূপ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে একটী হাস্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হইয়াছে। সমবেত ভদ্র ব্যক্তিগণ নীলদর্পণের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। তন্মধ্যে একজন নীলকুঠীর দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন। তিনি দীনবন্ধু বাবুকে চিনিতেন না, সুতরাং দেওয়ানী ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, পুস্তকের ঘটনা ও বর্ণনাগুলি এমনি ঠিক ঠিক হইয়াছে, যেন বোধ হয় "শা—" আমাদের কুঠীর ভিতরে বসিয়া পুস্তক লিখিয়াছে। এই বাক্যের পর গৃহস্বামী দেওয়ান মহাশয়কে দীনবন্ধু বাবুর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। দেওয়ান নিতান্তই অপ্রতিভ ও ম্রিয়মান হইয়াছেন দেখিয়া, গ্রন্থকার বলিলেন যে, 'মহাশয় আপনার গালাগালি আমার বড় মিষ্টি লাগিয়াছে। কারণ আপনার গালাগালিতে অলক্ষিতভাবে নাটকের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা নিহিত রহিয়াছে।' দেওয়ান মহাশয় আর উত্তর করিতে পারিলেন না।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, তিনি লুসাই যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে মণিপুর, কাছাড়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ ইতিহাস সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ তাঁহার শেষ নাটক 'কমলে কামিনী'। রাজকার্য্যানুরোধে নানা দেশ পরিভ্রমণে তিনি যে বহুদিগ্‌দর্শী জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহা অমূল্য হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ পরিভ্রমণের ক্লেশ ও শ্রান্তি তাঁহার শরীর ভগ্ন হইবার একটি কারণ। শরীর একবার ভগ্ন হইলে তাহাতে উৎকট রোগ সকল সহজেই প্রবেশ লাভ করে। দীনবন্ধু বাবুর স্বাস্থ্য বিষয়ে তাহাই ঘটিয়াছিল। চল্লিশ বৎসরের কিছু পরেই তাঁহাকে বহুমূত্র রোগে আক্রমণ করিয়াছিল। এবং তদনুষঙ্গিক বিস্ফোটকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন শরীর হইয়া চুয়াল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ভবলীলা [illegible] করেন। তাঁহার মৃত্যুদিন শনিবার ১লা নবেম্বর ১৮৭৩

তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। তৎপরে যথাক্রমে নবীনতপস্বিনী, বিয়েপাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, জামাই বারিক, দ্বাদশ কবিতা ও কমলে কামিনী প্রকাশিত হয়। তাঁহার গ্রন্থ সমালোচন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, তবে তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। তিনি স্বীয় পুস্তক মধ্যে বন্ধুগণের নাম প্রবেশ করাইবার সুবিধা পাইলে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। 'জামাই বারিকের' জামাইগণের তালিকায় তাঁহার খ্যাতনামা বন্ধু সকলের নাম সন্নিবিষ্ট আছে। ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত আমরা 'নবীনতপস্বিনী'তে দেখিতে পাই।

"যদবধি হাঁদাপেট হেরেছি নয়নে,
পূর্ণচন্দ্র কার্ত্তিকেয় নাহি ধরে মনে।"

এই কবিতার শেষ চরণে সাধারণ পাঠক পূর্ণচন্দ্র অর্থে পূর্ণিমার চাঁদ ও কার্ত্তিকেয় অর্থে ষড়ানন বুঝিয়া থাকেন। অর্থ অতি সুসঙ্গত হয়, কিন্তু কবি পূর্ণচন্দ্র ও কার্ত্তিকেয় শব্দ দ্বয়ে তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন সুন্দরকান্তি বন্ধু, কৃষ্ণনগর রাজবংশের দৌহিত্র বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় এবং স্বনামখ্যাত ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত প্রণেতা বাবু কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়দিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে কোন কোন স্থলে জীবন্ত ব্যক্তির মুখনিঃসৃত বাক্য অবিকল প্রবিষ্ট করিয়া দেন এবং কোন স্থলে মর্ম্ম ঠিক রাখিয়া ভাষা-গত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। বাহুল্য ভয়ে ইহার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম না।

দীনবন্ধু বাবুর জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি কি প্রকার লোক ছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। স্বভাবতঃই লোকের মনে হইবে যে, দীনবন্ধু বাবু কৌতুকপ্রিয়, হাস্যরসের অবতারস্বরূপ, আমোদপ্রমোদপরায়ণ হইয়া সরলান্তঃকরণে প্রাণ ভরিয়া হাসিতেন এবং লোককে হাসাইতেন। এ কথা সত্য হইলেও একদেশদর্শী। কারণ তিনি যেমন হাসিতে ও হাসাইতে জানিতেন, সেইরূপ কাঁদিতে ও কাঁদাইতেও জানিতেন। তিনি পরের দুঃখে যার পর নাই কাতর হইতেন, এবং সেই দুঃখ বিমোচন করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেন। নীলকর-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখ নিজের দুঃখের ন্যায় অনুভব করিয়াছিলেন এবং নয়নাসারে লেখনী অভিষিক্ত করিয়া নীলদর্পণ রচনা করিয়া বঙ্গীয় পাঠক-মণ্ডলীকে কাঁদাইয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন মনুষ্যজীবন শুধু ক্রন্দনের

জন্য নহে, তাই হাস্যরসের প্রকৃত ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় দেশে হাসির স্রোত প্রবাহিত করিতেন। তাঁহার গ্রন্থে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার জীবনেও তাহাই লক্ষিত হয়। কপটতা তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গীভূত নহে। সমাজমধ্যে কপটতা দেখিলেই তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

অগ্রেই তাঁহার হাস্যরসপটুতার কথা বলা হইয়াছে। এই হাস্যরসপটুতা-গুণে তিনি সরস সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলকেই মুগ্ধ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান পাঠকমণ্ডলীর অনেকেই পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সরস কথোপকথনের বিষয় অবগত আছেন। এক দিন কোন বাবুর বৈঠকখানায় বিদ্যাসাগর মহাশয় গল্প করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেছিলেন, এমন সময় দীনবন্ধু বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিলেন, 'এই যে আমার ভায়া এসেচেন, এইবার আমি অবসর গ্রহণ করি,' এবং দীনবন্ধুকে আসর ছাড়িয়া দিলেন। আর এক দিনকার ঘটনা এইরূপ। দীনবন্ধু বাবু গুটিকত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাত্রি ৮ ঘটিকা না হইতেই দুই এক জন বন্ধু আহারের জন্য ব্যস্ত হইলেন। দীনবন্ধু বাবু রন্ধনশালায় সংবাদ লইয়া জানিলেন যে ১১টার আগে আহার প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তখন দীনবন্ধু বাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয় পাশাপাশি বাটীতে অব-
...স্থিতি করিতেন। দীনবন্ধু বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রন্ধনশালার অবস্থা
...এবং দুই জনে পরামর্শ করিয়া মজলিসে বসিলেন এবং কথোপকথনে
...মুগ্ধ করিলেন যে, অভ্যাগত ব্যক্তিগণ আহারের বিষয় একেবারে
...। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আহার প্রস্তুত হইয়াছে সংবাদ
...তখন বন্ধুবর্গ দীনবন্ধু বাবুর সৃষ্ট হাস্যরস-সাগরে ভাসিত এবং
...সম্মত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'আর কথোপকথনে
...আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে।' ইহার পর সভা ভঙ্গ হইল।
...তন যে, দীনবন্ধু সকলের সহিত হাসি তামাসা করিতেন।
...ত্যাগমন করিয়া বঙ্কিম বাবুকে এক জোড়া কাছাড়ের নির্ম্মিত
...জুতা পাঠাইয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক খানি পত্র প্রেরণ
...কেবল এই কয়েকটা কথা ছিল, "কেমন জুতা"! বঙ্কিমচন্দ্র
...সঙ্গে পাইয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারেন নাই। বঙ্কিম বাবু

আরও বলিতেন যে, মুন্সেফ এবং ডেপুটি সংক্রান্ত হাস্যজনক গল্পের ভাণ্ডার দীনবন্ধুর সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত; এ শ্রেণীর একটি গল্প পাঠকগণকে উপহার দিব।

গল্পটি এইরূপ ;—এক তৃতীয় শ্রেণীর মুন্‌সেফ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইবার আশা করিতেছেন, এমন সময় নিম্নলিখিত পরোয়ানা তাঁহার হস্তগত হইল। "The Lieutenant Governor has been pleased to allow you to discharge the functions of a Munsiff of the second grade." মুন্‌সেফ বাবু ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ, সেরেস্তাদারের শরণ লইলেন। সেরেস্তাদারও তদ্রূপ, তবে decree, discharge কথা জানিতেন। তিনি মুন্‌সেফ বাবুকে বলিলেন যে, আপনাকে ডিস্‌চার্য অর্থাৎ কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। মুন্‌সেফ বাবু বিষণ্ণ মনে ডেপুটি বাবুর আশ্রয়ে উপনীত। ডেপুটি বাবু ব্যাখ্যা করিলেন যে, হাঁ ডিস্‌চার্য করেছে বটে; কিন্তু pleased খুসী হয়ে ডিস্‌চার্য করেছে। ডেপুটিরত্নের pleased কথাটার অর্থ জানা ছিল। মুন্‌সেফ ভাবিলেন, যদি ছাড়িয়ে দিবে, তবে খুসী হবে কেন? তিনি ডেপুটির ব্যাখ্যায় সন্দিহান হইয়া পরোয়ানা সদরে পাঠাইয়া দিলেন। তথা হইতে প্রকৃত ব্যাখ্যা আসিলে মুন্‌সেফ বাবু নিশ্চিন্ত হইলেন।

আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমরা বিদায় লইব। আষাঢ় মাসের 'প্রদীপে' বাবু চন্দ্রনাথ বসু "বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিয়াছেন। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ইদানীন্তন কতি[illegible] বন্ধুর নাম সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু আমরা বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্রের [illegible] পরলোকব্যাপী বন্ধুত্বের বিষয় জানাইতে ইচ্ছা করি। দীনবন্ধু ও [illegible] বন্ধুত্ব একণে সাহিত্যের অঙ্গীভূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুই[illegible] প্রণয় ছিল। দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রকে "নবীন তপস্বিনী" উ[illegible] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে "মৃণালিনী" উৎসর্গ করেন। কিন্তু বঙ্কি[illegible] নিরস্ত হইতে পারেন নাই। দীনবন্ধুর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] হইয়াছিলেন যে, বঙ্গদর্শনে দীনবন্ধু সম্বন্ধে কিছুই লিখিতে [illegible] অনেকেই ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল এবং সেই কারণেই বঙ্গ[illegible] দর্শনের বিদায় গ্রহণ" প্রবন্ধে এই বিষয়ের কতকটা কৈফি[illegible] দীনবন্ধুর প্রেম, ভালবাসা, প্রণয় বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়পটে [illegible] অঙ্কিত ছিল যে, তিনি স্থির করিলেন, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সম্ব[illegible]

হইতে আনন্দমঠের অভিনব উৎসর্গের সৃষ্টি। যদি বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা করা যায়, তবে বলা যাইতে পারে, আনন্দমঠের উৎসর্গ বাঙ্গলা সাহিত্যের "In Memoriam."

অনেকেই বঙ্কিম বাবুর নিজ মুখে শুনিয়াছেন যে, আনন্দমঠের উৎসর্গে বঙ্কিমচন্দ্র "ক্ষণভিন্ন সৌহৃদ" দীনবন্ধুর পবিত্রস্মৃতি কল্পিত করিয়াছেন। দীনবন্ধু বাবুর তৃতীয় পুত্র বাবু বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্, এ, বি, এল্, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-উপলক্ষে রচিত 'অঞ্জলিদান' নামক শোক কবিতায় উভয়ের এই অপূর্ব্ব সৌহৃদ্য এইরূপ সুন্দররূপে ও সহৃদয়তার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন :—

"দুটি তারা, দুই দিকে, দীপ্তির আকর,
ভাসি বঙ্গ-কবিতার নবীন গগনে,
অমর জ্যোতির সুখে হেরি পরস্পর,
অমর জ্যোতির প্রেমে বাঁধিল দুজনে।
এক জননীর পাশে বসি দুই জনে,
দুই জনে ধরি মার দুইটি চরণ,
সাজাল আনিয়া, যেথা কবিতা-কাননে,
যে ফুল ছড়াত সুখে অমর কিরণ।
এক জন, সদা হাসি চিত্ত-জোছনায়,
ফুটায়ে অমর-প্রভা 'মালতী' 'মল্লিকা',
হেসে হেসে দিয়েছিল অমরসভায়
অমরের গলভূষা, অমর-মালিকা।
আর একজন, পশি 'যমুনাপুলিনে',
দুই দিন পরে, 'ফিরি একা বনে বনে',
বহিবে যে শোক-ভার, 'বিকচ নলিনে'
ফুটায়ে তরুণ তান তাহারি স্মরণে,
প্রেম-গীতিময় প্রাণ ঢালিল সভায়
বিরহের মধুময় অমরগাথায়।
আজি কতদিন, হায়, মিশেছে জমায়
সে 'মালতী মল্লিকা'র জীবন-জোছনা;
আজি কতদিন হ'ল, অমৃত সুধায়
ভুলেছেন জীবনের যাতনা, তাড়না।

হাহাকার করি বঙ্গ করিল রোদন,
দেবতার তরে কার না ঝরে নয়ন ?
জীবন-সখার তার প্রাণের ক্রন্দন,
শুনিল কেবল সেই অন্তর্যামী জন ;
সেই ব্যথা, সে হৃদয়ে গাঢ় রেখাময় ;
সেই প্রেম সে সখার, ভুলিবার নয়।
তাই, কত বর্ষ পরে, দাঁড়ায়ে যখন
আনন্দমঠের দ্বারে, গীতিময় প্রাণ,
লয়ে ভক্তি-গীতিময় কুসুম চন্দন,
করি সপ্তকোটী প্রাণে বেগে বহমান
একপ্রাণ জীবনের তড়িৎ প্রবলা,
গেয়েছিল মহাগীত, আনন্দে অধীর,
সুজলা, সুফলা, সেই অনন্ত-শ্যামলা,
স্বর্গাদপি গরীয়সী মহাজননীর ;
তখন অপর দিকে ডাকিল হৃদয়
'ক্ষণভিন্ন সৌহৃদ' সে জীবনসখায়,
অমরপ্রেমের এই মহা দিগ্বিজয়,
'স্বর্গ মর্ত্ত্যে এ সম্বন্ধ' কভু না ফুরায়।"

---

(২)

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন রচিত "অনন্ত দুঃখ"

শীর্ষক কবিতা হইতে গৃহীত।

মধুসূদনের শোকে বিবশা দুঃখিনী
না হতে চেতন, নেত্র মুদিল কিশরী ;
তার শোক অশ্রুজল, না ছুঁইতে বক্ষঃস্থলে,
মাতৃ কোল দীনবন্ধু গেল শূন্য করি ;
ঈশ্বর তোমারি ইচ্ছা !—বঙ্গ অভাগিনী।

দীনবন্ধু নাই!——নীলকর-প্রপীড়িত
কৃষকের কানে কহ এই সমাচার,
বিদীর্ণ আতপ তাপে, শস্য ক্ষেত্র, মনস্তাপে
নিসিক্ত করিবে অশ্রুজলে অভাগার!
শুষ্ক শস্য রাশি শোকে করিবে আর্দ্রিত।
দীনবন্ধু নাই——এই শোক সমাচারে
কাঁদিছে সমস্ত বঙ্গ—আসাম উৎকল;
কাছাড়ে কাঁদিছে কুকি, বঙ্গদেশে বিধুমুখী,
শারদাসুন্দরী স্মরি মুছে চক্ষু-জল।
কাঁদিছে হিন্দিতে খোট্টা মগধে বেহারে।
দীনবন্ধু নাই! বসি ভাগিরথী তীরে,
গোপাল কাঁদিছে কেহ আপনার মনে।
একবৃন্তে ফুল দুটি, বরষ বরষ ফুটি,
আজি ছিন্নবৃন্ত এক অন্যের পতনে।
ভাঙ্গিলে হৃদয় ঘট, জোড়া লাগে ফিরে?
দীনবন্ধু নাই—আহা! কি শুনিতে পাই!
যুবক হৃদয় বন্ধু—আমোদ ভাণ্ডার;—
বালকের শ্রদ্ধাধার, প্রীতিরাগ পারাবার;
প্রাচীনের স্নেহাস্পদ—প্রিয় সুবাকার;
বঙ্গপুত্র রত্নোত্তম,—দীনবন্ধু নাই।
সুকোমল বঙ্গভাষা—দরিদ্রা সদাই—
লভিল যাহার করে দুর্লভ ভূষণ,
কৌতুকী লেখনী যার, হাসাইল বাঙ্গালার
পুত্রগনে—শেষ তানে* কবিতা কানন
প্রতিধ্বনি ময়—সেই দীনবন্ধু নাই।
গেছে চলি দীনবন্ধু ত্যজি জীব ধাম,
কবি কুঞ্জবনে স্বর্গে করিছে বিহার;
কস্তু এ কি শুনি হায়! রেখেগেছে এ ধরায়

* কমলে কামিনী

যে 'নবীন তপস্বিনী'—দীনা পরিবার—
পরাধীন জীবনের শেষ পরিণাম!
হতভাগ্য দীনবন্ধু যদি দেশান্তরে—
পুণ্যখণ্ড ইউরোপায়*—লভিত জনম।
আজি এই সমাচার, বিষাদে তাড়িত তার,
দিগ্‌দিগন্তরে স্কন্ধে করিত ভ্রমণ,
হুলুস্থুলু পড়ে যেত পৃথিবী ভিতরে।
ঘোষিত সহস্র দেশ, সহস্র ভাষায়,
কীর্ত্তি রাশি—সুমধুর কবিত্ব তাহার;
যে মহৎ শক্তিচয়, অন্ধকারে হলো লয়
বঙ্গ কুজ্ঝাটিকা বলে,—প্রভায় তাহার,
হায়! আজি আলোকিত করিত ধরায়।
যেই পরিশ্রমে এই দুর্ল্লভ জীবন,
দুর্ল্লভ মানব দেহ করিল পতন;
রাজ্যান্তরে অর্দ্ধশ্রমে, আজি অবলীলা ক্রমে,
স্বাধীন রাজ্যের কোষ—দরিদ্রের ধন—
দুঃখী পরিবার হেতু হতো উন্মোচন।
রে বিধাতঃ! অন্ধকার খনির ভিতরে,
কেন হেন রত্ন রাশি করহ সৃজন?
এমন হিমানী দেশে, কেন পদ্ম পরকাশে
হইবে না যথা পূর্ণ বিকাশ কখন;
কি সুখ ফুটিয়া ফুল অরণ্য অন্তরে?
দীনবন্ধু! গেলে বন্ধু চিত্ত শূন্য করি;
কিন্তু যত দিন চিত থাকিবে জাগ্রত,
তব প্রীতি পূর্ণ বাণী, তব প্রেম সুধখানি
জাগ্রতে স্মরণ পথে ভাসিবে সতত;
স্বপনে শুনিব তব রসের লহরী।

---

* Europe

নীলদর্পণ

নাটক।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত।

(গ্রন্থকারের পুত্রগণ দ্বারা প্রকাশিত)

সপ্তম সংস্করণ।

কলিকাতা

১৬নং শিবনারায়ণ দাসের লেন।

সোমপ্রকাশ সমিতি যন্ত্রে বি, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সেপ্টেম্বর ১৮৯৭

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

নীলকরনিকরকরে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার শ্বেত-চন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখরক্ষা হয়। হে নীলকরগণ! তোমাদের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিড্‌নি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অকলঙ্ক ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে, তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহুকালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপ ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থ লাভ করিতেছ, তাহা পরিহার কর; তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা-ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ; কেবল ধনলাভপরতন্ত্র হইয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে ঔষধ দেন; একথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী-ধেনু-বধে পাদুকাদানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধ-বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীরব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ-আঘাত-উপরে কিঞ্চিৎ টার্পিন তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সারি করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুটিতে ঔষধালয় আছে, বলিতে হইবে। দৈনিক-সংবাদপত্র-সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না; যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণশক্তি!

ত্রিংশৎমুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যীশুসকে করাল-পাইলেট-করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদকযুগল সহস্র-মুদ্রালাভ-পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসী দ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন। সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদারচরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভর্ণর জেনারেল হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পর গ্রাণ্ট মহামতি লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্য-পরায়ণ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ইডেন, হার্সেল্ প্রভৃতি রাজকার্য্যপরিচালক-গণ শতদলস্বরূপে সিভিল-সার্ভিস্-সরোবরে বিকসিত হইতেছেন। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর-দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থ উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শন-চক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।

গ্রন্থকারস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

গোলোকচন্দ্র বসু।

নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব	গোলোকচন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়।

সাধুচরণ, প্রতিবাসী রাইয়ত।

রাইচরণ, সাধুর ভ্রাতা।

গোপীনাথ দাস, দেওয়ান।

আই, আই, উড পি, পি, রোগ	নীলকরদ্বয়।

আমিন।

খালাসী।

তাইদ্গীর।

ম্যাজিষ্ট্রেট, আমলা, মোক্তার, ডেপুটী ইন্স্পেক্টর, পণ্ডিত, জেলদারোগা, ডাক্তার, গোপ, কবিরাজ, চারিজন শিশু লাটিয়াল, রাখাল।

নারীগণ।

সাবিত্রী, গোলোকের স্ত্রী।

সৈরিন্ধ্রী, নবীনের স্ত্রী।

সরলতা, বিন্দুমাধবের স্ত্রী

রেবতী, সাধুচরণের স্ত্রী।

ক্ষেত্রমণি, সাধুর কন্যা।

আছুরী, গোলোক বসুর বাড়ীর দাসী।

পদি, ময়রাণী।

নীলদর্পণ

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্বরপুর—গোলোকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক।

গোলোকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন।

সাধু। আমি তখনি বলেছিলাম, কর্ত্তা মহাশয়, আর এ দেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে।

গোলোক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয়কর্ত্তারা যে জমা জমি করে গিয়েছেন, তাতে কখনও পরের চাকরি স্বীকার কত্তে হয় নি। যে ধান জন্মায়, তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়; যে শরিসা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০।৭০ টাকার বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোণার স্বরপুর, কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়ুতে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়েছে, গাঁতিও যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয় নি সাহেব পত্তনি নিয়েছে, এর মধ্যে গাঁ খান ছারখার করে তুলেছে। মোড়লদের বাড়ীর

দিকে চাওয়া যায় না,—আহা! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দু'বেলায় ৬০খান পাত পড়্‌তো, ১০খান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও ৪০।৫০টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ—আহা! যখন আশ-ধানের পালা সাজাতো, বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়াল খান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন গোয়াল সারাতে না পারায় হুমুড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁয়ে নীল করে নি বলে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল। উহাদের খালাশ করে আন্‌তে কত কষ্ট, হাল গোরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আন্‌তে গিয়েছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব, তবু গাঁয় আর বাস কর্‌বো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুই খান লাঙ্গল রেখেছে, তা নীলের জমীতেই যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে।—কর্ত্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গত বারে আপনার ধান গিয়েছে, এই বারে মান যাবে।

গোলোক। মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটীর চার্‌ পাড়ে চাস দিয়েছে, তাহাতে এবার নীল কর্‌বে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো! আর সাহেব বেটা বলেছে, যদি পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমি কর খানায় নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড় বাবু না কুটি গিয়েছেন?

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় ধরে গিয়েছে।

সাধু। বড় বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সেদিন সাহেব বল্লে, "যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমীতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রাবতীর জলে ফেলাইয়া দিব, এবং তোমারে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।" তাহাতে বড় বাবু কহিলেন, "আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকিয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার!"

গোলোক। তা না বল্লেই বা করে কি। দেখ দেখি, পঞ্চাশ বিঘা ধান হলে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাক্‌তো! তাই যদি নীলের দাম গুলো চুকিয়ে দেয়, তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

নবীনমাধবের প্রবেশ।

কি বাবা, কি করে এলে?

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন ৫০৲ লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়া দেওয়া যাবে।

গোলোক। ৬০ বিঘা নীল কত্তে হলে অন্ত ফসলে হাত দিতে হবে না। অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব, আমাদিগের লোকজন লাঙ্গল গোরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত করে রাখুন, কেবল আমাদিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমরা তো যবনের ভাত খাও না।"

সাধু। যারা পেটভাতায় চাকুরি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, তবু তো নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাজে কাজেই কত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন, আমি সেইরূপ করিব; কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।

আদুরীর প্রবেশ।

আদুরী। মাঠাকুরুন যে বকৃতি নেগেচে, কত বেলা হলো, আপনারা নাবা খাবা করবেন না? ভাত শুকিয়ে যে চাল হয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়ায়ে) কর্ত্তা মহাশয়, এর্ একটা বিলি ব্যবস্থা করুন, নতুবা 'আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি সিকেয় উঠ্‌বে। আমি আসি, কর্ত্তা মহাশয় অবধান, বড় বাবু, নমস্কার করি গো।

[সাধুচরণের প্রস্থান।

গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার কত্তে দেন, এমত বোধ হয় না।—যাও বাবা, স্নান কর গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাধুচরণের বাড়ী।

লাঙ্গল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ।

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমিন স্থমুন্দি য্যান বাগ্, যে রোক্ করে মোর দিকে আস্‌ছিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে। সাঁপোল তলায় ৫ কুড়ো ভুঁই যদি নীলি গ্যাল, তবে মাগ্ ছেলেরে খাওয়াব কি। কাঁদাকাটি করে ছাক্‌বো, যদি না ছাড়ে, তবে মোরা কাজেই ছাশ্ ছাড়ে যাব।

ক্ষেত্রমণির প্রবেশ।

দাদা বাড়ী এয়েছে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েচে, আলেন, আর দেরী নেই। কাকীমারে ডাক্‌তি যাবা না? তুমি বক্‌চো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন্ দিনি খাই, ভেষ্টায় যে ছাতি কেটে গ্যাল।—স্থমুন্দিরি য্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতি শোন্‌লে না।

সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।

সাধু। রাইচরণ, তুই এত সকালে যে বাড়ী এলি?

রাই। দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ্ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা, জমি তো না, যান সোনার চাপা। এক কোন্ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম। খাব কি, ছেলেপিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে! ও মা! রাত পোয়ালি যে ছ'কাটা চালির খরচ; না খাতি পেয়ে মর্‌বো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়া কপাল; গোড্ডার নীলি কল্লে কি? হ্যাঁ! হ্যাঁ!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে কর্‌বো কি। আর যে ছুই এক বিঘা সোনা ফেলা আছে, তাতে তো ফসল নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাক্‌বে, তা কারকিতই বা কখন কর্‌বো। তুই কাঁদিস্ নে, কাল হাল্ গোরু বেচে গাঁর মুখে ঝাঁটা মেরে, বসন্ত বাবুর জমিদারিতে পালিয়ে যাব।

ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ।

জল খা, জল খা, ভয় কি, "জীব দিয়েচে যে, আহার দেবে সে"। তা তুই আমিনকে কি বলে এলি?

রাই। মুই বল্‌বো কি, জমিতি দাগ্ মার্‌তি লাগ্‌লো, মোর বুকি যান বিদে কাটি পুড়িয়ে দিতে লাগ্‌লো। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম; তা কিছুই শুন্‌লো না। বলে, "যা তোর বড় বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা"। মুই কোজছুরি কর্‌বো বলে সেঁদিয়ে এইচি। (আমিনকে দূরে দেখিয়া) ঐ ছ্যাখ্ শালা আস্‌চে, প্যায়দা সঙ্গে করে এনেচে, ঝুটি ধরে নিয়ে যাবে।

আমিন এবং দুই জন পেয়াদার প্রবেশ।

আমিন। বাঁদ্, রেয়ে শালাকে বাঁদ্!

[পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন।

রেবতী। ওমা, ইকি, হ্যাগা বাঁদো ক্যান। কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্ব-নাশ! (সাধুর প্রতি) তুমি দেঁড়িয়ে থাক্‌চো কি, বাবুদের বাড়ী যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। দ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখা পড়া জানিস্‌, তোকে খাতায় দস্তখৎ করে দিয়ে আস্‌তে হবে।

সাধু। আমিন মহাশয়, একি কি নীলের দাদন বলো, নীলের দাদন বল্যে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে আছ, যার ভয়ে পালিয়ে এলাম, সেই দায় আবার পড়্‌লাম। গহনির আগে এ তো রাম-রাজ্য ছিল, তা "হাবাতেও ফকির হলো, দেশেও মন্বন্তর হলো"।

আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, স্বগত) এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে—আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম। মালটা ভাল—দেখা যাক্‌।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা।

[ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।

আমিন। চল্‌ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুটি চল্‌।

[যাইতে অগ্রসর হইল।

রেবতী। ও যে এট্‌টু জল খাতি চায়েলো; ও আমিন মশাই, তোদের কি মাগ্‌ ছেলে নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট্‌! ওমা ও যে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ ছু বার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্‌ডি খেইয়ে নিয়ে যাও।—আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্যেই কাতর, এখনো চকি জল পড়্‌চে, মুখ শুইকে গেচে—কি কর্‌বো; কি পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায়, হায়, ধনে প্রাণে গ্যালাম! (ক্রন্দন)

আমিন। আরে মাগি, তোর নাকি সুর এখন রাখ, জল দিতে হয় তো দে, নয় অমনি নিয়ে যাই।

[রাইচরণের জলপান এবং সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেগুণবেড়ের কুটি—বড় বাঙ্গলার বারেন্দা।

আই, আই, উড্‌ সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ।

গোপী। হুজুর, আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যূষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজ পত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্রি দুই প্রহরও হয়, কোন দিন বা একটাও বাজে।

উড। তুমি শালা বড় নালায়েক আছে। স্বরপুর, শ্যামনগর, শান্তি-ঘাটা—এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ বেগোর তোম্‌ দোরস্ত হোগা নেই।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনি অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুটির কতকগুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন করে শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, শড়কিওয়ালা, আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান, শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো।—তুমি দেখি নি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জরু কয়েদ করিয়াছি; জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত্‌ হাম্‌ কুচ্‌ শুনা নেই—তুমি বেটা লক্কিছাড়া, আমারে কিছু বলি নি;—তুমি শালা বড় নালায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কারেঙ্গেকা হায় নেই বাবা—তোম্‌কো জুতি মারকে নেকাল ডেকে, হাম্‌ এক আদ্‌মি ক্যাওটকো এ কাম্‌ দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলোক বোসের সাত-পুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কাজ করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি, চামারেও পারে না; তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুকিয়ে চায়—ওস্‌কো হাম এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কো হিসাব দোরস্ত করকে রাখ;—বাঞ্চৎ বড়া মাম্‌লাবাজ, হাম্‌ দেখেগা শালা কেস্তারে রুপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুটির প্রধান শক্র। পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না, যদি নবীন বোস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকীল মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে, তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করিয়াছিলাম, "নবীন বাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করো না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান্ নাই।" তাতে বেটা উত্তর দিল, "গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব; আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব।" বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এ বার আবার কি যোটাযোট করিতেছে, তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম্ বোলা কি নেই, তুমি বড় নালায়েক আছে, তোম্‌সে কাম্ হোগা নেই।

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন; যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভর, লজ্জা, সরম, মান মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘরজ্বালান, অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।

উড। আমি কথা চাই নে, আমি কাম চাই।

সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদাদ্বয়ের সেলাম্ করিতে করিতে প্রবেশ।

এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত; কিন্তু নবীন বোসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না এবং করিবার ক্ষমতাও নাই। ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি, নীল করিছি, এ বারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে; আদ্ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাজেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা, তার মধ্যে যদি ৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে, তবে কাজেই চটতে হয়। তা আমার চটায় আমিই মর্‌বো, হুজুরের কি!

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড় বাবুর গুদামে কয়েদ করে রাখ।

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্য কীট, যে সাহেবকে কয়েদ কর্‌বো, প্রবল প্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ্, চাষার মুখে ভাল শুনায় না; গায় যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন "প্রতাপ-শালী"।

গোপী। ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদরনায়েব।—ধর্ম্মাবতার, পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাষা লোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবর্ণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিত হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মোকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে, তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যে লোকসানে জমা পড়ে আছে, তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন, ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান্! শুড়ির সাক্ষী মাতাল। (প্রকাশ্যে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চার গুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে; সুতরাং যদিও ৯ বিঘা আমার চাস দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘা পড়ে থাক্‌বে, তা আবার নূতন জমি আবাদ কর্‌বো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আমি; শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুতা প্রহার)। শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাত হোনেসে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা।

[দেওয়াল হইতে শ্যামচাঁদ-গ্রহণ।

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা খ্যাকে নিতি চাচ্চে খ্যাকে দে। ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়্‌লো, সারাদিনডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী কর্‌লিনে? (কাণমলন)।

রাই। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার, মারো বাঞ্চৎকো। (শ্যামচাঁদাঘাত)।

নবীনমাধবের প্রবেশ।

রাই। বড়বাবু! মলাম গো! জল খাবো গো! মেরে ক্যাল্লে গো।

নবীন। ধর্ম্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই, আহারও

হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখনও বাসি মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ-আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ করিয়া ফেলেন, তবে আপনার নীল বুনবে কে? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে ৪ বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন, তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যাহারে আনিয়া, আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন, সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেও। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে?—সাধু ঘোষ, তোর মত কি তা বল্? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়া ভাল ভাল চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে কয়খান ভাল জমি ছিল, তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি, বিনা দাদনে নীল করে দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে,—হারামজাদ, বজ্জাত, বেইমান—

[শ্যামচাঁদ প্রহার।

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ করিয়া) হজুর, গরিব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা! উহার বাড়ীতে খাইতে অনেক গুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা! উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে; সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায়, তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।

উড। চপ্ রাও, শালা, রাস্কেল, পাজি, গোরুখোর। এ আর অমর নগরের মাজিষ্ট্রেট নয় যে, কথায় কথায় নালিশ কর্‌বি, আর ছুটির লোক ঘরে যেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের মাজিষ্ট্রেট তোমার মৃত্যু হইয়াছে। র‍্যাস-কেল—এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর

ছাড়ান, নচেৎ শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব। গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশ খানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এত অপমান আমার জন্মেও হয় নাই।—হা বিধাতঃ!

গোপী। নবীন বাবু, বাড়াবাড়ি কাজ কি, আপনি বাড়ী যান।

নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক।

[নবীনমাধবের প্রস্থান।

উড। গোলামকি গোলাম।—দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তর মোতাবেক দাদন দেও।

[উভয়ের প্রস্থান।

গোপী। চল সাধু, দপ্তরখানায় চল। সাহেব কি কথায় ভোলে?

বাড়াভাতে ছাই তব বাড়াভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোলোক বসুর দরদালান।

সৈরিন্ধ্রী চুলের দড়ী বিনাইতে নিযুক্ত।

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ী এক গাছিও হয় নি। ছোট বোউ বড় পয়মন্ত। ছোট বোয়ের নাম করে যা করি, তাই ভাল হয়।

এক পণ ছুট্ করেছি, কিন্তু মুটোর ভিতর থাকবে। যেমন একঢাল চুল, তেমনি লম্বা হয়েছে। আহা চুল তো নয়, শ্যামাঠাকুরুণের কেশ। মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্ব্বদাই হাস্য-বদন। লোকে বলে, "যাকে যায় দেখ্‌তে পারে না"; আমি তো তার কিছুই দেখি নে। ছোট বোয়ের মুখ দেখ্‌লে আমার তো বুক জুড়িয়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন, ছোট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভাল বাসে।

সিকাহস্তে সরলতার প্রবেশ।

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি, আমি সিকের তলাটি বুন্‌তে পেরেছি কি না?—হয় নি?

সৈরিন্ধ্রী। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ, এই বার দিব্বি হয়েছে! ও বোন্, এই থানটি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খোলে না।

সর। আমি তোমার সিকে দেখে বুনছিলাম—

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে?

সর। না, তাতে লালের পর সবুজ আছে; কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুরিয়ে গিয়েছে, তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্য্যন্ত তর সইল না। তোমার বোন্ সকলি তাড়াতাড়ি,—বলে

"বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে রইতে নারি॥"

সর। বাহবা! আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকুরুণ গেল হাটে মহাশয়কে আনৃতে বলেছিলেন, তা তিনি পান নি।

সৈরি। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিটি লিখবেন, সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বল্‌বো।

সর। দিদি, এ মাসের আর ক দিন আছে গা?—

সৈরি। (হাস্যবদনে) যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কালেজ বন্ধ হলে বাড়ী আস্‌বার কথা আছে,—তাই তুমি দিন গুন্‌চো। আর বোন্, মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে।

সর। মাইরি দিদি, আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করি নি—মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র! কি মধুমাখা কথা! ওরাঁ যখন ঠাকুরপোর চিটিগুলিন পড়েন, যেন অমৃত-বর্ষণ হইতে থাকে। দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখন দেখি নি। দাদার বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখানি পাঁচহাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো, তেমনি ছোট বউ।—(সরলতার গাল টিপে) সরলতা তো সরলতা।—আমি কি তামাক পোড়ার কটোটা আনি নি, যেমন এক্দণ্ড তামাক পোড়া নইলে বাঁচি নে, তেমনি কটোটা যেন আগে ভুলে এসিছি।

আহুরীর প্রবেশ।

ও আদর, তামাক পোড়ার কটোটা আন্‌না দিদি।

আহুরী। মুই য্যাকন কনে খুঁজে মর্‌বো?

সৈরি। ওরে, রান্নাঘরের রকে উঠ্‌তে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আহুরী। তবে থামাস্তে মোইখান আনি, তা নলি চালে ওট্‌বো ক্যামন করে।

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন, ওতো ঠাকুরুণের কথা বেশ বুঝ্‌তে পারে? তুই রক কারে বলে জানিস্ নে, তুই ডান বুঝিস্ নে?

আহুরী। মুই ডান হতি গ্যালাম ক্যান্! যোগার কপালের দোষ, গরিব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো আর দাঁত পড়্‌লো, তবেই সে ডান হয়ে ওইলো। মাঠাকুরুণিরি বল্‌বো দিনি, মুই কি ডান হবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থান করিয়া) ছোট বউ বসিস্, আমি আসচি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুন্‌বো।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

আহুরী। সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা!—নাকি দুটো দল হয়েচে; মুই আজাদের দলে।

সর। হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্‌তো?

আদুরী। ছোট হারদার্নি, সে খ্যাদের কথা আর তুল্‌সিনে। মিন্‌ষের মুখ্‌খান মনে পড়্‌লি আজো মোর পরাণডা ডুক্‌রে কেঁদে ওটে। মোরে বড্ডি ভাল বাস্‌তো। মোরে বাউ দিতি চেয়েলো—

পুঁইচে কি এত ভারি রে প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভারি।
মনের মত হলি পরে, বাউ পরাতি পারি॥

জ্যাৎ দিনি থাটে কি না।—মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বল্‌তো "ও পরাণ ঘুমুলে?"

সর। তুই ভাতারের নাম ধরে ডাকৃতিস্?

আদুরী। ছি! ছি! ছি! ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধত্তি আছে?

সর। তবে তুই কি কি বলে ডাকৃতিস্?

আদুরী। মুই বল্‌তাম, হ্যাদে ওয়ো শোনচো—

সৈরিন্ধ্রীর পুনঃ প্রবেশ।

সৈরি। আবার পাগ্‌লিকে কে খ্যাপালে?

আদুরী। মোর মিন্‌ষের কথা সুদুচ্চেন, তাই মুই বল্‌তি নেগেচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোট বয়ের মত পাগল আর দুটি নাই, এত জিনিস থাকুতে আদুরীর ভাতারের গল্প খাঁটিয়ে শোনা হচ্চে।

রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ।

আয়, ঘোষ দিদি আয়, তোকে আজ্ ক দিন ডেকে পাঠাচ্চি, তা তোর আর বার হয় না।—ছোট বউ এই নাও, তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ ক দিন আমারে পাগল করেছে, বলে—দিদি, ঘোষেদের ক্ষেত্র শ্বশুরবাড়ী হতে এসেছে তা আমাদের বাড়ী এল না?

রেবতী। তা মোদের পণ্ডি এম্‌নি কেয়্‌পা বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকি মাঙ্গা পরণাম কর।

[ক্ষেত্রমণির প্রণাম।

সৈরি। জন্মায়তি হও, পাকা চুলে সিঁদূর পর, হাতের নক্ষয় থাক, ছেলে কোলে করে শ্বশুরবাড়ী যাও।

আদুরী। মোর কাছে ছোটি হালদার্নির মুখি খোই ফুটতি থাকে, মেয়েডা গড় কয়ে, তা বাঁচো মরো একটা কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই সেটের বাছা।—আদুরী, যা ঠাকুরুণকে ডেকে আন্ গে।

[আদুরীর প্রস্থান।

পোড়াকপালী কি বলিতে কি বলে তা কিছু বোঝে না।—ক মাস হলো?

রেবতী। ও কথা কি আজো দিদি পরকাশ করিচি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো। তোমরা আপনার জন তাই বলি,—এই মাসের কড়া দিন গেলি চার মাসে পড়বে।

সর। আজো পেট বেরোই নি।

সৈরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পূরি নি, ও এখনি পেট ডাগর হয়েছে কি না তাই দেখছে।

সর। ক্ষেত্র, তুমি ঝাপ্‌টা তুলে ফেলেছ কেন?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপ্‌টা দেখে মোর ভাশুর খাপা হয়েলো, ঠাকুরুণিরি বয়ে ঝাপ্‌টা কাটা কসবিদের আর বড় নোকের মেয়েগার সাজে। মুই শুনে নজ্জায় মরে গ্যালাম, সেই দিনি ঝাপ্‌টা তুলে ফ্যাল্লাম।

সৈরি। ছোটি বোউ, যাও দিদি, কাপড়গুলো তুলে আন গে, সন্ধ্যা হলো।

আদুরীর পুনঃ প্রবেশ।

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আদুরী ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আদুরী। ছোটি হালদার আগে বাড়িই আসুক, হা, হা, হা, হা।

[সরলতার জিব কেটে প্রস্থান।

সৈরি। (সরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা।—ঠাকুরুণ কই লো?

সাবিত্রীর প্রবে।

এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষবোউ এইচিস, তোর মেয়ে এনেচিস, বেস করেচিস—বিপিন আন্ধার নিচ্‌লো, তাকে শান্ত করে বাইরে দিয়ে এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ পরণাম্ করি।—ক্ষেত্র, তোর দিদিম্যারে পরণাম কর।

[ক্ষেত্রমণির প্রণাম।

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও—(নেপথ্যে কাশী)—বড় বোউ মা, ঘরে যাও, বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে।—আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে, না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে—(নেপথ্যে "আদুরী")—মা যাও গো, জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরি। (জনান্তিকে আদুরীর প্রতি) আদুরী, দেখ তোরে ডাকুচেন।

আদুরী। ডাকুচেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরি। পোড়ার মুখ।—ঘোষদিদি, আর একদিন আসিস্।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

রেবতী। মাঠাকুরুণ, আর তো এখানে কেউ নেই,—মুই তো বড় আপদে পড়িচি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো—

সাবি। রাম্! রাম্! রাম্! ও নচ্ছার বেটিকেও কেউ বাড়ী আসতে দেয়;—বেটির আর বাকি আছে কি, নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই কর্‌বো কি, মোর তো আর ঘেরা বাড়ী নয়; মরদেরা ক্ষ্যাতে খামারে গেলি বাড়ী বল্লিই বা কি, আর হাট বল্লিই বা কি;—গস্তানি বিটি বলে কি—মা মোর গাডা কাঁটা দিয়ে ওট্‌চে—বিটি বলে, ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েছে, আর তার সঙ্গে একবার কুটির কামরাঙ্গার ঘরে যাতি বলেছে।

আদুরী। থু! থু! থু! গোন্দো! প্যাজির গোন্দো! সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থু! থু! প্যাজির গোন্দো!—মুই

তো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতি পারি, প্যাঁজির গোন্দো সইতি পারি নে—থু! থু! গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? বিটি বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম করে দেবে;—পোড়া কপাল টাকার! ধর্ম্ম কি ব্যাচ্‌বার জিনিস্, না এর দাম আছে। কি বল্‌বো, বিটি সাহেবের লোক, তা নইলি মেয়ে নাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক্ হয়েচে, কাল থেকে ঝম্‌কে ঝম্‌কে ওট্‌চে।

আহুরী। মা গো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ক্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়ুলি মুই তো কখনই যাতি পারবো না; থু! থু! থু! গোন্দো, প্যাঁজির গোন্দো।

রেবতী। মা, সর্ব্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেটিয়ে দিস, তবে নেটেলা দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুল্লুক আর কি!—ইংরেজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেবতী। মা, চাসার ঘরে সব পারে। মেয়ে লোক ধরে মরদদের কায়দা করে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজোরে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চাই নি বলে ওদের মেজো বোউরি ঘর ভেঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে এ কথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে য্যাকিই নীলির ঘায় পাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বস্‌বে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কর্ত্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বল্‌বো, তোমায় কিছু বলবার আবশ্যক নেই।—কি সর্ব্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে; তা এরা কি সাহেব না, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল!

রেবতী। ময়রাণী বিটি আর এক কথা বলে গ্যালো, তা বুঝি বড়

বাবু শুনিন নি;—কি একটা নতুন হুকুম হয়েচে, তাতে নাকি কুটেল সাহেবরা ম্যাচেরটক্ সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ দিতি পারে। তা কর্ত্তা মশাইরি নাকি এই ফাঁদে ফ্যালবার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা, কত কথা বলে গ্যালো, তা কি আমি বুঝ্তি পারি, নাকি এ ম্যাদের গিল্ হয় না—

আছুরী। ম্যাদেরে বুঝি পেটপোড়া খেরিয়েচে।

সাবি। আছুরী, তুই একটু চুপ কর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দমা পাকাবার জন্মি ম্যাচেরটক্ সাহেবকে চিঠি ল্যাকেচে; বিবির কথা হাকিম নাকি বড্ডো শোনে।

আছুরী। বিবিরি আমি দেখিচি, নজ্জাও নেই, সরমও নেই,—জ্যালার হাকিম ম্যাচেরটক্ সাহেব, কত নাঙ্গাপাকড়ি, তেরোনাল ক্যিতি থাকে,—মাগো নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়,—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়েলো। বউ মানুসি ঘোড়া চাপে—কেশের কাকী ঘরের ভাতারির সঙ্গি হেসে কথা কয়েলো, তাই লোকে কত নজ্জা দেলে, এ তো জ্যালার হাকিম।

সাবি। তুই আবাগি কোন্ দিন মজাবি দেকৃচি;—তা সন্ধ্যা হলো, ঘোষবউ তোরা বাড়ী যা, দুর্গা আছেন।

রেবতী। যাই মা, আবার কলু-বাড়ী দিয়ে তেল নিয়ে যায়, তবে সাঁজ জল্‌বে।

[রেবতী ও ক্ষেত্রমনির প্রস্থান।

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না?

সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ।

আছুরী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আলেন।

[সরলতার জিব কেটে কাপড় রাখন।

সাবি। ধোপাবউ কেন হতে গেল লা, আমার সোণার বউ, আমার

রাজলক্ষ্মী।—(পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হাগা মা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই, তুমি কি এক জায়গায় একদণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পার না;—এমন পাগ্‌লির পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল।—কাপড়ডায় ঝালা দিলে কেমন করে? তবে বোধ করি গায়েও ছড় গিয়েছে।—আহা! যার আমার রক্তকমলের মত রঙ্‌, একটু ছড় লেগেচে যেন রক্তফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা, আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অমন করে যাওয়া আসা করো না।

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।

সৈরি। আয়, ছোট বউ ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, তুই যায়ে এই বেলা বেলা থাকতে থাকতে গা ধুয়ে এস।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেগুনবেড়ের কুটির গুদামঘর।

তোরাপ ও আর চারিজন রাইত উপবিষ্ট।

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না;—যে বড় বাবুর জন্তি জাত বাঁচেচে, যার হিল্লেয় বসতি কত্তি নেগিচি, যে বড় বাবু হাল গোরু বাঁচিয়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড় বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই পারবো না,—জান কবুল।

প্রথম রাই। কুঁদির মুখি বাঁকু থাক্‌বে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড় বাবুর নুন খাই নি;—কর্‌বো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না। উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়িয়ে উটেলো,—খ্যাথ্‌দিনি গ্যাকন তবাদি অক্ত ফোজানি দিয়ে পড়্‌চে;—গোড়ার পা য্যান বল্‌দে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা;—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস্ নে?

তোরাপ। (দন্ত কিড়মিড় করিয়া) ছুন্তোর প্যারেকের মার প্যাট করে, নৌ দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ কি বল্‌বো, সুমুন্দিরি য্যাকবার ভাতারমারির মাঠে পাই, এমুনি থাপ্পোড় ঝাঁকি, সুমুন্দির চাবালিডে আসমানে উড়িয়ে দেই, ওর গ্যাড়্‌ম্যাড়্ করা হের ভেতর দে বার করি।

তৃতীয়। মুই টিকির, জোন খাটে খাই। মুই কত্তা মশার সলা শুনে নীল কল্লাম না, তবে বদ্দি তো খাইবে না, তবে মোরে গুদোমে পোর্‌লে ক্যান।—তানার মেমনতোনের দিন ঘুনিয়ে এস্‌তেচে,—ভেবেলাম এই

ছিড়িকি খাটে কিছু পুঁজি করবো, করে সেমন্তোনের সমে পাঁচ কুটুম্বুর খবর নেব, তা গুদোমে পাঁচ দিন পচ্‌তি লেগিচি, আবার ঠ্যালবে সেই আন্দারবাদ।

দ্বিতীয়। আন্দারবাদে মুই য়্যাকবার গিয়েলাম,—ঐ যে ভাবনাপুরীর কুটি, যে কুটির স্যাহেবডারে সকলে ভাল বলে—ঐ স্থমুন্দি মোরে য়্যাকবার ফোজছুরিতি ঠেলেলো। মুই সেবের কেচ্‌রির ভেতর অনেক তামাসা দেখেলাম। ওয়াঃ! হ্যাজের কাছে বসে মাচেরটক্ সাহেব যেই হ্যাল মেরেচে, ছুই স্থমুন্দি মোক্তার এমনি র র করে য়্যাসেচে, হেড়াহেড়ি যে কত্তি নেগ্‌লো, মুই ভাবলাম ময়নার মাটে সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দারদের বুদো এড়ের নড়ুই বেদ্‌লো।

তোরাপ। তোর দোষ পেয়েলো কি? ভাবনাপুরীর সাহেব তো মিছে হাংনামা করে না। সাচা কথা কবো ঘোড়া চড়ে সাব। সব স্থমুন্দি যদি ঐ স্থমুন্দির মত হতো, তা হলি স্থমুন্দিগার এত বদ্‌নাম নইতো না।

দ্বিতীয়। আহ্লাদে যে আর বাঁচিনে গা—

ভাল ভাল করে গ্যালাম কেলোর মার কাছে।
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে॥

এব্‌রেও স্থমুন্দির ইকস্থল করা বেইরে গেছে, স্থমুন্দির গুদোমুতে সাতটা রেয়েত বেইরেছে। য়্যাকটা নিচু ছেলে। স্থমুন্দি গাই বাচুর গুদোমে ভর্‌লে। স্থমুন্দি যে ঘাটা মাত্তি লেগেচে, বাবা!

তোরাপ। স্থমুন্দিরে ভাল মানুষ পালি খ্যাত্তি আসে, মাচেরটক্ সাহেবডারে গাংপার করবার কোমেট কত্তি লেগেচে।

দ্বিতীয়। এ জেলার মাচেরটক্ না—ও জেলার মাচেরটকের দোষ পালে কি, তাও তো বুঝ্‌তি পাচ্চিনে।

তোরাপ। কুটী খাত্তি যাই নি। হাকিমডেরে গাঁতবার জন্তি খানা পেক্কিয়েলো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেলিয়ে রলো, খাত্তি গেল না। ওডা বড় নোকের ছাবাল, নীলমামুদোর বাড়ী যাবে ক্যান। মুই ওর ক্ষণ্ডেরা পেইচি, এ স্থমুন্দিরে বেণাতের ছোট নোক।

প্রথম। তবে এগোনের গারনাল সাহেব কুটি কুটি আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়িয়েলো ক্যামন করে? দেখিস্ নি, সুমুন্দিরে গোঁট বেঁদে তাঁনারে বর সেজিয়ে মোদের কুটিতি এনেলো?

দ্বিতীয়। তানার বুঝি ভাগ ছেল।

তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলির ভাগ নিতি পারে? তিনি নাম কিনৃতি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচিয়ে রাকে, মোরা প্যাটের ভাত করে খাতি পারবো, আর সুমুন্দির নীল মাম্‌দো ঘাড়ে চাপৃতি পারবে না—

তৃতীয়। (সভয়ে) মুই তবে মলাম, মাম্‌দো ভূতি পালি নাকি ঝক্কোত্তে ছাড়ে না? বউ যে বলেলো।

তোরাপ। এ মাম্নির ভাইরি আনেচে ক্যান? মাম্নির ভাই নচা কথা সোমোজ কত্তি পারে না। সাহেবগার ডরে নোক সব গাঁ-ছাড়া হতি নেগ্‌লো তাই বচোরদ্দি নানা নচে দিয়েলো—

"ব্যারাল চোকো হাঁদা হেমৃদো।
নীলকুটির নীল মেমৃদো॥"

বচোরদ্দি নানা কবি নচ্‌তি খুব।

দ্বিতীয়। নিতে আতাই একটা নচেচে, শুনিস্ নি?

"জাত মায়ে পাদৃরি ধরে।
ভাত মায়ে নীল বাঁদরে॥"

তোরাপ। এগুল নচন নচেচে; "জাতি মান্নে" কি?

দ্বিতীয়। "জাতি মান্নে পাদৃরি ধরে।
ভাত মান্নে নীল বাঁদরে॥"

চতুর্থ। হা! মোর বাড়ী যে কি হতি নেগেচে তা কিছুই জানৃতি পাল্লাম না। মুই হলাম ভিনগাঁর রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম ক্যে, তা বোস মশার সলায় পড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যালাম। মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো, তাইতি বোস্ মশার কাছে মিচরি নিতি য্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম।—আহা! কি দয়ার শরীর, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুব রূপ দেখেলাম, বসে আচেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী।

তোরাপ। এবার ক কুড়ো ঢুকিয়েচে?

চতুর্থ। গেল বার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদাপ্যাচড়া কল্লে, এবারে পনর বিঘের দাদন গতিয়েচে; ঝা বলেচে তাই কচ্চি, তবু তো ব্যাভ্রম কত্তি ছাড়ে না।

প্রথম। মুই দুই বচ্ছোর ধরে লাঙ্গল দিয়ে একবন্দ জমি তোল্লাম, এই বারে যো হয়েলো, তিলির জন্তিই জমিডে রেখেলাম, যেদিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে আসে দেড়িয়ে থেকে জমিডের মার্গ মারালে। চাসার কি বাঁচন আছে?

তোরাপ। এডা কেবল আমিন সুমুন্দির হিরভিতি। সাহেব কি সব জমি খবর রাকে। ঐ সুমুন্দি সব ঢুঁড়ে বার করে দেয়। সুমুন্দি ঝ্যান হয়ে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়, ভাল জমিডে ছ্যাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কমি নি, ওরতো আর মহাজন কত্তি হয় না, সুমুন্দি তবে ওমন করে ক্যান, নীল কর্বি তা কর, দামড়া গোরু কেন, নাঙ্গল বেনিয়ে নে, নিজি না চসতি পারিস মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ ক্যোন চসে ফ্যাল না, মোরা পাতা দিতি তো নারাজ নই, তা হলি তু মনে নীল যে ছেপিয়ে উট্টতি পারে; সুমুন্দি তা কর্বে না, মাগ্নির ভার নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোসচেন, তাই চোসচেন।—(নেপথ্যে হো, হো, হো, মা, মা)—গাজিসাহেব, গাজিসাহেব, দরগা, তোরা আল্লা নাম কর, এডার মধ্যি ভূত আছে। চুপ দে চুপ দে—

(নেপথ্যে। হা নীল! তুমি আমাদিগের সর্ব্বনাশের জন্তই এদেশে এসেছিলে!—আহা! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কানুসারনের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে চৌদ্দ কুটির জল খেলেম, এখন কোন্ কুটিতে আছি তাওতো জানিতে পারিলাম না; জানিবই বা কেমন করে, রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়। উঃ! মাগো তুমি কোথায়!)

তৃতীয়। আল্লা, আল্লা, আল্লা, কালী, কালী, দুর্গা, গণেশ, অসুর!—

তোরাপ। চুপ চুপ।

(নেপথ্যে। আহা! ৫ বিঘা ছাড়ে দাদন লইলেই এ নরক হইতে ত্রাণ পাই।—হে মাতুল! দাদন লওয়াই কর্ত্তব্য, সংবাদ দিবার তো আর উপায় দেখি নে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, কথা কহিবার শক্তি নাই; মাগো! তোমার চরণ দেড় মাস দেখি নি)।

তৃতীয়। বউরি গিয়ে এ কথা বল্‌বো—শুন্‌লে তো, মত্তে ভুত হয়েচে তবু দাদনের হাত ছাড়ুতি পারি নি।

প্রথম। তুই মিন্‌সে এমন হেবলো—

তোরাপ। তোমরা ভাল মানুষির ছাবাল, মুই কথায় জান্‌তি পেরেছি।—পরাণে চাচা, মোরে কাঁদে কত্তি পারিস, মুই ঝরকা দিয়ে ওরে পুছ করি, ওর বাড়ী কনে।

প্রথম। তুই যে নেক্কে।

তোরাপ। তবে তুই মোর কাঁদে উটে খ্যাক্—(বসিয়া) ওট—(কান্ধে উঠন) ছ্যাল ধরিস, ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে যা—(গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) চাচা লাব, চাচা লাব, শপে স্থমুন্দি আস্‌চে।

[প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন।

গোপীনাথ ও রামকান্ত হস্তে রোগসাহেবের প্রবেশ।

তৃতীয়। দেওয়ানজি মশাই, এই ঘরডার মধ্যি ভূত আছে। এত বেলা কান্‌তি নেগেলো।

গোপী। তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই তেমনি না বলিস, তবে তুই ওমনি ভূত হবি। (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়াছে, এ কুটিতে আর রাখা নয়। ওর ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল।

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে? কোন্ বজ্জাত নষ্ট? (পায়ের শব্দ)।

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে। এই নেড়ে বেটা ভারি হারাম-জাদা, বলে নেমকহারামি করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবারে! যে নাদনা, খ্যাকন তো নাজি হই,

ত্যাকন যা জানি তা কয়রবো। (প্রকাশে) সোই সাহেবের, মুইও সোদা হইচি।

রোগ। চপরাও, শূয়ারকি বাচ্চা। রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে।

[রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুতা।

তোরাপ। আয়া! মাগো গ্যালাম! পরাণে চাচা, একটু জল দে, মুই পানি তিযেস্ত মলাম, বাবা, বাবা, বাবা!—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না? (জুতার গুতা)।

তোরাপ। মোরে য্যা বলবা মুই তাই করবো—সোই সাহেবের, দোই সাহেবের খোদার কসম।

রোগ। বাকতের হারামজাদকি ছেড়েছে। আজ রাত্রে সব চালান দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে।—(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম রোতা হ্যায় কাহে? (পায়ের গুতা)।

তৃতীয়। বউ তুই কনে রে, মোরে খুন কর্য্যে ফ্যালালে, মা রে, বউ রে, মা রে, মেলে রে, (ভূমিতে চিত হইয়া পতন)।

রোগ। বাঞ্চৎ বাউরা হ্যায়।

[রোগের প্রস্থান।

গোপী। কেমন তোরাপ, প্যাঁজ পয়জার দুই তো হলো।

তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই, মোরে এট্টু পানি দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাম!

গোপী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার ঘর, ঘামও ছোটে, জলও খাওয়া যায়। আয় তোরা সকলে আয়, তোদের একবার জল খাইয়ে আনি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিন্দুমাধবের শয়নঘর।

লিপি-হস্তে সরলতা উপবিষ্ট।

সর। সরলা-ললনা-জীবন এল না।
কমল-হৃদয়-দ্বিরদ-দলনা॥

বড় আশায় নিরাশ হলেম। প্রাণেশ্বরের আগমন-প্রতীক্ষায় নবসলিল-শীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়েছিলাম। দিন গণনা করিতেছিলাম; যে দিদি বলেছিলেন, তা তো মিথ্যা নয়, আমার এক এক দিন এক এক বৎসর গিয়াছে।—(দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথের আসার আশা তো নির্ম্মূল হইল; এক্ষণে যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক।—প্রাণেশ্বর, আমাদের নারী-কুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর-ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক-সভা-স্থাপন সম্ভবে না; আমাদের কালেজ নাই, কাছারী নাই, ব্রাহ্মসমাজ নাই; রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই; মন অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন; স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জ্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামিত্বই সতীর সর্ব্বস্বধন।———হে লিপি! তুমি আমার হৃদয়-বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি—(লিপি-চুম্বন)। তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে ধারণ করি—(বক্ষে ধারণ) আহা! প্রাণনাথের কি অমৃত বচন, পত্রখানি যত পড়ি ততই মন মোহিত হয়। আর একবার পড়ি—(পঠন)

"প্রাণের সরলা,

তোমার মুখারবিন্দ দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করি। মনে করিয়াছিলাম সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ; কালেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি; যদি পরমেশ্বরের আনুকূল্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তবে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবেরা গোপনে গোপনে পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে; তাহাদের বিশেষ যত্ন তিনি কোনরূপে কারাবদ্ধ হন। দাদামহাশয়কে এ সংবাদ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদ্বিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করো না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্ষপেয়ারের কথা ভুলি নাই, এক্ষণে বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার খান দিয়াছেন, বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব।— বিধুমুখি, লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা! মাতাঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন, তবে তোমার লিপি-সুধা পান করে আমার চিত্ত-চকোর চরিতার্থ হইত। ইতি

তোমারি বিন্দুমাধব।"

তোমারি———তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে, তবে সুচরিত্রের আদর্শ হবে কে?—আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল, এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারি নে বলে ঠাকুরুণ আমাকে পাগ্‌লির মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়? যে স্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি, সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আমার উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনাসমূহে আবৃত হইলে উপরিভাগ স্থির হয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিয়া থাকে; আমি এখন সেইরূপ হইয়াছি। আর আমার সে হাস্য-বদন নাই। হাসি সুখের রমণী; সুখের বিনাশে হাসির সহমরণ।—

প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে আমি দশ দিক্ অন্ধকার দেখি।—হে অবোধ মন! তুমি প্রবোধ মানিবে না? তুমি অবোধ হইলে পার আছে, তোমার কান্না কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতেও পায় না; কিন্তু নয়ন, তুমিই আমাকে লজ্জা দেবে,—(চক্ষু মুছিয়া)—তুমি শান্ত না হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারি নে—

আহুরীর প্রবেশ।

আহুরী। তুমি কন্তি নেগেচো কি? বড় হালদার্নি যে ঘাটে যাতি পাচ্চে না; বল্লে কি, ঝার পানে চাই তানারি মুখ তোলো হাঁড়ী।

সর। (দীর্ঘ নিশ্বাস) চল যাই।

আহুরী। তেলে দেক্‌চি হ্যাকন হাত দেউ নি। চুলগল্লাড়া কাদা হতি নেগেচে; চিটিখান হ্যাকন ছাড় নি?—ছোট হালদার ক্যাত চিটিতি যোর নাম ঙ্যাকে দ্যায়।

সর। বড় ঠাকুর নেয়েচেন?

আহুরী। বড় হালদার যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হতি নেগেচে; তোমার চিটিতি ঙ্যাকি নি? কত্তামশা যে কান্‌তি নেগ্‌লো।

সর। (স্বগত) প্রাণনাথ, সফল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারিবে না। (প্রকাশ্যে) চল রান্না-ঘরে গিয়ে তেল মাখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্বরপুর—তেমাথা পথ।

পদী ময়রাণীর প্রবেশ।

পদী। আমিন আঁটকুড়ির বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল

মারি।—রেয়ে যে ঘেঁটে এনেছিল, সাধু দাদা না ধর্লিই জম্মের মত ভাত কাপড় দিত। আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়! উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই; আমারে দেখে ময়রা পিসি, ময়রা পিসি, বলে কাছে আসে। এমন সোণার হরিণ যা নাকি প্রাণ ধনে বাঘের মুখে দিতে পারে!—ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েছি, কলিবুনো রয়েছে;—মা গো কি ঘৃণা! টাকার জন্যে জাত জন্ম গেলো, বুনোর বিছানা ছুঁতে হলো। বড় সাহেব ড্যাক্‌রা আমারে হ্যাকমার করেছে, বলে, নাক কান কেটে দেবে। ড্যাক্‌রার ভীমরতি হয়েছে। ভাতারখাগির ভাতার মেয়েমানুষ ধরে গুদোমে রাখ্‌তে পারে, মেয়েমানুষের পাছায় নাতি মার্‌তে পারে, ড্যাক্‌রার সে রকম তো এক দিন দেখ্‌লাম না। যাই আমিন কালামুখরে বলি গে, আমারে দিয়ে হবে না। আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে, পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখ্‌লে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে—(নেপথ্যে—গীত

যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে ও তার নয়ান ছুটি॥)

একজন রাখালের প্রবেশ।

রাখাল। সায়েব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোক ধরেচে?

পদী। তোর মা বনের গে ধরুক, আঁটকুড়ির বেটা, মার কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ী যাও, কল্‌মিঘাটায় যাও—

রাখাল। মুই দুটো নিড়িন গড়াতি দিইচি—

একজন লাটিয়ালের প্রবেশ।

বাবারে! কুটির নেটেলা!

[রাখালের বেগে পলায়ন।

লাটি। পদ্মমুখি, মিশি মাগ্‌গি করে তুল্লে যে।

পদী। (লাটিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তোর চন্দরহারের যে বাহার ভারি।

লাটি। জান না প্রাণ, প্যায়াদার পোষাক, আর নটীর বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কাল বক্না চেয়েছিলুম, তা তুই আজও দিলি নে। আর কখন তো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না।

লাটি। পদ্মমুখি, রাগ করিস্‌নে। আমরা কাল শ্যামনগরে লুটতে যাব, যদি কাল্ কালো বক্না পাই, তোর গোয়ালঘরে বাঁধা রয়েছে। আমি নাচ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে যাব।

[লাটিয়ালের প্রস্থান।

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কাজ নাই। কমিয়ে জমিয়ে দিলে চাষারাও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়। শ্যামনগরের মুন্সীরে দশ খান জমি ছাড়াবার জন্যে কত মিনতি কল্লে। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" বড় সাহেব পোড়ারমুখো পোড়ার মুখ পুড়িয়ে বসে রলো।

চারিজন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ।

চারিজন শিশু। (পাততাড়ি রেখে করতালি দিয়া)

ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?
ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?
ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?

পদী। ছি বাবা কেশব, পিসি হই, এমন কথা বলে না—

চারিজন শিশু। (নৃত্য করিয়া)

ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ওকথা বলতে নেই—

চারিজন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)

ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?
ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?
ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?

নবীনমাধবের প্রবেশ।

পদী। ওমা কি নজ্জা! বড় বাবুকে মুখখান দেখালাম।

[ঘোমটা দিয়া পদীর প্রস্থান।

নবীন। দুরাচারিণি, পাপীয়সি। (শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও, অনেক বেলা হইয়াছে।

[চারিজন শিশুর প্রস্থান।

আহা, নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের জন্যে স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইন্‌স্পেক্টর বাবুটী অতি সজ্জন; বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়। বাবুজি বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজির নিতান্ত মানস, এখানে একটী স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে কাতর নই; আমার বড় আটচালা পরিপাটী বিদ্যামন্দির হইতে পারে; দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জ্জন করে, এর অপেক্ষা আর সুখ কি? অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। বিন্দুমাধব ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল; বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুল স্থাপনে সমোদ্যোগী হয়। কিন্তু গ্রামের দুর্দশা দেখে ভায়ার মনের কথা মনেই রহিল। বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি বিজ্ঞ। অল্প বয়সের বিজ্ঞতা চারা গাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়।—বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখি নে; পাঁচ জনের এক জনও হস্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে কেহই বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি কখনই মিথ্যা বলিবে না। অপর চারিজন সাক্ষ্য দিলেই সর্ব্বনাশ; বিশেষ আমি এপর্য্যন্ত কোন যোগাড় করিতে পারি নাই, তাহাতে আবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উড্ সাহেবের পরম বন্ধু।

একজন রাইয়ত, দুইজন ফৌজদারীর পেয়াদা এবং কুটির তাইদগিরের প্রবেশ।

রাইয়ত। বড় বাবু, মোর ছেলে দুটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই। গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম, তার একটা পয়সা

দেল না, আবার বকেয়াবাকী বলে হাতে দড়ী দিয়েছে, আবার আন্দারা-বাদ নিয়ে যাবে—

আইদ। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, একবার লাগ্‌লে আর ওটে না।—তুই বেটা চল্, দেওয়ানজির কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি হবে। তোর বড় বাবুরও এমনি হবে।

রাইয়ত। চল্ যাব, ভয় করিনে, জেলে পচে মর্‌রো তবু গোড়ার নীল কর্‌বো না।—হা বিদেতা হা বিদেতা হা বিদেতা! কাঙ্গালেরে কেউ দেখে না— (ক্রন্দন)। বড়বাবু, মোর ছেলে দুটোরে থাতি দিও গো; মোরে খাটেস্তে ধরে আন্‌লে, তাদের একবার জ্যাকৃতি পালাম না।

[নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নবীন। কি অবিচার! নবপ্রসূতি শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে।

রাইচরণের প্রবেশ।

রাই। দাদা না থল্লিই গোড়ার মেয়েরে দাম ঠাসা করেলাম; মেরে তো ফ্যাল্‌তাম, ত্যাকন না হয় ছয়াস ফাঁসি য্যাতাম।—শালী—

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস্?

রাই। মাঠাকুরুণ পুরুঠাকুরকে ডেকে আন্‌তি বল্লে। পদী শুড়ি বল্লে তলপের প্যায়াদা কাল আস্‌বে!

[রাইচরণের প্রস্থান।

নবীন। হা বিধাতঃ! এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল, তাই ঘটিল। পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপট-চিত্ত; বিবাদ বিসম্বাদ কারে বলে জানেন না, কখন গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারীর নামে কম্পিত হন; লিপি পাঠ করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন; ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন; কয়েদ হলে, জলে ঝাঁপ দিবেন। হা! আমি জীবিত থাকিতে, পিতার এই দুর্গতি হবে। মাতা আমার পিতার ন্যায়

ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিণী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীপ্রায়; নীলকুটির গুদামে তাঁর পিতার পকত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা, পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব। সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি?—না, পরোপকার পরম ধর্ম্ম, সহসা পরাঙ্মুখ হব না।—শ্যামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না। চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি? দেখি, কি করিতে পারি—

দুইজন অধ্যাপকের প্রবেশ।

প্রথম। ওহে বাপু, গোলোকচন্দ্র বসুর ভবন এই পল্লীতে বটে? পিতৃব্যের প্রমুখাৎ শ্রুত আছি, বসুজ বড় সাধু ব্যক্তি, কায়স্থকুলতিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু সাধু, এবংবিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয়; যেমন বংশ—

"অস্মিংস্ত নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজায়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ॥"

শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না।—তর্কালঙ্কার ভায়া, শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না?—হঃ, হঃ, হঃ, (নস্যগ্রহণ)।

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধ্যার অরবিন্দ বাবুর আহূত, অদ্য গোলোকচন্দ্রের আলয়ে অবস্থান, তোমাদিগের চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়; এই পথে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেগুনবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ।

গোপীনাথ ও একজন খালাসীর প্রবেশ।

গোপী। তোদের ভাগে কম্ না পড়িলে তো আমার কাণে কোন কথা তুলিস্ নে।

খালাসী। ও ও কি য়্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম্, খাবা, তবে দেওয়ানজিরি দিয়ে খাও; তা বল্লে "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয়, যে সাহেবেরে বাঁদর খেলিয়ে নে বেড়াবে"।

গোপী। আচ্ছা, তুই এখন যা, কায়েত বাচ্ছা কেমন মুগুর তা আমি দেখাব।

[খালাসীর প্রস্থান।

ছোট সাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। বোনাই যদি মনিব হয়, তবে কর্ম্ম করিতে বড় সুখ। ও কথাও বল্‌বো; বড়সাহেব ওকথায় আগুন হয়; কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারি চটা, আমারে কথায় কথায় শ্যামচাঁদ দেখায়; সে দিন মোজা সহিত লাতি মার্‌লে। কয়েক দিন কিছু ভাল ভাল দেখিতেছি। গোলোক বোসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়। "শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।"—(উডকে দর্শন করিয়া) এই যে আসিতেছেন, বোসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি।

উডের প্রবেশ।

ধর্ম্মাবতার, নবীন বোসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ একপ্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি পড়ে রহিয়াছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা গিয়াছে; এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল, এইবারে একবারে পতন হইয়াছে।

উড। শালা শ্যামনগরে কিছু কত্তে পারি নি।

গোপী। হুজুর, মুন্সীরে ওর কাছে এসেছিল, তা বেটা বল্লে "আমার মন স্থির নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে গোল বলাইয়াছে।" নবীন বোসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরের সাত আট ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে, আর সকলে হুজুর যেমন হুকুম দিয়াছেন তেমনি করিতেছে।

উড। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে, ভাল মত্‌লব বার করেছিলে।

গোপী। আমি জান্‌তাম গোলোক বোস বড় ভীত মানুষ, ফৌজদারীতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীন বোসের যেমন পিতৃভক্তি তাহা হইলে বেটা কাজেকাজেই শাসিত হইবে; এই জন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম। হুজুর যে কৌশল বাহির করিয়াছেন তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাষ দেওয়া হইয়াছে, উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে।

উড। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল, দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে পুকুরে নীল হইলে আমার ঘাস উঠিবে; আমি জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিশ করিয়াছে।

উড। মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ ম্যাজিষ্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী করলেও পাঁচ বাছোরে মোকদ্দমা শেষ হবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ, তোমার সাক্ষী মাতোব্বর করে নতুন আইনে চার বজ্জাতকে কাটক দিয়াছে; এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, নবীন বোস্ ঐ চারি জন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল গোরু মাইন্দার দিয়া তাহাদের জমি চসিয়া দিতেছে এবং উহার পরিবারদিগের যাহাতে ক্লেশ না হয়, তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চসিতে হইলে বলে আমার লাঙ্গল গোরু কমে গিয়েছে; বাঞ্চৎ বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান, তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ, তোমৃসে কাম বেহেতার চলেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস বৎসর বৎসর দাদন বৃদ্ধি করি; এ কর্ম্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমিন খালাসী আবশ্যক করে; যে ব্যক্তি দু'টাকার জন্য হুজুরের তিন বিঘা নীল লোক্‌সান করে, তার দ্বারা কর্ম্মের উন্নতি হয়?

উড। আমি সমজিয়াছি, আমিন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর, চন্দ্র গোলদারের এখানে নূতন বাস, দাদন কিছু রাখে না; আমিন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদন বলিয়া ফেলিয়া দেয়, টাকাটী ফেরৎ দিবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটি করে, এবং মিনতি করিতে করিতে রথতলা পর্য্যন্ত আমিনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি কালেজ হইতে একেবারে উকীল হইয়া বাহির হইয়াছেন।

উড। আমি ওকে জানি, ঐ বাঞ্চৎ আমার কথা খবরের কাগজে লিখিয়া দেয়।

গোপী। আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডাজলের কুঁজো। কিন্তু সংবাদপত্রটী হস্তগত করিতে হজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,

"সময়গুণে আপ্তপর।
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর॥"

নীলকণ্ঠ বাবু আমিনকে অনেক ভৎর্সনা করেন; আমিন তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দুই টাকার সহিত দাদনের টাকাটী ফেরৎ লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার সন্নতান, তিন চার বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত। আর এই কি চাকরের কাজ ? আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি, তবেই এ সব নিমক্‌হারামী রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, নাক্ নেমক্‌হারামী।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, বেয়াদবি মাফ্ হয়—আমিন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উড। হাঁ হাঁ, আমি জানি, ঐ বাঞ্চৎ আর পড়ী ময়রাণী ছোট সাহেবকে খারাপ করিয়াছে। বজ্জাৎকো হাম্ জরুর শেখ্‌লায়েঙ্গে; বাঞ্চৎকো হামারা বাট্‌নেকা ঘরমে ভেজ দেও।

[উডের প্রস্থান।

গোপী। দেখ দেখি বাবা, কার হাতে বাঁদর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত্ত আর কাক ধূর্ত্ত;

ঠেকিয়াছে এইবার কায়েতের দায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবীনমাধবের শয়নঘর।

নবীনমাধব এবং সৈরিন্ধ্রী আসীন।

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে; তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমন করে বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে

জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষণ্ণ হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ! আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিৎকর আভরণ গুলিন দিতে পারিনে?

নবীন। প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার, কিন্তু আমি কোন্ মুখে লই। কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট; বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহণ, অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে; আমি কি এমন মূঢ়, সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব? পঙ্কজনয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দেখি, যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি, তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরিন্ধ্রী। হৃদয়বল্লভ, আমাদের অতি দুঃসময়, এখন কে তোমাকে পাঁচশত টাকা বিশ্বাস করে ধার দেবে? আমি পুনর্ব্বার মিনতি করিতেছি, আমার আর ছোট বোয়ের গহনা পোদ্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার যোগাড় কর; তোমার ক্লেশ দেখে সোণার কমল ছোটবউ আমার মলিন হয়েছে।

নবীন। আহা! বিধুমুখি, কি নিদারুণ কথাই বলিলে, আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল। ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ; তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্ত্তা কি বুঝেছেন; কৌতুকচ্ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, বধূমাতার অলঙ্কার লইলে তেমনি রোদন করবেন। হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দ্দয় দস্যু হইলাম। আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না;—নরাধম নিষ্ঠুর নীলকরেও এমন কর্ম্ম করিতে পারে না। প্রণয়িনি, এমন কথা আর মুখে আনিও না।

সৈরিন্ধ্রী। জীবনকান্ত, আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি, তাহা আমিই জানি আর সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন; ও অগ্নিবাণ, তাহার সন্দেহ কি, আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করে তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করেছে।—প্রাণনাথ, বড়

যন্ত্রণাতেই ছোট বোয়ের গহনা লইতে বলিয়াছি। তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শাশুড়ীর দীর্ঘনিশ্বাস, ছোট বোয়ের বিরস বদন, জ্ঞাতি বান্ধবের হেঁটমুখ, রাইয়তজনের হাহাকার,—এ সকল দেখে কি আমোদ আনন্দ মনে আছে? কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হে নাথ, বিপিনের গহনা দিতেও আমার যে কষ্ট, ছোটবোয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট; কিন্তু ছোটবোয়ের গহনা দেওয়ার পূর্ব্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোটবোয়ের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোটবউ ভাবিতে পারে, দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কাজ করে তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি? একি মাতৃতুল্য বড়যায়ের কাজ?

নবীন। প্রণয়িনি, তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরল নারী নারীকুলে দুটী নাই।—আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল! আমি কি ছিলাম, কি হলাম! আমার সাতশত টাকা মুনফার গাঁতি, আমার পনর গোলা ধান, ষোল বিঘার বাগান, আমার কুড়িখান লাঙ্গল, পঞ্চাশ জন মাইন্দার;—পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালিকে অন্নবিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা,—আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্রবিবেচনায় একশত টাকা দান করিয়াছি; আহা! এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী ভ্রাতৃবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! কি বিড়ম্বনা! পরমেশ্বর, তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ, আক্ষেপ কি?

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে।—(সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো!—আর বাধা দিও না—(তাবিজ খুলন)।

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ্ কর, শশিমুখি, চুপ্ কর,—(হস্ত ধরিয়া) রাখ, আর একদিন দেখি।

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, উপায় কি? আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে অনেক গহনা হবে।—(নেপথ্যে হাঁচি)—আদুরী আসচে।

দুইখান লিপি লইয়া আদুরীর প্রবেশ।

আদুরী। চিটি দুখান কত্তে আসেচে মুই কতি পারিনে, মাঠাকুরুণ তোমার হাতে দিতি বল্লে।

[লিপি দিয়া আদুরীর প্রস্থান।

নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয় না হয়, এই দুই লিপিতে জানিতে পারিব,—(প্রথম লিপি খুলন)।

সৈরিন্ধ্রী। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপিপাঠ)।

"বোকার আশীর্ব্বাদ জানিবেন—

আপনাকে টাকা দেওয়া প্রত্যুপকার করা মাত্র, কিন্তু আমার মাতাঠাকুরাণীর গতকল্য গঙ্গালাভ হইয়াছে, তদাস্তকৃত্যের দিন সংক্ষেপ, এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যই লিখিয়াছি।—তামাক অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই। ইতি

শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়।"

কি দুর্দ্দৈব! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এই কি উপকার!—দেখি, তুমি কি অবধারণ করিয়া আসিয়াছ—(দ্বিতীয় লিপি খুলন)।

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, আশা ত্যাগ করে নিরাশ হওয়া বড় ক্লেশ; ও চিটি ওম্নি থাক্।

নবীন। (লিপিপাঠ)।

"প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ণ পালিতস্য বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশয়ের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল পরং লিপিপ্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। আমি তিনশত টাকার যোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যাহারে নিকট পৌঁছিব, বক্রী একশত টাকা আগামী মাসে পরিশোধ করিব। মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন, আমি কিঞ্চিৎ সুদ দিতে ইচ্ছা করি ইতি।"

সৈরিন্ধ্রী। পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন।—যাই আমি ছোট বউকে বলিগে।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার সারণ্যের পুত্তলিকা।—এ কটা ত ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র; এই অবলম্বন করিয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই, পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে তাই হবে। দেড়শত টাকা হাতে আছে,—তামাক কয়েকখান আর একমাস রাখিলে পাঁচশত টাকা বিক্রয় হইতে পারে, তা কি করি সাড়ে তিনশত টাকাতেই ছাড়িতে হইল, আমলা খরচ অনেক লাগিবে, যাওয়া আসাতে বিস্তর ব্যয়। এমন মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি মেয়াদ হয়, তবে বুঝিলাম যে, এদেশে প্রলয় উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি, আইনকর্ত্তাদিগের বা দোষ কি? যাহাদের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে, তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয়, তবে কি দেশের সর্ব্বনাশ ঘটে? আহা! এই আইনে কত ব্যক্তি নিরাপ-রাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে; তাহাদের স্ত্রী পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়; উনানের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে; উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে; গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে; ক্ষেত্রের চাষ সম্পূর্ণ হলো না, সকল ক্ষেত্রে বীজ বপন হলো না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্ম্মূল হলো না; বৎসরের উপায় কি?—কোথা নাথ! কোথায় তাত! শব্দে ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে এ আইন যমদণ্ড হয় নাই। আহা! যদি সকলে অমরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান্ হইতেন, তবে কি রাইয়তের পাকা ধানে মই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয়? তা হলে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয়! হে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি সজ্জন নিযুক্ত করিতে, তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত না। হে দেশপালক, যদি এমত একটী ধারা করিতে যে, মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে ফরিয়াদীর মেয়াদ হইবে; তাহা হইলে অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত, এবং তাহারা এমত প্রবল হইতে পারিত না।—আমাদিগের ম্যাজিষ্ট্রেট বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ

মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের শেষ।

সাবিত্রীর প্রবেশ।

সাবি। নবীন, সব লাঙ্গল যদি ছেড়ে দাও, তা হলেও কি দাদন নিতে হবে? লাঙ্গল গোরু সব বিক্রী করে ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে, সুখে ভোগ করা যাবে; এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

নবীন। মা, আমারও সেই ইচ্ছা। কেবল বিপুর কর্ম্ম হওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাষ ছাড়িয়া দিলে সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গল কয়েকখান রাখিয়াছি।

সাবি। এই শিরঃপীড়া লয়ে কেমন করে যাবে বল দেখি?—হা পরমেশ্বর! এমন নীল এখানে হয়েছিল। (নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ)।

রেবতীর প্রবেশ।

রেবতী। মাঠাকুরুণ, মুই কনে যাব, কি করবো, কয়ে কি, ক্যান মত্তি এনেলাম। পরের জাত ঘরে য্যানে সামাল দিতি পাল্লাম না।—বড় বাবু, মোরে বাঁচাও, মোর পরাণ হ্যাটে বার হলো, মোর ক্ষেত্রমণিরি য্যানে দাও, মোর সোণার পুতুল য্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েচে, হয়েচে কি?

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেলবেলা পেঁচোর মার সঙ্গে দাসদিগিতে জল আন্তি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে চারজন নেটালাতে বাছারে ধরে নিয়ে গিয়েচে। পদী সর্ব্বনাশী দেখিয়ে দিয়ে পেলিয়েচে। বড়বাবু পরের জাত, কি বল্লাম, কেন এনেলাম, বড় সাদে সাদ দেবো ভেবেলাম।

সাবি। কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনেশেরা সব কত্তে পারে;—লোকের জমি কেড়ে নিচ্চিস্, ধান কেড়ে নিচ্চিস্, গোরু বাছুর কেড়ে নিচ্চিস্, লাঠীর আগায় নীল বুনিয়ে নিচ্চিস্; তা লোক কেঁদিই হোক্, কোকিয়েই হোক্, কচ্চে;—এ কি! ভাল মানুষের জাত্ খাওয়া।

রেবতী। মাঃ আদ্দুপেটা খেয়ে নীল কত্তি নেগিচি, যে ক কুড়োয় দাগ

মারলি, তাই বোনলাম। রেয়ে ছোঁড়া জমি চসে, আর ফুলে ফুলে কেঁদে ওটে; মাটেন্তে আসে এ কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে য্যানে।

নবীন। সাধু কোথায়?

রেবতী। বাইরি বসে কান্তি নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব কুলমহিলার অমূল্য মণি, সতীত্বভূষণে বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া! পিতার স্বরপুরের ক্রোড়ে জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ! এই মুহূর্তেই যাইয়া কেমন দুঃশাসন দেখিব; সতীত্বশ্বেত-উৎপলে নীলমণ্ডূক কখনই বসিতে পারিবে না!

[নবীনের প্রস্থান।

সাবি। সতীত্ব সোণার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন॥

যদি নীলবানরের হস্ত হইতে পবিত্র মালিকা অপবিত্র না হইতে হইতেই আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম।—এমন অত্যাচার বাপের কালেও শুনি নাই। চল ঘোষবউ বাইরের দিকে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রোগসাহেবের কামরা।

রোগ আসীন—পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি, মোরে এমন কথা বলো না, মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম্ম দিতি পারবো না; মোরে কেটে কুচি কুচি কর, পুড়িয়ে ফেল, ভাসিয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না; মোর ভাতার মনে কি ভাব্বে।

পদী। তোর ভাতার কোথায়, তুই কোথায়? এ কথা কেউ জান্তে পারবে না; এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আস্‌বো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জান্‌তি পার্‌লে না, ওপরের দেবতা তো জান্তি পারবে, দেবতার চকি তো ধুলি দিতি পারবো না। আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জলবে। মোর স্বামী সতী বলে যত ভাল বাসবে, তত মোর মনতো পুড়তি থাকবে। জানাই হোক্ আর অজানাই হোক্, মুই উপপতি কত্তি কথনই পারবো না।

রোগ। পদ্ম, খাটের উপরে আন্ না।

পদ্ম। আয় বাছা, তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বল্‌তে হয় ওকে বল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ। আমার কাছে বলা শূয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ান, হা হা হা! আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়িয়ে থেকে কত গ্রাম জালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তনভক্ষণ করাইতে করাইতে কত মাতা পুড়ে মরিল, তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটি থাকে? আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্ম্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশজন মেয়ে মানুষকে নির্দ্দয় করিয়া রামকান্তপেটা করিতে পারি, তখন হাসিতে হাসিতে খানা খাই। আমি মেয়ে মানুষকে অধিক ভাল বাসি, কুটির কর্ম্মে ও কর্ম্মের বড় সুবিধা হইতে পারে; সমুদ্রে সব মিশিয়ে যাইতেছে।—তোর গায় জোর নাই? পদ্ম টানিয়া আন।

পদী। ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী মা আমার, বিছানায় এস, সাহেব তোরে একটা বিবির পোষাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়া কপাল বিবির পোষাকের, চট্ পরে থাকি সেও ভাল, তবু যেন বিবির পোষাক পরতি না হয়। ময়রা পিসি, মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে খাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই। আহা, আহা! মোর মা এত বেলা গলায় দড়ী দিয়েচে; মোর বাপ মাতায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মহিষির মত ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর

নেই, বাবা কাকা ছ'জনের মধ্যি মুই এক সন্তান; মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ী রেখে আয়, তোর পায় পড়ি; পদি পিসি, তোর ও থাই।—মা রে মলাম! জল তেষ্টায় মলাম।

রোগ। কুঁজোয় জল আছে খাইতে দেও।

ক্ষেত্র। মুই কি হিঁদুর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি? মোরে নেটেলায় ছুঁয়েচে, মুই বাড়ী গিয়ে না নেয়ে ঘরে যাতি পারবো না।

পদী। (স্বগত) আমার ধর্ম্মও গেচে, জাতও গেচে। (প্রকাশে) তা মা, আমি কি করবো, সাহেবের খপ্পরে পড়লে ছাড়ান ভার।—ছোট সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক্, তখন আর একদিন আসবে।

রোগ। তুমি তবে আমার সঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে আমি নরম করবো, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাটায়ে দিব—ড্যাম্‌নেড্ হোর; আমার বোধ হইতেছে তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিস্‌নি, তাহাতে ভদ্রলোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়ে আনা হইল; আমি সহজে নীলের লাটিয়াল এ কার্য্যে কখন দিয়াছি?—হারামজাদী পদি ময়রাণী।

পদী। তোমার কলিকে ডাকো, সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি, যাস্‌নে; ময়রা পিসি, যাস্‌নে।

[পদী ময়রাণীর প্রস্থান।

মোরে কালসাপের গত্তের মধ্যি একা রেকে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপ্তি নেগিচি, মোর যে ভয়েতে গা ঘুরতি নেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধূলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার,—(দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানিয়া) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা; মোরে ছেড়ে দাও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটিয়ে দাও; আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না।—

(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা; হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও; তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে; আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে,—দই সাহেব,—মোর ছেলে মরে যাবে,—মুই পোয়াতি।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না।

[বস্ত্র ধরিয়া টানন।

ক্ষেত্র। ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে আংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও।

[রোগের হস্তে নখ বিদারণ।

রোগ। ইন্‌ফরন্যাল্ বিচ্! (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এইবার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে য্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বল্‌বো না; মোর মুকি য্যাকটা তেরোনালের খোঁচা মার, মুই স্বগ্‌গে চলে যাই;—ও গুখে-গোর বেটা, আঁটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী ঘোড়া মড়া মরে; মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি, তোর হাত মুই এঁচড়ে কেমড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো কর্‌বো; তোর মা বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না; দৌড়িয়ে রলি কেন, ও ভাইভাতারীর ভাই; মার্ না, মোর প্রাণ বার করে ফ্যালনা, আর যে মুই সইতি পারিনে।

রোগ। চুপ্‌রাও হারামজাদী,—ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা।

[পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন।

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা! কোথায় মা! দেখ্‌সে, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো!—(কম্পন)।

জানেলার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও
তোরাপের প্রবেশ।

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া লইয়া) রে নরাধম, নীচবৃত্তি, নীলকর! এই কি তোমার খৃষ্টানধর্ম্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খৃষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা? আহা, আহা! বালিকা, অবলা, অন্তর্ব্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার!

তোরাপ। শুমুন্দি দেঁড়িয়ে যেন কাটের পুতুল; গোড়ার বাক্যি হরে গিয়েচে।—বড় বাবু, শুমুন্দির কি এমান আছে, তা ধরম কথা শোনূবে; ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমনি মুগুর, শুমুন্দির ঝ্যামন চাবালি মোর তেমনি হাতের পোঁচা;—(গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত)—ডাক্‌বিতো যোমের বাড়ী যাবি;—(গাল টিপে ধরে) পাঁচদিন চোরের একদিন সেদের, পাঁচদিন খাবালি একদিন খা—(কাণমলন)।

নবীন। ভয় কি? ভাল করে কাপড় পর।

[ক্ষেত্রমণির বস্ত্র পরিধান।

তোরাপ, তুই বেটার গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাঁজা করে লইয়া পালাই। আমি কুঠিপাড়া ছাড়িয়ে গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়া যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়ে গিয়েছে;—এতক্ষণ বোধ করি খুনোরা ঘুমিয়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুনলে কিছু বলবে না। তুই তারপর আমাদের বাড়ী যাস্‌, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস্‌, তাহা আমি শুনতে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীডে সাঁৎরে পার হয়ে ঘরে যাব।—মোর নছিবির কথা আর কি শোন্‌বা; মুই মোল্লার শুমুন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেঙ্গে পেলিয়ে একদমে বসন্তবাবুর জমিদারীতে পেলিয়ে গ্যালাম, তারপর সাতকরে জরু খানাল ঘর পোরলাম। এই শুমুন্দিই তো ওটালে, লাঙ্গল করে কি আর খাবার যো রেকেচে, নীলের ঠ্যালাটা কেমন; তাতে আবার

নেমোখারামী কত্তি বলে।—কই শালো, গ্যাড্ ম্যাড্ করে জুতোর গুতো মারিন্ নে ?

[হাঁটুর গুতা।

নবীন। তোরাপ, মার্‌বার আবশ্যক কি, ওরা নির্দ্দয় বলে আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয়; আমি চলিলাম।

[ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান।

তোরাপ। এমন বসিগারও বেছাপ্পোর কত্তি চাস; তোর বড় বাবারে বলে মেনিয়ে জুনিয়ে কাজ সেরে নে; জোর জোরাবতি কদিন চলে; পেলিয়ে গেলি তো কিছু কত্তি পারবা না। মরার বাড়া তো গাল নেই; ও স্মুন্দি, নেয়েৎ ফেরার হলি যে কুটি কবরের মধ্যি ঢোক্‌বে।—বড় বাবুর আর বচুরে টাকাগুনো চুকিয়ে দে, আর এ বচোর ঝা বুনতি চাচ্চে তাই নিগে; তোদের জন্তিই ওরা বেপালটে পড়েচে; দাদন গাদ্‌লিই তো হয় না, চষা চাই।—ছোট সাহেব, স্বালাম, মুই আসি।

[চিত করিয়া ফেলিয়া পলায়ন।

রোগ। বাই জোভ ! বীইন্ টু জেলি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোলোকচন্দ্র বসুর ভবনের দরদালান।

সাবিত্রীর প্রবেশ।

সাবিত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) রে নিদারুণ হাকিম! তুই আমাকেও কেন তলব দিলি না, আমি পতিপুত্রের সঙ্গে জেলায় যেতাম; এ শ্মশানে বাস অপেক্ষা আমার সে যে ছিল ভাল। হা! কর্ত্তা আমার ঘরবাসী মানুষ, কখন গাঁ-অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না; তাঁর

কপালে এত দুঃখ, ফৌজদারিতে ধরে নে গেল, তাঁরে জেলে যেতে হবে।—ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আহা হা! তিনি যে বলেন, আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না, তিনি যে আতপ চেলের ভাত খান, তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না; আহা! বুক চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে রক্ত বার করেছেন, কেঁদে কেঁদে চক্ষু ফুলিয়েছেন; যাবার সময় বল্লেন "গিন্নি! এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো"—(ক্রন্দন) নবীন বলেন, "তোমার ভগবতীকে ডাক, আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ওঁরে নিয়ে বাড়ী আস্‌বো"।—বাবার আমার কাঞ্চনমুখ কালী হয়ে গিয়েছে; টাকার যোগাড় করিতেই বা কত কষ্ট, ঘুরে ঘুরে ঘূর্ণি হয়েছে; পাছে আমি বউদের গহনা দিই, তাই আমারে সাহস দেন,—মা, টাকার কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে? গাঁতির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্দক পড়ুলে বাবার কতই খেদ, বলেন,—কিছু টাকা হাতে এলেই মার গহনাগুলিন আগে খালাস করে আন্‌বো। বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল; বাবা আমার কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা কর্‌লেন,—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল, আমি ঘরে বসে রলাম—মহাপাপিনী! এই কি তোর মার প্রাণ!—(ক্রন্দন)

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।

সৈরিন্ধ্রী। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েছে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন ঘটনা হবে কেন?

সাবি। (ক্রন্দন করিতে করিতে) না মা, আমার নবীন বাড়ী না ফিরে এলে আমি আর এ দেহে অন্ন জল দেব না; বাছারে আমার খাওয়াবে কে?

সৈরিন্ধ্রী। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামুন আছে, কষ্ট হবে না। তুমি এস, স্নান কর'সে।

তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ।

ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে তেল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্নাঘরে নিয়ে এস, আমি খাওয়ার জায়গা করি গে।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান, সরলতার তৈলমর্দন।

সাবি। তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, যার মুখে আর কথা নাই, মা আমার বাসি ফুলের মত মলিন হয়েছে।—আহা! বিন্দুমাধবকে কত দিন দেখি নাই, বাবার কালেজ বন্ধ হবে, বাড়ী আস্‌বেন, আশা করে রইচি, তাতে এই দায় উপস্থিত।—(সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এখনো বুঝি কিছু খাও নি? ঘোর বিপদে পড়ে রইচি, বাছাদের খাওয়া হলো কি না, দেখ্‌ব কখন্? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি কিছু খাও গে মা, চল আমিও যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রবাদের ফৌজদারী কাছারী।

উড, রোগ, ম্যাজিষ্ট্রেট, আমলা আসীন—গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, বাদী প্রতিবাদীর মোক্তার, নাজির, চাপরাসি, আরদালি, রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান।

প্র মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়।

[সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান।

ম্যাজি। আচ্ছা পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ ও হাস্য)

সেরেস্তা। (প্র মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুঁথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে?

[দরখাস্তের পাত উল্টন।

ম্যাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনানন্তর, হাস্য-সম্বরণ করিয়া) খোলোসা পড়।

সেরেস্তা। আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা ফরিয়াদীর সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার হাজির আনা হয়।

বা মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা শঠতা প্রবঞ্চনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ্ করিয়া মিথ্যা বলে; মোক্তারেরা অবিরত অপকৃষ্ট কার্য্যে রত, বিবাহিতা কামিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা তাহাদের অমরালয় বারমহিলালয়ে কালযাপন করে; জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তারগণকে বিশেষ

ঘৃণা করে, তবে স্বকার্যসাধন হেতু তাহাদিগের ডাকে এবং বিছানায় বসিতে দেয়। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা; কিন্তু নীলকরের মোক্তারদিগের দ্বারা কোনরূপে কোন প্রতারণা হইতে পারে না। নীলকর সাহেবেরা খ্রীষ্টিয়ান। খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে; পরদ্রব্য অপহরণ, পরনারী-গমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত; খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মে অসৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক্, মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়; করুণা, মার্জ্জনা, বিনয়, পরোপকার—খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। এমন সত্য সনাতন ধর্ম্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। ধর্ম্মাবতার, আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মোক্তার; আমরা তাঁহাদিগের চরিত্র-অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি; আমাদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তালিম দিতে সাহস হয় না; যেহেতু সত্যপরায়ণ সাহেবেরা সূচ্যগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি করেন। প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজকুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল,—রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া, দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন; এবং গরিব ছাঁপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়া প্রহারও করিয়াছেন।

উড। (ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) এক্সট্রীম্ প্রোভোকেশন্, এক্সট্রীম্ প্রোভোকেশন্!

বা মোক্তার। হুজুর, হুজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক সোয়াল হইয়াছিল; যদ্যপি তাহারা তালিমী সাক্ষী হইত, তবে সেই সোয়ালেই পড়িত। আইনকারকেরা বলিয়াছেন—"বিচারকর্ত্তা আসামীর য়্যাড্‌ভোকেট্ স্বরূপ।" সুতরাং আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল, তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে। অতএব সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিলে আসামীর কিছুমাত্র উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষিগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, সাক্ষিগণ চাষ-উপজীবী দীন প্রজা, তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া স্ত্রী পুত্রের প্রতিপালন করে; তাহাদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে তাহাদিগের আবাদ ধ্বংস হইয়া যায়;

বাড়ীতে ভাত খাইতে আইলে চাষের হানি হয় বলিয়া তাহাদের মেয়েরা গামছা করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহাদের খাওয়াইয়া আইসে; চাষাদিগের এক দিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়; এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়া আনিলে তাহাদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়; ধর্ম্মাবতার! ধর্ম্মাবতার যেমত বিচার করেন।

ম্যাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্র মোক্তার। হজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না; আমিন খালাসীর সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব অথবা তাঁহার দেওয়ান ঘোড়ায় চড়িয়া ময়দানে গমনপূর্ব্বক উত্তম উত্তম জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন; পরে জমিয়াতের মালিকান রাইয়তদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরা ওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন। দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী যায়; যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে, সে দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরা-কান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়তদের নামে দাদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাতপুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহা তাহারাই জানে, আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন, রাইয়তেরা পাঁচজন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ নিজ দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে; তাহাদিগের সলা পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই "মাতার ঘায়ে কুকুর পাগল"। এমন রায়তেরা সাক্ষ্য দিয়া গেল যে, তাহাদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল, কেবল আমার মক্কেল তাহাদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহাদের নীলের চাষ রহিত করিয়াছে,—এ অতি আশ্চর্য্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্ম্মাবতার, তাহাদিগের পুনর্ব্বার হজুরে আনান হয়, অধীন দুই সোয়ালে তাহাদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু করাল

নীলকর-নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাষাদিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন, এ কথা স্বীকার করি; এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেকবার সফলও হইয়াছেন, তাহা পলাশপুর জালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলোকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য; নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয় করে, কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখন কাহারো মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না; ধর্ম্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বসু যে সুচরিত্রের লোক, তাহা জেলার সকল লোকে জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে—

গোলোক। বিচারপতি! আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুকিয়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারীর ভয়েতে ষাট বিঘা নীলের দাদন লইতে চাহিয়াছিলাম। বড়বাবু বলিলেন, "পিতা, আমাদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়াকলাপই বন্ধ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না; কিন্তু যাহাদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, তাহাদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে।" বড়বাবু একথা বিজ্ঞের মত বলিলেন। আমি কাজেকাজেই বলিলাম, তবে সাহেবের হাতে পায়ে ধরে পঞ্চাশ বিঘায় রাজি করিগে। সাহেব হাঁ না কিছুই বলিলেন না, গোপনে আমাকে এই বৃদ্ধদশায় জেলে দেবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের হাকিম ভাই বেরাদার; সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদিও হাল গোরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর বৎসর সাহেবকে একশত টাকা নীলের বদলে দিব। আমি কি রাইয়তদের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়?

প্র মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, যে চারজন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার একজন টিকিরি,—তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়ালঘর নাই, সারেজমিনে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার

মক্কেলের কখন দেখা নাই, সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই এই কারণে আমি তাহাদের পুনর্ব্বার কোর্টে আনয়নের প্রার্থনা করি। ব্যবস্থা-কর্ত্তারা লিখিয়াছেন, "নিষ্পত্তির অগ্রে আসামীকে সকল প্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়া কর্ত্তব্য।" ধর্ম্মাবতার, আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার মনে আপেক্ষ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর—

ম্যাজি। (লিপিলিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

বা মোক্তার। হুজুর, এসময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি সাক্ষীদিগকে আনান হয়, যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরও সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, গোলোক বোসের কুচরিত্রের কথা দেশবিদেশ রাষ্ট্র আছে; যে উপকার করে, তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা এদেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। এমত মহাপুরুষদিগের মহৎ কার্য্যে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায়?

ম্যাজি। (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাসি।

চাপ। খোদাবন্দ্‌।

[সাহেবের নিকট গমন।

ম্যাজি। (উডের সহিত পরামর্শ) বিবি উড্‌কা পাস্‌ দেও।—খানসামাকো বোলো, বাহারকা সাহেবলোগ্‌ আজ্‌ জাগা নেই।

ম্যাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে।

[ম্যাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ।

ধর্ম্মাবতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখৎ হয় নাই।

ম্যাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে দুইশত টাকা

তাইনে দুইজন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।

[ম্যাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ।

ম্যাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল পেস্ কর।

[ম্যাজিষ্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাসি ও আরদালির প্রস্থান।

সেরেস্তা। নাজির মহাশয়, রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।

[সেরেস্তাদার, পেস্কার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান।

নাজির। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানতনামা লেখাপড়া কিরূপে হইতে পারে, বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি।

প্র মোক্তার। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু কিছু নাই;—(নাজিরের সহিত পরামর্শ) গহনা বিক্রী করিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজির। আমার তালুকও নাই, ব্যবসাও নাই, আবাদও নাই; এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে একশত টাকায় রাজি হওয়া। চল, আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন, ওঁদের পুজা আলাহিদা হয়েছে কি না?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রাবাদ—বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী।

নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন।

নবীন। আমার কাজেকাজেই বাড়ী যাইতে হইল। এ সংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বল্‌বো কি;

দেখ, পিতা যেন কোন মতে ক্লেশ না পান। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠায়ে দিব; যে যত টাকা চাহিবে, তাহাকে তাহাই দিও।

বিন্দু। জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না।

নবীন। টাকাও দাও, বিনতিও কর।—আহা! বৃদ্ধ শরীর! তিন দিন অনাহার! এত বুঝাইলাম, এত বিনতি করিলাম,—বলেন, "নবীন, তিনদিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে এ পাপ মুখে কিছুমাত্র দিব না।"

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে দুটী অন্ন দিব তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর ক্রীতদাস মূঢ়মতি ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়াবধি পিতা যে, চক্ষে হস্ত দিয়াছেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত নামাইলেন না; পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইতেছে; যে স্থানে প্রথম বসাইয়াছিলাম, সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন; নীরব, শীর্ণ-কলেবর, স্পন্দহীন, মৃতকপোতবৎ কারাগার-পিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ চার দিন, আজ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ! পিতাকে কি কষ্টই দিতেছ।—বিন্দু, তোমাকে রাত্রি দিন জেলে থাকিতে দেয়, তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর বলে ধরে দেন, আমি একরার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্ত্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু, তুমি এমনি সাধুই বটে। আহা! ক্ষেত্রমণির সাংঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল, তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বড় বাবু, মাকে গিয়ে কি দেখিতে পাব? আমার যে আর নাই।

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক্ দিয়াছি, উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নিব্যাধি হইবে, ডাক্তার বাবু আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

ডেপুটী ইন্স্পেক্টরের প্রবেশ।

ডেপুটী। বিন্দু বাবু, আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিসনর সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর নিস্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নবীন। নিস্কৃতির সমাচার কত দিনে আসিতে পারে?

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক হইবে না।

ডেপুটী। অমরনগরের আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট একজন মোক্তারকে এই আইনে ছয়মাস ফাটক দিয়াছিল, তাহার ষোল দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন দিন কি হবে, গবর্ণর সাহেব অনুকূল হইয়া প্রতিকূল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি কি খণ্ডন করিবেন?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্যই করিবেন।—আপনি যাত্রা করুন, অনেক দূর যাইতে হইবে।

[নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান।

ডেপুটী। আহা! দুই ভাই দুঃখে দগ্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইয়াছেন। লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের নিষ্কৃতি-অনুমতি সহোদরদ্বয়ের মৃতদেহ পুনর্জীবিত করিবে। নবীন বাবু অতি বীরপুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী; কিন্তু নির্দ্দয় নীলকর কুজ্ঝটিকায় নবীন বাবুর সদ্‌গুণ সমূহ মুকুলে ম্রিয়মাণ হইল।

কলেজের পণ্ডিতের প্রবেশ।

আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি। কয়েক দিন শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর; বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি নাই।

ডেপুটী। বিষ্ণুতৈলে আপনার উপকার দর্শিতে পারে। বিষ্ণু বাবুর জন্ত বিষ্ণুতৈল প্রস্তত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয়, আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপুটি। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে দেখিতে পাই নে?

পণ্ডিত। তিনি এ বৃত্তি ত্যাগ করিবার পন্থা করিতেছেন; সোণার চাঁদ ছেলে উপার্জ্জন করিতেছে, তাঁহার সংসার রাজার মত নির্ব্বাহ হইবে। বিশেষ, বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন করে কালেজে যাওয়া আসা ভাল দেখায় না, বয়স্ তো কম হয় নাই।

বিন্দুমাধবের পুনঃ প্রবেশ।

বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন।

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমত অবিচার করেছে! তোমরা শুনিতে পাও না, বড়দিনের সময় ঐ কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে আসিয়াছি। উহার কাছে প্রজার বিচার! কাজির কাছে হিন্দুর পরব!

বিন্দু। বিধাতার নির্ব্বন্ধ!

পণ্ডিত। মোক্তার দিয়াছিলে কাহাকে?

বিন্দু। প্রাণধন মল্লিককে।

পণ্ডিত। ওকেও 'মোক্তারনামা দেয়? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত; সকল দেবতাই সমান, "ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ উজোড়"।

বিন্দু। কমিসনর সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্ত গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। "এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার"। যেমন ম্যাজিষ্ট্রেট তেমনি কমিসনর।

বিন্দু। মহাশয়, কমিসনরকে বিশেষ জানেন না, তাই এ কথা বলিতেছেন। কমিসনর সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি-আকাঙ্ক্ষী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে ভগবানের কৃপায় তোমার পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল।—জেলে কি অবস্থায় আছেন?

বিন্দু। সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিনদিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই। আমি এখনি জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদ করিব।

একজন চাপরাসির প্রবেশ।

তুমি জেলের চাপরাসি না?

চাপ। মশাই এটু্ জলদি করে জেলে আসেন, দারগা ডেকেচেন।

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ?

চাপ। আপনি আসেন। আমি কিছু বল্‌তি পারি নে।

বিন্দু। চল বাপু। (পণ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না; আমি চলিলাম।

[চাপরাসি ও বিন্দুমাধবের প্রস্থান।

পণ্ডিত। চল, আমরাও জেলে যাই, বোধ হয় কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রাবাদের জেলখানা।

গোলোকের মৃতদেহ উড়ানি পাকান দড়ীতে দোদুল্যমান—জেলদারোগা এবং জমাদার আসীন।

দার। বিন্দুমাধব বাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে?

জমা। মনিরুদ্দিন গিয়াছে। ডাক্তার সাহেব না এলে তো নাবান হইতে পারে না।

দার। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?

জমা। আজ্ঞে না; তাঁর আর চারদিন দেরি হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটীতে সাহেবদের সাম্পিন্ পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমাদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না; আমি যখন আরদালি ছিলাম, দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখানি চিটিতে এ গরিবকে জেলের জমাদার করিয়া দিয়াছেন।

দার। আহা! বিন্দু বাবু, পিতা আহার করেন নাই বলিয়া, কত বিলাপ করিয়াছিলেন; এদশা দেখিলে প্রাণত্যাগ করিবেন।

বিন্দুমাধবের প্রবেশ।

সকলই পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। একি, একি, আহা আহা! পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে! আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি। কি মনস্তাপ! —(নিজ মস্তক গোলোকের বক্ষে রক্ষা করিয়া, মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন) পিতা, আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন? বিন্দুমাধবের ইংরাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে "স্বরপুর-বৃকোদর" বলা শেষ হইল? বড় বধূকে "আমার মা, আমার মা," বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দবিবাদ, তাহার সন্ধি করিলেন? হা! আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধ-কর্ত্তৃক হত হইলে শাবকবেষ্টিত বকপত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে, জননী আমার তোমার উদ্বন্ধন-সংবাদে সেইরূপ হইবেন—

দার। (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দু বাবু, এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া সত্বরে অমৃত-ঘাটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করুন।

ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর এবং পণ্ডিতের প্রবেশ।

বিন্দু। দারগা মহাশয়, আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ

উচিত হয় পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটী বাবুর সহিত করুন; আমার শোকবিকারে বাক্যরোধ হইয়াছে; আমি জন্মের মত একবার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি।

[গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট।

পণ্ডিত। (ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের প্রতি) আমি বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়া রাখি, তুমি বন্ধন উন্মোচন কর;—এ দেবশরীর, এ নরকে ক্ষণকালও রাখা উচিত নয়।

দার। মহাশয়, কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল? নতুবা এমত স্বভাব হইবে কেন?

দার। আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় ভৎর্সনা করিতেছেন—

ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ।

ডাক্তার। হো, হো, বিন্দুমাধব, গড্‌স উইল!—পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, বিন্দুকে কালেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয় না।

বিন্দু। আমাদের বিষয় আশয় সব গিয়েছে, অবশেষে পিতা আমাদিগকে পথের ভিখারী করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন—(ক্রন্দন)—অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে?

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধবদিগের সর্ব্বস্ব লইয়াছে—

ডাক্তার। পাদরি সাহেবদের মুখে আমি প্ল্যাণ্টর সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গনগরের কুটি হইতে আসিল, একটী গ্রামে বসিয়াছে; আমার পাল্কির নিকট দিয়া দুইজন রাইয়ত বাজারে যাইল, একজনের হাতে ডুগ্গো আছে; আমি ডুগ্গো কিনিতে চাহিল, এক রাইয়ত এক রাইয়তকে বলিল, "নীলমামুদো, নীলমামুদো"—ডুগ্গো রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল; সে কহিল, "রাইয়ত দুইজন দাদনের ভয়ে পলাইয়াছে; আমি দাদন

লইয়াছি, আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে।” আমি বুঝিলাম আমাকে প্ল্যাণ্টর লইয়াছে। রাইয়তের হস্তে হুন্দো দিয়া আমি গমন করিল।

ডেপুটী। ভ্যালি সাহেবের কান্দরণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি সাহেব যাইতেছিলেন। রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া “নীলভূত বেরিয়েছে, নীলভূত বেরিয়েছে,” বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদরি সাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর-পীড়নাতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরি সাহেব যত আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহারা তাঁহাকে তত ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণ রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে,—“এক ঝাড়ের বাঁশ বটে, কোনখানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।”

পণ্ডিত। আমরা মৃত শরীরটী লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে; আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন।

[বিন্দুমাধব এবং ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর কর্তৃক বন্ধনমোচনপুর্ব্বক মৃতদেহ লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেগুনবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ।

গোপীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ।

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন করে?

গোপ। মোরা হলাম পল্লিবাসী, সারাখুণ্ডি যাওয়া আসা কত্তি নেগিচি, নুন না থাকৃলি নুন চেয়ে আন্‌চি, তেলপলাড়া তেসপলাড়াই আন্‌লাম, ছেলেডা কান্তি নাগ্‌লো গুড় চেয়ে দেলাম;—বসিগার বাড়ী সাতপুরুষ খেয়ে মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকি নে?

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায়?

গোপ। ঐ যে কি গাঁড়া বলে, কল্‌কাতার পচ্চিম, ঝারা কায়েদ্‌গার পইতি কত্তি চেয়েলো,—যে বামুণ আচে, ইদিরি বেবিয়ে শুটা যায় না, আবার বামুণ বেড়িয়ে তোলে।—ছোটবাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গাবনাল্ সাহেব টুপি না খুলি এনতি পারে না। পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয়? ছোটবাবুর ক্যাকাপড়া দেখে চাসাগা মান্‌লে না। নোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমকুমারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না; কিন্তু বসিগার বৌর মত শান্ত মেয়ে তো আর চোকি পড়ে না; গোমার মা পত্যই ওনাদের বাড়ী যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েচে, একদিন মুখখান ছ্যাখতি প্যালে না; যেদিন বে করে আন্‌লে, মোরা সেইদিন দেখেলাম, ভাব্‌লাম সউরে বাবুবো ঘ্যাংরাজ-ঘ্যাঁসা, তাইতে বিবির অ্যাকাৎ মেয়ে পরদা করেচে।

গোপী। বউটী সর্ব্বদাই শ্বাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত আছে?

গোপ। দেওয়ানজি মশাই, বল্‌বো কি? মোগার গোমার মা বয়ে পাড়াতেও আছে, ছোটবউ না থাক্‌লি যেদিন গলায়দড়ীর খবর শুনেলো, সেই দিনই মাঠাক্‌রুণ মর্‌তো। শুনেলাম, সউরে মেয়েগুনো মিন্‌ষেগার ভ্যাড়া করে আখে, আর মা বাপিরি না খাতি দিয়ে মারে;—কিন্তু এ বউডোরে দেখে জান্‌লাম, এডা কেবল গুজব্ কথা।

গোপী। নবীন বোসের মাও বোধ করি বউটীকে বড় ভাল বাসে।

গোপ। মাঠাক্‌রুণ যে পিরতিমির মধ্যি কারে ভাল না বাসেন তাও তো দেখ্‌তি পাইনে। আ! মাগি য্যান অন্নপুন্নো; তা তোমরা কি আর অন্ন একেচ যে তিনি পুন্নো হবেন; গোড়ার নীলি বুড়রে খেয়েচে, বুড়িরিও খাবে খাবে কত্তি নেগেচে—

গোপী। চুপ্ কর, গুওটা, সাহেব শুন্‌লে এখনি আমাবস্যা বার কর্‌বে।

গোপ। মুই কি কর্‌বো, তুমি তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিষ বার কত্তি নেগেচো। মোর কি সাধ, কুটিতি বসি গোড়ার শালারে গালাগালি করি।

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে, মিথ্যা মোকদ্দমা করে মানী মানুষটোরে নষ্ট কর্‌লাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মার এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইতেছি।

গোপ। ব্যাঙের সর্দ্দি;—দেওয়ানজি মশাই খাপা হবেন না, মুই পাগল ছাগল আচি একটা।—তামাক সাজে আন্‌বো?

গোপী। গুওটা-নন্দন-বংশ, ডোগোলের শেষ।

গোপ। সাহেবেরাই সব কত্তি নেগেচে; সাহেবেরা আপনারা কামার, আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। গোড়ার কুটিতি দ পড়ে, তো পেরাসের নোক নেয়ে বাঁচে।

গোপী। তুই গুওটা বড় ভেমো, আমি আর শুন্‌তে চাই না; তুই য', সাহেবের আস্‌বার সময় হয়েছে।

গোপ। মুই চল্লাম, মোর দুদির হিসেবডা করে মোরে কাল একটা টাকা দিতি হবে, মোরা গঙ্গাচ্ছানে যাব।

[প্রস্থান।

গোপী। বোধ করি, ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুনবে, তা কেহ রাখিতে পারিবে না। সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গত বৎসরের টাকা না পেয়েও পঞ্চাশ বিঘা নীল করিতে একপ্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে, তাহাতেও মন উঠিল না। পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমি কয়েকখানার জন্যেই এত গোলমাল; নবীন বোসের দেওয়াই উচিত ছিল; শেতলাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এককামড় কাম্‌ড়াবে।—(সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই যে শুভ্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছেন। আমাকে হয়তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাকৃতে হয়।

উডের প্রবেশ।

উড। একথা যেন কেহ না জানৃতে পারে, মাতঙ্গনগরের কুটিতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটিয়াল সব্ সেখানে থাকৃবে। এখানকার জন্যে দশজন পোদ শড়কিওয়ালা জোগাড় করে রাখ্‌বে।—আমি যাব, ছোট সাহেব যাবে, তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত্তে পারবে না, বেমো আছে, কেমন করিয়া দারোগার মদৎ আন্তে পারবে—

গোপী। ব্যাটারা যে কাতর হয়েছে, শড়্কিওয়ালার আবশ্যক হবে না। হিন্দুর ঘরে গালায় দড়ী দিয়ে, বিশেষ জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ। এই ঘটনাতে ব্যাটা বড় শাসিত হইয়াছে।

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্কেলের সুখ হইল,—বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাঞ্চতের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা তেমনি করবে। শালা আমার কুটির বদনাম করে দিয়াছে। হারাম্‌-জাদাকে কাল আমি গ্রেপ্তার করবো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেটের মত হাকিম আইলে বজ্জাৎ সব কত্তে পারবে।

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমার যে সূত্র করিয়াছে, যদি নবীন বোসের এ বিভ্রাট না হতো, তবে এতদিন ভয়ানক হইয়া উঠিত। এখনও কি হয় বলা যায় না, বিশেষ যে হাকিম আসিতেছেন, তিনি শুনিয়াছি রাইয়তের পক্ষ; আর মফস্বলে আইলে তাঁবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে—

উড। তোম্ ডর ডর্ করকে হামকো ডেক্ কিয়া, নীলকর সাহেবকো কোই কাম্‌মে ডর হ্যায়?—গিব্‌ছুকি শালা, তোমারা মোনাসেফ না হোয়, কাম ছোড় দেও।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, কাজেই ভয় হয়। সাবেক দেওয়ান কয়েদ হলে তার পুত্র ছয় মাসের বাকি মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল; তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্লেন, দরখাস্ত করিলে পর হুকুম দিলেন, কাগজ নিকাস ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার, চাকর কয়েদ হলে বিচার এই।

উড। আমি জানি না?—ও শালা, পাজি, নেমকহারাম, বেইমান। মাহিয়ানার টাকায় তোদের কি হইয়া থাকে? তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর, তবে কি ডেভ্‌লি কমিসন হইত? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে কাঁদিতে পাদরি সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছ; মাল কম পড়িলে তোমার বাড়ী বেচিয়া লইব,—ম্যারাণ্ট, কাউয়ার্ড, হেলিশ্, নেভ্।

গোপী। আমরা, হুজুর, কসায়ের কুকুর, নাড়ীভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। ধর্ম্মাবতার, আপনারা যদি, মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেইরূপে নীল গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্নাম হইত না, আমিন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত না, আর আমাকে "গুপে গুওটা গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গাল দিত না।

উড। তুমি গুওটা রাইও, তোমার চক্ষু নাই—

একজন উমেদারের প্রবেশ।

আমি চক্ষে দেখিয়াছি (আপনার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া) মহাজনেরা ধানের

ক্ষেত্রে যায় এবং রাইয়তদিগের সঙ্গে বিবাদ করে। তুই এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্ম্মাবতার, আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাইয়তেরা বলে, "নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।"

গোপী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ; কর্ম্ম কিছু খালি নেই। (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে গমন করে এবং নিজ খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে, এ কথা যথার্থ বটে; কিন্তু ওরূপ গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইলে, শ্যামচাঁদ-শক্তিশেলে অনাহারী প্রজারূপ সুমিত্রানন্দননিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী মহাজনের ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না। আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে। শালা লোক আমাদিগের সব কথা বলিতেছে, মহাজনের কথা কিছু বলে না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, খাতকদিগের সম্বৎসরের যত টাকা আবশ্যক, সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন, তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয়; বৎসরান্তে তামাক ইক্ষু তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে, অথবা বাজার দরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয়; এবং ধান্য যাহা জন্মে, তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া বাড়িতে অথবা সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়া দেয়, ইহার পর যাহা থাকে, তাহাতে তিন চারি মাস ঘরখরচ করে। যদি দেশে অজন্মাবশতঃ কিম্বা খাতকের অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিম্বা ধান্য বাকি পড়ে, তাহা বকেয়া বাকি বলিয়া নূতন খাতায় লিখিত হয়; বকেয়া বাকি ক্রমে ক্রমে উসুল পড়িতে থাকে; মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না; সুতরাং যাহা বাকি পড়ে, তাহা মহাজনদিগের আপা-ততঃ লোকসান বোধ হয়; এই জন্য মহাজনেরা কখন কখন মাঠে যায়, ধানের কারকিত রীতিমত হইতেছে কি না দেখে, খাজনা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে, তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধান

করিয়া জানে। কোন কোন অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্ব্বদাই ঋণে বিব্রত হইয়া মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও কষ্ট পায়; সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠে যায়, "নীলমাম্‌দো" হইয়া যায় না—(জিব কেটে)—ধর্ম্মাবতার, এই নেড়ে হারামখোর বেটারা বলে।

উড। তোমার ছাড়ন্ত শনি ধরিয়াছে, নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কি কারণ, নইলে তুই এত বেয়াদব হইয়াছিস্ কেন? বজ্জাৎ, ইন্সেন্‌চিউয়স্ ব্রুট।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা, কুটিতে ডিস্পেন্সরি স্কুল হইলেই আপনারা, খুন গুমি হইলেই আমরা। হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন, মজুমদারের মোকদ্দমায় আমার অন্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে. তা গুরুদেবই জানেন।

উড। বাঞ্চৎকে একটা সাহসী কার্য্য করিতে বলি, শালা ওমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে; আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, তুমি শালা বড় নালায়েক আছে। নবীন বোসকে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না।

গোপী। আপনি গরিবের মা বাপ, গরিব চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন বোসকে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চপ্‌রাও, ইউ ব্যাষ্টার্ড অব্ হোর্‌স্ বিচ্। তেরা ওয়াস্তে হাম্ কুত্তাকাসাৎ মুলাকাৎ করেগা,—শালা কাউয়ার্ড কায়েৎবাচ্ছা।

[পদাঘাতে গোপীনাথের ভূমিতে পতন।

কমিসনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্ব্বনাশ কত্তিস্, ডেভিলিশ্ নিগার! (আর দুই পদাঘাত)—এই মুখে তোম্ ক্যাওট্‌কা মাফিক্ কাম্ ডেগা? শালা কায়েট্, কাল্‌কো কাম্ ডেক্কে হাম্ টোম্‌কো আপ্সে জেল্‌মে ভেজ্ ডেগা।

[উড এবং উমেদারের প্রস্থান।

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া) সাত শত শকুনি মরিয়া একটী নীলকরের দেওয়ান হয়, নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন করে? কি পদাঘাতই করেছে, বাপু! বেটা যেন আমার কালেজ-আউট বাবুদের গৌনপরা মাগ।

(নেপথ্যে। দেওয়ান, দেওয়ান)।

গোপী। বন্দা হাজির। এবার কার পালা—

"প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ"।

[গোপীনাথের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবীনমাধবের শয়নঘর।

আদুরী বিছানা করিতে করিতে রোরুদ্যমানা।

আদুরী। আহা! হা! হা! কনে যাব, পরাণ ফ্যাটে বার হলো, এমন করেও ম্যারেচে, কেবল ধুক্ ধুক্ কত্তি নেগেচে, মাঠাকুরুণ দেখে বুক ফ্যাটে মরে যাবে। ক্ষুটি ধরে নিয়ে গিয়েচে ভেবে তানারা গাচতলায় আঁচ্ড়া পিচ্ড়ি করে কান্তি নেগেচেন, কোলে করে যে মোদের বাড়ী পানে আন্‌লে তা দেখ্‌তি পালেন না।

(নেপথ্যে। আদুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব)?

আদুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নেই।

মূর্চ্ছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করত সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ।

সাধু। (নবীনমাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায়?

আদুরী। তানারা গাচতলায় দেঁড়িয়ে দেখ্‌তি নেগেচেন, (তোরাপকে

দেখাইয়া) ইনি যখন নে পেলিয়ে গ্যালেন, মোরা ভাব্লাম কুটি নিয়ে গ্যাল; তামারা গাচতলায় আঁচ্ড়া পিচ্‌ড়ি কত্তি নেগ্‌লো, মুই নোক ডাক্‌তি বাড়ী আলাম্।—মরা ছেলে দেখে মাঠাকুরুণ কি বাঁচ্‌বে? তোমরা এট্টু দাঁড়াও, মুই তানাদের ডাকে আনি।

[আদুরীর প্রস্থান।

পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরো। হা বিধাতঃ! এমন লোককেও নিপাত করিলে! এত লোকের অন্ন রহিত হইল! বড়বাবু যে আর গাত্রোত্থান করেন, এমন বোধ হয় না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মনুষ্যকেও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথীতীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন, কেবল কর্ত্রী ঠাকুরাণীর অনুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের আয়োজন। শ্রাদ্ধের পর এস্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছেন, আর দুর্দ্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না; তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন?

সাধু। বড়বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেকরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "যে কয়েক দিন এখানে থাকা যায়, আমরা কুয়ার জল তুলিয়া স্নান করিব অথবা আদুরী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবে না।" বড়বাবু বলিলেন, "আমি পঞ্চাশ টাকা নজর দিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে নীল করা রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না।" এই স্থির করিয়া বড়বাবু আমাকে আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর! আমি আপনাকে পঞ্চাশ টাকা সেলামি দিতেছি, এ বৎসর এ স্থানটায় নীল করবেন না; আর যদি এই ভিক্ষা না দেন, তবে টাকা লইয়া গরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের দিন পর্যন্ত বুনন রহিত করুন।" নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল, তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে; এখনও শরীর লোমাঞ্চিত হইতেছে। বেটা বল্লে,

"যবনের ছেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁসি হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে, সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে"; এবং পায়ের জুতা বড়বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল, "তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।"

পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্ত প্রদান)।

সাধু। অমনি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন; এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়ে থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটী পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এক কুটির জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশজন শড়্‌কিওয়ালা বড়বাবুকে ঘেরাও করিল; ইহাদিগকে বড়বাবু একবার ডাকাতি মোকদ্দমা হইতে বাঁচাইয়াছেন; বেটারা বড়বাবুকে মারিতে একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করিল। বড় সাহেব উঠিয়া জমাদারকে একটা ঘুসি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড়বাবুর মাথায় মারিল, বড়বাবুর মস্তক কাটিয়া গেল এবং অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন; আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না; তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বড়বাবুকে ঘেরাও করিতেই একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ করে বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন, "তুই এট্টু তফাৎ থাক্, জানি কি, ধরা পাক্‌ড়া করে নেযাবে"; মোর উপর সুমুন্দিগার বড় গোষা; মারামারি হবে জান্‌লি মুই কি লুকিয়ে থাকি? এট্টু আগে যাতি পাল্লে বড়বাবুকে বেঁচিয়ে আন্তে পাত্তাম, আর দুই সুমুন্দিরি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম! বড় বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মধ্যি গেল, তা সুমুন্দিগার মার্‌বো কখন!—আহা! বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচালে, মুই বড়বাবুরি ঢ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না!

[কপালে ঘা মারিয়া রোদন।

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি?

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পৌঁছিবামাত্র ছোট সাহেব পতিত

বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বাম হস্ত কাটিয়া যায়, বড়বাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

"বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরোজানাতি সারতাং॥"

বড়বাড়ীর জনপ্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপরগ্রামনিবাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড়বাবুর নিকটে বসে রোদন করিতেছে। আহা! গরিব খেটে-খেগো লোক; হস্তখানি একেবারে কাটিয়া দিয়াছে।—উহার মুখ রক্তমাখা কিরূপে হইল?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার মারিলে পর, লেজ মাড়িয়ে ধরলে বেঁজী যেমন ক্যাচম্যাচ করিয়া কামড়ে ধরে, তোরাপ জালার চোটে বড় সাহেবের নাক কামড়ে লইয়ে পালাইয়াছিল।

তোরাপ। নাকটা মুই গাঁটি গুঁজে নেকিচি, বাবু বেঁচে উটলি ছাখাবো। এই দেখ—(ছিন্ন নাসিকা দেখান)। বড়বাবু যদি আপনি পালাতি পাত্তেন, সুমুন্দির কাণ দুটো মুই ছিঁড়ে আনৃতাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম্ম আছেন, শূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল; বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি লুকিয়ে থাকি, নাত করে পেলিয়ে যাব; সুমুন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেটিয়ে দেবে।

[নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটিতে দুইবার
সেলাম করিয়া তোরাপের প্রস্থান।

সাধু। কর্ত্তা মহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে মাঠাকুরুণ যে ক্ষীণ হয়েছেন, বড়বাবুর এ দশা দেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই।—এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইল না; আপনি একবার ডাকুন দিকি।

পুরো। বড়বাবু, বড়বাবু, নবীনমাধব,—(সজলনয়নে)—প্রজাপালক, অন্নদাতা,—চক্ষু নাড়িতেছেন।—আহা! জননী এখনি আত্মহত্যা করিবেন। উদ্বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দশ দিবস পাপ পৃথিবীর অন্নগ্রহণ করিবেন না; অদ্য পঞ্চম দিবস; প্রত্যুষে নবীনমাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিলেন এবং কহিলেন, "মাতঃ! যদি অদ্য আপনি আহার না করেন, তবে মাতৃ-আজ্ঞা-লঙ্ঘন-জনিত নরক মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আমি হবিষ্য করিব না, উপবাসী থাকিব"। তাহাতে জননী নবীনের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "বাবা রাজমহিষী ছিলেম, রাজমাতা হলেম; আমার মনে কিছু খেদ থাকিত না, যদি মরণকালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতে পারিতাম; এমন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল, এই কারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীর ধন তোমরা; তোমার এবং বিন্দুমাধবের মুখ চেয়ে আমি অদ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব; তুমি আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেল না।"—বলিয়া নবীনকে পঞ্চমবর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

(নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি)।

আসিতেছেন।

সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, আদুরী, রেবতী, নবীনের খুড়ী এবং অন্যান্য প্রতিবাসিনীর প্রবেশ।

ভয় নাই জীবিত আছেন,—

সাবি। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব, বাবা আমার, বাবা আমার, বাবা আমার, কোথায়, কোথায়, কোথায়? উহুহু।—(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)।

সৈরিন্ধ্রী। (রোদন করিতে করিতে) ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণভরে দর্শন করি। (নবীনমাধবের মুখের নিকট উপবিষ্টা)।

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী সতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত; পতিরতা সুলক্ষণা ভার্য্যার ভাগ্যে মৃত পতিও

জীবিত হয়;—চক্ষু নাড়িতেছেন;—নির্ভয়ে সেবা কর।—সাধু, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জ্ঞানসঞ্চার হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাক।

[প্রস্থান।

সাধু। মাঠাকুরুণের নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, মৃত শরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেশ বহিতেছে, কিন্তু মাতা দিয়ে এমন আগুন বাহির হইতেছে যে, আমার গলা পুড়ে যাচ্চে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আন্তে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়্‌লেন নাকি? আমি কবিরাজের বাসায় যাই।

[প্রস্থান।

সৈরিন্ধ্রী। আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না, সেই জননী তোমার নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, একবার দেখিলে না?—(সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা! বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার-পুত্র-শোকে জননী সেইরূপ ধরা-শায়িনী হইয়া আছেন।—প্রাণনাথ! একবার নয়ন মেলে দেখ, একবার দাসীরে অমৃতবচনে দাসী বলে ডেকে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর; মধ্যাহ্ন-সময় আমার সুখসূর্য্য অস্তগত হইল; আমার বিপিনের উপায় কি হবে! (রোদন করিতে করিতে নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন)।

সর। ওগো তোমরা দিদিকে কোলে করে ধর।

সৈরিন্ধ্রী। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম। আহা! এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুটিতে ধরে নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না। নীলকুটি তাঁর যমালয় হইল! কাঙ্গালিনী জননী আমার, আমায় নিয়ে মামার বাড়ী যান, পতিশোকে সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়; মামারা আমাকে মানুষ করেন। আমি মালিনীর হস্ত

হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর করে তুলে নিয়ে গৌরব বাড়াইয়াছিলেন; আমি জনক-জননীর শোক ভুলে গিয়েছিলাম; প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন;—(দীর্ঘ নিশ্বাস)। আমার সকল শোক নূতন হইতেছে। আহা! সর্ব্বাচ্ছাদকস্বামিহীন হইলে আমি আবার পিতা-মাতাবিহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব।

[ভূতলে পতন।

খুড়ী। (হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি? উতলা হও কেন? মা, বিন্দুমাধবকে ডাক্তার আন্তে লিখে দিয়াছে, ডাক্তার আইলেই ভাল হবেন।

সৈরিন্ধ্রী। সেজো ঠাকুরুণ, আমি বালিকাকালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম; আলপানায় হস্ত রাখিয়া বলেছিলাম, যেন রামের মত পতি পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই; সেজো ঠাকুরুণ, বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়াছিলেন; আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী; অবিরল অমৃতমুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী; স্নেহপূর্ণলোচন প্রফুল্লবদন বধূমাতা বধূমাতা বলেই চরিতার্থ; দশ দিক্ আলকরা শ্বশুর; শারদকৌমুদী-বিনিন্দিত বিমল বিন্দুমাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষ্মণ দেবর অপেক্ষাও প্রিয়তর। মাগো! সকলি মিলেছে, কেবল একটী ঘটনার অমিল দেখি-তেছি,—আমি এখনও জীবিত আছি, রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার সহগমনের কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণশ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার পারণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন। (একদৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।—ওগো! তোমরা আমার বিপিনকে একবার পাঠ-শালা হতে ডেকে এনে দাও, আমি একবার—(সাশ্রুনয়নে)—বিপিনের হাত দিয়া স্বামীর শুষ্ক মুখে একটু গঙ্গাজল দি।

[মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি।

সকলে। আহা! হা।

খুড়ি। (গাত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা, এখন এমন কথা মুখে এনো না!—(ক্রন্দন) মা, যদি বড়দিদির চেতন থাকৃত, তবে একথা শুনে বুক ফেটে মরতেন।

সৈরিন্ধ্রী। মা, স্বামী আমার ইহলোকে বড় ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি পরলোকে পরম সুখী হন, এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী তোমার যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাকৃবে। প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দীনপালক; তোমাকে অনাথবন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত! দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও, তোমার দেবারাধনার পুষ্প তুলিয়া দেবে।

আহা আহা মরি, মরি, এ কি সর্ব্বনাশ!
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি, যায় বনবাস॥
কি করিব কোথা যাব, কিসে বাঁচে প্রাণ।
বিপদ্‌-বান্ধব, কর, বিপদে বিধান॥
রক্ষ রক্ষ, রমানাথ, রমণী-বিভব।
নীলানলে হয় নাশ, নবীনমাধব॥
কোথা নাথ দীননাথ, প্রাণনাথ যায়।
অভাগিনী অনাথিনী, করিয়ে আমায়॥

[নবীনের বক্ষে হস্ত দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস।

পরিহরি পরিজন, পরমেশ পায়।
লয় গতি, দিয়ে পতি বিপদে বিদায়॥
দয়ার পয়োধি তুমি, পতিত-পাবন।
পরিণামে কর ত্রাণ, জীবন-জীবন॥

সর। দিদি, ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি মুখবিকৃতি করিতেছেন। (রোদন করিয়া) দিদি, ঠাকুরুণ আমার প্রতি এমন সকোপনয়নে কখন ত দৃষ্টি করেন নাই।

সৈরিন্ধ্রী। আহা! আহা! ঠাকুরুণ সরলতাকে এম্‌নি ভাল বাসেন যে, অজ্ঞানবশতঃ একটু রুষ্টচক্ষে চাহিয়া সরলতা চাঁপাফুল বালির খোলায়

ফেলিয়া দিয়াছেন।—দিদি, কেঁদোনা, ঠাকুরুণের চৈতন্ত হইলে, তোমার আবার চুম্বন করবেন এবং আদরে পাগ্লীর মেয়ে বলবেন।

সাবি। (গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের নিকটে উপবিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নবীনকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে করিতে) প্রসববেদনার মত আর বেদনা নাই ; কিন্তু যে অমূল্যরত্ন প্রসব করিয়াছি, মুখ দেখে সব দুঃখ গেল। (রোদন করিতে করিতে) আরে দুঃখ ! বিবি যদি যমকে চিটি লিখে কর্ত্তারে না মার্‌তো, তবে সোণার খোকা দেখে কত আহ্লাদ কত্তেন। (হাততালি)

সকলে। আহা ! আহা ! পাগল হয়েচেন।

সাবি। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দাই বউ, ছেলে একবার আমার কোলে দাও, তাপিত অঙ্গ শীতল করি, কর্ত্তার নাম করে খোকার মুখে একবার চুমো খাই—(নবীনের মুখচুম্বন)

সৈরিন্ধ্রী। মা, আমি যে তোমার বড় বউ, মা, দেখ্‌তে পাচ্চ না, তোমার প্রাণের রাম অচৈতন্ত হয়ে পড়ে রয়েছেন, কথা কহিতে পাচ্চেন না।

সাবি। ভাতের সময় কথা ফুটবে।—আহা ! হা ! কর্ত্তা থাক্‌লে আজ কত আনন্দ, কত বাজ্‌না বাজ্‌তো—(ক্রন্দন)।

সৈরিন্ধ্রী। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ ! ঠাকুরুণ পাগল হলেন !

সর। দিদি, জননীকে বিছানা ছাড়া করিয়া দাও এঁকে আমি শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করি।

সাবি। এমন চিটিও লিখেছিলে ?—এত আহ্লাদের দিন বাজ্‌না হলো না ?—(চারি দিকে অবলোকন করিয়া সবলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সরলতার নিকটে গিয়া) তোমার পায়ে পড়ি, বিবি ঠাকুরুণ, আর একখান চিটি লিখে যমের বাড়ি থেকে কর্ত্তারে ফিরে এনে দাও; সাহেবের বিবি, তা নইলে আমি তোমার পায়ে ধত্তাম।

সর। মাগো ! তুমি আমাকে জননী অপেক্ষাও স্নেহ কর, মা, তোমার মুখে এমন কথা শুনে আমি যমযন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা

পাইলাম! (দুই হস্তে সাবিত্রীকে ধরিয়া) মা, তোমার এদশা দেখে আমার অন্তঃকরণে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

সাবি। খানকি বিটি, পাজি বিটি, মেলোচ্ছো বিটি, আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি,—(হস্ত ছাড়ান)।

সর। মাগো! আমি তোমার মুখে একথা শুনে আর পৃথিবীতে থাকিতে পারিনে। (সাবিত্রীর পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিয়া) মা! আমি তোমার পাদপদ্মে প্রাণত্যাগ করিব (ক্রন্দন)।

সাবি। খুব হয়েচে, গস্তানি বিটি মরে গিয়েচে; কর্ত্তা আমার স্বর্গে গিয়েচেন, তুই আবাগী নরকে যাবি,—(হাস্য করিতে করিতে করতালি)।

সৈরিন্ধ্রী। (গাত্রোত্থান করিয়া) আহা! আহা! সরলতা আমার অতি সুশীলা, আমার শাশুড়ীর সাত আদরের বউ, জননীর মুখে কুবচন শুনে অতিশয় কাতর হয়েছে! (সাবিত্রীর প্রতি) মা, তুমি আমার কাছে এস।

সাবি। দাই বউ, ছেলে একা রেখে এলে বাছা, আমি যাই।

[দৌড়ে নবীনের নিকটে উপবেশন।

রেবতী। (সাবিত্রীর প্রতি) হ্যাগা মা, তুমি যে বলে থাক ছোট বউর মত বউ গাঁয় নেই, ছোট বউরি না খেবিয়ে তুমি যে খাও না, তুমি সেই ছোট বউরি খানকি বলে গাল দিলে। হ্যাগা মা, তুমি মোর কথা শোনচো না, মোরা যে তোমাগার খায়ে মানুষ, কত যে খাতি দিয়েচো।

সাবি। আমার ছেলের আটকৌড়ের দিন আসিস, তোরে জলপান দেব।

খুড়ী। বড়দিদি, নবীন তোমার বেঁচে উট্‌বে, তুমি পাগল হইও না।

সাবি। তুমি জান্‌লে কেমন করে? ওনাম তো আর কেউ জানে না, আমার শ্বশুর বলেছিলেন, বউমার ছেলে হলে "নবীনমাধব" নাম রাখ্‌বো। আমি খোকা পেয়েচি, ঐ নাম রাখ্‌বো। কর্ত্তা বল্‌তেন, কবে খোকা হবে, "নবীনমাধব" বলে ডাক্‌বো (ক্রন্দন)। যদি বেঁচে থাক্‌তেন, আজ্ সে সাধ পুর্‌তো।

(নেপথ্যে শব্দ)

ঐ বাজ্‌না এয়েচে,—(হাততালি)

সৈরিন্ধ্রী। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোটবউ, উঠে ওঘরে যাও।

কবিরাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ।

[সরলতা, রেবতী এবং প্রতিবাসিনীদের প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মানা।

সাধু। এই যে মাঠাকুরুণ উঠে বসিয়াছেন।

সাবি। (রোদন করিয়া) আমার কত্তা নেই বলে কি তোমরা আমার এমন দিনে ঢোল বাড়ী রেখে এলে ?

আছুরী। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞান আচে, উনি য্যাকেবারে পাগল হয়েচেন। উনি ঐ মরা বড় হালদারেরে বল্‌চেন, "মোর কচি ছেলে;" ছোট হালদার্ণিরি বিবি বলে কত গালাগালি দেলেন, ছোট হালদার্ণি কেঁদে ককাতি নেগ্লো। তোমাদের বল্‌চেন বাজন্দেরে।

সাধু। এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

কবি। (নবীনের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া) একে পতিশোকে উপবাসিনী, তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা; সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সম্ভব, এবং নিদানসঙ্গত। নাড়ীর গতিকুটা দেখা আবশ্যক।—কর্ত্রী ঠাকুরুণ, হস্ত দেন—(হাত বাড়াইয়া)।

সাবি। তুই আঁটকুড়ির ব্যাটা, কুটির নোক্, তা নইলে ভাল মানুষের মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিস্ কেন ? (গাত্রোত্থান করিয়া) দাইবউ, ছেলে দেখিস্ মা, আমি জল খেয়ে আসি, তোরে একখান চেলির শাড়ী দেব।

[প্রস্থান।

কবি। আহা ! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে না; আমি হিমসাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা এক্ষণকার বিধি।—(নবীনের হস্ত ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যমাত্র, অপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না। ডাক্তার ভায়ারা অন্য বিষয়ে গোবৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল; ব্যয়বাহুল্য, কিন্তু একজন ডাক্তার আনা কর্ত্তব্য।

সাধু। ছোট বাবুকে ডাক্তার সহিত আসিতে দেখা হইয়াছে।

কবি। ভালই হইয়াছে।

চারিজন জ্ঞাতির প্রবেশ।

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময়, কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতটী সাজ্বাতিক বোধ হইতেছে। কি দুর্দ্দৈব! অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুইশত রাইয়তে লাঠি হস্তে করিয়া মার্ মার্ করিতেছে এবং "হা বড়বাবু! হা বড়বাবু!" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহাদিগের স্ব স্ব গৃহে যাইতে কহিলাম; যেহেতু একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। মস্তকটা ধৌত করিয়া আপাততঃ তার্পিন তৈল লেপন কর; পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা ব্যাধ্যাধিক্যের মূল; কোনরূপ কথাবার্ত্তা এখানে না হয়।

[কবিরাজ, সাধুচরণ এবং জ্ঞাতিগণের একদিকে
এবং আদুরীর অন্যদিকে প্রস্থান,
সৈরিন্ধ্রীর উপবেশন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাধুচরণের ঘর।

ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি—এক দিকে সাধুচরণ,
অপর দিকে রেবতী উপবিষ্ট।

ক্ষেত্র। বিছেনা ঝেড়ে পাত, ও মা, বিছেনা ঝেড়ে দে।

রেবতী। জাদু মোর, সোণারচাঁদ মোর, ওমনধারা কেন কচ্চো মা? বিছেনা ঝোড়ে দিইচি মা, বিছেনায় তো কিছু নেইরে মা, মোদের ক্যাতার ওপরে তোমার কাকিমারা যে নেপ্ দিয়েচে, তাই তো পেড়ে দিয়েচি মা।

ক্ষেত্র। স্যাঁকুলির কাঁটা ফোট্‌চে, মরে গ্যালাম, আরে মলাম রে; বাবার দিগি ফিরিয়ে দে।

সাধু। (আস্তে আস্তে ক্ষেত্রমণিকে ফিরায়ে, স্বগত) শয্যাকণ্টকি মরণের পূর্ব্বলক্ষণ। (প্রকাশে) জননী আমার দরিদ্রের রতনমণি; মা কিছু খাওনা মা, আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনিচি মা; তোমার যে চুমুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাওতো আমি কিনে এনিচি মা, কাপড় দেখে তুমিতো আহ্লাদ করিলে না মা!

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলে সেমোন্তোনের সমে মোরে সাঁকৃতির মালা দিতি হবে। আহা হা! মার মোর কি রূপ কি হয়েচে; কর্‌বো কি; বাপোরে বাপো:! (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়া) সোণার ক্ষেত্র মোর করলাপানা হয়ে গিয়েচে;—দেখ দেখ, মার চকির মণি কনে গ্যাল।

সাধু। ক্ষেত্রমণি! ক্ষেত্রমণি! ভাল করে চেয়ে দেখনা মা!

ক্ষেত্র। খোস্তা, কুড়ুল, মা! বাবা! আঃ! (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)।

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছা মার কোলে ভাল থাকুবে —(অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত)।

সাধু। কোলে তুলিস্‌নে, টাল যাবে।

রেবতী। এমন পোড়া কপাল করেলাম! আহা হা! হারাণ যে মোর মউরচড়া কার্ত্তিক, মুই হারাণের রূপ ভোলবো ক্যামন করে; বাপো! বাপো! বাপো!

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন্ গিয়েছে, এখনও এল না।

রেবতী। বড়বাবু মোরে বাগের মুখ থেকে ফিরে এনে দিয়েলো। ঝাঁটকুড়ির ব্যাটা এমন কিলও মেরিলি, বাছার পেট খসে গেল, তার পর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা হা! দৌউত্র হয়েলো; রক্তোর দলা, তবু সব গড়ন দেখা দিয়েলো। আঙ্গুল গুলো পর্য্যন্ত হয়েলো। ছোট

সাহেব মোর ক্ষেত্তরে খালে, বড় সাহেব বড়বাবুরি খালে। আহা হা! কাঙ্গালেরে কেউ রক্কে করে না!

সাধু। এমন কি পুণ্য করিছি যে দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিব।

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল—মাজা—ট্যাংরা মাচ—হু—হু—হু—

রেবতী। নমীর আৎ বুঝি পোয়ালো, মোর সোণার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি! মোরে মা বলে ডাকৃবে কেডা! এই কিস্তি নিয়ে এইলে—

[সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন।

সাধু। চুপ্ কর, এখন কাঁদিস্‌নে, টাল যাবে।

রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ।

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? সে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই; যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে। এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি, বোধ হইতেছে, চরমকালের পূর্ব্বলক্ষণ।

রেবতী। কাঁটা কাঁটা কত্তি নেগেচে; এত পুরু করে বিছেনা করে দেলাম, তবু মা মোর ছট্‌ফট্ কচ্চেন। আর এইটু ভাল ওসুদ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও।—মোর বড় সাধের কুটুম্বু গো! (রোদন)।

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ,

"ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

সাধু। ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান; পিতামাতার শেষ পর্য্যন্ত আশ্বাস; দেখুন যদি কোন পন্থা থাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক; পূর্ণমাত্রা সূচিকাভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাইচরণ, ওঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্যে বড়রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়।

[রাইচরণের প্রস্থান।

রেবতী। আহা! অন্নপুন্নো কি চেতন আছেন, তা আপনি আলোচাল হাতে করে মোর ক্ষেত্রমণিরি দেকৃতি আস্‌বেন; মোর কপাল হতেই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন।

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ; ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে; বোধ হয়, কর্ত্রী ঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে; অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড়বাবুকে অদ্য কিরূপ দেখিলেন? আমার বোধ হয়, নীলকর-নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু স্বীয় পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্ব্বাপিত করিলেন। কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? চন্দনবিলের একশত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে, তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি; ইটের গাঁথনি উনানে খুঁয়রি কাষ্ঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি খাওয়াও সহ্য করিতে পারি; অমাবস্যার রাত্রিতে হারে-রে-হৈ-হৈ শব্দে নির্দ্দয় দুষ্ট ডাকাইতেরা সুশীল সুবিদ্বান্ একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া সম্মুখে পরমসুন্দরী পতিপ্রাণা দশমাস গর্ভবতী সহধর্ম্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সপ্তপুরুষার্জ্জিত ধন-সম্পত্তি অপহরণপুর্ব্বক আমার চক্ষু তলোয়ারফলায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি; গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয়, তাহাও সহ্য করিতে পারি; কিন্তু এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাঙ্ঘাতিক। সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি; দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়া গেল, তাহা দুই কস্ বহিয়া পড়িল। নবীনের কাদম্বিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পতির সদ্গতির উপায়ানুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা। মাঠাকুরুণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন, তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন।—ডাক্তার বাবুও মাতার ঘা সাঙ্ঘাতিক বলিয়াছেন।

কবি। ডাক্তার বাবুটী অতি দয়াশীল; বিন্দু বাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে বলিলেন, "বিন্দু বাবু, তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারি না, আমি যে বেহারায় আসিয়াছি সেই বেহারায় যাইব, তাহাদের তোমায় কিছু দিতে হবে না।" দুঃশাসন ডাক্তার হলে, কর্ত্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত; বেটাকে আমি দুইবার দেখিছি, বেটা যেমন দুর্ম্মুখো, তেমনি অর্থপিশাচ।

সাধু। ছোটবাবু ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করে ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর-অত্যাচারে অন্নাভাব দেখে, ক্ষেত্রমণির নাম করে, ডাক্তারবাবু আমারে দুই টাকা দিয়া গিয়াছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তার হলে, হাত না ধরে বল্‌তো বাঁচ্‌বে না; আর তোমার গোরু বেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সর্ব্বস্ব বেচে টাকা দিতি পারি, মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ বেঁচিয়ে দেয়।

চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ।

কবি। চালগুলি প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।

[রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ।

জল অধিক দিও না।—এ বাটীটী তো অতি পরিপাটী দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠাকুরুণ মোর ক্ষেপে উটেচেন; গাল্ চেপ্‌ড়ে মরেন বলে, হাত দুটো দড়ী দিয়ে বেঁদে একেচে।

কবি। সাধু, খল আনয়ন কর, আমি ঔষধ বাহির করি।

[ঔষধের ডিপা খুলন।

সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ঔষধ বাহির করিতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন দিকি—রাইচরণ, এদিকে আয়।

রেবতী। ওমা! মোর কপালে কি হলো! ওমা! মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো কেমন করে, বাপো! বাপো!—ও ক্ষেত্র, ও ক্ষেত্র, ক্ষেত্রমণি! মা! আর কি কথা কবা না, মা মোর, বাপো, বাপো, বাপো! (ক্রন্দন)।

কবি। চরমকাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ, ধর্ ধর্।

[সাধুচরণ ও রাইচরণ দ্বারা শয্যাসহিত ক্ষেত্রকে বাহিরে লইয়া যাওন।

রেবতী। মুই সোনার নক্তি ভেসিয়ে দিতি পার্‌বো না! যারে, মুই কনে যাব রে! সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে! মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মা রে! হো, হো, হো!

কবি। মরি! মরি! মরি! জননীর কি পরিতাপ! সন্তান না হওয়াই ভাল!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোলোক বসুর বাটীর দরদালান।

নবীনমাধবের মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীনা।

সাবি। আয়রে আমার যাদুমণির ঘুম আয়। গোপাল আমার বুক

জুড়ানে ধন; সোণার চাঁদের মুখ দেখ্‌লে আমার সেই মুখ মনে পড়ে—(মুখচুম্বন)। বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হয়েচে।—(মস্তকে হস্তামর্ষণ) আহা! মরি! মরি! মশায় কামড়ে করেচে কি!—গর্ম্মি হয় বলে কি কর্‌বো, আর মশারি না খাটিয়ে শোব না—(বক্ষঃস্থলে হস্তামর্ষণ) মরে যাই, মার প্রাণে কি সয়, ছারপোকায় এমনি কাম্‌ড়েচে, বাছার কচি গা দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। বাছার বিছানাটা কেউ করে দেয় না; গোপালেরে শোয়াই কেমন করে। আমার কি আর কেউ আচে, কত্তার সঙ্গে সব গিয়েচে (রোদন)। ছেলে কোলে করে কাঁদিতেছি, হা পোড়াকপালি! (নবীনের মুখাবলোকন করে) দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে। (মুখচুম্বন করিয়া) না বাবা, তোমারে দেখে আমি সব দুঃখ ভুলে গিয়েচি, আমি কাঁদিতেছি না। (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও গোপাল আমার, মাই খাও।—গস্তানি বিটির পায় ধর্‌লাম, তবু কত্তারে একবার এনে দিলে না, গোপালের দুদ যোগান করে দিয়ে আবার যেতেন; বিটির সঙ্গে যে ভাব, বিটি লিখ্‌লিই যমরাজা ছেড়ে দিত। (আপনার হস্তে রজ্জু দেখিয়া) বিধবা হয়ে হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয় না। চীৎকার করে কাঁদিতে লাগ্‌লাম, তবু আমারে শাঁকা পরিয়ে দিলে। প্রদীপে পুড়িয়ে ফেলিচি, তবু আছে। (দন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জুচ্ছেদন) বিধবা হয়ে গহনা পরা সাজেও না; হাতে ফোস্কা হয়েচে। (রোদন) আমার শাঁকা পরা যে ঘুচিয়েচে, তার হাতের শাঁকা যেন তেরাত্রের মধ্যে নাবে—(মাটিতে অঙ্গুলি মট্‌কান)। আপনি বিছানা করি—(মনে মনে শয্যাপাতন)। মাজুরটো কাচা হয় নাই। (হস্ত বাড়াইয়া) বালিস্‌টে নাগাল পাইনে; কাঁতাখানা ময়লা হয়েচে। (হস্ত দিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই। (আস্তে আস্তে নবীনের মৃতশরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা? সচ্ছন্দে শুয়ে থাক; থুথ্‌কুড়ি দিয়ে যাই—(বুকে থুথু দেওন)। বিবি বিটি আজ যদি আসে, আমি তার গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো; বাছারে চোক ছাড়া কর্‌বো না। আমি গণ্ডি দিয়ে যাই—(অঙ্গুলি দ্বারা নবীনের মৃতশরীর বেড়ে ঘরের মেজের দাগ দিতে দিতে মন্ত্রপঠন)

সাপের ফেনা বাঘের নাক।
ধুনোর আগুন চড়োক পাক॥
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা ধূতরো ফুল॥
নীলের বিচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাতা মাদার গোড়া॥
হরে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডি॥

সরলতার প্রবেশ।

সর। এঁরা সব কোথায় গেলেন।—আহা! মৃতশরীর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন!—বোধ করি, প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্তিবশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়া শোকদুঃখবিনাশিনী নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। নিদ্রে, তোমার কি লোকাতীত মহিমা! তুমি বিধবাকে সধবা কর; বিদেশীকে দেশে আন; তোমার স্পর্শে কারাবাসীদের শৃঙ্খল ছেদ হয়; তুমি রোগীর ধন্বন্তরি; তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে ভিন্নতা নাই; তোমার রাজনিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন হয় না; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ, নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী মৃতপুত্রকে কিরূপে আনিলেন। জীবিতনাথ পিতাভ্রাতাবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। পূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখলাবণ্য সেইরূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে।—মাগো, তুমি কখন্ উঠিয়া আসিয়াছ? আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি: আমি এত অচৈতন্ত হয়ে পড়েছিলাম? তোমাকে সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত; আকাশমণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত; প্রানিমাত্রেই কালনিদ্রানুরূপ নিদ্রায় অভিভূত; সকলি নীরব; শব্দের মধ্যে অশ্বত্থাভ্যন্তরে অন্ধ-

কারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্করনিকরের অমঙ্গলকর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ। এমত ভয়াবহ নিশীথসময়ে, জননি, তুমি কিরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া মৃতপুত্রকে আনয়ন করিলে?

[মৃত শরীরের নিকট গমন।

সাবি। আমি গণ্ডি দিইচি, গণ্ডির ভিতর এলি?

সর। আহা! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদর-বিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না (ক্রন্দন)।

সাবি। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্চিস্? ও সর্ব্বনাশি, রাঁড়ি, আঁটকুড়ির মেয়ে, তোর ভাতার মরুক; বার্ হ, এখান থেকে বার্ হ, নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার্ কর্‌বো।

সর। আহা! আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর এমন সুবর্ণ-বড়ানন জলের মধ্যে গেল!

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্‌নে, তোরে বারণ কচ্চি, ভাতারখাগি। তোর মরণ ঘুনিয়ে এয়েচে দেখ্‌চি।

[কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন।

সর। আহা! কৃতান্তের করাল কর কি নিষ্ঠুর! আমার সরল শাশুড়ীর মনে তুমি এমন দুঃখ দিলে, হা যম!

সাবি। আবার ডাক্‌চিস্, আবার ডাকৃচিস্, (দুই হস্তে সরলতার গলা টিপে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাজি বেটি যমসোহাগি, এই তোরে মেরে ফেলি—(গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান)। আমার কত্তারে খেয়েচো, আবার আমার দুদের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাক্‌চো। মর্ মর্ মর্ মর্ মর্—(গলার উপর নৃত্য)।

সর। গ্যা—গ্যা—গ্যা—গ্যা—

[সরলতার মৃত্যু।

বিন্দুমাধবের প্রবেশ।

বিন্দু। এই যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছে;—ওমা! ও কি! আমার

সরলতাকে মেরে ফেল্লিলে, জননি! (সরলতার মস্তক লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন।

[রোদনানন্তর সরলতার মুখচুম্বন।

সাবি। কামড়ে মেরে ফেল নচ্ছার বিটিকে; আমার কচি ছেলে খাবার জন্যে যমকে ডাক্‌ছেল, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলিচি।

বিন্দু। হে মাতঃ! জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে; আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখ বিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয়, তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতাবধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা, জ্ঞানদীপের কি আর উদ্দ্যের হইবে না? আপনার জ্ঞানসঞ্চার আর না হওয়াই ভাল। আহা! মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ! মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত; শোক-শার্দ্দূল আক্রমণ করিতে অক্ষম।—মা, আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবি। কি, কি বলো?

বিন্দু। মা, আমি যে আর জীবন রাখিতে পারিনে, জননি! পিতার উদ্বন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হইয়া আমার সরলতাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন।

সাবি। কি? নবীন আমার নেই, নবীন আমার নেই?—মরি মরি বাবা আমার! সোণার বিন্দুমাধব আমার! আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি?—ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়ে মেরে ফেলিচি? (সরলতার মৃত শরীর অঙ্কে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন) আহা, হা! আমি পতিপুত্রবিহীন হয়েও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ করে আমার বুক ফেটে গেল,—হো, ও, মা!

[সরলতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভূতলে
পতনানন্তর মৃত্যু।

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা বলিলাম তাহাই ঘটিল!

মাতার জ্ঞানসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল! কি বিড়ম্বনা! জননি, আর ক্রোড়ে লয়ে মুখচুম্বন করিবেন না! মা, আমার মা বলা কি শেষ হইল? (রোদন)। জন্মের মত জননীর চরণধূলি মস্তকে দি—(চরণের ধূলি মস্তকে দেওন)।—জন্মের মত জননীর চরণরেণু ভোজন করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি—(চরণের ধূলি ভক্ষণ)।

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।

সৈরিন্ধ্রী। ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিও না। সরলতার কাছে বিপিন আমার পরম সুখে থাকবে।—এ কি, এ কি! শাশুড়ী ব'য়ে এরূপ পড়ে কেন?

বিন্দু। বড় বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করেছেন, তৎপরে সহসা জ্ঞানসঞ্চার হওয়াতে, আপনি সাতিশয় শোকসন্তপ্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সৈরিন্ধ্রী। এখন? কেমন করে? কি সর্ব্বনাশ! কি হলো, কি হলো! আহা, আহা! ও দিদি, আমার যে বড় সাধের চুলের দড়ী তুমি যে আজো খোঁপায় দেওনি; আহা, আহা! আর তুমি দিদি বলে ডাকবে না। (রোদন)—ঠাকুরুণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে, আমায় যেতে দিলে না। ও মা! তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা যে একদিনও মনে করি নি।

আদুরীর প্রবেশ।

আদুরী। বিপিন ডরিয়ে উটেচে, বড় হাসদাসি শীগ্‌গির এস।

সৈরিন্ধ্রী। তুই সেইখান হতে ডাকতে পারিস্ নি, একা রেকে এইচিস্?

[আদুরীর সহিত বেগে প্রস্থান।

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদ্‌সাগরে ধ্রুবনক্ষত্র।—(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অভ্রভেদকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব্ব শোভা!

লোচনানন্দপ্রদ নবীন দূর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র; অভিনব পল্লবসুশোভিত মহীরুহ; কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান; কোথাও নবদূর্ব্বাদললোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা; আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিততানে এবং প্রস্ফুটিত-বনপ্রসূন-সৌরভামোদিত মন্দ মন্দ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার স্বরূপ চিহ্ন-দর্শন; অচিরাৎ শোভাসহ কূল ভগ্ন হইয়া গভীর নীরে নিমগ্ন। কি পরিতাপ! স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীলকীর্ত্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল!—আহা! নীলের কি করাল কর!

নীলকর-বিষধর বিষপোরা মুখ,
অনল-শিখায় ফেলে দিল যত সুখ;
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন;
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন;
পতিপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী,
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী;
আমার বিলাপে মাত্র জ্ঞানের সঞ্চার,
একেবারে উথলিল দুঃখ-পারাবার,
শোকশূলে মাথা হলো বিষ-বিড়ম্বনা,
তখনি মলেন মাতা, কে শোনে সান্ত্বনা!
কোথা পিতা, কোথা পিতা, ডাকি অনিবার,
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার।
জননী জননী বলে চারিদিকে চাই,
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই;
মা বলে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে,
বাছা বলে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে;
অপার জননীস্নেহ কে জানে মহিমা,
রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা।
সুখাবহ সহোদর, জীবনের ভাই,
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটী নাই;

নয়ন মেলিয়া দাদা, দেখ একবার,
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার।
আহা! আহা! মরি মরি, বুক ফেটে যায়,
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায়;
রূপবতী, গুণবতী, পতিপরায়ণা,
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না,
সহাস্য-বদনে সতী, সুমধুর স্বরে,
বেতাল করিতে পাঠ মম করে ধরে;
অমৃত-পঠনে মন হতো বিমোহিত,
বিজন বিপিনে বন-বিহঙ্গ-সঙ্গীত;
সরলা সরোজকান্তি, কিবা মনোহর!
আলো করেছিল মম দেহ সরোবর;
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়,
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়;
হেরি সব শবময় শ্মশানসংসার,
পিতামাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার।

আহা! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল?—তাহারা আসিলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়।—আহা! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর!

[সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন।

(যবনিকা-পতন)

নবীন তপস্বিনী।

নাটক।

"ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।"

শকুন্তলা।

৺রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

প্রণীত

ও

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক
৩ নং মদন মিত্রের লেন হইতে প্রকাশিত।

সপ্তম সংস্করণ।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক ৩৩ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট
বসু প্রেসে মুদ্রিত।

১৮৮৫।

উৎসর্গ।

অসেচনক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় বি, এ,
একাত্মবরেষু।

সোদর সদৃশ বঙ্কিম !

তুমি আমাকে ভালবাস বলেই হউক, অথবা তোমার সকলি ভাল দেখা স্বভাব-সিদ্ধ বলেই হউক, তুমি শিশুকালাবধি আমার রচনায় আমোদিত হও। আমার "নবীন তপস্বিনী" প্রকৃত তপস্বিনী —বসন ভূষণ বিহীন—সুতরাং জনসমাজে যদি "নবীন তপস্বিনী"র সমাদর হয় তাহা সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সহৃদয়তার গুণেই হইবে। কিন্তু "নবীন তপস্বিনী" সুরূপা হউন আর কুরূপা হউন, তোমার কাছে অনাদরের সম্ভাবনা নাই; অতএব, প্রিয়দর্শন! সরলা অবলাটি তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম ইতি।

অভিন্ন-হৃদয়
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রমণীমোহন, রাজা।
জলধর, মন্ত্রী।
বিনায়ক, সহকারী মন্ত্রী।
মাধব, রাজার বয়স্য।
বিদ্যাভূষণ, সভাপণ্ডিত।
রতিকান্ত, সদাগর।
বিজয়, তপস্বিনীর পুত্র।
গুরুপুত্র, পণ্ডিতগণ, প্রজাগণ, ঘটকগণ, বাহক চতুষ্টয়, ইত্যাদি।

কামিনীগণ।

মালতী, রতিকান্ত সদাগরের স্ত্রী।
মল্লিকা, বিনায়কের স্ত্রী এবং মালতীর মামাতো ভগিনী।
জগদম্বা, জলধরের স্ত্রী।
সুরমা, বিদ্যাভূষণের স্ত্রী।
কামিনী, বিদ্যাভূষণের কন্যা।
তপস্বিনী।
শ্যামা, তপস্বিনীর সহচরী।
পাঁচটী বালিকা।

নবীন তপস্বিনী।

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রতিকান্ত সদাগরের বাড়ী।

এক দিক্ হইতে মালতী অপর দিক্ হইতে
মল্লিকার প্রবেশ।

মালতী। কি লো মল্লিকে, হাসি যে গালে ধরে না।

মল্লিকা। ও ভাই, বড় রঙ্গের কথা শুনে এলেম, মহারাজ নাকি বিয়ে কর্‌বেন।

মাল। মাইরি? মিছে কথা।

মল্লি। মাইরি মালতি, তোর মাতা খাই।

মাল। ছোট রাণী মলে রাজার এত শোক করা কেবলই মৌখিক,—আর বিয়ে কর্‌বেন না, অরণ্যে যাবেন, তীর্থ কর্‌বেন, তপস্বী হবেন,—সকলি কথার কথা!

মল্লি। আহা! দিদি, আমরাই মরি ভাতার ভাতার করে, ওরা কি আমাদের মনে করে, ওদের মত বেইমান্ আর কি আছে? যখন কাছে থাকেন, তখন স্বর্গে তোলেন; বল্‌তে কি, তখন ভাই, বোধ হয়, মিন্‌সে বুঝি আমার বই আর জানে না, আমি মলে মিন্‌সে বুঝি

যমরণে যাবে। মরে বাঁচার ওষুদ পাই তবে মরে দেখি, আবার বিয়ে করে কি না।

মাল। আহা! বড় রাণী এখন থাকুলে সুখ হতো।

মল্লি। হ্যাঁ ভাই, ছোট রাণী কি যথার্থই বিষ খাইয়েছিল?

মাল। না বোন, কারো মিছে দোষ দেব না; বড় রাণী বিষ খেয়ে মরেন নি। ছোট রাণী, মহারাজ, আর রাজার মা বড় রাণীকে বড় যন্ত্রণা দিয়েচেন। ছোট রাণীর সতীন, সে কল্লে নিন্দে নেই; এমন পোড়ার-মুখো খাশুড়ী ভাই কখন দেখিনি; রাজা যদি কোন দিন সক্ করে বড় রাণীর ঘরে যেতেন, বুড়ো মাগী রায়-বাগিনীর মত এসে পড়তো।

মল্লি। রাজরাণীই হন, আর রাজকন্যাই হন, ভাতারের সুখ না থাকুলে কোন সুখ ভাল লাগে না।

সোনা দানা দুদের বাটী।
দুও মেগের ওঁচলা মাটী॥

মাল। আহা! বোন, তাই কি তিনি ভাল খাওয়া পরা পেতেন, রাজরাণী ছিলেন বটে, কিন্তু কখন ভাল কাপড় পরতে পান নি, পেটটা ভরে খেতে পান নি, ব্যেরাম হলে চিকিৎসা হতো না, পিপাসায় একটু জল দেয় এমন একটা দাসী ছিল না; খাশুড়ী যে যন্ত্রণা দিয়েচেন, বড় রাণীর বিনা চক্ষের জলে একটী দিনও যায় নি।

মল্লি। তবে ঐ বুড়ো মাগীই বড় রাণীকে মেরেচে—না?

মাল। না লো না, বড় রাণীকে কেউ মারে নি; কিন্তু ছোট রাণী যদি কবিরাজকে হাত কত্তে পাত্তেন, তা হলে বড় রাণীকে বিষ খাওয়াতেন, তার আর কোন সন্দ নাই।

মল্লি। তবে বড় রাণী কেমন করে মলেন?

মাল। ও ভাই, শুন্‌বি, মহারাজ যদিও ছোট রাণী আর মায়ের ভয়েতে বড় রাণীর ঘরে যেতে পাত্তেন না, কিন্তু সুযোগ পেলে কখন কখন তাঁর ঘরে যেতেন, কপালক্রমে বড় রাণীর পেট হলো; বড় রাণীর

পেট হয়েচে শুনে খাশুড়ী মাগী যেন আগুন হয়ে উট্‌লো, বিষয় বাগিনীর মত গজ্‌রাতে লাগলো।

মলি। আহা! কি গুণের খাশুড়ী গো, ইচ্ছে করে পাদপ-জল খাই।

মাল। তার পর ভাই, মাগী রাষ্ট করে দিলে, বড় রাণীর কু-চরিত্র ঘটেচে। আহা! বড় রাণীর খেদের কথা মনে হলে আজও চক্ষে জল আসে। খাশুড়ীর মুখে এই কথা শুনে তাঁর মাতায় যেন বজ্রাঘাত হলো, হাপুর-নয়নে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

মলি। ভাল, মহারাজ কেন বল্লেন না তিনি গোপনে গোপনে বড় রাণীর ঘরে যেতেন।

মাল। মহারাজ মানুষ হলে বল্‌তেন; তা উনি তো মানুষ নন, উনি ছোট রাণীর "রামবলদ"; প্রথমে বড় রাণীকে সান্ত্বনা কল্লেন যে এমন আহ্লাদের বিষয় নিয়ে খেদ করা উচিত নয়; তার পর যাই ছোট রাণী কল টিপে দিলে, ওম্‌নি সব ভুলে গেলেন, স্ত্রীহত্যা কত্তে বস্‌লেন; মায়ের কাছে ভয়েতে স্বীকার কল্লেন, বড় রাণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ছিল না।

মলি। বলিস কি, মাইরি? এমন কথা তো কখন শুনি নি; সাদে বলি, পুরুষ এক জাত সতন্তর,—

মধু-পান কত্তে পারি।
মাচির কামড় সইতে নারি॥

বিস্তর বিস্তর ভাতার দেখিচি, এমন ভাতার ভাই, কখন দেখি নি।—বড় রাণী কি কল্লেন?

মাল। আহা! ভাই, ভাতারের মুখে বড় কথা শুন্‌লে গলায় দড়ী দিতে ইচ্ছে করে, এতে কি প্রাণ বাঁচে; বড় রাণী স্বামীর মুখে অখ্যাতি শুন্‌বামাত্র জলে ডুবে মলেন।

মলি। আহা! আহা! ও যাতনার ঐ ওষুদ;—আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উট্‌চে; মহারাজ স্ত্রীহত্যা কল্লেন?

মাল। মহারাজ প্রথম প্রথম বড় অসুখী হয়েছিলেন; রাজসিংহাসনে বসে থাক্‌তেন, আর দুই চক্ষু দিয়ে দর্ দর্ করে জল পড়্‌তো; বাড়ীর ভিতর কোন খেদ কত্তে পাত্তেন না।

মল্লি। আর ঘেন্নার কথা বলিস্ নে, পোড়া কপাল অমন খেদের; বলে—

মাচ মরেচে বেরাল কাঁদে শান্ত কল্লে বকে।
ব্যাঙ্গের শোকে সাঁতার-পানি হেরি সাপের চকে॥

মাল। রাজা ভাই, কেমন এক রকম মানুষ; বড় রাণীকে মনে মনে ভাল বাস্‌তেন, কিন্তু ছোট রাণী ওট বল্লে উট্‌তেন, বস্ বল্লে বস্‌তেন; ছোট রাণীর মুখ ভারি দেখ্‌লে কেঁপে মত্তেন।

মল্লি। ছোট রাণী না কি রাজারে কি খইয়েছিল?

মাল। তুই ভাই, ও কথা তুলিস্ নে, কে কোথা হতে শুন্‌বে, গরিবের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে।

মল্লি। উঃ, মগের মুল্লুক আর কি? প্রাণ আর টান্‌তে হয় না।

মাল। ও কথা থাক্, মেয়ে স্থির হয়েচে?

মল্লি। রাজার আবার মেয়ের ভাবনা কি, পথ থাক্‌লে তোমার আমার ইচ্ছে হয়।

মাল। পোড়ার মুখ আর কি,—তুই যেমন মেয়ে।

মল্লি। তা কি ভাই, কপালের কথা বলা যায়; তুই যদি রাজার নজোরে পড়িস্; এই তো দেখ্‌তে দেখতে মন্ত্রীর নজোরে পড়েচিস্।

মাল। পোড়া কপাল আর কি,—আর শুনিচিস্ জগদম্বা আবার আমার সঙ্গে ঝক্‌ড়া করে, বলে, আমি নাকি তার ভাতারকে মন্ত্রণা দিচ্চি।

মল্লি। আহা, তাঁর ভাতারের যে রূপ, পাড়ার মেয়েরা কাজেই পাগল হয়। পেট এম্‌নি বেড়েচে, নাই চুল্‌কোবার যো নেই, হাত তত দূর যায় না; বর্ণটী তো তেলকালী, তাতে আবার এক একখানি দাদ হয়েচে; চেহারার চটক্ দেখে কে? ঠোঁট দুখানি যেমন কাল

তেমনি মোটা, কসের কাছটা সাদা, আর অল্প অল্প লাল; চক্ষু দুটী যেমন ছোট তেমনি ঘোলো, তাতে আবার আড়্‌নয়নে চাওয়া হয়। তুমি যদি ভাই, রাগ না কর, তোমার বাড়ী ওরে এক দিন আমি, এনে জলখ্যাংরা খাইয়ে বিদেয় করি।

মাল। তা না কল্লেও ক্ষান্ত হবে না।

রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। তোমরা কি পরামর্শ কর, কি হয়, আর আব ভক্তি বুঝ্‌তে পারি না।

মাল। আমরা অবলা, পরামর্শ আবার কি কর্‌বো। তুমি সর্ব্বদাই অস্থির হয়ে বেড়াও কেন?

রতি। যার জ্বালা সেই জানে, সদাগরি কত্তে হয় ত বুঝ্‌তে পারি; পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা করা আর ঝাপ্‌টাকাটা সহজ কর্ম্ম।

মল্লি। সদাগর মহাশয়, আপনি দিন কত বাড়ী থাকুন, মালতীকে বাণিজ্য কত্তে পাঠান; দেখ্‌তে দেখ্‌তে আপনার ঘর টাকায় পরিপূর্ণ করে দেবে।

রতি। মল্লিকে, তুই আর জ্বালাস্‌ নে ভাই; তোর ভাতার মচ্চে লিখে লিখে, তুই টিপ কেটে আঁচল ধরে ইয়ারকি দিতে এইচিস্‌।

মল্লি। আমার ভাতার আমায় এমনি ইয়ারকি দিতে বলেচে।

রতি। তবে দাও।

বিনায়কের প্রবেশ।

মল্লি। (বিনায়কের নিকটে গিয়া) তুমি আমায় টিপ কেটে ইয়ারকি দিতে বল নি? সদাগর মহাশয় টিপ দেখে রাগ কচ্চেন।

বিনা। দেখ, তোমার বোনাই যেন টিপ চেটে খান না।

রতি। বিনায়ক, তুমিও ওদের দিকে হলে।

মাল। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই স্ত্রীতে বেশবিন্যাস করে।

রতি। তবে পাড়া বেড়াতে টিপ কেন?

মল্লি। সদাগর মহাশয়, মালতীকে ঘরে চাবি দিয়ে রাখ্‌বেন, নইলে কোন্ দিন আপনার হাতে টুক্‌নি দিবে।

রতি। তোমরা যে রত্ন, চাবি দিলেও যা, না দিলেও তা।

মাল। তুমিও যেমন, মল্লিকে তোমায় ক্ষ্যাপাচ্চে।

রতি। আমিত আর ক্ষেপ্‌চি নে।

মল্লি। ক্ষ্যাপো আর না ক্ষ্যাপো, আমি বলে কয়ে খালাস।

রতি। তুই বাড়ী যা, তোর ভাতার ডাক্‌তে এয়েচে।

মল্লি। বুঝিচি, ক্ষেপ্‌বের সময় হয়েচ; আমি চল্লেম, মালতী, ঘাটে যাবার সময় ডেকে যাস্।—এস ভাই, আমরা বাড়ী যাই।

[বিনায়ক ও মল্লিকার প্রস্থান।

মাল। তুমি যার তার কথায় কাণ দাও কেন?

রতি। আমার মনটা বড় উচাটন হয়েচে, শুন্‌চি আমায় ত্বরায় বিদেশে যেতে হবে।

মাল। তা হলে আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমি আর একা থাকতে পারবো না; তোমায় না দেখ্‌তে পেলে আমার প্রাণ যে করে তা আমিই জানি।

রতি। "পথে নারী বিবর্জ্জিতা,"—তা কি নিয়ে যেতে পারি; কপালে ভোগ থাকে ত একাই ভুগ্‌তে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার উদ্যান।

জলধরের প্রবেশ।

জল। মালতী এই রমণীয় উদ্যানে জলক্রীড়া করিতে আসে; আমি ত্রিভঙ্গ হয়ে এইখানে দাঁড়াই, শিস্ দিতে থাকি; বংশীধ্বনি বিবেচনা করে সেই রমণীমণি রাধা বিনোদিনী আমার নিকটে আস্‌বেন।—(শিস্ দেওন)—বংশীধারীর মত আর কিছু থাক্ না থাক বর্ণটী আছে। এইত রূপ; এতেই জগদম্বার গৌরব কত, এমন স্বামী যেন আর কারো হয় নি; এ কথা এক দিকে সত্য বটে। আমার যেমন রূপ, আমার জগদম্বারও ততোধিক;—কোকিলগঞ্জিনী, স্বরে? না বর্ণে; বয়সে গাছ পাতর নাই, কিন্তু আজো কেউ পদ্মচক্ষু দেখ্‌তে পেলে না, কেন, তিনি কি অতি লজ্জাশীলা? তা নয়, চোয়াল দুখানি এম্‌নি উচুঁ, নয়নযুগল নয়নগোচর হয় না, যদি চিত হয়ে কাঁদেন, বাছার চক্ষের জল চক্ষে থাকে, গড়াতে পায় না, এমনি খোল; আহা! যখন হাঁসেন, যেন মূলোর দোকান খুলে বসেন; নাক দেখ্‌লে সূর্পণখা লজ্জা পায়; আর কাজেই গজেন্দ্র-গামিনী, কারণ দুই পায়েতেই গোদ আছে; কথা কন আর অমৃতবর্ষণ হতে থাকে, অর্থাৎ যে কাছে থাকে তার সকল গায় থুতু লাগে। যেমন দেবা তেম্‌নি দেবী, যেমন জগন্নাথ তেম্‌নি সুভদ্রা, যেমন জলধর তেম্‌নি জগদম্বা। (শিস্ দেওন)—মাতলী আজ কি আস্‌বে না? আহা! মালতী যদি আমার মাগ হতো, তা হলে যে কি কত্তেম তা কি বল্‌বো। মালতীর নামে একটী কবিতা করি,—(চিন্তা)—হয়েচে

মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল॥

(পরিক্রমণ ও দূরে অবলোকন) আঃ! কোথায় ভাব্‌চি মালতী, দেখ্‌চি কি না বিদ্যাভূষণ।

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

বিদ্যা। মন্ত্রিবর, রাজবাড়ীর সমাচার কি?

জল। নিম-রাজি হয়েচেন।

বিদ্যা। তবে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে আর অমত নাই?

জল। মহাশয়, রাজার মত কখন্ থাকে, কখন্ থাকে না, তার নিশ্চয় কি? রাজা, আদুরে ছেলে, আর দ্বিতীয় পক্ষের মাগ, এ তিনই সমান, কখন্ কি চায় তার ঠিকানা নেই, আর চেয়ে না পেলে পৃথিবী রসাতলে যায়।

বিদ্যা। বলি তবে, কোন্ পাত্রীটী স্থির হলো?

জল। যাঁহারা পাত্রী দেখিতে অনুমতি পেয়েছিলেন, তাঁহারা সকলে একমত হয়ে বলেচেন, আপনার কামিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সুলক্ষণে পরিপূর্ণা এবং সর্ব্বোৎকৃষ্টা; সুতরাং যদ্যপি আর বিবাহ করায় অমত না হয়, তবে আপনার কামিনীই রাজমহিষী হবেন।

বিদ্যা। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।—আমার কন্যাই হউক, আর অপর কোন বালিকাই হউক, মহারাজের সহধর্ম্মিণী-গ্রহণে অমত করা কোন রূপে কর্ত্তব্য নয়; বয়স্ এমন অধিক হয় নাই; বিশেষতঃ একাদিক্রমে দ্বাবিংশতি পুরুষ রাজ্য করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে রাজবংশ এককালে লোপ হয়, বড় আক্ষেপের বিষয়।

জল। ছোট রাণীর মৃত্যু হওয়া অবধি রাজার বড় রাণীর শোক প্রবল হয়েচে। শোকের জোয়ারের মুখে ছোট রাণী পাতর হয়ে বসে ছিলেন; এক্ষণে পাতরখানি সরে গিয়েচে, শোক একেবারে উথলে উটেচে। বিবাহের নাম কল্লেই বড় রাণীর নাম করে কাঁদতে থাকেন।

বিদ্যা। কন্যাটী আমার পরম-সুন্দরী, জননী আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী; মনে ভয় করে, রাজরাণী হলে পাছে হাটের হাড়িনী হন; কারণ

বড় রাণী যদিও রাজমহিষী ছিলেন, এক পয়সাও জলখাবার খেতে পেতেন না।

জল। মহাশয়ের সে পক্ষে কোন ভাবনা নাই; কামিনী বিশ্ববিমোহিনী; মহারাজ যদি আবার দুইটী রাণী করেন, আপনার কামিনীই একচেটে কর্‌বেন।

বিদ্যা। সে ভরসাটী আমারও আছে; বিশেষ,ব্রাহ্মণী স্বামি-দমন-জ্ঞান জানেন; কন্যাকে সে জ্ঞান দান কল্লে রাজা অন্তঃপুরে মেষ হয়ে থাক্‌বেন।

জল। তবে বোধ করি, আপনি কেবল রাজসভায় সভাপণ্ডিত, ব্রাহ্মণীর কাছে 'আতপচাল দেখ্‌লে মুখ চুলকোয়'।

বিদ্যা। ব্রাহ্মণীর শেমুষীটী সাতিশয় প্রখরা, আমারে সকল বিষয়ে পরাভূত করেচেন; আমি মহারাজের সমক্ষে সিংহনাদ করি, কিন্তু ভবনে গমন করি, আর, পঠিত মাটী মস্তকে পড়ে, আমি কোন কথা ক্রাটিতে পারি না, কেবল মোসাহেবদের মত 'আজ্ঞা হ্যাঁ, আজ্ঞা হ্যাঁ' বলে যাই। আক্ষেপের কথা বল্‌বো কি, রাজার বয়স্ অধিক হয়েচে বলে ব্রাহ্মণী কন্যা-দানে অসম্মতা, বলেন, ধনের লোভে কখনই মেয়ে প্রবীণ রাজাকে দিতে পার্‌বো না।

জল। মহাশয়, এ কথা আমার রাজার নিকটে জানান উচিত, কারণ রাজা অনেক অনুরোধে বিয়ে কত্তে চাচ্চেন, তাতে যদি ব্রাহ্মণী কান্নাকাটি করেন, তবে রাজার রাগ হতে পারে।

বিদ্যা। না মন্ত্রিবর, এ কথা তুমি কাকেও বলো না; আমি বিনতি করে পারি, গলায় বস্ত্র দিয়ে পারি, পাদপদ্ম ধারণ করে পারি, ব্রাহ্মণীর মত কর্‌বো; বিশেষ, বিবাহের স্থিরতা হলে আর কি কোন গোল উপস্থিত হয়?

জল। মহাশয়, জানেন না, শিরোমণি মহাশয় যে বারে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন, তাতে কি বিপদ্ না ঘটেছিল; ছাঁদ্নাতলায় শাশুড়ী মাগী চীৎকারধ্বনি কত্তে লাগ্‌লো; বরকে কন্যে বাবা বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লো; তার পর তিন শত টাকা বয়স অধিকের জরিবানা দিলে বিবাহ হলো; বরের বাঁ গায়ে একখান দাদ্ ছিল বলে তার জন্য পঁচিশ টাকা নিলে।

বিদ্যা। রাজার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, কোন বিষয়ে ভাবনা কত্তে হবে না। আমি ব্রাহ্মণীর সহিত কথোপকথন করে আপনাকে কল্য জানাব।

[বিদ্যাভূষণের প্রস্থান।

জল। ছিনে জোঁক, কাঁটালের আটা, আর ভট্টাচার্য্য বামণ, অল্পে ছাড়ে না; আপদ্ গেল, আমি আশা কচ্চি মালতীর, এলো কি না বিদ্যাভূষণ। (শিস্ দেওন)

মন উচাটান, মালতী কারণ, কই দরশন,
পাই গো তার।

(নেপথ্যে মলের শব্দ)

মলেতে মল্লার, বেহাগ বাহার, বাজে চমৎকার,
বাঁচি নে আর।

মালতী ও মল্লিকার প্রবেশ।

এই ত আমার মনঃপিঞ্জরের হিরেমন এলো, এখন কেন কবিতাটী বলি না।

মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল॥

মল্লি। আ মরি, আ মরি, যমেরি ভুল।

জল। মল্লিকে, তোমাকে আর বলবো কি

মল্লিকামুকুলে ভাতি গুঞ্জন্ মত্তমধুব্রতঃ।

আমি মধুব্রত, চতুষ্পদ,—না ষটপদ।

মল্লি। সত্যের ঘরে আগড় নাই, যথার্থ পরিচয় দিয়েচেন।

জল। মালতীর মুখে কথা নাই।

মল্লি। মৌনং সম্মতিলক্ষণং।

মাল। মর্ মর্।—মন্ত্রিমহাশয়, আপনি রাজমন্ত্রী; রাজার অধিকারে যত মেয়ে আছে, তাদের সতীত্ব রক্ষা কর্‌বেন; আপনার পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। আপনি যদি ঘাটের পথে আমাদের এরূপ বিরক্ত করেন, আমরা রাজবাটীতে জানাব।

জল। মালতি, যার নামে নালিশ কর্‌বে, তারি কাছে বিচার; রাজা আর কিছুই দেখেন না। আমি তোমার সহিত বাদানুবাদ কত্তে চাই না; আমার এইমাত্র বক্তব্য, তোমার বাঁ পায়ের চরণপদ্ম অনুমতি কর্‌লেই আমি পায় পড়ে থাকি।

মল্লি। আপনি জগদম্বার সম্বল, জগদম্বার আলালের ঘরের দুলাল, আমরা আপনাকে নিতে পারি?

জল। মল্লিকে, আমি জগদম্বার ছিলেম, কিন্তু মালতী আমায় কিনে নিয়েচে।

মল্লি। মালতী বুঝি ধোপার ব্যবসা আরম্ভ করচে?

জল। মল্লিকে, তোমার কথাগুলি যেন আকের টিকলি। আমার হয়ে মালতীকে দুটো কথা বল; মালতীর জন্যে আমি সর্ব্বত্যাগী হয়েচি,

মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল॥

মাল। মহাশয়, আপনি আমায় যেরূপ বল্‌চেন, যদি আপনার জগদম্বাকে কেহ এরূপ বলে, তা হলে আপনি কি করেন?

জল। তা হলে আমি পঞ্চাননের পূজা দিই; আর মনে প্রবোধ দিতে পারি, যে আমার মত আরো নিঘিন্নে মানুষ আছে।

মল্লি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, জগদম্বা যেন মুচি মাগী। আপনি তারে স্পর্শ করেন কেমন করে?

জল। জলশুদ্ধির বচন আওড়াই, তবে সে জারে যাই। মল্লিকে,

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরী"

পাঠ করিলে এঁদো পুকুরের পানা-পচা জলও শুদ্ধ হয়; তেমনি আমার জগদম্বার স্পর্শ।

মল্লি। তবে আর আমাদের বিরক্ত কচ্চেন কেন?

জল। বার মাস পানা-জলে নেয়ে মরি, এক দিন লাল দিঘীতে যেতে ইচ্ছা হয়।

মাল। চল্ মল্লিকে, সন্ধ্যা হলো।

[যাইতে অগ্রসর।

জল। যার জন্যে বুক ফাটে।
সে আমারে এঁকে কাটে॥

মালতী, তুমি অধমকে বধ না করে যেতে পারবে না।

[পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান।

মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল॥

মাল। মহাশয়, ঘাটের পথে এরূপ কচ্চেন কেউ দেখতে পাবে।

মল্লি। মালতী একেবারে বার আনা রাজি হয়েচে, এখন কেবল স্থানাভাব।

জল। মল্লিকে, তুমি আমার বিন্দে দূতী, যাতে মালতী যুবতী লাভ হয় তার উপায় কর।

মল্লি। মহাশয়, পায়-পড়ায়ে পারা ভার; আপনার উপর মালতীর দয়া হয়েচে; আপনি এখন স্থান আর দিন স্থির করুন। মালতীর বাড়ীতে আপনি কি যেতে পারেন না?

জল। আমার খুব সাহস আছে; কিন্তু পরের বাড়ীতে যাওয়া প্রাণ হাতে করে; এ কাজে মারামারি কথায় কথায়। তুমি মালতীকে নিয়ে আমার কেলিগৃহে যেতে পার না?

মল্লি। আর জগদম্বা যদি দেখ্‌তে পায়।

জল। আমি আট ঘাট বন্ধ করব, সে দিকে কারো যেতে দেব না—(চাবি দিয়া) এই চাবিটী রাখ; কল্য সন্ধ্যার পর কেলি-গৃহের চাবি খুলে তোমরা তথায় থাক্‌বে, আমি অবিলম্বে হুজুরে হাজির হব।

মল্লি। পাকা হয়ে রইল; এখন পথ ছাড়ুন, আমরা ঘাটে যাই।

জল। দেখ, যেন ভুলো না।

মল্লি। মহাশয়, প্রেমের তারে হাত পড়েচে, আর কি ভোলা যায়?

যার সঙ্গে যার মজে মন।
কিবা হাড়ী কিবা ডোম॥

মাল। তুই যে এখনি অবশ হলি।

মল্লি। আড়্‌ নয়নের এমনি জোর।

জল। মালতি, তুমি যে শাড়ীখান পরে সে দিন রাজবাড়ী গিয়াছিলে, সেই শাড়ীখান পরে যেও।

মল্লি। আমি কেবল ধামাধরা; মন্ত্রিমহাশয় আমায় কিছু বল্লেন না; এত অপমান; আমি যাব না।

মাল। না গেলে আমারি ভাল।

জল। মল্লিকে, তুমি আর এক দিন যেও।

মল্লি। না, আমি কালই যাব।—মালতি, তোর মনে এই ছিল; এক যাত্রায় পৃথক্‌ ফল। আমি সদাগরকে বলে দেব।

জল। না মল্লিকে,তারে বলো না, আমি কারো বঞ্চিত করবো না।

মাল। বল্লিই বা, মন্ত্রিমহাশয় কি আমায় ছুটো খেতে দিতে পারবেন না?

জল। মালতি, তোমায় আমি মাতায় করে রাখ্‌তে পারি, কেবল জগদম্বার ভয়; সে কথায় কথায় মারে ধরে।

মল্লি। (জগদম্বাকে দূরে দেখিয়া) বল্‌তে বল্‌তে, ঐ দেখ না, দশ দিক্ আলো করে জগদম্বার উদয় হচ্চে।

জল। তাই ত, আমি যাই, মালতি, মনে রেখো—

জগদম্বার প্রবেশ।

জগ। ও পোড়াকপালীর বেটা, এই তোমার রাজবাড়ী যাওয়া; তোমার আর মরণের জায়গা নেই; ঘাটের পথে পোড়াকপাল পোড়াচ্ছ।

জল। (মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে) ওঁরাই আমারে ডেকে গোটা-কত কথা জিজ্ঞাসা কচ্চেন; আমি কি কারো দিকে উঁচু নজোরে চাই।

[জলধরের প্রস্থান।

জগ। পাড়ার পোড়াকপালীরে, সর্ব্বনাশীরে, পাড়ার সাত গতরখাগীরে, পাড়ার গত্তানীরে, পাড়ার পাড়াকুঁদুলীরে, এক ভাতারে মন ওটে না, সাত ভাতার কত্তে যায়; ঘাট মানে না, পথ মানে না, মাঠ মানে না; বড় লোক দেখলে ডেকে কথা কয়; ও মা কোথায় যাব, কি লজ্জা, কলি কালে হল কি! যেমন দিইচিস্ তেমনি পেইচিস; ভাল দিয়ে আস্‌তিস্, মন্ত্রীর মাগ হতে পেতিস্।

মাল। হ্যাঁ গা বাছা, আমরা কি দেশে আর লোক পেলেম না, তাই তোমার "পঞ্চরত্ন" নিয়ে টানাটানি কচ্চি।

জগ। আমি আর ছেনালের কথায় ভুলি নে, আমি স্বচক্ষে দেখিচি। পোড়াকপালীরে ঘরে থাক্‌তে না পারিস্, নাম লেখাগে. নতুন নতুন পুরুষ পাবি, কত মন্ত্রী পাবি।

মল্লি। মাগী সকল গায় থুতু দিলে গো;—আয় ভাই,যাই,গা ধুই গে।

মাল। বাছা, আমরা নাম লেখাব কি দুঃখে? আমাদের সিন্দুক-পোরা টাকা রয়েচে, বাক্স-পোরা গহনা রয়েচে, প্যাঁটরা-পোরা কাপড় রয়েচে, সোণার চাঁদ ভাতার রয়েচে; তাদের যেমন মনোহর রূপ, তারা তেমনি আমাদের ভাল বাসে; তোমারি যেমন পোড়ার বাঁদর ভাতার, তেমনি তোমাকে ঘৃণা করে; তোমারি উচিত নাম লেখান—

মল্লি। তা হলে লোকের একটা উপকার হয়—

জগ। আমি বেশ্যা হলে আমারি পরকাল যাবে, লোকের উপকার হবে কি?

মল্লি। পুরুষদের রাত-বেড়ান দোষটা সেরে যায়।

জগ। আমি সব কথা তোদের ভাতারকে বলে দেব; তোরা পাড়া মজালি; তোদের জন্যে কেউ ভাতার নিয়ে ঘর কত্তে পারে না।

মল্লি। আমরা হাজার মন্দ হই, তুমি যদি ঘরের ছেলে শাসিত করে রাখ্‌তে পার, কেউ তারে যাদু করে নিতে পার্‌বে না।

জগ। আমি ত আর চাবি দিয়ে বাক্সর ভিতর রাখ্‌তে পারি নে; তোরা যদি ওরে ত্যাগ করিস্, তা হলে আমি বাঁচি।

মাল। তুমি বাছা পাগল, আমরা কুলকামিনী, আমরা কি কথন পরপুরুষ স্পর্শ করি? যদিও কোন কুলকামিনী কুপথে যেতে ইচ্ছে করে, তোমার ভয়ে পারে না; অমন্ কদাকার, পেটমোটা, ঢেঁকিরামকে কেউ সথের পতি কত্তে পারে?

মল্লি। আমি যদিও পাত্তেম তা আর পারি নে, একে ঐরূপ, তাতে জগদম্বার গোময়-মুখে মুখ দিয়েচে, সেই মুখ দিয়ে এতক্ষণ পচা জাবের জল নির্গত হচ্ছিল। যথার্থ বল্‌চি, আমি সে আশা একেবারে ছেড়ে দিলেম।—এই ন্যাও বাছা, তোমাদের বৈঠকখানার চাবি ন্যাও; মন্ত্রিবর স্থির করেছেন কাল্ সন্ধ্যার পর মালতীকে লয়ে তথায় কেলি করবেন্। (চাবি দেওন)

মাল। বাছা, তুমি কাল্ সন্ধ্যার পর তোমাদের কেলিগৃহে, আমি যে শাড়ী পাটিয়ে দেব, তাই পরে বসে থেকো, তা হলে জান্‌তে পার্‌বে, আমরা তোমার ভাতারকে নষ্ট কচ্চি, কি তিনি আমাদের নষ্ট কচ্চেন।

জগ। বটে, বটে, কপালে আগুন লেগেচে; এমন করে ড্যাক্‌রা আমার মাথা খাচ্চে; কাল্ যদি ধত্তে পারি, এর শাস্তি দেব, ঝাঁটা দিয়ে বিষ-ঝাড়ান ঝাড়্‌বো।—মালতি, তুই শাড়ীখান পাটিয়ে দিস্ বাছা।

[জগদম্বার প্রস্থান।

মল্লি। ভাল মজার কল পাতা গেল, এখন ইঁদুর পড়্‌লে হয়। আমরা ভাবছিলাম, মাগীকে খুঁজে পাটিয়ে দিতে হবে, মাগী কিনা আপনি এসে উপস্থিত।

সুরমা এবং কামিনীর প্রবেশ।

মাল। কামিনীর যেমন রূপ তেমনি বর জুটেছে; কামিনীর অঙ্গে কোন খুঁত নেই, কাঁচা সোণার মত বর্ণ, মুখখানি যেন ছাঁচে তোলা, চক্ষু দুটী যেন তুলি দিয়ে টেনে দিয়েচে; এমন মেয়ে নইলে রাজসিংহাসনে কি শোভা পায়?—মল্লিকে, দেখ্‌চিস্, কামিনীর চুল মাটিতে লুটিয়ে যায়। (চুল দর্শান)

সুর। মহারাজের সহিত কামিনীর বিবাহের কথা হচ্চে বটে, কিন্তু আমি তা দিতে দেব না; আমার কচি মেয়ে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, গত বৎসরে পনের বৎসরে পড়েচে; আমি এমন বালিকা তেজ্‌বরে রাজাকে দিতে পারি? বাছা, শাস্ত্রে বলে—

যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ
কিং কুলেন ধনেন বা।

মল্লি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, আপনিই মায়ের মত মা; অন্য মায়ে কেবল টাকা খোঁজে, আপনি কেবল পাত্রের গুণ খোঁজেন।

সুর। বাছা, আমার সাত নাই পাঁচ নাই, একটী মেয়ে, আমি কি প্রাণ ধরে অসাজন্ত বরে দিতে পারি? আমার কামিনীর যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব; কেউ বাড়ী বেড়াতে এলে, বাছা আহ্লাদে আট্‌খানা হন, কত যত্ন করেন, কত আদর করেন, কত কথা বলেন; গল্প শুন্‌তে বড় ভাল বাসেন; কত শাস্ত্র শিখেচেন, কত পুতি পড়েচেন।

মাল। রাজার বয়স্ অনেক হয়েচে তার সন্দেহ কি, তাতে আবার বড় রাণীর সঙ্গে যে ব্যবহার করেচেন, তা কামিনীই যেন জানে না, আপনার ত স্মরণ আছে, আমাদেরও একটু একটু মনে পড়ে।

সুর। সে কথায় আর কাজ কি।

মাল। তা মা, আপনার কামিনী যে রূপবতী, কামিনীকে যে বিয়ে করবে, সেই রাজা হবে।

সুর। মা, যার মনের সুখ আছে, সেই রাজা; আমার কামিনীর যদি মনের মত বর হয়, আর জামাই যদি কামিনীকে ভাল বাসে, তা হলে, তার সুখে কামিনী রাণী, কামিনীর সুখে সে রাজা।

মাল। আপনার যেমন মেয়ে, তেমনি জামাই হবে।

সুর। আমি ভাল ছেলে পেলেই বিয়ে দেব, কারো নিষেধ শুনব না; ওঁরা রাজবাড়ীতে কর্ম্ম করেন, ভাবেন, রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলেই মেয়ে সুখী হবে।

কামি। মল্লিকে, তুমি কাল্ আমাদের বাড়ী যেতে পারবে? আমি একখানি নতুন পুতি পেইচি, তোমার সঙ্গে একত্রে পড়্বো।

মল্লি। কি পুতি পেলে ভাই, রাজা দিয়েচেন না কি?

কামি। আমি ফুল তুলে আনি।

[কামিনীর প্রস্থান।

মাল। তুই এমন লজ্জা দিতে পারিস্, অন্য মেয়ে হলে, তুই যেমন, তেমনি জবাব পেতিস্।

সুর। মল্লিকে ছেলে কাল হতে এমনি আমুদে।

মাল। কামিনীর মত কি, তা জান্তে পেরেচেন?

সুর। কামিনী বালিকে, ও কি ভাল মন্দ বিচার কত্তে পারে, না ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে। ভাবভঙ্গিতে বোধ হয়, রাজাকে বিয়ে কত্তে কামিনীর ইচ্ছে নেই।

মল্লি। তা রাজাকেই দেন, আর অন্য কাহাকেই দেন, মেয়ের বয়স্ হয়েচে, বিয়ে দিতে আর দেরি করবেন না।

মাল। কেন, তোমার কামিনী কিছু বলেচে না কি?

মল্লি। বলুক আর না বলুক, আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা যায়।

মাল। তুমি কি এমনি বয়সে বিয়ের জন্যে পাগল হয়েছিলে?

মল্লি। মনের কথা খুলে বল্লেই পাগল বলে; আমিই হই, আর তুমিই হও, আর কামিনীর মাই হন, সকলেই এক সময়ে পাগল হয়েছিলেন। কামিনীর মনের ভাব যে বুঝ্‌তে পারে, সেই বল্‌তে পারে, কামিনী বিয়ে কত্তে চায় কি না।

সুর। কামিনীর ইচ্ছে হয়েচে কি না, তা ধর্ম্ম জানেন; কিন্তু আমার ইচ্ছে স্বরায় বিয়ে দিই; বেশ দুটীতে আমোদ আহ্লাদ করে, পড়া শুনা করে, কথোপকথন করে, দেখে সুখী হই।

মল্লি। (বিজয় ও কামিনীকে দেখিয়া) ঐ দেখ, তোমার কামিনী বর নিয়ে আস্‌চে।

দুটী ছোট ছোট গোলাপ ফুল হস্তে কামিনীর প্রবেশ—একটী বড় গোলাপ ফুল হস্তে কামিনীর পশ্চাৎ বিজয়ের প্রবেশ।

সুর। কি মা কামিনী, ভয় পেয়েচ?—আপনি কে বাছা? এই নবীন বয়সে কার সর্ব্বনাশ করেচ বাপু? তোমার মা কি করে প্রাণ ধরে আছে বল দেখি? তুমি কি দুঃখে তপস্বী হয়েচ বাপ্‌? আমার কামিনী কি তোমায় কিছু মন্দ বলেচে?

বিজ। না মা, আপনার কামিনী অতি সুশীলা, কামিনীর মুখে কখনই মন্দ কথা বার্‌ হতে পারে না। আমি এই রাজবাগানে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হয়ে বকুল-তলায় বিশ্রাম কচ্ছিলেম, ইতিমধ্যে কামিনী সেখানে গিয়ে ফুল তুল্‌তে লাগ্‌লেন; এই ফুলটী অনেক যত্ন করেও পাড়্‌তে পাল্লেন না, কাঁটার ভিতর যেতে পাল্লেন না; ফুল পাড়্‌তে না পেরে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন; আমি বিবেচনা কল্লেম, আমায় পেড়ে দিতে বলচেন; আমি কাঁটার ভিতরে গিয়ে অনেক যত্নে ফুলটী পাড়্‌লেম; আমি যতক্ষণ ফুলটী পাড়্‌তে লাগ্‌লেম,

কামিনী, ততক্ষণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, আমার বোধ হল, গোলাপটী কামিনীর মন অতিশয় মোহিত করেচে; ফুলটী তুলে কামিনীর হাতে দিতে গেলেম, কামিনী লজ্জা বোধ করে এ দিকে এলেন; আমি কামিনীর মনোরঞ্জন এই গোলাপটী হাতে করে কামিনীর পশ্চাতে এলেম।

সুর। ফুল নাও না মা, কোন ভয় নেই।—ইনি সামান্য তপস্বী নন, ইনি কোন দেবতা, স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে তপস্বীর বেশে বেড়াচ্চেন।—তুমি ফুল পাড়্‌তে পাল্লে না, তপস্বী পেড়ে দিলেন, তা নিতে দোষ কি?

কামি। আমি ছুটী আপনি তুলে এনিচি।

সুর। তা হক্, আর একটী ন্যাও।

মল্লি। কামিনীর সাহস হবে, জটাধারী তপস্বীর হাত হতে ফুল নেবে? তপস্বী, আমার হাতে দাও আমি কামিনীকে দিচ্চি।

বিজ। আচ্ছা, আপনিই কামিনীকে দেন। (ফুলদান)।

মল্লি। কামিনী, আমার হাতে নিতে ভয় আছে?

[কামিনীর ফুলগ্রহণ।

কামি। এ ফুলটী খুব মস্ত।

মল্লি। হর পূজে বর মিল্‌ল ভাল।
এতদিনের পর বুঝি তপস্বিনী হতে হল॥

কামি। আমি ঘাটে যাই।—(কিঞ্চিৎ গিয়া) মল্লিকে, আস্‌বে?

সুর। বাছা, তুমি কেমন করে এমন বয়সে জননীকে ফাঁকি দিয়ে এসেচ? তোমার শোকে তোমার মা আত্মহত্যা করেচেন।—আহা! এমন ছেলে যাকে মা বলে, তার সার্থক জীবন, তার প্রাণ প্রফুল্ল হয়।—তোমার মা কি আছেন?

বিজ। মা গো, আমার জননী তপস্বিনী, তিনি দিবানিশি জগদীশ্বরের ধ্যান করেন; আমি যখন মা বলে তাঁর পর্ণকুটীরে প্রবেশ করি, তিনি অমনি আমাকে কোলে লয়ে মুখচুম্বন করেন, আর কারো সঙ্গে

কথা কন না। তাঁর একটী সহচরী আছে, সেই সর্ব্বদা কাছে থাকে।

সুর। আহা! বাছা, তুমি যাকে মা বলে ডাক, তার কিছুরি অভাব নাই; তোমার জননী কুঁড়ে ঘরে তোমায় কোলে করে গণেশজননী হয়ে বসে থাকেন।

মাল। তোমার বয়স্ কত হবে?

বিজ। আমার বয়সের কথা মাকে জিজ্ঞাসা কল্লে তিনি আমার মুখচুম্বন করে রোদন কত্তে থাকেন, কোন প্রত্যুত্তর দেন না, আমি তাঁক ও কথা আর জিজ্ঞাসা করি নে; বোধ করি, সতের বৎসর হবে।

মল্লি। তোমার নাম কি?

বিজ। আমার নাম বিজয়।

মল্লি। তুমি এমন করে বেড়াও কেন, রাজার বাড়ী কোন কর্ম্ম নিয়ে এই খানে বাস কর, তোমার মাকে প্রতিপালন কর।

বিজ। মা গো, আমি জননীর অমতে কোন কর্ম্ম কত্তে পারি নে; জননী যদি মত দিতেন, তবে এতদিন আমি সুবর্ণনগরের রাজমন্ত্রী হতে পাত্তেম, সেখানকার রাজা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন এবং তাঁর কন্যা দান কত্তেও চেয়েছিলেন। জননী এ কথা শুনে সুখী হওয়া দূরে থাক, রোদন কত্তে লাগ্লেন; তদবধি বিষয়-আশায় জলাঞ্জলি দিয়েচি, এক্ষণে কেবল তদ্‌গতচিত্তে পূর্ণব্রহ্মের আরাধনা কচ্চি, আর জননীর সেবায় রত আছি।

মল্লি। যদি আপনার জননী মত দিতেন, তা হলে কি রাজকন্যাকে বিয়ে কত্তেন?

বিজ। রাজকন্যার রূপলাবণ্য উত্তম বটে, কিন্তু তাঁর যে অহঙ্কার, তাতে আমার মত দুঃখী তাঁর কাছে প্রীতি পেতে পারে না; আমি স্থির করেছিলেম, জননী যদি অমত না করেন, তবে মন্ত্রীর কর্ম্ম গ্রহণ কর্‌ব, কিন্তু রাজকন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌ব না।

সুর। আহা! বাছা, তোমার জননীর তুমি অন্ধের নড়ী, তুমিই তাঁর সর্ব্বস্ব ধন; বোধ করি, তিনি বড় দুঃখিনী। তুমি যদি আমাদের

বাড়ীতে এক দিন এস, তোমার কাছে তোমার জননীর সকল কথা শুনি। আমাদের বাড়ীর ঐ মন্দির দেখা যাচ্ছে।—চল মালতী, আমরা ঘাটে যাই, বেলা গেল।

[বিজয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিজ। একি তাপসের মন!—অচল, অটল—
হরিণনয়না-মুখপুণ্ডরীক হেরে
এমন ব্যাকুল? যেন মণিহারা ফণী
কিংবা সরোবরনীরে—মোহন মুকুর—
বিচঞ্চল শশধর-কলেবর, যবে
পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে তাপসের কুল
কূল হতে লয় বারি কমণ্ডলু ভরি!
কত দেশে শত শত কুলকমলিনী—
অনঙ্গরঙ্গিণী, কিম্বা ত্রিদিব-ঈশ্বরী—
হেরেচি নয়নে; কিন্তু হেন নব ভাব
আবির্ভাব কভু নাহি হয় মম মনে;
চলে না চরণ আর, সরে না বচন;
পাগলের মত প্রাণ—সতত অধীর—
সজোরে বক্ষের দ্বারে প্রহারে আঘাত,
চপলা-চরণে যেতে স্থিরসৌদামিনী-
পাশে!—বালা, অচতুরা, সরলতাময়,—
নলিন-নয়ন টানা সরম-তুলিতে,—
কামিনীর মুখশশী—নব-কমলিনী-
নিরমল—হেরি ইচ্ছা দ্বাদশ লোচনে।
সৌন্দর্য্যভাণ্ডার এই অসীম জগৎ;

বিরাজে রতন-রাজি কত রূপ ধরে ;
সে সব দেখিতে মন হয় উচাটন,
সে সব দেখিতে চেষ্টা অনেকেই করে ;
বারি-বরিষণ পরে অম্বরের পথে
শরদের শশধর অতি মনোহর,
কে সুখী না হয় হেরে সে শশি-মাধুরী ?
উষায় অপূর্ব্ব শোভা মানস-সরসে ;—
শিশিরাভিষিক্ত পদ্ম—পতির বিরহে
জলজ-সুন্দরী যেন কেঁদেচে নিশিতে—
ফুটিল, আনন্দে যেন হাসিল সোহাগে
পাইয়ে বিবাগি-পতি বিরহিণী বালা
না মুছে নয়ন ; করে সন্তরণ সুখে
মরালের মালা, হেসে হেসে ভেসে যায়
কমলিনী-কাছে,—সুখী সঙ্গিনীর সুখে ;
হেরিলে এমন শোভা কে সুখী না হয় ?
মহীধর-পরে শোভে কমলার তরু,
কমলা-কদম্ব-ভার-ভরে অবনত—
সুপক্ক সোণার বর্ণ—কামিনী-কুন্তলে
যেন মণিপুঞ্জ বিরাজিত মনোহর।
এ শোভা দেখিতে কেবা না হয় ব্যাকুল ?
তপনতনয়া-তটে ময়ুর ময়ূরী
বিস্তার করিয়া পুচ্ছ—নয়ন-নন্দন—
প্রেমানন্দে নাচে সুখে।—এ শোভা হেরিয়ে

মোহিত না হয় কে বা এ মহীমণ্ডলে ?
বিকালে বারিদ-কোলে আলো করি দিক্
উদিলে ইন্দ্রের ধনু—বিবিধ-বরণ,
নয়ন-রঞ্জন,—কে না চায় তার দিকে ?
হেরিলে এ সব শোভা প্রকৃতির ঘরে
আনন্দিত হয় মন বিধির বিধানে।
এরূপ আনন্দ জন্য আমি কি আবার
হেরিতে বাসনা করি সে বিধু-বদন ?
আহা মরি কার সনে কিসের তুলনা !
শশধর-সনে দীপ, সিন্ধু-সনে কূপ।
যে সুখে হয়েচি সুখী হেরে কামিনীরে,
পবিত্র সে সুখ-রাশি—নবীন, নির্ম্মল।
আদরে গোলাপে ধরে—পরমস্ত ফুল—
কামিনী-কোমল-করে চাহিলাম দিতে,
সলাজে সরলা বালা তুলিয়ে বদন—
আধা-মুকুলিত আঁখি লাজে—হেরিলেন
তাপসের মুখ, হল সরমে কম্পিত
কামিনী-অধর সুধাধার সমীরণে
কাঁপে যথা গোলাপের দাম মনোরম।
সে সময়, আহা মরি, কি শোভা ধরিল
অরবিন্দ-বদনীর মুখ-অরবিন্দ !
নব ভাবে মত্ত মন উন্মত্ত হইল :—
অবনীর আধিপত্য—অপার সম্পত্তি

রয়েচে বিলীন যাতে—হীন বোধ হল
সে শোভার কাছে ; অবহেলা করিলাম
অমরাবতীর সুখ, মনের আনন্দে ;
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল, রবি, শশধর,
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগকুল,
দেখিলাম দিব্য চক্ষে, অধর-কম্পনে
কামিনীর, দীপ্তিমান্, মনের হরিষে।
সরলা, সুশীলা বালা হেরিল গোলাপ,
নেব নেব মনে, কিন্তু নিতে নাহি পারে,
সরম ফিরায়ে নিল কামিনীর কর।
লাজমাখা মুখশশী হেরিলাম যাই,
নব বাসনার সৃষ্টি অমনি হইল
মনে ;—ইচ্ছা হল ধীরে ধীরে ধরি কর,
করি দান নিরমল, পবিত্র চুম্বন,
কামিনীর সুবিমল কপোল-কমলে ;
মরালগামিনী কিন্তু—সরমের লতা—
মরাল-গমনে গেলা জননী-নিকটে।
নবীন বাসনা মম—বিমত্ত বারণ—
নিবারণ কিসে করি বিনা বিধু-মুখ।
কামিনী-কমল-মুখে পাইলাম জ্ঞান,—
বিধির সৃজন-মধ্যে মহিলা প্রধান,
পয়োধি প্রবাল ধরে, মণি মহীধর,
অপার আনন্দ ধরে রমণী-অধর। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার কেলিগৃহ।

মহারাজ আসীন।

রাজা। আমায় আবার লোকে কন্যাদান কত্তে চায়! আমি কি নরাধমের ন্যায় কাজ করিচি! আমি কি কাপুরুষ! আমি কি দুর্দ্দান্ত নির্দ্দয় দস্যু! আমি যে অবলাকে শাস্ত্রমত সহধর্ম্মিণী কর্‌লেম, আমি যে অবলাকে প্রাণেশ্বরী বলে আলিঙ্গন কর্‌লেম, আমি যে অবলাকে পাটরাণী কর্‌লেম, যে অবলার পতিগত প্রাণ ছিল, যে অবলা রাত্রিদিন পতির সুখ স্বচ্ছন্দ কামনা করিত, আমি সেই অবলাকে কি ক্লেশ না দিইচি! প্রমদা আমার খেতে পান নি, পর্‌তে পান নি; ছোট রাণীর দাসীদের জন্য বস্ত্র অলঙ্কার ক্রয় হয়েচে, কিন্তু বড় রাণী নিজেও বস্ত্র অলঙ্কার পেতেন না। জননী আমার বড় রাণীকে কি কোপ নয়নে দেখ্‌লেন, এক দিনের তরেও বড় রাণীকে সুখী হতে দিলেন না; আমি জননীকে কিছুই বুঝালেম না, প্রমদার প্রতি তাঁর স্নেহের পুনঃসঞ্চারের কোন উপায় কর্‌লেম না; মাতা ঠাকুরাণীর বৈরভাব দিন দিন বাড়্‌তে লাগলো; ছোট রাণীর নবীন প্রেমে আবদ্ধ হলেম, ভ্রমেও বড় রাণীর দুর্গতির দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌তেম না, তখন ভবিষ্যৎ ভাব্‌তেম না, ছোট রাণীকে নয়ে দিনযামিনী যাপন কর্‌তেম। ও জগদীশ্বর! আমি অবশেষে কি মূঢ়ের কর্ম্ম করেছিলাম! বড় রাণী মনোবেদনায় আচ্ছন্ন হলেন, পাপ পৃথিবী পরিত্যাগের বিধান কর্‌লেন; জননী গিয়েচেন; ছোট রাণী গিয়েচেন; আমিই কেবল বড় রাণীর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার প্রতিফল ভোগ কর্‌চি। আহা! আমি যদি এরূপ ব্যবহার না কর্‌তেম, আমি আপনার বিবাহের উদ্‌যোগ না করে এত দিনে রাজপুত্রের বিবাহের উদ্‌যোগ কর্‌তে পার্‌তেম। প্রাণেশ্বরি, তুমি অতি ধর্ম্মশীলা, পতিপরায়ণা, তুমি স্বর্গে গিয়েচ, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি; আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, আমার নরকেও স্থান হবে না।

সকলে পাগল হয়েচে, নতুবা এমন নরাধমের বিবাহের কথা উল্লেখ করে! আমি কি আর কোন রমণীর পাণিগ্রহণে সাহসী হই। ওরা বিয়ের উদ্‌যোগ করুক, আমি তুষানলের আয়োজন করি। বিদ্যা-ভূষণের কন্যা দেশ-বিখ্যাত সুন্দরী, তাহার স্বভাব অতি সরল; আমি কি এমন পবিত্র নারী-রত্ন গ্রহণ করে তাহাকে যাবজ্জীবন দুঃখিনী করতে পারি? কামিনীকে দেখ্‌লে আমার মনে বাৎসল্য-ভাব উদয় হয়। ওঃ! কি মনস্তাপ! কি মনস্তাপ! (চিন্তা)

মাধবের প্রবেশ।

মাধ। মহারাজ, এখন একবার সভাস্থ হতে হবে। বিবাহের রাত্রে যেমন সভা হয়, আজো তেমনি হয়েচে; যে সকল কন্যা দেখা গিয়েছে, তাদের বর্ণনা শুনে অদ্য সম্বন্ধের স্থিরতা হবে।

রাজা। সভার কিরূপ শোভা হয়েচে, বল দেখি।

মাধ। মহারাজ, সিংহাসনের কাছে জাম্বুবান্ পেট উঁচু করে বসে আছেন—

রাজা। তোমার ভাষায় বল্লে, কিছুই বোঝা যায় না।

মাধ। মহারাজ, মন্ত্রী জলধর পেট উঁচু করে বসে আছেন; জল-ধরকে মন্ত্রী করে রাজত্বের নিন্দা হচ্চে।

রাজা। মন্ত্রী কেবল নামে, রাজকার্য্যে কোন ক্ষমতা নাই; বিনায়ক সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আর সভায় কি দেখ্‌লে?

মাধ। সিংহাসনের ডান দিকে আর্কফলা মাতায় দিয়ে সংক্রান্তি-মহাপুরুষেরা নস্য-গ্রহণ কচ্চেন; আর কিষ্কিন্ধ্যাবাসীর ন্যায় বায়ান্ন-রকম মুখভঙ্গিমা দেখাচ্চেন—(নস্য লওয়া এবং মুখভঙ্গিমা দর্শান); আর ন্যায়শাস্ত্রের বিচার কত্তে কত্তে হাতাহাতির পূর্ব্ব লক্ষণ দেখে এইচি।

রাজা। তুমি অধ্যাপকদিগের এরূপ বর্ণনা কচ্চো, তোমার প্রতি তাঁহারা রাগ কত্তে পারেন।

মাধ। মহারাজ, অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণ খড়ের আগুন, যেমন জলে, তেমনি নেবে। মহারাজ, এক দিন আমার একজন ভট্টাচার্য্যের

আর্কফলা ধরে টান্‌তে বড় ইচ্ছে হল; যা থাকে কপালে ভেবে, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চৈতন্য ধরে এক হ্যাঁচ্‌কা টান দিলাম, ব্রাহ্মণ চিত হয়ে পড়ে সাড়েসতের গণ্ডা বেলিক মুখ দিয়ে নির্গত কল্লে; আমি সিদের বিষয় বিবেচনা করা যাবে বল্লেম, ঠাকুর মহাশয় অমনি জল হয়ে গেলেন।

রাজা। প্রিয় মাধব, তোমায় মনের কথা বল্‌তে কি, আমি বড় রাণীর শোকে অধীর হইচি, আমি সভাতেও যাব না, বিয়েও কর্‌ব না।

মাধ। মহারাজ, কাণ কাঁদেন সোণারে, সোণা কাঁদেন কাণেরে; চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণদের তিন পুরুষের মধ্যে একটী বিয়ে হয় না, আপনার বিয়ের নামে দেড় কাহন মেয়ে জুটেচে। আপনি যদি স্পষ্ট বলেন যে বিয়ে কর্‌বেন না, মেয়ের বাজার একবারে নরম হয়ে যায়। মহারাজ, আজ কাল্ দর খুব বেড়েচে। আমি ভেবেছিলাম, এইবার অল্প দরে একটা শ্যালেখেগো পাঁটি কিন্‌ব, তা মহারাজ, এগোনো যায় না, বাজার ভারি গরম।

রাজা। শ্যালেখেগো পাঁটি কিরূপ?

মাধ। আজ্ঞে, এই গয়া-কাটা মেয়ে।

রাজা। মাধব, তুমি যদি যথার্থ বিবাহ কর, আমি উত্তম পাত্রী অন্বেষণ করে তোমার বিয়ে দিই।

মাধ। মহারাজ, মাধবীলতা-বিরহে মাধব কি বেঁচে আছে? মাধব মরে ভূত হয়েচে, ভূতের কি আর বিয়ে হয়?

রাজা। মাধবীলতা তোমার বিয়ে করে নি, বিয়ে কত্তে চেয়েছিল, তুমি তাতেই এই ব্যাকুল; আর আমি আমার পাটরাণী প্রমদা বিরহে জীবিত আছি, আশ্চর্য্য!

মাধ। মহারাজ,

মনে মনে মিল।
লেগে গেল খিল॥

বিয়ে করি আর না করি, যখন সে আমায় ভালবাস্‌ত, আমি তাকে ভালবাস্‌তেম, তখন বিবাহের বাবা হয়েছিল। (দীর্ঘ-নিশ্বাস) গতানুশোচনা নাস্তি, বিরহ ব্যাটার আজো দুধ-দাঁত পড়ে নি।

রাজা। মাধব, অবলা কি প্রবলা! এমন পাগলের মনকেও বিমোহিত করেচে।

মাধ। মহারাজ, সভায় চলুন।

রাজা। গুরুপুত্র সভাস্থ হয়েচেন?

মাধ। আজ্ঞে, তিনি আগতপ্রায়। আপনার যেমন মন্ত্রী, তেমনি গুরুপুত্র। মন্ত্রীর বুদ্ধিটী বার-হাত কাঁকুড়ের তের-হাত বিচি; এমন প্রকাণ্ড পেট, তবু বুদ্ধির কামা বেরিয়ে থাকে; আর গুরুপুত্র ত মারলে কোঁক্‌ করেন না, পাছে ক-উচ্চারণ হয়।

রাজা। বোধ করি, তুমি গুরুপুত্রের বিচার দেখনি, গুরুপুত্র সকলকে পরাজয় করেচেন।

মাধব। মহারাজের গুরুপুত্র, বড় বাপের ব্যাটা; উনি সকলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ওঁয়াকে ত কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কত্তে পারে না; যদি কেহ ওঁয়াকে লক্ষ্য করে তর্ক কত্তে চায়, খোসামুদেরা অমনি বলে "এ অতিব্যাপকতা, গজেন্দ্র-গণেশ-গজানন-তর্কপঞ্চাননের পুত্রের সহিত তর্ক কাহারো সম্ভবে না।" মহারাজ, পরীক্ষা করা সহজ, দেওয়াই কঠিন। বাঁধা বাঘের ল্যাজ টান্‌লিই যদি বাঘ-মারা হয়, তবে গুরুপুত্র সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করেচেন। মহারাজ, তর্কালঙ্কার মহাশয় আমারে বলেচেন, গুরুপুত্র কিছুই জানেন না, কেবল সভার দিন খুঁজে খুঁজে, হাতে বহরে লম্বা, আসর-গরম-করা, গোটাকতক কথা শিখে আসেন, তাই আওড়ান, আর সকল লোকে ধন্য ধন্য করে।

রাজা। তুমি এত সংবাদ কোথায় পাও?

মাধ। মহারাজ, আমার কাছে মেকি চালান ভার। সভায় চলুন, শুভকর্ম্মে বিলম্ব কত্তে নাই।

[মাধবের প্রস্থান।

রাজা। যে মনোমোহিনী বিনে বিমনা এ মন,
স-নীর নয়ন সদা, সরে না বচন;

সে বিনে সান্ত্বনা এ মনে কেমন করি,
কেশরী-কামিনী বিনে কে তোষে কেশরী ?
প্রাণ পরিহরি পাপ করি পরাভূত ;
মনোবেদনার বৈদ্য বিভাকরসুত।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

জলধর, বিদ্যাভূষণ, বিনায়ক, পণ্ডিতগণ,
ঘটকগণ ইত্যাদি আসীন।

বিনা। গুরুপুত্রকে সংবাদ পাঠান যাক্।

বিদ্যা। মহারাজের আস্‌বের সময় হয়েচে, গুরুপুত্রের এই সময় আসাই কর্ত্তব্য।

মাধবের প্রবেশ।

মহারাজের আস্‌বের বিলম্ব কি ?

মাধ। আর বিলম্ব নাই।—মন্ত্রিমহাশয়, পেট গুড়িয়ে নেন, পেট গুড়িয়ে নেন, মহারাজ আস্‌চেন।

বিদ্যা। এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি, শরীর ত কোনরূপ পীড়ায় আচ্ছন্ন হয় নি ? "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"।

বিনা। মহারাজ শারীরিক উত্তম আছেন, কিন্তু মানসিক বড় অসুখী।

প্রথম পণ্ডিত। "চিন্তা জরো মনুষ্যাণাং"—প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণীর বিরহটা অতিপ্রচণ্ড, মহারাজ অন্তঃকরণে অসুখী হবেন, আশ্চর্য্য কি ? ভার্য্যার বিয়োগে গৃহশূন্য বলে।

জল। অসারে খলু সংসারে,
সারং শ্বশুরকামিনী।

যা হক্, এখন পুরাতন অনল তোলা কর্ত্তব্য নয়।

বিদ্যা। শোক-সংবরণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে মহারাজের মনস্তুষ্টি করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা
পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।

রাজার পুত্র নাই, সুতরাং বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

প্রথম পণ্ডিত। পুৎ-ত্র পুত্র, পুৎ নামে যে নরক আছে, তাহা হইতে কেবল পুত্রের দ্বারাই ত্রাণ হয়, এই জন্য পুত্র না থাকলে, দ্বিতীয় পক্ষেই হউক, আর তৃতীয় পক্ষেই হউক, বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

মাধ। বিবাহ তৃতীয় পক্ষে
সে কেবল পিত্তি রক্ষে।

বিদ্যা। মাধব, স্থিরোভব।

গুরুপুত্রের প্রবেশ।

জল। প্রভুর আগমনে সভা পবিত্র হল, প্রভুর চরণরেণুতে মনের গাড়ু মাজ্‌লে খুব ফর্‌সা হয়।

গুরু। মহারাজের আস্‌বের বিলম্ব কি?

বিদ্যা। আগতপ্রায়।

প্রথম পণ্ডিত। কিরূপে অনুমান কল্লে, ওহে ও বিদ্যাভূষণ, কিরূপে অনুমান কল্লে?

বিদ্যা। কেন না হবে, যেহেতু "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই হচ্চে ন্যায়শাস্ত্রের শিরোভাগ অনুমান খণ্ড, ইহাতে সন্দেহ কি?

প্রথম পণ্ডিত। অত্র কো ধূমঃ কো বা বহ্নিঃ?

দ্বিতীয় পণ্ডিত। আহা, হা, তুমি কিছুই বুঝ্‌লে না, তুমি এতে আবার প্রশ্ন কচ্চো? হস্তিমুর্খের সহিত বিচার!

গুরু। স্থিরোভব, ও তর্কালঙ্কার ভায়া, স্থিরোভব, বিদ্যাবাগীশকে বুঝায়ে দাও।

প্রথম পণ্ডিত। তর্কালঙ্কার সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ কৃত্তে যান।—তুমি বোঝ কি হ্যাঁ, কেবল ষাঁড়ের মত তুমি চীৎকার কত্তে পার, ব্যাকরণ জান না, ন্যায়ের বিচার কত্তে এসেচ; আমরা অনেক পড়ে পণ্ডিত হইচি, আজো আমার হাতে ভাতের কাটির কড়া আছে, আমি তোমার সঙ্গে এক সভায় বিচার করি, তোমার শ্লাঘা জ্ঞান কত্তে হয়—

দ্বিতীয় পণ্ডিত। ওহে ও বিদ্যাবাগীশ, ক্ষান্ত হও, এ স্থলে মাধব ধূম—

প্রথম পণ্ডিত। এই বিদ্যা বেরিয়েচে; মাধব হস্তপদবিশিষ্ট জীব, ধূম অচেতন পদার্থ, মাধব কি প্রকারে ধূম হতে পারে বল দেখি; এত বড় অর্ব্বাচীন আর আছে।

গুরু। চেঁচাও ক্কেন, শোন না। তর্কালঙ্কার, কি বল্‌ছিলে বল।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। বিদ্যাবাগীশ, তোমাকে ভাল জ্ঞান ছিল, আজ জান্‌লেম, তুমি অতি অপদার্থ।

প্রথম পণ্ডিত। কি বল্‌ছিলে বল।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। এ স্থলে মাধব ধূম, রাজা বহ্নি, মাধবের আগমনেই রাজার আগমন উপলব্ধি হচ্চে; এ যদি না অনুমান হয়, তবে অনুমান খণ্ডটা ভাগাড়ে ফেলে দাও, আর তার সঙ্গে তুমিও যাও।

গুরু। তর্কালঙ্কার, আরে ও তর্কালঙ্কার, বিবাদের প্রয়োজন কি? আমি একটা শ্লোক বলি।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। আজ্ঞা করুন।

গুরু। ভূতবাসরঃ, বোজো ঘণ্টা, কেলিকুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ। তন্ন তন্ন করে মীমাংসা কর।

প্রথম পণ্ডিত। এমন শ্লোক ইতিপূর্ব্বে শ্রুতিগোচর হয় নাই।

বিদ্যা। আহা! স্বর্গীয় গজেন্দ্র-গণেশ-গজানন তর্কপঞ্চাননের ঘরে ন্যায়শাস্ত্রটা পুনর্জীবিত হয়েচে, মূর্ত্তিমান বিরাজ কচ্চে; এমন শ্লোক কি আর কোথায় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। শ্লোকটা আর একবার পাঠ করুন।

গুরু। ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলিকুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (স্বগত) বিদ্যাবাগীশকে ভাগাড়ে না পাঠিয়ে, গুরুপুত্রকে পাঠাইলে ভাল হত। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা, আমি মর্ম্মই গ্রহণ করিতে অশক্ত, কোন অর্থই সংগ্রহ হয় না, আপনি কোন শব্দ ত্যাগ করে বলেন নি ত?

বিদ্যা। এ কেমন কথা, এ কেমন কথা, (জিব কেটে ঘাড় নেড়ে) গজেন্দ্র-গণেশ-গজানন-নন্দন, দ্বিতীয় দ্বৈপায়ন, ইনি যদি ভ্রান্তিক্রমে কোন শব্দ ত্যাগ করেন, সে শব্দ ত্যাগেরি যোগ্য।

গুরু। তর্কালঙ্কার কবিতার গভীর ভাব গ্রহণে পরাঙ্মুখ, ব্যাপকতার পারদর্শিত্ব প্রকাশ কচ্চেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহাশয়, কবিতার যে গভীর ভাব, ডুবুরী নামাতে হয়—

বিদ্যা। কিও, কিও, তর্কালঙ্কার, গুরুপুত্রের কথায় এই উত্তর!

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (জনান্তিকে) গুরুপুত্র বল্লেও হয়, গরুপুত্র বল্লেও হয়।

গুরু। কি হে তর্কালঙ্কার, কি বল্‌চ?

মাধ। আজ্ঞা, আপিনার গুণই ব্যাখ্যা কচ্চেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। এ শ্লোক মীমাংসা কর্ত্তে গেলে, অনেক বাদানুবাদ কর্ত্তে হয়; আপনার সহিত তর্ক করা সম্ভবে না। যদ্যপি বিদ্যাভূষণ দাদা অগ্রসর হন, তবে এই বিষয়ের বিচার হয়।

মাধ। উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে; বিদ্যাভূষণ মহাশয়, একটা জলপাত্র আন্‌তে বলব?

বিদ্যা। ওহে তর্কালঙ্কার, পরাজয় স্বীকার কর, প্রাগল্‌ভ্যের প্রয়োজন নাই।

মাধ। তর্কালঙ্কার মহাশয়, ঢাকের বাদ্য কোন্ সময় ভাল লাগে, জানেন? যে সময়টী চুপ করে। আপনি হার মান্‌লেই যদি ঢাক থামে, তবে আপনি হার মানুন।

প্রথম পণ্ডিত। মহাশয়, আপনার পিতার কুশাসন বহন করে

কত লোক পণ্ডিত হয়েছে, আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করায় অপমান কি? শ্লোকের মীমাংসা আপনিই করুন।

শুরু। ভাল কথা।—“ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলিকুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ” ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, “ভুতবাসর” অর্থে বয়ড়া, “যোজো ঘণ্টা” অর্থে হাতীর গলায় ঘণ্ট—“ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলিকুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ” কেলিকুঞ্চিকা বলে ছোট শালীকে, অর্থাৎ স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী, “ভিন্দিপাল” অর্থে ডেড়হেতে খেটে, অর্থাৎ ভিন্দিপাল বল্লেই ডেড় হাত লম্বা একটী খেটে বোঝাবে, পাঁচ পোয়াও নয়, সাত পোয়াও নয়। এ সকল অনেক পর্য্যটনে সংগ্রহ করা গিয়াছে; যদি বিশ্বাস না হয়, অমরকোষ আনয়ন কর, একটী একটী কথা মিলিয়ে লও। (পেটে হাত বুলাইয়ে) বাতাস দে রে।

মাধ। মহাশয়, আপনি এঁদের পক্ষে ভয়ঙ্কর ভিন্দিপাল।

রাজার প্রবেশ এবং সিংহাসনে উপবেশন।

বিদ্যা। জগদীশ্বর মহারাজ রমণীমোহনকে চিরজীবী করুন। মহারাজ পূর্ণব্রহ্মের করুণানুকূল্যে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করুন, পিতার ন্যায় প্রজা প্রতিপালন করুন, পাপাত্মাদিগের বিনাশ করুন।

শুরু। পরমেশ্বর মহারাজের মঙ্গল করুন। মহারাজের বিবাহের দিন স্থির করা বিধেয়, পাত্রী স্থির হয়েচে, সকলেই বিদ্যাভূষণদুহিতা কামিনীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া রাজমহিষীর যোগ্য বিবেচনা করিতেছেন।

বিদ্যা। ঘটক মহাশয়েরা যে যে পাত্রী দেখে এসেচেন, তাহা বর্ণনা করিলে ভাল হয়।

রাজা। প্রয়োজনাভাব।

শুরু। লক্ষ কথা ব্যতীত বিবাহ নির্ব্বাহ হয় না, ঘটকেরা যিনি যাহা দেখে এসেচেন, বলুন, সভাস্থ লোক শুনে বিচার করুন।

রাজা। প্রভুর যে অনুমতি।

বিনা। ঘটক মহাশয়েরা অগ্রসর হউন।

প্রথম ঘটক। মহারাজ, আমি পাত্রী অন্বেষণ করিতে করিতে গঙ্গার পশ্চিম পারে গমন করেছিলাম; রাজসভায় কাহারো অবিদিত নাই, সেই স্থানেই হরিণপরিহীন-হিমকর-বদনা সীমন্তিনী সম্ভূত হয়, সুবিমল সজীব সরোজিনীর সরোবরই সেই।

মাধ। ঝুমুরওয়ালীরেও ঐ পার হতে আসে। আপনি রাঢ়ে গিয়েছিলেন মেয়ে দেখ্‌তে, যে দেশে কাঁচা কলায়ের ডাল, আর টকের মচ খায়, সে দেশে আবার ভাল মেয়ে পাওয়া যায়?

প্রথম ঘটক। আপনার ভূগোলবৃত্তান্তে যথেষ্ট দখল; কোথায় গঙ্গার পশ্চিম তীর, কোথায় রাঢ়—

মাধ। এ পিট, আর ও পিট, গঙ্গার পশ্চিম তীরেই রাঢ় আরম্ভ।

প্রথম পণ্ডিত। অন্যায় তর্ক করেন কেন? গঙ্গার পশ্চিম তীর পবিত্র স্থান, তথায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন মহিলার অসদ্ভাব নাই।

মাধ। যে একটী আদ্‌টী ছিল, তা বিলি হয়ে গিয়েচে।

বিনা। আচ্ছা, ঘটকের বর্ণনা শোনা যাক্।

প্রথম ঘটক। গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক পাত্রী দেখ্‌লেম, একটীও মনোনীত হয় না, কোন না কোন দোষ পাওয়া যায়। এক রমণীর অতি পরিপাটী রূপ, চপল চন্দ্রায় পদার্পণ করেচেন, কিন্তু তাঁর গমনটী স্বাভাবিক চঞ্চল; এক সুলোচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, প্রীতি-প্রদ পোনোয়োর অবস্থান, কিন্তু তাঁর বচনে মিষ্টতা নাই; এক প্রমদার যেমন গজেন্দ্রগমন, তেমনি মধুর বচন, রূপের ত কথাই নাই, সুমধুর ঘোলোয় আর থাকেন না, কিন্তু তাঁর চাওনিটে কেমন কেমন; এক বিলাসিনী গৌরবরঙ্গিণী, কোন পুরুষ তাঁর মনে ধরে না, তিনি এ দেমাক্ কয়েও কত্তে পারেন, তাঁর তরুণ তপনের ন্যায় বর্ণের জ্যোতি, তাঁর শ্রবণায়ত লোচন, কপোলযুগল যেমন কোমল, তেমনি সুন্দর; তাঁর কথার ত কথাই নাই,—বীণার বাদ্য, কোকিলার গীত, তার কাছে মিষ্ট নয়; আদরিণী সগৌরবে সুধার সন্তোয়োয় সাঁতার দিচ্চেন; সুধাংশুবদনীর এক

দোষ আছে, সেই দোষে সকল সৌন্দর্য্য বিফল হয়েচে—হাস্‌লে দাঁতের মাড়ী বেড়িয়ে পড়ে। এইরূপে একটী দুটী দেখিতে দ্বাদশটী মেয়ে দেখা হইল, একটীও মহারাজের যোগ্য বিবেচনা হইল না। অবশেষে চন্দন-ধামে এক সুরূপা, সুশীলা, সুলক্ষণা, সুপণ্ডিতা, সুলোচনা লোচনপথের পথিক হলেন, মেয়ে দেখাতে কত মেয়ে এলো, তার সংখ্যা নাই; কেহ বলে, রাজার বয়স কত; কেহ বলে, এমন মেয়ে আর পাবে না; কেহ বলে এ মেয়ের মত লজ্জাশীলা আর নাই; এইরূপে কামিনীগণ ঘটক-দিগকে অন্যমনস্ক করিয়া দেয়, তাহারা ভাল মন্দ নির্ণয় করিতে পারে না; আমি মেয়েদের কথায় কাজ ভুলি না, আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখ্‌লেম, এই কামিনী রাজসিংহাসনের যোগ্য, এবং স্থির কর্‌লেম, যদি আর ভাল না দেখা যায়, তবে এই প্রমদাই মহীপতিকে পতিত্বে বরণ কর্‌বেন।

জল। বয়স্ কত?

প্রথম ঘটক। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েচে।

মাধ। কিছু দিন খড় গোবর চাই।

প্রথম ঘটক। মহারাজ, পরিশেষে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কয়ে, বিদ্যা-ভূষণ সভাপণ্ডিত মহাশয়ের তনয়াকে দর্শন কর্‌লেম; মহারাজ, এমন মেয়ে কখন নয়নগোচর হয় নি, পৃথিবীতে এমন মেয়ে কখন জন্মায় নি, বোধ হয়, ভগবতী আবার মানবলীলা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেচেন; অথবা রামচন্দ্র কলিতে অবতার হয়েচেন, তাঁহার অন্বেষণে পতিপ্রাণা জানকী অবনীতে প্রবেশ করেচেন। এমন ভুবনমোহন রূপ, এমন সরল ভাব, এমন নম্র প্রকৃতি, কখন দেখা যায় নি; কামিনী কামিনীকুলের গৌরব; কামিনী কামিনীকুলের অহঙ্কার; কামিনী কামিনীকুলের শ্লাঘা। যত রমণী দেখে এলেচি তারা তারা, কামিনী সুধাংশু। কামিনীর হস্ত দুইখানি মৃণাল অপেক্ষাও সুকোমল, অঙ্গুলিগুলি চম্পকাবলী, করতল অতি কোমল, স্বভাবতই অলক্ত-সিক্ত। মহারাজ, এ সকল রাজলক্ষ্মীর লক্ষণ। কামিনী রাজ্ঞী হবেন, তার আর সন্দেহ নাই।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আর কোন ঘটক উপস্থিত আছেন?

দ্বিতীয় ঘটক। মহারাজ,আমি ভ্রমণ করিতে করিতে মহা ভয়ঙ্কর তরঙ্গমালাসঙ্কুল পদ্মা নদী পার হইয়া সত্যবান্ সেনের রাজ্যে উপস্থিত হলেম।

গুরু। আহা! তুমি অতি মনোরম্য স্থানে গিয়াছিলে, সেখানে অনেক ভদ্র লোকের বসতি, কুলীনের বাসস্থানই সেই, সেখানকার রীতি নীতি অতি চমৎকার।

মাধ। সেই ত থয়ে র্ঁাড়ের দেশ?

গুরু। আহা! এমন কথা কখন বলো না, সত্যবান্ রাজার রাজ্যে বিধবারা তাম্বুল ভক্ষণ করে না, তাহারাই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকে।

মাধ। তবে একাদশীর দিন সেখানে অত খই দই বিক্রী হয় কেন?

দ্বিতীয় ঘটক। একাদশীর দিন সেখানে বিধবারা কেহ কেহ খই দই খেয়ে উপবাস করেন, কেহ কেহ নিরম্বু উপবাস করেন।

বিনা। কিরূপ মেয়ে দেখে এসেচেন, তাহা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় ঘটক। সত্যবান্ রাজার বাড়ীর অনতিদূরে আমি এক পরমা সুন্দরী রমণী দর্শন করলেম—সুকেশা, সুনাসা, পক্কবিম্বাধরা, পীনপয়োধরা, বিপুলনিতম্বা, কিন্তু রহস্যের বিষয় এই, তিনি ষোড়শী যুবতী, অদ্যাপিও নাকের মধ্যস্থলে একটী নলোক দোদুল্যমান রহিয়াচে, তাহা দেখ্‌লে হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর; আমার হাসি আপনিই এল, মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হল, আমাকে মার্‌বের উদ্‌যোগ কল্লে। কেহ বলে, হাস্‌লিলে ক্যান্; কেহ বলে, মাগীবারী আইচো নাহি; কেহ বলে, হালার পো হালারে আড্‌ডা চরে বৈকুণ্ঠে পাডায়ে দেই। মহারাজ, সাবধানের বিনাশ নাই, সেখান হইতে পলায়ন কল্লেম।

মাধ। বাঙ্গালরা কি মাত্তে জানে?

দ্বিতীয় ঘটক। তার পরে ধলেশ্বরীর তীরে একটী বাছের বাছ মেয়ে দেখতে পেলেম, বালিকাটীর রূপলাবণ্যের তুলনা নাই; লজ্জাশীলা, নম্রা, বিদ্যাবতী। তাঁর নামটী শুন্‌তে বড় ভালও নয়, বড় মন্দও নয়—

মাধ। নামটী কি?

দ্বিতীয় ঘটক। ভাগ্যধরী। নামেতে আসে যায় কি, রূপ গুণ থাক্‌লেই

হল; কমলিনীকে অন্য আখ্যায় ব্যাখ্যা করিলে কমলিনীর সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ্যের অন্যথা হয় না। বিবেচনা করেছিলেম, এই বালিকাটীই রাজ-সিংহাসনের উপযুক্ত; কিন্তু সভাপণ্ডিত মহাশয়ের দুহিতা দেখে, আর কাহাকেই সুবিহিতা বোধ হয় না। কামিনী দেবী কি মানবী, তার নির্ণয় হয় না; কামিনী মরাল-গতিতে গমন করেন, আর একা বেণী পদ চুম্বন করিতে থাকে। কামিনী যার সহধর্ম্মিণী হবেন, তাহারি জীবন সার্থক।

তৃতীয় ঘটক। মহারাজ,আমি দক্ষিণ-পথাভিমুখে গমন করেছিলেম—

মাধ। দোর পর্য্যন্ত না কি।

তৃতীয় ঘটক। আমি কিছু করে আসতে পারি নাই। মহারাজ, দক্ষিণ দেশের মেয়েরা গাত্রে হরিদ্রালেপন করিয়া থাকে, তাহাতে এমন দুর্গন্ধ জন্মায়, যে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে পড়ে।

জল। তাহারা সুন্দরী কেমন।

তৃতীয় ঘটক। চোক ছিঁড়ে ফেলি—কাল বর্ণ, খাট চুল, কোটর চক্ষু, মোটা পেট; যার সাত পুরুষে বিবাহ না করেচে, সেই দক্ষিণে গিয়ে বিবাহ করুক।

মাধ। তবে মন্ত্রী মহাশয়কে পাঠালে হয়।

তৃতীয় ঘটক। একটী পাঁচপাঁচি মেয়ে দেখ্‌লেম, অঙ্গসৌষ্ঠব মন্দ নয়, কিন্তু আবাগের বেটী এমনি কাচা এঁটে শাড়ী পরেচে, আমি অবাক্ হয়ে রইলেম; যে বিদ্যাধরীরে মেয়ে দেখাতে এসেছিলেন, তাঁদেরও কাচা আঁটা। একে মোটা পেট, তাতে কাচা দিয়ে কাপড় পরা, বোল হাত শাড়ীর কম চলে না। আমি ভেবে চিন্তে দেশে ফিরে এলেম। মহারাজ, বিদ্যাভূষণ-নন্দিনী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, কামিনীর তুল্য সুরূপা রমণী দেবতার দুর্লভ; এমন ধর্ম্মশীলা, সুশীলা মহিলা দেশে থাক্‌তে, বিদেশে পাত্রী অন্বেষণ বৃথা কালহরণ মাত্র।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) কামিনী যাকে মা বলে, সেই ধন্য; কামিনী যাকে পিতা বলে, সেইই সুখী। আমার মন অতিশয় চঞ্চল হয়েচে, অদ্য কোন বিষয় নির্দ্ধারিত হতে পারে না। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জলধরের কেলিগৃহ।

জগদম্বার প্রবেশ।

জগ। আজ তোমারি এক দিন, আর আমারি এক দিন; এই মুড়ো ঝঁটা মুখে মারব তবে ছাড়্‌ব। পোড়াকপালীর ব্যাটা এতে বিশ্বাস করে, এইই আশ্চর্য্য! তাদের হলো সোমত্ত বয়েস, ভরা যৌবন, তারা ওঁয়ার রসিকতায় ভুলে দড়োদড়ি ওঁয়ার বৈটকখানায় আস্‌তে যাচ্চে? পোড়ার মুখ, এই ছলনা বুঝতে পারে না, মন্ত্রীর কর্ম্ম করে কেমন করে? সে বার গুণী-গয়লানীকে থামকা একটা কথা বলে কি ঢলানটা ঢলালে; কত মিনতি করে, পায় হাতে ধরে, চুপচাপ করিয়ে দিলেম। তা ত লজ্জা নাই, বিচি উলে গেলে আর ত মনে থাকে না। রাগের মাতায় যা বলি টলি, মালতীকে আমার ভয় হয় না, ও খুব ধীর, শান্ত। আমার ভয় করে ঐ মল্লিকে ছুঁড়ীকে; ছুঁড়ী যেন আগুনের ফুল্‌কি, যার চালে পড়্‌বে, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। (আপনার অঙ্গদর্শন করিয়া) এত বয়স্‌ হয়েচে, তবু ভাল শাড়ীখানি পরিচি, কেমন দেখাচ্চে; তা তোর যদিই ভাল লাগে, আমারে বল্লিই ত হয়, আমি আবার কালাপেড়ে ধুতি পরি, সিঁতেয় সিঁতি দিই, ঝাপটা কাটি; মিনসে তা করবে না, কেবল পাড়ায় পাড়ায় পাক দিয়ে বেড়াবে। আমি যে মটা দিয়ে চুপ করে বসি; যদি ধত্তে পারি, আজ মালতী মল্লিকেকে মা বলিয়ে নেব, তবে ছাড়্‌ব।

(নেপথ্যে। শিস্‌ দেওন।)

জগ। আস্‌চে, আমি ঘোমটা দিয়ে বসি। (ঘোমটা দিয়া উপবেশন)

জলধরের প্রবেশ।

জল। মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল ॥

মালতি, তুমি যে আমায় এত অনুগ্রহ করবে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না, কিন্তু আমার মনে মনে খুব্ বিশ্বাস ছিল যে, কথা দিয়ে নিরাশ করবে না—

মরদ্ কি বাত্।
হাতী কি দাঁত ॥

আমি এই জন্যে সদাগরকে আরব দেশে পাঠাইবার পথ কর্‌লেম; রাজা একপ্রকার পাগল হয়েচেন, কিছুই দেখেন না, আমি ফাঁক তালে সদাগরের ত্বরিত গমনের অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করে লইচি; যে জিনিস আন্‌বের অনুমতি হয়েচে, সে জিনিসও পাওয়া যাবে না, সদাগরও ফিরে আস্‌বে না। সুতরাং তুমি ঘোমটা খুলে প্রেমসাগরে ডুব দিতে পার্‌বে। তোমার সদাগর দেশান্তর হলেন, এখন আমার জগদম্বার যা হয় একটা হলেই, নির্ভয়ে তোমার যৌবন-নৌকার দাঁড়ী হই। (জগদম্বার কাছে হামাগুড়ি দিয়া গিয়া)

মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল ॥

জগ। (ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া) জগদম্বা থাকতে আমার কপালে সুখ হবে না।

জল। বাবা, এক ধাক্কা গেল। মালতি, আমি তোমার লড়ায়ে ম্যাড়া, যদি অনুমতি দাও, এক ঢুঁতে জগদম্বারে জলসই করি। আহা! তুমি হস্তগত হয়েছ, আর আমারে কে পায়। জগদম্বাকে বিয়ে করে এনিচি, একেবারে বৈতরণী পার কত্তে পার্‌ব না, কিন্তু তার বেঁচে মরা, তোমার মল দাখিল্ কর্‌বের দাসী হয়ে থাকতে হবে।

জগ। যদি জগদম্বা আমার কথা না শোনে।

জল। না শোনেন, সাঁড়াসী দিয়ে একটী একটী কাঁচা চুল তুলব।

—আহা! জগদম্বা আবার সেই মুল-দাঁতে মিসি দেন, লোকে জিজ্ঞাসা কল্লে বলেন, দাঁতের শূলুনী হয়েচে।

জগ। জগদম্বা মলে তুমি কি কর?

জল। একতাল গোবর এনে মুখের একটা ছাপ তুলে নিই;—এমন কোঠর চক্ষু, অমন মণিপুরি নাক, অমন হাব্‌সির অধর, অমন মুল-দন্ত, জগদম্বা মলে আর নয়নগোচর হবে না। সুতরাং একখান ছাপ রাখা কর্ত্তব্য।

জগ। জগদম্বা যদি বেরিয়ে যায়?

জল। কি নিয়ে বেরিয়ে যাবেন, সে দিকে তোপ পড়ে পড়ে হয়েচ, তাতে আবার বার-মাস দশ-মাস পেট, লোকে দেখ্‌লে বলে নকুল সহদেবের জন্ম হবে।—মালতি, তুমি আমার মন্দোদরী, এস আমোদ করি, সে সূর্পণখার কথা ছেড়ে দাও।

জগ। তবে তুমি কি তার ভাই?

জল। এক সম্পর্কে বটে।

জগ। তুমি তার কেমন ভাই?

জল। আমি তার ছি-ভাই; এ দেশে এমন মাগ নেই, যে সময়-বিশেষে স্বামীকে ছি ভাই বলে না।—মালতি, আমি প্রেমের পাঠশালায় ক, খ, লিখি, আমি জানি নে, ঘোমটা আমায় খুল্‌তে হবে, কি তুমি আপনি খুল্‌বে।

জগ। ঘোমটা খুল্‌বের সময় হলে আমি আপনিই খুলব। তোমার কথা শুনে আমার অঙ্গ শীতল হয়ে যাচ্চে।

জল। আমার আর কোন গুণ থাক্, আর না থাক্ রসিকতাটী খুব আছে, মেয়ে মানুষকে কথায় তুষ্ট কত্তে পারি।

জগ। তবে গুণী দেশ মাতায় করেছিল কেন?

জল। তার কারণ ছিল;—তখন আমি জান্‌তাম, মুখ ফুটে বলতে পার্‌লেই মেয়ে মানুষে নিরাশ করে না। আমি আগে কিছু সূত্রপাত না করে, গুণীকে একটা তামাসা করেছিলাম; ছেলে মানুষ, তামাসা বুঝ্‌তে পারে নি, হিতে বিপরীত করে ফেল্লে।

জগ। তুমি যথার্থ বল, তারে কি বলেছিলে।

জল। মালতি, তোমার কাছে মিথ্যা বল্লে চোদ্দ পুরুষ নরকে যায়। আমি ভাল মন্দ কিছুই বলি নি। এই বাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেম,'ওগো, তোমার স্বামী দেশে নাই, কোকিলের ডাক কেমন লাগে?' ছোট লোকের মেয়ে, এই কথাতেই কেঁদে ফেল্লে। ছোট লোকের ঘরে সতী থাকে, তা কি আমি জানি? তা হলে কি এমন কথা বলি? এমনই বা কি বলিচি, হেসে উড়িয়ে দিলে ত দিতে পাত্ত।

জগ। তোমার জগদম্বা সতী কেমন?

জল। যার সিন্দুকে টাকা নাই, তার চোরের ভয় কি? সে সিন্দুক খুলে শুতে পারে। কিন্তু তা বলে তাকে সাহসী বলা যায় না। জগদম্বার আসবাবের মধ্যে মূল-দাঁত, আর মনিপুরি নাক; তাই রক্ষা কচ্চেন বলেই তাঁকে সতী বল্‌তে পারি নে। তাঁর মনের ভিতর কি আছে তা জগদম্বাই জানেন। যদি যেমনি তেমনি পুরুষ লাগে, তবে স্ত্রীলোকের সতীত্ব ক দিন রক্ষা হয়? তোমায় দিয়েই কেন দেখ না।

জগ। জগদম্বার উপর তোমার কখন সন্দ হয়েছিল?

জল। আমি এক-গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি, কখন হয় নি।—জগদম্বার সতীত্ব মাণিক, তাঁর রূপের গড়ে আটক আছে; যদি কেহ অগ্রসর হয়, গড়ের দ্বারে দুটী মত্ত হস্তী দেখে ফিরে আসে।

জগ। হাতী এলো কোথা হতে?

জল। বাছার দুই পায়েতে দুটী গোদ।

জগ। (ঘোমটা খুলিয়া) তবে রে আঁটকুড়ীর ব্যাটা, এমনি উন্মত্ত হয়েচ, মাগকে বাছা বলচ, তোমার আদ্ হাত দড়ী যোড়ে না, যে গলায় দাও?

জল। ওমা তুমি! ওমা তুমি! সর্ব্বনাশ করিচি, কেউটে সাপের ল্যাজ মাড়িয়ে ধরিচি। জগদম্বা, রাগ করো না, আমি তোমা বই আর জানিনে—

জগ। (ঝাঁটা প্রহার করিতে করিতে) গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও। এমন পোড়া কপাল করেছিলেম, এমন পোড়ার দশা আমার; আমায় কেন হুন খাইয়ে মারে নি। আমার আপনার

ভাতারের মুখে এমন ব্যাখ্যানা; আমি আজ গলায় দড়ী দিয়ে মরব, আমি আজ জলে ঝাঁপ দেব; তোর সংসার নিয়ে তুই থাক। (ক্রন্দন) আমার সাত জন্ম অধর্ম্ম ছিল, তাই তোর হাতে পড়েছিলেম।

জল। জগদম্বা, তুমি বই আর আমার কেউ নাই, তুমি রাগ করো না, আমি তামাসা করে বলিচি।

জগ। তুমি আর জালান জালিও না, তোমার আর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিতে হবে না। আমি মরি ওঁয়ার জন্যে,উনি আমার মুখের ছাপ নেন, উনি সাঁড়াসী দিয়ে আমার মূল-দাঁত তোলেন। সর্ব্বনাশীর ব্যাটা,—রাগেতে গা কাঁপচে।

জল। আমার কিছু দোষ নাই।

জগ। আবার ঐ মুখে কথা কচ্চিস; ঝ্যাঁটা গাছটা গেল কোথায়, আর একবার ভূত-ঝাড়ান ঝাড়িয়ে দিই। (ঝ্যাঁটা গ্রহণ)।

জল। জগদম্বা, আমি তোমারে খুব ভালবাসি—

জগ। তোর মুখে ছাই, তোর সর্ব্বনাশ হক, দূর হ এথান হতে (ঝাঁটার আঘাত দ্বারা জলধরকে ফেলিয়া দেওন)। তোর হাতে পড়ে এক দিনের তরে সুখী হলেম না। আমি মরি পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে, উনি তাদের কাছে আমার এমনি নিন্দে করে বেড়ান; ছিক্ লো ছি!—"ভাত দেবার ভাতার নন, নাক কাটবার গোসাঁই"। আমার বারমাস দশ-মাস পেট, আ মর।

জল। (গাত্রোত্থান করিয়া) জগদম্বা, আমি তোমার মাতায় হাত দিয়ে দিব্বি করচি, আর কখন কোন দোষ হবে না—(হস্ত বিস্তার করিয়া) আমি শপথ করে বল্‌চি—

জগ। (জলধরের হস্তে ধাক্কা দিয়া) আমি মালতীর দাসী, আমার মাতায় হাত দিয়ে দিব্বি কল্লে তোমার মালতী রাগ কর্‌বে।

জল। জগদম্বা, আমাকে মাপ কর, তুমি যা বলবে, আমি তাই কর্‌ব। আমি এই নাকে খত দিচ্চি।

[নাকে খত দেওন।

জগ। আচ্ছা, মালতী আর মল্লিকেকে মা বলে ডাক্।

জল। হ্যাঁ, তা তুমি বল্লিই হলো।

জগ। আমাকে তুমি বাছা বলেচ, আমার মা বলায় তোমার সম্পর্ক বাদ্‌বে না; বল, মালতী আমার মা, মল্লিকে আমার মা।

জল। মালতী তোমার মা, মল্লিকে তোমার মা।

জগ। সর্ব্বনাশীর ব্যাটা আমার রাগ বাড়াতে লাগ্‌লো, মা বল্‌বি ত বল্, নইলে মুড়ো ঝ্যাঁটা গালে পুরে দেব।

জল। জগদম্বা, যা হক্, একরকম চুকে বুকে গেল, এখন আর দিন দুই যাক্, তার পর যা হয় তা করা যাবে।

জগ। আমার পোড়া কপাল পুড়েচে, আমি তোমারে আর কিছু বল্‌ব না, আমি আত্মহত্যা কর্‌ব। (গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে) আমারে সদাই জ্বালায়, সদাই জ্বালায়, সদাই জ্বালায়।

জল। জগদম্বা, রাগ করো না, বলি।

জগ। আচ্ছা, বল।

জল। দুজনকেই বল্‌তে হবে? আজ্ একজনকে বলি, কাল একজনকে বল্‌বো।

জগ। (গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে) আমার এই ছিল কপালে, এই ছিল কপালে, এই ছিল কপালে।

জল। বলি—আজ্ মল্লিকেকে বলি, কাল মালতীকে বল্‌ব।

জগ। আমি রাঁড় হয়েচি, আমার শাড়ী-পরা ঘুচে গেচে, আমি একাদশী কচ্চি, হাতে আর গহনা রেখিচি কেন? (হাতের পৈঁচে, বাউটি, তাবিজ, খুলে জলধরের গায় ফেলিয়া) এই ন্যাও, এই ন্যাও, এই ন্যাও।

জল। বলি—কি, কি বল্‌তে হবে?

জগ। বল, মল্লিকে আমার মা, মালতী আমার মা।

জল। মল্লিকে আমার মা, মালতী আমার—তাই রে নারে, নাই রে নারে না।

জগ। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেচে, (ঝ্যাঁটার আঘাতের দ্বারা

জলধরকে ফেলাইয়া) থাক্ তোর মালতীকে নিয়ে, আমি এখনি মর্‌ব।

[বেগে প্রস্থান।

জল। (গাত্রোত্থান করিয়া) এটা ঝকুমারির মাসুল।—কিসে কি হল, কিছুই জাস্তে পাল্লেম না; যা হক্, আর দুই এক দিন না দেখে, সম্পর্ক বিরুদ্ধ করা উচিত নয়।

যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে;
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে?
তুফানে পতিত্র কিন্তু ছাড়িব না হাল;
আজিকে বিফল হল, হতে পারে কাল।

(নেপথ্যে। তোমার নাক কাটি্‌ব, কাণ কাট্‌ব, তোমার মাদা পেটা জলধরকে বলি দেব, তার পর ঘরে দ্বারে আগুন দিয়ে গলায় দড়ী দেব।)

জগদম্বার পুনঃপ্রবেশ।

জগ। সর্ব্বনাশ হল, সর্ব্বনাশ হল, সদাগর আসচে, তুমি এ দিকে এস, আমার বড় ভয় কচ্চে।

জল। (কাপড় পরিতে পরিতে) তোমার ভয় কচ্চে; আমার হাত পা পেটের ভিতর গিয়েচে, আমি পুকুরের জলে ডুবে থাকি গে।

জগ। পর পুরুষের কাছে রেখে যেও না;—যাও বে! যাও বে! লোকে প্রাণ দিয়ে মাগ রক্ষা করে।

জল। জগদম্বা, আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।

[বেগে প্রস্থান।

রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। ওরে মালতী, এই তোমার সতীত্ব, এই তোমার ভাল-বাসা!—তোমার দোষ কি, তোমার জেতের স্বধর্ম্ম; তোমরা দাঁড়ে বস, ছোলা খাও, রাধাকৃষ্ণ বল, আবার মধ্যে মধ্যে শিকল কাট। তুমি যে নেমোকহারামি করেচ, একটী লাটীতে মাতাটী দোফাক করে ফেলি—

জগ। আমি জগদম্বা, আমি জগদম্বা। (ঘোমটা-মোচন)।

রতি। রাম! রাম! রাম! (জগদম্বার পদদ্বয় দর্শন করিয়া) না পেত্নী, না, জগদম্বাই বটে।—মল্লিকে আমাকে যথার্থই ক্ষেপায়; আমায় বলে দিলে মালতী এ খানে এসেচে; আমিও তেমনি ক্যাগ-পাতলা, বাড়ী না দেখে ওমনি চলে এলেম।

[রতিকান্তের প্রস্থান।

জগ। একেই বলে চোরের উপর বাট্‌পাড়ি। ভাগ্যি পালাই নি, তা হলেই দৌড়ে গিয়ে লাটী মার্‌ত, আর ক্যাঁক করে প্রাণটা বেরিয়ে যেত।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যাভূষণের খিড়কির সরোবর।

তপস্বিনীর বেশে কামিনীর প্রবেশ।

কামি। এইরূপেই পাগল হয়। রাজরাণীর বেশ করে দেখ্‌লেম, তা আমায় কিছুমাত্র সাজে না, পরে কত যত্নে এই তপস্বিনীর বেশ ধারণ কল্লেম; আহা! এ পবিত্র বেশে আমায় কেমন দেখাচ্চে, আমি আপনার বেশে আপনি মোহিত হচ্চি। আহা! সেই নবীন-তাপস-জননী দিবা-যামিনী কেবল জগদীশ্বরের ধ্যান করেন; আমি এই উচ্চ আল্‌সের উপর বসে, সেই দুঃখিনী তপস্বিনীর ন্যায়, একবার নির্ম্মলচিত্তে চিন্তামণির ধ্যান করি। (আল্‌সের উপর উপবেশনান্তর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)।

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজ। (স্বগত) কি মনোহর রূপ! কি অপূর্ব্ব শোভা! তৃষিত নয়ন, জীবন সার্থক কর, বড় ব্যাকুল হয়েছিলে। আহা! প্রাণ আমার আর ভিতরে থাক্‌তে পারে না, দ্বার মোচন কর বলিয়া, বক্ষে সজোরে প্রহার কচ্চে। প্রাণ, সেই খান হতেই দর্শন কর, সেই খান হতেই পরিতৃপ্ত হও। কামিনী তপস্বিনীর বেশ ধারণ করেচেন; কামিনী পদচুম্বিত কেশে জটা

নির্ম্মাণ করেচেন; কামিনী পিঙ্গল বস্ত্রে গাছের বাকল প্রস্তুত করেচেন; ঘাটের আল্‌সে কামিনীর বেদি হয়েচে। আহা! এ বেশে কামিনীর লোকাতীত রূপ-লাবণ্য কি রমণীয় হয়েচে! রাজার উদ্যানে কামিনীকে যেরূপ দেখেছিলেম, তার শতগুণে সুন্দরী দেখিতেছি। আহা! কামিনী যেন স্বয়ং আরাধনা মূর্ত্তিমতী হয়েচেন। কামিনীর এ ভাবের ভাব কি? সেই গোলাপটী কামিনী কেশের উপর রেখেচেন। আমি এই কামিনী-ঝাড়ের অন্তরালে দাঁড়ায়ে কামিনীকে দর্শন করি, ভাবগতিকে ভাব বুঝতে পার্‌ব। (কামিনী-ঝাড়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান)।

কামি। আহা! তপস্বিনী, সেই দুঃখিনী তপস্বিনী, দিনযামিনী এইরূপ ধ্যানে রত থাকেন; আহা! তাঁর মন সতত শান্তি সলিলে ভাসুতে থাকে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) জগদীশ্বর!—রে অবোধ হৃদয়! রে ক্ষিপ্ত মন! রে পাগল প্রাণ! কার জন্য ব্যাকুল হতেছ? মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করে দেবতাকে বাঞ্ছা করা পরিতাপের কারণ। এমত অসঙ্গত আশা কখন করো না। তিনি মনুষ্য নন। জননী দেখিবামাত্র বলেচেন, তিনি ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করে তপস্বিবেশে ভ্রমণ করিতেছেন। আমি সেই সময় একবার তাঁর মুখমণ্ডল দেখিতে ইচ্ছা করলেম, লজ্জায় মুখ উঠ্‌ল না। হে গোলাপ,—(মস্তক হইতে গোলাপ ফুল গ্রহণ)—তোমায় কে চয়ন করেচে? তোমায় কে হাতে করে আমায় দিতে এসেছিল? তুমি তাঁর করকমল স্পর্শ করেচ। আহা! তুমি যখন সেই পদ্মহস্তে অবস্থান করিতেছিলে, আমি দেখ্‌লেম, গোলাপে গোলাপ বিরাজ কচ্চে। গোলাপ, তুমি মলিন হচ্চ কেন? তুমিও কি সেই তেজঃপুঞ্জ তাপসকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়েচ? তোমার প্রাণও কি তিনি অপহরণ করে গিয়েচেন? তোমার মনও কি কাননে কাননে তাঁর অন্বেষণ করে বেড়াচ্চে? তোমার চিত্তও কি সেই দুঃখিনী তপস্বিনীকে মা বলে ডাক্‌তে ব্যগ্র হয়েচে? নতুবা তুমি সেই দেবাত্মাকে দর্শনাবধি এই অভাগিনীর ন্যায় শুষ্ক হচ্চ কেন? গোলাপ, তোমার আশা নীতিবিরুদ্ধ নয়, ফুলের দ্বারাই দেবারাধনা হয়; আমার আশা বিপর্য্যয়।

বিজ। (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দর্শন করিতেছি, না কামিনীর অমৃত-বচনে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত করিতেছি। কামিনীর চিত্ত কি সরল, কামিনীর স্বভাব কি উদার, কামিনীর প্রণয় কি পবিত্র;—কোথায় রাজরাণী, কোথায় তপস্বিনী; কোথায় স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন, কোথায় পর্ণ-কুটীরে বাস; কোথায় সম্ভ্রান্ত মহিলামণ্ডলীর উপর আধিপত্য, কোথায় দুঃখিনী তপস্বিনীর সেবিকা।—মন, স্থির হও, বীণাপাণি আবার বীণায় হস্ত দান করেছেন।

কামি। গোলাপ, তুমি আমার মনোরঞ্জন, তোমায় দেখিলে আমি চরিতার্থ হই; তোমায় দিয়ে আমি মানস-মন্দিরে নবীন জটাধারীর পূজা করি, তিনি প্রসন্ন হয়ে অধীনীকে দেখা দেবেন। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফুলপ্রদান)। কই গোলাপ, দেবতা প্রসন্ন হলেন না, আর কোন্ ফুল দিয়ে তাঁর অর্চ্চনা করি?

কে তোষে কুসুম-কুলে তপস্বীর মন?

বিজয়। (প্রকাশ্যে)

কামিনী, কামিনী-ফুল তপস্বি-রমণ।

কামি। (লজ্জায় নম্রমুখী)।

বিজয়। কামিনি, তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করে অবধি আমি পাগলের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিলাম। অন্যমনা হয়ে ভাবিতেছিলাম, কি প্রকারে আর একবার তোমার মুখ-কমল নয়নগোচর করবো। কামিনি, একাগ্র-চিত্তে আশা করিলেই আশার সুসার হয়।

কামি। এ আমাদের খিড়কির সরোবর, আপনি এখানে এলেন কেমন করে?

বিজয়। বিধুমুখি, তোমার জননী আমাকে আস্‌তে বলেছিলেন; তিনি আমারি মার দুঃখের কাহিনী শুনিবার জন্যেই আমাকে আস্‌তে বলে ছিলেন। আমি সেই কাহিনী বল্‌তে যত হক না হক তোমার মুখ-কমলিনী দেখ্‌তে তোমাদের ভবনে আস্‌তেছিলেম। বাটীর অনতিদূরে শ্রবণ কর্‌লেম, তোমার জননী ও আর আর সকলে রাজবাটী গমন

করেচেন ; শুনে একেবারে হতাশ হলেম ; ইতিমধ্যে জান্‌তে পার্‌লেম, তোমার শরীর অসুস্থ, তুমি বাটীতে আছ ; আরও জান্‌লেম, পদ্মিনীনাথ যখন পদ্মিনীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময় তুমি এই সরোবরতীরে ভ্রমণ করে বেড়াও, এইজন্যেই আমি এখানে আগমন করিচি।

কামি। এ যে আমাদের থিড়্‌কির পুকুর ; এ বাগানে ত কখন পুরুষ আসে না ; আপনাকে এখানে দেখে আমার গা কাঁপ্‌চে।

বিজয়। কামিনি, গা কাঁপ্‌বার কোন কারণ নাই ; তপস্বীরা বনবাসী, বনচর নয়, তারা অপদেবতাও নয়, দেবতাও নয়।

কামি। হে জটাধারী, সে বিবেচনায় আমার কলেবর কম্পিত হচ্চে না। এখানে পাছে আপনাকে দেখে কেহ কুবচন বলে।

বিজয়। কামিনী, যে যা বলুক, বিচার করে বল্‌বে ; আমি রাজরাণীর কাছেও আসি নি, রাজকন্যার কাছেও আসি নি ; কোন গৃহস্থ অবলার নিকটেও আসি নি ; আমি আমার সহধর্ম্মিণী নবীন তপস্বিনীর নিকট এসেচি।

কামি। (স্বগত) কি লজ্জা ! (অবনতমুখী)।

বিজয়। হে তপস্বিনি, যদ্যপি চঞ্চল তাপস আপনার কোন অসম্মান করে থাকে, আপনার ধর্ম্ম বিবেচনা করে ক্ষমা করুন।

কামি। তাপসদিগের মন সরলতা-পূর্ণ ; তাঁরা কখন কাহারো অসম্মান করেন না।

বিজয়। কামিনী, আমি তোমার চিত্তের ভাব অবগত হইচি ; আমার অন্তঃকরণের কথা শ্রবণ কর ;—তোমার মধুর স্বভাবে, তোমার সুশীলতায়, তোমার অকৃত্রিম প্রণয়ে, তোমার অলৌকিক সৌন্দর্য্য, আমার মন মোহিত হয়েচে ; আমার তীর্থ-পর্য্যটন-কল্পনা দূরীভূত হয়েচে ; আমার মন সংসারাশ্রম-সুখ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছে। আমি স্থির করিচি, যদি তুমি আমার জীবন পবিত্র কর, তবে আমি তপস্বীর আচার পরিহার করি, এবং আশ্রমবাসী হই। কামিনি, জগদীশ্বরের আরাধনা সকল স্থানেই সমান সম্পাদন হয় ; ভ্রমবশতঃ লোকে বলে, সংসারে

থেকে জগদীশ্বরের আরাধনা হয় না। কামিনি, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী হলে ধর্ম্মপ্রতিপালনের সহায়তা ব্যতীত ব্যাঘাত জন্মায় না।

কামি। হে তাপস, আমরা অবলা; অবলার প্রাণ অতি কোমল; আনন্দে অবলার মন একেবারে প্রফুল্ল হয়, নিরানন্দে একেবারে অধঃপতিত হয়। আপনার অদর্শনে আমি উন্মাদিনী হয়েছিলেম, আপনার প্রসঙ্গে যদি কোন অসঙ্গত কথা বলে থাকি, মার্জ্জনা কর্‌বেন। আমি তপস্বিনীর বেশে ধরা পড়িচি; আমার মনের ভাব অব্যক্ত নাই; অধীনীর বাসনানুসারে আপনার কর্ম্ম কত্তে হবে না; দাসীর মতামত কি, প্রভুর সুখেই সুখী, প্রভুর দুঃখেই দুঃখী; আপনি যখন তপস্বী, আমি তখন তপস্বিনী; আপনি যখন সন্ন্যাসী, আমি তখন সন্ন্যাসিনী; আপনি যখন গৃহী, আমি তখন গৃহিণী; আপনি যখন রাজা, আমি তখন রাণী।

বিজয়। সুমধুর বচনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হল। কামিনি, তোমার অধরদর্শনাবধি অধীর হয়েছিলেম।

কামি। প্রাণবল্লভ—হে তাপস, আমি আপনার জননীকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইচি, আমি আপনার বাম পার্শ্বে দাঁড়ায়ে, তাঁকে একবার মা বলে ডাকি আমার বড় ইচ্ছে। প্রাণনাথ, তোমার নিকটে জননী তাঁর দুঃখের কথা বলেন না; তুমি পুরুষ, তা শুন্‌তেও ব্যগ্র হও না; আমি তাঁর মনের কথা বার্ করে নিতে পার্‌ব।

বিজয়। প্রাণেশ্বরি, জননী তোমাকে দেখ্‌লে আনন্দিত হবেন, তোমার কাছে তিনি কোন কথাই গোপন রাখ্‌বেন না। প্রাণাধিকে, এখন কি প্রকারে আমরা প্রকাশ্য পরিণয়ের উপায় করি। জননী আমার তোমার স্বভাব চরিত্রের কথা শুন্‌লে পরম সুখী হবেন, তিনি কখন অমত কর্‌বেন না। এখন, তোমার মাতা পিতা কোন আপত্তি না করেন, তা হলেই সর্ব্বপ্রকারে সুখী হই।

কামি। হৃদয়বল্লভ, আমি যখন সে ভাবনা করি, তখন আমার আত্মা-পুরুষ উড়ে যায়। জননী আমার অতি বুদ্ধিমতী, তাঁর উদার

স্বভাব; তিনি ঐহিকের সুখ অপেক্ষা পরকালের সুখ বাঞ্ছা করেন; তিনি শারীরিক সুখ অপেক্ষা মানসিক সুখ অনুসন্ধান করেন। আমার মত জান্‌তে পার্‌লে, তিনি কখন অমত করবেন না। কিন্তু পিতা আমার ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ; আমাকে মহারাজকে দান করে রাজার শ্বশুর হবেন, এই আশাতেই আহ্লাদিত হয়ে রয়েচেন; এ সংবাদ শুন্‌লে আত্মহত্যা করেন, কি, কি করেন, আমি তাই ভেবে কাতর হচ্চি।

বিজয়। বিধুবদনি, আমি পাছে তোমার পিতার মনোদুঃখের কারণ হই।

কামি। পিতা মায়ের কথা কখন কাটেন না; বোধ করি, মা বিশেষ করে অনুরোধ কর্‌লে, অমত করবেন না।—সে যা হয়, পরে হবে, প্রাণবল্লভ, তোমার হস্তে প্রাণ সমর্পণ কর্‌লেম, তুমি যেন কখন দাসীকে চরণ-ছাড়া করো না।

বিজয়। পঙ্কজনয়নে, আমার বড় ভয়, পাছে আমা হতে তোমার সরল মনে কোন ব্যথা জন্মে।

কামি। প্রাণবল্লভ, জননী বুঝি এসেচেন, আমায় বাড়ীর ভিতরে না দেখ্‌তে পেলে এই দিকে আস্‌বেন।

বিজয়। আদরিণি, আমি তোমার কাছে বসে সব ভুলে গিইচি; আমি কেবল অনিমিষলোচনে ঐ মুখচন্দ্র দেখ্‌তেছি; কিন্তু আমার এক্ষণে বিদায় লওয়াই বিধি; এই অঙ্গুরী তোমার অঙ্গুলীতে দিয়ে যাই। (অঙ্গুরীয়-দান)

কামি। তোমার মা আস্‌তে বলেছিলেন।

বিজয়। কামিনি, সে কথা তোমার মনে করে দিতে হবে না, সে কথা আমার মনে গাঁথা রয়েচে; আমি কাল্ আবার আস্‌ব;—তবে যাই।

কামি। "যাই" অপেক্ষা "আসি" শুনতে বেশ।

বিজয়। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) তবে আসি। (কিঞ্চিৎ গমন) প্রাণাধিকে, একটী কথা জিজ্ঞাসা করে যাই, কাল্ কখন্ আস্‌ব?

কামি। কাল্ বিকালে এসো।—জননী বুঝি আস্‌চেন—

বিজয়। আমিও চল্লেম, প্রেয়সি, সুধা ফেলে যেতে পারি নে। শশিমুখি, প্রাণ রইল প্রাণের কাছে।

[প্রস্থান।

কামি। প্রাণনাথ বাগানের বাগানের বার হন নাই, মন এর মধ্যে এত ব্যাকুল, এখন সমস্ত রাত্রি যাবে, কাল্ সমস্ত দিন যাবে, তবে প্রাণনাথের দেখা পাব। জননী শুনে কি বল্‌বেন তাই ভাব্‌চি; জগদীশ্বর বিপদ্ উদ্ধারের কর্ত্তা।

[কিঞ্চিৎ গমন।

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। হঁা মা কামিনি, সন্ধ্যাকালে একাকিনী পুকুরের ধারে বেড়াচ্চ? একে এই গাটা কেমন কেমন করেচে।—ওমা! এ কি বেশ হয়েচে! অবাক!

[সলাজে কামিনীর প্রস্থান।

আমি যা ভেবেছিলাম তাই। আমি মল্লিকে মালতীকে তখন বলিচি, বিজয় কামিনীর শুভদৃষ্টি হয়েচে, পরস্পরের মনে প্রণয়ের সঞ্চার হয়েচে। না হবে কেন? অমন নবীন অপরূপ রূপ দেখ্‌লে, কার মন না মোহিত হয়? বাছার যেমন বর্ণ, তেমনি গঠন, কথাগুলিন মধুমাখা। শত্রুমুখে ছাই দিয়ে আমার কামিনীরও মুনিমনোহর রূপ। যদি আমার অনুধাবন যথার্থ হয়, তবে বিজয় কামিনীর বিয়ে দেব কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না; পৃথিবী শুদ্ধ লোক এক দিকে, আর আমি একা এক দিকে। কামিনী লজ্জায় কারো কাছে কিছুই বলে না; আমি আপনিই জিজ্ঞাসা কর্‌ব।—আমার কামিনী রাজরাণী না হয়ে তপস্বিনী হবে? তা মনে কল্লে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়। তপস্বী কি আশ্রমবাসী হবেন না.. আমি কি তাঁর জননীর মত্ কত্তে পার্‌ব না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রতিকান্তের শয়নঘর।

মালতী ও মল্লিকার প্রবেশ।

মাল। তুই ভাই, ভিতরে ভিতরে এমন রঙ্গ করিচিস; কিন্তু, ভাই, একটা কাটাকাটি না হয়ে যে অম্‌নি অম্‌নি গেচে, সুখের বিষয়। উনি যে রাগী, জগদম্বা যে আস্ত মাতা নিয়ে গেচে, তার বাপের ভাগ্‌গি।

মল্লি। মাগী যে গালাগালি দেয়, ভাব্‌লেম, এই যাত্রায় কিছু হয়ে যায় নাক্।

মাল। আমি ওঁরে আজ্ সব খুলে বলি; এর একটা প্রতীকার করুন। জানি কি ভাই, মেয়ে মানুষের চরিত্র চীনের কাগচ, জলের ছিটেয় গলে যায়; কোন্ দিন কে কি রটিয়ে দেবে।

মল্লি। তা হলে আমোদ বন্ধ হয়।

মাল। ভাই, গৃহস্থের মেয়েদের এই আমোদে আপদ্ বটে।

মল্লি। বোধ হয়, এ ঝাঁটার পর আর আস্‌বে না।

মাল। পাগলের কি জ্ঞান জন্মায়? রাজমন্ত্রী বটে, কিন্তু এক কড়ার বুদ্ধি নাই। পোড়ার-মুখ মিন্‌ষে ভাবে, উনি রাজি হলেই অর্দ্ধেক কর্ম্ম গোচান।

রতিকান্তের প্রবেশ।

মল্লি। সদাগর মহাশয়, জগদম্বা আপনাকে ডেকেচে।

রতি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) শনিবারের আর চারি দিন আছে।

মাল। কেন নাথ, তোমায় এমন দেকুচি কেন? তুমি মল্লিকের কথায় উত্তর দিলে না; তোমার বিরস বদন হয়েচে; আমি কি কোন অপরাধ করিচি?

রতি। মালতি, তুমি সহস্র অপরাধ করিলেও আমার বিরস বদন হয় না। যাতে আমি নিরানন্দ হইচি, তা এতেই প্রকাশ হবে (পত্রদান)।

মাল। এ যে রাজার মোহর, রাজার স্বাক্ষর।

মল্লি। দেখি দেখি,—(পত্র-গ্রহণ)—বস্ ভাই,আমি পড়ি—(পত্র-পাঠ)

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরতিকান্ত সদাগর

কুশলালয়েষু

যেহেতু অপ্রকাশ নাই, যে মহারাজ রমণীমোহন রাজকার্য্য পরিহার-পুরঃসর সতত নির্জ্জনে ক্ষিপ্তের ন্যায় রোদন করেন। রাজ-কবিরাজ দক্ষিণ-রায় ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, আরব-দেশোদ্ভব "হেঁদোল কুঁৎকুঁতে"র বাচ্ছার তৈল সেবন করিলে, মহারাজের রোগের প্রতীকার হইতে পারে। অপ্রকাশ নাই যে, আরব দেশ ভিন্ন অন্য স্থানে হেঁদোল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা পাওয়া যায় না। অতএব তোমাকে লেখা যায়, এই অনুমতি-পত্র প্রাপ্তিমাত্র তুমি আরব দেশে গমন করিবে; আর যত দিন হেঁদোল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা না প্রাপ্ত হও, তত দিন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবে না। আগামী শনিবারে সূর্য্যাস্তের পর তোমাকে এ নগরে যদি কেহ দেখিতে পায়, তোমাকে রাজ-বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা যাইবে ইতি।

যদি এ স্বাক্ষর মহারাজের হয়, তবে তিনি যথার্থই ক্ষিপ্ত হয়েচেন।

রতি। আমার বিরস বদনের কারণ শুন্‌লে। মালতি, আমি তোমায় ছেড়ে কেমন করে এত দিনের পথ যাব, আর ফিরি কি না সন্দেহ। হেঁদোল কুঁৎকুঁতের নাম শুনি নি, হেঁদল কুঁৎকুঁতে কোথায় পাব; আমার সর্ব্বনাশের জন্যেই হেঁদল কুঁৎকুঁতের নাম হয়েছে।

মল্লি। আমি হেঁদোল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা দেখিনি কিন্তু ধাড়ী দেখিচি; যদি বল, আমি ধাড়ী হেঁদোল কুঁৎকুঁতে ধরে দিতে পারি।

রতি। মল্লিকে, এ কি তামাসার সময়; কারো সর্ব্বনাশ, কারো পরিহাস। যার নাম কেহ শুনে নি, তুমি তার ধাড়ী ধরে দিতে পার।

মল্লি। যথার্থ বলচি, আমি হেঁদোল কুঁৎকুঁতে দেখিচি; হেঁদোল কুঁৎকুঁতের উপদ্রবে পাড়ার মেয়েরা ঘাটে যেতে পারে না।

মাল। মল্লিকে যা বল্‌চে মিথ্যে নয়।

রতি। তুমিও বিদ্রূপ কত্তে লাগ্‌লে।

মাল। আমি যখন তোমার দুঃখে আমোদ কচ্চি, তখন অবশ্যই কোন কারণ থাকবে।

মল্লি। সদাগর মহাশয়, আমার কাছে নিগূঢ় কথা শুনুন।—মন্ত্রী জলধর ঘাটের পথে আমাদের ত্যক্ত করেন, আমাদের দেখে হাসেন, গান করেন,কবিতা আওড়ান; আমরা তাঁকে জব্দ কর্‌বের জন্যে মিছি মিছি রাজি হয়ে, তাঁর বৈটকখানায় যেতে স্বীকার করেছিলেম; তার পর জগদম্বাকে আমাদের বদলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম; তার পর যা, তা তুমি জান। এক্ষণে মন্ত্রিমহাশয় তোমাকে কোন রকমে বিদেশে পাঠায়ে দিয়ে, মালতীর উপর উপদ্রব কর্‌বেন। রাজা মনস্তাপে অধীর হয়েচেন, যে যা লয়ে যায়, তাই স্বাক্ষর করেন। এ অনুমতি-পত্র মন্ত্রী করেচে, রাজা কিছু জানেন না।

রতি। বটে বটে, আমি এখনি সেই নাদাপেটার মাতা কাট্‌ব, না হয় তাতে মহারাজ প্রাণদণ্ড কর্‌বেন।

মাল। তুমি এমন উতলা হলে, হিতে বিপরীত হয়ে উঠবে। আমরা যা বলি, তাই কর; রবিবারে রাজাজ্ঞাও পালন হবে মন্ত্রীও শাসিত হবে।

রতি। মালতি মল্লিকে মিলে আকাশের চাঁদ ধত্তে পারে, হোঁদোল কুঁৎকুঁতে ধর্‌বে, আশ্চর্য্য কি; কিন্তু দেখ যেন কেহ আমার মস্তকে হস্তক্ষেপ না করে।

মল্লি। তোমার কোন ভয় নাই; তুমি একখানি লোহার খাঁচা প্রস্তুত করো, আর সব আমরা করব।

মাল। খাঁচার দ্বারটি খুব বড় হয়, যেন মানুষ অক্লেশে যেতে আস্‌তে পারে।

রতি। বুঝিচি, বেশ পরামর্শ করেচ, আমি কালই খাঁচা এনে দেব; কিন্তু রবিবারে হোঁদোল কুঁৎকুঁতে না পেলে আমার নিস্তার নাই।

[প্রস্থান।

মাল। ওলো, রাজার বিয়ের কি হল?

মল্লি। কামিনী কাজ গুচিয়েচে, এখন যা করে জগদম্বা।

মাল। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, কামিনী যেমন মেয়ে, তপস্বী তেমনি পাত্র; আমার যদি মেয়ে থাক্‌ত, আমি বিজয়কে দান কত্তেম।

মল্লি। মেয়ে নাই, মেয়ের মাকে দান কর।

মাল। মল্লিকে, তুমিই না বলেছিলে, আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা যায়।

মল্লি। হ্যাঁ, তোমার গলা ধরে বল্‌তে গিয়েছিলেম।

মাল। সুরমার আর ছেলে পিলে নাই; বিজয় যদি এখানে ভরাভর দেয়, তা হলে বিয়ে দিলে ক্ষতি নাই।

মাল। সুরমার আর কেহ নাই, কাজেই জামাই ঘরে রাখ্‌তে হবে।

মল্লি। যা হক্‌, এখন দুই হাত এক হলে আমি বাঁচি, কামিনী মাগ্‌থেক ভাতারের হাত হতে রক্ষা পায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যাভূষণের বাটীর প্রাঙ্গণ।

বিদ্যাভূষণ এবং সুরমার প্রবেশ।

সুর। তোমার মত নিষ্ঠুর হৃদয় আর কারো নাই ; তোমারি মান বাড়্‌ল, মেয়ের কি সুখ হল ?

বিদ্যা। সুরমে, তুমি এমন বুদ্ধিমতী হয়ে এমন কথাটা বল্লে ; মেয়ের সুখের সীমা নাই। লোকে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে,—রাজ্যেশ্বরী হও, মুক্তার মালা গলায় দাও, পাটের শাড়ী পরিধান কর, পাঁচ জনকে প্রতিপালন কর ; যাহা উল্লেখ করে মেয়েরে লোকে আশীর্ব্বাদ করে, আমি কামিনীর জন্যে সেই সকল সংগ্রহ করিচি ; আরো মেয়ের সুখ হল না।

সুর। তোমায় আমি আর কত বুঝাব ; তোমার মত যার বয়েস, যে এমন জগদ্ধাত্রী বড় রাণী সত্বে আবার বিয়ে করেছিল, যে ভ্রমেও একবার বড় রাণীকে দেখ্‌ত না, যে অবশেষে স্ত্রীহত্যা পুত্রহত্যা করেচে, সে কি কখন আমার কামিনীকে সুখী কত্তে পারে ? তুমি ভট্টাচার্য্যব্রাহ্মণ, লোভেতে অন্ধ ; কিসে কি হয় কিছুই দেখ না ; রাজার নাম শুনেই উন্মত্ত হয়েচ ; আমার কামিনী গালার চুড়ি পরে মনের সুখে থাক্।

বিদ্যা। রাজা আর দুই বিয়ে কর্‌বেন না।

সুর। করুন আর না করুন, আমার কামিনীকে পাবেন না। তোমার এত ভাবনা কি ; যে বিষয় করেচ, দশটা সংসার প্রতিপালন হতে পারে। দশটা নয় পাঁচটা নয়, একটা মেয়ে, তাকে কি তুমি পুষতে পার্‌বে না ? একটী ভাল ছেলে দেখে কেন বিয়ে দিয়ে রাখ না ; তুমি তা কর্‌বে না। তা কল্লে যে আমি সুখী হব।

বিদ্যা। আচ্ছা, আচ্ছা, একটা কথা বল্‌ছিলাম কি,—রাজা অতিশয় ব্যগ্র হয়েছেন।

সুর। বড় রানীকে বিয়ে কর্‌বের সময়েও এমনি ব্যগ্র হয়েছিলেন। তুমি আর ও কথা কেন তোল; ছটো ছটো মেয়ে যে বয়ে খেয়েচে, মাওড়া মেয়ে নইলে, সে বরের বিয়ে হয় না।

বিদ্যা। আমাকে লোকে দেখ্‌লেই বলে, বিদ্যাভূষণের সার্থক জীবন, রাজশ্বশুর হলেন।

সুর। তুমি রাজবাড়ী যাচ্চ যাও; আমায় যদি অমন করে জ্বালাও, আমি এই দণ্ডে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী যাব। তারা আমাদের দুজনকে খেতে দিতে পার্‌বে; পেটে স্থান দিয়েচে, হাঁড়ীতেও স্থান দিতে পার্‌বে।

বিদ্যা। আমি চল্লেম তবে, মন্ত্রীকে বলি গে, ব্রাহ্মণীর মত হয় না; অন্য কোন মেয়ে এনে রাজমহিষী কর; মেয়ের অভাব কি, কত কত দেবকন্যা উপস্থিত আছে।

সুর। তুমি আমায় যেমন ত্যক্ত কচ্চ, তুমি দেখ্‌বে, তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ব না, বাদ কর্‌ব না, আমি সেই তপস্বীর সঙ্গে কামিনীর বিয়ে দেব।

বিদ্যা। না, না, সহসা সেটা করো না; সে তপস্বী নয়, তাকে আমি দেখিচি, সে হাবরেদের ছেলে। আমি আর কিছু বল্‌ব না, আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

সুর। লজ্জাবনতমুখী কামিনী আমায় স্পষ্ট কিছু বল্লেন না, কিন্তু আমি বাছার অন্তঃকরণের ভাব জান্‌তে পেরেচি। জগদীশ্বর! কামিনী আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র শশধর, তোমার কৃপায় কামিনী যেন যাবজ্জীবন সুখী হয়; বিজয় যেন আশ্রমবাসী হতে অমত্ না করেন।

কামিনীর প্রবেশ।

কামি। মা, আমি একটী কথা বলি; কথাটি শুন্‌বেন ত, রাগ কর্‌বেন না ত?

সুর। তোমার কোন্ কথায় আমি রাগ করেচি মা ?

কামি। মা, নাপ্‌তেদের শৈল বেলে পাতরে ভাত খায় ; আমি বলেছিলাম, শৈল, যদি ভাল পড়া বল্‌তে পার, তোমায় একখানি থাল দেব। মা, সেই দিন হতে সে এমন মন দিয়ে পড়্‌চে, দুই মাসের মধ্যে একখানি পুস্তক সায় করেচে। হাঁা মা, তাকে আমার ছোট থালাখানি দেব ?

সুর। হাঁ্যা মা কামিনি, এই কথার জন্যে তুমি এত ভীত হয়েছিলে ? সে থালাখানি তোমার মামা আদর করে দিয়েছিলেন, সেখানি তুমি শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যেও ; তার চেয়ে আর একখানি ভাল থাল তাকে দাওগে।

কামি। তবে যে থালাখানি রথের সময় কিনেছিলাম, সেইখানি দিই গে। দেখ মা, শৈল এমন মিষ্টি কথা কয়, এমন কখন শুনি নি ; শৈল যেন পটের ছবিটী ; সাত বছরের মেয়েটী বাড়ীর কত কাজ করে।

সুর। কামিনি, তোমার কাছে এখন কটী মেয়ে পড়ে মা ?

কামি। সুলোচনা শ্বশুরবাড়ী গেচে ; এখন পাঁচটী মেয়ে পড়ে। সুলোচনা শ্বশুরবাড়ী যাবার সময়, আমার ভাল শাড়ীখান তারে দিলেম, সুলোচনা কত আহ্লাদ কল্লে ; সুলোচনার মা কত আশীর্ব্বাদ কত্তে লাগল। দেখ মা, এরা দুঃখিনী, পুরাণ শাড়ীখানি পেয়ে এত আহ্লাদ।

সুর। সুলোচনা তোমায় মা বলে ডাক্‌ত ?

কামি। সুলোচনা মা বল্‌ত ; এরাও আমাকে মা বলে ডাকে।

সুর। (ঈষৎহাস্য-বদনে) মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেল, কিন্তু মার বিয়ে হল না।—ও মা কামিনি, তোমার আঙ্গুলে এ অঙ্গুরী এল কোথা হতে ? এ যে অমূল্য নিধি।—(হস্ত ধারণ করিয়া) দেখি দেখি, তোমায় এ অঙ্গুরী কে দিলে মা ? আমি যে এ আংটিটী তপস্বীর হাতে দেখেছিলেম। তপস্বী দিয়েচেন না কি ? চুপ করে রইলে যে বাছা ? (স্বগত) তবে আর বিবাহের বাকি কি ? (প্রকাশ্যে) এত সাধারণ লোকের আভরণ নয়, তপস্বীর তনয় এমন অঙ্গুরী কোথায় পেলেন ? (অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া অবলোকন)

বিজয়ের প্রবেশ।

সুর। এস, বাবা এস।

বিজ। মা গো, আমি কাল্ এখানে এসেছিলেম; আপনি রাজবাড়ী গমন করেছিলেন।

সুর। বাবা, তা আমি জান্‌তে পেরিচি।

বিজ। মা, তোমার কামিনী তাপসের যথেষ্ট অতিথিসৎকার করেছিলেন; মা, আমি কামিনীর অতিথিসৎকারে পরিতৃপ্তি হইচি।

সুর। বাছা, আমার কামিনী তোমাকে অসুখী করে নি, তার প্রমাণ এই—(অঙ্গুরীয় প্রদর্শন)

কামি। মা, আমি বালিকাদের কাছে যাই।

[প্রস্থান।

সুর। বাছা, তোমার মত সুপাত্রে কন্যা দান কত্তে প্রাণ প্রফুল্ল হয়; বাছা, কামিনী আমার একমাত্র সন্তান, কামিনী তোমার দেবতা-বাঞ্ছিত রূপ-গুণে মোহিত হয়ে, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে, তপস্বিনী হয়েচেন; আমি তাতে অতিশয় সুখী হয়েচি। কিন্তু বাছা, আমার এক ভিক্ষা; বাছা, তুমি তার সুসার করিলেই কৃতার্থ হই।

বিজ। জননি, বোধ করি, কামিনী আপনাকে সকল পরিচয় দিয়েচেন।

সুর। না বাছা, কামিনী আমায় বিশেষ কিছুই বলেন নি; কিন্তু কামিনীর মৌনভাব, লজ্জা-নম্র মুখ, তপস্বিনীর বেশ, আর এই অঙ্গুরী, আমাকে সকল পরিচয় দিয়েচে।

বিজ। মা, আমি কামিনীর সুখ-সম্পাদনে দীক্ষিত হলেম; আপনি যে অনুমতি কর্‌বেন, আমার দ্বারায় তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হবে।

সুর। বাবা, কামিনী-কমলিনী তোমার হাতে অর্পণ করিচি, তুমি কামিনীকে বনে নে গেলেও নে যেতে পার; কিন্তু বাছা, আমার ইচ্ছে এই, তোমার জননীর মত করে তুমি আশ্রমী হও; হয় এই দেশেই বাস

কর, নয় তোমার পিতৃপিতামহের দেশে বাস কর। বাছা, তুমি যে রত্ন কামিনীকে দান করেচ, তোমার জননী কখনই জন্ম-তপস্বিনী নন।

বিজ। মা, আমার মা আশ্রমে থাকৃতে স্বীকার করেচেন; কিন্তু কোথায় বাস কর্‌বেন তার কিছুই স্থির নাই; হয় ত বা এখানেই থাকা হয়।

সুর। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, বাছা, আমি আজ্ চরিতার্থ হলেম; কামিনীর কল্যাণে তোমা হেন তেজঃপুঞ্জ তাপসের মা হলেম।—এস কামিনীর পড়া শোন সে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কামিনীর পড়িবার ঘর।

আসীনা পঞ্চ বালিকা ও কামিনীর প্রবেশ।

কামি। ওমা শৈল, দেখ কেমন থাল তোমার জন্যে এনিচি; তুমি ভাল করে পড়্‌তে পাল্লে তোমার বিয়ের সময় তোমায় সোণার সিঁতি দেব।—তোমরাও বেশ করে পড়ো, মা বাপের কথা শুনো, কারো গালা গালি দিও না, মিষ্টি করে কথা কইও; আজ্ তোমাদের রাঙ্গা শাড়ী পরিয়ে দিইচি, আমি তোমাদের বিয়ের সময় এক এক খান সোণার গয়না দেব।

[থাল-দান।

কবিতাগুলি তোমাদের মনে আছে ত? তোমরা বেশ করে পড়ো। (স্বগত) মা আমার আনন্দময়ী, রাগ করা দূরে থাক্, মা আমার কার্য্যে পরমসুখী হয়েচেন।—প্রাণেশ্বর উঠানে এসে দাঁড়িয়েচেন, যেন, সূর্য্য-দেব নেবে এসেচেন। জননী অনুমতি করিলেই জীবিতেশ্বরের সঙ্গে পর্ণকুটীরে গিয়ে দুঃখিনী তপস্বিনীকে মা বলে জীবন সার্থক করি।

বিজয়ের সহিত সুরমার প্রবেশ।

বিজ। এ যে অপূর্ব্ব পাঠশালা! আহা! যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমতী সরস্বতী বিদ্যা দান কচ্চেন!

সুর। কামিনী আমার যেমন বিদ্যাবতী, বিদ্যা-বিতরণে তেমনি যত্নবতী। বিজয়, বাবা বালিকাদের পরীক্ষা কর, কামিনী যে কবিতা শিখিয়েচেন, তাই জিজ্ঞাসা কর।

প্রথমা। কামিনীর মা, কামিনীর মা, মা আমারে এই থালাখানি দিয়েচেন।

সুর। তোমার কোন্ মা?

প্রথমা। কামিনীর মা, এই মা,—(কামিনীর অঞ্চল-ধারণ)।

সুর। তোমরা খুব সুখে আছ, মায়ের কাছে লেখা পড়া শিখ্‌চ।

[প্রস্থান।

বিজ। রাম না হতে রামায়ণ। প্রেয়সি, তোমার স্নেহের পরিসীমা নাই। প্রাণাধিকে, তোমার তনয়ারা আমারও স্নেহের পাত্রী। আমি বালিকাদের কবিতা জিজ্ঞাসা করি।

কামি। জীবিতেশ্বর, প্রতিবাসী বালিকারা আমায় বড় ভাল বাসে; আমিও ওদের স্নেহ করি; সেইজন্য ওরা আমায় মা, মা, বলে।

বিজ। আমি তা বুঝ্‌তে পেরেচি; তার প্রমাণের আবশ্যক নাই; তুমি ওদের গর্ভধারিণী কেহ বিবেচনা করে নি।

কামি। এ বিষয়ে পুরুষদের সুবিবেচনা খুব আশ্চর্য্য।

বিজ। তোমার নাম কি?

প্রথমা। আমার নাম শৈল।

বিজ। একটী কবিতা বল দেখি?

প্রথমা। কামিনীর কথা শোনে, তারে বলি পতি;
পতি-পায় থাকে মন, তারে বলি সতী।

বিজ। এ কোন্ সতীর রচনা।—তোমার নাম কি?

দ্বিতীয়া। আমার নাম বিরাজমোহিনী।

বিজ। তুমি কি কবিতা জান?

দ্বিতীয়া। ধর্ম্ম করি পরিণামে, পাবে নারায়ণ,
নিরয়ে বসতি হবে, পাপে দিলে মন।

বিজ। এ কোন্ ধার্ম্মিকের রচনা।—তোমার নাম কি?

তৃতীয়া। আমার নাম চন্দ্রমুখী।

বিজ। তুমি কিছু বল্‌তে পার?

তৃতীয়া। চিনে দিও মন, চিনে দিও মন,
পুরুষে চিনে দিও মন;
আগেতে আমার আমার, শেষে অযতন।

বিজ। এ কোন্ জহরীর রচনা।—তোমার নাম কি?

চতুর্থী। আমার নাম অভয়া।

বিজ। তুমি একটী কবিতা বল দেখি।

চতুর্থী। নবীন যৌবনে গভীর যাতনা সই;
গাছে তুলে দিয়ে বঁধু কেড়ে নিলে মই।

বিজ। এ কোন্ বিরহিণীর রচনা।—তোমার নাম কি?

পঞ্চমী। আমার নাম হেমলতা।

বিজয়। তুমি কি কবিতা শিখেচ?

পঞ্চমী। স্বামিমুখে মন্দ কথা, সাপিনী-দশন,
ফুটিলে মানিনী-মনে, অমনি মরণ।

বিজ। এ কোন্ মানিনীর রচনা।—তোমরা উত্তম পরীক্ষা দিয়েচ; তোমরা আজ্ বাড়ী যাও। প্রেয়সি, তুমি না বল্লে বালিকারা বাড়ী যেতে পারে না।

কামি। শৈল, বেলা শেষ হয়েচে, তোমরা আজ্ বাড়ী যাও।

[বালিকাদের প্রস্থান।

বিজ। তোমার জননী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা; তাঁর দয়ার সীমা নাই, বনের তাপসকে এমন অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য দান কল্লেন; এক্ষণে তোমার পিতা অনুকূল হলেই সকল মঙ্গল হয়।

কামি। মাতার মতেই পিতার মত। এখন আমি মাকে বলে, তোমার সঙ্গে একবার পর্ণকুটীরে যেতে পাল্লে বাঁচি; তোমার দুঃখিনী জননীকে মা বলে চিত্ত চরিতার্থ করি।

বিজ। আমার নিতান্ত বাসনা, তোমাকে একবার আমার দুঃখিনী মাতার নিকট লয়ে যাই; তোমায় দিয়ে তাঁর মনস্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করি।—আহা! এত যে দুঃখিনী, তোমায় দেখ্‌লে তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হবেন।—প্রণয়িনি, তোমার যদ্যপি মত হয়, আজি তোমায় লয়ে যেতে পারি; অধিক দূর নয়, আবার তোমায় বাড়ীতে রেখে যাব।

কামি। প্রাণনাথ, তোমার সঙ্গে তোমার জননীকে দেখ্‌তে যাব তাতে আবার দূর আর নিকট কি? পতির হস্ত ধারণ করে সতী অক্লেশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কর্‌তে পারে।—তুমি বস, আমি জননীকে জিজ্ঞাসা করে আসি। [প্রস্থান।

বিজ। জননী আমার চিরদুঃখিনী; আমি কত দিন দেখিচি, আমার মুখ চুম্বন করেন; আর তাঁর চক্ষে জল ছল ছল করে; কখন লোকালয়ে যান না; কারো সঙ্গে কথা কন না; আমায় কাছ-ছাড়া করেন না। কামিনীর যে নির্ম্মল চিত্ত, যে মধুর বচন, মা আমার কামিনীকে দেখে এবং কামিনীর কথা শুনে মোহিত হবেন।—মা বলেচেন, আমার বয়স্ হলেই আশ্রমে বাস কর্‌বেন।

কামিনীর প্রবেশ।

বল বল বিধুমুখি, শুভ সমাচার,
যেতে বিধি দিয়েচেন জননী তোমার।

কামি। মনে করে যাইলাম, জিজ্ঞাসিব মায়।
মনোভাব রসনায় এল না লজ্জায়।

বিজ। কি লাজ মনের ভাব বলিবারে যায়?

কামি। যাই তবে তাঁর কাছে আমি পুনরায়।

সুরমার প্রবেশ।

সুর। কি বল্‌তে গিয়েছিলে মা কামিনি? হ্যাঁ মা, আমি কি তোমার সৎমা, তা আমায় সকল কথা ভয় ভয় করে বল?

কামি। দেখ মা, সে দিনে সেই বাগানে কেমন বল্লেন, দুঃখিনী তপস্বিনী দিবা-যামিনী নয়ন মুদিত করে জগদীশ্বরের ধ্যান করেন।

সুর। হ্যাঁ মা কামিনি, তুমি তপস্বিনীকে দেখ্‌তে যাবে?

কামি। অনেক দূর নয়, আমায় আবার রেখে যাবেন।

সুর। তা আজ্ থাক্; তাঁর মত্ জিজ্ঞাসা করি, তখন কাল্ হয় পরশ্ব হয় যেও। তাঁর মত্ হক্ না হক্, তুমি স্বচ্ছন্দে বিজয়ের সঙ্গে যেও, তাতে কোন দোষ নাই।

বিজ। আপনি বেশ কথা বলেচেন; তাঁর মত্ জিজ্ঞাসা করা খুব উচিত; তার পর কামিনীকে আমার চিরদুঃখিনী জননীর কাছে লয়ে যাব। আজ যাই।

[প্রস্থান।

কামি। হ্যাঁ মা, মালতীর স্বামী না কি আরব দেশে কিসের ছানা আন্‌তে যাবে? মালতী না কি বড় দুঃখিত হয়েচে? হ্যাঁ মা, তাদের বাড়ী যাবে।

সুর। আমি বাছা আর যেতে পারিনে, তুমি শৈলকে সঙ্গে করে যাও।

[কামিনীর প্রস্থান।

আহা! কামিনী যে দিন বিজয়কে বিয়ে কর্‌বেন, কামিনী শত শত রাণীর অপেক্ষাও সুখী হবেন। পরমেশ্বর আমার কামিনীর মনোমত বর জুটিয়ে দিয়েচেন।

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

বিদ্যা। দেখ, তোমারে একটা কথা বলি ; তুমি রাগ কর আর যাই কর, তোমাকে আমি স্পষ্ট একটা কথা বলি ; তুমি হাজার বুদ্ধিমতী হও, তুমি হাজার বিদ্যাবতী হও, তুমি হাজার সুবিবেচক হও, তুমি মেয়ে মানুষ, তোমার দশ হাত কাপড়ে কাছা নাই—

সুর। কি বল্‌বে বল, এত ভূমিকার আবশ্যক কি ?

বিদ্যা। না, না, না, ভাল বোধ হচ্চে না ; এ কি ! এর পর একটা জনরব হওয়ার সম্ভাবনা ; তুমি ও হাঘরে ছোঁড়াকে বাড়ী আস্‌তে দিও না ; কোন্ দিন কি সর্ব্বনাশ করে যাবে ; ওরা অনেক গুণ জ্ঞান জানে, সোণা বলে পেতল বেচে যায়।

সুর। কথার রকম দেখ। পাগল হয়েচ না কি ? অমন সোণার চাঁদ ছেলে, কার্ত্তিকের মত রূপ, লক্ষ্মণের মত স্বভাব, ওকে হাঘরে বল্‌চ।

বিদ্যা। হাঘরে নয় ত কি ? ওর হাতের তেলোয় দেখ্‌তে পাও না, আলতা মাখান।

সুর। 'যে যারে দেখ্‌তে নারে, সে তারে হাঁটনায় খোঁড়ে।' তার হাতের তেলোর বর্ণই ঐ, তার আল্‌তা দিতে হয় না ; জবা ফুলে হিঙ্গুল, আর পদ্মফুলে আল্‌তা মাখালে, তাদের রূপ বাড়ে না।

বিদ্যা। সর্ব্বনাশ হয়েচে, একেবারে সর্ব্বনাশ হয়েচে ; হাঘরে ছোঁড়া তোমারে যাদু করেচে। শুন্‌লেম, এক মাগী হাঘরে তার মা ; সে মাগী কারো সঙ্গে কথা কয় না ; লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌ব, তার মনন ; কথা কবে কেন ?—তোমাকে আমি বরাবর মান্য করে থাকি, কিন্তু এই বার আমার কথাটী রাখ্‌তে হবে। আচ্ছা, তুমি রাজাকে মেয়ে না দাও নাই দেবে, ও হাঘরের ঘরে দিতে পার্‌বে না ; তা হলে আমার জাত্ যাবে, আমায় একঘরে কর্‌বে।

সুর। আমি আটাশে খুকী নই ; তোমার কোন বিষয়ে ভাব্‌তে হবে না।—আমি দেখিচি, কামিনীর নিতান্ত ইচ্ছে হয়েচে তপস্বীকে বিয়ে করে ; কামিনী একপ্রকার প্রকাশ করেচে ; আমিও এ সম্বন্ধে

অতিশয় সুখী হইচি। এখন আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্চি, তুমি এতে মত্ দাও।

বিদ্যা। বল কি, বল কি, ক্ষেপেচ না কি! ক্ষেপেচ না কি! "স্ত্রী-বুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী।"

সুর। দেখ, কামিনী অতি সুশীলা, বিজয় কামিনীর যোগ্য বর, আর বিজয়কে কামিনীর অতিশয় মনে ধরেচে। আমি বেশ করে বিবেচনা করে দেখিচি, এ সম্বন্ধে বাধা দিলে কামিনী আমার এক দিনও বাঁচ্‌বে না।

বিদ্যা। রাখ তোমার বাঁচবে না, রাখ তোমার বাঁচ্‌বে না; ভাল মানুষের কাল নাই; মন্ত্রী ভায়া আমাকে শিখিয়ে দেচেন, একটু চড়া না হলে স্ত্রীলোক শাসিত থাকে না। তোমার মতে কখন মত্ দেব না, আমি যা ভাল বুঝ্‌ব তাই কর্‌ব; আমি কামিনীকে রাজাকে দান কর্‌ব; তুমি কে? তোমার মেয়েতে অধিকার কি?

সুর। বটে, আমি কে, আমার মেয়েতে অধিকার কি; তবে দেখ; মেয়ে নিয়ে সেই তপস্বিনীর ঘরে যাব, তবে ছাড়্‌ব; দেখি দিকি, তোমার মন্ত্রী ভায়া কি করে। সহজে হাত যোড় করে ভিক্ষা চাইলাম, তা দিলে না। এখন যাতে দাও তাই কর্‌ব।

[যাইতে অগ্রসর।

বিদ্যা। ব্রাহ্মণি, রহস্য করিচি; ব্রাহ্মণি, রহস্য করিচি; রাগ করো না, যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।

সুর। না, আমি তোমায় আর কিছু বল্‌ব না।

[প্রস্থান।

বিদ্যা। ন্যাকড়ার আগুন কত ক্ষণ থাকে। জলধর বল্লে একটু চড়া হতে, তাই চড়া হলেম; এখন ত আবার জল হইচি।— যাই আবার সান্ত্বনা করি গে; জানি কি যে রাগী, যদি আমায় ত্যাগ করে যান, তা হলে যে আমি একেবারে ভিটে-ছাড়া হব। সুরমার মত গৃহিণী কি কারো আছে, না অমন লক্ষ্মী আর মেলে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জলধরের কেলিগৃহ।

জলধরের প্রবেশ।

জল। আমি কি সুবুদ্ধির কাজই করিচি,—এত ঝাঁটা লাতিতেও মালতীকে মা বলি নি; এখন তার ফল ফল্ল। মল্লিকে হতেই বার্ হয়েচে; ওকে মা বলিচি, তা যাক্, ওকে আমি চাই না, ওকে এক দিন ডেকে বল্ব, যে তোমাকে মা বলিচি, তুমি আর আমার আশা করো না। কিন্তু সহসা বলা হবে না, তা হলে আমায় আর সাহায্য কর্‌বে না। মালতী সে দিন নিরাশ হয়ে বড় দুঃখিত হয়েচে; মল্লিকে ঠিক বলেচে, আমার দোষেই এ ঘটনা ঘটেছে। আমি চারি দিক্ বন্ধ করে রাখ্‌ব ভেবেছিলেম, তা আহ্লাদে সব ভুলে গেলেম; এই জন্যেই মালতী যখন আসে, তখন জগদম্বা দেখ্‌তে পেয়ে এই সর্ব্বনাশ করেচে। পথে দাঁড়িয়ে কথা কওয়া রহিত করিচি,এখন লিপির দ্বারায় কথা চল্‌চে। আমার পত্রের প্রত্যুত্তর পেলে জানুলেম যে আমার স্বর্গ-লাভের বিলম্ব নাই—

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

বিদ্যা। হিতে বিপরীত হয়ে উটেচে। তোমার কথাক্রমে কিঞ্চিৎ উগ্রতা প্রকাশ করেছিলেম, ব্রাহ্মণী একেবারে পৃথিবী মস্তকে করে তুলেচেন; আমার সহিত বাক্যালাপ রহিত করেচেন; এখন উপায় কি? সেই হাঘরে ছোঁড়াকেই মেয়ে দেবেন।

জল। স্ত্রীলোক বশীভূত করা আতপ চালের কর্ম্ম নয়। প্রথমে কথার কৌশলে চেষ্টা কর্‌তে হয়, তার পরে ভয় দেখাতে হয়; তাতেও যদি না হয়, 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'—নাকের উপরে এমনি একটী কীল মাস্তে হয়, নৎটা ঘাড় দিয়ে ঠেলে বেরয়। জগদম্বার শাসনটা দেখ্‌চেন ত।

বিদ্যা। এ অতি বেল্লিকের কর্ম্ম, তা কি পারা যায়; রমণী সহস্র সহস্র অপরাধ কল্লিলেও প্রহারের যোগ্য নয়।

জল। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা অতিশয় স্ত্রৈণ; আপনারা বিবেচনা করেন ব্রাহ্মণী সাত রাজার ধন—

বিদ্যা। আমাকে আর যা বল তা করিতে সক্ষম, ব্রাহ্মণীকে চড়া কথা বলতে পারব না; প্রহারের ত কথাই নাই।

জল। তপস্বিনী মাগীকে কিছু টাকা দিয়ে স্থানান্তরে পাঠাইবার কি হল?

বিদ্যা। কোথাকার তপস্বিনী? সে মাগী হাঘরে। সে কারো সঙ্গে কথা কয় না; সে কত কাঙ্গালিনীদের দান কচ্চে; সে কি টাকার লোভ করে? আমি অনেক চেষ্টা করেছিলেম তার সঙ্গে দেখা করব, তা হল না।

জল। তবে ঐ ছেলেটাকে চোর বলে ধরে দেন; বিচার আমাদের হাতে। আমরা যারে দণ্ড দেব ইচ্ছা করি, তার অপরাধ থাক্ আর নাই থাক্, তাকে কারাগারে যেতে হয়। আমার হাতে ব্যবস্থার যে দুরবস্থা তা আপনার অগোচর নাই; উত্তর হক্ না হক্, গঙ্গারাজীতে মাত করি।

বিদ্যা। এ পরামর্শ মন্দ নয়; কিন্তু কর্ম্মটা অতি গর্হিত। তবে "অকার্য্যমূষ্করেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যহানৌ চ মূর্খতা।" ঐ পন্থাই অবলম্বন করা যাক্; কিন্তু রাজার বিচারে কি হয় বলা যায় না।

জল। আমরা ভিতরে থাকব, অবশ্যই মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

বিদ্যা। আমি এক সূক্ষ্ম বার্ করিচি;—ব্রাহ্মণী বড় ধরে বসেচেন, কামিনী একবার তপস্বিনীকে, সেই হাঘরে মাগীকে, দেখ্‌তে যাবেন, আমিও তাতে একপ্রকার মত দিয়েচি; যখন কামিনী দেখ্‌তে যাবেন, সেই সময় রাজাকে বল্‌ব, হাঘরেরা যাদু করে মেয়ে ভুলিয়ে লয়ে গিয়েচে।

জল। ভাল পরামর্শ করেচেন; আর ভাবনা নাই, তপস্বী দ্বীপান্তর হয়েচেন।

বিদ্যা। তবে এই কথাই স্থির, উভয় কুল রক্ষা হবে; ব্রাহ্মণীরও মন রাখা হবে, আমার মনস্কামনাও সিদ্ধ হবে।

[প্রস্থান।

জল। সদাগরের উপর মালতীর আর মন নাই, আমায় পেয়ে সদাগরকে একবারে ভুলেচে। তা নইলে সদাগরের আরব দেশে যাওয়ার অনুমতি শুনে দুঃখিত হত। এবার যা কিছু করব, খুব গোপনে করব, জগদম্বা কিছু না জান্‌তে পারে।

একজন ভৃত্যের প্রবেশ—একখানি লিপি দান—
এবং প্রস্থান।

পত্রখানা চন্দন-কুঙ্কুম-মাখা, এ প্রেমের লিপি তায় আর সন্দেহ কি ?

পীরিতের গুণে-গোরু তুমি হে লিখন,
এনেচ প্রেমের কথা করিয়ে বহন।

(লিপি-পাঠ)

হেঁদোলকুঁৎকুঁতে মহাশয়-
সমীপেষু—

যদবধি হাঁদা পেট হেরেচি নয়নে,
পূর্ণ চন্দ্র কার্ত্তিকেয় নাহি ধরে মনে।
একাকিনী রেখে স্বামী গেল দেশান্তরে,
রসিক রতন বিনে রহিব কি করে ?
হাবু ডুবু খায় বামা বিরহ-হাঁদোলে,
হেঁদোল কুঁৎকুঁতে বিনে আর কেবা তোলে ?
শনিবারে সন্ধ্যাপরে দেবে দরশন,
নহিলে ত্যজিব আমি জীবনে জীবন।

হেঁদোল কুঁৎকুঁতের প্রেয়সী।

আমি যেমন লিপি লিখেছিলেম তেমনি উত্তর পেয়েচি। যারা রমণীবাজারে কাজ করে, তারাই সকল কথা বুঝতে পারে; ঐ যে হাঁদা পেট বলেচে ওতে এক ঝুড়ি অর্থ আছে; মেয়ে মানুষ বশীভূত হওয়ার চিহ্ন ঠাট্টা আর গালাগালি; যে বেটী বাপান্ত কল্লে, সে মুটোর ভেতর এলো।—মালতি, তোমার উচাটন হতে হবে না, সন্ধ্যা না হতে হেঁদোল কুঁৎকুঁতে উপস্থিত হবেন।—আমার কৌশলের গুণ বুঝিয়াই আমার হেঁদোল-কুঁৎকুঁতে নাম দিয়েচে। [প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপস্বিনীর পর্ণকুটীর।

তপস্বিনীর প্রবেশ।

তপ। তিমিরে ডুবায়ে পৃথ্বী যায় দিনমণি;
মিহির-মোহিনী ছায়া পায় শুভ দিন,—
নলিনী-সতিনীমুখ—সাপিনীর ফণা—
হেরিতে হবে না আর,—আনন্দে আদরে,
আমার আমার বলি, বাহু পসারিয়া
আলিঙ্গন করে নাথে, সাগরে গোপনে।
কুমুদিনী বিরহিণী, বিষণ্ণ বদনে,
ভাবিতেছিলেন প্রাণপতি-আগমন,
সহসা প্রফুল্ল-মুখী, আনন্দে অধীর,
হেরে শশধর স্বামী;—স্বামীর বদন,
রমণী-রঞ্জন, হেরে মন পুলকিত,
যাহার মাধুরী পতি-পরায়ণা নারী
দিবা-বিভাবরী দেখে মনের নয়নে।
এই ত সময়, যবে বিহঙ্গম কুল—
আকুল আঁধারে—করি ঘোর কলরব,
কুলায়ে লুকায় রাখি হৃদয়ে শাবক;

বিলে বিলে বিচরণ করি বকাবলি,
উড়িয়া অম্বর-পথে—শ্বেতশতদল-
মালা যেন পীতাম্বর-গলে সুশোভিত,—
বিটপি-আসনে বসে নীরব বদনে;
চক্রবাকী অভাগিনী, অনাথিনী হয়,—
সজোরে রজনী আসি কেড়ে লয় পতি
চক্রবাকে, নিরদয় সতিনী-সমান,
কাঁদেন তটিনী-তটে মলিন-বদনে;
গোপাল আলয়ে আসে আনন্দ-অন্তর,—
ধূলায় ছাইয়ে যায় গগনের কায়,
হম্বারবে সম্ভাষেন আপন নন্দন;
এই ত সময়, যবে ব্রহ্ম-উপাসক,
এক-মনে ভাবে সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী—
করুণা-বরুণাগার, মঙ্গল-আধার,
বিমল সুখের সিন্ধু, শান্তি-পারাবার।

[নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান।

আমার বিজয় এখন এল না; রাত্রি হয়েচে, তবু বাবা বাইরে রয়েচেন। বিজয় আমার এমন ত কখন থাকেন না। বাবা যেখানে থাকুন, সন্ধ্যার সময় মা বলে ঘরে আসেন। আজ্ কেন এমন হল; আমার মনে যে কতখানা গাচ্চে; আমার বিজয় যে বড় দুঃখের ধন, বিজয় যে আমার সকল ক্লেশ নিবারণ করেচেন, বিজয়ের মুখ দেখে যে আমি সাবেক কথা সব ভুলে গিইচি।—বোধ করি সুরমার কাছে গিয়েছেন। সুরমা অভাগিনীর ছেলেকে এত যত্ন কচ্চেন। হা জগদীশ্বর! আমায় পৃথিবীতে স্নেহ করে এমন কেউ নাই। জগদীশ্বর! সকলেই আমায় ত্যাগ করেচে. কেবল তুমিই

আমায় চরণ-কমলে স্থান দিয়ে রেখেচ; সেই জন্যেই আমি চিরদুঃখিনী হয়েও পরম-সুখী।—যদি দিন পাই, তবে সুরমার স্নেহের পরিশোধ দিব।

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। ও মা, বিজয় আস্চে, আর বিজয়ের সঙ্গে একটী মেয়ে আস্চে; ও মা, এমন মেয়ে কখন দেখিনি, ঠিক যেন একটী দেবকন্যা,—

বিজয় ও কামিনীর প্রবেশ।

ঐ দেখ।

বিজ। মা, কামিনী আপনাকে দেখ্তে এসেচেন।

কামি। মা, আমি আপনাকে মা বলে মানব-জনম সফল কত্তে এসেচি।

তপ। এস আমার মা লক্ষ্মী। (ক্ষণকাল একদৃষ্টে দেখিয়া) বাবা বিজয়, তুমি যে দিন ভূমিষ্ঠ হও, সেই দিন আমার মনে যত সুখ উদয় হয়েছিল, তত দুঃখও উদয় হয়েছিল; আজও আমার মন একবার আনন্দে ভাস্‌চে, একবার নিরানন্দে নিমগ্ন হচ্চে। ও মা কামিনি, তুমি লক্ষ্মী; এস তোমায় আলিঙ্গন করে আমার তাপিত হৃদয় শীতল করি, (কামিনীকে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন)।—বাবা বিজয়, আমি আজ্ চরিতার্থ হলেম, আজ আমার সকল দুঃখ নিবারণ হল।

বিজ। মা, তবে আর কাঁদেন কেন?

তপ। বাবা, আজ সকল কথা মনে হচ্চে; আমার আবার সংসার-আশ্রমে যেতে ইচ্ছে কচ্চে। আমি অতি হতভাগিনী, আমি এমন স্বর্ণলতা স্বর্ণ-সিংহাসনে রাখ্তে পাল্লেম না! হা পরমেশ্বর! আমি এমন হেমতাম্বিনী কুঁড়ের ভিতর রাখ্‌ব!

কামি। মা, আমার জন্যে খেদ কচ্চেন কেন? আপনি এই পর্ণকুটীরে পরমসুখে আছেন; আপনার দাসী কি থাক্‌তে পারবে না?

তপ। মা, তুমি আমার লক্ষ্মী; মা, তুমি আর বিজয় আমার কাছে থাক্‌লে আমার পর্ণকুটীর রাজ-অট্টালিকা; আমার শৈবালশয্যা স্বর্ণ-সিংহাসন; আমার গাছের বাকল বারাণসী শাড়ী;

[চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন।

বিজ। জননি, আজ্ আপনি এত অধীর হলেন কেন? মা, আপনার বিলাপ দেখে, কামিনীর চক্ষে জল পড়্চে।

তপ। বিজয়, বাবা তুমি তপস্বিনীর পুত্র, তোমার কিছুতেই ক্লেশ বোধ হয় না; বাবা, কামিনী আমার বড় মানুষের মেয়ে, কেমন করে তপস্বিনী হয়ে থাক্‌বে, কেমন করে পর্ণকুটীরে বাস করবে, কেমন করে বনে ভ্রমণ করবে?

কামি। জননি, আমার জন্যে আপনি কোন খেদ কর্‌বে না; আপনি ধর্ম্মশীলা তপস্বিনী, আপনি সাক্ষাৎ ভগবতী; আপনার সেবা কত্তে পেলে আমি পরমসুখে থাক্‌ব; মা, আমার জন্যে খেদ করে আমার মনে ব্যথা দেবেন না।

তপ। (কামিনীর মুখ চুম্বন করিয়া) আহা! মা আমার সুশীলতায় পরিপূর্ণ; মার যেমন নরম স্বভাব, মার তেমনি মধুমাখা কথা।—শ্যামা, আমার বিজয়-কামিনীকে খুব যত্ন কর্‌বে, আমার বিজয়-কামিনীকে খুব আদর করবে, আমার বিজয়-কামিনীকে খুব ভাল বাস্‌বে। শ্যামা, আমার বিজয়ের বউকে আমি বুকের ভিতর করে রাখ্‌ব; আমি আপনি কখন মন্দ কথা বল্‌ব না, আমার বিজয়কেও চড়া কথা বল্‌তে দেব না। শ্যামা, আমার প্রাণের বউকে কেউ মন্দ কথা বলে আমার বুক ফেটে যাবে।

[চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন।

কামি। মা, আপনি পরিতাপে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েচেন; মা, আপনার একটী একটী কথা মনে হয়, আর নয়নজলে বুক ভেসে যায়। মা, আর রোদন করবেন না; আমরা দিবানিশি আপনার সেবা কর্‌ব; মা, আমরা আপনাকে আর কাঁদ্‌তে দেব না।

বিজ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা অনাথনাথ।

[প্রস্থান।

তপ। হ্যাঁ মা কামিনি, তোমার মার তুমি বই আর সন্তান নাই?

কামি। আমি মার একমাত্র সন্তান, আর হয় নি।

তপ। তোমার পিতা তপস্বিনীর ছেলেকে মেয়ে দিতে সম্মত হয়েচেন?

কামি। মায়ের যাতে মত হয়, পিতা তাতে অমত করেন না। মা, আমি যে দিন শুন্‌লেম আপনি কারো সঙ্গে কথা কন না, কেবল কায়মনোবাক্যে চিন্তামণির ধ্যান করেন, সেই দিন হতে আপনাকে দেখ্‌বের জন্যে ব্যাকুল হলেম; আপনাকে আজ মা বলে আমার বাসনা পূর্ণ হল।

তপ। কোথায় শুন্‌লে মা?

কামি। মা, মায়ের সঙ্গে রাজসরোবরে যাচ্ছিলেম, আমাদের সঙ্গে মালতী মল্লিকে ছিল, তখন শুন্‌লেম।

তপ। মালতীর ছেলে হয়েচে?

কামি। না মা, তিনি বাঁজা।—আপনি মালতীকে জান্‌লেন কেমন করে?

শ্যামা। আমরা অনেক দিন মালতীর বাপের বাড়ী ভিক্ষে কত্তে গিয়েছিলেম, তাই জানি।

কামি। মা, আপনি পরমেশ্বরের ধ্যানে পরমসুখে থাকেন, তবে আবার সময়ে সময়ে রোদন করেন কেন? জননি, আমি আপনার দাসী; দাসীর কাছে দুঃখের কথা বল্‌তে দোষ নাই; আপনার কি দুঃখ আমায় বলুন।

শ্যামা। সুমেরু লেখনী হয়, মসী রত্নাকর,
সময় লেখক হয়, কাগজ অম্বর,
তথাপি মনের দুঃখ—অন্তর-গরল—
বর্ণনা বর্ণের হারে না হয় সকল।

তপ। মা, তুমি বালিকা, তোমার মন অতি কোমল, তোমার মনে স্থান অতি অল্প; আমার মর্ম্মান্তিক বেদনার কথা তোমার মন ধারণ কত্তে পার্‌বে না, তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে; মা, আমার মনোবেদনা মনেই থাক্, তোমার শোনার আবশ্যক নাই।

কাদ। জানালে আপন জনে মনের যাতনা,
ব্যথিত হৃদয় পায় অনেক সান্ত্বনা।
আমি আপনার দাসী স্নেহের ভাজন,
বলিলে মনের ব্যথা হবে নিবারণ।

তপ। মা, আমার মনের ব্যথা নিবারণ হতে আর বাকি নাই; যে দিন জগদীশ্বরের কৃপায় বিজয়কে কোলে পেয়েচি, সেই দিন আমার সব দুঃখ গিয়েচে; যা কিছু ছিল, আজ তোমায় দেখে একেবারে নিবারণ হয়েচে। মা, আমি যে এমন সুখী হব, তা আমার মনে ছিল না; আমার বিজয় আমার চিত্ত-চকোরে এমন অমৃত দান করবে, তা আমি স্বপ্নেও জানতে পারি নি।—আহা! আমার চক্ষে জল দেখ্‌লেই বাবা বিরসবদনে বিরলে গিয়ে রোদন করেন।—এস মা, আমরা বিজয়কে শান্ত করিগে?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার কেলিগৃহ।

মাধবের প্রবেশ।

মাধ। বড় বড় বানরের বড় বড় পেট।
যাইতে সাগরপারে মাতা করে হেট॥

রাজা বনবাসী হতে চাচ্চেন, কেউ সঙ্গে যেতে চায় না; উদ্যানে যাবার উদ্যোগ হক্ দেকি, সকলেই প্রস্তুত; কেউ বল্‌বেন, মহারাজ, আমি সেই খানেই স্নান করব; কেউ বল্‌বেন, আমি আগে না গেলে খাওয়ার আয়োজন হবে না; কেউ বল্‌বেন, আমি সকালে না গেলে বিছানা হবে না। ছঃ তোর মোসাহেবের মুখে মারি ডাবের কাট; ছঃ তোর

নিস্তুর পিরাণে আত্মারাম সরকার। মোসাহেবের হাড়ে ভেলকি হয়; মোসাহেবের আলজিব বাড়ীর ঈশান কোণে পুঁতে রাখলে, অপদেবতার দৃষ্টি হয় না; মোসাহেবের নাকে তুপড়িওয়ালার বাঁশী হয়। আমি 'ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুল' আছি, যেখানে নে যাবেন সেখানে যাব, কিন্তু আমার একটা আপত্তি আছে, সেটা কিন্তু সহজ আপত্তি নয়; আমি উদরের বিলি ব্যবস্থা না করে যেতে পারি নে। ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে ব্যাড়ার ঘর; গো ব্রাহ্মণ হাজার আহার করুক, কোঁক ওঠে না, পেটের টোল মরে না; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হার মেনে গিয়েছেন। এ উদর কত যত্নে পূর্ণ করি, রাজবাড়ী 'পাঁচে ফুলে সাজী পোরে'—যে খানে লুচী ভাজা হয়, সেখানে গিয়ে ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে বসি, এক খানি আধখানি কত্তে কত্তে দেড় দিস্তে নিকেশ করি;—সোণার ঘরে আগোনা খাই, কতক দেখা নিই, কতক আদেখা নিই;—নৈবিদ্দির কলা শর্ম্মারামের জমা করা। এতে কি তৃপ্তি জন্মে? যথার্থ কথা বলতে কি, নিমন্ত্রণ না হলে আমার পেট ভরে খাওয়া হয় না। আমি এই পেট বলে নিয়ে কি ব্রহ্মহত্যা করব? ফল মূলে এর কি হয়? এর ভিতরে তেতালা গুদোম; ফল মূল যাবে পাড়ন দিতে। এখন উপায়, শ্যাম রাখি, কি কূল রাখি;—এ দিকে রুদ্রব্রত, ও দিকে ব্রহ্মহত্যা। (উদর-বাদ্য করিয়া) উদর, ফল মূল খেয়ে থাকতে পারবে? উঁ-হুঁ, ঐ দেখ। এখন একটা বর পাই যে, এক প্রহরের মধ্যে যা খাব তাই ছানাবড়ার মত লাগবে, তা হলে দুদিক বজায় রাখতে পারি; আহা! তা হলে দুদিনের মধ্যে খাণ্ডব দাহন করি।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। মাধব, কাল সভা হবে, কাল আমি সকলের সম্মুখে সকল কথা ব্যক্ত করে বলব;—আমি স্ত্রীহত্যা, পুত্রহত্যা করিচি, আমার তুষানল প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু কলিতে তুষানলের রীতি নাই; আমি দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হব; মন্ত্রী আমার নামে রাজ্য করবেন।

মাধ। জলধর?

রাজা। মাধব, আমি এমন পাগল হই নি যে জলধরের স্কন্ধে রাজ্যের ভার দিয়ে যাব। জলধরকে কৌতুক করে মন্ত্রী বলা যায়, মন্ত্রীর সমুদায় কার্য্য বিনায়ক নির্ব্বাহ করে।

মাধ। তা হলেই বিদ্যাভূষণ পাগল হবে।

যার বিয়ে তার মনে নাই।
পাড়া-পড়শীর ঘুম নাই ॥

আপনি বনবাস ব্যবস্থা কচ্চেন, বিদ্যাভূষণ বরাভরণ প্রস্তুত কচ্চেন, আর সকলকে বলে বেড়াচ্চেন, তিনি রাজশ্বশুর হয়েচেন; তাঁরে সভা-পণ্ডিত বল্লে রাগ করে ওঠেন।

রাজা। ব্রাহ্মণের মনে যথেষ্ট ক্লেশ হবে তার সন্দেহ কি; কিন্তু আমি গৃহে থাকলেও আর বিয়ে করুতেম না। রাণী শব্দটী কাণে গেলে আমার প্রাণ চম্‌কে ওঠে; আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়; আমি বড় রাণীর সেই মলিন বদন, সেই সজল নয়ন, সেই আলুলায়িত কেশ দেখ্‌তে পাই; আমার ইচ্ছা হয়, সপ্রণয়-সম্ভাষণে সেই মলিন মুখ চুম্বন করি; অঞ্চল দ্বারা নয়ন মুছায়ে দি। মাধব, লোকে আমায় কি কাপুরুষ বিবেচনা করে!

মাধ। মহারাজ, যেমন রাজবাড়ীর দ্বারে সতত দ্বারপালেরা অবস্থান করে, উত্তম বসন, উত্তম ভূষণ না পরিধান করে এলে তাহারা কাহাকেও আস্‌তে দেয় না, দীন দরিদ্র দেখ্‌লেই 'নেকাল্ যাও' বলে তাড়িয়ে দেয়; তেমনি মহারাজের শ্রবণ-দ্বারে কোপ-কোতোয়াল দাঁড়িয়ে আছেন; প্রশংসা-চেলি-পরাণ কথা শ্রবণ-দ্বারে অবাধে প্রবেশ করে; নিন্দা-ন্যাকড়ায় ঢাকা কথা কোপ-কোতোয়ালের নাম শুনে এগোয় না; যদি একটা আদটা চৌকাটে পা দেয়, কোপ-কোতোয়াল তথনি তাকে জরাসন্ধ বধ করেন। মহারাজ, আপনাকে লোকে অতিশয় নিন্দে করে। জনরব এই,—আপনি জননীর আর ছোট রাণীর অনুরোধে গর্ভিণী হরিণী বধ করে অন্দরের ভিতরে পুতে রেখেচেন,—(রাজা মূর্চ্ছিত)—ও কি মহারাজ!—(হস্ত ধরিয়া) ওঠ, ওঠ; এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না—

রাজা। আমার প্রাণ বিদীর্ণ হল। মাধব, আমি আত্মহত্যা করি; আমি আর রাজসভায় মুখ দেখাব না। কি মনস্তাপ! কি অপবাদ!— মাধব, আমি এমন কাজ করি নি।

মাধ। আমি ত এ কথা বিশ্বাস করি নে; এ কথা বিশ্বাস হতেও পারে না।

রাজা। বিশ্বাস না হবার কারণ?

মাধ। মহারাজ, হিন্দুর শাস্ত্রে গোর দেওয়া পদ্ধতি নাই; আপনি হিন্দু হয়ে কি বড় রাণীর গোর দিতে গিয়েচেন? এ কি বিশ্বাস হয়?

রাজা। মাধব, যারা তোমার মত পাগল, তারা পরমসুখী।

মাধ। মহারাজ, যদি আমার কথা শুন্‌তেন, তা হলে এ জনরব রট্‌ত না; যদ্যপি সেই লিপি সকলকে দেখাতেন, তা হলে বড় রাণীকে আপনি বধ করেন নাই—এটা প্রমাণ হত।

রাজা। আমি বিবেচনা করেছিলেম, বড় রাণীকে অবশ্যই পাব, তাইতে লিপি দেখাবার আবশ্যক বোধ হয় নি।—হা! প্রেয়সি, আমি তোমার কি পাষণ্ড পতি! হা! পুত্র, আমি তোমার কি পাষণ্ড পিতা!— মাধব, সে লিপি আমি পরম যত্নে রেখিচি। এস, বনগমনের আয়োজন করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রতিকান্তের শয়নঘর।

রতিকান্ত এবং মালতীর প্রবেশ।

মাল। সূর্য্য অস্তে গিয়েচে, তুমি আর বাড়ীতে কেন?

রতি। যাবার সময় দুটী একটী মনের কথা বলে যাই।

মাল। বালাই, তুমি যেতে যাবে কেন?—রাজার ভাবগতিক দেখে

সকলেই হাহাকার কচ্চে; কেবল ঐ পোড়ার-মুখ হোঁদোল কুঁৎকুঁতের রঙ্গ লেগেচে।

রতি। প্রেয়সি, যদি ধত্তে পার, রাজার সম্মুখে ওর শাস্তি দেব। যে ভয়ানক পত্রে স্বাক্ষর করে লয়েচে, ওর অসাধ্য ক্রিয়া নাই। তুমি যা যা চেয়েচ, সব এনে দিইচি; এখন আমার কপাল, আর তোমার হাত-যশ।

মাল। মন্ত্রীর যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকত, তা হলে কিছু সন্দেহ হত; ও যথন জগদম্বার ঝাঁটা খেয়েও বিশ্বাস করেচে, আমি ওর জন্যে পাগল হইচি, তখন আমার হাত-যশের ভাবনা কি?

রতি। আমি ওঘরে গিয়ে বসে থাকি, সময় বুঝে দ্বারে ঘা দেব।

[প্রস্থান।

মাল। মল্লিকের যে এখনও দেখা নাই; তার ভাতার হয় ত ছেড়ে দেয় নি।—ওরা দুটীতে খুব সুখে আছে; দুজনেই সমান রসিক; রাত্ দিন আমোদ আনন্দে থাকে;—

বিনায়ক এবং মল্লিকের প্রবেশ।

ঘোড়ে যে?

মল্লি। যার খাই সে ছাড়্বে কেন?

মাল। আ মরি, কি কথার কি জবাব!

[অঞ্চল বদনে দিয়া হাস্য।

বিনা। দেখ ঠাকুর-ঝি, মল্লিকে আমায় আজ্ বড় তামাসা করেচে; আজ্ নতুনরকম কেসুর খাইয়েচে; ওল কেটে কেটে কেসুর প্রস্তুত করে রেখেছিল, আমি ভাই, কি জানি, তাই গালে দিয়েছিলেম।

মল্লি। আমি কাছে বসেছিলেম, গালে দেবার সময় হাত ধল্লেম। তা না ধল্লে, এতক্ষণ জগদম্বার মত মুখ হত।

বিনা। তুমি আমায় তামাসা কর কি সম্পর্কে? শালী শালাজেই তামাসা করে; মাগে কোন্ কালে তামাসা করে থাকে? কেন আমি কি তোমার ছোট বন্‌কে বিয়ে করিচি, না বার্ করিচি?

মল্লি। বন্ বিয়ে করা রীতি নাই ; বোধ করি, বার্ করেচ।

বিনা। তুমি আমায় যে তামাসা কর, তুমি ঠিক যেন আমার শালাজ।

মল্লি। আমি তোমার কি ?

বিনা। তুমি আমার শালাজ।

মল্লি। আমি তোমার শালাজ হলেম ?

বিনা। হলে।

মল্লি। তবে তুমি আমার কে হলে ? বল, বল, নীরব হলে কেন ?

মাল। উনি তোমার ঠাকুর-ঝির ভাতার হলেন।

বিনা। ঠাকুর-ঝির ভাতার হলে, মল্লিকের সঙ্গে তোমার চুলোচুলি হবে।

মাল। আবার আমায় পেয়ে বস্‌লে।

মল্লি। এখন মন্ত্রীর কর্ম্ম পেয়েচেন যে।

মাল। সত্য না কি ?

বিনা। হাঁ, আজ হতে মন্ত্রীর ভার পেইচি।

মল্লি। আজ্ মন্ত্রীর ভার পেয়েচেন, কাল মন্ত্রীর ভাঁড় পাবেন।

মাল। মরণ আরকি ! ভাতারের সঙ্গেও কি না ?

মল্লি। তা রঙ্গ কর্‌বার জন্যে বুঝি পথের লোক ডেকে আন্‌ব ? বলে

দাঁতে মিসি, দ্যাখন হাসি, চুলে চাঁপা ফুল।
পরে ধরে, পীরিত করে, মজাবে দু কুল ॥

বিনা। ঠাকুর-ঝি, তুমি মল্লিকেকে পারবে না, মল্লিকে আমাদের এক হাটে বেচ্‌তে পারে, এক হাটে কিন্‌তে পারে।

মাল। হ্যাঁ লা মল্লিকে, তুই ভাতার বেচ্‌তেও পারিস্, ভাতার কিন্‌তেও পারিস ?

মল্লি। কেন, তুমি কি তা জান না ; তোমায় কত দিন যে কিনে এনে দিইচি।

বিনা। তোমরা ভাই, কেনাকিনি কর, আমি যাই; আমার হাতে অনেক কাজ।

মল্লি। কখন্ আস্‌বে? আজ্ নাই গেলে; আমি এখনি বাড়ী যাব।

বিনা আমার অধিক রাত্ হবে না।

[প্রস্থান।

মাল। আহা! মল্লিকের মুখখানি চুন হয়ে গেচে; ভাতার রাজবাড়ী গেল, হয় ত রেতে আস্‌বে না।

মল্লি। আমি বুঝি তাই ভাব্‌চি? ভাই, রাত্রিদিন পরিশ্রম করে শরীর থাকে? আজ্ বিকালে এসে ভাত খেয়েচে।

মাল। তা ভাবনা কি বন্, তোমার ঘর খালি থাক্‌বে না; যারে লিপি লিখেচ, তারে পাবে।

মল্লি। সক্ করে কেউ সতীন করে না; তোমার আপনার আঁটেনা, আমায় দেবে। তুমি দিলেই কোন্ দিতে পার; তোমার রূপে সে কেমন মোহিত হয়েচে, সে আর কারো চায় না; তোমার চকে ভাই, কি আছে; আমি মেয়ে মানুষ, তোমার চক দেক্‌লে আমারি মন কেমন কেমন করে।

মাল। কত সাধই যায়।

মল্লি। হোঁদোল কুঁৎকুঁতে ধরণের আয়োজন সব হয়েচে ত?

মাল। সব হয়েচে, এখন এলে হয়।

মল্লি। আজ্ জগদম্বাকে ঠেঁটী পরাব, তবে ছাড়্‌ব।—খাঁচাখান কোথায় রেখেচ?

মাল। খিড়্‌কির দ্বারে আছে।

জলধরের প্রবেশ।

মল্লি। দিলেন দেবতা দিন, এত দিন পরে,
মাদারে মালতীলতা উঠিবে আদরে।

মাল। মলিন বদন, সুস্থির নয়ন, বচন সরে না মুখে,
কাঁপিতেছে অঙ্গ, এত বড় রঙ্গ, বল বল কোন্ দুখে।

জল। আমার বড় ভয় কচ্চে; আমি সদাগরকে নৌকায় উঠ্‌তে দেখিচি, তবু যেন আমার বোধ হচ্চে এই বাড়ীতে আছে; আমি দশ বার এগিয়েচি, দশ বার পেচিয়েচি।

মল্লি। না আপনার ভয় কি? আপনি ত কৌশলের ক্রুট করেন নি; আজ সন্ধ্যার পরে সদাগরকে এখানে দেখ্‌তে পেলেই ত তারে কারাগারে দিতে পারবেন।

জল। তার হাত হতে বাঁচ্‌লে ত তারে কারাগারে দেব?

মাল। তুমি নির্ভয়ে আমোদ কর; সদাগর এতক্ষণ কতদূর যাচ্ছে।

জল। এখানে আমার গা ছপ্‌ছপ্‌ করে; তুমি যদি আমার বৈটকখানায় যাও, তবে নির্ভয়ে আমোদ কত্তে পারি। আমি এখানে ধরা পড়্‌লে প্রাণ হারাব।

মল্লি। এ কি! মহাশয়, প্রেমিকের এমন ধর্ম্ম নয়; সকল জোটাজোট করে, এখন পটোল তোলেন। আপনার কবিতা গেল কোথায়? আড় নয়নের চাউনি গেল কোথায়?

জল। অজগর ভয়-সাপ হেরিয়ে কাঁদায়,
ডুবিয়াছে প্রেম-ভেক হৃদয়-ডোবায়;
ভেক যদি মাতা তোলে, জলের উপর,
কপ্‌ করে দেবে সাপ পেটের ভিতর।

মাল। আপনার কোন ভয় নাই, আপনি পরম-সুখে আমোদ করুন।

জল। কি আমোদ কর্‌ব?

মল্লি। তা কি আমাদের বলে দিতে হবে। আচ্ছা, একটী গান গাও।

জল। আচ্ছা গাই,—একটা খেম্‌টা গাই,—

মালতীর মালা, গাম্‌চা হারায়ে এলেম ঘাটে।
তেলের বাটী গাম্‌চা হাতে, গিয়েছিলেম নাইতে,
পা পিছ্‌লে পড়ে গেলেম, বঁধোর পানে চাইতে।

মল্লি। আহা! জগদম্বা কত শিব-পূজা করেছিল, তাই এমন ভাল ভাতার পেয়েছে।

জল। তা সে বলে থাকে; তাই ত সে এত ঝগড়া করে;—তবে মালতি, সাধিলেই সিদ্ধি,

মালতী মালতী মালতী ফুল,
মজালে মজালে—

[দ্বারে আঘাত।

(নেপথ্যে। মালতি, মালতি, দোর খোল, একটা কথা বলে যাই।)

জল। ঐ ত সদাগর; ওমা আমি কেমনে যাব; বাবা, মলেম। (মল্লিকের পশ্চাৎ লুকায়িত হইয়া) মল্লিকে, বাছা আমাকে রক্ষা কর। জগদম্বা বড় পেড়াপীড়ি করেছিল, তাইতে তোমাকে মা বলিচি; আজ মার কাজ কর, আমারে বাঁচাও—

(নেপথ্যে। ঘরে কথা কয় কেও? আমি না যেতেই এই; তুমি দোর খোল, তোমাদের সকলকে কীচক-বধ করচি।)

মাল। (গাত্রোত্থান করিয়া) ফিরে এলো যে? যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, এখনি মন্ত্রীর কাছে বলে দেবে এখন।

জল। মালতি, আমার মাতা খাও, দোর খুলো না; আমি লুকুই। দোহাই তোমার! দোহাই তোমার! জগদম্বায় ষাঁড় করো না।

মল্লি। পালঙ্গের নীচে যেতে পার না?

জল। দেখি—(চিত হইয়া শয়ন করে পালঙ্গের নীচে যাইতে চেষ্টা)—না, পেট ঢোকে না, ভুঁড়িটে বাধে।

মল্লি। মালতি, ঐ খানটা ছেঁটে দে।

জল। এখন রঙ্গের সময় নয়; আজ যদি বাঁচি, তবে রঙ্গের সময় অনেক পাওয়া যাবে।

মাল। মল্লিকে, ঐ কোণে ফরমাশে গামলায় কোতরা গুড় আছে,

তাইতে ডুবিয়ে রাখ্; মুখ যদি ডুবুতে না পারেন, সেখানে একটা মুখশ আছে, সেইটে মুখে বেঁধে দে।

(নেপথ্যে। এক প্রহরে দোরটা খুলতে পাল্লে না?)

[সজোরে দ্বারে আঘাত।

জল। মল্লিকে, এস এস।

জলধরের মুখে বিকট-মুখশ-বন্ধন—জলধরের গুড়ের ভিতর প্রবেশ—মালতীর দ্বার-মোচন—রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। (আমি ত জন্মের মত চল্লেম।—চুপি চুপি) ব্যাটা কি পাজি, অনায়াসে একটা লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌তে সম্মত হয়েচে; আমার ইচ্ছে কচ্চে, তলয়ারের খোঁচা দিয়ে ওর পেট গেলে দিই।

মাল। আর কিছুই কত্তে হবে না, যেমন নষ্ট তেমনি শাস্তি পাবে। তুমি ও ঘরে যাও, আমি দোর দিই।

রতি। মল্লিকে কোণে গিয়ে দাঁড়িয়েচেন কেন? আমার আর কথা কইবের সময় নাই।

[প্রস্থান।

মাল। মল্লিকে, এ দিকে আয়, মন্ত্রিমহাশয়কে নিয়ে আয়।

[গুড়ের গামলা হইতে জলধরের গাত্রোত্থান।

জল। গিয়েচে ত? রস, দেখি গিয়েচে।—তুমি ভয় দেখাতে পাল্লে না, যে কেউ দেখ্‌তে পেলে রাজবিদ্রোহী বলে ধরে দেবে। আর ত আস্‌বে না? আঃ, এমন আটা গুড় ত কখন দেখি নি; আমার হাত গায়ের সঙ্গে জোড়া লেগে গেচে।

মল্লি। ওটা কিসের মুখশ।

মাল। ওটা হোঁদোল কুঁৎকুঁতের মুখশ।

জল। এ কথা নিয়ে খুব আমোদ কত্তে পাত্তেম, যদি ঠিক্ জান্‌তেম যে ব্যাটা আস্‌বে না; আমার একপ্রকার হৃৎকম্প হয়েচে।

মাল। আর ভয় কি ?

জল। আমি গা হাত না ধুয়ে তোমার কর-পদ্ম ধারণ কত্তে পারব না।

মল্লি। হান্ কি ; এখন একবার কর পদ্ম ধারণ কর, "এতে গন্ধ-পুষ্পে" হয়ে যাক্।

মাল। তুই আর তামাসা করিস্ নে, তোর সম্পর্ক-বিরুদ্ধ হয়েচে।

মল্লি। তা হলে তোমার যে বন্‌পো হল।

মাল। ও মা তাই ত!

জল। কুলীন বামণের ঘরে এমন হয়ে থাকে ; তার জন্যে মনে কিছু দ্বিধা করে আমায় আবার সেই জগদম্বার হাতে নিক্ষেপ করো না।

মাল। এর ব্যবস্থা নিতে হবে।

জল। তা হলে, আমার গুড়-মাথাই সার ; খাওয়া ঘটে না।

মল্লি। হাঃ, পীরিত কত্তে আবার ব্যবস্থা নিতে হবে ? তিথি নক্ষত্র দেখ্‌তে গেলে প্রেম হয় না ; মন মজ্‌লেই হয় ; বলে

রসিক নাগর, রসের সাগর, যদি ধন পাই।
আদর করে, করি তারে, বাপের জামাই ॥

জল। বেশ্ বলেচ, বেশ্ বলেচ ; আমার এতে মন আছে। আমি—

(নেপথ্যে। মালতি, আমার সন্দ হচ্চে, তোমার ঘরে মানুষ আছে ; আমি এ ঘর ও ঘর সব খুঁজ্‌ব ; তার পরে ঘরে আগুন দিয়ে দেশান্তরী হব।)

জল। এ বার, ও মা! এ বার কি করব, কোথায় লুকাব ? মল্লিকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে আমার মাতাটী খেলে ; এখন প্রাণরক্ষার উপায় কি ?

মাল। সন্দ কল্লে কেমন করে ; আমার গা ভয়ে কাঁপ্‌চে ; ও ত এমন রাগী নয়, একটী কোপে মাতাটী দুখান করে ফেল্‌বে।

মল্লি। মন্ত্রিমহাশয়কে ও ঘরে—

জল। মন্ত্রী বলে চ্যাঁচাও ক্যান ?

মল্লি। মন্ত্রিমহাশয়কে ও ঘরে লুকিয়ে রাখি।

মাল। ও ঘর আগে খুঁজ্‌বে।

(নেপথ্যে। মালতি, ধরা পড়েচ, আর ঢাক্‌লে কি হবে; দোর খোল; তা নইলে দোর ভেঙ্গে ফেলি।)

[দ্বারে পদাঘাত।

জল। ও মা! জগদম্বার যে আর নাই, সর্ব্বনাশ হল; প্রেম কত্তে প্রাণ খোয়ালেম—

মল্লি। (হাস্য-বদনে) জগদম্বার আর নাই—

জল। ওরে; আমি বলিচি, তার আর কেউ নাই।—আহা! ছেলে পিলে হয় নি, আমাকে নিয়ে সুখে আছে। এখন এ বিপদ্ হতে কেমন করে উদ্ধার হই। আহা! সেই সময়ে যদি মালতীকে মা বলি, তা হলে এমন করে মরণ হয় না!

মল্লি। তুমি জোর কর না; সদাগরকে মেরে তাড়িয়ে দাও; আমরা তোমার সাহায্য করব!

জল। আমার তিন কাল গিয়েচে, এক কাল আছে; ওদের সঙ্গে কি জোরে পারি।—তোমরা বলো, আমি ঔষধ নিতে এইচি—

[দ্বারে পদাঘাত।

মাল। ভেঙ্গে ফেল্লে যে।—মল্লিকে ও ঘরে গদির তুলগুন গাদা হয়ে পড়ে আছে, তার ভিতর মন্ত্রিমহাশয়কে লুকিয়ে রাখ্‌গে; আমি কৌশল করে ও ঘরে যাওয়া রহিত করব।

জল। আমি তুলর ভিতর ডুবে থাকি গে, নড়্‌ব না চড়্‌ব না; দেখ, যদি ও ঘরে রাখ্‌তে পার। তোমরা মেয়ে মানুষ, তোমরা ডাতারের ডাতার; যা মনে কর তাই কত্তে পার, তবে আমার কপাল।

মল্লি। আচ্ছা এস, তোমায় আমিই বাঁচাব।

জল। মালতি, তবে আমি চল্লেম, প্রাণ তোমার হাতে।

(নেপথ্যে। পুরুষের গলার শব্দ শুন্‌চি যে; অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! বিদেশে না যেতেই এই বিড়ম্বনা!)

এ কি রীতি রমণীর, লাজে যাই মরে,
না যেতে বিদেশে পতি, উপপতি ঘরে;
বিহরে বিরহ হেতু, সতীত্ব সংহার;
হায় রে অঙ্গনা তোর পায় নমস্কার!

[দ্বারে পদাঘাত।

জল। আয়, বাছা আয়, ঘর দেখিয়ে দে, তুল দেখিয়ে দে,—
প্রেম পুত্‌লেম পাঁকের ভিতর, পলাই কেমন করে।
হাড়গোড়ভাঙ্গা-দ-টী হব, তাড়িয়ে যদি ধরে॥

[মল্লিকের সহিত জলধরের প্রস্থান।

মালতীর দ্বারমোচন—রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। কি হল?

মাল। গুড় আলকাতরায় অভিষেক হয়েচে; মুখে মুখশ দেওয়া হয়েচে; এই বার তুল,শন, আর আবির দেওয়া হবে; তার পর হোঁদোল কুঁৎকুঁতে পড়্‌বে।

রতি। ত্বরায় শেষ কর, ঘুম আস্‌চে।

মাল। তুমি মল্লিকের নাম করে চ্যাঁচাও।

রতি। মল্লিকে গেল কোথায়? ও ঘরে বুঝি?

মাল। মল্লিকে এখনি আস্‌বে, ও ঘরে যেও না।

রতি। যাব না কেন? কেউ আছে না কি?

মল্লিকের প্রবেশ।

মল্লি। সদাগর মহাশয়, আপনার কি সাহস, এখনো এখানে রয়েচেন?

রতি। তুমি ত মালতীকে ফাঁকি দিয়ে নির্জনে বিহার কচ্ছিলে।

মল্লি। আহা জলধরের এখন যে মূর্ত্তি হয়েচে, জগদম্বা দেখলেও

বাবা বলে পলায়। আমরা বেশ রামযাত্রা কচ্চি, আমি সাজঘরের কর্ত্তা হইচি।

মাল। মল্লিকে, তুই খাঁচার চাবি নে,—(চাবি দান)—বল্ গে সদাগর আজ্ গেল না, এস তোমায় খিড়্কি দিয়ে বার্ করে দিয়ে আসি। খিড়্কির আর খাঁচার দোর এক হয়ে আছে; যেমন বেরবে, অমনি খাঁচার ভিতর যাবে; আর তুই দোর দিয়ে চাবি দিবি।

মল্লি। শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কি, চল্লেম।

[প্রস্থান।

মাল। তুমি যথন দ্বারে নাতি নাত্তে লাগ্‌লে, জলধরের যে কাঁপনি, আমি বলি ঘুরে পড়্ল।

রতি। আগে খাঁচার ভিতর যাক্, তার পর খুঁচিয়ে আদমারা করব।

মাল। আমি আগে জগদম্বাকে ডেকে দেখাব; মাগী সে দিন আমার সঙ্গে যে ঝকড়া কল্লে। জলধরের যেমন বুদ্ধি, জগদম্বারও তেমনি বুদ্ধি, মাগী ভাবে তাঁর মহিষাসুরকে সকলেই ভালবাসে।

রতি। তা আশ্চর্য্য কি; মেয়ে মানুষে কি না কত্তে পারে?

মাল। পোড়া কপাল আর কি, কথার শ্রী দেখ; যাদের ধর্ম্ম নাই, তারা সব করে; যাদের ধর্ম্ম আছে, তারা পতি বই আর জানে না, পর পুরুষকে পেটের ছেলের মত দেখে।

রতি। আমি কথার কথাটা বল্‌চি।

(নেপথ্যে। পড়েচে, পড়েচে হোঁদোল কুঁৎকুঁতে পড়েচে; ও মালতি, শীঘ্র আয়, সদাগর মহাশয়কে সঙ্গে করে আন্।)

রতি। চল, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর সম্মুখ।

গুড়-তুলায় আবৃত. লোহ-পিঞ্জরে বদ্ধ জলধরকে বহনপূর্ব্বক চারি জন বাহকের প্রবেশ।

প্রথম। ওরে একেণ্ডা ভূঁই দে।—তেবু যাতি নেগল; হ্যাদি দ্যা, মোর কাঁদ ক্যাটে গেল, তেবু যাতি নেগল।

দ্বিতীয়। হ্যাঁ রা ও বেন্দা, বগ্গি কতা কাণে করিস্ নে; মেজো তালুই যে ভূঁই দিতে বল চে।—হ্যা, টান্‌তি নেগ্‌ল দ্যা।

তৃতীয়। দিতি চাস্ ভূঁই দে।—(লৌহ-পিঞ্জর ভূমিতে রাখিয়া)— কাঁধ ফুলে ঢিপিপানা হয়েচে; ভাল কাহারি কত্তি গিইলি; মুই বল্লাম চেড্ডের ঘাড়ে করিস্ নে; আট্টাতে হিমসিম খেয়ে যায়; মেজো তালুই এই কুঁদো চেড্ডের ধত্তি গেল।

চতুর্থ। হ্যাদি দ্যা, হ্যাদি দ্যা, স্মুন্দি খাড়া হয়ে দেঁড়িয়েচে। হ্যাঁ গা মেজো তালুই, এডা কি জানোয়ার কতি পারিস্?

প্রথম। কে জানে বাবু কি বলে,--সদাগর মশাই বল্লে—এই যে, দূর ছাই, মনেও আসে না--হাঁদোলের গুতো।

চতুর্থ। সমুন্দি হাঁদোলের গুতোই বটে।—পালে কনে গা?

প্রথম। আরে ও হল রাজার সদাগর; পাঁচ জায়গায় যাতি নেগেচে। কন্‌তে ধরে অ্যানেচে।

জল। (স্বগত) ভাগ্যে মুখশ দিয়েছিল, তা নইলে সকল লোক চিনে ফেল্‌ত। এখন একটু নাচি, কেঁউ কেঁউ করি, তা হলে লোকে

যথার্থই হোঁদোল কুঁৎকুঁতে বিবেচনা কর্‌বে। (নাচিতে নাচিতে) কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ।

চতুর্থ। হ্যাদি দ্যা, অলা, সুমুন্দি কুকুরির মত কেঁউ কেঁউ কত্তি নেগেচে।

প্রথম। হ্যাদে ও আর দিরি করিস্ নে; বোজা ওলাতি পাল্লিই খালাস। তুলে দে।

চতুর্থ। মেজো তালুই এট্টু ঢ্যাড়া সুমুন্দির গায় গোটা দুই ঢ্যালা মারি।

[ছোট ছোট ইটের দ্বারা জলধরের পৃষ্ঠে প্রহার।

জল। (চীৎকার-শব্দে) উকু, কুউ, উকু, কুউ, কুউ, উকু, কুউ, কুউ, কুউ।

[পিঞ্জরের চাল ধরিয়া ঝুলন।

তৃতীয়। সুমুন্দি বাজি কত্তি নেগল।—মেজো তালুই, তোর হুঁচ্‌ল নাতী গাচটা দে ত, সুমুন্দির গায় গোটা দুই খোঁচা লাগাই।

[যষ্টি গ্রহণ করিয়া খোঁচা প্রদান।

জল। (চীৎকার-শব্দে) উকু কুউ, উকু কুউ, কুউ উকু, কুউ কুউ— খাব, মানুষ খাব, চারটে বেহারা খাব. হা করে চারটে বেহারা খাব, মাত্তাশুণ চিবিয়ে খাব।

প্রথম। তোরা চেরো,—সুমুন্দিরি দানোয় পেয়েচে,—চেরো, চেরো, খালে, খালে—

[চারিজন বাঁহকের বেগে প্রস্থান।

জল। বাবা! লাটীর গুতো হতে ত্রাণ পেলাম। আঃ, কি প্রেম করিচি; প্রেমের পিণ্ডি টেনে বার করিচি।

রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। বেহারা ব্যাটারা রাস্তায় ফেলে গিয়েচে।—মন্ত্রিমহাশয়, মালতী তোমায় ডেকেচে; আপনার কি অবসর হবে, একবার যেতে পারবেন?

জল। তোর পায় পড়ি বাবা, আমারে ছেড়ে দে; আমি লাল দিগিতে গা ধুয়ে বাঁচি।

রতি। লাল দিগিতে যাবেন না, মাচ মরে যাবে; ও গুড় নয়, আলকাতরা।

জল। তুই আমার বাবা; তোর মালতী আমার মা, আমার চোদ্দ পুরুষের মা; তোর পায় পড়ি বাবা, আমারে ছেড়ে দে; আমি আর কখন কোন মেয়েকে কিছু বল্‌ব না; আমাকে ছেড়ে দাও, আমি খোঁচার হাত এড়াই।

রতি। তা হলে রাজার পীড়ার উপশম হয় কেমন করে?

জল। সে অনুমতি-পত্রখান ছিঁড়ে ফেল, আপদ্ যাক্।

রাজা, বিনায়ক ও মাধবের প্রবেশ।

মাধ। এ যে নতুন সদাগরি দেক্‌চি; এ কি জানোয়ার? এর নাম কি?

রতি। মহারাজের এই অনুমতি-পত্রে সকল ব্যক্ত হবে।

[অনুমতিপত্র-দান।

রাজা। আমার অনুমতি-পত্র!—বিনায়ক, পড় দেখি।

বিনা। (অনুমতি-পত্র-পাঠ)

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরতিকান্ত সদাগর

কুশলালয়েষু

যেহেতু অপ্রকাশ নাই, যে, মহারাজ রমণীমোহন রাজকার্য্য পরিহার-পুরঃসর সতত নির্জনে ক্ষিপ্তের ন্যায় রোদন করেন। রাজ-কবিরাজ দক্ষিণ-রায় ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, আরব-দেশোদ্ভব "হোঁদোল কুঁৎকুঁতে"র বাচ্চার তৈল সেবন করিলে, মহারাজের রোগের প্রতীকার হইতে পারে। অপ্রকাশ নাই, যে, আরব দেশ ভিন্ন অন্য স্থানে হোঁদোল কুঁৎকুঁতের বাচ্চা পাওয়া যায় না। অতএব তোমাকে লেখা যায়, এই অনুমতি-পত্র প্রাপ্তিমাত্র তুমি আরব দেশে গমন করিবে; আর যত দিন

হোঁদোল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা না প্রাপ্ত হও, তত দিন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবে না। আগামী শনিবারে সূর্য্যাস্তের পর তোমাকে এ নগরে যদি কেহ দেখিতে পায়, তোমাকে রাজ-বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা যাইবে, ইতি।

রতি। মহারাজ, আমি অনেক পর্য্যটনে এই ধাড়ী হোঁদোল কুঁৎকুঁতে ধরে এনিচি, এইটী গ্রহণ করে আমাকে অব্যাহতি দেন।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! এমত পাগলের অনুমতি-পত্রে আমার স্বাক্ষর হয়েচে!

মাধ। এ কিরূপ জানোয়ার কিছুই স্থির করিতে পার্‌তিচি না।— ডাকতে পারে?

রতি। ডাকতে পারে; মানুষের মত কথা কইতে পারে।

মাধ। সত্য নাকি? দেখি দেখি। [যষ্টি দ্বারা গুতা-প্রহার।

জল। কোঁ, কোঁ, কোঁ, কোঁ,—(যষ্টির গুতা)—উকু, উকু, উকু, উকু—(যষ্টির গুতা) কুউ, কুউ, কুউ, কুউ।

মাধ। কথা কও, তা নইলে মুখের ভিতর লাটী দেব।

জল। কোঁ, কোঁ, কোঁ, কোঁ। (নৃত্য)

রাজা। যথার্থ জানোয়ার না কি?

মাধ। যথার্থ অযথার্থ গালে লাটী দিলেই জানা যাবে। (গালে লাটী দিয়া) বল্ কে তুই, বল্ কে তুই?

জল। আ—মি, আ—মি, আ—মি।

মাধ। আবার চুপ কল্লি। [লাটীর গুতা-প্রহার।

জল। আমি জল—আমি জলধর।

[সকলের হাস্য।

রাজা। এমন রসিক আর কে?

মাধ। আমি বলি একটা জালায় গুড় তুল মাখিয়ে এনেচে।—মন্ত্রি-বর, এরূপ রূপ ধারণ করেচেন কেন?

জল। আমি ধরি নি, ধরিয়েছে। এই বার আমার রসিকতা

বেরিয়ে গিয়েচে; মালতীর সহিত প্রেম কত্তে গিয়ে, মা বলে চলে এসিচি।—বাবা সদাগর, আমারে ছেড়ে দাও, আমি পা ধুয়ে বাঁচি।

রাজা। ইতিপূর্ব্বে তোমার রসিকতায় কোন রমণী বশীভূত হয়েছিল?

জল। শত শত।

রতি। এক বার জগদম্বাকে ডেকে আনি।

জল। সদাগর মহাশয়, তুমি আমার ধর্ম্ম বাবা, আমারে রক্ষা কর; এর উপরে ঝাঁটা হলে, আর আমি প্রাণে বাঁচব না।

রাজা। তুমি যে বল, স্ত্রীশাসনের প্রণালী কেবল তুমিই জান; তবে জগদম্বাকে ভয় কচ্চ কেন?

জল। মহারাজ, এখন পাঁচ রকম বলে, এ নরক হতে উদ্ধার হতে পাল্লে বাঁচি।

মাধব। তেল প্রস্তুত না করে ছাড়্বে কেমন করে?

জল। মাধব, আর রসান দিও না; আমার প্রাণ-বিয়োগ হল।

রাজা। ছেড়ে দাও।

মাধ। এস মন্ত্রিবর, বাইরে এস, কাম্‌ড়ো না।

রতি। তবে খুলি,—(পিঞ্জরের দ্বার মোচন, জলধরের বাহিরে আগমন এবং বেগে পলায়ন)।

মাধ। মার্, মার্, হোঁদোলকুঁৎকুঁতে পালাচ্চে, মার্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

রাজা, মাধব, বিনায়ক, জলধর, গুরুপুত্র, ও পণ্ডিতগণ প্রভৃতির প্রবেশ।

গুরু। মহারাজ, আমাদিগের সকলের বাসনা, আপনি পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিয়া পরমানন্দে রাজ্য করুন।

রাজা। যে বৃক্ষে একবার বজ্রাঘাত হয়, সে বৃক্ষ কখনই পুনঃ পল্লবিত

হয় না। আমি বিশাল বিটপীর ন্যায় সগৌরবে রাজ্য অটবীতে বিরাজ করিতেছিলেম, আমার অঙ্গ, মনোহর শাখা প্রশাখায় রমণীয় কুসুম মুকুলে, সুশোভিত হয়েছিল; কিন্তু ফলের সময় বিফল হলেম; আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হল, আমার ডাল পালা, ফুল মুকুল সকলি জলিয়া গেল; আমি এক্ষণে দগ্ধ তরুর ন্যায় দণ্ডায়মান আছি, সত্বরে ধরাশায়ী হব। হে গুরুপুত্র, হে পণ্ডিতমণ্ডলি, হে সভাসদ্গণ, হে প্রজাবর্গ, আমি অতি নরাধম, মূঢ়, পাপাত্মা। পতিপ্রাণা বড় রাণী গর্ভবতী হলে, ছোট রাণী এবং জননী তাঁহাকে অতিশয় তাড়না করিলেন, আমি তাড়না রহিত করা দূরে থাকুক, বড়রাণীকে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হয়ে ছিলেম; সেই অভিমানে প্রাণেশ্বরী আমার বিরাগিণী হলেন। তাঁহাকে কেহ বধ করে নি।

গুরু। মহারাজ, রাজা রাজড়ার কাণ্ড, সকলে সকল ঘটনা প্রকৃত বুঝ্তে পারে না, নানারূপ কথা উত্তোলন করে; কেহ বলে বড় রাণী বিষ পান করে প্রাণত্যাগ করেচেন, কেহ বলে ছোট রাণী তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়ে হত্যা করেচেন।

প্রথম পণ্ডিত। রাজ্যের ভিতর জনশ্রুতি এই—বড় রাণী অভিমানে ভোগবতী নদীতে ডুবে মরেচেন। এমন ঘটনা অনেক ঘটেচে; সে জন্য মহারাজের কাতর হওয়া উচিত নয়।

গুরু। মহারাজের পুণ্যের সংসার, এই সংসারে কি স্ত্রীহত্যা সম্ভব হয়? বিশেষ, স্বর্গীয় রাণীরে অতি ধর্ম্মশীলা, তাঁহারা এমন কর্ম্ম কখনই করিতে পারেন না।

মাধব। গুরুপুত্র মহাশয়ের মুখখানি বাজীকরের ঝুলি,—ফু উড়ে যা, কাজলে আক্ হ, ফু উড়ে যা, সিউলি পাতা হ।—আপনি সে দিন বলেচেন নিষ্ঠুর রাজমাতা এবং নির্দ্দয়া ছোট রাণী ধর্ম্মশীলা পতিপরায়ণা বড় রাণীকে বিনাশ করে বাড়ীতে পুতে রেখেচে, আজ্ বল্চেন স্বর্গীয় রাণীরে ধর্ম্মশীলা,—

রাজা। (দীর্ঘ-নিশ্বাস) জগদীশ্বর!

প্রথম পণ্ডিত। মাধব, এমন কথা মুখে এন না।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজ, মাধব অমূলক কথা কিছুই বলে নি, সকল লোকে বলে থাকে—আপনারা গর্ভিনী বড় রাণীকে বধ করে বাড়ীতে পুতে রেখেচেন।

রাজা। হে সভাসদ্‌গণ, আমি রাজকার্য্য পরিহারপূর্ব্বক কল্য বনে গমন করব; এক্ষণে আমি যাহা ব্যক্ত করব তাহা স্বরূপ। আমি বড় রাণীকে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়েছিলেম, আমি তাঁহার যৎপরোনাস্তি অপমান করেছিলেম. আমি বিমূঢ় কাপুরুষের ন্যায় তাঁহার বিমল সতীত্ব স্ফটিককুম্ভে অঙ্ক প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, সেই জন্যই তিনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে আত্মহত্যার উপায় করলেন। যদ্যপিও বড় রাণীকে আমি কিংবা অপর কেহ বধ করে নি, কিন্তু স্ত্রীহত্যা, পুত্রহত্যার যে পাতক তাহা আমার সম্পূর্ণ হয়েচে। বড় রাণী বাড়ীতেও মরেন নি, বনে গিয়েও মরেন নি। তাঁর প্রেরিত পত্রী আমি পাঠ করি, সভাস্থ লোক শ্রবণ কর। (সুবর্ণ কৌটা হইতে পত্রী গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ)

প্রাণেশ্বর!

হতভাগিনীর প্রাণ হত হয় নি, জন্মদুঃখিনীর জীবন যমালয়ে যায় নি, শমন আগমন করেছিলেন, কিন্তু অধীনীর উদরে রাজপুত্রের অবস্থান দৃষ্টে—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

বিনায়ক পাঠ কর (লিপি দান)

বিনা। (লিপি পাঠ)।

প্রাণেশ্বর!

হতভাগিনীর প্রাণ হত হয় নি, জন্মদুঃখিনীর জীবন যমালয়ে যায় নি; শমন আগমন করেছিলেন, কিন্তু অধীনীর উদরে রাজপুত্রের অবস্থান দৃষ্টে তৎক্ষণাৎ রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন! প্রাণনাথ! পতি পতিপরায়ণা কামিনীর প্রণয়মন্দিরের একমাত্র পরমারাধ্য দেবতা; পতির চরণ-সেবা সতীর সুবর্ণভূষণ; পতির পূজা সতীর জীবনযাত্রা; পতির আদর সতীর

সুখসিন্ধু; পতির প্রেম সতীর স্বর্গ। এমন সুখাবহ-স্বামিসুখ-বঞ্চিতা বনিতার বেঁচে থাকা বিড়ম্বনামাত্র। এই বিবেচনায় মর্ম্মান্তিক বেদনাতুর জীবন জীবনে বিসর্জ্জন দেওয়াই স্থির করে-ছিলেম; আমার জীবনে আমার সম্পূর্ণ অধিকার; যখন স্বামি-সেবায় একবারে নিরাশ হলেম, তখন অপদার্থ জীবন রাখায় ফল কি? কিন্তু আমার গর্ভস্থ রাজপুত্রের প্রাণের উপর আমার কোন অধিকার ছিল না; অভাগিনীর অপকৃষ্ট প্রাণ বিনষ্ট করিতে গেলে রাজপুত্রের উৎকৃষ্ট প্রাণ বিনাশ হয়, সুতরাং প্রাণসংহারে বিরত হলেম। সাত মাস কাঙ্গালিনী মলিনবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম। আজ সাত দিন, যে রাজপুত্রের প্রাণানুরোধে জীবিত আছি, সেই রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। প্রাণনাথ! আমি পুত্র প্রসব করিয়াছি,—রাজপুত্র তোমার পুত্র, আমার প্রাণপতির পুত্র, আমার প্রিয় রমণী-মোহনের পুত্র। তুমি যে নামটী অতি সুশ্রাব্য বলিয়া ব্যক্ত করেছিলে, পুত্রকে সেই নাম দিয়াছি। খোকা আমার কোল আলো করে বসে আছেন, আমার লতামণ্ডপে শত চন্দ্রের উদয় হয়েছে; আমার প্রাণ আনন্দ-সলিলে অবগাহন করিতেছে। এমন ভুবনমোহন রূপ আমি কখন দেখি নি; তোমার মত মুখ হয়েচে, তোমার মত হাত হয়েচে, তোমার পায়ের মত পা হয়েচে,—খোকা তোমার অবয়ব-অনুরূপ, যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপ হইতে দীপ জ্বালিলে সম্পূর্ণ অনুরূপ হয়। আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতেছে। তুমি সপত্নীকে সোণা দিয়েচ, মুক্তা দিয়েচ, হীরক দিয়েচ, রাজসিংহাসন দিয়েচ; কিন্তু তুমি আমায় অপার-আনন্দপ্রদ দেবতাদুর্লভ পুত্ররত্ন দান করেচ; সপত্নী যে পরিমাণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, তার শত গুণে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আবশ্যক। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন, স্বামিভাগ্যে পুত্র;—তোমার ভাগ্যে আমি এমন অমূল্য নিধি

কোলে পেয়েচি। প্রাণনাথ! আবার আমার হৃদয়ে আক্ষেপ-ক্ষীরোদ উথলিয়া উঠিতেছে, নয়ন দিয়া খেদপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। আমার কাঁদিবার কারণ কি? আমি কি সপত্নীর একাধিপত্য-বিবেচনায় কাঁদিতেছি? আমি কি রাজসিংহাসন হইতে বিবর্জ্জিত হইয়াছি বলিয়া কাঁদিতেছি? আমি কি তোমার দুঃসহ দারুণ বিরহে কাঁদিতেছি? না নাথ! তা নয়। যে রোদন সাত মাস সংবরণ করিয়াছি। আমার নয়ন হইতে নব সলিল নিপতিত হইতেছে; আমি এমন অকলঙ্ক সোণার চাঁদ প্রসব করিয়াছি, প্রাণপতিকে দেখাইতে পারিলাম না;—আমি একবার জনমনোরঞ্জন নয়ননন্দন নবশিশু বক্ষে করিয়া তোমার সমক্ষে দাঁড়াইতে পেলেম না;—আমি সানন্দে, সগৌরবে, সহাস্যবদনে প্রাণ-পুত্রকে হাতে হাতে তোমার কোলে দিতে পেলেম না;—আমি একবার তোমার কাছে বসে প্রাণ-পুত্রকে স্তনপান করাইতে পার্‌লেম না;—এই জন্যে আমার সুখের সহিত বিষাদ হইতেছে। তোমার ছেলে দেখাইতে আমার প্রাণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে; আমি ইচ্ছা করিতেছি, এই দণ্ডে প্রিয়পুত্র কোলে করিয়া তোমার নিকট গমন করি, কিন্তু সাহস হয় না। সপত্নী আমার পুত্রকে অনাদর করুন তাহাতে আমার হৃদয়ে ব্যথা জন্মিবে না, শাশুড়ী আমার পুত্রকে অনাদর করুন, সে দুঃখ অনেক ক্লেশে সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু পাছে তুমি তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য এ আদরের ধনে অনাদর কর, তা হলে যে তদ্দণ্ডেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, এই কারণে রাজভবনে গমন করিতে পরাঙ্মুখ হইলাম। প্রাণবল্লভ! রমণীর প্রেম বিপুল পয়োধি, অনাদর-নিদাঘ-তাপে শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা নাই। যে হস্ত অসিলতা ধারণ করিয়া প্রাণসংহার করিতে যায়, সেই হস্ত গৃহপালিত কুরঙ্গিণী আনন্দে অবলেহন করে; সেই-রূপ যে পদ দ্বারা প্রাণপতি প্রণয়িনীকে দলনা করেন, পতিপ্রাণা

প্রণয়িনী অবিচলিত-ভক্তি সহকারে সেই পদ-পুণ্ডরীক চুম্বন করে। প্রাণনাথ! ভবনে থাকি আর কাননে থাকি, আমি তোমারি দাসী। দাসীর জীবন প্রায় শেষ হইয়াছে; পতির বিরহে সতী ক দিন বাঁচে? কুলহারা কুলকামিনী, যূথহারা কুরঙ্গিণীর ন্যায়, অচিরাৎ ধরাশায়িনী হয়; সরোবর ছাড়িলে সরোজিনী সহসা স্পন্দহীন হয়। জীবিতেশ্বর! দাসীর সুখেরও শেষ নাই, দুঃখেরও শেষ নাই; দাসীর জন্যে দাসী কিছুমাত্র চায় না; যদি কালসহকারে করুণাময়ের কৃপায় আমার পুত্র তোমার সমক্ষে দাঁড়ায়, পুত্র বলে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করো, দাসীর এই একমাত্র ভিক্ষা। ইতি

তোমার পতিরতা প্রমদা।

রাজা। হে সভাসদ্গণ, আমি বড় রাণীর এবং আমার প্রিয় পুত্রের ক্রমাগত ষোড়শ বৎসর অনুসন্ধান করিয়াছি; আমি পতিরতা প্রমদার অন্বেষণে নানা বনে, নানা নগরে, নানা রাজ্যে লোক প্রেরণ করিয়াছিলাম; কোথাও আমার প্রাণাধিকা প্রমদার সন্ধান পাওয়া গেলনা। অবশেষে হরিদ্বারে জনশ্রুতিতে জানা গেল, প্রমদা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; প্রাণপুত্রকে পারস্য দেশে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি আপন দোষে এমত পতিপ্রাণা নারীরত্নের অপচয় করিলাম; আমি আপন দোষে এমন পবিত্র পুত্র হইতে বঞ্চিত হইলাম। আমার কি আর সংসার আশ্রম সম্ভবে? আমি কি আর মনকে কিছু দিয়া তুষ্ট করিতে পারি? যে বন একদা আমার পুত্রের জ্যোতিতে আলোকময় হইয়াছিল, আমি সেই বনে গমন করব। তোমরা এ নরাধমকে, এ স্ত্রীপুত্রহত্যাকারী পাপাত্মাকে, এ রাজ্যে থাকিতে অনুরোধ করো না।

গুরু। মহারাজ আমাদিগকে একেবারে অনাথ করিয়া বনে গমন করা বিধি হয় না; আমাদিগের আর কেহ নাই; মহারাজ বনে গমন করিলে রাজ্য একেবারে ছার খার হয়ে যাবে।

বিজয়ের হস্তবন্ধন-রজ্জু ধারণপূর্ব্বক দুই জন প্রহরী এবং বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

বিদ্যা। দোহাই মহারাজের! দোহাই মহারাজের! হাঘরেদের উপদ্রবে আর কেহ মেয়ে লয়ে ঘর করিতে পারে না। মহারাজ, এই বেল্লিক ব্যাটা বিষম হাঘরে, আমার বাড়ীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করতে প্রবৃত্ত হয়েচে।

মাধব। আহা! আহা! বিদ্যাভূষণ এমন কোমল করেও রজ্জুদান করেছ! (বন্ধন মোচন করিয়া) ইনি অতি পুণ্যাত্মা তাপস, ইনি কি কাহারো দ্রব্য অপহরণ করেন।

বিদ্যা। মহারাজ, দশ দিন বারণ করিচি, আমার বাড়ীর দিকে গমন করিস্‌নে; বেল্লিক ব্যাটা যেটা বারণ করি সেইটী অগ্রে করে। কাল্‌ আমার মেয়েকে ভুলায়ে লয়ে গিয়েচে, তাই ওর হাতে দড়ী দিয়ে রাজসভায় লয়ে এসিচি।

মাধব। আপনার মেয়ের কি করেচেন?

বিদ্যা। সে বালিকা, তার বোধ কি?

মাধব। আপনারা বামন জাত, 'কুকুর মারেন, হাঁড়ী ফেলেন না'।

রাজা। বিদ্যাভূষণ, তুমি এমন নবীন তাপসকে কি জন্য পীড়ন করিতেছ? আহা! বাছার মুখ দেখ্‌লে স্নেহে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। কি অলৌকিক রূপ! যেন সুমিত্রা-নন্দন জটাবল্কল পরিধান করে রাজসভায় দাঁড়িয়েচেন।

বিদ্যা। মহারাজ, হাঘরেরা এক্ষণে ঐরূপ বেশ করে, দেশ লণ্ডভণ্ড কর্‌তেচে; আপনি দেশপালক, এই ব্যাটাকে দ্বীপান্তর করে আমার বাড়ী নিষ্কণ্টক করিয়া দেন।

রাজা। কি অপরাধে এ নিদারুণ দণ্ড বিধান করি?

বিদ্যা। মহারাজ, আমার কামিনীকে এই ব্যাটা হাঘরে যাদু করেচে। কামিনী রাজসিংহাসন অবজ্ঞা করে, হাঘরের গৃহিণী হতে উন্মত্তা হইয়াছে। তার অঙ্গুলে মন্ত্রপূত করে একটা অঙ্গুরী দিয়াছে, তাহাতেই কামিনী একেবারে পাগল হয়ে গিয়েচে। আমি গোপনে দাঁড়ায়ে দেখিচি, কামিনী সেই অঙ্গুরী চুম্বন করে, আর, হা তপস্বিন্‌!

হা তপস্বিন্! বলিয়া রোদন করে। মহারাজ এই হাবরে ব্যাটাকে দ্বীপান্তর করুন, নচেৎ বিদ্যাভূষণ মহারাজের সমক্ষে গলায় ছুরি দিয়ে মর্‌বে।

রাজা। আচ্ছা, স্থির হও। হে নবীন তপস্বিন্, তোমার যদ্যপি কিছু বক্তব্য থাকে, তবে এই সময় বল।

বিদ্যা। মহারাজ, ও আর বল্‌বে কি? ওরে বলুন ও সেই অঙ্গুরীটে ফিরে লউক, সেই আংটিটে যাদু-মাখা।

মাধব। দেখ, যেন তোমার বিদ্যাভূষণীকে ছোঁয়ায় না।

রাজা। তোমার কন্যা কামিনী কি তপস্বিনীর সহিত গমন করেচেন?

বিদ্যা। মহারাজ, কামিনী ছেলে মানুষ, বালিকা, কৌতুকাবিষ্ট হয়ে এই বেল্লিক ব্যাটার মাকে দেখ্‌তে গিয়েচে। সে মাগী হাবরের শেষ, কারো সহিত কথা কয় না, কেবল রাত্রিদিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কার সর্ব্বনাশ কর্‌ব, এই চিন্তা করে।

রাজা। বিনায়ক, তুমি দুই জন ব্রাহ্মণী সমভিব্যাহারে তপস্বিনীর ঘরে গমন কর; তপস্বিনীকে এবং কামিনীকে রাজসভায় আনয়ন আবশ্যক, নতুবা যথার্থ বিচার হয় না। [বিনায়কের প্রস্থান।

বিদ্যা। সে হাবরে মাগী কখনই এখানে আস্‌বে না; আমি আজ দশ দিনের মধ্যে তার সহিত একবার সাক্ষাৎ কর্‌তে পার্‌লেম না।

রাজা। হে তপস্বিন্, বোধ করি তোমার মনোহর রূপলাবণ্যে সুরূপা কামিনী বিমোহিত হইয়া, তোমায় পতিত্বে বরণ করেচেন্; তোমা কর্ত্তৃক কুলকামিনী কৌশলে অপহরণ সম্ভবে না।

বিজ। মহারাজ, আমি তপস্বী, বনবাসী, কন্দমূলফলাশী—

মাধব। ওহে বাবাজি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি ফল মূলে পেট ভরে ত?

বিজ। মহারাজ, তপস্বীরা পরম সুখী;—ভার্য্যার ভাবনা ভাবিতে হয় না, সন্তানের ভাবনা ভাবিতে হয় না, চোরের ভয় নাই, দস্যুর ভয় নাই, রোগের ভয় নাই, শোকের ভয় নাই! তাহারা পরমানন্দে অত্যু-ত্যক্তচিত্তে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করে। সহসা কোন ব্যক্তি এমন পবিত্র

ব্যবসায়কে সহস্র-শোক সমাকুল সংসারাশ্রমের সহিত বিনিময় করে না। আমি সরলা কামিনীকে সোণার চক্ষে দেখ্‌লেম; মন বিমোহিত হয়ে গেল; কামিনীর জন্যে তপস্বিবৃত্তি পরিত্যাগ করে সংসারী হতে প্রবৃত্ত হইচি। মহারাজ, কামিনীও আমাকে শুভদৃষ্টিতে দর্শন করেচেন; তিনি একদিন নির্জনে তপস্বিনীর বেশ ধারণ করে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছিলেন, আমি তাহা দর্শন করে তাঁর মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্‌লেম এবং বিবাহের কথা ব্যক্ত কর্‌লেম। কামিনীর জননী সম্মতি দান করিয়াছেন; এক্ষণে কামিনীর পিতা মত্ দিলেই পরম-সুখে পরিণয় হয়।

বিদ্যা। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা; ব্রাহ্মণীকেও যাদু করেচে।

গুরু। তোমার মাতার মত্ হয়েচে?

বিজ। মহাশয়, আমার সপ্তদশ বৎসর বয়স হইয়াছে, আমি ইহার মধ্যে আমার চিরদুঃখিনী জননীর মুখে কখন হাসি দেখি নি; কিন্তু মিষ্টভাষিণী কামিনীকে ক্রোড়ে করে তাঁহার বিরস বদনে সরস হাসির উদয় হয়েচে; তিনি কামিনীকে পেয়ে পরম সুখী হয়েচেন।

রাজা। তোমার নাম কি?

বিজ। আমার নাম বিজয়।

বিদ্যা। মহারাজ, হাঘরের মিষ্ট কথায় ভুল্‌বেন না; ঐ দেখুন, বেল্লিক ব্যাটার হস্তে আল্‌তা মাখা।

রাজা। (বিজয়ের হস্ত ধারণ করিয়া) কই, কই? (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

গুরু। মহারাজ, সিংহাসনে উপবেশন করুন।—এ কি! এ কি! মহারাজের শরীর রোমাঞ্চিত হয়েচে, বদনমণ্ডল মলিন হয়েচে,—

রাজা। হা জগদীশ্বর!—বিদ্যাভূষণ, যদ্যপি তোমার ব্রাহ্মণীর এবং কামিনীর মত্ হইয়া থাকে, তবে এমন সুপাত্রে কন্যা দান কত্তে অমত্ করা কখন উচিত নয়।

বিদ্যা। মহারাজ, বলেন কি; ও কখন তপস্বী নয়, ও হাঘরের ছেলে; বিবাহের নাম করে হাঘরে মাগী কামিনীকে লয়ে যাবে, তার পরে কোন সহরে গিয়ে বিক্রয় কর্‌বে।

রাজা। আমার বিবেচনায় কামিনী যেমন পাত্রী, বিজয় তেমনি পাত্র; কামিনী যদি আমার কন্যা হত, আমি বিজয়কে দান কত্তেম।

বিদ্যা। মহারাজ বলেন কি, আপনাকেও যাদু কল্লে না কি? আপনি হাবরের হস্ত স্পর্শ করে ভাল করেন নি। হা পরমেশ্বর! এমন আশা দিয়ে নিরাশ কল্লে।—হয়েচে, আমার রাজশ্বশুর হওয়া হয়েচে!

রাজা। বিদ্যাভূষণ, আমি স্ত্রী-পুত্র হত্যা করিচি, আমি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু কল্য বনে গমন করব; সংসার করা দূরে থাকুক, সংসারে আর ফিরে আস্‌ব না। আমি বড় রাণীর বিরহে ব্যাকুল হইয়াছি, আমি আর জনসমাজে থাক্‌ব না। আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, কামিনীকে এই মনোহর পাত্রে সম্প্রদান কর।

বিদ্যা। কখন হবে না, কখন হবে না, দোহাই মহারাজের! হাবরের ছেলে কামিনীর পাণিগ্রহণ কখন কর্‌তে পাবে না।—

বিনায়কের সহিত কামিনী ও আবৃতমুখী তপস্বিনীর প্রবেশ।

আমি বলি হাবরে মাগী আসবে না; মাগী কি একটা নূতন অভিসন্ধি করেচে। মহারাজ, ঐ দেখুন কামিনী সেই আংটী হাতে দিয়ে রেখেচে।

রাজা। দেখি মা কামিনী, তোমার হাতের আংটি দেখি। (কামিনীর নিকট হইতে অঙ্গুরীয়-গ্রহণ)। তোমায় এ আংটি কে দিয়েচে?

কামি। বিজয়—তপস্বী দিয়েচেন।

রাজা। (তপস্বিনীর চরণ অবলোকনপূর্ব্বক অঙ্গুরীয় চুম্বন করিয়া) এ আমার অঙ্গুরী। (তপস্বিনীর চরণ ধরিয়া) প্রেয়সি, অপরাধ ক্ষমা কর, প্রেয়সি, অপরাধ ক্ষমা কর, প্রেয়সি, অপরাধ ক্ষমা কর; প্রেয়সি, তোমার বিরহে আমি বনবাসী হইতেছিলাম—

তপ। (মুখাচ্ছাদন মোচনপূর্ব্বক রাজার হস্ত ধরিয়া) প্রাণনাথ!—হৃদয়বল্লভ!—জীবিতেশ্বর!—আমি কি তোমায় দেখ্‌তে পেলেম? দাসী কি আবার পাদপদ্মে স্থান পাবে? ওঠ, ওঠ, প্রাণনাথ, ওঠ।

সকলে। (উচ্চ-স্বরে) বড় রাণী, বড় রাণী!

রাজা। প্রাণেশ্বরি, হে পতিরতে প্রমদে, হে সতীত্বময়ি, তোমার অকৃত্রিম-প্রগাঢ়-পবিত্র-প্রণয়ানুরোধে এ পাপাত্মার অপরাধ ক্ষমা কর, মূঢ়মতির নৃশংস আচরণ বিস্মৃত হও।

গুরু। মহারাজের অতিশয় ঘর্ম্ম হচ্চে, মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়েচেন; মা, বাতাস দেন।

তপ। (বল্কল দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে) প্রাণনাথ, দাসীর কোন কথা মনে নাই। এত কাল দাসীর আর কোন চিন্তা ছিল না; কেবল এইমাত্র কামনা ছিল, কত দিনে কি প্রকারে তোমার পদ সেবায় অধিকারিণী হবে। হৃদয়বল্লভ, তোমার মুখমণ্ডল দেখে আমার দগ্ধ দেহ শীতল হল; আমার মৃত প্রাণ সজীব হল; আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেল না। আমি আপন শরীরে সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারি, আমি তোমার মুখ মলিন দেখ্‌তে পারি নে; তোমার কোন ক্লেশ হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

রাজা। ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার বিবেচনায়, ধিক্ আমার রাজত্বে। আমি এমন সরলা সুশীলা ধর্ম্মপরায়ণা ধর্ম্মপত্নীকে অবমাননা করিয়াছি; আমি এমন পতিপ্রাণা বিশুদ্ধাচারিণী পাটরাণীর অনাদর করিয়াছি; আমি এমন শান্তস্বভাবা সুলক্ষণা রাজলক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর ন্যায় অবহেলা করিয়াছিলাম। আহা! আহা! প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হল, অনুতাপ-অনলে হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেল। প্রাণাধিকে, আমি আর এ পাপ দেহ রাখ্‌ব না; আমি আর আমার অপবিত্র হস্ত দ্বারা তোমার পবিত্র চরণ দূষিত করব না। (চরণ ছাড়িয়া) আমি যে মানসে আজ্ রাজসভা করিয়াছি, সেই মানসই সমাধান করব, আপনাকে আপনি নির্ব্বাসন করব।

তপ। (জানু ভর করিয়া উপবেশনানন্তর রাজার হস্ত ধারণপূর্ব্বক) জীবিতনাথ, ধৈর্য্য অবলম্বন কর; দাসীর বিনতি রক্ষা কর; সেবিকার বচনে কর্ণপাত কর। প্রাণেশ্বর, আমি তোমার মুখকমল মলিন দেখে দশ দিক্ অন্ধকার দেখিতেছি; আমার প্রাণ বিয়োগ হয়ে যাইতেছে। আমি সতের বৎসর মলিনবেশে দেশে দেশে পথের কাঙ্গালিনী হয়ে বেড়াইতে-

ছিলাম, তাতে আমার এত ক্লেশ হয় নি, তোমার মুখচন্দ্র বিবর্ণ দেখে যত ক্লেশ হচ্চে। প্রাণকান্ত, শান্ত হও, আর রোদন করো না; চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্চে। প্রাণনাথ, চক্ষের জল মোচন কর; দাসীকে গ্রহণ কর, দাসীকে পদসেবায় নিযুক্ত কর, দাসীর মনোরথ পূর্ণ কর।

রাজা। প্রাণাধিকে, স্নেহময়ি, আমার দোষের কি মার্জ্জনা আছে? তবে, তোমার প্রেম বিপুল পয়োধি, তোমার স্নেহের সীমা নাই, এই বিবেচনায় জীবিত থাকতে বাসনা হচ্চে। আমি তোমায় যার পর নাই অসুখী করিচি, কিন্তু তুমি সুখময়ী; তোমার চিত্ত নির্ম্মল, তোমার আত্মা পবিত্র; তুমি সতত আমার সুখ অনুসন্ধান করেচ; তুমি অতঃপরও আমায় সুখী করবে তার আর সন্দেহ কি?

বিজয়। (রাজার চরণ ধরিয়া) পিতঃ রোদন সংবরণ করুন, বাবা আর কাঁদবেন না। গাত্রোত্থান করুন, রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হউন; আমি পরমানন্দে মনের সুখে আপনার চরণ সেবা করি। বাবা, আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমার জন্ম সফল হল; আমার প্রাণ প্রফুল্ল হল। শিশুকালে যদি কোন দিন আধ বোলে বাবা বলতেম, আমার চিরদুঃখিনী জননীর চক্ষে অমনি শত ধারা বহিত; শ্যামা আমার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরত, এমন স্নেহপূর্ণ বিমল বাবা শব্দ আমায় বলতে দিত না। আজ্ আমার শুভ দিন, আজ আমার জীবন সার্থক, আজ আমি প্রেমাস্পদ পরম উপাস্য পিতার পাদপদ্ম দর্শন করলেম। আর আমি অনাথ নই, আর আমি বনবাসী নই, আর আমি কাঙ্গালিনীর ছেলে নই; আমি পুত্রগতপ্রাণ পিতাকে প্রাপ্ত হইচি।

রাজা। (বিজয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মুখ চুম্বন করিয়া) আহা! যার পুত্র আছে সেই জানে পুত্রমুখ চুম্বন করিলে কি লোকাতীত পরম প্রীতি জন্মায় (বিজয়ের মুখচুম্বন)। আহা! পুত্রের মুখাবলোকন করিলে চক্ষের পল্লব পড়ে না, ইচ্ছা হয় যাবজ্জীবন স্থির-নেত্রে মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি। জগদীশ্বর! তোমার অনন্ত মহিমা, তোমার করুণার শেষ নাই; হে করুণ-নিধান, দয়াসিন্ধো, মঙ্গলময়, আমার হারা ধন বিজয়কে চিরজীবী কর,—

তুমিই আমার বিজয়ের গৃহধর্ম্মে, রাজকর্ম্মে, প্রজাপালনে উপদেষ্টা হও। হে অনাথনাথ, তুমিই আমার বিজয়কে এত দিন ভয়াবহ অরণ্যে রক্ষা করিয়াছ, তুমিই আমার বিজয়কে বাঘের মুখ হইতে বাঁচায়ে রেখেচ, তুমিই আমার বিজয়কে দুর্গম বনে আহার দিয়াছ; হে পতিতপাবন, পাপাত্মার বক্ষে বিজয় এসেচে বলে বিজয়কে কুপথে পাতিত করো না। আহা! আমি কি পাষাণ-হৃদয়, কি নিষ্ঠুর! আমার জীবনসর্ব্বস্ব পুত্রবত্ন গহন বনে ভ্রমণ করে বেড়াইতেছিল, আমি সচ্ছন্দে রাজ-অট্টালিকায় বাস করিতেছিলাম; আমার জীবনাধার অনাহারে দিনপাত করিতেছিল, আমি পরমানন্দে উপাদেয় ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেছিলাম; আমার নবনীর পুতুল পাতা পেতে শুয়ে থাকত, আমি কনক-পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যেতেম। রে প্রাণ, ধিক্ তোরে; প্রাণ, তুই পোড়ামাটী, তোতে অণুমাত্র স্নেহরস নাই; তা থাক্‌লে কি তুই নিশ্চিন্ত থাকতিস্; যে দিন পতিপ্রাণা প্রমদা পুত্র প্রসব করেছিলেন, সেই দিন আমায় বনে লয়ে যেতিস, আমি স্বর্ণলতায় মুক্তাফল দেখে চরিতার্থ হতেম।

তপ। প্রাণকান্ত, ক্ষান্ত হও, আর বিলাপ করো না; দাসীর মুখপানে চাও; অনেক দিনের পর তোমার মুখ দেখে প্রাণ জুড়াই; তোমার মুখ এক বার দেখ্‌লে দাসীর দশ হাজার বৎসরের বনবাস-যাতনা দূর হয়। মুখ তোল, (হস্ত ধরিয়া) ওঠ, ওঠ, প্রাণেশ্বর, গাত্রোত্থান কর; পরমানন্দে প্রাণপুত্র পুত্রবধূকে ক্রোড়ে লও।

রাজা। প্রাণেশ্বরি, তুমি আমার রাজ্যেশ্বরী, রাজলক্ষ্মী; তোমার আগমনে আমার নিরানন্দ ভবন আনন্দময় হল; তুমি উপবাসীর মুখে অমৃতদান কল্লে। বাবা বিজয়,—(আলিঙ্গনপূর্ব্বক)—আমার বড় সাধের নাম,—আমি বিজয় নাম ভালবাসি বলে প্রমদা তোমার বিজয় নাম দিয়েচেন। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) মা কামিনি, তুমি আমার স্বর্ণলক্ষ্মী। এমন লক্ষ্মী বধূকে প্রমদা কি বলে পর্ণকুটীরে রেখেছিলেন! তোমরা দুই জনে রাজসিংহাসনে বস, আমার এবং পতিব্রতা প্রমদার চক্ষু সার্থক হউক।

[রাজা, তপস্বিনী, বিজয় এবং কামিনীর সিংহাসনে উপবেশন—নেপথ্যে হুলুধ্বনি।

তপ। বিজয় আমার কামিনীর জন্য অতিশয় ব্যাকুল হয়েছিলেন; বিজয় কামিনীকে রাজসিংহাসনে বসায়ে পুলকে পূর্ণিত হলেম, বাবা কামিনীকে কিসে সুখী করবেন এই চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন। কামিনী আমার বিজয়ের সুখে পরমসুখী হয়েছিলেন; পর্ণকুটীর মার রাজ-সিংহাসন বোধ হয়েছিল।

রাজা। প্রেয়সি, বিজয় আমার যেমন পুত্র, কামিনী আমার তেমনি পুত্রবধূ। জগদীশ্বর আমার মনোরথ পূর্ণ করলেন। কামিনীর লোকাতীত রূপলাবণ্যের কথা শুনে মনে মনে আক্ষেপ করিতেছিলাম, যদ্যপি পতি-প্রাণা প্রমদার গর্ভজাত পুত্র থাকৃত, কামিনীর সহিত বিবাহ দিতাম; আমার সে আশা আজ পূর্ণ হল।—হে সভাসদ্গণ, আজ আমার আন-ন্দের সীমা নাই, আমার রাজলক্ষ্মী আলয়ে আগমন করেচেন, পুত্র পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে এনেচেন। আজ্ সকলে পরমানন্দে আমোদ প্রমোদ কর; আমাকে কেহ আজ্ রাজা বিবেচনা করো না, আমাকে সকলে প্রিয়বয়স্য ভাব, আমাকে সকলে অভিন্নহৃদয় প্রিয় বন্ধু গণ্য কর। হে প্রজাবর্গ, আমার প্রাণাধিকা প্রমদার পুনরাগমনের স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ অদ্যাবধি আয়সম্বন্ধীয় করের নিরাকরণ করলেম।

তপ। প্রাণবল্লভ, লবণ-ব্যবসায় রাজার একায়ত্ত হেতু দীন প্রজা-গণের যে ক্লেশ, অধীনী কাঙ্গালিনী-অবস্থায় তাহা বিশেষরূপ অনুভব করেচে; অধীনীর প্রার্থনায় এ নিদারুণ নিয়ম খণ্ডন করে, দীন প্রজা-সমূহের অসহনীয় দুঃখভার হরণ কর।

রাজা। প্রেয়সি, তুমি অতি ধন্যা, অতি বিহিত প্রস্তাব করেচ।—হে প্রজাবর্গ, তোমাদের সহৃদয়া দয়াময়ী রাজমহিষীর প্রার্থনায়, বিজয়-কামিনীর প্রকাশ্য পরিণয়ের অধিবাসস্বরূপ, অদ্যাবধি লবণ-ব্যবসায় সাধারণাধীন করলেম; আজ হতে এ অকলঙ্ক রাজ্যশশাঙ্কের অঙ্ক-স্বরূপ নিদারুণ লবণ নিয়মের অপনয়ন হল। তোমরা মুক্তকণ্ঠে জগদী-শ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, আমার বিজয়-কামিনী দীর্ঘজীবী হউন, পরমানন্দে ধর্ম্মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজ, রাজা ও রাজমহিষীর কৃপায় আজ প্রজার আনন্দের পরিসীমা নাই, প্রজার সুখসাগর উচ্ছলিত হল; আমরা সকলে সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে অকপট-চিত্তে প্রার্থনা করি, রাজা, রাজমহিষী, বিজয়, কামিনী চিরজীবী হউন, পরমসুখে রাজ্যভোগ করুন। আমাদের এ রাজ্য রামরাজ্য, এই রাজ্য যেন চিরস্থায়ী হয়। জয়, বিজয় কামিনীর জয়।

সকলে। জয়, বিজয়-কামিনীর জয়।

বিদ্যা। আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি, আমার বোধ হয় নিশাকে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি।

রাজা। বৈবাহিক মহাশয়, বোধ হয় হাবরে মাগী তোমাকে যাদু করেচে।

বিদ্যা। যাকে যাদু করে সুখী হবেন, তাকেই যাদু করেচেন।

তপ। ব্যাই মহাশয়ের অতিশয় ভয় ছিল, পাছে সোণা বলে পিতল বেচে যাই।

বিদ্যা। ব্যান ঠাকুরুন, সে বিষয়ে আর কসুর কল্লেন কি? যাদুর জোরে মহারাজকে পতি কল্লেন, তপস্বিনীর পুত্রকে রাজপুত্র কল্লেন, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব কামিনীকে পুত্রবধূ কল্লেন। যে মহিলা মুহূর্ত্তমধ্যে পতি-পুত্র পুত্রবধূ-বেষ্টিতা হয়ে রাজসিংহাসনে বসিতে পারে, সে যাদু জানে তার সন্দেহ কি।

মাধ। রাম বল, আমার ঘাম দিয়ে জর ছাড়্‌ল; বনে যেতে হবে না। উদর, আনন্দে নৃত্য কর, ছানাবড়া রসগোল্লার বিরহ-যন্ত্রণা তোমার ভোগ করিতে হবে না। আঃ, বড় রাণীর আগমনে পেট ভরে খেয়ে বাঁচ্‌ব।

তপ। মাধব, এত দিন কি উপবাস করেছিলে?

মাধ। উপবাস না হক্, উপবাসের বৈমাত্র ভ্রাতা হয়েছিল। এ সকল উদরে গুণে মণ্ডা দেওয়া উপবাসের বৈমাত্র ভাই অর্থাৎ প্রায় উপবাস। আগোণা মণ্ডা ব্যতীত এ উদরের মনও উঠে না, টোলও ওঠে না।

জল। যখন হোঁদল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা ধরা পড়েচে, তখনি আমি জানি মহারাজের শুভ দিন উপস্থিত।

রাজা। কই জলধর, হোঁদল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা ত ধরা পড়ে নি, হোঁদল কুঁৎকুঁতের ধাড়ী ধরা পড়েছিল।

জল। মহারাজ, মেঘ চাইতে জল; একজন হারায়ে তিনজন পেলেন।

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। মহারাজ আশীর্ব্বাদ করুন।

রাজা। কি শ্যামা, আজো বেঁচে আছ, তুমি কি প্রমদার সঙ্গিনী হয়েছিলে?

শ্যামা। তা নইলে কি আপনার স্ত্রী পুত্র জীবিত পেতেন; আমি কত কষ্টে বিজয়কে বাঁচিয়েচি।

তপ। প্রাণেশ্বর, শ্যামার ধার কিছুতেই পরিশোধ হবে না।

রাজা। প্রেয়সি, শ্যামা যাকে ভালবাসে, যে শ্যামাকে মাধবীলতা নাম দিয়েচে, শ্যামা তাকে পাবে; শ্যামাকে পরমসুখী করব; আমার প্রিয় মাধবের সহিত শ্যামার বিয়ে দেব; শ্যামা প্রকৃত মাধবীলতা হবে। মাধব "মাধবীলতা-বিরহে মরে ভূত হয়ে আছে।"

[সলাজে শ্যামার প্রস্থান।

মাধব। লোকের পাতা-চাপা কপাল, আমার পাতার-চাপা কপাল; অনেক দিন পরে পাতরখানি প্রস্থান কল্লেম।—মন্ত্রিমহাশয়, দেখ দেখি, আমার কপালটা চিক্ চিক্ কচ্চে বটে।

শুষ্ক তরু মঞ্জরিল, গুঞ্জরিল অলি;
সরভাজা, মতিচুর, শামলী, ধবলী।

বিদ্যা। আপনারা অন্তঃপুরে আগমন করুন, আপনাদের দর্শন করে আমার স্বর্ণপ্রতিমা সুরমা চরিতার্থ হউন।

তপ। চল নাথ, প্রাণনাথ, অন্তঃপুরে যাই,
সুরমা বিয়ানে হেরে জীবন জুড়াই।

[সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা-পতন।)

বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রাজীব মুখোপাধ্যায়	... ...	বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো।
নসিরাম, রতানাপ্‌তে, ভুবনমোহন, গোপাল, কেশব প্রভৃতি	... ...	স্কুলের ছাত্রগণ।
সুশীল	... ...	রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র।
ঘটক	... ...	স্কুলের পণ্ডিতির জন্য উমেদার।
বৈকুণ্ঠ	... ...	নাপিত।

প্রতিবাসিগণ, শিশুগণ, পুরোহিত ইত্যাদি।

নারীগণ।

রামমণি, গৌরমণি	... ...	রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যাদ্বয়
পেঁচোর মা	... ...	ডোমজাতীয়া বুড়ী।

স্বদেশানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু শারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
প্রণয়পারাবারেষু।

প্রিয়বন্ধু শারদাপ্রসন্ন !

মদীয় দীনধাম ভবদীয় কণক নিকেতনের নিকট নিবন্ধন বাল্যকালাবধি তোমার সহিত আমার অকৃত্রিম বন্ধুতা ; তুমি সহস্র কর্ম্ম পরিহার পুরঃসর আমার পরিতোষ সাধন করিতে পরাঙ্মুখ নও। প্রথম দর্শনাবধি তুমি আমায় এতই ভালবাস, তোমার নিতান্ত বাসনা আমি সতত তোমার নিকটে থাকি কিন্তু কার্য্য গতিকে সে স্নেহগর্ভ বাসনার সম্পাদন অসম্ভব। যাহাকে ভালবাসা যায় তৎসম্বন্ধীয় কোন বস্তু নিকটে থাকিলে কিয়দংশে মনের তৃপ্ততা জন্মে—এই প্রত্যয়ে নির্ভর করিয়া নির্দ্দোষ-আমোদপ্রদ মৎপ্রণীত এতৎ প্রহসনটি তোমার হস্তে ন্যস্ত করিলাম। ইতি।

দর্শনোৎসুকমনাঃ
দীনবন্ধু মিত্র।

বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো।

—⊶০⊷—

প্রথম অঙ্ক।

—⊶০⊷—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নসিরাম এবং রতা নাপ্‌তের প্রবেশ।

নসি। বুড়ো ব্যাটা বিশ্বনিন্দুক।

রতা। কেশব বাবুকে সকলেই ভাল বলে, কেবল বুড়ো ব্যাটা গালাগালি দেয়। বলে কালেজে পড়ে যখন জলপানি পেয়েচে তখন ওর আর জাত কি?

নসি। মাথার উপর শকুনি উড়্‌চে, তবু দলাদলি কত্তে ছাড়ে না। আম বৎসর বাগান বেচে দলাদলি করেছিল; স্কুলে একটী পয়সা দিতে হলে বলে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কোথা হতে টাকা দেব?

রতা। চক্রবর্ত্তীরে ওর জামাইয়ের বাড়ীতে বগ্‌নো দেইনি বলে তাদের বাড়ী খেতে গেল না, ওদের পাড়ার কাকেও যেতে দিলে না, দুশ লোকের ভাত্‌ পচালে।

নসি। ওর জামাইয়ের বাড়ী হলো ভিন্‌ গাঁয়, তাকে বগ্‌নো দেবে কেন? তাকে দিতে গেলে আর একশ লোককে দিতে হয়।

রতা। কেশব বাবুর বাপ যদি ঘোষদের রক্ষা না কত্তেন তবে ব্যাটা তাদের জাত মেরেছিলো।

নসি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি রাজীব মুখুয্যে না মলে দেশের নিস্তার নাই। ভুবনের মামাদের একবৎসর একঘরে করে রেখেচে। তাদের অপরাধ

তো ভারি—কালীঘোষের ছেলে ক্রিস্‌চান হতে গিয়ে ফিরে এসেছিল, তা কালীঘোষের জাত না মেরে তারে সমাজভুক্ত করে রেখেচে।

রতা। কাল ব্যাটার ভারি নাকাল করিচি—দশগণ্ডা কাগের ডিমের শাঁস ওর মাথায় ঢেলে দিইচি।

নসি। কখন ?

রতা। কাল প্রাতঃস্নান করে নামাবলিখানি গায় দিয়ে যেমন বাড়ী ঢুকুবে, আমি ওদের পাঁচিলের উপর থেকে এক হাঁড়ি শাঁস ঢেলে দিয়ে পালিয়েছিলেম; ব্যাটা আবার নেয়ে মরে। কত গালাগালি দিলে কিন্তু আমার দেখ্‌তে পাইনি।

নসি। ভুবন বড় মজা করেচে—বুড়ো ধুতি নামাবলি রেখে স্নান কচ্চেছিল, এই সময়ে পাঁটার নাড়ীভুঁড়ি নামাবলিতে বেঁধে রেখে পালিয়েছিল। বুড়ো নামাবলি গায় দিতে গিয়ে কেঁদে মরে, বল্যে এ রতা নাপ্‌তে করে গিয়েচে।

রতা। ব্যাটার আমার উপর ভারি রাগ। যে কিছু করুক আমারে দোষে, বলে নাপ্‌তের ছেলেকে লেখাপড়া শেখালে বিপরীত ফল ঘটে।

ভুবনমোহনের প্রবেশ।

ভুব। ওহে ইনিস্পেক্টার বাবু এসেচেন, কাল আমাদের পরীক্ষা হবে।

নসি। আমাদের পুরাণো পড়া সব দেখা আছে।

ভুব। আমি বিশেষ মনোনিবেশ করে পড়াগুলিন দেখ্‌বো।

রতা। দেখ ভাই, পণ্ডিত মহাশয় আমাদের জন্যে এত পরিশ্রম করেন, আমরা যদি ভাল পরীক্ষা না দিতে পারি তবে তিনি বড় দুঃখিত হবেন।

ভুব। রাজীব মুখুয্যে ইনিস্পেক্টার বাবুকে দেখে বড় রাগ করেচে, বল্যে এই ক্রিস্‌চান ব্যাটা এয়েচে।

নসি। ব্যাটা ইনিস্পেক্টার বাবুর উপর এত চট্‌লো কেন ?

রতা। ইনিস্পেক্‌টার বাবুর সহিত একদিন বিধবাবিবাহ উপলক্ষে তর্ক হয়েছিল, তাতে অনেক বিচারের পর ইনিস্পেক্‌টার বাবু বলেছিলেন "আপনার ষাট বৎসর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে অধীর হয়ে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের জন্য উন্মত্ত হয়েচেন, অতএব আপনার ষোলের বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি না বিবেচনা করে দেখুন।" ব্যাটার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই; গলাবাজীতে যা কত্তে পারে; আর মুখখানি মেচো হাটা, ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে যা না বলবের তাই বল্যে।

নসি। আমি সেখানে থাকলে বুড়োর গলায় জয়ট্যাম্‌টেমি বেঁধে দিতেম।

রতা। যদি পরমেশ্বরের কৃপায় কাল পরীক্ষা ভাল দিতে পারি, তবে বুড়োরি একদিন আর আমারি একদিন।

ভুব। ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে সন্তুষ্ট কত্তে না পারলে কোন তামাসা ভাল লাগ্‌বে না।

নসি। কলিকাতায় ছাত্রেরা পরীক্ষার পর গিল্‌বর্টের বাজি দেয়, আমরা পরীক্ষার পর রাজীব মুখুয্যের বাজি দেব।

ভুব। সে সাপটা আছে তো?

রতা। সব আছে, পরীক্ষাটি শেষ হোক্‌ না।

নসি। কি সাপ?

রতা। সোলার সাপ।

নসি। তাতে কি হবে।

রতা। দুটি বাবলার কাঁটা আর একটি সোলার সাপে বুড়োর সর্ব্বনাশ করবো—যে রতার কথা সইতে পারে না, সেই রতার চড় খাবে আরো বল্‌বে লাগে না। লোকে জানে বাবা যে সর্পের মন্ত্র জান্‌তেন তা মরবের সময় আমায় দিয়ে গিয়েছেন, বুড়োরে সাপে কাম্‌ড়ালে কাজেই আমায় ডাক্‌বে—আমি চপেটাঘাতে নির্ব্বিষ করবো।

গোপালের প্রবেশ।

গোপা। বড় মজা হয়েচে, রাজীব মুখুয্যের খ্যাপান উঠেচে—

রতা। কি খ্যাপান?

গোপা। "পেঁচোর মা" বল্যেই ব্যাটা তাড়িয়ে কাম্‌ড়াতে আসে।

নসি। কেন?

গোপা। পেঁচোর মা বুড়োর মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে ছিল, বুড়ো ঘরে ভাত খাচ্চিল, কথায় কথায় পেঁচোর মা রামমণিকে বল্যে, তোমার বাপের চেয়ে আমার বয়স কম, বুড়ো ওমনি তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলো, ভাত গুলিন পেঁচোর মার গায় ফেলে দিলে, আর এঁটো হাতে মাগীর পিটে চাপড় মাত্তে লাগলো, মায়েশের রথের লোক জমে গেল। বুড়ো বল্‌তে লাগ্‌লো "দেখ দেখি আমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্চে, বেটি এখন কি না বলে আমি ওর অপেক্ষা বড়, আমি যখন পাঠশালে লিখি তখন বেটিকে ঐরূপ দেখিচি।"

নসি। কোন্ পেঁচোর মা ?

গোপা। রাম্‌জি ডোমের মাগ—রাম্‌জি মরে গিয়েচে, মাগী একা আছে, কেউ নাই, কেবল একটি ধাড়ী শূকর নিয়ে থাকে।

রতা। দুজনেরি বয়স এক হবে।

গোপা। যদি কেহ বলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় পেঁচোর মার বয়স কম, বুড়ো ওমনি গালে মুখে চড়ায় আর তাড়িয়ে কামড়াতে আসে ; এখন অধিক বল্‌তে হয় না ; শুধু পেঁচোর মা বল্যেই হয়।

নেপথ্যে। বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥

রাজীব মুখোপাধ্যায় এবং দশজন বালকের প্রবেশ।

রাজী। যম নিদ্রাগত আছেন, এত বালক মরচে তোমাদের মরণ হয় না—কি বল্‌বো দৌড়াতে পারিনে, তা নইলে একটি একটি ধরি আর খাই।

বালকগণ। বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥
বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥

নসি। যা সব স্কুলে যা, বেলা হয়েচে, ইনিস্পেক্টার বাবু এয়েচেন, সকালে সকালে স্কুলে যা।

(বালকদের প্রস্থান।)

মহাশয়ের অদ্য স্নানে অধিক বেলা হয়েচে, নানান্ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন।

রাজী। আমাকে পাগল করেচে।

নসি। অতি অন্যায়, আপনি বিজ্ঞ, গ্রামের মস্তক, আপনার সহিত তামাসা করা অতি অনুচিত। মহাশয়ের গৃহশূন্য হওয়াতে সকলেই দুঃখিত।

রাজী। তুমি বাবু আমার বাগানে যেও, তোমাকে পাকা আতা আর পেয়ারা পাড়্‌তে দেব।

রতা। যে মেয়েটি স্থির হয়েচে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাঁদ পর্য্যন্ত হবে।

রাজী। কোন্ মেয়েটি ?

রতা। আজ্ঞা—ঐ পেঁচোর মা।

রাজী। দুর ব্যাটা পাজি গর্ভস্রাব, যমের ভ্রম—ভাঁড় হাতে করগে, তোর লেখা পড়া কাজ কি। দেখি তোর কাকা জমি গুলো কেমন করে খায়,

রাজীব এমন ঠক নয় এখনি নায়েবকে বলে তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। পাজি—আঁস্তাকুড়ের পাত কখন স্বর্গে যায়।

(সরোষে রাজীবের প্রস্থান।)

নন্দি। বেশ তৈয়ের হয়েচে।

গোপা। বিয়ের নামে নেচে ওঠে—কনক বাবুর বাগানের কাছে ওর চার বিঘা ব্রহ্মত্বর জমি ছিল; রায় মহাশয় সেই জমি কয়েক থানার দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাইলেন তবু দিলে না, রামমণি কত উপরোধ করলে কিছুতেই শুনলে না; তারপর রতা শিখায়ে দিলে, বিয়ের সম্বন্ধ করে দেব স্বীকার করুন জমি অমনি দেবে। রায় মহাশয় তাই করে জমি হস্তগত করেচেন কিন্তু তার উচিত মূল্যের অধিক দিয়াছেন।

রতা। এখন বড় মজা যাচ্ছে—ব্যাটা দুবেলা লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চে বিয়ের কি হলে। কনক বাবু আমায় বলেচেন একটা গোলমাল করে ব্রাহ্মণের ভ্রম ভঙ্গ করে দাওগে। আমি কি করবো কোন উদ্দেশ পাচ্চিনে।

ভুব। বাবা যে দুঃখিত হন, তা নইলে ওর পানের ডিবের ভিতর আমি কেঁচো পুরে রাখতে পারি।

রতা। তোমাদের কারো কিছু কত্তে হবে না, একা রতা ওর মাথা খাবে।

(সকলের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

—০:০—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দরজার ঘর।

রাজীব আসীন।

রাজী। পেঁচোর মা বেটিই আমাকে বুড়ো করে তুলেচে, গ্রাম ময় রাষ্ট করে দিয়েচে ওর যখন বিয়ে হয় আমি তখন মল্লিকদের বাড়ী গোমস্তাগিরি কর্ম্ম করি—কি ভয়ানক কথা ব্যক্ত করেছে, আমার কলোপ, কালাপেড়ে ধুতি, কৌশল সব বৃথা হলো—একথা মনের ভিতর আন্দোলন কারলেও হানি হতে পারে। মন! প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হও, বিবেচনা কর আমি বিশ বৎসরের নবীন পুরুষ, আমি ছোলা ভাজা কড়্মড়্ করে চিবিয়ে খেতে পারি, আমি দৌড়ে বেড়াতে পারি, আমি সাতার দিয়ে নদী পার হতে পারি, আমি ষোড়শী প্রেয়সীকে অনায়াসে কোলে তুলে নতে পারি। বেটিকে দেখ্‌লে আমার অঙ্গ জ্বলে যায়, তা নইলে কিছু টাকা দিয়ে বেটিকে বল্‌তে বলি পেঁচো যেবার মরে সেই বার আমি হই—আবার ভারত ছাড়া বেটির নাম কচ্চি, বেটির মুখ ভঙ্গিমা মনেহলে হৃৎকম্প হয়। (দরোজায় আঘাত) কে—ও, ঠক্ ঠক্ করে ঘা মারে কে—ও।

নেপথে। আমরা দুটি অতিথি।

রাজী। এখানে না, এখানে না, মেয়েমানুষের বাড়ী।

নেপথ্যে। আজ্ঞা, সন্ধ্যা হয়েচে, আমরা কোথা যাই, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের স্থান দেন।

রাজী। কি আমার সন্ধ্যা হয়েচে গো—যা বাবু স্থানান্তরে যা, আমার বাড়ী লোক নাই, জন নাই, করে কর্ম্মে কে। আমি বুড়ো হাব্‌ড়া—(জিবকেটে

স্বগত) এই জন্যে ও সকল কথা আন্দোলন কত্তে চাইনে, দেখ দেখি আপনিই "বুড়ো হাবড়া" বলে ফেল্যেম।

নেপথ্যে। আমাদের কিছু চাল ডাল দেন, আমরা স্থানান্তরে পাক করে খাইগে, আমরা নিঃসম্বল, চাল ডাল দিয়ে আমাদের রক্ষা করুন, আমরা দিবসে চিড়ে খেয়ে রইচি।

রাজী। দুর হ ব্যাটারা, দুর হ এখান থেকে—অতিথি বলে আসেন তারপর চুরি করে সর্ব্বস্ব লয়ে যান।

নেপথ্যে। আপনার বোধ করি কখন কিছু চুরি হয়নি।

রাজী। হোক্ না হোক্ তোর বাবার কি, পাজি ব্যাটারা, গোচর ব্যাটারা।

নেপথ্যে। নরপ্রেত, এই সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণ দুটোকে কিঞ্চিৎ অন্নদান কত্তে পাল্যে না। চল অপর কোন বাড়ী যাওয়া যাক্।

রাজী। রামমণি বড় সন্তুষ্ট হয়েচে, কণক বাবুকে জমি চারখান ছেড়ে দেওয়াতে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েচে, এখন কণক বাবু আমাকে সন্তুষ্ট করেন তবেই সকলের সন্তোষ, নইলে ঘর দরোজায় আগুন লাগাবো। কণক রায় তেমন লোক নয়, একটি মেয়ে স্থির করবেই, ক্ষমতা কত, মান কেমন, কণকের প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। (দরোজায় আঘাত) ঠক্, ঠক্, ঠক্, রাত্রিদিনই ঠক্, ঠক্,—(দরোজায় আঘাত) আবার ঠক্, ঠক্, কচ্চিই ঠক্, ঠক্, (দরোজায় আঘাত) কে—ও, কথা কয়না কেবল ঠক্, ঠক্, (দরোজায় আঘাত) দরোজা টা ভেঙ্গে ফেল্যে, কেও, রামমণিকে ডাক্‌বো না কি? গিয়েচে ব্যাটারা; রতা ব্যাটা আমার পরমশত্রু, ব্যাটারে কি করে শাসিত করি তার কিছু উপায় দেখি নে।

নেপথ্যে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলয়ে আছেন? ওহে বাপু তাকিয়ে ঠেসান দিয়ে, আমরাও এককালে ওরূপ অধ্যয়ন করিচি, পড়ায় এত মন দিয়েচ, আমার কথা শুন্‌তে পাচ্চো না?

রাজী। (স্বগত) এ ঘটক, আমাকে বালক বিবেচনা করেচে, আমায় কিছু দেখ্‌তে পাইনি, কেবল কাপড়ের পাড় দেখতে পেয়েচে। (প্রকাশ্যে) আপনি কার অনুসন্ধান কচ্চোন মহাশয়?

নেপথ্যে। আমি রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসন্ধান কচ্চি।

রাজী। কিজন্যে?

নেপথ্যে। দ্বার মোচন করুন, তারপর বল্‌চি।

রাজী। কিজন্য এসেচেন, আর কার নিকট হতে এসেচেন, না বল্যে আমি কখনই গড়া ছেড়ে উট্‌তে পারিনে—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

নেপথ্যে। বাবুজী, রাজীব বাবুর সম্বন্ধের জন্যে আমাকে কনক বাবু পাটিয়েচেন,—আমি ঘটক।

রাজী। "কিবা রূপ, কিবা গুণ, কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট॥"

নেপথ্যে। নবীন পুরুষেরা স্বভাবতঃ কবিতাপ্রিয়—আমি প্রেমাস্পদ, রাজীবের বিচ্ছেদ সন্তপ্ত চিত্তে প্রেমবারি বর্ষণ কত্তে আমার আগমন।

রাজী। (স্বগত) এই সময় আমার স্বকৃত নবীন কবিতাটা কেন শুনিয়ে দিই না। (প্রাকাশ্যে)

পীরিতি তুল্য কাঁটাল কোষ।
বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ॥
পঙ্কজ মূল ভাল কি লাগে।
কণ্টক নাগ না যদি রাগে॥
চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত।
মৌমাচি খোঁচা না যদি রৈত॥
আইল বিষ পীযূষ সঙ্গে।
অঙ্কিত মৃগ সোমের অঙ্গে॥

নেপথ্যে। আপনার অতি সুশ্রাব্য স্বর—আপনি কপাট উদ্ঘাটন করুন, আমি ভিতরে গিয়ে আপনার নবীন মুখচন্দ্রের অমৃত পান করে পরিতৃপ্ত হই।

রাজী। যেআজ্ঞা। (কপাট উদ্‌ঘাটন, ঘটকের প্রবেশ, পুনর্ব্বার দ্বার রোধ)

ঘট। আমি অধিকক্ষণ বসতে পার্‌বো না, আপনার দেশ বড় মন্দ, বালকেরা আমাকে বিদেশী দেখে গায় ধূলা দিয়েচে, আমি ওপাড়ায় আর যাব না।

রাজী। মহাশয়, আপনার বাড়ী আপনার ঘর, এখানে থাকুবেন, আপনার অপর স্থানে যেতে হবে না।

ঘট। রাজীব বাবুকে একবার সংবাদ দেন।

রাজী। আজ্ঞা আমারই নাম রাজীবলোচন—ও রামমণি, রামমণি, ওরে কলকেডায় একটু আগুন দিয়ে যা—(তামাক সাজন) পিতা, ভ্রাতার পরলোক

হওয়াতে সকল ভার আমার কোমল স্কন্ধে পড়েচে। আপনার মধ্যাহ্নে আহার হয়েছিল কোথায় ?

ঘট। কণক বাবুর বাড়ী—আমি আপনাকে মূলকাটিতে একটা কথা বলি, আপনি কাহারো তামাসা ঠাট্টায় ভুলবেন না—এ সম্বন্ধে আপনাকে অনেকে ভাংচি দেবে, আপনার আত্মীয় বন্ধু সকলেই এ সম্বন্ধে অসম্মত হবে, আর বল্‌বে পাঁচব্যাটা গাঁজাখোরে পিতৃহীন বালকটিকে নষ্ট কচ্চে।

রাজী। আপনি আমার পরম বন্ধু, আমি কারো কথা শুনবো না, লোকে সহস্রবার নিষেধ কল্যেও ফিরবো না, আপনি যে পথে যেরূপে লয়ে যাবেন সেই পথে সেইরূপে যাবো ; আমি মুরুব্বিহীন, আপনাকে আমি মুরুব্বি কল্যেম।

ঘট। আপনার কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম—বয়স আপনার এমন অধিক কি, আপনার পিতার ধীশব্দ নাম, অতুলা ঐশ্বর্য্য, কুলীনের চূড়ামণি, অতি শিশুকালে বিয়ে দিয়েছিলেন তাই আপনাকে দোজবরে বল্‌তে হচ্চে, নচেৎ এমন বয়সে কত আইবুড়ো ছেলে রয়েচে—এই যে কণক বাবুর পুত্রের বয়স ষোল বৎসর, এক্ষণে তাঁর পুত্রবধূর—পরমেশ্বর করেন না হয়—মৃত্যু হলে কি তাঁর পুত্রকে দোজবরে বলে ঘৃণা করবো ? কন্যাকর্ত্তারা সকল ভার আমাকে দিয়েচেন, এক্ষণে, এপক্ষের মতের স্থিরতা জান্‌তে পারলে লগ্ন নির্ণয় করে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা যায়।

রাজী। এপক্ষের মতামত কি ? মহাশয় সেপক্ষের ভার লয়েচেন, এপক্ষের ভারও মহাশয়ের উপর—ভাষা কথায় বলে "বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাসী" আপনিও তাই।

ঘট। আমি আপনার কবিতা শক্তিতে আরো সন্তুষ্ট হইচি ; আপনার শাশুড়ীর ইচ্ছে একটি সুরসিক জামাই হয়, যেমন মেয়েটি চট্‌পটে, হেঁয়ালির হারে কথা কয়, তেমনি একটি রসিকের হাতে পড়ে।

রাজী। মেয়েটীর বয়স কত ?

ঘট। একথা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না, মেয়েটি তের উৎরে চোদ্দয় পড়েচে—ভদ্রলোকের অভিভাবক না থাকা বড় ক্লেশ, তোমার শ্বশুর, টাকা, গহনা সব রেখে গিয়েচেন, তবু যোটাযোট করে এমন লোক নাই বলে এতদিন অবিবাহিতা রয়েচে—বাপু তুমি এখন আপনার জন, তোমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কি, মেয়ের স্ত্রীসংস্কার হয়েচে।

রাজী। ভালইত, তাতে দোষ কি, তাতে দোষ কি ?

ঘট। তাওয়ে বয়স গুনে হয়েচে তা বোধ হয় না—চম্পক আমাদের স্বভাবতঃ হৃষ্টপুষ্ট, বিশেষ আদুরে মেয়ে, পাঁচ রকম খেতে পায় তাইতে তের বৎসরে ওঘটনা ঘটেচে।

রাজী। মহাশয় লজ্জিত হচ্চেন কেন, আমি এরূপই ত চাই; আমি ত আর পঞ্চম বৎসরের বালকটি নই! বিশেষ আমার সংসারে গিন্নি নাই, মেয়ে বয়স্থা হলে আমার নানারূপে মঙ্গল।

ঘট। আপনার যেমন মন তেমনি ধন মিলেচে।

রামমণির আগুন লইয়া প্রবেশ।

রাম। (কলিকায় আগুন দিয়া) বাবা দুধ গরম করে আন্‌বো ?

রাজী। (মুখ খিঁচিয়ে) বাবা দুধ গরম করে আন্‌বো, পাজিবেটী, আঁটকুড়ীর মেয়ে (মুখ খিঁচিয়া) ও'ঁনার বাবা কেলে বাবা।

রাম। বুড়ো হলে বাহাত্তুরে হয়, শূলের ব্যাথায় মচ্চেন, দুধ—

রাজী। তোর সাতগোষ্টির শূল হোক্—পাজি বেটী, দূর হ এখান থেকে, কড়েরাঁড়ী, আমার বাড়ী তোর আর জায়গা হবে না, তোর ভাতারের বাবা রাখে ভাল, নাহয় নতুন আইন ধরে বিয়ে কর গে।

রাম। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেচে, (রোদন) হা পরমেশ্বর! বিধবার কপালেও এত যন্ত্রণা লিখেছিলে, দাসীর মত খেটেও ভাল মুখে দুটো অন্ন পাইনে—বাবা আমি তোমার—

রাজী। আ মলো আবার বল্‌তে নাগলো—ওরে বাছা তুই বাড়ীর ভিতর যা, একজন ভিন্নদেশী লোক রয়েচে একটু লজ্জা কত্তে হয়।

রাম। আমার তিন কাল গেচে, আমার আবার লজ্জা কি, আমার যদি গণেশ বেঁচে থাক্‌তো ও'র চেয়ে বড় হতো।

রাজী। বেটী পাগলের মত কি আবোল তাবোল বক্‌তে লাগ্‌লো, তোর কি ঘরে কাজ নেই।

রাম। ব্যাথা আজ্ ধরিনি ?

রাজী। আজো ধরিনি, কালো ধরিনি, কোন দিনও ধরিনি—তোর পায় পড়ি বাছা, তুই বাড়ীর ভিতর যা।

রাম। মাগো, খেতে বলো মাত্তে ধায়।

(প্রস্থান।)

রাজী। যেমন মা তেমনি মেয়ে।

ঘট। মেয়েটি অতি ব্যাপিকা—আপনাকে পিতা সম্বোধন কল্যে না ?

রাজী। (স্বগত) এই বুঝি কপালে আগুন লাগে।

ঘট। কামিনীটি কে মহাশয় ?

রাজী। আমার সতীন ঝি—না, আমার সাবেক স্ত্রীর মেয়ে।

ঘট। মহাশয় আমার পরিশ্রম বিফল হলো।

রাজী। কেন বাবা, অমঙ্গল কথা বল্যে কেন ?

ঘট। উটিতো আপনার মেয়ে ?

রাজী। ঘটক বাজ—

ডুবিয়ে সলিল যদি সীমন্তিনী খায়,
শিবের অসাধ্য, স্বামী দেখিতে না পায়,
ছেলে হয়, গুপ্ত কথা কিন্তু চাপা থাকে ;
কার ছেলে, কার বাপে, বাপ্ বলে ডাকে।
কামিনী কুমার বটে নিশ্চয় বিচার,
স্বামীর সন্তান বলা লোকে লোকাচার।—
মেয়েটি আমার আমি বলিব কেমনে ?

ঘট। মেয়েটির জন্মতো আপনার বিবাহের পর।

রাজী। তারই বা নিশ্চয় কি—ব্রাহ্মণের ঘরে, মহাশয় তো জ্ঞাত আছেন, মেয়ের বয়স দশ বৎসর তখনও গর্ভধারিণীর বিবাহ হয় নি।

ঘট। তবে ব্রাহ্মণী কি এই মেয়ে কোলে করে পাক্ ফিরে ছিলেন ?

রাজী। কোলে করে ফিরেচেন, কি হাত ধরে ফিরেচেন তা কি আমার মনে আছে। সে কি আজ্কের কথা তা আমি তোমায় ঠিক্ করে বল্‌বো, আমার বিবাহের দিন পলাসির যুদ্ধ হয়—ঘটক বাবা, বলে ফেলিচি তার আর কি হবে, বাবা তুমি জান্‌লে জান্‌লে, শাশুড়ী ঠাকুরুণকে এ কথা বল না, তোমারে খুসি করবো, তোমাকে বিদেয় কত্তে আমি দশ বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি বেচ্‌বো—সাত দোহাই বাবা মনে কিছু কর না, আমি পিতৃ মাতৃ হীন ব্রাহ্মন বালক সকল ভার তোমার উপর, তুমি ওঠ্ বল্‌লে উঠ্‌বো বস্ বল্‌লে বস্‌বো।

ঘট। আপনি স্থির হন, আমি এমন ঘটক নই যে ঐ মাগী আপনার মেয়ে বলে আমি বিয়ে দিতে পারবোনা ? ওর মা যদি আপনার মেয়ে হয় তা হলেও পিচ্‌পা নই।

রাজী। আচ্ছা, আচ্ছা,—বাবা বাঁচালে, আমি বলি তুমি বুঝি রাগ কল্যে॥

ঘট। তোমার মেয়েকে আমার এক ভয় আছে।

রাজী। কি ভয়? ওরে আবার ভয় কি?

ঘট। উনি পাছে আপনার নববিবাহিতা প্রণয়িনীকে তাচ্ছিল্য করে মা না বলেন।

রাজী। অবশ্য বল্‌বে। আমার মেয়ে আমার স্ত্রীকে মা বল্‌বে না!

ঘট। সেটী যাচাই না করে আমি কথা স্থির কত্তে পারি না। কারণ আমাদের মেয়েটী অতিশয় অভিমানিনী, উনি যদি মা না বলেন তা হলে সে অভিমানে গলায় দড়ি দিয়ে মত্তে পারে।

রাজী। আমি এখনি যাচাই করে দিচ্চি ও—রামমণি! ও রামমণি—ওরে বাছা আর একবার বাহিরে এস।

রামমণির প্রবেশ।

রাম। আমায় আবার ডাক্‌চো কেন? যে গাল দিয়েছ, তাতে কি মন ওটে নি?

রাজী। না মা তোমাকে কি আমি গাল দিতে পারি! তোমার জন্যে সংসারে মাথা দিয়ে রইচি——তবে একটা কথা বল্‌ছিলাম কি আমি যদি আবার বিয়ে করি তোমার যে নূতন মা হবে, তাকে তুমি মা বলে ডাকবে কি না?

রাম। তোমার বিয়েও যেমন হবে, আমিও তেমনি মা বলে ডাক্‌বো। বুড়ো হয়ে বাহাত্তুরে হয়েছেন—রাতদিন বিয়ে বিয়ে করে মর্চ্চেন।

রাজী। কি কথায় কি জবাব। ভাল মুখে একটা কথা বল্লেম, উনি আমার গায় এক হাতা আগুন ফেলে দিলেন। এখন স্পষ্ট করে বল, আমি যারে বিয়ে করবো তুমি তাকে মা বল্‌বে কি না?

রাম। আমি আঁশবটী দিয়ে তার নাক কেটে দিব, আর তারে পেত্নী বলে ডাক্‌বো।

রাজী। তোর ভাল চিহ্ন নয়, আমাকে রাগাচ্চিস, আপনার মরবার পথ কচ্চিস্। আমার স্ত্রীকে মা বল্‌বি কি না বল্?

রাম। বল্‌বো না। কখনো বল্‌বো না; তোমার যা খুসি তাই করো।

রাজী। বল্‌বি নে—

রাম। না।

রাজী। বল্‌বি নে—

রাম। না।

রাজী। তোর বাপ যে সে বল্‌বে। বেরো বেটী এখান থেকে—মাকে মা বলবেন না। হাজার বার বল্‌বি। তুইতো তুই তোর বাপ যে সে বল্‌বে।

(রামমণির বেগে প্রস্থান।)

ঘট। এতো ভারি সর্ব্বনাশ দেখছি।

রাজী। না বাবা—এতে ভয় পেয়ো না। ব্রাহ্মণী বাড়ী আসুক আমি যেমন করে পারি মা বলিয়ে দেব।

ঘট। তোমার মেয়েকে আমার আর এক ভয় আছে।

রাজী। আর কি ভয়?

ঘট। উনি যে ব্যাপিকা উনি অনেক ভাংচি দেবেন; উনি বলবেন মিছে সম্বন্ধ, মিছে বিয়ে, বাজারের বেশ্যা ধরে কন্নে সাজিয়ে দেবে।

রাজী। আমি কোন কথা শুনবো না।

ঘট। বৃদ্ধ লোককে লয়ে লোকে এমন কৌতুকবিয়ে দিয়ে থাকে এবং পাঁচ টা দৃষ্টান্তও দেওয়া যেতে পারে—আমার ভাবনা হচ্চে পাছে আপনি আপনার তনয়ার বাক্‌পটুতায় আমাকে সেইরূপ বিবাহের ঘটক বিবেচনা করেন—কেবল কণক বাবুর অনুরোধে আমার একর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া।

রাজী। ঘটক মহাশয়, আমি কচি খোকা নই যে কারো পরামর্শে ভুল্‌বো, বিশেষ স্ত্রীলোকের কথায় আমি কখন কান দিই না আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি যদি রতা বেটাকে কন্যা বলে সম্প্রদান করেন আমি তাও গ্রহণ করবো—পাজিব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, ছোট লোকের ছেলের কথন লেখা পড়া হয়?

ঘট। বিয়ে না করেন নাই করবেন, গালাগালি দেন কেন? (গাত্রোত্থান)

রাজী। ঘটক মহাশয় তোমারে না, তোমারে না, আমার মাথা খাও ঘটক বাবা (পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক) তুমি রাগ কর না, আমি রতা নাপ্‌তেকে বলিচি।

ঘট। তবু ভাল (উপবেশন) নাম ধরে গাল দিলে এ ভ্রম হতে পাতো না।

রাজী। রতা নাপ্‌তে পাজি, রতা নাপ্‌তে ছোট লোক; ঘটকরাজ অতি ভদ্র, ঘটক মহাশয় অতি সজ্জন, ঘটক বাবা বড় লোক।

ঘট। রতা বড় নষ্ট বটে?

রাজী। ব্যাটার নাম কল্যে আমার গা জলে, আমি যদি ব্যাটাকে দৌড়ে ধত্তে পাত্তেম তবে এতদিন কীচক বধ কত্তেম, ব্যাটা আমার পরম শত্রু।

ঘট। গ্রামের ভিতর আর কেউ আপনার মন্দ কচ্চে?

রাজী। আর এক মাগী—ঘটকরাজ আমারে মাপ কত্তে হবে, আমি তার নাম কত্তে পার্‌বো না।

ঘট। আমাকে আপনার অবিশ্বাস কি?

রাজী। বাবা আমাকে এইটি মাপ কত্তে হবে।

ঘট। ভদ্রলোকের মেয়ে?

রাজী। মহাভারত, মহাভারত—ডোম, বুড়ো, কালো, পেত্নী।

ঘট। আপনি সম্বন্ধের কথা কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না, বউ ঘরে এনে তবে সম্বন্ধের কথা প্রকাশ; আপনি একশত টাকা স্থির করে রাখ্‌বেন।

রাজী। আমার দুই শত টাকা মজুত আছে।

ঘট। আপনার বাড়ীতে কোন উদ্যোগ কত্তে হবে না, আপনি শনিবারে সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে যাবেন, রবিবারের প্রাতে গৃহিণী লয়ে গৃহে প্রবেশ করবেন। কন্যাকর্ত্তারা মেয়ে নিয়ে দক্ষিণ পাড়ায় রতন মজুমদারের বাগানে থাক্‌বেন, কণক বাবু ঐ বাগান তাঁদের জন্য ভাড়া করেচেন।

রাজী। গোলমালের প্রয়োজন কি, সকল কাজ চুপি চুপি ভাল, আমার পায় পায় শত্রু।

ঘট। আমি আজ যাই।

রাজী। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

ঘট। বলুন না? সকল বিষয়ের মীমাংসা করে যাওয়া উচিত।

রাজী। এমন কিছু নয়—মেয়েটির বর্ণটি কেমন?

ঘট।

তরুণ তপন আভা স্বরণের ভাতি,
কাঁচাসোনা চাঁপা ফুল খেয়েচেন নাতি!
হেরে আভা, মনোলোভা, যোগির মন টলে,
খেঁসারির ডাল যেন বাঁধা মলমলে।
নাসিকার শোভা হেরে চঞ্চল নয়ন,
ঈষৎ অরুণ লাজে হয়েছে বরণ,
সরমে হেলিয়ে দোঁহে করিতে বিহিত
কানাকানি কানে কানে কানের সহিত।

অধরে ধরে না সুধা সতত সরস,
ভিজেছে শিশিরে যেন নব তামরস।
গোলাপি বরণ পীন পয়োধর দ্বয়—
বিকচ কদম্ব শোভা যাতে পরাজয়—
বিরাজে বক্ষের মাঝে নিজ গরিমায়,
স্থানাভাবে ঠেকাঠেকি সদা গায়গায়;
তাতে কিন্তু উরজের অঙ্গ না বিদরে,
কমলে কমলে লেগে কবে দাগ ধরে?
গঠিত বিমল কুচ কোমলতা সারে,
নরম নিরেট তাই দেখ একেবারে।
চিকণ বসনে কুচ রেখেচে ঢাকিয়ে,
কাম যেন তাঁবু গেড়ে আছে বায় দিয়ে।

রাজী। "কুচ হতে উচ্চ কেশরী মধ্য থান"—না হয়নি—
"কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে,
কাঁদেরে কলঙ্কিচাঁদ মৃগ লয়ে কোলে"—
না মহাশয়, ভুলে গিয়েচি—তা এরূপ হয়ে থাকে, কালেজের জলপানি ওয়ালারাও ঘটকের কাছে চম্‌কে যায়।

ঘট। "কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ডরে দাড়িম্ব বিদরে॥"

রজী। আপনি শাশুড়ীর কাছে সেয়েস্থরে নেবেন, বল্‌বেন এ কবিতাটি আমি বলিচি।

ঘট। শিকারি বিড়ালের গোঁপ দেখ্‌লে চেনা যায়—আপনি যে রসিক তা আমি এক "মৌমাচি খোঁচাতেই" জান্‌তে পেরেচি।

রাজী। "চাকের মধু মিষ্টি কি হইত,
মৌমাচি খোঁচা না যদি রইত।"
ঘটক মহাশয় ইটি আমার আপনার রচন।

ঘট। বলেন কি?

রাজী। আজ্ঞা হাঁ।

ঘট। আপনি চম্পকলতার যোগ্য তরু, রাজযোটক হয়েচে।

রাজী। আপনি রাত্রে অন্ন আহার করে থাকেন?

ঘট। আচ্ছা, আমার দক্ষিণ পাড়ায় যাওনের প্রয়োজন আছে, আমি কনক বাবুর ওখানে আহার করবো—কোন কথা প্রকাশ না হয়, কনক বাবু এর ভিতরে আছেন কেউ না জানতে পারে।

(প্রস্থান।)

রাজী। আমার পরম সৌভাগ্য—আমার রাবণের পুরী ধু ধু কচ্চে, কামিনীর আগমনে উজ্জল হয়ে উঠ্‌বে, (তাকিয়ার উপর চিত হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া) আহা! কি অপরূপ রূপ,—সোনার বর্ণ,—মোটাসোটা—দ্বিতীয়ে বিয়ে হয়েচে—(নিদ্রা।)

নেপথ্যে। এই বেলা ফুটয়ে দে, আমি সাপ ফেলবো এখন। (রাজীবের অঙ্গুলির গলিতে জানলা হইতে কাঁটা ফুটাইয়া দেওন।)

রাজী। বাবারে গিচি—(অঙ্গে সোলার সাপ পতন) খেয়ে ফেলেচে—(নেপথ্যে সাপ টানিয়া লওন) এত বড় সাপ কখন দেখিনি (চিত হইয়া ভূমিতে পতন) একেবারে খেয়ে ফেলেচে, করিয়েচে বিয়ে, ও রামমণি ও রামমণি ও রামমনি, ওরে আবাগের বেটি, ঝট্‌করে আয়, জলে মলাম মারে—কেউটে সাপে কামড়েচে, একেবারে মরিচি, শিগ্‌গির আয়, আমার গা অবশ হয়েচে, আমার কপালে সুখ নাই, আমি একদিন তার মুখ দেখে মরতেম সেও যে ছিল ভাল—

রামমণির প্রবেশ।

অঙ্গুলের গলিতে কেউটে সাপে কামড়েচে।

রাম। ওমা তাই তো, রক্ত পড়্‌চে যে, ওমা আমি কোথায় যাবো, ওমা বাবা বই আর যে আমার কেউ নাই—

রাজী। লোক ডাক্‌ জলে মলেম; আহা! সর্পাঘাতে মরণ হলো। (দরজায় আঘাত)

রাম। ওগো তোমরা এস গো—(দ্বার উন্মোচন) আমার বাবার কাটি ঘা হয়েচে।

দুই জন প্রতিবাসীর প্রবেশ।

প্রথম। তাইতো, খুব দাঁত বসেচে—

দ্বিতীয়। সাপ দেখেছিলেন?

রাজী। অজাগর কেউটে—আমার হাতে কাম্‌ড়ালে আমি দেখতে পেলেম, তারপর হা করে গলা কাম্‌ড়াতে এল, লাপিয়ে এনে নিচেয় পড়্‌লেম।

প্রথম। রামমণি, দৌড়ে তোদের কুয়ার দড়া গাছটা আন্।

(রামমণির প্রস্থান।)

(দ্বিতীয়ের প্রতি) তুমি দৌড়ে রতানাপ্‌তেকে ডেকে আন, তার বাপ মরণ কালে তার সাপের মন্ত্র রতাকে দিয়ে গিয়েচে, সে মন্ত্র অব্যর্থসন্ধান।

(দ্বিতীয়ের প্রস্থান।)

রামমণির দড়া লয়ে পুনঃ প্রবেশ।

রাম। ওগো নাপ্‌তেদের ছেলেকে ডাকগো, সে বড় মন্ত্র জানে গো—

প্রথম। দড়া গাছটা দাও (দড়া দিয়া হস্ত বন্ধন।)

রাম। (রাজীবের হস্তে চিমটি কেটে) লাগে ?

রাজী। আবার কাটো দেখি,(পুনর্ব্বার চিমটি কাটন) কোই কিছুইলাগে না।

রাম। তবেই সর্ব্বনাশ হয়েচে, আমার পোড়া কপাল পুড়েচে।

রাজী। আর কেউ মন্ত্র জানে না ?

প্রথম। রতার বাপের মন্ত্র সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী, সে মন্ত্র মরবের সময় আর কারো শ্যায়নি, কেবল রতাকে দিয়ে গিয়েচে।

রাজী। এমন সাপ আমি কখন দেখিনি—আমার দৌহিত্রকে আন্তে পাঠাও, আমার গা ঢুলচে, আমার বোধ হচ্চে বিষ মাথায় উঠেছে—আহা! কেবল প্রেমের অঙ্কুর হয়েছিল; রামমণি তোরে বলবো না ভেবেছিলাম, আমার সম্বন্ধের স্থিরতা হয়েছিল, রবিবারে বউ ঘরে আসে; আহা! মরি কি আক্ষেপ, লক্ষ্মী এমন ঘরে আসবেন কেন ?

রাম। আবার কে বুঝি টাকাগুলো ফাঁকি দিয়ে নেযে—

রাজী। মা! যে নিতো তা আমি জানি—অন্তিমকালে তোমার সঙ্গে কলহ করবো না, তুমি একটু গঙ্গাজল এনে আমায় মুখে দাও, আমার চোকবুজে আসচে-

রাম। বাবা! তোমারে যে কত মন্দ বলিচি, বাবা! তোমারে ছেড়ে থাকবো কেমন করে—

রতানাপ্‌তে, নসীরাম, ভুবনমোহন এবং প্রতিবাসীর প্রবেশ।

রাজী। বাবা রতন, তুমি শাপ ভ্রষ্টে নাপিতের ঘরে জন্ম লয়েচ, তোমার গুণ শুনে সকলেই সুখ্যাতি করে, তোমার কল্যাণে আমার বৃদ্ধ শরীর অপমৃত্যু হইতে রক্ষা কর।

রতা। (দংশন অবলোকন করিয়া) জাত সাপের দাঁত—

রেতে কাটে জাত সাপ
রাখ্‌তে নারে ওঝার বাপ।

তবে বন্ধনটা সময় মত হয়েচে ইতে কিছু ভরসা হচ্চে—একগাছ মুড়ো খাঁঙরা আনুন। (রামমণির প্রস্থান।)
আপনার গা কি ঝিম্ ঝিম্ করে আসচে ?

রাজী। খুব ঝিম্ ঝিম্ কচ্চে, আমি যেন মদ খেইচি।

রতা। যম বুঝি ছাড়েন না।

মুড়ো ঝাঁটা হস্তে রামমণির পুনঃ প্রবেশ।

ও এখন রাখ, দেখি চপেটাঘাতে কি কত্তে পারি। (আপনার হস্তে ফুঁদিয়া রাজীবের পৃষ্ঠে তিন চপেটাঘাত) কেমন মহাশয় লাগে ?

রাজী। রতন লাগে বুঝি—বড় লাগে না।

রতা। তবে সংখ্যা বৃদ্ধি কত্তে হলো (সাত চপেটাঘাত।)

রাজী। লাগে সেন।

রতা। ঠিক্ করে বলো—যেন বিষ থাকৃতে লাগে বলে সর্ব্বনাশ কর না।

রাজী। আমার ঠিক্ মনে হয় না, আবার মারো।

রতা। আমার হাত যে জলে গেল—(প্রতিবাসীর প্রতি) মহাশয় মাত্তে পারেন, আমি আপনার হস্ত মন্ত্রপূত করে দিচ্চি।

প্রথম। না বাপু আমি পারবো না—এই ভুবনকে বলো।

রতা। ভুবন তোমার হাত দাও তো। (ভুবনের হস্তে ফুঁদেওন) মার

ভুবন। (স্বগত) আমাদের ভাত পচিয়েচ, আমাদের একঘরে করেচ—(প্রকাশ্যে) ক চড় মাত্তে হবে ?

রতা। তিন চড়।

ভুবন। (গণনা করে চপেটাঘাত) এক—দুই—তিন—চার—পাঁ—

প্রথম। আর কেন।

রতা। হোক্, তবে সাতটা হোক্।

ভুবন। এই পাঁচ—এই ছয়—এই সাত।

রতা। কেমন মহাশয় লাগ্‌চে ?

রাজী। চপেটাঘাতে পিট ফুলে উঠেচে ও তার উপরে মাচ্চে, আমি কিছুই বোধ কত্তে পাচ্চিনে।

রতা। মূল মন্ত্র ভিন্ন বিষ যায় না—(মন্ত্র পাঠ)

এলো চুলে বেনেবউ আল্‌তা দিয়ে পায়।

নোলোক নাকে, কলসি কাঁকে, জল আন্‌তে যায়॥

শাঁচোল বয়ে, উঠলো গিয়ে, হল্‌দে সেপো ব্যাং।

ঘুমের ঘোরে, কামড়ে ধরে, তার একটা ঠ্যাং॥

তাইতে সতী, গর্ভবতী, পতি নাইকো ঘরে।

হায় যুবতী, মৌনবতী, বাক্য নাহি সরে॥

দৈবযোগে, অনুরাগে, সাপের ওঝা যায়।

হেঁসে হেসে, কেশে কেশে, তার পানেতে চায়॥

কুলের নারী, বল্‌তে নারি, পেটে দিলে হাত।

ওঝার কোলে, বিলের জলে, কলো গর্ভপাত॥

হাত পা হলো বেঙের মত মানুষের মত গা।

গলা হলো হাড়গিলের মত, শূয়োরের মত হাঁ॥

মা পালালো, বাপ্‌ পালালো, রইলো কচিখোকা।

কচ্‌ মচিয়ে চিবিয়ে খেলে দশটা শুঁয়ো পোকা॥

ঘোড়া কেন্নো পুড়িয়ে খেলে কেঁচো দিয়ে তাতে।

আঙ্গুলে ধল্লে কেউটে ছুটো, গকরো ধল্লে দাঁতে॥

উড়ে এলো গরুড় পাকি আকাশের কাজ ফেলে।

এক ঠোকোরে নিয়ে গেল শূয়োর মুখো ছেলে॥

আঙ্গুল গুলো রইল পড়ে খগপতির বরে।

ঢোঁকে ছুলে ঘুড়ো ঝাঁটা ওঝার বাপে করে॥

ঝাঁটার চোটে, আগুন উঠে, কেউটের ভাঙ্গে ঘাড়।

হাড়ির ঝি, পেঁচোর মার আজ্ঞা, শিগ্‌গির ছাড়॥

(তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার) গা কি ঢুলচে ?

রাজী। বাবা রতন, তুমি ওবেটীর নামটা বলনা।

রাম। মন্ত্রে আছে তা কি করবে—তুমি আবার মন্ত্র পড়ো।

রাজী। এবার ও নামটা মনে মনে বলো।

রাম। রোগীতে মন্ত্র না শুনলে কি মন্ত্র কলে ?

রতা। চুপ কর গো—(রাজীবের মুখের কাছে ঝাঁটা নাড়িয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র পাঠানন্তর তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার করিয়া) কিরূপ বোধ হয় ?

রাজী। আমার বাপু গা ঘুরচে, বিষে ঘুরচে কি ঝাঁটায় ঘুরচে তা আমি বলতে পারিনে—শেষের ঝাঁটা গুলো বড় লেগেচে।

রতা। আর ভয় নাই—(একটি ঝাঁটার কাটি ভাঙ্গিয়া আঙ্গুলের ঘা মুখে ফুটাইয়া দেওন)

রাজী। বাবারে মরিচি, জ্বালাটা একটু থেমেছিল, আবার জ্বালিয়ে দিলে, বড় জ্বালা কচ্চে, মলেম।

রত। বাঁচলেম—এখন দশ কলসী কুয়ার জল দিয়ে নাইয়ে আনো।

(রাজীব, রামমণি ও প্রতিবাসীদিগের প্রস্থান।)

ভুবন। আমি ভাই ব্যাটাকে খুব মেরেচি।

রতা। সে বোতলটা কোই ?

নসী। এই যে।

রতা। (বোতল গ্রহণ করিয়া) ব্যাটাকে এই আরোকটি খাইয়ে যাব।

ভুবন। কিসের আরোক ?

রতা। এতে ভাঁট পাতার রস আছে, সিউলি পাতার রস আছে, বুড়ো গোক্ষর চোনা আছে, ভ্যারেণ্ডার তেল আছে, প্যাজ রসুনের রস আছে, কুইনাইন আছে, লবণ আছে; এর নাম "নরামৃত"।

নরামৃত কল্যে পান।
সশরীরে স্বর্গে যান॥

নরামৃতের সহস্র গুণ—

বাসি পেটে বাঁজা বউ নরামৃত খায়।
সাতছেলে, পায় কোলে, পতি পড়ে পায়॥

ভুবন। হরে শুঁড়ির দোকান থেকে একটু মদ দিলে হত।

রতা। আমি সে মত করেছিলেম, নসী বল্যে বুড়োর ধর্ম্ম নষ্ট হবে।

নর্ম। চুপ কর, আসচে।

রাজীব এবং প্রতিবাসীদ্বয়ের প্রবেশ।

রতা। হস্তের বন্ধন খুলে দেন, আমি নয়ামৃত খাওয়াই।

দ্বিতীয়। (হস্তের বন্ধন খুলিয়া) তোমার বাপের সেই আয়োক বটে?

রতা। আজ্ঞা হাঁ—(রাজীবের গালে আয়োক ঢালিয়া দেওন।)

রাজী। ও রামমণি—ওয়াঃ কি খাওয়ালে—ও রামমণি, ওরে জল নিয়ে আয়, গন্ধ দেখ, ওয়াঃ ওয়াঃ মলেম; ও রামমণি ওরে লেবুর পাতা নিয়ে আয়—ওয়াঃ।

প্রথম। ও বড় মাতব্বর ঔষধি, উটি উদরে ধারণ করে রাখুন।

রাজী। ওমা গেলেম, আমার সাপের কামড় যে ভাল ছিল—ওয়াঃ—আমার মরা যে ভাল ছিল—গন্ধে মরে গেলেম, নাড়ি উঠলো—ওয়াঃ ওয়াঃ।

রতা। নির্ব্যাধি হয়েচেন, ঔষধ বেশ ধরেচে।

রামমণির প্রবেশ।

বাড়ীর ভিতর লয়ে যাও—রাত্রিতে কিছু আহার দেবে না, দুই তিন বার দাস্ত হলেই মঙ্গল, বিষ একেবারে অন্তর্ধান করবে।

(রামমণি, রাজীবের একদিকে, অপর সকলের অপর দিকে প্রস্থান।)

—•—

(তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার) ঘা কি চুলচে ?

রাজী। বাবা রতন, তুমি ওবেটার নামটা বলনা।

রাম। মন্ত্রে আছে তা কি করবে—তুমি আবার মন্ত্র পড়ো।

রাজী। এবার ও নামটা মনে মনে বলো।

রাম। রোগীতে মন্ত্র না শুনলে কি মন্ত্র ফলে ?

রতা। চুপ কর গো—(রাজীবের মুখের কাছে ঝাঁটা নাড়িয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র পাঠানন্তর তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার করিয়া) কিরূপ বোধ হয় ?

রাজী। আমার বাপু গা ঘুরচে, বিষে ঘুরচে কি ঝাঁটায় ঘুরচে তা আমি বলতে পারিনে—শেষের ঝাঁটা গুলো বড় লেগেচে।

রতা। আর ভয় নাই—(একটি ঝাঁটার কাটি ভাঙ্গিয়া আঙ্গুলের ঘা মুখে ফুটাইয়া দেওন)

রাজী। বাবারে মল্লিচি, জ্বালাটা একটু থেমেছিল, আবার জ্বালিয়ে দিলে, বড় জ্বালা কচ্চে, মলেম।

রত। বাঁচলেম—এখন দশ কলসী কুয়ার জল দিয়ে নাইয়ে আনো।

(রাজীব, রামমণি ও প্রতিবাসীদিগের প্রস্থান।)

ভুবন। আমি ভাই ব্যাটাকে খুব মেরেচি।

রতা। সে বোতলটা কোই ?

নসী। এই নে।

রতা। (বোতল গ্রহণ করিয়া) ব্যাটাকে এই আরোকটি খাইয়ে যাব।

ভুবন। কিসের আরোক ?

রতা। এতে ভাঁট পাতার রস আছে, সিউলি পাতার রস আছে, বুড়ো গোরুর চোনা আছে, ভ্যারেণ্ডার তেল আছে, প্যাঁজ রসুনের রস আছে, কুইনাইন আছে, লবণ আছে; এর নাম "নরামৃত"।

নরামৃত কল্যে পান।
সশরীরে স্বর্গে যান॥

নরামৃতের সহস্র গুণ—

বাসি পেটে বাজা বউ নরামৃত খায়।
সাতছেলে, পায় কোলে, পতি পড়ে পায়॥

ভুবন। হরে শুঁড়ির দোকান থেকে একটু মদ দিলে হত।

রতা। আমি সে মত করেছিলেম, নসী বল্যে বুড়োর ধর্ম্ম নষ্ট হবে।

নসী। চুপ কর, আসচে।

রাজীব এবং প্রতিবাসীদ্বয়ের প্রবেশ।

রতা। হস্তের বন্ধন খুলে দেন, আমি নরামৃত খাওয়াই।

দ্বিতীয়। (হস্তের বন্ধন খুলিয়া) তোমার বাপের সেই আরোক বটে?

রতা। আজ্ঞা হাঁ—(রাজীবের গালে আরোক ঢালিয়া দেওন।)

রাজী। ও রামমণি—ওয়াঃ কি খাওয়ালে—ও রামমণি, ওরে জল নিয়ে আয়, গন্ধ দেখ, ওয়াঃ ওয়াঃ মলেম; ও রামমণি ওরে নেবুর পাতা নিয়ে আয়—ওয়াঃ।

প্রথম। ও বড় মাতব্বর ঔষধি, উটি উদরে ধারণ করে রাখুন।

রাজী। ওমা গেলেম, আমার সাপের কামড় যে ভাল ছিল—ওয়াঃ—আমার মরা যে ভাল ছিল—গন্ধে মরে গেলেম, নাড়ি উঠলো—ওয়াঃ ওয়াঃ।

রতা। নির্ব্ব্যাধি হয়েচেন, ঔষধ বেশ ধরেচে।

রামমণির প্রবেশ।

বাড়ীর ভিতর লয়ে যাও—রাত্রিতে কিছু আহার দেবে না, দুই তিন বার দাস্ত হলেই মঙ্গল, বিষ একেবারে অন্তর্ধান কর্‌বে।

(রামমণি, রাজীবের একদিকে, অপর সকলের অপর দিকে প্রস্থান।)

—•※০※•—

প্রথম অঙ্ক।

—৹⊙⊙৹—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বসুই ঘরের রোয়াক।

রামমণি ও গৌরমণির প্রবেশ।

রাম। টাকায় না হয় কি? টাকা নিয়ে মেয়ে মেচোবাজারে বেচ্‌তে পারে, বুড়ো বরকে দিতে পারে না?

গৌর। আমার বোধ হয়, ও পাড়ার ছোঁড়ারা মিছে মিছে সম্বন্ধ করেছে; মেয়ে টেয়ে সব মিথ্যে।

রাম। আমি পয়লা বউকে কনক বাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেম, তিনি বল্যেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মুন্নি কর্‌বে, তাইতে একটি মেয়ে স্থির করে দিইচি, আমার এই জন্যে বিশ্বাস হচ্চে, তা নইলে কি আমি বিশ্বাস করি।

গৌর। মেয়েটির না কি বয়েস হয়েচে?

রাম। যত বয়েস হক, বাবার সঙ্গে কখনই সাজ্‌বে না—তার বুঝি মা নেই, তা থাক্‌লে কি এমন বুড়ো বরকে বিয়ে দেয়। একাদশীর জলন্ত আগুনে কাচা মেয়ে ফেলে।

গৌর। আহা! দিদি! মা বাপ্ যদি একাদশীর জ্বালা বুঝতেন তাহলে এত দিন বিধবা বিয়ে চল্‌তো।

রাম। গৌর, বিধবা বিয়ে চলিত হলে তুই বিয়ে করিস্?

গৌর। আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ যৌবন, কত আশা কত বাসনা মনের ভিতর উদয় হচ্চে, তা গুণে সংখ্যা করা যায় না—কখন ইচ্ছা হয় জীবনাধিক প্রাণপতির সঙ্গে উপবেশন করে প্রণয়গর্ভ কথোপকথনে কাল যাপন করি; কখন ইচ্ছা হয়, পতির প্রীতিজনক বসন ভূষণে বিভূষিত হয়ে স্বামীর কাছে বসে তাঁকে ভাত খাওয়াই; কখন ইচ্ছা হয় এক বয়সী প্রতি-

বাগিনীদের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে নিজ নিজ প্রাণকান্তের কৌতুক কথা বল্‌তে বল্‌তে স্নান করি; কখন ইচ্ছা হয় আনন্দময় কচি খোকা কোলে করে স্তনপান করাই, আর ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ঘুম পাড়াই; কখন ইচ্ছা হয় পুত্রকে পাল্‌কিতে বসায়ে জিজ্ঞাসা করি "বাবা তুমি কোথা যাচ্চো," আর পুত্র বলেন "মা আমি তোমার দাসী আন্‌তে যাচ্ছি," কখন ইচ্ছা হয় মায়াময়ী মেয়ের সাধে পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ ক'রে কোমরে আঁচল জড়ায়ে পরমানন্দে পরমান্ন পরিবেশন করি। দিদি! ভাল খেতে, ভাল পত্তে, ভাল করে সংসার ধর্ম্ম কত্তে কার না সাধ যায়?

রাম। আহা! পরমেশ্বর অনাথিনী করেচেন কি করবে দিদি বলো।

গৌর। দিদি! বালিকা বিধবাদের কত যাতনা—একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বল্‌তে থাকে, জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না। এক খান থাল নিয়ে পেটে দিই, তাতে কি জ্বালা নিবারণ হয়! দ্বাদশীর দিন সকালে গলা কাটের মত শুকিয়ে থাকে, যেমন জল ঢেলে দিই তেমনি গলা চিরে যায়, তার জন্যে আবার কদিন ক্লেশ পেতে হয়। আমি যখন সধবা ছিলেম, তখন তিনবার ভাত খেতেম, এখন একবার বই খেতে নাই; রেতে খিদেয় যদি মরি তবু আর খেতে পাব না। দেখ্‌ দিদি এসব পরমেশ্বর করেন নি, মানুষে করেচে, তিনি যদি কত্তেন তবে আমাদের ক্ষুধা, পিপাসা, আশা, বাসনা স্বামীর সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেতো।

রাম। গৌর! তুই প্রথম প্রথম কোন কথা বলতিস্‌নে, এখন তোর এত ক্লেশ বোধ হচো কেন বল্‌ দেখি?

গৌর। দিদি, প্রথম প্রথম প্রাণপতির শোকে এম্‌নি ব্যাকুল হয়েছিলেম আর কোন ক্লেশ ক্লেশ বোধ হত না; দিদি বিধবা হওয়ার মত সর্ব্বনাশতো আর নাই, তাতেইতো আগে সমরণে যাওয়া পদ্ধতি ছিল, প্রত্যহ একটু একটু করে মরার চাইতে একেবারে মরা ভাল।

রাম। আহা! যিনি সমরণের পদ্ধতি উঠিয়ে দিলেন, তিনি যদি বিধবা বিয়ে চালিয়ে যেতেন তাহলে বিধবাদের এত যন্ত্রণা হতো না।

গৌর। যে দিন পতি মলেন সে দিন মনে করেছিলেম, আমি প্রাণকান্ত বিরহে এক দিনও বাঁচ্‌বো না, আর প্রতিজ্ঞা কল্লেম অনাহারেই মর্‌বো—কিন্তু সময়ে শোকে মাটি পড়ে, এখন আর আমার সে ভাব নাই—আমি কি নিষ্ঠুর, যে পতি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাস্‌তেন, আমি সেই পতিকে একেবারে

বিস্মৃত হইচি! দিদি, আমার প্রাণপতি আমাকে অতিশয় ভাল বাস্‌তেন, আমিও তাঁর মুখ এক দণ্ড না দেখ্‌লে বাঁচ্‌তেন না—দিদি, বিধবা বিয়ে চলিত হলেও আমি আর বুঝি বিয়ে কত্তে পারবো না।

রাম। অনেক মেয়ে দ্বিতীয়ে বিয়ে না হতে বিধবা হয়েচে, তারা স্বামী কখন দেখিনি, তাদের বিয়ে দিলে দোষ কি?

গৌর। ছোট মেয়েটিই কি, আর বড় মেয়েটিই কি, বিধবা বিয়েতে দোষ নাই। বিধবা বিয়ে চলে গেল কেউ বিয়ে কর্‌বে কেউ কর্‌বে না, এখন পুরুষদের মধ্যেওতো অমনি আছে, মাগ্‌ মলে কেউ বিয়ে করে, কেউ বিয়ে করে না, কিন্তু তা বলেতো এমন কিছু নিয়ম নাই যে এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে, এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে না। সকল দেশে বিধবা বিয়ের রীতি আছে, আমাদের শাস্ত্রে বিধবার বিয়ে দেওয়ার মত আছে, সেকালে কত বিধবা বিয়ে হয়েচে, রামায়ণে শোনোনি বালি রাজা মলে তারার বিয়ে হয়েছিল, রাবণের রাণী মন্দোদরী বিধবা হয়ে বিয়ে করেছিল—সবলোক মূর্খ, কেবল আমার বাবা আর কলকাতার বলদ পঞ্চানন পণ্ডিত।

রাম। বাবা বাহাত্তুরে হয়েচেন, ওঁর কিছু জ্ঞান আছে, উনি সেদিন স্কুলের পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার কত্তে কত্তে বল্যেন বিধবারা বরঞ্চ উপপতি কত্তে পারে তবু আবার বিয়ে কত্তে পারে না—আমার তিন কাল গেচে এক কাল আছে আমার ভাবনা অবিনে—বাবা যদি আপনার বিয়ের উয্যুগ না করে তোর বিয়ের উয্যুগ কত্তেন তা হলে লোকেও নিন্দে কর্‌তো না। আর তোর পাঁচটা ছেলে পিলে হতো সুখে সংসার ধর্ম্ম করতে পাত্তিস্‌ হাড়িনীর হালে থাক্‌তে হতো না।

গৌর। সতীত্বের মহিমা যে জানে, সে সধবাই হক্‌ আর বিধবাই হক্‌ প্রাণপণে সতীত্ব রক্ষা করে, আর যে সতীত্বের মহিমা জানে না সে পতি থাক্‌লেও কুপথে যায়, পতি না থাক্‌লেও কুপথে যায়। বাবা ভাবেন কেবল উপপতি নিবারণের জন্যে বিধবা বিয়ের আন্দোলন হচ্যে।

সুশীলের প্রবেশ।

সুশী। ছোট মাসি! এই পুস্তক খানি আপনার জন্যে এনিচি।

গৌরমণির হস্তে পুস্তক দান।

রাম। সুশীল আজ কি যাবে?

সুশী। আমি কি থাক্‌তে পারি, কাল আমাদের কালেজ খুল্‌বে।

গৌর। তোমাদের ইংরাজি পড়া হয় না।

স্বশী। হয় বই কি—এখন সংস্কৃত কালেজে ইংরাজিও পড়া হয়, সংস্কৃতও পড়া হয়।

গৌর। মেজদিদিকে বলো, বাবা কারো কথা শুনবেন না, বিয়ে করবেন।

স্বশী। তোমরা যেমন পাগল তাই বিয়ের কথা বিশ্বাস কচ্চো—আমি আর একদিন থাকলে কোন্ ছোড়া ঘটক সেজেচে ধরে দিতে পাত্তেম।

রাম। না বাবা মিছে নয়, আমি দেখিচি ঘটক ভিন্‌দেশি; এগার কেউ না।

স্বশী। বেশ তো বিয়ে করেন তোমাদেরই ভাল, তোমরা তিন বৎসর মাতৃহীন হয়েচ আবার মা পাবে।

গৌর। তুমি যাকে বিয়ে করে আনবে সেই আমাদের মা হবে, বাবা যাকে বিয়ে করে আনবেন সে ছোট লোকের মেয়ে, সে কি আমাদের স্থল নেবে, না আমাদের স্নেহ করবে!

স্বশী। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, ঠাকুরদাদার কখনই বিয়ে হবে না—

পেঁচোর মার প্রবেশ।

এই তোমাদের মা এয়েচে—কেমন পেঁচোর মা তুই মাসিমাদের মা হতে এইচিস্ না?

পেঁচো। মোর তো ইচ্ছে; বুড়ো যে মোরে দেকৃলি কেম্‌ড়ে খাতি আসে।

গৌর। ওমা পোড়ার মুখো মাগী বলে কি!

রাম। পাগলের কথায় তুই আবার কথা কচ্চিস্।

স্বশী। ও পেঁচোর মা, তুই বুড়ো বামুনকে বিয়ে করবি?

পেঁচো। মুই তো আজ্জি আচি, বুড়ো যে আজ্জি হয় না।

গৌর। মাগী বুঝি পাগল হয়েচে—হ্যাঁলো পেঁচোর মা তুই যে ডুম্‌নি, বামনের ছেলেরে বিয়ে করবি কেমন করে?

পেঁচো। ডুম্‌নি বাম্‌নি তি তপাত টা কি? তোমরাও প্যাট্ জলে উট্‌লি খাতি চাও, মোরাও প্যাট্ জলে উট্‌লি খাতি চাই; তোমরাও গালাগালি দিলি আগ্ কর, মোরাও গালাগালি দিলি আগ্ করি; তোমার

বাবা মলিও বুকি বাঁস, মুই মলিও বুকি বাঁস, তাঁনারও দাঁত পড়েচে, মোরও দাঁত পড়েচে, তবে মুই কোম্ হলাম কিসি ?

রাম। আ বিটি পাগ্‌লি, বামুনের মর্য্যাদা জান না—বাবার গলায় একগাছ দড়ি আছে দেখনি ?

পেঁচো। দড়ি থাক্‌লি কি মোরে বিয়ে কত্তি পারে না ? তিতে ডোমের এঁড়ে শোর্‌ডার্ গলায় যে দড়ি আছে, মোর ধাড়ী শোর্‌ডার্ গলায় যে দড়ি নেই, মোর ধাড়ীডের তো ছানা হতি লেগেচে।

গৌর। চুপ্ কর্ আবাগের বেটি—সুশীলকে ভাত দাও দিদি।

সুশী। ঠাকুর দাদা আসুন, একত্রে খাব।

রাম। বাবাকে বিয়ে কত্তে তোর যে বড় ইচ্ছে হলো ?

পেঁচো। ঠাকুরবরের বরে বুড়োবামন যদি মোর বর হয়, মুই নকড়ার সিন্নি দেব।

রাম। বাবা তোরে কিছু বলেচে না কি ?

পেঁচো। বুড়ো কি মোরে দেক্‌তি পারে ?—মুই স্বপোন দেখিচি, আর নাপিৎগার ছেলে মোরে বলেচে।

গৌর। কি স্বপোন দেখিচিস্ ?

পেঁচো। স্থাল সাক্তি—মোরে য্যান বুড়ো বামন যে কচ্চে, মুই য্যান ওনার কোলে ছেলে দিচ্চি।

রাম। এ মাগী বাবার চেয়ে ক্ষেপে উঠেচে।

পেঁচো। স্বপনের কথা অ্যাট্‌টা ছটো সত্যি হয়, মুই ভাব্‌তি ভাব্‌তি যাতি নেগিচি, মোরে ফতা নাপ্‌তে ডাক্‌লে।

সুশী। ফতা কি ?

পেঁচো। মুই ও নামডা ধত্তি পারিনে, মোর মিন্‌সের নামে বাদে।

গৌর। মর মাগী হাবি—তার নাম হলো রামজি এর নাম হলো রত্তা।

পেঁচো। মা ঠাকরোণ ভেবে শ্বাকো, অতা বল্‌তে গেলি তানার নাম আসে।

সুশী। আচ্ছা আসে আসে, ফতা কি বলেচে বল।

পেঁচো। ফতা বল্যে, পেঁচোর মা তোর কপাল ফিরেচে, নগোন্দিপির ভস্‌চাজ্জি বস্তা দিয়েচে তোর সাতে বামনের বিয়ে হবে

রাম। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা দ্যাস থায়, এমনি ব্যবস্থা দিতে গিয়েচে।

পেঁচো। ট্যাকা পালি তানারা গোরু খাতি বস্তা দিত্তি পারে, মোর বেব বস্তাতো তুশ্চু কথা।

গৌর। আচ্ছা বাছা তুই এখন যা, বাবার আসবের সময় হয়েচে আবার তোরে দেখে গালে মুখে চড়িয়ে মরবেন।

পেঁচো। স্বপোন যদি ফলে।
ঝোল্‌বো তানার গলে॥
হাতে দেব রুলি।
মোর দেব চুলি॥
ভাত খাব থালা থালা।
তেল মাক্‌বো জালা জালা॥
নটের মুকি দিয়ে ছাই।
আতি দিনি শুয়োর খাই॥

রাম। মাগী একেবারে উন্মাদ হয়েচে।

স্থশী। হ্যাঁরে পেঁচোর মা শূকরের মাংস কেমন লাগে?

পেঁচো। বুনো নেরকোল খ্যায়েচো?

স্থশী। খেইচি।

পেঁচো। তবিই খ্যায়োচো।

গৌর। দূর আবাগের বেটি।

পেঁচো। মাঠাক্‌রোণ আগ কর ক্যানো, শূয়োরের মাংসো কলি মা পেত্যয় যাবা ঠিক্ নেরকোলের মতো খাতি।

রাম। পেঁচোর মা তুই যা, তা নইলে আবার বাবার কাছে মার খাবি।

পেঁচো। মুই অ্যাট্‌টা শূয়োরের ট্যাং ঝলসা পোড়া করিচি, তেল নুন আবানে খাতি পাচ্চি নে, মোরে এট্‌টু তেল নুন দাও মুই যাই।

[তৈল লবণ গ্রহণানন্তর পেঁচোর মার প্রস্থান।

রাম। আমার ব্রতটা পচে গেল তবু বাবা ছটি টাকা দিতে পারিলেন না, শুনচি ঘটক মিন্‌সেকে সাড়ে বায়োগণ্ডা টাকা দিয়েচেন।

স্থশী। বিয়ে যত হবে তা ভগবান্ জানেন, টাকা গুলিন কেবল অনর্থক অপব্যয় হচ্চে।

রাজীবের প্রবেশ।

রাজী। (আসনে উপবেশন করিয়া) তুমি কি এখানে দু দিন থাক্‌তে পার না; আজোতো নাতবউ হয়নি যে কান বলে দেবে!

রাম। গৌর, তুই পান তৈয়ের করগে আমি ভাত আনি।

[রামমণি ও গৌরমণির প্রস্থান।

রাজী। তোমার জলপানি কোন্ মাস হতে পাবে?

সুশী। গত মাস হতে পাবো।

রাজী। কটাকা করে দেবে?

সুশী। আট টাকা।

রাজী। উপ্‌রি কি আছে?

সুশী। যারা সত্যের মাহাত্ম্য জানে, তারা উপ্‌রি কাকে বলে জানে না।

রাজী। অপর লোকের কাছে এইরূপ বল্‌তে হয়, কিন্তু আমার কাছে গোপন করার আবশ্যক কি?

সুশী। আপনি বিবেচনা করেন আমি মিথ্যা কথা বলে থাকি।

রাজী। দোষ কি, তোমাদের একালে কেমন এক রকম হয়েচে, মিথ্যা কথা কবে না, ভালতেও না, মন্দতেও না—যখন দাঁও প্যাঁচের দ্বারা অর্থ লাভ হয় তখন মিথ্যা বল্‌তে দোষ নাই। আমি তো আর সিঁদ কাটি গড়িয়ে চুরি কত্তে বল্‌চিনে। কলমের জোরে কিম্বা মোড় দিয়ে যে টাকা নিতে পারে সেতো বাহাদুর।

সুশী। আপনি যেরূপ বিবেচনা করুন, আমার কোনরূপ প্রতারণা অথবা মিথ্যায় মন যায় না। যবনের অন্ন খেতে আপনার যেরূপ ঘৃণা হয়, আমার মিথ্যা প্রবঞ্চনায় সেইরূপ ঘৃণা হয়।

রাজী। তোমার বাপ অতি মূর্খ তাই তোমারে কালেজে পড়তে দিয়েচে—কালেজে পড়ে কেবল কথার কাপ্তেন হয়, টাকার পন্থা দেখে না—সৎপরামর্শ দিতে গেলেম একটা কদুত্তর করে বস্‌লে।

সুশী। আপনি অন্যায় বলেন তা আমি কি কর্‌বো—জলপানি আট টাকা পাই তাতে আবার উপ্‌রি পাবো কি?

রাজী। আরে আমি মল্লিকদের বাড়ী পাঁচ টাকা মাইনেতে পঞ্চাশ টাকা উপার্জ্জন করিচি। যদি কেবল পাঁচ টাকায় নির্ভর করতেম তা হলে বাড়ীও কত্তে পাত্তেম না, বাগানও কত্তে পাত্তেম না, পুকুরও কত্তে পাত্তেম না—

একবার আমারে চুন কিন্‌তে পাঠিয়েছিল আমি দরের উপর কিছু রাখ্‌লেম আর বালি মিসুয়ে কিছু পেলেম—এরূপ সকলেই কয়ে থাকে, তুমিও উপ্‌রি পেয়ে থাকো, পাছে বুড়ো কিছু চায় তাই বল্‌চো না, বটে ?

সুশী। হাঁ উপ্‌রি পেয়ে থাকি।

রাজী। কত ?

সুশী। রবিবার আর গ্রীষ্মের অবসর।

রাজী। সে আবার কি ?

সুশী। এসময় কালেজে যেতে হয় না কিন্তু জলপানি পাই।

রামমণির ভাত লইয়া প্রবেশ।

রাজী। দাও ভাত দাও—ওদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করাই অনুচিত।

রাম। (ভাত দিয়া) বেদনা টা সেরেচে ?

রাজী। না আজো টন্ টন্ কচ্চে।

সুশী। পায় কি হয়েচে।

রাম। পাড়ার ছোঁড়ারা খেপিয়ে ছিল, তাদের তাড়া করে গিয়েছিলেম, খানায় পড়ে পাটা ভেঙ্গে গিয়েচে।

রাজী। বিকাল বেলা একটু চুন হলুদ করে রাখিস্।

রাম। রাখ্‌বো। আহা বুড়ো শরীর বড় লাগন লেগেচে—তা বাবা তুমি রাগ কর কেন, পেঁচোর মা হলো ডোম, পেঁচোর মারে তুমি বিয়ে কত্তে গেলে কেন ?

রাজী। তুইও গোল্লাই গিইচিস্, তুইও লাগ্‌লি, তুইও খ্যাপাতে আরম্ভ কর্‌লি—খা বিটি ভাত খা। (দুই হস্ত দ্বারা রামমণির অঙ্গে অন্ন ছড়াইয়া দেওন) খা আবাগের বিটি, ভাতও খা, আমারেও খা—

[বেগে প্রস্থান।

সুশী। এমন পাগল হয়েচেন।

রাম। এমন পোড়া কপাল করেছিলেম—ঘর দোর সব সগ্‌ড়ি হয়ে গেল।

সুশী। যাই আমি তাঁকে শান্ত করে আনি।

রাম। যাও—আমি না নাইলে হেন্সেলে যেতে পার্‌বো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।
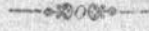
বাগানের আটচালা।

ভুবন, নসীরাম এবং কেশবের প্রবেশ।

কেশব। ঘটকটা পেলে কোথায়?

ভুব। ও ইনস্পেক্টার বাবুর কাছে এসেচে; উমেদার, স্কুলের পণ্ডিতি প্রার্থনা করে।

কেশ। ও যেরূপ বুদ্ধিমান্ সর্ব্বাগ্রে ওকে কর্ম্ম দেওয়া উচিত।

রতা নাপ্‌তে এবং লোক চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

রতা। বর আস্‌বের সময় হয়েচে আমরা সাজিগে।

ভুব। এঁদের বাড়ী কোথায়?

রতা। সে কথা কাল বলবো—ইনি হবেন কনের কাকা, ইনি হবেন কনের মেসো, ইনি হবেন কনের দাদা, ইনি হবেন পুরোহিত।

কেশ। আমি ভাই ঠাকুঝি সাজ্‌বো, তা নইলে ব্যাটার সঙ্গে কথা কওয়া যাবে না।

রতা। আচ্ছা তুমি হবে বড় ঠাকুঝি, ভুবন হবে কনের বিয়ান, নসীরাম হবেন সালাজ। আমিত ছাইফ্যাল্‌তে ভাঙ্গা কুলো আছি, বুড়ো ব্যাটার মাগ সাজ্‌বো।

কেশ। আমাদের অধিক খরচ হবে না, বড় জোর দশ টাকা, আমরা একটা চাঁদা করে দেব। বুড়ো যে টাকা দিয়েচে তা ওর মেয়ে দুটিকে দেয়, তাদের ভাল করে খেতেও দেয় না।

রতা। গিল্‌টিকরা গহনায় যা খরচ হয়েচে আর খরচ কি। এস আমরা যাই (লোক চতুষ্টয়ের প্রতি) আপনাদিগের যেরূপ বলে দিইচি সেইরূপ করবেন।

[লোক চতুষ্টয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কাকা। রত্নাপুত্তে ভারি নকুলে।

মেসো। বুড়ব্যাটা যেমন নষ্ট তেমনি বিয়ের জোগাড় হয়েচে।

দাদা। বেশ বাসরঘর সাজিয়েছে।

ঘটক এবং বরবেশে রাজীবের প্রবেশ।

গদির উপর রাজীবের উপবেশন।

কাকা। এই কি বর, কি সর্ব্বনাশ, ঘটক মহাশয় সব কত্তে পারেন-- সোনার চম্পক এই মড়ার হাড়ে অর্পণ করবো, আমিত পারবো না।

ঘট। মহাশয় পাঁচ দিক্ বিবেচনা করুন—

কাকা। রাখো তোমার পাঁচ দিক্, দশ দিক্ হলেও মড়িপোড়ার ছেঁড়া মাজুরে মেয়ে দিতে পারবো না—দাদারি যেন পরলোক হয়েচে, আমিত জীবিত আছি, চম্পক আমার দাদার কত সাধের মেয়ে, শ্মশান ঘাটের শুকনা বাঁসে সেই মেয়ে সম্প্রদান করবো? বলেন কি! এমন সর্ব্বনাশ করেচেন, এই জন্যে দাদা আপনাকে বন্ধু বলতেন—আরে টাকা! টাকা খেয়ে আমাদের এই সর্ব্বনাশ কল্যেন।

দাদা। খুড়া মহাশয় এখন উতলা হওনের সময় নয়।

রাজী। বাবা তুমিই এর বিচার কর।

ঘট। ইনি তোমার শালা তোমার শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

রাজী। তবেত আমার পরম বন্ধু—দাদা তুমি আমার মেগের ভাই, মাতার মাহুলি, কপালের তিলক, আমি তোমার খড়মের বোলো, তোমার ইংরাজী জুতার ফিতে, দাদা আমার হয়ে তুমি দুটো বলো তা নইলে আমি ঘাটে এসে দেউলে হই, আমার গোয়ালপাড়ার সরষের নৌকা হাটখোলার নিচেয় ডোবে।

কাকা। আহা মেয়েত না যেন সিংহবাহিনী—দুঃসময় পেয়ে ঘটক মহাশয় কালসর্প হলেন।

দাদা। যখন কথা দেওয়া হয়েছে বিবাহ দিতে হবে।

রাজী। যবদ্ কি বাৎ
হাতিকি দাঁৎ

কাকা। তা হলো ভাল তোমরা যেমন বিধবা বিবাহের সহায়তা কচ্চে থাক তেমনি ত্বরায় বিধবা বিবাহ দিতে পারবে।

দাদা। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এমন কি বৃদ্ধ হয়েছেন যে সহসা মৃত্যুর গ্রাসে প্রবেশ করবেন। যদি সবেন চম্পকের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া যাবে, তাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসম্মত নন।

রাজী। তাতো বটেই, বিধবা বিবাহ দেওয়া অতি কর্ত্তব্য, সকল ভদ্র-লোকের মত আছে, কেবল কতক গুলো খোসামুদে বুড়, বকেয়া, বার্ষিকখেগো বিদ্যাভূষণ বিপক্ষতা কচ্চে।

কাকা। বাবাজির দেকৃচি যে বিধবা বিবাহে বিলক্ষণ মত। শালা ভগিনীপতিতে মিল্‌বে ভাল!

রাজী। নব্য তন্ত্রের সকলেরি মত আছে।

কাকা। তোমাদের যেরূপ মত হয় কর, আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না, আমি তীর্থ পর্য্যটন করবো।

দাদা। যখন সম্বন্ধের স্থিরতা হয় তখন আপনি অমত করেন নি, এখন এরূপ করা কেবল ধাষ্টমো প্রকাশ।

রাজী। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"।

ঘট। ছোটবাবু কিঞ্চিৎ বয়স অধিক হয়েচে বলে এমন উতলা হচ্চেন কেন, বরের আর আর অনেক গুণ আছে। বিষয় দেখুন, বিদ্যা দেখুন, রূপ দেখুন, রসিকতা দেখুন! বন্ধুর মেয়ে বলে আমারো স্নেহ আছে আমি সুপাত্রে অর্পণ কাচ্চনে।

পুরো। ছোট বাবুর সকলি অন্যায়। বাক্‌দান হয়েচে, গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হয়েচে, নন্দীমুখ হয়েচে, বরপাত্র সভায় উপস্থিত, এখন উনি অমঙ্গল-জনক বিপদ উপস্থিত করে শুভ কর্ম্মের বিলম্ব কচ্চেন—করুন লক্ষ কথা ব্যতীত বিবাহ হয় না।

মেসো। পুরোহিত মহাশয়ের অনুমতি হয়েছে, ছোট বাবু আর বিলম্বের আবশ্যকতা নাই, হৃষ্টচিত্তে কন্যা সম্প্রদান কর।

কাকা। আচ্ছা, কথান দাঁত হয়েচে দেখা আবশ্যক, বাবাজি দাঁত দেখাও দেখি।

রাজী। আমি বড় বাঁসি বাজাতেম তাই অল্প বয়সে গুটিকত দাঁত পড়ে গিয়েচে। (দাত বাহির করিয়া দর্শায়ন)।

কাকা। সকলের মত হচ্চে আমার অমত করা উচিত নয়, আমি বাবাজিকে অন্যায় বুড় বলে ঘৃণা করেচি।

রাজী। আপনি খুড়শ্বশুর, পিতৃতুল্য, ছেলে পিলেকে এইরূপ তাড়না কত্তে হয়। মা ছেলেকে কত মন্দ বলে তখনি আবার সেই ছেলে কোলে লয়ে স্তন পান করায়।

কাকা। জামাই বাবুর কথাতে অঙ্গ শীতল হয়ে যায়।

রাজী। আপনি শ্বশুর নচেৎ আদিরসের কবিতা শুনায়ে দিতেম।

ঘট। এখন কোন কথা বল্‌বেন না, লোকে বল্‌বে বরটা ঠোঁটকাটা। বাসর ঘরে আমার মান রক্ষা করেন তবে আপনাকে বাসরবিজয়ী বর বল্‌বো। মাগিগুলো বড় ঠ্যাটা, কান মোড়া দেয়, কিল মারে, নাক কামড়ায়, কোলেবসে।

রাজী। এ ত সুখের বিষয়।

দাদা। এখন রহস্যের সময় নয়, লগ্ন ভ্রষ্ট হয়, বৈকুণ্ঠ নাপীতকে ডাকুন পাত্র লয়ে যাক্।

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।

ঘট। বৈকুণ্ঠ আর বিলম্ব কর না, পাত্র কোলে করে লও।

বৈকু। আপনি যে বুড়বর এনেচেন একি কোলে করা যায়।

কাক। আমাদিগের বংশের রীতি আছে সভা হতে বর নাপীতের কোলে যায়, হেঁটে যাওয়া পদ্ধতি নাই।

রাজী। পরামাণিকের পো, আমি আল্‌গা দিয়ে কোলে উট্‌বো, দেখ নিতে পারবে এখন, কিছু পাওয়ার পিস্তেশ রাখত?

বৈকু। পাওয়ার পিস্তেশ রাখি, কোমরিকেও ভয় করি।

দাদা। একটা সামান্য কর্ম্মের জন্যে শুভকর্ম্ম বন্ধ থাক্‌বে? বৈকুণ্ঠ চেষ্টা করে দেখ বুড়মানুষ অধিক ভারি নয়।

বৈকু। মহাশয় পুরাণো চাল দমে ভারি। এক এক খানি হাড় এক এক খানি লোহার গরাদে। এবোঝা নিয়ে কি মাজা ভেঙ্গে ফেল্‌বো?

কাকা। উপায়?

রাজী। আমি লাফ দিয়ে লাফ দিয়ে যাই।

পুরো। প্রচলিত আচারানুসারে মৃত্তিকায় পদস্পর্শ হওয়া অবৈধ, উল্লম্ফ দ্বারা গমন করিলে মৃত্তিকা স্পর্শ হবে।

রাজী। ঘটকরাজ, এক্ষণকার উপায়? একথা কেন আগে বলো নাই, আমি একজন বলবান নাপীত আনতেম, না হয় এর জন্যে এক বিঘা ব্রহ্মত্র জমি যেতো।

ঘট। সামান্ত বিষয় লয়ে আপনারা গোল কচ্চোন কেন। নাপীত মুখের দিক ধরুক, আমরা দুই জন পায়ের দিকে ধরি, বিবাহের স্থানে লয়ে যাই।

রাজী। একথা ভাল, একথা ভাল—(চিত হইয়া শয়ন করিয়া) ধর, ধর।

বৈকু। আজ্ঞা হাঁ এরূপ হতে পারে (বৈকুণ্ঠ মস্তকের দিকে, ঘটক এবং দাদা পায়ের দিকে ধরিয়া উঠায়ন) গুরু মহাশয়, গুরু মহাশয়, তোমার পড়ো উড়ে যায়, বাঁশ বাগানে বিয়ে বাড়ী বেগুণ পোড়া খায়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাগানের আটচালার অপর এক কাম্‌রা।

বাসর ঘর।

রতানাপ্‌তে কনের বেশে আসীন, কেশব এবং ভুবনের নারীবেশে প্রবেশ।

ভুব। রতন এই বেলা ভাল করে বস, ব্যাটা আসচে।

কেশ। যে ছোঁড়া জুটিয়েচিস্‌ গোলকরে ফেল্‌বে এখন।

রতা। নাহে ওরা সব খুব চতুর, এতক্ষণ দেখ্‌লেত কেমন উলু দিলে শাঁক বাজালে।

কেশ। ও ছোঁড়া কে, যে বুড়োর মাথায় এক কল্‌সি গোবর গোলা ঢেলে দিলে ?

রতা। ও ছোঁড়া আমাদের স্কুলে পড়ে, ওকে একদিন বুড়োব্যাটা মার খাইয়েছিল তাইতে ওর রাগ ছিল, গোবর গোলা মাথায় ঢেলে দিয়েচে।

ভুব। আমি ব্যাটার গা ধুয়ে দিইচি—ব্যাটা রাগ করিনি, বলে বিয়ের দিন এমন আমোদ করে থাকে।

নেপথ্যে। এই ঘরে বাসর হয়েচে।

কেশ। রতন ! ঘোমটা দাও হে।

(রাজীবের বরবেশে এবং নসীরাম আর পাঁচ জন বালকের নারীবেশে প্রবেশ।)

নসী। বসো ভাই কনের কাছে বসো।

রাজী। (উপবেশনানন্তর) আমার মনে বড় ক্লেশ হয়েচে—শাশুড়ী ঠাকুরুণ, উনি স্ত্রীর মা, আমারো মা, আমাকে দেখে মরা কান্না কাঁদ্‌লেন।

কেশ। মার ভাই এইটি কোলের মেয়ে, তাইতে একটু কাঁদলেন। তা তাই তুমিওত বুঝ্‌তে পার, সকলেরি ইচ্ছে মেয়ে অল্পবয়সী বরে পড়ে। সে কথায় আর কাজ কি, তুমি এখন মার পেটের সন্তানের চাইতেও আপন। তিনি বল্‌চেন উনি বেঁচে থাকুন। আমার চম্পক পাঁচ দিন মাচ ভাত খাক্।

নসী। একবার দাঁড়াওত ভাই জোঁকা দিই তোমার কতদূর পর্য্যন্ত হয়। (রত্না এবং রাজীবের একত্রে দণ্ডায়ন)

কেশ। দিব্বি মানিয়েচে, বসো। (উভয়ের উপবেশন)

রাজী। আমার শরীর পবিত্র হলো, চিত্ত প্রফুল্ল হলো, আমার সার্থক জন্ম, এমন নারীরত্ন লাভ কল্যেম। আমি পাঁজি দেখেছিলেম, এই মাসে মেষের স্ত্রীলাভ, তা ফল্লো।

ভুব। ওমা সেকি গো, তুমি কি ভ্যাড়া, বিয়ান ভ্যাড়া বিয়ে কল্যে নাকি ?

রাজী। আমি ভ্যাড়া ছিলেম না তোমরা বানালে।

কেশ। ঘটক যা বলেছিল সত্যিরে, খুব রসিক।

ভুব। বাসর ঘর রসের বৃন্দাবন, যার মনে যা লাগে তিনি তা কর।

নসী। ষোলো শ গোপিনী একা মাধব।

রাজী। “কাল বলে কাল মাধব গ্যাছে।
সে কালের আর কদিন আছে।”

প্রথম বালক। বা রসিক, কাণমলা খাও দেখি। (সজোরে কাণ মলন)

রাজী। উঃ বাবা। (সজোরে কাণ মলন) লাগে মা—(সজোরে কাণ মলন) মলেম গিচি—(সজোরে কাণ মলন) মেরে ফেল্‌লে—(নাক মলন) দম আট্‌কালো, হাঁপিয়েচি মা, ও রামমণি।

সকলে। ও মা একি।

ভুব। রামমণি কেগো ? কাণমলা খেয়ে এত চেঁচানি, ছি, ছি, ছি, এমন বর, এই তোমার রসিকতা।

রাজী। কাণ দিয়ে যে রস গড়িয়ে পড়ে, না চেঁচিয়ে করি কি।

ভুব। কামিনী কোমল কর কিবা কাণমলা,
নলিনীর মূল কিবা নবনীর দলা।

রাজী। আমি কৌতুক করে চেঁচিয়েচি।

ভুব। বটে, তবে তোমাকে নবনী খাওয়াই (কাণ মলন)

রাজী। উঃ উঃ বেস রূপসি। (কানমলন) মলুম, বেস, সুন্দরীর হাত কি কোমল!

ভুব। না, রসিক বটে।

কেশ। একটি গান কর দেখি।

রাজী। তোমরা মেয়েমানুষ, বাই নাচ্ কর আমি শুনি।

দ্বিতীয় বালক। নাচ্ শোনে না দেখে?

রাজী। নাচ্ শোনাও যায়, দেখাও যায়। তুমি নাচো আমি চক্ বুজে তোমার মলের ঠুন ঠুন শব্দ শুনি।

ভুব। আগে তুমি একটি গাও তারপর আমি নাচ্বো।

কেশ। সে কি ভাই, আমোদ আহ্লাদ না কল্যে মা কি ভাববেন; তুমিই যেন দোজবরে, তাঁর চাঁপা ত দোজবরে নয়; গান কর, নাচো, তামাসা ঠাট্টা কর, রসের কথা কও।

রাজী। শাশুড়ী ঠাকুরুণ গান বুঝি বড় ভাল বাসেন? আচ্ছা বেশ, গাচ্চি। (চিন্তা করিয়া) আমি ভাই গান ভাল জানি না, কবিতা বলি।

ভুব। কবিতা বিয়ানের সঙ্গে বলো, আমরা তোমায় একদিন পেইচি, একটি গান শুনে মজে থাকি।

রাজী। আমার ব্রাহ্মণী কি তোমার বিয়ান?

ভুব। ওগো হাঁগো, বিয়ানের বিয়ে না হতে জামাই হয়েচে। তোমার ক্লেশ পেতে হবে না, তৈরি ঘর।

রাজী। বিয়ানের কথা গুলিন বড় মিষ্টি, যেন নলেন গুড়। বিয়ানের নামটি কি?

কেশ। তোমার বিয়ানের নাম চন্দ্রমুখী।

রাজী। হঁ্যা বিয়ান, তোমার নাম চন্দ্রমুখী?

ভুব। আমার কি চন্দ্রমুখ আছে, তা আমার নাম চন্দ্রমুখী হবে?

রাজী। বিয়ান, ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার বাড়ী চলো, তিন জনে বউ বউ খেলা কর্‌বো।

ভুব। খোঁড়া ভাতার বুড়ো ব্যাই,
কোন দিকে সুখ নাই।

নবী। দুঃখের কথা বল্‌বো কি, ওর ভাতার ওঠে
আর কিন্তু খোঁড়া।

রাজী। তবে ভুবেদরে বিয়ানের একটি খুড়ো ভাতার হবে। আমার পা নেবেন, ব্যায়ের বয়স নেবেন, তা হলেই পাত্তরে পাচ কিল।

কেশ। তোরা বাজে কথায় রাত কাটালি—গাও না ভাই, গীতের কথা ভুলে গেলে।

রাজী। আমি একটা ন্যাড়া নেড়ীর গান গাই—

মন মজরে হরি পদে,
মিছে মায়া, কেবল ছায়া, ভুলনা মন আমোদ মদে।
দারা সুত পরিজনে, ও মন, ভেবে দেখ মনে মনে,
কেউ কারো নয় এই ভুবনে, হরিচরণ তরি বিপদে।

নসী। আহা! কি মধুর গান, আমার ইচ্ছে করে এখনি কুঞ্জবনে গিয়ে রাধিকা রাজা হই।

রাজী। অনেক রাত্রি হয়েচে আমার ঘুম আস্চে।

তৃতীয় বালক। বাসর ঘরে ঘুমুলে মাগ ভাতারে বনে না।

নসী। না ভাই, তোমায় আমরা ঘুমুতে দেব না। আমরা কি তোমার যুগ্যি নই? আমি কত বলে কয়ে মিন্সেরে ঘুমপাড়িয়ে রেখে এলেম, আমি আজ্ সমস্ত রাত জাগ্‌বো।

রাজী। আমার রাত জাগ্‌লে পেটে ব্যাথা ধরে।

ভুব। ওলো না লো, ব্যাই একবার বিয়ানের সঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ কর্‌বেন তাই আমাদের ছলে বিদায় দিচ্চেন।

কেশ। ভালই ত, চল আমরা যাই, চাঁপা ত আর ছেলে মানুষটি নয়।

ভুব। বিয়ান নবীন যুবতী, ষাট বছরের একটি ভাতার না হয়ে কুড়ি বৎসরের তিনটি হলে বিয়ানের মনের মত হতো।

কেশ। (রাজীবের নিকটে গিয়া) তা ভাই তুমি এখন চাঁপাকে নিয়ে আমোদ কর, আমরা যাই, দেখ ভাই ছেলে মানুষ শান্ত করে রেখ—

নসী। ঠাকুর্ঝি যে মুখের কাছে মুখ নিয়ে যাচ্চিস, দেখিস্ যেন কাম্‌ড়ে ন্যায় না।

ভুব। কাম্‌ড়ালে ক্ষেতি কি? বোনাই ভাতারী ত গাল নয় শালী [illegible]দের আনা মাগ।

[illegible] মন ব্যাইভাতারী তাই ও কথা বল্‌চিস্ আয় লো আমরা যাই।

[illegible] রতা নাপ্‌তে ব্যতীত সকলের প্রস্থান ; দ্বার রোধ।)

রাজী। সুন্দরি, সুন্দরি, তুমি আমার অন্ধের নড়ী, আমার আঁধারঘরের চাঁদের আলো, আমার শুক্‌নো তরুর কচি পাতা; তুমি আমার এক ঘড়া টাকা, তুমি আমার গুরুমন্ত্র। তোমার গোলামকে একবার মুখ খান দেখাও, আমার স্বর্গ লাভ হক্।

রতা। (অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া)

ক্ষণকাল ক্ষম নাথ অধিনী তোমার,
গাঁটা দিয়ে দেখে যবে দম্পতি বিহার।
এখনি যাইবে ওরা নিজ নিজ ঘরে,
রাসলীলা কর পরে বিয়ের বাসরে।

রাজী। আমি দেখে আসি কেহ আছে কি না, (চারি দিকে অবলোকন) প্রাণকান্তা! জনপ্রাণী এখানে নাই।

রতা। ভাল ভাল প্রাণনাথ আমি একবার,
দেখি উঁকি মারে কি না পাশে জানালার।
(চারিদিকে অবলোকন এবং উভয়ের উপবেশন)

রাজী। কাছে এস, আমি একবার তোমার হাত খানি ধরি।

রতা। কাছে কিম্বা দূরে থাকি উভয় সমান,
যত দিন নাহি পাই অন্তরেতে স্থান।

রাজী। প্রেয়সি! আমি বিচ্ছেদ আগুনে দগ্ধ হতে ছিলেম, তুমি আমার দগ্ধ অঙ্গ মুখের অমৃত দিয়ে শীতল করলে। আমি যে জ্বালা পেয়েচি তা আমিই জানি, রামমণিও জানে না, গৌরমণিও জানে না—এরা তোমার সতীন কি, তোমাকে খুব যত্ন করবে, তা নইলে তোমার ঘর তোমার দোর তুমি তাদের তাড়িয়ে দেবে।

রতা। শুনিয়াছি তারা নাকি কাণ্টা অতিশয়,
পরম পবিত্র বাপে কটু কথা কয়।
যোড় হাতে তব দাসী এই ভিক্ষা চায়,
পরবশ তারা যেন না করে আমায়।

রাজী। তুমি যে আমার বুকপোয়া ধন, আমি কারো ছুঁতে দেব? কাল পাল্কি হতে আপনি তুলে নিয়ে যাব, রামমণিকে আপনি মুখ দেখাব, তার পর ঘরে গিয়েই দে দোর। আমার যা আছে সব তোমার (কোমর হইতে চাবি খুলিয়া) এই নাও চাবি তোমার কাছে থাকু। (চাবি দান)

রতা। পিতা পরলোক গেলে জননীর সনে,
হা বাবা হা বাবা বলে কাঁদি দুই জনে।
বাবার বিয়োগ শোক ভুলিলাম আজ,
মিলেচে গুণের পতি নব যুবরাজ।

রাজী। বিধুমুখি! তুমি আমায় আনন্দসাগরে সাঁতার শেখাবে—আহা আহা কি মধুর বচন! প্রেয়সি! আমায় বুড়ো বলে ঘৃণা করো না।

রতা। প্রবীণ কি দীন হয় কি বা কদাকার,
ভকতি ভাজন ভর্ত্তা অবশ্য ভার্য্যার।

রাজী। সুন্দরি, আমাকে তোমার ভক্তি হয়?

রতা। দেবতা সমান পতি সাধনের ধন,
হৃদয় মন্দিরে রাখি করিয়ে যতন।
নানা আরাধনা করি মন করি এক,
সরল বচন জলে করি অভিষেক।
বিলেপন করি অঙ্গে আদর চন্দন,
হেম উপবীত দিই সুখ আলিঙ্গন।
রসের হেয়ালি ছলে বলি শিব ধ্যান,
কপোল কমল করি দেব অঙ্গে দান।
অবলা সরলা বালা আমি অভাজন,
দিবানিশি থাকে যেন পতি পদে মন।

(রাজীবের চরণ ধারণ)

রাজী। সোনার চাঁদ তুমি আমায় স্বর্গে তুল্যে, আমি আর বাড়ী যাব না, এই খানে পড়ে থাক্‌বো। বিধুবদনি একটা ছড়া বলো।

রতা। মাথার উপর ধরি পতির বচন,
বলিব ললিত ছড়া শুনহে মদন।
কণক কিশোরী, পিরিতের পরি,
রসের লহরী, বসে আলো করি,
নিকুঞ্জ বন,
মন উচাটন, মুদিত নয়ন,
ভাবে মনে মন, কোথায় সে ধন,
বংশিবদন।

কুলের অবলা, অবলা সরলা,
বিরহে বিকলা, সতত চপলা,
বাঁচিতে নারি,
বিনে প্রাণ হরি, হায় হলো হরি,
কুসুম কেশরী, আহা মরি মরি,
মরে গো নারী।
রমণীর মন, কি জানি কেমন,
এত অযতন, তবু তো রতন,
পুরুষে ভাবে,
কি করি উপায়, অরি পায় পায়,
পথে যত্ন রায়, পড়ে প্রেম দায়,
মজেছে ভাবে।
বৃন্দে বলে রাই, লাজে মরে যাই,
এসেছে কানাই, দোহাই দোহাই,
কথা কস্‌নে,
রাই বলে সখি, সে মানে হবে কি,
পিপাসী চাতকি, নীরদ নিরখি,
বাধা দিস্‌নে।
কামিনীর মান, সকরির প্রাণ,
মানে অপমান, বিধাতা বিধান,
আন গোবিন্দে,
করি আলিঙ্গন, মদনমোহন,
স্মর হুতাশন, করি নিবারণ,
যাও গো বৃন্দে।
নূপুরের ধ্বনি, শুনি ওঠে ধনী,
দীনে পায় মণি, পদ্মে দিনমণি,
ধরিল করে,
সহজ মিলন, সুখ সম্বরণ,
সুবোধ সুজন, সজনা কখন,
মান না করে।

রাজী। আহা মরি এমন মধুর বচন কখন শুনিনি, সুন্দরীর মুখ যেন অমৃতের ছড়া দিচ্ছে। আহা! প্রেয়সি বিচ্ছেদ জ্বালা এমনি বটে, পুরুষেরা বিচ্ছেদ বাঁটুল খেয়ে ঘুরে মাটিতে পড়ে, হনুমান যেমন ভরতের বাঁটুল খেয়ে গন্ধমাদন মাথায় করে ঘুরে পড়েছিল। মেয়ে পুরুষের সমান জ্বালা, পুরুষে চেঁচা মেচি করে, মেয়েরা গুমরে গুমরে মরে।

রতা। অনঙ্গ অঙ্গনা অঙ্গ বিনা পরশনে,
প্রহারে প্রসূন বাণ বিরহিণী মনে,
কামিনী বিরহ বাণী আনে না অধরে,
বিরলে বিকল মন মনসিজ শরে,
লাবণ্য বিষণ্ণ নয় বিদরে অন্তর,
কীটক কুলায় যথা রসাল ভিতর।

রাজী। আহা আহা এমন মেয়েত কখন দেখিনি, আমার কপালে এত সুখ ছিল, এত দিন পরে জান্‌লেম, বুড়ো বিটি আমার মঙ্গলের জন্যে মরেছে, "বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে"। প্রেয়সি! তুমি আমার গালে একবার হাত দাও।

রতা। বয়সে বালিকা বটে কাজে খাট নই,
প্রাণপতি গাল দুটি করে করি লই।

(রাজীবের কপোল ধারণ।)

রাজী। আহা, আহা, মরি, মরি, কার মুখ দেখেছিলেম—আজ সকালে রতা শালার মুখ দেখেছিলাম—পাজি ব্যাটার মুখ দেখে এমন রত্নলাভ কল্যেম—সুন্দরি আমি একবার তোমার গা দেখবো।

রতা। আমি তব কেনা দাসী পদ আভরণ,
মম কলেবর নাথ তব নিজ ধন,
যাহা ইচ্ছা কর কান্ত বাধা নাহি তায়,
দেখ কিন্তু দাসী যেন লাজ নাহি পায়,
স্বামীর সোহাগে যদি হইয়ে অবশ,
দেখাই বিয়ের রেতে উদর কলস,
কৌতুক-রঙ্গিণী রসময়ী রামাগণ,
বেহায়া বলিবে মোরে ঠারিয়ে নয়ন,
সবে না সরল মনে কৌতুক কঙ্কর,
আজি কান্ত শান্ত হও দেখে বাম কর,

(বাম হস্ত দর্শায়ন।

রাজা। আহা কি দেখ্‌লেম্‌, মরে যাই, রূপের বালাই লয়ে—

তড়িত তাড়িত বর্ণে ভড়াগজ মুখ,
উল্‌টা কড়া সমযোড়া কুচ যোড়ে বুক,
সুশ্রাব্য অমৃত বাক্যে জুড়াইল কর্ণ,
অদ্যাবধি ঋণগ্রস্ত আমি অধমর্ণ।
তোমার গ্রথিত ছড়া বহস্তের কূয়া,
আমি বুড় মূঢ় কবি করি ছুয়া ছুয়া,
ভৃত্যের বার্দ্ধক্যে যদি না কর ধিক্কার,
স্বকৃত মসৃণ পদ্য করিব ঝঙ্কার।

রত্না। কবিতা কানাই তুমি রসের গামলা,
ছলনা কর না মোরে দেখিয়ে অবলা।
বলো বলো নিজ পদ্য এক তার তান,
শুনিয়ে মোহিত হোক্‌ মহিলার প্রাণ।

রাজা। পীরিতি তুল্য কাঁটাল কোষ।
বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ॥
পঙ্কজ মৃণ ভাল কি লাগে।
কণ্টক নাগ না যদি রাগে॥
চাকের মধু মিষ্ট কি হৈত।
মৌমাচি খোঁচা না যদি রৈত॥
আইল বিষ পীযূষ সঙ্গে।
অঙ্কিত মৃগ সোমের অঙ্গে॥

রত্না। কবিতায় কোমলতা ভাবের ভঙ্গিমা,
কি বলিব কত ভাল নাহি পরিসীমা।
খাটিল ঘটক বাণী ভাগ্যে অধিনীর,
বুড় বর বটে কিন্তু দুধ মরে ক্ষীর।

রাজা। সুন্দরি, আমার ঘুম গিয়েচে, রাত আমার দিন বোধ হচো—প্রেয়সি! তুমি একবার আমার কাছে এস, তোমারে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি।

রত্না। কথার সময় নয় রসিক রাজ,
এখনি আসিবে তব জ্ঞাপকী জ্বালাতে।

রাজী। —কারো আসতে দেব না, তুমি উতলা হও কেন, এস, এস, এসনা—এই এস (অঞ্চল ধরিয়া টানন।)

রতা। রসরাজ কি কাজ সলাজ মরি!
মম অঞ্চল ছাড় দু পায় ধরি।
ক্ষম জীবন যৌবন হীন বলে,
ভ্রমরা কি বসে কলিকা কমলে;
নব পীন পয়োধর পাব যবে,
রস সাগর নাগর শান্ত হবে।
রহ মানস রঞ্জন ধৈর্য্য ধরে,
সুখ নূতন নূতন লাভ পরে।

(যাইতে অগ্রসর)

রাজী। সুন্দরি এখন রাত অধিক হয়নি—তুমি ঘর হতে গেলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো, আমি তোমায় ছেড়ে দেব না, যদি যাও আমি তোমার জেলের হাঁড়ি হয়ে সঙ্গে যাব, বস যেও না (হস্ত ধরিয়া টানন।)

রতা। হাতেতে বেদনা বড় ছাড়না ছাড়না,
বিবাহ বাসরে নহে বিহিত তাড়না।
নিশি অবসান প্রাণ গেল শশধর;
দম্পতি অরাতি রবি গগন উপর।
যাই যাই বেলা হলো হাত ছাড় বঁধু,
দিনে কি কামিনী কান্তে দিতে পারে মধু?

রাজী। প্রেয়সি! বুড় বামুনের কথা রাখ, যেও না, প্রেয়সি তোমার পরকালে ভাল হবে—তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, আমারে আর পাগল করনা। আমি রত্নবেদি হই, তুমি জয় জগন্নাথ হয়ে চড়ে বস।

(রত্নালাপ তেঁর পদদ্বয় ধরিয়া শয়ন)

রতা। অকল্যাণ অকস্মাৎ হেরে হাঁসি পায়,
বাপের বয়সি পতি পড়িলেন পায়।
(জানালার নিকটে নসীরামের আগমন)

নসী। একি ভাই ঠাকুরজামাই, ক্ষিদে পেলে কি দুই হাতে খেতে হয়? কিলিয়ে কাঁটাল পাকালে মিষ্টি লাগে না।

(নসীরামের প্রস্থান)

রতা। ছি ছি ভাই, কি বালাই, লাজে মরে যাই,
বিয়ের কনের কাজ দেখিল সবাই।

(কিয়দ্দূর গমন)

রাজী। বাপ্‌ধন আমার চল্যো! আমারে মেরে চল্যো, ব্রহ্মহত্যা হলো— যেও না সুন্দরি, যেও না।

রতা। রাত পুইয়েচে, কাক কোকিল ডাক্‌চে।

(রতানাপ্‌তের প্রস্থান)

রাজী। বিটী জানালা দিয়ে কথা কয়ে আমার মাথায় বজ্রাঘাত কল্যে, বিটী রাতব্যাড়ানী। বিটী আকৃতা ভাতারের মাগ, তা নইলে সে ব্যাটা রেতে বেরুতে দেয়? আহা কণক বাবুর প্রসাদাৎ কি রত্নই লাভ করিচি, বউ ঘরে তুলে কণকবাবুকে ভাল পেয়ারা, ভাল আতা পাঠিয়ে দেব। কণক বাবু অনুগ্রহ না কল্যে কি এ বুড় বয়সে অমন মেয়ে জুটতো? যদি মা দুর্গা থাকেন তবে তুই বুড়রে যেমন সুখী কল্যি, এমনি সুখী তুই চির দিন থাকৃবি।

নসীরাম এবং ভুবনের প্রবেশ।

ভুব। কি ব্যাই, বিয়ানের সঙ্গে আমোদ হলো কেমন?

নসী। ঠাকুরজামাই ভাব্‌চো কি? আজ তো সুখের সূত্রপাত, স্বর্গের সিঁড়ির প্রথম ধাপ, এতেই এই, না জানি চাঁপার বয়সকালে কি হবে।

রাজী। আমারে কিছু বল না; আমি মরিচি, কি বেঁচে আছি, তা আমি বল্‌তে পারিনে—আমার স্বর্ণলতাকে এইখানে নিয়ে এস, আমি ছোঁব না কেবল দেখ্‌বো, আমার কাছে বসে থাকলে আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা থাকে— তোমার পায় পড়ি একবার নিয়ে এস।

নসী। সে এখন ঠাকুরুণের কাছে বসে রয়েচে, তাকে আন্‌বার যো নাই—আমরা এইচি এতে কি তোমার মন ওটে না?

ভুব। বড় সুখের বিষয় বিয়ানের সঙ্গে তোমার এমন মন মজেচে।

নসী। ঠাকুরজামাই, ভাই, ছেলেমানুষ, কত লোকে কত কথা বলবে, তুমি ভাই খুব যত্ন কর—চাঁপা বড় অভিমানী, বড় কথা সইতে পারে না, তোমার মেয়েদের বলে দিও মন্দ কথা না বলে।

রাজী। আর মেয়ে! তারা কি আছে, মনে মনে তাদের গাঁ ছাড়া করিচি। দেখ্‌লো যদি ব্রাহ্মণী তাদের উপর রাজী হন তবেই তাদের মঙ্গল, নইলে তাদের হাতে টুকনি দিইচি।

ভুব। বিয়ান সতীনের নাম সইতে পারে না, তোমার মেয়েরা বিয়ানের সতীন ঝি, তারা যেন বিয়ানকে ছোঁয় না, তা হলে বিয়ান জলে ডুবে মরবে—

সতীনের ঘা সওয়া যায়,
সতীন কাঁটা চিবিয়ে খায়।

রাজ্ঞী। তোমরা কিছু ভেবনা, আমি কাহাকেও ছুঁতে দেব না, চুপি চুপি নিয়ে যাব, দশ দিন পরে গাঁয় প্রকাশ করবো।

নসী। এস, বাসি বিয়ে করসে, ঘোর থাকৃতে থাকৃতে বরকনে বিদেয় কত্তে হবে।

[প্রস্থান।

১৫৩

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠান।

রামমণি ও গৌরমণির প্রবেশ।

রাম। ভগবতী এমন দয়া করবেন, বাবার বিয়ে মিছে বিয়ে হবে।

গৌর। যথার্থ বিয়ে হয় চারা কি, তিনি আমাদের মা হবেন না আমরাই তাঁর মা হবো, মেয়ের মত যত্ন করবো, খাওয়াব, মাখাব, তাতে কি হবে, যুবতীর যে পরমসুখ তাতো দিতে পারবো না, স্বামীর সুখ কখনই হবে না, বাবাতো বেঁচে মরা।

রাজীবের প্রবেশ।

রাজী। ও মা রামমণি, ও মা তোমার মা এনিচি বরণ করে নাও।

রাম। সত্যি সত্যি আমাদের কপালে আগুন লেগেচে, পোড়া কপাল পুড়েছে, বুড়ো বাপের বিয়ে হয়েচে!

রাজী। আবাগের বেটী আমাকে চিরদিন জ্বালালে, আমি ভাল মুখে ডাকলেম উনি কান্না আরম্ভ করলেন, ওঁর ভাতার এখনি মলো।

রাম। কোই আনো দেখি—আর বাপ হয়ে অমন কথা গুলো বলোনা—কনে কোথায়?

রাজী। বন্ধু বাবার কাছে।

গৌর। বন্ধু বাবা কে?

রাজী। ঘটককে তোমাদের মা বন্ধু বাবা বলেন, আমিও বন্ধু বাবা বলি, তিনি আমার শ্বশুরের বন্ধু—বন্ধু বাবা! বন্ধু বাবা! নিয়ে এস।

কনের হাতধরে ঘটকের প্রবেশ।

গৌর। দেখি মেয়েটির মুখ কেমন।

ঘটক। জামাই বাবু ছুঁতে দিবেন না।

গৌর। দেখি মেয়েটির মুখ কেমন।

ঘটক। জামাই বাবু ছুঁতে দিলেন না।

রাম। (ঘটকের প্রতি) আঁটকুড়ির ব্যাটা, সর্ব্বনেশে, আমার মত তোর মেগের হাত হক্—কোথা থেকে এসে বুড়ো বয়সে বাবার বিয়ে দিলে—তুই যেমন সর্ব্বনাশ কল্লি এমনি সর্ব্বনাশ তোর হবে—

ঘট। বাছা মিছে মিছি গাল দাও কেন, বউয়ের মুখ দেখ, সব দুঃখ যাবে, পুত্রশোক নিবারণ হবে।

[হাস্যবদনে ঘটকের প্রস্থান।

রাজী। তুই বিটী ধর্ম্মের ষাঁড়, এত ঝকড়া কত্তে পারিস, তোর বাবার বন্ধু বাবা, গুরুলোক, প্রণাম না করে গাল দিলি, আ পাড়া কুঁদুলি—ঘরের দোর খুলে দে, আমি ব্রাহ্মণীকে ঘরে তুলি।

গৌর। আচ্ছা আমরা ছুঁতে চাইনে তুমিই একবার মুখটো দেখাও।

পাঁচজন শিশু এবং গ্রামস্থ কতিপয় লোকের প্রবেশ।

শিশুগণ। বুড়ো বামুনা বোকা বর,
পেঁচোর মারে বিয়ে কর।
বুড়ো বামুনা বোকা বর,
পেঁচোর মারে বিয়ে কর।

রাজী। দূর ব্যাটারা পাপিষ্ঠ গর্ভস্রাব, কেমন পেঁচোর মা এই দ্যাখ, (বধূর অবগুণ্ঠন মোচন।)

গৌর। ও মা এ যে সত্যি পেঁচোর মা, ও মা কি ঘৃণা, কোথায় যাব—মাগীর গায় গহনা দেখ, যেন সোণার বেনেদের বউ—

রাজী। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হ্যাঁ, আমার স্বর্ণলতা বাড়ী এসে পেঁচোর মা হলো—আমি স্বপন দেখ্‌লেম, আমায় ছলনা কল্লো—আহা! আহা! কেন এমন স্বর্ণ মিথ্যা হলো—ও লক্ষ্মীছাড়া বিটি পেঁচোর মা তুই কেন কনে হলি—সে যে আমরি ডোইয়ে কলাগাছে জলভরা মেয়ে—মরে যাই, মরে যাই, মরে যাই, (ভূমিতে পতন) কণক রায় নির্ব্বংশ হক, কণক রায়ের সর্ব্বনাশ হক—

পেঁচোর মা। ক্ষ্যান্তি দেগ্‌লে ক্যান, তোমার ছ্যালে কোলে কর। (কাপড়ের ভিতর হইতে অলঙ্কারে ভূষিত শূকরের ছানা রাজীবের গাত্রে ফেলন।)

রাজী। আটকুড়ীর মেয়ে, পেত্নি, শূয়োর খাগি, শূয়োরের বাচ্ছা আমার গায় দিলি ক্যান? শূয়োরের বাচ্ছা ঐ রামী রাঁড়ীর গায় দে।

[শূকরের ছানা রামমণির গাত্রে ফেলিয়া রাজীবের প্রস্থান।

রাম। কি পোড়া কপাল, কি ঘৃণা, শূয়োরের ছানা গায় দিলে—অমন বাপের মুখে আগুন, চিলুতে গিয়ে শোও—খুব হয়েচে, আমি তো তাই বলি, কণক বাবু বুদ্ধিমান, তিনি কি বুড়ো বরের বিয়ে দেন।

পেঁচোর মা। (শূয়োরের বাচ্ছা কোলে লয়ে) বাবার কোলে গিইলে বাবা, বাবার কোলে গিইলে বাবা—কোলে নিলে না, আগ্‌করে ফেলে দিয়েচে, দিদির গায় উটেলে।

গৌর। পেঁচোর মা তোর বিয়ে হলো কোথায়।

পেঁচোর। মোর স্বপোন কি মিত্যে! তোমার বাবা মোর হাতধরে আনলে।

রাম। তোকে নিয়ে গিয়েছিল কে?

পেঁচোব। নরলোকে পরির মেয়েদের চিন্তি পারে?

গৌর। পরির মেয়ে কোথা পেলি?

পেঁচোর। ঝুল্‌কো ব্যালাডায় আত আছে কি নেই, মুই শোরের ছানাডা নিয়ে শুয়ে অইচি, ছটো পরির মেয়ে বল্যে পেঁচোর মা তোর স্বপোন ফলেচে, আজ তোর বিয়ে হবে, মুই এই ছানাডারে বড় ভালবাসি, এডারে নাতে করে গ্যালাম, কত মেয়ে কতি পারিনে, মোরে গয়না পরালে, এডারে গয়না পরালে, পালকিতে তুলে দেলে, বলেদেলে কতা কস্‌নে, মুখ দেখানো হলি কতা কস্।

রাম। বাবার গায় শূয়োরের বাচ্ছা দিলি ক্যান?

পেঁচোর। তানারা বলে দিয়েলো, শোরের ছানা কোলে দিলি তোরে খুব ভাল বাস্‌বে, ভাতার বশ করা কত ওষুদ জানি, শোরের ছানা গায় দেওয়া নতুন শেকলাম।

রতানাপ্‌তের প্রবেশ।

ইনিতি মোরে পরতম বলেলো মোর কপাল ফিরেচে।

রতা। (রামমণির প্রতি) ওগো বাছা তোমাকে তোমার বাপ একটি পয়সা দেয় না যে ব্রত নিয়ম কর, এই পঞ্চাশটি টাকা তোমরা দুই বনে নাও, আর চাবিটি তোমার বাবাকে দিও, তিনি কাল রেতে আহ্লাদে চাবি দিয়ে ফেলেছিলেন।

রাম। গৌর টাকা রাখ আমি দৌড়ে একটা ডুব দিয়ে আসি, শূয়োরের ছানা ছুঁইচি।

[প্রস্থান।

পেঁচোর। ভাই ছুঁয়ে নাতি চায়! ও মা মুই কনে যাব।

গৌর। দাও আমার কাছে টাকা চাবি দাও—আহা, বুড়ো মানুষকে কেউতো মাবি ধরিনি।

রতা। মারবে কে?

গৌর। বেশ হয়েচে, মিছে বিয়ে হলো আমরা টাকা পেলুম।

[প্রস্থান।

পেঁচোর। বড়মেয়ে গেল, ছোটমেয়ে গেল, মোরে ঘরে তোলে কেডা, মোর বামুন ভাতার কনে গেল?

প্রথম শিশু। দূর বিটী ডুম্‌নি।

পেঁচোর। বুড়োর বেতে বাম্‌নি হইচি, মুই অ্যাকন ডুম্‌নি বাম্‌নি।

রতা। ওলো ডুম্‌নি বাম্‌নি, আমার সঙ্গে আয়, তোর হারাধন খুঁজে দিইগে।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত।

লীলাবতী

নাটক।

" পরস্পরেণ স্পৃহনীয়শোভং
নচেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ
পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ॥"

রঘুবংশ।

লীলাবতী

নাটক।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

প্রণীত।

" পরস্পরেণ স্পৃহনীয়শোভং
নচেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ
পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ ॥"

রঘুবংশ।

গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা :

১১৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ক্রাইটিরিয়ন প্রেসে
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১৩০৪।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

উৎসর্গ।

মজ্জীবন্ময়

শ্রীযুক্ত গুরুচরণ দাস

সহৃদয়হৃদয়বান্ধবেষু।

সহোদরপ্রতিম গুরুচরণ,

অপরিমিত-আয়াস-সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি। বিত্তানুরাগি-মহোদয়গণ-সমীপে আদরভাজন হয়, ঐকান্তিক আশা। কতদিনে সে আশা ফলবতী হইবে, আদৌ সে আশা ফলবতী হইবে কি না, ভবিষ্যতের উদর-কন্দরে নিহিত। কিন্তু আপাততঃ প্রচুর প্রীতির কারণ এই, প্রথম দর্শনেই যে বন্ধুর মনের সহিত মন সহধর্ম্ম-পদার্থের ন্যায় তরলিত হইয়াছে, তদবধি যে বন্ধু প্রমোদ-পরিতাপের অংশ গ্রহণে যথাক্রমে উন্নতি-খর্ব্বতা সাধন করিতেছেন, সেই বন্ধুর হস্তে অতি যত্নের বস্তু অর্পণ করিতে সক্ষম হইতেছি। ভাই, এই স্থলে একটী কথা বলি,—কথাটী নূতন নহে, কিন্তু বলিলে সুখী হই সেই জন্য বলি;—সৌহার্দ্দ না থাকিলে অবনীর অর্দ্ধেক আনন্দের অপনয়ন হইত। গুরুচরণ, লীলাবতী তোমার হস্তে প্রদান করিলাম, তুমি সাতিশয় আনন্দিত হইবে বলিয়াই এ দানের অনুষ্ঠান; আমার পরিশ্রম সফল হইল।

প্রণয়ানুরাগী

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায়,	...	জমিদার।
অরবিন্দ	...	হরবিলাসের পুত্র।
শ্রীনাথ	...	হরবিলাসের শ্যালক।
ললিতমোহন	...	হরবিলাসের ভবনে প্রতিপালিত।
সিদ্ধেশ্বর	...	ললিতের বন্ধু।
পণ্ডিত	...	লীলাবতীর শিক্ষক।
ভোলানাথ চৌধুরী,	...	জমিদার।
হেমচাঁদ নদেরচাঁদ	}	ভোলানাথের ভাগিনেয়দ্বয়।
যোগজীবন যজ্ঞেশ্বর	}	ব্রহ্মচারিদ্বয়।
রঘুয়া	...	উড়ে ভৃত্য।

ঘটক, ভৃত্য, প্রতিবাসিগণ, ইয়ারগণ, পুলিষ ইন্স্পেক্টর, কনষ্টেবল প্রভৃতি।

নারীগণ।

লীলাবতী	...	হরবিলাসের কন্যা।
শারদাসুন্দরী	...	লীলাবতীর সই এবং হেমচাঁদের স্ত্রী।
ক্ষীরোদবাসিনী,	...	অরবিন্দের স্ত্রী।
রাজলক্ষ্মী	...	সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী।
অহল্যা	...	ভোলানাথের স্ত্রী।

দাসী, প্রভৃতি।

লীলাবতী।

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরামপুর—নদেরচাঁদের বৈটকখানা।

নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ।

নদে। দেখাবি?

হেম। দেখাব।

নদে। দেখাবি?

হেম। দেখাব।

নদে। দেখাবি?

হেম। দেখাব।

নদে। তিন সত্য কল্লে, এখন না দেখাও, নরকে পচে মরবে।

হেম। কিন্তু ভাই দেখামাত্র।

নদে। তুমি ত দেখাও, তার পর আমার চক্কের গুণ থাকে সকল হব, তবু গুলি খেয়ে বসে গেচে।

হেম। গুলির দোষ দাও কেন ভাই, তোমার বার-মেসে বসা চক্—আরে যা কর তা কর, দাদা, নেমখারামিটে কর্‌বো না।

নদে। ললিত বাবু তার যে বাহারের কথা বল্লে।

হেম। কোথায়?

নদে। সিদ্ধেশ্বরের কাছে। সিদ্ধেশ্বর যে বড় বন্ধু, সিদ্ধেশ্বরের মাগ যে ললিতের সঙ্গে কথা কয়। ললিত কোথাকার কে, তারে মাগ দেখাতে পাল্লেন, আর আমরা এক বাড়ীর ছেলে বল্লেও হয়, সে দিকে তাকালে মাতা কেটে ফেলেন।

হেম। ও ছু ব্যাটাই বয়াটে। তুমি যারে দেখ্‌তে চাচ্চ সিদ্ধেশ্বর তারে দেখেচে।

নদে। লুকিয়ে?

হেম। না, সিদ্ধেশ্বরের সুচরিত্র বলে ললিতের সঙ্গে যেতে পেয়েছিল।

নদে। এ বারে এক্সচেঞ্জ থেকে একখান সুচরিত্র কিনে আনব, গায় দিয়ে লোকের বাড়ীর ভিতর যাব।

হেম। তার দাম বড়।

নদে। কত?

হেম। গোজন্ম-পরিত্যাগ।

নদে। ঠিক্ বলিচিস্; আমাদের যে নাম বেরিয়েচে, আমাদের দেখে বেশ্যারাও ঘোমটা দেয়। মাগ মরে অবধি গৃহস্থের মেয়ের মুখ দেখি নি, কি ঝিউড়ি, কি বউ। তোমার মাগটী কেঁচে কনে বউ হয়েচেন, আমায় দেখ্‌লে আদ হাত ঘোমটা দেন।

হেম। আমি বলে দিইচি, তোমার সঙ্গে আবার কথা কইবে। মাও ভৎসনা করেচেন।

নদে। মামী মামার কুন্‌কী হাতী ছিলেন, তা জানিস্ ত?

হেম। কুচ্ছ কথা নিয়ে তোর যত আমোদ, তুই ক্রমে ক্রমে ভারি বেয়াড়া হয়ে যাচ্চিস্। ও সব কথা ভাল লাগে না।

নদে। তবে যে বড় দেখাতে চাচ্চিস্?

হেম। আমার মার কাছে সে বসে থাক্‌বে, সেই সময় দেখাব; তাতে আমি দোষ ভাবি নে।

নদে। চিরজীবী হয়ে থাক্, তোমার কল্যাণে আজ্ খেম্‌টার নাচ দেব, মদের শ্রাদ্ধ কর্‌ব।

হেম। বেশ্ কথা।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

মামা যে।

নদে। সরকারি মামা।

শ্রীনা। তবে তোমার পিসীর ছেলেদের ডাক।

নদে। রাগ কর কেন বাবা?

শ্রীনা। 'অমৃতং বালভাষিতং'—আর একবার বল।

হেম। মামা, বস।

শ্রীনা। তোমার মামা কোথায়?

হেম। কল্‌কাতায় গেচেন।

নদে। মামা, কিছু খাবে?

শ্রীনা। কি আছে?

নদে। যা চাবে; আমার এমন মামার বাড়ী না।

শ্রীনা। মামার বাড়ীই বটে।

হেম। কি খাবে?

শ্রীনা। তারিপ।

হেম। কি রসিকতাই শিখেচ, বলিহারি যাই।

সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহনের প্রবেশ।

ললি। এস, মামা, বাড়ী যাই।

নদে। সিদ্ধেশ্বর বাবু, বস, জাত্ যাবে না—ললিত বাবু, এত ব্যস্ত কেন, এ খানে মেয়ে মানুষ নাই।

ললি। বেলা যে যায়।

উপবেশন।

সিদ্ধে। সময় আর স্রোত কারো জন্যে দাঁড়ায় না।

শ্রীনা। আর নারীর যৌবন।

নদে। আর রেল্‌ওয়ের গাড়ী।

শ্রীনা। যাও যমের বাড়ী।

হেম। কেন, ঠিক বলেচে;—আমি সে দিন হাঁসফাঁস্ করে দৌড়ে ষ্টেসনে গেলাম, আর পোঁ করে গাড়ী বেরিয়ে গেল।

ললি। যেমন কালিদাস তেমনি মল্লিনাথ।

সিদ্ধে। চমৎকার টিপ্পনী।

নদে। টিপ্পনি কি?

শ্রীনা। অম্বর টিপ্পনি;—খাবে?

নদে। তুমি ত বিদ্বান্, সেই ভাল।

ললি। চল, সিধু।

নদে। বসুন না মহাশয়।—তামাক দে রে।

শ্রীনা। কার জন্যে?

নদে। বাবুদের জন্যে।

ললি। মামা, ওঁর জন্যে হতে কি দোষ?

শ্রীনা। নিজের জন্যে হলে বল্‌তেন; গাঁজা দে রে।

নদে। আমি ইষ্টি ঠাকুরের পায় হাত দিয়ে দিব্বি কত্তে পারি, গাঁজা ছেড়ে দিইচি।

শ্রীনা। চাবুক?

হেম। সে যে দিন মদে নেসা না হয়, রোজ ত নয়।

শ্রীনা। মানিকজোড়। (হেমচাঁদের এবং নদেরচাঁদের দাড়ী ধরিয়া সুরের সহিত)

কোথায় মা ওলাবিবি, বেউলা বাঁড়ীর মেয়ে,
কানাই বলাই নাচে, একবার দেখ চেয়ে,
ওমা, একবার দেখ চেয়ে।

নদে। শ্রীনাথ বাবু, তুমি বড় বাড়াবাড়ি কচ্চ।—আমরা ছোট লোকের ছেলে নই; তোমার ঠাট্টা বুঝ্‌তে পারি;—সত্যি সত্যি ঘাসের বিচি খাই নে।

শ্রীনা। বাপ্‌রে, বিচি কি তোমরা হতে দাও।

হেম। নদেরচাঁদ, তুই থাক্ না, আমি একবার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ওঁর চালাকি বার্ করব।

শ্রীনা। সিধু বাবু, এবারকার কার্ত্তিকে ঝট্‌কায় শ্রীরামপুরের সব দাঁড়কাকগুলো মরে গেচে।

সিদ্ধে। সব কি মরেচে?

শ্রীনা। গোটা দুই আছে।—দাঁড়কাকগুলো কাকেদের মধ্যে কুলীন।

সিদ্ধে। কাকের আবার কুলীন?

শ্রীনা। যেমন গাঁজার ভ্যালসা।

নদে। বড় চালাকি কচ্চ।—আমি দম্ভ করে বল্‌তে পারি, শ্রীরাম খুরে আমার কাছে এক ব্যাটাও বামণ নয়। আমাদের বাদা ঘর, আমরা আসল কুলীনের ছেলে।

শ্রীনা। ষ্টড্‌ব্রেড।

নদে। আজো পেচ্ছাপ কল্লে বামণ বেরোয়।

শ্রীনা। গোঁদোলপাড়ার ওষুদ খেতে হয়।—টেকিরাম অমন কথা কি বল্‌তে আছে? ব্রাহ্মণ, দেবশরীর, যজ্ঞোপবীত গলায়; বিপ্রচরণেভ্যো নম, তাঁকে ওরূপে বার কত্তে আছে; পইতের যে চোনা লাগবে।

ললি। কথাটা অতিশয় রূঢ় হয়েচে।

নদে। কথাটা আমার একটু অন্যায় হয়েছে বটে।

হেম। রাগের মাথায় বেরিয়ে গেচে।

ললি। এলুম ভদ্রলোকের বাড়ী, বসব, কথা কব, তামাক খাব, তা কেবল ঝকড়া আর কামড়াকাম্‌ড়ি।

নদে। তামাক দে রে।

শ্রীনা। গাঁজা দেরে।

নদে। (হাসিয়া) মামার কেবল তামাসা।

শ্রীনা। (দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নদেরচাঁদের মুখের কাছে লইয়া) বাচা রে!—

সিদ্ধে। ও কি মামা?

শ্রীনা। মাণিক মাটিতে পড়ে।

ললি। নদেরচাঁদ বাবুর বিবাহের সম্বন্ধ হয়েচে কোথা?

নদে। রাজার বাড়ী।

শ্রীনা। লক্ষীছাড়ী।

নদে। সে কথাটী বল্‌তে পারবে না, রাজকন্যা, আরমানি বিবি।

ললি। "কিং ন করোতি বিধি র্যদি তুষ্টঃ
কিং ন করোতি স এব হি রুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা ষম্বা
তস্মৈ দত্তা নিবিড় নিতম্বা॥"

নদে। দিব্বি কবিতাটী।—"নিবিড়নিতম্বা" কি সিধু বাবু?

সিদ্ধে। নিবিড় নিতম্ব আছে যার, অর্থাৎ স্ত্রী।

নদে। নিতম্ব কি?

হেম। স্তন।

ললি। হেমবাবুর খুব ত ব্যুৎপত্তি।

হেম। আমি পদ্যাবলী টলী সব পড়িচি।

ললি। নতুন বই কিছু পড়েচেন?

হেম। তিলোত্তমা-সম্ভাবনা পড়িচি।

শ্রীনা। মাইকেলের মাতা খেয়েচ!

নদে। ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে মামা যত বই আনেন, আমরা সব দেখি।

সিদ্ধে। মেটকাফ—

হেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেট ফাক্।

নদে। ম্যাড্ কাফ।

শ্রীনা। তোমরা দুটীই তাই।—চল।

[শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

নদে। হেমা, সর্ব্বনাশ করে গেচে, বাচুর বলেচে। (চিন্তা) হেমা, তোর পায়ে পড়ি, ওদের ফিরো,—ডাক্ ডাক্, ভুলে গেলুম, উত্তোর দেব,—

হেম। মামা, মামা, যেওনা, একটা কথা শুনে যাও।

নদে। ললিত বাবুদের আন্‌তে বল।

হেম। মামা একবার এস, ললিত বাবুদের নিয়ে এস।

শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ।

বাবা আঁদারে ঢিল মার, উত্তোর শুনে যাও।

নদে। বাচুর না পানালে দুদ পেতে কোথা?

শ্রীনা। (বামহস্ততলে দক্ষিণ হস্তের কনুটী রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বক্র করিয়া) বগ দেখেচ?

[শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

হেম। ভায়া, মুক্তিমণ্ডপে চল, গুলি খাওয়া যাক।

নদে। টাগুরু কন্‌তে হবে।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরামপুর—হেমচাঁদের শয়নঘর।

হেমচাঁদের প্রবেশ।

হেম। রাক্কুসী, পেত্নী, উনুনমুখী, বেরালখাকী। এত করে বল্লেম, বসি বাপের বাড়ি যাচ্চ নদেরচাঁদেরে এক দিন দেখিয়ো;—তা বলেন "অমন সর্ব্বনেশে কথা বলো না";—আবার কাঁদ্‌লেন। বলেন "সে সতীত্বের শ্বেতপদ্ম"—সতীত্বের ধবল। সংস্কৃত পড়েচেন,—আঁস্তাকুড় ঝাঁট দিয়েচেন। বলেন "সে সরমকুমারী"—সরমকুক্কুরী—"পুরুষের সুমুখে লজ্জায় কথা কয়না";—সিধু বাবু আমার মেয়ে মানুষ। হাজার টাকা দিলেম তার পর বল্লেম; ভাব্‌লেম, মন নরম হয়েচে;—ওমা! একেবারে আগুন, বলেন "মারে গিয়ে বলে দিই";—মা আমায় গঙ্গাপার করে দেবে। বলেন "একে আমার সতীত্বে কলঙ্ক হবে";—ওরে আমার সতিত্বের চুব্‌ড়ী। "—অধর্ম্ম হবে—"—ওরে আমার ধর্ম্মবড়াই। এখন,—কেমন মজাটা হয়েচে, তাঁর সেই সরমকুমারীর সঙ্গে নদেরচাঁদের সম্বন্ধ হয়েচে। আগে বল্‌ব না, একটু রঙ্গ করি। এতক্ষণ ঘরে বসে আছি এখনও এল না, অন্য লোকের মাগ বাবু ঘরে এলে ছুতো নতায় ঘরে আসে। কি করে এখানে আনি। মা বোধ করি নিচেয় আছেন। সাড়া স্থড়ি দিই—(চীৎকার স্বরে)—আমার বই নে গেল কে? বাবা আমার বই নে গেল কে?

(নেপথ্যে। ও হেম, ঘরে এইচিস্?)

হেম। (মুখ খিচিয়ে) ঘরে না ত কি মাঠে?

(নেপথ্যে। কি চাচ্চিস্ হেম?)

হেম। (মুখ খিচিয়ে) কি চাচ্চিস্ হেম।

(নেপথ্যে। দাসীরে ওখানে আছে, আমি খেতে বসিচি।)

হেম। (মুখ খিচিয়ে) আমার মাতাটা খাও, আমি বাঁচি।

(নেপথ্যে। জল দেবে?)

হেম। (মুখ খিচিয়ে) জল দেবে বই কি।

(নেপথ্যে। তামাক দেবে?)

হেম। (মুখ খিঁচিয়ে) তামাক দেবে বই কি।

(নেপথ্যে। বউকে ও ঘরে যেতে বল্‌ব ?)

হেম। (নাকিসুরে) তানানা তানানা তুম তানা দেরে না। এই যে ধুম্ ধুম্ কত্তে কত্তে আস্‌চেন।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। আহা! কি মধুর ভাষেই মায়ের সঙ্গে কথা কইলে।

হেম। সে ত তোমারি দোষ ; তুমি এতক্ষণ কার ঘাস কাটছিলে ?

শার। যার খাই।

হেম। তোমায় একটা সুসমাচার দিতে এলেম।

শার। কার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েচে ?

হেম। তুমি দেখাতে পারবে না ?

শার। উঃ! ঘোড়ার দশা আর কি! অমন কব ত ঠাকুরুণের কাছে বলে দেব।

হেম। ঠাকুরুণ তোমার দিকে, না আমার দিকে ? নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা দিয়ে কেমন লাঞ্ছনা জান ত ?

শার। তোমার এই সমাচার, না আর কিছু আছে ?

হেম। ঘোড়ায় চড়ে এলে না কি ?

শার। স্ত্রীর সঙ্গে কি এইরূপ আলাপ করে ? ভাল কথা কি তোমার মুখে নাই ?

হেম। স্বামীর মনের মত হতে, ভাল কথা শুন্‌তে।

শার। কি কল্লে মনের মত হয়, তাই বল, করি।

হেম। কথা শুন্‌লে।

শার। আমি কি অবাধ্য ?

হেম। (মেজের উপর একটী প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) এক শ বার।

শার। (চমকে উঠিয়া) কিসে ?

হেম। তুমি আমার অবাধ্য, মার অবাধ্য, মাসীর অবাধ্য।

শার। ওমা! সে কি কথা, শুনে যে আমার হৃৎকম্প হয় ; আমি বউ মানুষ, সাতেও নাই, পাঁচেও নাই, যিনি যা বলেন তাই শুনি।

হেম। শোন বই কি ?

শার। কেন, তাঁরা ত আমার নিন্দে করেন না।

হেম। তোমার সাক্ষাতে করবে?

শার। তোমার পায় পড়ি, আমার মাতা খাও, বল আমি কি নিন্দের কাজ করিচি; আর দগ্ধে মেরো না, আমার গা কাঁপ্‌চে।

হেম। তোমায় আমি বলিচি, মা বলেচেন, মাসী বলেচেন, নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা দিও না, তবু তুমি তারে দেখে, বুড়ো বয়সে ধেড়ে কাচ, সেকেন্দরি গজের দেড় গজ ঘোমটা দাও।—কেন, সে কি আমার পর, না সে উলুবন থেকে ভেসে এসেচে? সে গোবাঘা নয় যে, তোমারে দেখ্‌লে হা করে কামড়ে নেবে?

শার। সর্ব্বরক্ষে! আমার ঘাম দিয়ে জর ছাড়্‌ল।

হেম। এটা বুঝি অতুচ্ছ কথা হল?

শার। আমি কি তুচ্ছ কথা বল্‌চি।

হেম। আর দেখ, আমি স্বামী—গুরুলোক—গুরুনিন্দে অধোগতি। ওঁকে এত ভালবাসি, কত গয়না দিইচি; কুলীনের ছেলে, দশটা বিয়ে কল্লে কত্তে পারি, আর একটা বিয়ে কল্লেম না; নদেরচাঁদকে ফাকি দিয়ে একদিন হুদিন রাত্রে ঘরে আসি; তবু উনি আমাকে ছকড়ানকড়া করেন।

শার। দেখ নাথ, তুমি যদি আমার সকল গয়না কেড়ে নাও, আর কতকগুলো বিয়ে কর, আমি যে মনোদুঃখে আছি, এর চাইতে আর অধিক দুঃখ হবে না।

হেম। তোমার কি দুঃখ?

শার। তুমি তা জান না, এই দুঃখ।

হেম। দুঃখ দুঃখ করে আমাকে মেরে ফেল্লে; একটু ঘয়ে এলুম আর উনি সাপের হাঁড়ী খুলে বস্‌লেন।—আমি দশটা বিয়ে কর্‌ব তবে ছাড়্‌ব।

শার। তুমি কুড়িটে বিয়ে কর।

হেম। নদেরচাঁদের সঙ্গে তোমার কথা কইতে হবে।

শার। আমি তা পারব না।

হেম। আঁয়েঁা বঁলেঁন আমি কিঁসে অঁবাধ্য।

শার। হইহই আমি অবাধ্য আমিই আছি, এ নিন্দের আমার যা হবার তা হবে।

হেম। সিদ্ধেশ্বরের সিদ্ধেশ্বরী তোমাদের ললিতের সঙ্গে কথা কইলে কেমন করে?

শার। তার স্বামী তাকে ভালবাসে, তার স্বামীর বন্ধু, তাই সে কথা কয়েছে।

হেম। নদেরচাঁদ তুমি তোমার স্বামীর বোনাই? এ যে স্বামীর ভাই বন্ধুর বাবা।

শার। ভাই কি বোনাই, তা তুমিই জান।

হেম। বা রস্‌কে, সিধু বাবুর সঙ্গে কথা কবে?

শার। আমি সিদু নিদু চাই নে, আমি যে বিদু পেইচি, সেই ভাল।

হেম। সে যে বেহ্ম সমাজ করেচে বিজ্ঞি হবে?

শার। আমি তোমাকে বারংবার বলিচি, আমি তোমার পায় ধরে মিনতি করিচি, ধর্ম্মের কথা নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কয়ো না; কিন্তু আমার অন্তঃকরণে ব্যাথা দেওয়াই তোমার মানস, তুমি যখন তখন এইরূপ উপহাস কর। সিদ্ধেশর বাবু ব্রাহ্ম সমাজ করেচেন, তাঁর স্ত্রী ব্রাহ্মিকা হয়েচেন, এটা নিন্দার কথা, না সুখ্যাতির কথা?

হেম। সুখ্যাতির কথা হলে তাকে লোকে একঘরে করত না।

শার। যারা একঘরে করেচে তারাই বলে সিদ্ধেশ্বরের মত জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক, পরোপকারী এখানে আর নাই; আর তোমাদের লোকে যা বলে তা শুনে আমি কেবল নির্জ্জনে বসে কাঁদি।—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যত পুস্তক, আমার কাছে সকলি আছে, তুমি যদি শোন, আমি তোমার কাছে বসে পড়ি। সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী তাঁর নিকটে কত পুস্তক পড়েন, আমার কি সাধ করে না তোমার কাছে বসে পড়ি?

হেম। কেন মিছে জ্বালাতন কর, মেয়ে মানুষের পড়া শুনোয় কাজ কি, ধর্ম্মেতেই বা কাজ কি?—রাঁদ, বাড়, খাও,—ব্যস্।

শার। তুমি একখানি পুস্তক পড়, ভাল না লাগে, আর পড়ো না।

হেম। যার নাম ভাল লাগে না, তা কখন পড়্‌তে ভাল লাগে?

শার। আমি তোমাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সব পুস্তক পড়াব, আমি তোমাকে ব্রাহ্ম করব, আমি তোমাকে কুপথে যেতে দেব না; আমি তোমার স্ত্রী, দেখি দেখি, আমার অনুরোধ তুমি কেমন করে অবহেলা কর,—

হেম। হো, হো, হো, পাদরি সাহেব এয়েছেন, আমাকে খৃষ্টান কচ্চেন, আমাকে আলোয় নিয়ে চল্লেন।—দেখ যেন আলো-আঁধারি লাগে না।—নদেরচাঁদ যে বলে "হেমাকে হেমার মাগই খারাপ কল্লে", তা বড় মিছে নয়।

শার। আমার মরণ হয় ত বাঁচি।

হেম। রাগ হল না কি?—বাবা রে! চক্ষু যে জল্‌চে।

শার। আমি কার উপর রাগ করব।

হেম। তোমাকে একটা ভাল কথা বল্‌তে এলেম।

শার। আর তোমার ভাল কথা বল্‌তে হবে না।

হেম। তবে একটা মন্দ কথা বলি।

শার। যে চিরদুঃখিনী, তার ভালই বা কি, আর মন্দই বা কি?

হেম। আমার কথা শুন্‌লে না, আমাকে অপমান কল্লে, আচ্ছা আমি বাইরে চল্লেম।

[যাইতে অগ্রসর।

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধরিয়া) যা বল্‌তে হয় বল, রাগ করে আমার মাতা খেয়ো না।

হেম। দেখাতে পারবে না?

শার। তোমার পায় পড়ি, ভাল কথা বল; যে কথায় আমি মনে ব্যথা পাই, সে কথা কি তোমার বলা উচিত?

হেম। সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে কথা কয়েচে?

শার। কয়েচে।

হেম। কাঁচলি ছিল?

শার। ছিল।

হেম। এই বুঝি তোমার "সতীত্বের শ্বেতপদ্ম"?

শার। তারা চিরকাল পশ্চিমে ছিল, তাই কাঁচলি পরে; তার মা পরেচে, বোন পরেচে, তাই সে পরে; তাতে দোষটা কি? সে ত আর শুধু কাঁচলি গায় দিয়ে লোকের সুমুখে আসে নি যে তার নিন্দে করবে।

হেম। আর কি ছিল?

শার। তার পায় কাল রেশমি মোজা ছিল, গায় কাঁচলি ছিল, একটা সাটিনের চোস্ত লম্বা কুর্তি ছিল, তার উপরে বারাণসী সাড়ী পরা ছিল।

হেম। কি বাহার! নদেরচাঁদের সার্থক জীবন।

শার। পোড়াকপাল আর কি!—গৃহস্থের মেয়েকে অমন করে বল্‌তে নাই। সেও এক জনের মেয়ে, সেও এক জনের ভগ্নী। পরের মেয়ে পরের

ভগ্নীকে আপনার মেয়ে আপনার ভগ্নীর মত দেখতে হয়। গৃহস্থের মেয়ের কথা নিয়ে কোন ভদ্র লোকে রঙ্গ করে থাকে, বল দেখি?

হেম। পুরুতঠাকুরুণ, চুপ করুন, দই আসচে, সুবচনীর কথা ঢের শুনিচি; তোমার আর বুড়ো বাঁদরকে নাচান শেখাতে হবে না।—

শার। কোন্ শালী আর তোমার সঙ্গে কথা কইবে।

হেম। দোষ করবেন, আরো চক্ রাঙ্গাবেন।

শার। আমি কোন্ বাঁদীর বাঁদী যে তোমায় চক্ রাঙ্গাব।

হেম। কেন, তোমার নাম করে যদি কেউ আমার সার্থক জীবন বলে, তা হলে কি তোমার মুখখানি আগুনের নুড়োর মত হয়?

শার। আমি যে তোমার মাগ।

হেম। সে বুঝি নদেরচাঁদের পিসী?

শার। সে নদেরচাঁদের পিসী হতে যাবে কেন? সে গৃহস্থের মেয়ে।

হেম। তবে বল্‌ব?

শার। বল, কাণ পেতে আছি, বধির হই নি।

হেম। বধের কি গো?

শার। কালা হই নি।

হেম। সংস্কৃত বলেচ, দাশরথি হয়েচ, চুপ করিচি, ছড়া কাটাও গে। অধিকারী মহাশয়।—বাজে খরচ ছেড়ে দাও, যা করেচ সে কালে করেচ;—বধ বধ বলো না, গায় পয়জারের বাড়ী পড়ে।—পুরুষ জ্যাটা সওয়া যায় মেয়ে জ্যাটা বড় বালাই।

শার। আর ব্যাকৃখানা করো না, তোমার পায় পড়চি, আমি আর ভাল কথা কব না, আজ অবধি অঙ্গীকার করলেম।

হেম। অঙ্গীকার কি গো?

শার। তুমি কি বল্‌ছিলে বল, আমি শুনে যাই।

হেম। তুমি দেখালে না, কিন্তু নদেরচাঁদ আর এক ফিকিরে দেখ্‌বে।

শার। এ আর তাঁতির বাড়ী নয়।

হেম। দেখ্‌বে, দেখ্‌বে, দেখ্‌বে।

শার। কখন না, কখন না, কখন না।

হেম। শোন তবে, বলি আমি কথাটী মজার,
নদেরচাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার;

তোমার সয়ের বাপ করেচেন পণ,
জামাই লবেন বেছে কুলীন-নন্দন।

শার। মাইরি, আমার মাতা খাও?

হেম। ঘটক ব্যাটাই মাতা খেয়েচে।

শার। মামা রাজি হয়েচেন?

হেম। মামার মেয়ে, না বাবার মেয়ে?

শার। এখন ছেলে দেখ্‌বে?

হেম। ছেলে আবার দেখ্‌বে কি! পুতের মুতে কড়ী।—রাজারা রাজকন্যা দেবার জন্যে হাত যোড় করেছিল, তাদের ছাই কপালে ঘটল না॥

শার। আহা! মা নাই, ভাই নাই, অমন মেয়েটা শ্মশানে ফেলে দেবে?

হেম। যত বড় মুখ তত বড় কথা; আমি মাসীকে বলে দিচ্চি, তুমি নদেরচাঁদকে মর্ বলেচ।

শার। বাহবা, আমি মর্ বল্লুম কখন? ও মা, সে কি কথা গো? আমি আপনার দুঃখে আপনি মরচি,—

[চক্ষুতে অঞ্চল দিয়া রোদন।

হেম। (স্বগত) এই বেলা ফাঁকতালে একটা কাজ সেরে নিই। (প্রকাশে) ঝাঁজরা চকে আমাকে ফাকি দিতে পারবে না; মাসীকে ও কথাও বল্‌ব, তুমি সম্বন্ধ শুনে কেঁদেচ, চল্লেম—

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধরিয়া) তোমার পায় পড়ি, আমার মাতা খাও, তুমি কারো কিছু বলো না; বিয়ের কথায় চক্ষের জল ফেলে, তাঁর ছেলের অমঙ্গল করিচি শুনলে, তিনি আমায় স্থল দেবেন না, আমি তা হলে জন্মের মত তাঁর চক্ষের বিষ হব; স্নাত দোহাই তোমার, আমায় রক্ষা কর, আমায় আজ্ বাঁচাও। দেখ, স্বামী সতীর জীবন, মনের কথা বল্‌বের একমাত্র স্থান। আমাদের পতি বই আর গতি নাই। কামিনী পতির কাছে কত মনের কথা বলে, তাতে সঙ্গতও আছে, অসঙ্গতও আছে, পতি কামিনীর মেয়ে-বুদ্ধি বলে রাগ করেন না, বরঞ্চ আদর করে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে অসঙ্গত কথা বলা নিবারণ করেন। যদি উচাটন মনে আমার মুখ দিয়ে কোন মন্দ কথা বেরিয়ে থাকে, তুমি আমার স্বামী, লজ্জা নিবারণ করার কর্তা, তোমার কি উচিত, সে কথা প্রকাশ করে দিয়ে আমাকে দুঃখের ভাগিনী করা? আমার লাঞ্ছনা

যাইয়ে তুমি কি সুখী হবে? আমি বড় ব্যাকুল হয়ে বল্‌চি, এক দিন মাপ কর, তোমার চির-দুঃখিনী দাসীর এক দিন একটি কথা রাখ।

[চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন এবং যাইতে অগ্রসর।

হেম। যাও যে?

শার। আসচি।

[প্রস্থান।

হেম। মন্দ ব্যাপার নয়। ওর দুঃখ দেখে আমার কান্না আসচে; মিষ্টি কথায় মন ভিজে গেল, যেন গঙ্গার জল বেড়ে বাঁধা-ঘাটের পাথরের পইটে ভিজে যাচ্চে। সাধে বাবা বলেন "বাড়ীর মধ্যে লক্ষ্মী বউ";—বউ ভাল, কিন্তু ইয়ার বদ।

শারদাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ।

শার। তুমি ভেবে দেখ, এক দিনও আমার কোন দোষ পাও নি।

হেম। তুমি যে ভয়ানক কথা বলেচ, আমি চেপে রাখ্‌চি, তুমি আমার একটী কথা রাখ।

শার। বল।

হেম। তুমি নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা খুলে থাক্‌বে, আর তার সঙ্গে কথা কবে।

শার। আমি ঘোমটা দিয়ে কথা কব।

হেম। তুমি কি সামান্য ধনী,—

শার। তুমি রাগ করো না আমি ঘোমটা খুলে কথা কব, কিন্তু কেবল তোমার সাক্ষাতে।

হেম। তা না ত কি তুমি তার সঙ্গে বাগানে যাবে।

শার। সে দিন বারেণ্ডায় ঠাকুরপো আস্‌ছিলেন, আমি ঘোমটা দিলেম; মামাস্ আমায় লক্ষ্য করে বল্লেন "আমার নদেরচাঁদকে কেউ দেখ্‌তে পারে না"।

হেম। আমার সাক্ষাতে তোমার যা খুসি তাই করো।

(নেপথ্যে। দাদা বাবু, ঘরে আছ?)

হেম। এস, লক্ষ্মণ ভাই এস।—ওকি! ঘোমটা দাও যে?

শার। (চক্ষু মুছিয়া) ঘোমটা দিচ্চি নে, কাপড় চোপড়গুনো সেরে সুরে গায় দিচ্চি; যে পাতলা কাপড় পরে রইচি, দুপুরো করে না দিলে কারো সুমুখে যাবার যো নাই।

[দেওয়ালের নিকট দণ্ডায়মান।

হেম। চেয়ারে বস না ?

শার। না, আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

নদেরচাঁদের প্রবেশ।

নদে। ঘটককে কুলজির কথা সব বলে দিয়ে এলেম।—বউ চিন্‌তে পার ?

[শারদাসুন্দরী নাসিকা পর্য্যন্ত ঘোমটা
টানিয়া লজ্জাবনতমুখী।

হেম। এই বুঝি তোমার কথা কওয়া ?

শার। (অস্ফুট স্বরে) পা—

হেম। তুমি যদি "পারি" না বল, তোমায় কেটে ফেল্‌ব। বল্লে না ? বল্লে না ?—পয় আকার পা, রয় দাঁড়ি হস্বি রি, এই দুটো একত্র করে "পারি" বল্‌তে পার না ? কেঁদচ কেন বল্‌ব ?

শার। (মৃদুস্বরে) পারি।

হেম। অনেক কষ্টে আজ্ ঘোমটা খুলিয়িচি।

নদে। এক বিয়েন না দিলে, লজ্জা যায় না,—

শার। (হেমচাঁদের প্রতি মৃদুস্বরে) ছেলেদের আস্‌বের সময় হল, আমি ময়দা মাখি গে।

[শারদাসুন্দরীর দ্রুতগতি প্রস্থান।

হেম। আমার পিণ্ডি মাখ গে।—এখন তিনটে বাজে নি, বলে ছেলেদের আস্‌বের সময় হয়েচে।

নদে। ওই ত কারচুপির কাজ।

হেম। বিয়েনের কথা না বল্লে আরও খানিক থাকৃত।

নদে। পেটে একখান, মুখে একখান, ভাল লাগে না; আগে আমার তিনি আসুন, কত রঙ্গ দেখাব।

হেম। ঘরের মাগ কি খেমটাওয়ালী ?

নদে। তুই থাকিস্ থাকিস্ চম্‌কে উঠিস্, মুক্তিমণ্ডপে চল, গুলি টানি গে, পাঁচ ইয়ার নিয়ে মদ খাই গে।

হেম। আজ ভাই রাত্রে বাড়ী আস্‌ব ; ও বাপের বাড়ী যাবে।

নদে। তুমি যমের বাড়ী যাও।

হেম। বেণেরা না কি নালিশ করেচে?

নদে। আমার মোক্তার বল্লে, তুড়িতে উড়িয়ে দেবে।

হেম। গুলি খাভালা?

নদে। চল, খাই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরামপুর—সিদ্ধেশ্বরের পুস্তকালয়।

রাজলক্ষ্মী এবং শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

রাজ। জোটালে কে?

শার। তাঁরাই প্রস্তাব করেচেন।—বোন্, শুনে অবধি আমি কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইচি, তা আমি তোমায় কথায় বল্‌তে পারি নে। বাড়ীতে যদি সম্বন্ধের কথায় আহ্লাদ না করি, মাসাসের মুখে তিরস্কারের স্রোত বইতে থাকে।

রাজ। লীলাবতীর লোকাতীত সৌন্দর্য্য বানরের ভূষণ হবে? এই বুঝি লীলাবতীর পুরস্কার?—দেখ্ ভাই, লীলাবতী যদি নদেরচাঁদকে বিয়ে করে, সে যেন লেখাপড়াগুলো ভুলে যায়, তার পর বিয়ে করে। কি সর্ব্বনাশ! লীলাবতীর মরা-খবরে ত আমার এত দুঃখ হত না। লীলাবতীর বাপ শুনিচি লীলাবতীকে বড় ভালবাসেন, কিন্তু এখন বোধ হচ্চে, তিনি লীলাবতীর পরম শত্রু।

শার। তাঁর স্নেহের পরিসীমা নাই, কিন্তু কুলীনের নাম শুনলে তিনি সব ভুলে যান। নদেরচাঁদ বড় কুলীন, তাই তিনি পাত্রের গুণ বিবেচনা কচ্চেন না।

রাজ। জনক-হৃদয় যদি স্নেহরসে গলে,
কুপাত্রে কন্যায় দান করেন কি বলে?
কুপতি সতীর পক্ষে গহন কানন,—
অসন্তোষ-অন্ধকারে সদা দরশন,

ক্ষুরচল কাঁটা, কালসাপ কদাচার,
ধমক ভল্লুক ভীম, শার্দ্দূল প্রহার,
প্রবঞ্চনা নষ্ট শিবা, ক্রোধ দাবানল,
জ্বালাইতে অরণ্যায় সতত প্রবল ;—
হেন বনে বনবাস দিলে তনয়ায়,
পাষাণ-হৃদয় বিনা কি বলি পিতায় ?

শার। (দীর্ঘ নিশ্বাস) এখন বোন্, উপায় অনুসন্ধান কর। লীলাবতী নদেরচাঁদের হাতে পড়্‌লে এক দিনও বাঁচবে না। তোমাকে আর তোমার স্বামীকে সে পরমবন্ধু বিবেচনা করে, লীলাবতীকে রক্ষা করে বন্ধুর কাজ কর।

আনন্দ-উৎসব সদা কুসুম-কাননে,—
নয়ন আনন্দ-হ্রদে সন্তরণ করে
হেরে যবে অনিমেষে পবনে কম্পিত
সুশোভিত ফুলকুল অলিকুল-নিধি ;
কি আনন্দ নাসিকার, যবে অনুকূল
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, সৌরভে মোদিত,
অকাতরে করে দান পরিমল-ধন,
শিখাইতে বদান্যতা মানবনিকরে ;
ভক্তিমতী বিহঙ্গিনী স্বনাথ সহিত
চম্পকের ডালে গায় বসন্ত-তানলয়ে
বিশ্বপাতা-সুগৌরব, শুনিলে যে রব
আনন্দে পাগল হয় শ্রবণযুগল ;
এ হেন কুসুম-বন সেই লীলাবতী ;
করিবে কি সেই বনে, বরাহ বিহার ?

রাজ। লীলাবতী না কি তোমার সই ?

শার। তোমায় কে বল্লে ?

রাজ। ললিত বাবু বলেচেন।

শার। লীলাবতী আমার ভগিনী, আমরা একবয়সী, ছেলে কালে সই পাতিয়েছিলেম, এখন তাই আছে।

রাজ। লীলাবতী কি হেম বাবুর সুমুখে বার হন ?

শার। বোন্, তুমি এ কথাটী জিজ্ঞাসা কল্লে কেন? আমার মাতা খাও, বল, এ কথাটি জিজ্ঞাসা কর্‌বের ভাব কি?

রাজ। ভাই, আমার অন্য কোন ভাব নাই।

শার। বোন্ আমার স্বামী নিন্দার পাত্র, তা আমি স্বীকার করি; কিন্তু ভাই, আমার কাছে আমার স্বামীর যদি কেউ নিন্দা করে, তাতে আমি মনে অতিশয় ব্যাথা পাই।

রাজ। ভগিনী, আমি কি তোমার শত্রু, তাই তোমার মনে ব্যথা দেব?

শার। আমার স্বামী যে সকল কাজ করেন, তাতে তাঁকে ঘৃণা না করে থাকা যায় না; কিন্তু দিদি! আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও স্বামীকে ঘৃণা করি না। আমি স্বামীর কুচরিত্র জন্য রাগ করি, বাদানুবাদ করি, কিন্তু কখন স্বামীকে মন্দ কথা বলি না। দেখ বোন্, যখন নিতান্ত অসহ্য হয়, নির্জ্জনে বসে কাঁদি, আর একাগ্র-চিত্তে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার স্বামীর ধর্ম্মে মতি হক্, আর কুসংসর্গ গিয়ে সৎসঙ্গ হক্।

রাজ। বোন্, আমিও সর্ব্বশুভদাতা দয়ানিধান পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমার স্বামী তোমাকে পরম সুখী করুন।

শার। যদি নদেরচাঁদ আমার স্বামীকে এক মাস ছেড়ে দেয়, আর সেই এক মাস তিনি সিদ্ধেশ্বর বাবুর সমাজভুক্ত হয়ে থাকেন, তা হলে আমার স্বামীর সকল দোষ দূর হয়ে যায়। আমার স্বামীর অন্তঃকরণ নীরস নয়; তিনি হাব্‌লার মত অনেক কাজ করেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠুরের মত কোন কাজ করেন না।

রাজ। দিদি, তুমি যাঁর স্ত্রী, তাঁর চরিত্র সংশোধন কত্তে কদিন লাগে। ললিতবাবু বলেন শারদাসুন্দরীর মত সুলেখক দুর্লভ, শারদাসুন্দরীর মত ধর্ম্মপরায়ণা দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি হতাশ হয়ো না, পরমেশ্বর তোমাকে অবশ্যই সুখী করবেন।

শার। সে আমার আকাশ-কুসুম বোধ হয়। আমি এলেম লীলাবতীর কথা বল্‌তে, তা আপনার কথায় দিন কাটালেম। সিদ্ধেশ্বর বাবুকে একবার কাশীপুরে যেতে বল, যাতে এ সম্বন্ধ না ঘটে, তাই করে আসুন।

রাজ। তিনি এখনি আস্‌বেন, ললিতবাবুর আস্‌বের কথা আছে।

শার। আমি এই বেলা যাই।

রাজ। কেন! আমার স্বামীর সুমুখে বার হতে তোমার কি ভয়, না লজ্জা হয়?

শার। সিদ্ধেশ্বর বাবুর যে বিশুদ্ধ স্বভাব, সুমুখে যেতে ভয়ও হয় না, লজ্জাও হয় না।

রাজ। তবে কেন খানিক থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাও না। তোমার পড়া শুন্‌তে তাঁর ভারি ইচ্ছে।

শার। যুবতী-জীবন পতি, তাঁর হস্ত ধরি
দেশান্তরে যেতে পারি; বন্ধু-দরশন
নিতান্ত সহজ কথা; কিন্তু একাকিনী
পারে কি কামিনী যাইতে কাহারো কাছে?
দিবানিশি বিষাদিনী আমি লো সজনি,
আমোদ আনন্দ কেন সাজিবে আমায়?
কেন বা হইবে ইচ্ছা করিতে এ সব?
পতিকে সু-মতি যদি দেন দয়াময়,
তাঁর সনে তবালয়ে হইব উদয়,
পড়িব তুষিতে তব পতির অন্তর,
গাইব গম্ভীর ব্রহ্মসঙ্গীত সুন্দর।

প্রস্থান।

রাজ। এমন স্নেহময়ী রমণী যার স্ত্রী, তার কিছুরি অভাব নাই,—পৃথিবী তার স্বর্গ। আহা! হেমবাবু যদি ব্রাহ্ম হন, আমরা একটী পবিত্র ব্রাহ্মিকা প্রাপ্ত হই।

সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহনের প্রবেশ।

সিদ্ধে। আমি ভাব্‌ছিলেম, সূর্য্যদেব অস্তাচলের পথ ভুলে আমার পুস্তকাগারে প্রবেশ করেচেন; তা নয়, তুমি ঘর আলো করে বসে আছ।

রাজ। ললিতবাবু, লীলাবতীর না কি নদেরচাঁদের সঙ্গে বিয়ে হবে?

সিদ্ধে। রাজলক্ষ্মীর কাছে পৃথিবীর খবর?—তুমি একখানি সংবাদপত্র কর, তোমার যে সমাচার সংগ্রহ, তুমি অনায়াসে একখান পত্র চালাতে পারবে।

রাজ। দুঃখের সময় ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগে না।

সিদ্ধে। দুঃখ কি? সম্বন্ধ হইলেই যদি বিয়ে হত, তা হলে রাজলক্ষ্মী আমার রাজলক্ষ্মী হতেন না।

রাজ। ললিতবাবু, আপনারা কি এমন বিয়ে দিতে দেবেন?

ললি। কেহ কি সুরভি নবীন পদ্ম অনলশিখায় আহুতি দেয়? সম্বন্ধ হক্, লগ্নপত্র হক্, পাত্র সভাস্থ হক্, তথাপি এবিয়ে হতে দেবনা।

রাজ। পাত্র সভাস্থ হলে কি হবে?

সিদ্ধে। শিশুপাল-বধ।

ললি। সিধু, নদেরচাঁদের কৌলীন্যে কোন দোষ আছে কি না সেইটী বিশেষ করে অনুসন্ধান কত্তে হবে; কারণ কৌলীন্যে যদি দোষ না থাকে, কর্ত্তার অমত করা নিতান্ত কঠিন হয়ে উঠ্‌বে।

সিদ্ধে। কর্ত্তা কি নদেরচাঁদের চরিত্রের কথা অবগত নন? যে কন্যাকে বিষ খাওয়ান আবশ্যক, তাকেও এমন পাত্রে দেওয়া যায় না।

রাজ। বিমাতা সতীনঝিকেও এমন পাত্রে দিতে পারে না।

ললি। কুসংস্কারান্ধ ব্যক্তির হৃদয় বিমাতার হৃদয় অপেক্ষাও নিঠুর।

রাজ। লীলাবতীর কপালে এই ছিল! পরিণয়ের সৃষ্টি কি অবলার সরল মনে ব্যথা দিবার জন্য?

ললি। সুপবিত্র-পরিণয়, অবনীতে সুধাময়,
সুখ-মন্দাকিনীর নিদান,
মানব-মানবী-দ্বয়, হৃদয়ের বিনিময়
করিবার বিহিত বিধান।
একাসনে দুইজন, যেন লক্ষ্মী-নারায়ণ,
বসে সুখে আনন্দ-অন্তরে,
এ হেরে উহার মুখ, উদয় অতুল সুখ,
যেন স্বর্গ ভুবন-ভিতরে;
প্রণয় চন্দ্রিকা-ভাতি, ঘরময় দিবারাতি,
বিনোদ-কুমুদ বিকসিত,
আনন্দ-বসন্ত-বাস, বিরাজিত বার মাস,
নন্দন-বিপিন বিনিন্দিত;
যে দিকে নয়ন যায়, সন্তোষ দেখিতে পায়,
গিয়াছে বিষাদ বনে চলে।

সুখী স্বামী সমাদরে, কান্তাকর করে করে,
পীরিতি-পূরিত বাণী বলে,—
"তব সন্নিধানে সতী, অমলা অমরাবতী,
"ভুলে যাই নর-নশ্বরতা,
"অভাব অভাব হয়, পরিতাপ পরাজয়,
"ব্যাধি বলে বিনয়-বারতা।"
রমণী অমনি হেসে, স্নেহের সাগরে ভেসে,
বলে "কান্ত, কামিনী কেমনে
"বেঁচে থাকে ধরাতলে, যেই হত-ভাগ্য-ফলে
"পতিত পতির অযতনে!"
নব শিশু সুখরাশি, প্রণয়-বন্ধন-ফাঁসি
পেলে কোলে কাল-সহকারে,
দম্পতীর বাড়ে সুখ, যুগপৎ চুম্বে মুখ,
কাড়াকাড়ি কোলে লইবারে।

সিদ্ধে। মনোমত সধর্ম্মিণী নরে যদি পায়,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিভিন্নতা রহিল কোথায়?
পুরোভাগে প্রণয়িনী হলে বিরাজিত,
পারিজাত-পরিমলে চিত্ত বিমোদিত,
ত্রিদিব-বিশদ-সুধা পতিত বচনে,
আরাধনা-আবিষ্কার অম্বুজ-লোচনে।
লভিয়াছি শতাদরে করি পরিণয়,
ভক্তিমতী ধর্ম্মদারা পবিত্র-হৃদয়।

রাজ। কর্ত্তা যদি একবার নদেরচাঁদকে দেখেন, তিনি কখনই অমন রূপবতী মেয়ে তার হাতে দেবেন না।—মেয়ে ত নয়, যেন নবদুর্গা।

ললিত। আভাময়ী লীলাবতী, হৃদয়-মাধুরী,
সুবিমলা দেববালা অনুভব হয়;—
ললাট বিশুদ্ধ ধর্ম্ম; সরম লোচন;
সরলতা গণ্ডকান্তি; সুশীলতা নাসা,
সুবিদ্যা রসনা; স্নেহ সুন্দর অধর;
দয়া মায়া দুই পাণি রমণীয় শোভা।

এই দেববালা নয় স্নেহের ভাজন ;
নাশিতে তাহারে আমি দেব না কখন।

সিদ্ধে। স্বরূপা রমণী মনো-মোহিত-কারিণী,
ধর্ম্মপরায়ণা হলে আরো বিমোহিনী ;—
সুন্দরতা-নিবন্ধন আদরে কমলে,
আদর-ভাজন আরো সৌরভের বলে ;
কাঞ্চন আপন গুণে সকলে রঞ্জনে,
কত শোভা আরো তার মণি সং-মিলনে ;
মনোহর-কলেবর কমলা-নিকর,
মিষ্টতা-আধার হেতু আরো মনোহর।

রাজ। কুপতি কি যন্ত্রণা তা শারদাসুন্দরী জেনেচেন, আজো জান্‌তেচেন।

ললি। সিদ্ধেশ্বর, তুমি হেমচাঁদকে সমাজে আস্‌তে নিষেধ করেচ না কি ?

সিদ্ধে। সাধে করিচি, তিনি সমাজ হতে বার্ হয়ে নদেরচাঁদের গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন ; লোকে সমুদয় ব্রাহ্মদের নিন্দা করে।

ললি। সে নিন্দায় সমাজের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না, কিন্তু তাতে হেমের চরিত্র শোধরাতে পারে, তার মনে ঘৃণা হবে যে তার জন্য সমুদয় সমাজের নিন্দা হচ্চে, এবং দশ দিন আস্‌তে আস্‌তে সে কুসংসর্গ ছেড়ে দিতে পারে। ভাব দেখি, আমাদের মধ্যে কত ব্রাহ্ম আছেন, যাঁরা পূর্ব্বে পশুবৎ ছিলেন, এক্ষণে তাঁরা দেবতা স্বরূপ। আমার নিতান্ত অনুরোধ, তুমি হেমকে সমাজভুক্ত কর।—যদি পরের উপকার কত্তে না পারলেম, মন্দকে ভাল কত্তে না পারলেম, তবে আমাদের সমাজ করাও বৃথা, জীবন ধারণও বৃথা।

রাজ। শারদাসুন্দরী পবিত্রা ব্রাহ্মিকা ; হেমবাবু যদি আমাদের সমাজে আসেন তাঁর আমার আর কোন বাধা থাকে না। তা হলে আমি কত সুখী হব, তা বলে জানাতে পারি না ?

সিদ্ধে। তোমার যাতে মত, রাজলক্ষ্মীর যাতে মত্ তাতে আমার অমত্ কি। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি, হেমকে সমাজভুক্ত করব, শুধু সমাজ ভুক্ত কেন, যাতে তার চরিত্র সংশোধন হয়, তার বিশেষ চেষ্টা করব। কিন্তু ভাই, সে স্বভাবতঃ বড় নির্ব্বোধ, শুনিচি রাগের মাতায় শারদাসুন্দরীকে যা না বলবের তাও বলে ; সুতরাং আশু কোন ফল হবে না।

ললি। কিন্তু সে শারদাকে ভালবাসে।

রাজ। ছাই; শারদা বটে হেমবাবুকে ভালবাসে।

ললি। সিধু, আমি মামার কাছে যাই, তুমি সে পুস্তকখানি নিয়ে এস, আর বিলম্ব করা হবে না।

[প্রস্থান।

রাজ। লীলাবতীর মামা, বোধ করি, এ বিয়ে দিতে দেবেন না।

সিদ্ধে। সেই ত আমাদের প্রধান ভরসা। আমরা কর্ত্তার স্বমুখে কথা কইতে পারি নে, কিন্তু মামা কাহাকেও ভয় করেন না; কর্ত্তাই কি আর গিন্নীই কি, অন্যায় দেখ্‌লে তিনি কাহাকেও রেয়াত করেন না। তিনি বলচেন, লীলাবতীকে নিয়ে স্থানান্তরে যাব, তবু এ বিয়ে হতে দেব না।

রাজ। আমি একটী কথা বল্‌ব?

সিদ্ধে। অনুমতি চাচ্চ?

রাজ। আচ্ছা, ললিতবাবু কেন লীলাবতীকে বিয়ে করুন না। তা ত হতে পারে। যেমন পাত্র তেমনি পাত্রী, যেমন বর তেমনি কনে,—

সিদ্ধে। সম্বন্ধ মন্দ নয়, কিন্তু ললিত কি এখন বিয়ে কর্‌বে? সে বলে তার আজো বিবাহের সময় হয় নি।

রাজ। তুমি আমার নাম করে এই প্রস্তাবটী কর ললিতবাবু লীলাবতীকে যে ভালবাসেন, তিনি অবশ্যই লীলাকে বিয়ে কর্‌তে স্বীকার হবেন।

সিদ্ধে। ভালবাস্‌লেই যদি বিয়ে কর্‌ত তা হলে এতদিন তোমার ছোট বোনটী তোমার সতীন হত।

রাজ। সে যখন বর বর করে তোমার কাছে আস্‌বে, তখন তুমি তাকে বিয়ে করো, এখন আমি যা বল্লেম তা কর।

সিদ্ধে। ললিতের অমত হবে না, কিন্তু কর্ত্তা কি রাজি হবেন। পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা প্রথমে কথা উত্থাপন করা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা।

হরবিলাস এবং ঘটকের প্রবেশ।

ঘট। কুলীনের চূড়ামণি ;—আপনার দোরে হাতী বাঁধা হবে ;—বিক্রমপুরের ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে কত লোক বামণ হয়ে গেচে ; সেই ভূপালের পৌত্রে পুত্রী প্রদান সামান্য সম্মানের কথা নয়। শ্রীরামপুরের চৌধুরী মহাশয়েরা কুবেরের ভাণ্ডার ব্যয় করে ভূপালের পুত্রকে এ দেশে এনে ভেঙ্গেছিলেন, তা কি মহাশয় জানেন না ?

হর। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ; সকলের প্রতিই কুললক্ষ্মীর কৃপা হয় না,—

শ্রীনাথের প্রবেশ।

এমন ঘরে যদি কন্যা দান কত্তে পারি, তবেই জীবন সার্থক।—শ্রীনাথ, তোমরা অনর্থক আমাকে জ্বালাতন করচ। ছেলে লেখাপড়া বিশেষরূপ শেখে নাই বলে ক্ষতি কি ?

শ্রীনা। হনুমানের হস্তে মুক্তার হার দিলেই বা ক্ষতি কি ?—ছেলেটা কেবল মূর্খ নন, গুলি আহার করে থাকেন ; তার চরিত্রের অন্য পরিচয় কি দিব, চৌধুরী-বাড়ীর মেয়েরা তার সুমুখে একা বার হয় না। যেমন মামা তেমনি ভাগে।

ঘট। এ কি মহাশয় ! আপনার বাড়ীতে কি আমি অপমান হতে এসেছিলাম ;—ভোলানাথ চৌধুরীর নিন্দা ! কুলীনের সন্তানের কুচ্ছ ! আবার তাই আপনার স্বসম্পর্কীয়ের দ্বারা !—এই কি ভদ্রতা ! এই কি শীলতা ! এই কি অমায়িকতা ! এই কি লোকাচার ! এই কি দেশাচার ! এই কি সমাচার !—

শ্রীনা। চাচার-টা ছেড়ে দিলেন যে ?

হর। শ্রীনাথ, স্থির হও, আমায় জ্বালাচ্চ সেই ভাল, ঘটকচূড়ামণির অমর্য্যাদা করো না।

শ্রীনা। ঘট—কচু—ড়ামনি।

ঘট। (শ্রীনাথের প্রতি) আপনি কুলীনের মর্য্যাদা জানেন না; ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র পড়তে পায় না; নদেরচাঁদ সোণার চাঁদ।

শ্রীনা। কচুবনের কালাচাঁদ।

ঘট। সে যে কুলধ্বজ।

শ্রীনা। কপিধ্বজ।

ঘট। কৌলীন্যরাশি।

শ্রীনা। পাকসাঁড়াশি।

ঘট। সে যে সম্মানের শের।

শ্রীনা। গোবরগণেশ।

হর। শ্রীনাথ, তুমি এরূপ কল্লে আমি এখান থেকে উঠে যাব, আত্মহত্যা করব।—তুমি কি লোকের সম্ভ্রম রাখ্‌তে জান না?—

শ্রীনা। আপনি রাগ কর্‌বেন না, আমি চুপ কল্লেম।

ঘট। শুধু চুপ, তোমার জিব কেটে ফেলা উচিত; কুলীনের নিন্দা নিপাতের মূল; যেমন মানুষ তেমনি থাকা বিধি।

শ্রীনা। মহাশয়, কথা কইতে হ'ল।—ওরে ঘট্‌কা, তোমায় আমি চিনি নে? তুমি আমায় জান না? তোমার ঘটকালি লোকের কুলে কালী। রাজবাড়ীতে চল, আচ্ছা শেখান্ শেখাব।

ঘট। শ্রীনাথ বাবু, বিরক্ত হবেন না; আমাদের ব্যবসা এই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কুললক্ষ্মীর প্রিয় পুত্র, ওঁর অনুরোধে অনেক অনুসন্ধানে কুলীন-চূড়ামণি ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র নদেরচাঁদের জোটাজোট করিচি। আপনি রাগান্ধ হয়ে কতকগুলি অমূলক দোষারোপ করলেও কুলীন-সন্তান দূষিত হয় না, সকল দোষ কুলমর্য্যাদায় ঢেকে যায়। চন্দ্রের কলঙ্ক আছে বলে কি চন্দ্র কারো কাছে অপ্রিয় হয়েচে।

হর। আহা হা! ঘটকরাজ, যথার্থ বলেচ; শ্রীনাথ অতি নির্ব্বোধ,—নব্য সম্প্রদায়ের কোন্‌টাই বা নন,—তাতেই এমন সম্বন্ধের বিঘ্ন করচেন। ওহে, পুরাকালে দেবতার সমক্ষে সন্তান বধ করে স্বর্গীয় মহোদয়েরা পরকালের মুক্তি লাভ করেচেন।—শ্রীনাথ, আমি কন্যাকে বলিদান দিচ্চি না।

শ্রীনা। জবাই কচ্চেন।

হর। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না, তুমি দূর হও। নবীন সম্প্রদায়ের অনুরোধে অনেক করিচি;—মেয়ে অনেক কাল পর্য্যন্ত আইবুড়ো

রেখেচি, পণ্ডিত রেখে লেখা পড়া শিখাচ্চি, ঢের হয়েচে, আর পারি নে।—ঘটক মহাশয়, আপনি কারো কথা শুন্‌বেন না আপনি নদেরচাঁদকে জামাতা করে দিয়ে আমার মানব জনম সফল করুন।

শ্রীনা। "বাবুরাম, কর কাম, কথা কইবে কে?
চাঁদেরে বিঁধিতে ধোনা ধনুক ধরেচে।"

[সরোষে প্রস্থান

ঘট। আপনি অনেক সহ্য করেন।

হর। শ্রীনাথ আমার সম্বন্ধী। ব্রাহ্মণী মৃত্যুকালে শ্রীনাথকে আমার হাতে হাতে দিয়ে যান। শ্রীনাথ আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে কিছু মুখফোঁড়।

ঘট। ওঁকে সকলেই ভালবাসে; শ্রীরামপুরের বাবুদের বাড়ীতে সতত দেখ্‌তে পাই, রাজাদের বাড়ীতেও যথেষ্ট প্রতিপন্ন।—দাড়ী রেখেচেন কেন?

হর। ইয়ারকি, মোসায়েবি ধরণ।—ইনি আবার ছেলের নিন্দে করেন; কোন্ নেসা বা বাকি রেখেচেন!

ঘট। ভোলানাথ বাবু এক্ষণে কাশীতে আছেন, বিবাহের দিন স্থির ক'রে রাখ্‌তে বলেচেন, তিনি বাড়ী এসেই শুভকর্ম্ম নিষ্পন্ন করবেন।

হর। ভোলানাথ বাবু আর বিয়ে কল্লেন না; বয়স অল্প, বিয়ে করলে হান্ ছিল না। সন্তানের মধ্যে কেবল একটা মেয়ে বই ত নয়। বাপের নামটা রাখা উচিত।

ঘট। কি মনে ভেবে বিয়ে কচ্চেন না, তা কেমন করে বল্‌ব? বড় মানুষের বিচিত্র গতি। বোধ করি বিবাহিতা স্ত্রী পুরাতন হলে পরিত্যাগ করা লোকতঃ বিরুদ্ধ বলেই বিয়ে কচ্চেন না।

হর। অতুল ঐশর্য্য, যা করেন তাই শোভা পায়।—রমণী বিগতযৌবনা হলে—অর্থাৎ দুটা একটা সন্তান হলে,—না হয় বাড়ীর ভিতর নাই যাবেন; বড় মানুষের মধ্যে এমন রীতি ত দেখা যাচ্চে।

ঘট। এ বারে পশ্চিম থেকে কি করে আসেন, দেখা যাক্।

হর। বিবাহ তবে তিনি এলেই হবে?

ঘট। আজ্ঞে হাঁ।

হর। পাত্রটি দেখা আবশ্যক। কুলীনের ছেলে কানা খোঁড়া না হলেই

হয়

ঘট। নবপ্রথানুসারে পাত্র স্বয়ং পাত্রী দেখ্‌তে আসবেন সেই সময় পাত্র দেখ্‌তে পাবেন।

হর। ভালই ত; এ রীতি আমি মন্দ বলি না; যাকে লয়ে যাবজ্জীবন যাপন কত্তে হবে, তাকে স্বচক্ষে দেখে লওয়াই ভাল।—তাঁদের আস্‌তে বল্‌বেন; ভূপাল বন্দোপাধ্যায়ের পৌত্রের আগমনে বাড়ী পবিত্র হবে।

ঘট। যে আজ্ঞা।

হর। শ্রীনাথ যা কিছু বলেচে চৌধুরী মহাশয়েরা না শোনেন।

ঘট। তা কি আমি বলি, মহাভারত! আমি বিদায় হই।

[প্রস্থান।

হর। আমার কেমন কপাল কোন কর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। মনস্তাপে মনস্তাপে চিরকালটা দগ্ধ হলেম। ব্রাহ্মণী আমার লক্ষী ছিলেন, তিনিও মলেন, আমার দুর্দ্দশাও আরম্ভ হ'ল; তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জোষ্ঠ কন্যাটিকে চুরি করে নিয়ে গেল,—আহা, মেয়ে ত নয় যেন সাক্ষাৎ গৌরী, তারা ত তারা। কাশীতে শিশুকাল অবধি সুখে কাটালেম, ব্রাহ্মণীর বিরহে সে সুখের বাস উঠে গেল। তাই না হয় পুত্রটী লয়ে দেশে এসে সুখে থাকি, বিষয় বিভবের অভাব নাই; তা কেমন দুরদৃষ্ট, অরবিন্দ আমায় ফাঁকি দিয়ে গেল; অরবিন্দের চাঁদমুখ মনে পড়্‌লে আমার স্পন্দ রহিত হয়। আমি অরবিন্দকে ইংরেজী পড়তে দিলাম না, আমার কুলধর্ম্ম শেখালেম; তেমনি সুশীল, তেমনি ধর্ম্মশীল হয়েছিলেন। তাতেই ত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্মহত্যা করলেন।—কেনই বা সে কালসাপিনীকে ঘরে এনে ছিলাম।—তারি বা অপরাধ কেন দিই, আমার কর্ম্মান্তের ভোগ আমিই ভুগি। অরবিন্দ গোলোক-ধামে গমন করেচেন, আমায় প্রবোধ দিবার জন্য লোকে অজ্ঞাত-বাস রটনা করে দিয়েচে। মাজিরা আমার সাক্ষাতে স্পষ্ট প্রকাশ করেচে, অরবিন্দ বিশালাক্ষী দহে নিমগ্ন হয়েচেন। বাবার যেরূপ পিতৃভক্তি, অজ্ঞাত-বাসে থাক্‌লে এত দিন আস্‌তেন; দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েচে।—অবশেষে লীলাবতীর বিবাহ দিব, তাতেও একটা ভাল পাত্র পেলাম না। লীলাবতী আমার স্বর্ণলতা, যাকে কুলীন কুমারে দান করে গৌরীদানের ফল লাভ করব। ফুল যত সুন্দর হয়, যত সুগন্ধ হয়, যত নির্ম্মল হয়, ততই দেবারাধনার উপযুক্ত।

পণ্ডিতের প্রবেশ।

পণ্ডিত। মহাশয়, আজ্ সাতিশয় সম্প্রীত হইচি, ললিতমোহন সুমধুর স্বরে বাল্মীকি ব্যাখ্যা কর্‌লেন, শুনে মন মোহিত হল। এমন সুশ্রাব্য আবৃত্তি কখন শ্রুতিপথে প্রবেশ করে নি। এত অল্প বয়সে এত বিদ্যা পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যফল। শুনলেম, ইংরেজিতে অধ্যাপক হয়ে উঠেছেন। আপনার লীলাবতী যেমন গুণবতী, তেমনি হস্তে সমর্পিত হবেন।—ললিতমোহন ত আপনার জামাতা হবেন?

হর। না মহাশয়, আপনার অতিশয় ভ্রম হয়েচে; ললিতমোহনকে শাস্ত্র-মত পুষ্যিপুত্র লয়ে পূর্ব্ব পুরুষের নাম বজায় রাখ্‌ব।

পণ্ডিত। ললিতমোহন আপনার দত্তকপুত্র হবে, তা ত কেহই বলে না।

হর। একথাটী বাইরে প্রকাশ নাই। পুষ্যিপুত্র কর্‌ব বলেই ললিত কে শিশুকালে এনেছিলেম, কিন্তু বধূমাতা কাতরস্বরে রোদন কত্তে লাগ্‌লেন এবং বল্লেন, দ্বাদশ বৎসর অতীত না হলে পুষ্যিপুত্র নিলে তিনি প্রাণত্যাগ কর্‌বেন; আমার আত্মীয়েরাও ঐরূপ বল্লেন, আমিও আশা পরিত্যাগ কত্তে পাল্লেম না, দ্বাদশ বৎসর পুত্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় থাকলেম। সেই অবধি ললিত আমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হচ্চেন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হয়েচে, সকলেই নিরাশ্বাস হয়েচেন, ত্বরায় ললিতকে শাস্ত্রমত যাগাদি করে পুষ্যিপুত্র কর্‌ব।

পণ্ডি। আপনার পুত্র-সন্দেহে শান্তিপুরে যে ব্রহ্মচারী ধৃত হয়েছিলেন, তাঁর কি হল?—মহাশয়, ক্ষমা করবেন, আমি অতি নিষ্ঠুর প্রশ্ন করে আপনাকে সন্তাপিত কল্লেম; আমি উত্তর অভিলাষ করি না।

হর। বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা। আত্মীয়েরা শান্তিপুরে গিয়ে ব্রহ্মচারীকে দেখিবামাত্র জান্‌তে পাল্লেন, আমার পুত্র নয়। কিন্তু পাড়ার মেয়েরা কাণা-কাণি কত্তে লাগ্‌ল, তাইতে বধূমাতা আমাকে স্বয়ং দেখতে বলেন এবং আপনিও দেখ্‌তে চান। আত্মীয়েরা পুনর্ব্বার শান্তিপুরে গমন করে ব্রহ্মচারীকে বাড়ীতে আনয়ন কল্লেন; বধূমাতা তাঁর দিকে চেয়ে "আমার স্বামী নয়" বলে মূর্চ্ছিতা হলেন।

পণ্ডি। আহা! অবলার কি মনস্তাপ!—আপনার লীলাবতী অতি-চমৎকার অধ্যয়ন কত্তে শিখেচেন।

হর। সে আপনার প্রসাদাৎ।

পণ্ডি। আপনার যেমন ললিত তেমনি লীলাবতী, দুটিকে একত্রিত দেখ্‌লে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়। পরস্পর প্রগাঢ় স্নেহ। ললিত পাঠ করে, লীলাবতী স্থিরনেত্রে ললিতের মুখচন্দ্রমা অবলোকন করেন। আমার বিবেচনায় লীলাবতী ললিতে দম্পতী হলে যত আনন্দের কারণ হয়, ললিত আপনার পুত্র হলে তত হয় না। যদি অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, ললিতে লীলাবতী দান করে, অপর কোন বালককে দত্তকপুত্র করুন।

হর। সেটী হওয়া অসম্ভব; ললিত শ্রেষ্ঠ কুলীনের ছেলে নয়।

পণ্ডি। সে বিবেচনা আপনার কাছে। তবে আমার বক্তব্য এই, যেমন হর-পার্ব্বতী, তেমনি ললিত-লীলাবতী।

[প্রস্থান।

হর। ক্ষুদ্রবুদ্ধি পণ্ডিত ললিত-লীলাবতীকে এতই ভালবাসে, ললিত অকুলীন সত্বেও, ললিতে লীলাবতী সম্প্রদান অসম্মান বিবেচনা করে না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—শারদাসুন্দরীর শয়নঘর।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। সইকেও সইতে হল! পোড়ার দশা, মরণ আর কি। আমি জান্তেম পোড়ার-মুখো নদেরচাঁদকে কেউ মেয়ে দেবে না; বেণেদের বউ বার্ করে এত ঢলাঢলি কল্লে, আবার ভাল মানুষের মেয়ে বিয়ে করবেন কোন্ মুখে! সেই নাড়ার আগুণ লীলার গায় হাত দেবে!—সেই কাকের ঠোঁট লীলাবতীর মুখচুম্বন করবে!—লীলাবতীর যে কোমল অঙ্গ, টোকা মারলে রক্ত পড়ে, সে জাম্বুবানের হাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে!

পঙ্কজ-কোরক-নিভ নব পয়োধর,
চক্রে চক্র অতিক্রম, অতীব সুন্দর।
রামহস্ত-শোভা সীতা-পীন-স্তনদ্বয়
বিপিনে বায়স নখে বিদারিত হয়;
দেখাতে আবার তাই বুঝি প্রজাপতি
নদের গোহাড়-হাতে দেন লীলাবতী।
হাসি-রাশি সই মম আমোদের ফুল;
একেবারে হবে তার সুখের নির্ম্মূল।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। সই, মনের কথা তোরে কই,
আমার কে আছে আর তোমা বই?
তুমি নয়ন-বাণে ভুবন জই,
হেরে অবাক্ হয়ে চেয়ে রই,
হ্যাঁ সই, আমি কি কেউ নই?

শার। আ মরি, আজ যে আহ্লাদে গলে পড়্চ।

লীলা। আমার যে বিয়ে।

শার। তোমার বনবাস!

লীলা। অশোক বন।

শার। চেড়ী আছে।

লীলা। মনের মত বর।

শার। দেখ্‌লে আসে জ্বর।

লীলা। কপালগুণে কালীদাস।

শার। যম করেচেন উপবাস।

লীলা। যম যেমন "আমার," ভাই তেম্‌নি "আমার"।

শার। তুই আর রঙ্গ করিস্ নে ভাই।—পোড়ার-মুখোর মুখ দেখ্‌লে হৃৎকম্প হয়।—বলে

"চেয়ে দেখ চন্দ্রাবলী, ভুবন আলো করেচে।
জাম্বুবানের পদ্মমুখে ভোমরা বসেচে॥"

লীলা। 'ভাব ভাব্ কদম্বফুল ফুটে রয়েচে'।—অকল্যাণ করো না সই, তোমার দেবর হয়।

শার। আমার লক্ষ্মণ দ্যাওঁর,—আমার মোনচোরার মাস্‌তুতো ভাই,—

লীলা। চোরে চোরে।

শার। নদে পোড়াকপালে এঁর সঙ্গে জুটে গরিবের মেয়েদের মাতা খায়।—নদেকে দেখে ঘোমটা দিই বলে মাসাস অভিমানে মরে যান, বলেন "এমন গ্যাদারি বউ দেখি নি"; খাশুড়ী লাঞ্ছনা করেন, বলেন "দাওর পেটের ছেলে, তারে এত লজ্জা কেন গা"।—যেমন মাসাস, তেম্‌নি শ্বাশুড়ী।

লীলা। স্বর্ণগর্ভার বোন্ স্বর্ণকুঁকী।

শার। কু-পতি কি যন্ত্রণা, তা সই তোরে কথায় কত বল্‌ব। তুই স্বভাবতঃ মিষ্টি, কিছুতেই তেত হস্ নে, তাই এমন সর্ব্বনেশে বিয়ের কথা শুনেও নেচে খেলে বেড়াচ্চিস্। আমি কি সুখে আছি দেখ্‌চিস্ ত?

লীলা। সই, তুমি আজ্ যে সজ্জা করেচ, তোমার আকর্ণবিশ্রান্ত চপল নয়নে যে গোলাপি আভা বার্ হচ্চে, তোমার দ্বিরদ-রদ-কান্তিবিনিন্দিত নিটোল ললাটে যে শতদলে ষট্‌পদ-বিরাজিত সুগোল টিপ কেটেচ, সখা তোমায় আর ভুল্‌তে পার্‌বে না।

শার। সই, আর জ্বালাস্ নে ভাই। তোর বিয়ের কথা শুনে আমার মন যে কচ্চে, তা আমিই জানি; যখন ভুগ্‌বি তখন টের পাবি, এখন ত হাস্‌চিস্।

লীলা। তবে কাঁদি। (চক্ষুতে হস্ত দিয়া)।

কোথা হে কামিনী-বন্ধু কমলনয়ন,
সম কাল শিশুপাল বিনাশে জীবন;
পদছায়া, পিতাম্বর, দেহ অবলায়,
বিপদ-সাগরে ধরে ডুবায় আমায়।
প্রজাপতি! লীলাবতী তোমার চরণে
করিয়াছে এত পাপ নবীন জীবনে;
জুটাইলে তারে পতি অতি দুরাচার,
নয়নের শূল-সম হৃদয় বিকার,
যমের যমজ ভাই, ভীষণ-আকার,
উপকান্তা-অনুগামী, সব অনাচার।
জননী-বিহীনা আমি নাহিক সহায়,
দিতেছেন পিতা তাই বিপিনে বিদায়।
তনয়ার ত্রাণ মাতা থাকিলে আলয়ে,
কোলে গিয়া লুকাতেম কুলীনের ভয়ে।
মাতা নাই, পিতা তাই ঠেলিলেন পায়;
বালা বলিদান দিতে নাহি দেন মায়।
মাতা-হীনা দীনা আমি,—এই অপরাধী,
বিবাহে বৈধব্য তাই, বাসরে সমাধি।

শার। সই, সত্যি সত্যি কাঁদলে ভাই; কেঁদ না, কেঁদ না; তোমার কান্না দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়।—(চক্ষুর হস্ত খুলিয়া অঞ্চল দিয়া মুখ-মুছান)—মামা বলেছেন, এ বিয়ে হতে দেবেন না।

লীলা। বাবার রাগ দেখে মামা আপনিই কেঁদেচেন, তা আর আমার কান্না নিবারণ করবেন কেমন করে?

শার। সাত জন্ম আইবুড়ো থাকি সেও ভাল, তবু যেন শ্রীরামপুর বিয়ে না হয়।

লীলা। তোমার কপালে মন্দ পতি হয়েছে বলে, কি শ্রীরামপুর শুদ্ধ মন্দ হল। সোণার স্বামী যে সোণার চাঁদ তার বাড়ী ত শ্রীরামপুরে।

শার। ও সই, আমি সোণা কোনা জানি নে, আমি আপন জালায় বলি, আর তোমার ভাবনায় বলি। তুই কেমন ক'রে সে বাড়ীর বউ হবি। পরমেশ্বর করুন, তোর যেন শ্রীরামপুরে না যেতে হয়।

লীলা। যদি যেতে হয়, তবে যাতে শ্রীরামপুরে যেতে হয় তাই করে যাব।

শার। কি করে যাবে, ভাই?

লীলা। আপনার প্রাণহত্যা করে, ফাঁসির ভয়ে চৌধুরী বাড়ীর বউ হয়ে লুকিয়ে থাক্‌ব।

শার। তুমি যে অভিমানী, তুমি তা পার।—সই অমন কথা বলিস্ নে, এমন সোণার প্রতিমে অকালে বিসর্জ্জন দিস্ নে। সই, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হল, তোমার বাবার কাছে এ কথা না বলে থাক্‌তে পারি নে।

লীলা। সই, তুই অকালে কাতর হস্ কেন; আমি যা কিছু করি, তোকে ত ব'লে করি। তোমার কাছে সই, আমার ত কিছুই গোপন নাই। তুমি আমায় যে স্নেহ কর তোমাকে আমি সহোদরা অপেক্ষাও বিশ্বাস করি। সই! আমার মা নাই, ভাই নাই, ভগিনী নাই, তুমিই আমার সব, তুমিই আমার কাঁদ্‌বের স্থান।

শার। বউ কি বল্লেন?

লীলা। তাঁর নিজ মনস্তাপ সমুদ্রের মত, আমার মনস্তাপে তাঁর মনস্তাপ কতই বাড়বে? তাতে আবার পুষ্যিপুত্র—

শার। চম্‌কালে কেন সই? ভয় কি সই, আমি তোমার সহোদরা—

লীলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শারদার গলা ধরিয়া) সই, আমায় মার্জ্জনা কর, সই! তোমার মাতা খাই, আমার মনে বিন্দুমাত্র কপটতা নাই, আমি বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম।

শার। সই! আমার কাছে তোমার এত বিনয় কেন? আমি বুঝ্‌তে পেরেছি,—কপালের লিখন! নইলে ললিত—সই! কাঁদিস্ কেন? (লীলাবতীর চক্ষু হইতে তাহার হস্ত অপসৃত করিয়া) সই! আমায় কাঁদাস কেন?

লীলা। কি বলিব, কেন কাঁদি, পাগলিনী আমি।

সাত বৎসরের কালে—নির্ম্মল-মৃণাল-
সম মালিন্য-বিহীন নব চিত্ত যবে
জগতে দেখিত সব সরলতাময়,

মঙ্গলের বিনিময় জনে জনে আর,
লীলার লোচন-পথে ললিতমোহন,—
সুন্দর সুধীর শিশু, সুশীলতাময়,—
নবম বরষে আসি হলেন পথিক,
শরতের শশী যেন স্বচ্ছ ছায়াপথে।
তদবধি কত ভাল বেসিচি ললিতে,
বলিতে পারি নে সই, বাসকীর মুখে।
হৃদয় দেখাতে যদি পারিতাম আমি,
বলিতাম সব তোরে সলিলের মত।
নবীন নয়ন মম,—কুটিলতা-বিন্দু
প্রবেশিতে নারে যায় বালিকা-বয়সে,
কিশোর কণ্টকে কবে খরতার বাসা ?—
পতিত করিত সই, সলিল-শীকর,
যদি না দেখিতে পেত ললিতে ক্ষণেক,
হরষে আবার কত জুড়াত হেরিয়ে
ললিতমোহন-নব-নিরমল-মুখ,—
সৃষ্টি যার মিষ্টি কথা শুনাতে আমায়।
ছেলেকালে এক দিন—ফিরে কি সে দিন
আসিবে গো সহোদরে, লীলার ললাটে!—
ললিত লিখিতেছিল বসিয়ে বিরলে,
নয়ন জুড়াতে আসি, আনন্দ-অন্তরে,
বসিলাম বাম পাশে, অমনি ললিত
সাদরে গলাটী ধরে, বাম করে পেচে,—
দক্ষিণ কপোল মম রঞ্জিত হইল
ললিতের অবিচল বক্ষে,—বলিলেন
"বাইরে এলেম দেখে ভগবতী-ভালে
তুলিতে কেটেচে টিপ পটু চিত্রকর,
তাহারে হারাব লীলা, করিচি বাসনা।"—
বলিতে বলিতে সই অতি ধীরে ধীরে,
মুছায়ে কপাল মোর কপোল-পরশে,

কলমের কালী দিয়ে কাটিলেন টিপ ;
"মরি কি সুন্দর !" বলে ললিতমোহন
আস্ফালন করিলেন, দিয়ে করতালি।
আর এক দিন সই—কত দিন হল,
নিশির স্বপন-সম এবে অনুভব;—
লিখিতেছিলেম আমি বসে একাকিনী ;
চিবায়েছিলেম পান, বালিকা-জীবন—
চপলতা-নিবন্ধন, তার রসধারা,
লোহিত-বরণ, ছাড়ায়ে অধর-প্রান্ত
চিত্রিত করিয়েছিল চিবুক আমার।
সহসা ললিত সেথা হাসিতে হাসিতে,—
সে হাসি হইলে মনে ভাসি আঁখি-জলে,—
আসিয়া কহিল মিষ্ট-মকরন্দ-তারে,
"লীলাবতি, করেচ কি ? হেরে হাসি পায়,
রক্তগঙ্গা তরঙ্গিণী চিবুক তোমার,—
পড়েচে অলক্ত-রস শতদল-দামে।"
বলিতে বলিতে সই, অতি সুযতনে
তুলে লয়ে বাম হাতে বদন আমার,
আপন বসনে মুখ দিলেন মুছায়ে,
গেলেম আহ্লাদে গলে মনের হরিষে।
যে মনে ললিতে সই, বাসিতাম ভাল,—
নিরমল, ভয়হীন, সরল, পবিত্র,
এখন তাহাই আছে, তবে কি না, সই,
বিবাহের নামে মম হৃদয়-কন্দরে
মহাভয় সঞ্চারিত—আগেতে ছিল না—
হইয়াছে কয় দিন ভালবাসা-বাসে,—
ললিতে হারাই পাছে ;—কেমনে বাঁচিব
ছাড়িয়ে ললিতে আসি অপরের ঘরে,—
কি করে কহিব কথা তুলিয়ে বদন
অপরের সনে,—ভাবনা হয়েছে এই।

ললিতে করিতে পতি,—বলি লাজ খেয়ে,—
ব্যাকুল হৃদয় মম হয় নি, সজনি ;
আকুল হয়েছি ভেবে, পাছে আর কেউ
আমায় লইয়া যায় রমণী বলিয়ে।
কেন বা হইল জ্ঞান, কেন বা যৌবন !
হারাই যাদের তরে ললিতমোহন।
আয় রে বালিকা-কাল, হেলিতে ছলিতে,
ছেলে-খেলা করি সুখে, লইয়ে ললিতে।

শার। শুনলেম ত বেশ, এখন উপায়!—এখন শুধু নদেরচাঁদ ত নদেরচাঁদ নয়, এখন নদেরচাঁদের ম্যালা ;—এখন কন্দর্প স্বয়ং এলেও তোমার কাছে নদেরচাঁদ।—দাদার আসার আশায় জলাঞ্জলি পড়েচে, ললিতকে পুষ্যিপুত্র করবের দিন স্থির হয়েচে। ললিত পুষ্যিপুত্র হলেই ত তোমার হাতের বার্ হল।

লীলা। ললিত যে দিন বাবার পুষ্যিপুত্র হবে, সেই দিন আমি সহমরণে যাব।

শার। কার সঙ্গে ?

লীলা। আমার নবীন প্রণয়ের মৃতদেহের সঙ্গে।—সই, আমার যা নাই, তা আমি এখন জান্‌তে পাচ্চি।

[নয়নে অঞ্চল দিয়া রোদন।

শার। আমার মাতা খাও সই, তুমি আর কেঁদো না।—তিনি দশটা পুষ্যিপুত্র নেন তোমার ক্ষেতি হবে না, যদি তিনি ললিতকে তোমায় দেন। বিষয় নিয়ে কি হবে, সই ?

লীলা। আমি বিষয়ে বঞ্চিত হব বলে কাঁদি নে, আমি মার জন্যে কাঁদি, দাদার জন্যে কাঁদি, বাবার অবিচার দেখে কাঁদি। পরমেশ্বর করুন বাবার বিষয় দাদা এসে ভোগ করুন। বিষয়ের কথা কি বল্‌চ সই, ললিতকে না দেখতে পেলে আমি স্বর্গভোগেও সুখী হব না।

শার। আমি ললিতকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব,—কে আস্‌চে।

হেমচাঁদের প্রবেশ।

শার। (জনান্তিকে লীলাবতীর প্রতি) তুই যা।

লীলা। (জনান্তিকে) একটু থাকি।

হেম। সই, ঘোল খেলে তার কড়ী কই?

শার। দড়ী কিনেচে।

হেম। সই, তোমার সই যেন বড়াই বুড়ী।

শার। তুমি ত পঞ্চের কুঁড়ী, সেই ভাল।

হেম। উনি আমায় দেখ্‌তে পারেন না।

শার। দেখ্‌তে পারি কি না দেখ্‌তে পেলে বুঝ্‌তে পাত্তেম।

হেম। উনি আমায় আঁটকুড়ীর ছেলে বলে গাল্ দেন।

শার। দেখ্‌লি ভাই, কথার শ্রী দেখ্‌লি,—উনি ভাব্‌চেন রসিকতা কচ্চি।

লীলা। হেমবাবু, স্বামী দেবতার স্বরূপ; স্ত্রী কি কখন স্বামীকে অনাদর কত্তে পারে? বিশেষ, সই আমার বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, ওঁর মুখ দিয়ে কি কখন অমন কথা বেরুতে পারে?

হেম। পারে কি না পারে তোমায় দেখাতে পারি; তুমি সই বলে ওঁর দিকে টান্‌চ,—

শার। সই তোমাকে 'আপনি আপনি' বলে কথা কইলে, আর তুমি সইকে 'তুমি তুমি' বলে কথা কচ্চ। ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কেমন করে কথা কইতে হয়, তা ত জান না, কুলস্ত্রীকে কিরূপ সম্মান কত্তে হয়, তা ত শেখনি, কেবল আমায় জ্বালাতন করতে শিখেছিলে,—

হেম। আজ্ থেকে তোমায় আমি 'আপনি আপনি' বল্‌ব; 'আপনি আপনি' কেন, 'মহাশয় মহাশয়' বল্‌ব,—'শিরোমণি মহাশয়' বল্‌ব। শিরোমণি মহাশয়, প্রাতঃপ্রণাম,—

শার। দেখ্‌লি ভাই, ভাল কথা বল্লুম, ওঁর পরিহাস হল।

হেম। বাপ্ রে! শিরোমণি মহাশয়কে আমি কি অতুচ্ছ কত্তে পারি?

লীলা। তুচ্ছ কত্তে পারেন।

শার। তুচ্ছ কত্তে পারেন, গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে পারেন।

হেম। তোমার বড় দিব্বি তুমি যদি সত্যি করে না বল, তোমার কখন মেরেচি কি না।

শার। গলায় হাত দিয়ে দুম্ দুম্ করে মারলেই, শুধু মার বলে না; কথায় মাত্তে পারা যায়, কাজেও মাত্তে পারা যায়,—

হেম। যে মেয়ের গায় হাত তোলে সে শালার বেটার শালা।—সই, মহাশয়, আমি শুয়োর-মুখো ষণ্ডা নই, আমি লেখাপড়া শিখিচি—

শার। গুলির আড্ডার।

হেম। কেন, মুক্তিমণ্ডপ বল্‌তে কি তোমার মুখে ছাই পড়ে? যা খুসি তাই বল্‌চেন, বাপের বাড়ী এসে বাপের মাসী হয়েচেন,—

লীলা। হেমবাবু, আপনি কি পথ ভুলে এ পথে এসেছেন, না সইকে ভালবাসেন বলে এসেচেন?

হেম। পথ ভুলেও আসি নি, তোমার—আপনার সইকে ভালবাসি বলেও আসি নি।

লীলা। তবে কি দেখা দিতে এসেচেন?

হেম। দেখা দিতে আসি নি; দেখ্‌তে এসেচি, দেখাতে এসেচি।

লীলা। দেখ্‌বেন কি?

হেম। লীলাবতী।

লীলা। দেখাবেন কি?

হেম। নদেরচাঁদ।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

শার। তবে শুনেছিলুম যে, মামাশ্বশুর বাড়ী না এলে দেখ্‌তে আস্‌বে না।

হেম। মামা যে মামী পেয়েচেন, চক্ষু স্থির।

শার। তোমাদের শ্রীরামপুরের যেমন পুরুষ, তেমনি মেয়ে।

হেম। আর তোমাদের কাশীপুরের সব পুরুত-পিসী;—তোমার সইদের চাঁপার কথা মনে কর।

শার। সে ত আর ঘরের মেয়ে নয়।

হেম। 'ওড়া খই গোবিন্দায় নম,' বেরিয়ে গেলেই আমাদের কেউ নয়। মামা বলেচেন, তাকে রাখ্‌বের জন্যে সহরশুদ্ধ পাগল হয়েছিল।

শার। সে পাপ কথায় আর কাজ নাই।

হেম। চাঁপাই ত অরবিন্দ বাবুকে সইদের বরের সঙ্গে রেষারেষি করে বিষ খাওয়ায়, তার পর রটিয়ে দিলে অরবিন্দ ডুবে মরেচে,—

শার। ঠাকুরপো কোথায়?

হেম। যে বাড়ীতে রাঙ্গা বউ।

শার। এ বাড়ী এসে জল টল খেয়ে যেতে বলো।

হেম। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না; তুমি তারে যে ভালবাস, মাসীমা জান্‌তে পেরেচেন।

শার। আমার কপাল।

হেম। আমরা মেয়ে দেখে কল্‌কাতায় বাজী দেখ্‌তে যাব,—

শার। এখানে কেন আজ্ থাক না।

হেম। আজ্‌ত কোন মতেই না।

শার। তোমার যেখানে খুসি সেখানে যাও।

হেম। কল্‌কাতার এত নিকটে এসে অম্‌নি অম্‌নি চলে যাই, আর কাল্ পাঁচ ইয়ারে মুখে চুণ কালী দেক্!

শার। জায়গা কই।

হেম। একবার বাক্সটী খুলে, পঞ্চাশ টাকা করে যে দশখানা নোট সে দিন নিয়েচ, তার একখানি দাও।

শার। আমি তা কখন দেব না।

হেম। দেবে আরো ভাল বল্‌বে।

শার। আমি সে নোট কখন দেব না, আমি তাতে বাদলার মালা গড়াব, তা আমাকে মারই, কাটই, আর ফাঁসিই দাও।—কেন বল দেখি, টাকাগুনো অপব্যয় কর্‌বে? বাক্সোয় রয়েচে, তোমারি আছে, গহনা গড়াই তোমারি থাক্‌বে; কেন নিয়ে উড়িয়ে দেবে?

হেম। আমি তোমাকে দশ দিন বারণ করিচি, তুমি নৎ নেড়ে আমারে উপদেশ দিও না; আমি সব সইতে পারি, মেয়ে মানষের নৎ নাড়া সইতে পারি নে,—

শার। এবারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথকে নৎ দিয়ে আসব।

হেম। তুমি নৎ দিয়ে এসো, তুমি যা খুসি তাই করো, এখন দাও।

শার। কি দেব?

হেম। আমার গুষ্ঠির পিণ্ডি।—গরজ বোঝে না, বেলা যাচ্চে;—ভায়া ভাবচেন, মেগের মুখ দেখে কাত হয়ে পড়ে আচি; মাগ যে প্রাণ জ্বলিয়ে দিচ্চেন তা জান্‌তে পাচ্চেন না।—দেবে কি না বল?

শার। আমি অনাছিষ্টি কাজে টাকা দিই নে।

হেম। আমার পার তেলো মাতার তেলো জ্বলে যাচ্চে। তারা সব আমারে গালাগালি দিচ্চে।—আচ্ছা, আমি দুঃখিদের দান কর্‌ব, ব্রাহ্ম সমাজে যাব।—

শার। উড়নচড়ে কাজে সমাজের নাম নিতে নেই,—

হেম। উঃ, সমাজের সবি রাজনারাণ বাবু না? আমার মত কত লোক আছে।

শার। তারা সব সমাজে গিয়ে শুধরে গেচে

হেম। আমিও শুধরে যাব।—আমাকে সিদ্ধেশ্বর বাবু ভালবাসেন, আমি তাঁর ভয়েতে নদেরচাঁদের আড্ডায় প্রায় যাই নে।

শার। তবে কল্‌কাতায় যাওয়া কেন?

হেম। আজ্‌কের দিনটে।—আমি হোটেল থেকে ফিরে আস্‌ব।

শার। সিদ্ধেশ্বর বাবু তোমাকে এত ভালবাসেন, তবে তিনি যে কর্ম্মে ঘৃণা করেন, সে কর্ম্মে তুমি কেন যাও?

হেম। আমি কি মন্দকর্ম্ম কর্‌চি?

শার। আমি তোমাকে আজ্‌ ছেড়ে দেব না।

হেম। আচ্ছা, আমি দিব্বি করে যাচ্চি রাত্রে কাশীপুরে ফিরে আস্‌ব। যদি না আসি, তুমি সিদ্ধেশ্বর বাবুকে চিটি লিখো।

শার। আমি কি কারো কাছে তোমার নিন্দে করে থাকি?

হেম। তুমি নদেরচাঁদের কত নিন্দে কর তা কি আমি মাসীর কাছে বলে দিই?—নোটখান দাও, তা নইলে তারা আমাকে বড় অপমান করবে।

শার। সেটী হবে না।

হেম। তোমার স্বধর্ম্ম; মন্দ কথা না বল্লে তোমার মন ওঠে না।

শার। হাজার বল, 'ভবী ভোল্‌বার নয়।'

হেম। ভাল আপদে পড়িচি; দেরি হতে লাগ্‌লো।—কাল তোমাকে আমি এ পঞ্চাশটে টাকা ফিরে দেব।

শার। কার টাকা কারে দেবে?

হেম। দিতে হয় দাও, তা নইলে এক কীলে তোমার বাক্স আমি লঙ্কাকাণ্ড করে ফেলি।—হাবাতের অনেক দোষ।

শার। কু বচন আমার অঙ্গের আভরণ; তোমার যা মনে লাগে তাই বল, আমি রাগও কর্‌ব না, টাকাও দেব না।

হেম। তোমার ঘাড় যে সে দেবে।

শার। কোন্ শালীর বেটা তোমায় আজ্‌ নোট দেবে!

হেম। কোন্ শালার ব্যাটা আজ্‌ নোট না নিয়ে যাবে।

শার। সর, আমি যাই, সইকে দেখি গে।

হেম। নোট দিয়ে যাও।—কার নোট?

শার। আমার নোট।

হেম। উঃ, নবাব-পুত্তুর।—কে দিয়েচে?

শার। তুমি দিয়েচ।

হেম। তবে কার নোট?

শার। আমার নোট।

হেম। ওঁয়ার নোট,—

শার। যখন আমার স্বামী দিয়েচেন, তখন এক শ বার আমার নোট, দু শ বার আমার নোট, তিন শ বার আমার নোট,—

হেম। তোমার বাবার নোট,—

[অধোবদনে বাক্স খুলিয়া, বাক্সর ডালা তুলিয়া, বাক্সটী মাথিয়ায় সবলে উপুড় করিয়া ফেলিয়া, শারদাসুন্দরীর বেগে প্রস্থান।

হেম। (বাক্স হইতে নোট বাছিয়া লইতে লইতে) ওরে আমার ঝাঁজ্‌রাচকি;—টস্ টস্ করে চকের জল ফেল্‌লেন, আমি অমনি গলে গেলাম। সকের কাঁচের বাসন ভেঙ্গেচে খুব হয়েচে, কেঁদে মরবেন এখন।—যা যা ভেঙ্গেচে, পারি ত কল্‌কাতায় আজ্ কিন্‌ব।—ভারি বদ্ ইয়ার।

শারদাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ।

শার। বাঁচ্‌লে?

হেম। বাঁচ্‌লুম।

প্রস্থান।

শার। ভাগ্‌গিস্ সই যখন ছিল তখন অমন কথা বলেন নি।—সই বা কি না জানে। ছি, ছি, ছি! কোন্ কথা বল্লে কি হয় তা জানেন না; তাই অমন করে বল্লেন। মদে সর্ব্বনেশেই সর্ব্বনাশ কল্লে।

[বাক্স গুছাইয়া প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—লীলাবতীর পড়িবার ঘর।

শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ।

শ্রীনা। এই চেয়ারে নদেরচাঁদ বস ; এই চেয়ারে হেমচাঁদ বস ; আমি লীলাবতীকে আন্‌তে বলি।

[প্রস্থান।

হেম। ঘরটী বেশ্‌ সাজিয়েচে ত ;—মেজেটীতে মাজুর মোড়া ; দ্বারের কাছে পাপোস পাতা ; মেহগেনি কাঠের মেজটী; ঝাড়বুটোকাটা মেজের চাদর ; ক্লিওপ্যাটরা কোচ ; চেয়ার কখানি মন্দ নয়।

নদে। ও কি দেখ্‌চিস্‌ ছাই ; আমাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিল, তা আমি সব ভুলে গিইচি ; এখনি সব আস্‌বে, আমি কিছুই জিজ্ঞাসা কত্তে পারব না, কিছু বক্তৃতাও কত্তে পারব না

হেম। এর মধ্যে ভুলে গেলি, কাল্‌ যে সমস্ত দিন মুখস্ত কল্লিচিস্‌।

নদে। আমার সব উল্‌টা হয়ে যাচ্চে।

হেম। তা যাক্‌, আসলে কম না পড়্‌লেই হল।

নদে। কি বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে ?

হেম। "অয়ি হরিণলোচনে, তুমি কি পড় ?"

নদে। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হয়েচে ; তোর আর বল্‌তে হবে না।—আপদ্‌ চুকে গেলে বাঁচি, ভয় হচ্চে পাছে অপ্রতিভ হয়ে পড়ি।

হেম। কেন তুই মুক্তিমণ্ডপে খুব ত কইতে পারিস্‌, অনেক ক্ষণ বক্তৃতাও কত্তে পারিস্‌।

নদে। সে যে 'আপন কোটে পাই, চিঁড়ে কুটে খাই,' তাতে আবার ভিকস্‌ সহায় হন ; তাইতে নাক দে মুখ দে বক্তৃতা বার্‌ হয়।

হেম। বমির মত।

নদে। আমাকে যদি একা এই ঘরে লীলাবতীর সঙ্গে রাখে, তা হলে আমি খুব রসিকতা কত্তে পারি, বিদ্যায়ও পরিচয় দিতে পারি।

হেম। তোমার কাছে কাটের পুতুল ডরিয়ে উঠে, এ ত একটা জীব।

নদে। বাহবা বাহবা, বেশ্ বলিচিস্।—কি বল্‌ব হাস্‌তে পেলেম না, পরের বাড়ী; এ কথা মুক্তিমণ্ডপে হলে সাত রঙের হাসি বার কত্তেম, আর তোকে চিরযৌবনী কর্‌বের জন্যে এক এক পাত্র পাঁচ ইয়ারে পান কত্তেম।

হেম। এই ত তোর মুখ খুলে গেচে।

নদে। খুল্‌বে না ত কি নইচে বন্দ হয়ে থাক্‌বে। আমি ত আর মুখচোরা নই।—হরিণের কি বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে? বল্, বল্, আস্‌চে,—

হেম। "আয় আয়"—না, না, হয় নি—

নদে। ঐ দেখ্, তুইও ভুলে গিইচিস্।

হেম। ভুল্‌ব কেন? "অয়ি হরিণলোচনে, তুমি কি পড়?"

নদে। ঠিক হয়েচে।

এক দিক্ হইতে লীলাবতী এবং শ্রীনাথ, অপর দিক্ হইতে ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর এবং প্রতিবেশিচতুষ্টয়ের প্রবেশ।

শ্রীনা। আপনারা সকলে উপবেশন করুন।

[সকলের উপবেশন।

হেম। কর্ত্তা মহাশয় আস্‌বেন না?

শ্রীনা। তিনি কি ছেলে ছোক্‌রার ভিতরে আসেন।

প্র, প্রতি। সব দেখা শুনা হলে, তিনি অবশেষে ছেলে দেখ্‌তে আস্‌বেন।

দ্বি, প্রতি। নদেরচাঁদ বাবু, পাত্রীর রূপ ত দেখ্‌লেন, এক্ষণে গুণ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করে দেখুন।

হেম। (জনান্তিকে নদেরচাঁদের প্রতি) তাই বলে জিজ্ঞাসা কর।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু নীরব হয়ে রইলেন যে?

নদে। (লীলাবতীর প্রতি) আই মা হরিণের শিং, তুমি কি পড়?

হেম। তোমার গুষ্টীর মাতা পড়ে,—ঢেঁকিরাম;—কি শিখিয়ে দিলে, কি বল্লেন,—

নদে। আমার যা খুসি আমি তাই বল্‌বো, তোর বাবার কি? তুই বিয়ে কর্‌বি না তোর বাবা বিয়ে কর্‌বে?

হেম। তোমার বিয়ে হবে হুগলির জেলে,—বামুনের ঘরের নিরেট বোকা।

নদে। তোর বাপ যেমন মেয়েমুখো, তুই তেমনি মেয়েমুখো; তোর কপালে ইয়ারকি থাক্‌লে ত আমাদের সঙ্গে বেড়াবি? আমার অতিবড় দিব্বি তোর মত পাজিকে যদি মুক্তিমণ্ডপে ঢুকুতে দিই।—একটা পয়সা খরচ কত্তে পারে না, কেবল বেয়ারিং ইয়ারকি দিতে আসেন।

হেম। কি বল্লি, বিক্রমপুরে বুনো বয়ার। (সরোষে নদেরচাঁদের পৃষ্ঠে পাঁচটা বজ্রমুষ্টি প্রহার)—তোরে কীর্ত্তিনাশা পার করব তবে ছাড়্‌ব,—

ললি। মন্দ নয়, ভোজনের আগে দক্ষিণা।

সিদ্ধে। পাঁচ তোপ, শুভ লক্ষণ।

শ্রীনা। অকালের তাল বড় মিষ্টি।

নদে। দেখ্‌লেন সিধু বাবু, আপনি আমাকে বল্‌লেন, কার দোষ। আমাকে ভদ্রলোকের বাড়ীতে মেয়ে মানুষের সুমুখে যা খুসি তাই বল্লে,—তার পর এলোবিলি মার্।—এর শোধ দেব; আমার গায় হাত।

শ্রীনা। তোমার পাতরে পাঁচ কীল।

হেম। (নদেরচাঁদের কাপড়ে কালী দেখিয়া) খুব হয়েচে, খুব হয়েচে; পোড়ার বাঁদর, চেয়ে দেখ, চেয়ারে তেলকালী মাখিয়ে রেখেছিল, তোমার চাদরে পিরাণে ধুতিতে লেগে গিয়েচে।

নদে। লেগেচে, আমারি লেগেচে, তোর কি? তুই আমার সঙ্গে আর যদি কথা কস্, তোর বড় দিব্বি।

হেম। হুঁকোর খোলে দুর্গানাম লেখা, অমাবস্যায় শ্যামা-পূজা, ভালুকে উল্লুকে জড়াজড়ি, দাঁড়কাকের মাতায় মক্‌মলের টুপি, আর ভায়ার গায় কালী, একইরূপ দেখ্‌তে।

নদে। আমাকে এমন করে ত্যক্ত কল্লে আমি কর্ত্তার কাছে বলে দেব; মেয়েও দেখ্‌ব না, বিয়েও করব না।—দেখ দেখি, আমার ভাল কাপড়গুলি সব কালীতে ভিজে গিয়েচে। আমি ভাব্‌চি কল্‌কাতা বেড়িয়ে যাব।

শ্রীনা। কালীতে ভেজে নি।

নদে। তবে কিসে ভিজেচে?

শ্রীনা। তোমার ঘামে।

নদে। আমার ঘাম বুঝি কালো ?

শ্রীনা। সব কালো জিনিসের রস কালো।

নদে। পাকা জামের রস যে রাঙ্গা।

শ্রীনা। ঠকিচি।

[প্রস্থান।

ললি। নদেরচাঁদ বাবুকে কথায় কেউ ঠকাতে পারে না।

ভূ, প্রতি। ভাল ছেলের লক্ষণ এই, ছিচ্‌কাঁদুনের মত প্যান্‌ প্যান্‌ করে কাঁদে না, সকল কথা গায় পেতে নিয়ে জবাব দেয়।

নদে। কথা ত কথা, জল গায় পেতে নিইচি।—একদিন এক জায়গায় বল্লে "তোমার গায় জল দিই" ; আমি অমনি গা পেতে দিলুম ; আর হুড় হুড় করে জল ঢেলে দিল।

ভূ, প্রতি। কীল, কথা, জল—সব গায় পেতে লওয়া আছে।

নদে। হেমচাঁদ মারলে বলে আমি কি ফিরিয়ে মাত্তে পারি ? তা হ'লে আপনারা আমাকে যে পাগল বল্‌তেন ; আর ঐ ভাল মানুষের মেয়ে যে আজ্‌ ব্যায়জে কাল্‌ আমার মাগ হবে, ও যে আমার গায় থুতু দিত। হেমচাঁদ আমার দাদা হয়, তাইতে কিছু বল্লেম না, 'জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সম পিতা।'

ভূ, প্রতি। বয়সের বড় বোনাই বাবার ধাক্কা।

নদেরচাঁদের অজ্ঞাতে শ্রীনাথের প্রবেশ এবং সিন্দূর মাথা হস্তে নদেরচাঁদের চক্ষু-আবরণ।

সিন্ধে। নদেরচাঁদবাবু, বল দেখি কে ?

ললি। এইবার চতুরতা বোঝা যাবে।

নদে। বল্‌ব, বল্‌ব—(চিন্তা)—মামা।

শ্রীনা। তোমায় বল্লে ননদের ছেলের।

[চক্ষু ছাড়িয়া উপবেশন, সকলের হাস্য।

নদে। এই বুঝি সভ্য মেয়ে, এত লোকের সমুখে হাসি ?

লীলা। (লজ্জাবনতমুখী)।

চ, প্রতি। আইবুড়ো মেয়ের হাসি মাপ কত্তে হয়।

নদে। আমি রাগ করচি নে, আমি কর্ত্তার সঙ্গে এ কথা বলতে যাচ্চি নে। আমি মেয়ে দেখে বড় খুসি হইচি। আমার হাতে আরো সভ্যতা শিখতে পারবে।

হেম। মুক্তি মণ্ডপে।

নদে। দেখ সিধু বাবু, আবার গায় পড়ে ঝকড়া কত্তে আসচে; এক কথা হয়ে গেচে, তা এখনও মনে করে রেখেচে।—দাদাবাবু, রাগ করে রয়েচ? তুমি এ সম্বন্ধের মূলাধার, আবার তুমিই এ খানে মুখ ভার করে রইলে?

ললি। রাজকন্যা আপনার হাতছাড়া হল কেমন করে?

নদে। কাপড়ে আগুন ধরে সেটা পুড়ে মরেচে।

শ্রীনা। চিরকাল পোড়ার চাইতে একবার পোড়া ভাল।

লীলা। (ললিতের প্রতি) আমি বাড়ীর ভিতরে যাই।

নদে। তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও, আর আমরা তোমার মামাকে দেখে যাই।

[হাস্য।

ললি। আপনি কিছু লেখা পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করবেন?

নদে। করব না ত কি অমনি ছাড়ব?

তৃ, প্রতি। ছেলেটী খুব সপ্রতিভ।

নদে। তবু হেমদাদা প্রথমেই মুবড়ে দিয়েচে।

তৃ, প্রতি। সিধু বাবু, এমন ছেলে শ্রীরামপুরে আর কটী আছে?

সিদ্ধে। যোড়া পাওয়া যায় না।

শ্রীনা। তাই বুঝি ইস্কাপনের গাড়ীতে নিয়েচে।

নদে। বা! ইস্কাপনের টেক্কায় হরতোনের বিবি।

তৃ, প্রতি। আপনার ঠাকুর পুষ্যিপুত্র নিয়েচেন কি?

নদে। আমি থাকতে পুষ্যিপুত্র নেবেন কেন?

তৃ, প্রতি। আপনি ত একটী, আপনার মত শত পুত্র সত্ত্বেও পুষ্যিপুত্র লওয়া শাস্ত্রে অনুমতি আছে।

নদে। মা বলেন আমি একা এক সহস্র।

শ্রীনা। তুমি বেঁচে থাক।

নদে। "বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"—

ললি। মহাশয়, এটী গুলির আড্ডা নয়, ভদ্রলোকের বাড়ী।

হেম। ললিতবাবু, আপনি কুলীনের ছেলেকে বাড়ীতে পেয়ে অপমান করবেন না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেচে গিয়েচেন বই আমরা যেচে আসি নি।

নদে। দাদাবাবু, রাগ করেন কেন; আমরা বর, গাল্ দিলেও সহ্য করব, মারলেও সহ্য করব, আঁচড়ালেও সহ্য করব, কাম্ড়ালেও সহ্য করব,—

শ্রীনা। কর্ত্তা বরের গুণগুনো স্বয়ং শুনে নিলেই ভাল হত।

সিদ্ধে। আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাসা কত্তে হয়, জিজ্ঞাসা করুন, বেলা যাচ্চে, বাড়ী যেতে হবে।

নদে। আমরা আজ্ কল্‌কাতায় থাক্‌ব।

হেম। নদেরচাঁদ, যা হয় জিজ্ঞাসা করে ফ্যাল্, দেরি করিস্ কেন?

নদে। অগো লীলাবতি তুমি বিদ্যাসুন্দর পড়েচ?—

[লজ্জাবনতমুখে লীলাবতীর প্রস্থান।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ, শ্রীরামপুরের মুখ হাসালে?

ললি। যেমন শিক্ষা, তেমনি পরীক্ষা; গুলির আড্ডায় যে ব্যবহার শিখেচেন, ভদ্রসমাজে তা পরিত্যাগ করবেন কেমন করে?

নদে। ললিত বাবু, তুমি যে বড় শক্ত শক্ত বল্‌তে আরম্ভ করলে; তুমি জান, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে আরাধনা করে নিয়ে এসেচেন, আমার পাদপদ্মে মেয়ে সেধে দিচ্চেন। আমি জোর করে মেয়ে বার কত্তে আসি নি। আমার যা খুসি আমি তাই জিজ্ঞাসা করব। তোমার যখন মেয়ে হবে, তুমি গুলি খায় না, গাঁজা খায় না, মদ খায় না, বেড়াতে চেড়াতে যায় না, এমনি একটী গরুটাকে মেয়ে দান করো; এখানে তোমার কথা কওয়া, 'এক গাঁয় ঢেঁকি পড়ে, এক গাঁয় মাতা ব্যথা'।

ললি। (দাঁড়াইয়া) নদেরচাঁদ, তোমার সহিত বাদানুবাদ বাতাসে অসি-প্রহার। তুমি আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণে প্রতিষ্ঠিত কুলীনকুলের কজ্জল; তোমার নয়ন কি একেবারে চর্ম্মবিহীন হয়েচে? তোমার হৃদয়ক্ষেত্র কি এতই নীরস যে, সেখানে একটীও সংবৃত্তি অঙ্কুরিত হয় নাই? তোমার যদি স্থির-চিত্তে চিন্তা করবের ক্ষমতা থাকে, তবে একবার ভাব দেখি, তোমার নৃশংস আচরণে কত কুলকামিনী কুলে জলাঞ্জলি দিয়েচে, কত ভদ্র

সন্তান তোমার কুসংসর্গে লিপ্ত হয়ে একেবারে অধঃপাতে গিয়েচে, তোমার চাতুরীবলে কত গৃহস্থের সর্ব্বস্বান্ত হয়েচে;—এইরূপ শত শত কদাচারে কলঙ্কিত হয়ে পবিত্র পুরস্ত্রীর সমীপবর্ত্তী হতে তোমার সঙ্কোচ বোধ হয় না? তোমার এমনি শিষ্ট স্বভাব, অন্য পরের কথা কি বলব, তোমার আপনার ভগিনী, ভাগিনেয়ী, ভাইজ, ভাইঝি তোমায় দেখিবামাত্র ঘোমটা দেয়; তোমার কি তাতে মনে ঘৃণা হয় না?—তোমার পূর্ব্ব রমণীর মরণবৃত্তান্ত একবার স্মরণপথে আনয়ন কর দেখি,—কি ভীষণ ব্যাপার! কামান্ধ পতির পশুবৎ ব্যবহারে নববিবাহিতা বালিকা ফুলশয্যায় শমনশয্যায় শয়ন করেছিল! যে হাতে নব অবলা হত্যা করেচ, আবার সেই হাতে গৃহস্থ-বালা লতে চাও!—সাধারণ ধৃষ্টতার লক্ষণ নয়। তুমি এমনি বিবেচনাশূন্য, তোমার মাসতুতো ভাইকে ভদ্রসমাজে অম্লান বদনে যৎকুৎসিত সম্পর্ক বিরুদ্ধ গালাগালি দিলে। তুমি এমনি নির্লজ্জ, যে বিশুদ্ধস্বভাবা কুলকন্যার পরিণেতা হতে যাচ্চ, তাকে সকলের সাক্ষাতে জলের মত জিজ্ঞাসা করলে বিদ্যাসুন্দর পড়েচে কি না, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, কাদম্বরী, মেঘনাদ বধ, ধর্ম্মনীতি, সুশীলার উপাখ্যান তোমার মুখে এল না।—তুমি পুরুষাধম, তোমার কৌলীন্যেও ধিক্, ঐশ্বর্য্যেও ধিক্, তোমার জীবনেও ধিক্!

নদে, হেম। (মেজ চাপড়াইয়া) বেশ্ বেশ্—

হেম। আমরাও বক্তৃতা কর্‌ব।—নদেরচাঁদ, তোর মনে আছে ত?

নদে। লেখা পড়া না জিজ্ঞাসা করলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাববেন, আমি লেখা পড়া জানি নে,—

শ্রীনা। আচ্ছা, আমি লীলাকে আনচি।

[প্রস্থান।

নদে। সিধু বাবু, একখান বইয়ের নাম করুন ত।

সিদ্ধে। 'গুলি হাড়কালী'।

শ্রীনাথ এবং লীলাবতীর প্রবেশ।

নদে। আমি কোন বইয়ের নাম করলেই ললিত বাবু আমাকে এখনি আবার বাপান্ত করবেন।

ললি। আমি আপনাকে বাপান্ত করি নি।

নদে। বাপান্তের বোনাই করেচেন ; আমায় যথোচিত অপমান করেচেন ; সে ভালই করেচেন ; শ্রীরামপুর হলে কত্তে পাত্তেন না।—এখন আপনি মেয়ে মানুষটীকে বলুন যে বই হয় একটু পড়ুন।

লীলা। (পুস্তক গ্রহণ করিয়া পাঠ।)

'গ্রাস দেশের অন্তর্গত স্পার্টা নামক মহানগরে লিয়ানিদা নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তাঁহার কন্যার নাম চিলোনিস। বিপত্তিসময়ে ঐ বামা প্রথমে পিতৃভক্তি পরে পতিভক্তির যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সাতিশয় আশ্চর্য্য, এ কারণ প্রথমে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইল। একদা'—

নদে। আর পড়্‌তে হবে না।

সিদ্ধে। "রহস্য-সন্দর্ভ" নীতিগর্ভ পত্র বলে গণ্য ; সম্পাদকীয় কার্য্য অতি বিজ্ঞ লোকের হস্তে ন্যস্ত হয়েচে।

নদে। ওখানি কি রসকন্দর্প ? গুড়্‌গুড়ে লেখে বুঝি ?

হেম। এখন আমরা বক্তৃতা করি।

নদে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখনি আস্‌বেন।

সিদ্ধে। তাঁর আস্‌বের বিলম্ব আছে, আপনি বক্তৃতা করে বিদ্যার পরীক্ষা দেন।

হেম। নদেরচাঁদ, বিবাহ বিষয়ে বল্।

ললি। অতি বিহিত বিষয় প্রস্তাব করেচেন।

নদে। যে আজ্ঞা—(গাত্রোত্থান)—আমি অধিক বল্‌তে পারব না।

সিদ্ধে। যা পারেন, তাই বলুন।

[নদেরচাঁদের অজ্ঞাতসারে শ্রীনাথ কর্ত্তৃক নদেরচাঁদের চেয়ারখানি স্থানান্তরিত।

নদে। প্রিয়বন্ধুগণ—প্রিয়বন্ধুগণ এবং—প্রিয়বন্ধুগণ ও প্রেয়সী মেয়ে-মানুষ,—অতএব এত বিদ্যাবিবয়ের হ্রদ পণ্ডিত-পাটালীর নিকটে—নিকটে—পাটালীর নিকটে আমায় বক্তৃতা করা কেবল হাঁসভাজা হওয়া—হাস্য-ভাজন। মৎসদৃশ ব্যক্তিগণের বক্তৃতা বিষম ব্যাপার—লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত। বিষয় মনে থাকে যদি, কথা জোটে না ; কথা জোটে যদি, বিষয় মনে থাকে না। সুতরাং কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিয়া বক্তৃতা করিতে বাধ্য না হওয়া কাপুরুষের

কাজ। আপনারা যথাসাধ্য অধৈর্য্য সম্বল করে শুনুন।—বিবাহ হয় এক কল্পবট, তার তলায় বসে যা চাও তাই পাওয়া যায়। বিবাহের অনুগ্রহে বংশরূপ শামাদানে ছেলেরূপ বাতি দিয়ে ঘর আলো করে ফেলা যায়। আরো দেখুন—যদি আমি হতে পারি স্বাধীনতাতে বল্‌তে এমন—'দানেন ন ক্ষয়ং যাতি "স্ত্রীরত্নং" মহাধনং'—যেহেতু রামছাগলের গলদেশের স্তনের ন্যায় বিফল। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে রোমশ পশু আছে—আরবদেশের বালির উপর দিয়ে উটগুলো বড় বড় মোট মাতায় করিয়া চলে যেতে পারে, ব্যতীত পান করে একফোঁটা জল অনেক ক্ষণ। অতএব বিবাহ বলিতে গেলেই বক্তৃতা এসে পড়ে।—বিবাহ হয় এক বৃক্ষ বক্তৃতা তার ফুল। বিবাহের কত কৌশল, তা মৎসদৃশ ব্যক্তিগণ শতমুখী হলে বল্‌তে পারে। দেখুন, জাম পাক্‌লে কালো হয়, চুল পাক্‌লে শাদা হয়;—যদি বলেন, জাম পাক্‌লে রাঙ্গা হয়, সে পাকা নয়, ডাঁসা;—যদি বল্লেন চুল পাক্‌লে কটা হয়, সে কটা নয়, সে কলোপ দেওয়া। আরো দেখুন, সকলি দুই দুই, চন্দ্র, সূর্য্য, রাত্‌ দিন, পথ ঘাট, হুঁকো কল্‌কে, ঢাক ঢোল, ঘর দোর, হাতা বেড়ী, শ্যাল শকুন, স্ত্রী পুরুষ। সুতরাং জীব সকলকে বাঁচাইবার জন্য স্ত্রীলোক গর্ভমতী হইলে আপনা আপনিই নিতম্বে দুধ এসে পড়ে,—

[সলাজে লীলাবতীর প্রস্থান—সকলের হাস্য।

আরো দেখুন, নাতৃ তাবা কেমন কাহিল হয়ে গিয়েচেন,—

হেম। ও যে আমি বল্‌ব;—তুমি বস।

নদে। অতএব বন্ধুগণ, দাদাকে আসর দিয়ে আমি 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'॥

[যেমন বসিতে যাবেন এমনি ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পতন—সকলের হাস্য।

হেম। চেয়ার যে সরিয়ে রেখেচে, তা বুঝি দেখ্‌তে পাও নি?

নদে। ওমা গিইচি!—বাবা গো! মেরে ফেলেচে;—কোমর ভেঙ্গে গিয়েচে;—শালারা আমারে যেন পাগল পেয়েচে,—আমার যেন মা বাপ কেউ নেই।

[চেয়ার লইয়া উপবেশন।

হেম। প্রিয়বন্ধুগণ, আমার গুণিগণাগ্রগণ্য ধন্য মান্য বদান্য বন্ধ ভ্রাতা যাহা বল্লেন, যাহা—যাহা বল্লেন—বল্লেন, তাহা বল্লেন। এক্ষণে আমার বক্তব্য, এই মাতৃভাষায় চাষ না দিলে—না দিলে, আমাদের ভাল চিহ্ন নয়; আমাদের আচার অর্থাৎ রীতি, নীতি, কাগুন্দি কথন ভাল হবে না। মাতৃভাষা না খেতে পেয়ে মরো মরো হয়েচেন, যথা 'সর্ব্বসত্যস্তগর্হিতং',—অতএব হে ভ্রাতৃপদারবিন্দ, এস আমরা মাতৃভাষাকে আহার দিই। চেয়ে দেখ, ঐ মাতৃভাষা দীনা, হীনা, ক্ষীণা, মলিনা, পিঁচুটিনয়না, কাঠকুড়'নীর মত রথের কাছে দাঁড়িয়ে সেজন;—চুল চুসনা হইয়া গিয়াছে কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, দন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে, অঙ্গে খড়ী উড়িতেছে, হস্ত অবশ হইয়াছে, পদ মুচ্‌ড়ে যাইতেছে;—অশন নাই, বসন নাই, ভূষণ নাই!—হে ভ্রাতৃবীরেন্দ্র, তোমরা আমার কথা অতুচ্ছ করো না। তোমরা মাতৃভাষাকে আহার দিতে চাও দাও, কিন্তু দেখ যেন কর্কশ জিনিস দিয়ে তাঁর গলা ছিঁড়ে দিও না,—উপসের মুখে একটু—একটু মোলায়েম সামগ্রী নইলে খাওয়া যায় না। কতকগুলো পয়ারে বয়ার জুটে মাতৃভাষাকে দগ্ধে মার্‌চেন। পয়ারে বয়ারদের গয়ার গয়ায়ের মত, কিন্তু সরল গয়ার নয়, গলা আঁচ্‌ড়ে তোলা;—তাঁদের ত্বরায় যক্ষ্মা হবে। তাঁদের পদ্যে এত রস, তাঁদের পদ্য, পদ্য কি গদ্য, কেবল চন্দয় জানা যায়। মাতৃভাষা স্বাধীনতার শোকে গলায় দড়ী দিয়ে শজ্‌নে গাছে ঝুল্‌ছিলেন, গলার গোড়ায় ধুক্ ধুক্ করিতেছিল, বিদ্যাসাগর বাবু—মহাশয়—তাঁকে অমৃত খাইয়ে সজীব করেচেন।—অতএব হে দেশহিতৈষিণী সভ্যগণ, তোমাদের আমি "বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদঞ্চ" করিয়া বলিতেছি, তোমরা মাতৃভাষাকে বড় কর; মাতৃভাষা বড় হলে দেশের—দেশের—অনেক ভাল হবে। বিধবার বিয়ে হবে,—রাস্তা ঘাটে ময়লা থাক্‌বে না,—গরুগণ অগণন দুগ্ধ দান কর্‌বে,—বৃক্ষ ফলবতী হবে,—ইন্দ্রদেব তোড়ের সহিত বারি বর্ষণ কর্‌বেন,—জাতিভেদ উঠে যাবে,—বহুবিবাহ বন্দ হবে—কুলীনের মিছে মর্য্যাদা থাক্‌বে না—আমরা কাটিয়ে যাব। মনোযোগ না কর্‌লে কোন কর্ম্ম হয় না। সুতরাং এই স্থলে বেদব্যাসের বিশ্রাম করিয়া আমি ফিরে নই আমার বসবের স্থান।

সিদ্ধে। বাহবা! হেম বাবু বেশ্ বলেচেন।

নদে। মুখস্থ করে এসেছিল।

হেম। আমি এখন রোজ রোজ বক্তৃতা করব ; মুখ বুজে থাক্‌লে বেকল হয়ে যেতে হয়।

রঘুয়ার প্রবেশ।

শ্রীনা। রঘুয়ার চেহারা আর নদেরচাঁদের চেহারা এ পিট ও পিট ; তবে রঘুয়ার হাত দুখানি নুলো, আর একটু বেঁকে চলে।

ললি। এ ব্যাটা নূতন উড়ে ; মালীর বাড়ী হতে এসেচে।

রঘু। আপনঙ্কর[1] লেখাপড়ি হ্যালা নিটি কি ?[2] কর্ত্তাবাবু আউছন্তি[3]। (নদেরচাঁদের বস্ত্রে কালী, এবং বদনে সিন্দুর অবলোকন করিয়া) এ কঁড়[4] মঃ[5] বাবু তো সেয়াংওপরি[6] ছুগুচি[7] ; গুটে[8] পাচ্ড়া[9] কদড়ি[10] হাতেরে হুয়ণ্ডাকি[11]।

নদে। আরে উড়ে ম্যাড়া, তুই আমারে কি বল্‌চিস্ ?

রঘু। বাবুমানে[12] আপনঙ্কো[13] ভালুপিলা[14] সাজাউছি[15] আউ কঁড় ? লুগাপটা[16] কাড়রে[17] তিতি গলা।

নদে। দূর সড়া দাসো।

রঘু। মঃ মনিমা[18] হেই এপরি কহুচ[19] ? মু[20] পিলাটি[21], গোরিবগুও, কঁড় করিবি, প্রভু লোকনাথো বুঝ্‌মনা[22] করিবে।

নদে। তুই সড়া আমায় দেখে হাস্‌লি কেন ?

রঘু। আপনো মনুষ্য চরাউ, মু গরু চরাউচি, আপন মনিমা, প্রভু, অবধান, মু চরণ ঝড়াকু পাঁহরা[23] ; আপনো ঐরাবত, মু ঘুষ্কিমুষা[24] আপনো

১ আপনাদিগের
২ হইল না কি ?
৩ আসিতেছেন
৪ কি
৫ বাহবা
৬ সং-এর মত
৭ দেখাইতেছে
৮ এক
৯ পাকা
১০ রম্ভা
১১ হইত
১২ বাবুরা
১৩ আপনাকে
১৪ ভালুকের ছানা
১৫ সাজিয়েছেন
১৬ কাপড়
১৭ কালীতে
১৮ প্রভু
১৯ কহিতেছেন
২০ আমি
২১ ছেলেটী
২২ বিবেচনা
২৩ ঝাঁটা
২৪ কাঠবিড়ালী

জেবে গালি দেব, মু কঁড় করিবি ? আপনো সড়া বইল কাই কি? আপনো কি মোর ভেনই[১] ? আপনো কি মোর ভোঁড়ির[২] ঘোঁইতা[৩] ?

নদে। শালা উড়ে ম্যাড়া, ফের যদি বক্‌বি ত জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব।

রঘু। মারো স্বাঁত[৪], মু হাজির আছি—

অল্পিকে সল্পিকে লোকে[৫]
মনে বহন্তি[৬] গর্ব্বিতা ;
সারু[৭] গছ মূলে ভেকো
ছত্র দণ্ড ধরাইতা।—

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু, এ বারে আপনাকে রাজচ্ছত্র দিয়েচে, ওরে কিছু বল্‌বেন না—

হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিতের প্রবেশ।

নদে। মহাশয়, আমরা যথোচিত খুসি হইচি ;—পড়্‌তে শুন্‌তে বেশ, আমি যা যা জিজ্ঞাসা কর্‌লেম সব বল্‌তে পেরেচেন, কেবল একটা দুটো ললিত বাবু বলে দিয়েচেন।—ললিত বাবু উত্তম বালক, খুব বিদ্যা শিখেচেন, আমার যথোচিত আদর করেচেন,—

হেম। (মৃদুস্বরে) নদেরচাঁদ, মুখ পোঁচ্।

নদে। তুই কেন মুখ গোঁজ্ না।

হর। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মুখ এমন করে দিলে কে ?

শ্রীনা। বাড়ী হতে ঐরূপ করে এসেচেন, ওঁর মা কাচ্ করে দিয়েচেন।

হর। মুখ পুঁচে ফেল বাবা, লালগুঁড়ো লেগে রয়েচে।—কুলীনের ছেলে বড় মানুষের ভাগ্‌নে, আমার কত সৌভাগ্য উনি আমার বাড়ী এসেচেন।

নদে। (কাপড় দিয়া মুখ মুছিয়া) বাহবা! লালগুঁড়ো লাগ্‌ল কেমন করে ?

শ্রীনা। পথে আস্‌তে রৌদ্রের গুঁড়ো লেগেচে।

নদে। সে যে সাদা।

হর। লীলাবতী কোথায় ?

নদে। আমি তাকে বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিইচি, পড়াশুনা সব হয়ে গিয়েচে।

১ বোনাই
২ ভগিনীর
৩ স্বামী
৪ স্বামী
৫ ক্ষুদ্রান্তঃকরণ লোকদের
৬ প্রবাহিত
৭ মানকচু

হর। জল খাওয়াবার জায়গা হয়েচে?

নদে। আমি বিবাহের অগ্রে এখানে কিছু খেতে পারব না, আমাদের বংশের এমন রীতি নাই।

হর। বটে ত, বটে ত, আমার ভুল হয়েচে।—দেখলে পণ্ডিত মহাশয়, সিংহের শাবক ভূমিষ্ঠ হইয়াই হস্তীর মুণ্ড ভক্ষণ করে, কারো শিখিয়ে দিতে হয় না।

শ্রীনা। আর কেউ কেউ বার হয়েই ডাল ধরে।

নদে। সে বাঁদর, আমি স্বচক্ষে দেখিচি।

হেম। নদেরচাঁদ চল, তোমাকে ও বাড়ীতে জল খাইয়ে নিয়ে যাই।

নদে। (হরবিলাসের পদধূলি গ্রহণ) আমি বিদায় হই।

হর। এস বাবা এস;—ললিতমোহন সঙ্গে যাও।

ললি। সিদ্ধেশ্বর ব'স আমি আস্‌চি।

[নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ এবং ললিতমোহনের প্রস্থান।

হর। মেজো খুড়ো, ছেলে দেখ্‌লেন কেমন? আপনাকে আমি জেদ্ করে এখানে পাঠিয়েছিলাম, যেহেতু আপনি বিজ্ঞ, আপনি ভাল মন্দ বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পারেন। কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তানের মধ্যে নদেরচাঁদের মত কুলীন আর নাই। অতি উচ্চ বংশ।

ভূ, প্রতি। বংশ উচু, রূপ নইচে, গুণ চটু।—বেস্তর বেস্তর বয়াটে ছেলে দেখিচি, এমন বয়াটে ছেলে বাপের কালে দেখিনি।—আবাগের ব্যাটার সঙ্গে ঘণ্টা দুই বসে ছিলাম, বোধ হ'ল দুই যুগ যমযাতনা এর চেয়ে ভাল। হাত পাগুলিন শুক্‌নো কুলের ডাল; আঙ্গুলগুলিন কাঁকড়া; চক্ষু দুটী কাঠঠোক্‌রার বাসা; কথা কইলে দাঁড়কাক ডাকে; হাসলে ভাসুকে শাঁক আলু খায়। বুদ্ধিতে উড়ে, সভ্যতায় সাঁওতাল, বিদ্যায় গারো, লজ্জায় কুকী, বজ্জাতীতে বাকরগঞ্জ। মেয়েটী হামানদিস্তেয় ফেলে থেঁতো করে ফেলুন, এমন নরাকার নেকড়ের হাতে দেবেন না।

প্র, প্রতি। মেজো খুড়ো, মেলের ঘরটা বিবেচনা কল্লেন না।

হর। মেজো খুড়ো শিং ভেঙ্গে পালে মিশেচেন।—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রে কন্যা দান সকলের ভাগ্যে হয় না।—ছেলেটী অশিষ্ট কেমন করে বলি; আমার সঙ্গে কেমন কথা বার্ত্তা কইলে, কিরূপে বিদ্যার পরীক্ষা করেচে তা বল্লে,

আবার যাবার সময় পায়ের ধূলা লয়ে গেল। বিদ্যা না থাকলে বিদ্যার পরীক্ষা লতে পারেনা।

শ্রীনা। বিদ্যার পরীক্ষা "আই মা হরিণের শিং"

প্র, প্রতি। তোমাদের নিন্দা করা স্বভাব; কি মন্দ পরীক্ষা করেচে? —মহাশয়, এক ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে উঠে কত কথা বল্লে তা আমি সকল বুঝ্‌তে পাল্লেম না, কারণ তাতে অনেক সংস্কৃত এবং এংরাজি ছিল।

তৃ, প্রতি। এংরাজি মাতামুণ্ডু বলেচে, তবে একটী সংস্কৃত শ্লোক বলেচে বটে, কিন্তু তা শুনে ব্যাটার মাতায় যে একখান চেয়ার ফেলে মারি নি সে কেবল ভদ্রলোকের বাড়ী বলে। "দানেন ন ক্ষয়ং যাতি স্থৈরত্নং মহাধনং।" ব্যাটা কি শ্লোকই বলেচে।

প্র, প্রতি। ঐ শ্লোকটীই বটে।—কেমন মহাশয়, এটী কি মন্দ বলেচে?

হর। আমার মাতা বলেচে। আবাগের ব্যাটা যদি একটু লেখা পড়া শিকৃত, তা হলে কার সাধ্য এ সম্বন্ধে একটী কথা কয়। তা যাই হক্‌, এমন কুলীন আমি প্রাণ থাকৃতে ত্যাগ কত্তে পারব না। ঈশ্বর তাকে যে মান দিয়েচেন, তা কি লোকে কেড়ে নিতে পারে?

সিদ্ধে। মহাশয়, আপনি পিতৃতুল্য, আপনার সুমুখে আমাদের কথা কইতে ভয় করে; কিন্তু অন্তঃকরণে ক্লেশ পেলে কথা আপনিই বেরিয়ে পড়ে। কুলীন অকুলীনে সমাজের বিভাগ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। পরমেশ্বর জীবকে যে যে শ্রেণীতে বিভাগ করেচেন তাহার পরিবর্ত্তন নাই, এবং সেই সেই শ্রেণী আদি কাল হতে সমভাবে চলে আস্‌চে, এবং অভিন্নরূপে অনন্তকাল পর্য্যন্ত চল্‌বে। মানুষের শ্রেণীতে মানুষেরি জন্ম হচ্চে, হাতীর শ্রেণীতে হাতীই জন্মাচ্চে, ঘোড়ার শ্রেণীতে ঘোড়ারি জন্ম হচ্চে; মনুষ্যের শ্রেণীতে কখন সাপ জন্মায় না, এবং সাপের বংশে কখন মানুষ জন্মায় না। কিন্তু কুলীন অকুলীন সম্ভবপ্রণালী এরূপ নহে। যে সকল সদ্‌গুণের জন্য কতক লোক পূর্ব্বকালে কুলীন বলে গণ্য হয়েছিলেন, তাঁহাদের বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করেচে যে তাহারা ঐ সকল সদ্‌গুণের একটীকেও গ্রহণ করে নাই, বরং অশেষবিধ অগুণের আধার হয়েচে; তাহার এক দেদীপ্যমান দৃষ্টান্তস্থল বদান্য ভূপাল বন্দোপাধ্যায়ের পৌত্র নরাধম নদেরচাঁদ। সদ্‌গুণের অভাব-দোষে কতক লোক সে কালে অকুলীন বলে চিহ্নিত হয়, কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদের বংশে এমত এমত কুলতিলক জন্মেচে যে তাঁহাদের সদ্‌গুণে ভারতভূমি আলোকময় হয়েচে; তাহার এক

মধুর দৃষ্টান্ত-স্থল ললিতমোহন। কৌলীন্য অকৌলীন্য পরমেশ্বরদত্ত নহে। ধর্ম্মের সঙ্গে কৌলীন্য অকৌলীন্যের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। কুলীনে কন্যা দান করলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় না, এবং অকুলীনে কন্যা দান করলে ধর্ম্মের হ্রাস হয় না। বল্লালসেন মহতের সম্মানের জন্য কুলীন-শ্রেণী সংস্থাপন করেন, অসতের পূজা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। তিনি ভ্রমবশতঃ কুলীনবংশজ নিকৃষ্ট নরাধমদিগকে কৌলীন্য-চ্যুত এবং অকুলীন বংশজ মহৎ লোককে কুলীনশ্রেণীস্থ করবের নিয়ম করেন নাই। সেই জন্যই আমাদের দেশে বিবাহসংস্কার এত ঘৃণিত হয়ে উঠেচে, সেই জন্যই কত রূপগুণসম্পন্না বালিকা মূর্খ কুলীনের হাতে পড়ে দুঃখে প্রাণ ত্যাগ কচ্চে, সেই জন্যই আপনার এমন লীলাবতী গণ্ডমূর্খ নদেরচাঁদের হাতে পড়্‌চেন ; স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, বিশেষতঃ আপনার লীলাবতী। নচেৎ লীলাবতী আপনার পায় ধরে কেঁদে বল্‌তেন 'আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো না, একবার আমার মাকে মনে করে আমার মুখ পানে চাও।' নদেরচাঁদ অতিপাষণ্ড, তার সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ শূকরের পায় মুক্ত পরান। কোন মেয়ে তার কাছে বিবাহের সুখ লাভ কত্তে পারে না,—

ভূ, প্রতি। সিদ্ধেশ্বর অতি উত্তম ছেলে, বিবাহ-বিষয়ে যথার্থ কথাই বলেচেন।

হর। সিদ্ধেশ্বর বড় উত্তম ছেলে। যেমন চেহারা তেমনি চরিত্র, তেমনি বিদ্যা জন্মেচে।

ভূ, প্র। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বর আজ্ কাল্ কালেজের চূড়াস্বরূপ।—আপনি নদেরচাঁদ ছেড়ে দিয়ে ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিয়ে দেন। শত জন্ম তপস্যা না করলে ললিতের মত জামাতা পাওয়া যায় না ; ছেলে যার নাম।

হর। তা কি আমি জানি নে, সেই জন্যই ত ললিতকে পুষ্যিপুত্র করচি ; তবে ললিতের গুণ আমি অধিক গ্রহণ করিচি, না আপনারা অধিক গ্রহণ করেচেন। ললিতকে আমার সমুদায় বিষয়ের মালিক করব।

শ্রীনা। ললিতমোহন জ্ঞানবান্‌, সে কি কখন পুষ্যি এঁড়ে হতে সম্মত হবে? যাতে দু দিকে তেরাত্র শ্রাদ্ধ, তা কি কোন বুদ্ধিমানে হতে চায়। আর যার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র স্নেহরস আছে, সে কখন ঔরসজাত মেয়ে থাক্‌তে পুষ্যি এঁড়ে গ্রহণ করে না।

প্র, প্র। তবে পূর্ব্ব-পুরুষের নামগুলিন লুপ্ত হয়ে যাক্।—এক এক জন এক এক শয়।

হর। আমি কারো সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে চাই না, আমি যা ভাল বুঝ্‌ব তাই কর্‌ব।

পণ্ডি। ললিতের সহিত বিবাহ যদ্যপি যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তবে অপর কোন সুপাত্র দেখে লীলাবতীর বিবাহ দেন ; নদেরচাঁদটা নিতান্ত নরপ্রেত।

হর। কিন্তু তার মত কুলীন পৃথিবীতে নাই।—আপনারা বাইরে যান, আমি পণ্ডিত মহাশয়কে একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব।

[হরবিলাস এবং পণ্ডিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পণ্ডি। আমি আপনার কুলের খর্ব্বতা হয় এমন কর্ম্ম কত্তে বল্‌চি নে। জানবাজারে আমি যে পাত্রের কথা নিবেদন করিচি, সে অতি বিদ্বান্ এবং কুলীনও কম নয়।

হর। তাতে একটা দোষ পড়্‌চে,—তার পিতামহ কানাই ছোটঠাকুরের ঘরে মেয়ে দিয়েচে। বিশেষ, আমি কথা দিয়ে এখন অস্বীকার করি কেমন করে। রাজকন্যার সঙ্গে নদেরচাঁদের সম্বন্ধ হয়েছিল, সে সম্বন্ধ আমার অনুরোধে ভেঙ্গে দিয়েচে। আমি তখন অন্যমত করলে আমার কি জাৎ থাকে? আপনি ত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, বিবেচক, বলুন দেখি? এখন আমার আর হাত নাই।

পণ্ডি। বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলে আপনার আরো হাত থাক্‌বে না। আপনাকে প্রস্তাবনাতেই বলা গিয়াছে এ সম্বন্ধে ভগ্নান্তর দেবেন না ; তা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে কোন মতে কুলীন কুমারটী হস্তগত হয়, আপনি আমাদের কথা শুন্‌লেন কেন?

হর। আপনি যথার্থ অনুভব করেচেন। আমার নিতান্ত ইচ্ছে নদের-চাঁদকে জামাই করি। বিশেষ, ভোলানাথ বাবু যখন আমার অনুরোধে রাজার বাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েচেন, তখন আমি কি আর বিয়ে না দিয়ে বাচি। ঘটক বল্লে এখন বিয়ে না দিলে বড় নিন্দে হবে।

পণ্ডি। যদি আপনার অনুরোধে রাজবাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে থাকে তবে আপনার এক্ষণে বিয়ে না দেওয়ায় নিন্দে হতে পারে ; কিন্তু আমি বোধ করি রাজারা ছেলে দেখে পেচিয়েচে ; ভোলানাথ বাবু যে রাজবাড়ীর সম্বন্ধ ত্যাগ করবেন এমত বোধ হয় না।

হর। না মহাশয়, ঘটক আমাকে বিশেষ করে বলেচেন, ভোলানাথ বাবু কেবল আমার অনুরোধে রাজকন্যা পরিত্যাগ করেচেন।

খণ্ডি। সেটা বিশেষ করে জানা কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

হর। বিবাহটা ত্বরায় হয়ে গেলে বাঁচি; সকলেই এক জোট।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। আপনার একখানি চিটি এসেচে।

[লিপি প্রদান করিয়া প্রস্থান।

হর। আমায় কে চিটি পাঠালে—

[লিপি-পাঠ]

"প্রণাম নিবেদনমেতৎ—

আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা তারাসুন্দরী জীবিতা আছেন। চোরেরা কাণপুরে তারাসুন্দরীকে বারবিলাসিনী-পল্লীতে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়; তথায় সেই সময় একজন ক্ষত্রিয় মহাজন বাস করেন; তিনি তারার কোমল বয়স এবং সুন্দরতা দেখিয়া, বৎসলতাপরবশ হইয়া তারাকে ক্রয় করিয়া কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সদ্বংশজাত পাত্রে তারার পরিণয় হইয়াছে। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। পোষ্যপুত্র লওয়া রহিত করুন, ত্বরায় পুত্র, কন্যা উভয়কেই প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

অনুগত জনস্য।"

চারি দিক্ থেকে আমায় পাগল কল্লে। কোন্ ব্যাটা পুষ্যিপুত্র হওয়া রহিত কর্‌বের জন্য হারা মেয়ে পাওয়া গিয়েচে বলে এক চিটি পাঠিয়েচে।—আমি আর ভুলি নে; সে বারে দিল্লীতে তারা আছে একজন সন্ধান দিলে, তার পর কত টাকা ব্যয় করে সেখানে লোক পাঠিয়ে জান্‌লেম, সকলি মিথ্যা।—কি ষড়যন্ত্র হচ্চে, কিছুই বুঝতে পারি না। চিটিখান লুকিয়ে রাখি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—অনাথবন্ধুর মন্দির।

যজ্ঞেশ্বর এবং যোগজীবনের প্রবেশ।

যজ্ঞে। তুমি অকারণ আমাকে এখানে রাখ্‌চেচ, আমি আর তোমার কথা শুন্‌ব না।

যোগ। বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি। তুমি যদি অরবিন্দের সন্ধান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলে দিতে পার, তোমাকে হাজার টাকা পারিতোষিক দেবেন।

যজ্ঞে। আমি জান্‌লে ত বল্‌ব।

যোগ। আমি তোমায় বলে দেব।

যজ্ঞে। কবে বলে দেবে, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে বলায় ফল কি? আর তুমি যদি জানই, নিজে কেন পারিতোষিক লও না? যে কাজে তুমি আপনি যেতে সাহসিক নও, সে কাজে আমাকে পাঠিয়ে কেন বিপদগ্রস্ত কর।

যোগ। আমার টাকার প্রয়োজন কি? আমি ব্রহ্মচারী, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করি, আর বিশ্বাধারের মানসিক পূজায় পরমানন্দ অনুভব করি। আমার অভাবও নাই, ভয়ও নাই,—

> "ধৈর্য্যং যস্য পিতা, ক্ষমা চ জননী, শান্তিশ্চিরং গেহিনী,
> সত্যং সুহৃদয়ং, দয়া চ ভগিনী, ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।
> শয্যা ভূমিতলং, দিশোপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং
> যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো, বদ সখে, কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥"

আমি ভয়হেতু আপনি যেতে অস্বীকার হচ্চি না, আমার না যাওয়ার কোন নিগূঢ় কারণ আছে।

যজ্ঞে। আমিও ত ব্রহ্মচারী।

যোগ। তুমি ব্রহ্মচারী বটে, কিন্তু তুমি নির্জ্জন স্থানে থাকিতে চেষ্টা কচ্চ, সুতরাং তোমার টাকার আবশ্যক।

যজ্ঞে। তুমি যে বলেছিলে একটী নির্জ্জন স্থান বলে দেবে, দিলে না?

যোগ। তুমি ব্যস্ত হও কেন, তোমাকে যা বলি এখন তাই কর, তার পর তোমাকে গোপন স্থান ব'লে দেব।

যজ্ঞে। গোপন স্থানের কথা আগে ব'লে দাও, তার পর তোমার কথা শুনব। কোথায় সে স্থান, কত দূর, কিরূপে থাকতে হবে, সব বল, তার পর তোমার কার্য্যসিদ্ধি করে দিয়ে আমি সেখানে যাব। এ দেশ থেকে যত শীঘ্র যেতে পারি ততই মঙ্গল।

যোগ। কটকের দশ ক্রোশ দক্ষিণে ভুবনেশ্বরের মন্দির আছে; সেই মন্দিরের এক ক্রোশ পশ্চিমে খণ্ডগিরি নামে একটী পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের গায় সন্ন্যাসীদিগের বাসের যোগ্য অনেকগুলি গুহা খোদিত আছে; তার এক গুহাতে গিয়ে বাস কর, লোকে জানা দূরে থাক্, যমে জানতে পারবে না।

যজ্ঞে। যদি বাঘে খেয়ে ফেলে?

যোগ। সেখানে বাঘ ভালুকের বিশেষ ভয় নাই; সেখানে অনেক মহাপুরুষ বাস করেন, তুমি তাঁহাদের সঙ্গে থাকবে।

যজ্ঞে। নিকটে থানাটানা আছে?

যোগ। কিছু না, চারি দিকে নিবিড় জঙ্গল।

যজ্ঞে। সেখান থেকে ঠাকুরবাড়ী কত দূর?

যোগ। প্রায় দশ ক্রোশ।

যজ্ঞে। বেশ্ কথা, আমি সেই খানেই যাব।—এখন বল তোমার কি কত্তে হবে?

যোগ। তুমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে যাও, তাঁকে বিশেষ করে বল, তাঁর অরবিন্দ ত্বরায় আসবেন, পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত করুন; আমার নাম করো না।

যজ্ঞে। যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, কেমন করে জানলে?

যোগ। তুমি বলবে, প্রয়াগে তোমার সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল, আর তোমাকে বলেছেন ত্বরায় বাড়ী আসবেন।

যজ্ঞে। যদি জিজ্ঞাসা করে, কিরূপ চেহারা?

যোগ। বল্‌বে তরুণ তপনের ন্যায় বর্ণ, আকর্ণ-বিশ্রান্ত লোচন, ঘোড়ানুক্‌, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত দীর্ঘ নাসিকা, মস্তকে নিবিড় কুঞ্চিত কেশ, বিশাল ললাট।

যজ্ঞে। এ বয়ে বিশ্বাস কর্‌বে কেন ওরূপ চেহারার অনেক মানুষ আছে; তোমার যদি অল্প বয়সে দাড়ী না পাকৃত, তোমাকে অরবিন্দ বলে গ্রহণ করা যায়।

যোগ। তুমি বল্‌বে, অরবিন্দের স্ত্রীর নাম ক্ষীরোদবাসিনী।

যজ্ঞে। যদি বলে কোথায় আছে?

যোগ। বলো, আপাততঃ জানি নে, ত্বরায় বল্‌ব।

রঘুয়ার প্রবেশ।

রঘু। এ গোঁসাই, বাহারকু[1] যিবাউ[2], মাই কিনিয়া মানে[3] এ ঠারে[4] আউছন্তি; সেমানে[5] চাণ্ডে[6] শিবমুণ্ডে পানী দেই যিবে, তাঁয়িউতারু[7] আপনোমানে নেউটি[8] আসিব।

যজ্ঞে। আমরা ব্রহ্মচারী আমাদের থাকায় দোষ কি?

রঘু। দোষ থিলে[9] কঁড় ন থিলে কঁড়? মতে[10] কহিছন্তি[11] কি সেঠি[12] যেপরি[13] গুটে পুরুষপো ন রহিবে; আপনোমানে গোঁসাই কি ব্রহ্মচারী কি পুরুষ পুরা[14]? গোঁসাই ত গোঁসাই, মরদ কুকুর, মরদ ঝিটিপিটি[15], মরদ পিঁপুড়িটা[16] ঝাড়ি[17] দেবি[18]।

১ বাহিরে
২ যাউন
৩ স্ত্রীলোকেরা
৪ এখানে
৫ তাঁহারা
৬ শীঘ্র
৭ তার পরে
৮ কিরিয়া
৯ থাকিলে
১০ আমাকে
১১ কহিয়াছে
১২ সেখানে
১৩ যেন
১৪ পুরুষত
১৫ টিকটিকি
১৬ পিপীলিকা
১৭ বাহির করিয়া
১৮ দিব

যোগ। এ ধন[১], এপরি কাঁহি কি[২] কহুচু[৩] ? যোগীমানে মাইপোমানাঙ্ক[৪] জননী পরি দেখন্তি[৫], সেমানঙ্ক পাখেরে[৬] কেইনিসি[৭] লাজ নাহি।

রঘু। আপন তো মহাপ্রভু ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, আপনো পুরুত্তমরে[৮] থিলে[৯], আম্ভর[১০] গুটে কথা শুনিবাকু[১১] হেউ,—আম্ভর বাহা[১২] কেত্তো দিনে হেবো কহিবাকু অবধান হেউ, মু আপনোঙ্কর চরণতলুকু পড়ুচি।—(যোগজীবনের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত)—মোর কেহি নাহি, মু বাটে বাটে[১৩] বুলুচি[১৪]।

যজ্ঞে। বাহবা! তোমার কথায় খুব নরম হয়েচে।

রঘু। সে মোর বাপো, সে যেবে কহি দেবে মতে[১৫] গুটে টকি[১৬] মিলিব[১৭]।

যোগ। তু দ্বিকুড়ি টঙ্কা বেনি[১৮] ঘরকু[১৯] যা, বড়চোনার অচ্যুতা গোড়[২০] তা[২১] সুন্দরী ঝিও তোতে[২২] বাহা দেব, মু এই জানে।

রঘু। মহাপ্রভু মু আজ নিশ্চে[২৩] জানিলি।—মাইপোমানা আইলেনি[২৪]।

ক্ষীরোদবাসিনী, শারদাসুন্দরী, লীলাবতী এবং দাসীদ্বয়ের প্রবেশ।

ক্ষীরো। (অনাথবন্ধুর মস্তকে জল প্রদান) হে অনাথবন্ধু, তুমি অনাথিনীর বন্ধু; তোমার মাতায় আমি শীতল জল ঢালিতেছি, আমার প্রাণবল্লভকে এনে দিয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর; আমি ঘৃতকুম্ভ সোণার ষাঁড় দিয়ে তোমার পূজা দেব। হে অনাথিনীবন্ধু, অনাথিনীর প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হয়েচে, আর প্রবোধ মানে না, বিয়োগ হল। পুষ্যিপুত্র লওয়া হলেই আমি এ জন্মের সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার মন্দিরে প্রাণত্যাগ করব, পুষ্যিপুত্র ওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়ীতে আস্‌বেন না; পুষ্যিপুত্র না নিতে নিতে আমার

১ ও বাবা
২ কি জন্য
৩ কহিতেছ
৪ স্ত্রীলোকদিগের
৫ দেখেন
৬ নিকটে
৭ কোন
৮ পুরুষোত্তমে
৯ ছিলেন
১০ আমার
১১ শুনুন
১২ বিবাহ
১৩ পথে পথে
১৪ ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছি
১৫ আমার
১৬ সামিকা
১৭ মিলিবে
১৮ লইয়া
১৯ ঘরেতে
২০ অচ্যুত ঘোষ (পাগ)
২১ তার
২২ তোকে
২৩ নিশ্চয়
২৪ এলেন

প্রাণপতিকে আমায় দাও, আমি অতি কাতরস্বরে তোমায় বলছি, আমার মনস্কামনা সিদ্ধি কর। যে স্বামীর মুখ এক দণ্ডও না দেখ্‌লে চক্ষে জল পড়ে, সেই স্বামীর মুখ আমি আজ দ্বাদশ বৎসর দেখি নি, আমার প্রাণ যে কেমন হচ্চে তা আমার প্রাণই জানে, আর তুমি অন্তর্যামী, তুমিই জান। হে অনাথবন্ধু, আমাকে আর ক্লেশ দিও না, একবার অভাগিনীর প্রতি কটাক্ষ কর, তা হলেই আমার জীবনকান্ত বাড়ী আস্‌বেন। হাত যোড়াই তোমার, অবলার প্রতি সদয় হও।

লীলা। (ব্রহ্মচারীদিগের প্রতি) হ্যাঁগা, আপনারা ত অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন, আমার দাদারে কোথাও দেখেছেন? আমার দাদা দ্বাদশ বৎসর অতীত হল বিবাগী হয়েছেন। হ্যাঁগা তাঁর সঙ্গে কি আপনাদের কখন সাক্ষাৎ হয় নি? ওগো, আমার দাদার বিরহে আমাদের সোণার সংসার ছার খার হয়ে যাচ্চে, আমাদের বউ জীবন্মৃত হয়ে রয়েচেন, আমার বাবা নিরাশ্বাস হয়ে পুষ্যিপুত্র নিচ্চেন। আপনারা যদি দাদার সংবাদ বলে দিতে পারেন, বাবা আপনাদের হাজার টাকা পারিতোষিক দেবেন, আমাদের বউ তাঁর গলার মুক্তার হার দান করবেন।

যজ্ঞে। না মা, আমরা তাঁকে কোথাও দেখি নি; কিন্তু আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি ত্বরায় বাড়ীতে ফিরে আসুন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুষ্যিপুত্র নিতে এত ব্যস্ত হয়েচেন কেন? আর কিছুকাল অপেক্ষা করে পুষ্যিপুত্র লওয়া কর্ত্তব্য।

লীলা। আপনারা যদি বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, তবে তিনি পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কত্তে পারেন; তিনি আমাদের কথা শোনেন না, বলেন, অপেক্ষা কত্তে কত্তে আমার প্রাণ বার্ হয়ে যাবে, তার পর পুষ্যিপুত্রও লওয়া হবে না, পূর্ব্ব পুরুষের নামও থাক্‌বে না।

যজ্ঞে। আচ্ছা মা, আমরা তোমাদের বাড়ী যাব, তোমার পিতাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত করব।

লীলা। আহা! জগদীশ্বর নাকি তা করবেন।

শার। ওগো, পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত হলে দুটী প্রাণ রক্ষা হয়—

লীলা। সই, চল আমরা যাই।

[যজ্ঞেশ্বর এবং যোগজীবন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

যোগ। তুমি যদি কৌশল করে এক মাস রাখ্‌তে পার, নিশ্চয় তুমি পারিতোষিকটী পাবে। তোমাকে আমি একটী দিন স্থির বল্‌ব, সেই দিন তুমি আসবের দিন বল্‌বে, সেই দিনে আসে ভাল, না আসে পোষ্যপুত্র লবেন; এত দিন রয়েচেন আর এক মাস থাক্‌তে পারেন না?

যজ্ঞে। না এলে আমি ত পারিতোষিক পাব না।

যোগ। আস্‌বেই আস্‌বে; না আসে, আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব।

[প্রস্থান।

যজ্ঞে। পাপের ভোগ কত ভুগ্‌তে হবে।—থাকি আর এক মাস, যা থাকে কপালে তাই হবে "যৎ পলায়তি স জীবতি"। বেটা আমাকে ফাঁকি দিচ্চে, কি আমাকে ধরে দেবে, তার কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—ক্ষীরোদবাসিনীর শয়নঘর।

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রবেশ।

ক্ষীরো। জগদীশ্বরের কৃপায় আমার প্রাণকান্ত জীবিত আছেন, আমার প্রাণপতি অবশ্য ফিরে আস্‌বেন, আমাকে রাজ্যেশ্বরী করবেন; আমি কখন নিরাশ হব না, আমি আশার জোরে জীবিতনাথকে বাড়ী নিয়ে আস্‌ব; আমি প্রাণ থাক্‌তে বিধবা হব না (দীর্ঘ নিশ্বাস)—আমার স্বামী বিদেশে চাকুরি কত্তে গিয়েছেন ভাব্‌ব; তিনি নাই—(দীর্ঘ নিশ্বাস) ও মা! আমি মনেও বিশ্বাস কত্তে পারব না; তিনি নাই আমায় যে বল্‌বে, পায় ধরে তার মুখ বন্ধ করব। (দীর্ঘ নিশ্বাস এবং উপবেশন)। বুক ফেটে গেল, প্রাণ যায় হ'ল, আমার প্রাণ প্রাণনাথের উদ্দেশে চল্ল।—আহা! মা যখন বিয়ে দেন, তখন কি তিনি জান্‌তেন তাঁর ক্ষীরোদ এমন যন্ত্রণা ভোগ করবে; যেমন বিয়ে দিতে হয় তেমনি মা ত দিয়েছিলেন,—কি মনের মত স্বামী!

আমার প্রাণপতির মত কারো পতি নয়, তাই বুঝি অভাগিনীর ভাগ্যে সইল না।—সইল না! কেন বল্‌চি, অবশ্য সইবে, আমার প্রাণপতিকে আমি অবশ্য ফিরে পাব।—প্রাণনাথ! কোথায় তুমি! দাসীকে আর ক্লেশ দিও না, বাড়ী এস, দাসীর হৃদয় আসনে উপবেশন কর, আসন পেতে রেখেচি—(বক্ষে দুই হস্ত দান)। প্রাণেশ্বর! আমি জীবন্মৃত হয়ে আছি, আমার শরীর স্পন্দহীন হয়েচে, কেবল আশালতা বেঁধে টেনে নিয়ে ব্যাড়াচ্চি। আমি আজ বার বৎসর চুলে চিরুণি দিই নি, পায়ে আলতা দিই নি, গায় গন্ধতেল মাখি নি, ভাল কাপড় পরি নি; গয়না সব বাক্সয় ছাতা ধরে যাচ্চে। আমার বেশ-ভূষার মধ্যে কেবল দিনান্তে সিঁদূর দেওয়া;—জন্ম জন্ম দেব,—আমি পতিব্রতাধর্ম্ম অবলম্বন করিচি।—কেবল তোমাকে ধ্যান করি, আর প্রত্যহ তোমার খড়ম যোড়াটী বক্ষে ধারণ করি—(বক্ষে খড়ম ধারণ)—প্রাণকান্ত! তোমার খড়ম বক্ষে দিলে আমার বক্ষ শীতল হয়; যে পায় এই খড়ম শোভা করত সেই পা যখন বক্ষে ধারণ করব, তখন ইন্দ্রের শচী অপেক্ষাও সুখী হব। আমার পবিত্র বক্ষ—পরিশুদ্ধ, বিমল, সতীত্ব-মণ্ডিত,—তোমার পা রাখার অযোগ্য নয়—

পবিত্র ত্রিদিবধাম ধরণীমণ্ডলে,
সতীত্ব-ভূষণে নারী বিভূষিতা হলে;
অমরাবতীর শোভা কে দেখিতে চায়,
সতী সাধ্বী সুলোচনা দেখা যদি পায়?
কোথা থাকে পারিজাত পৌলমী-বড়াই
সুরভি-সতীত্ব-শ্বেত-শতদল-ঠাঁই।
নাসিকা মোদিত মন্দারের পরিমলে,
সতীত্ব-সৌরভ যায় হৃদয়-অঞ্চলে;
মলিন বসন-পরা, বিহীনা ভূষণ,
তবু সতী আলো করে দ্বাদশ যোজন,
কেননা সতীত্ব-মণি ভালে বিরাজিত,
কোটি কোটি কহিনুর-প্রভা প্রকাশিত॥
সতেজ-স্বভাব সতী, মলাহীন-মন,
অণুমাত্র অনুতাপ জানে না কখন;
অরণ্যে, অর্ণবে যায়, অচলে, আজ্ঞে

সতশির হয় সরে বিমল-অম্বরে ;
চণ্ডাল, চোয়াড়, চাসা, গোমূর্খ, গোঁয়ার,
পথ ছেড়ে চলে যায় হেরে তেজ তার ;
অপার মহিমা হায়! সতীত্ব-সুজাত,
লম্পট জননী-জ্ঞানে করে প্রণিপাত।
পাঠায় কন্যায় যবে স্বামি-সন্নিধান,
ধন আভরণ কত পিতা করে দান ;
পরমেশ-পিতা-দত্ত সতীত্ব-স্ত্রীধন,
দিয়াছেন দুহিতায় সৃজন যখন ;
বাপের বাড়ীর নিধি, গৌরবের ধন,
বড় সমাদরে রাখে সুলোচনাগণ।
রেখেছি যতনে নিধি হৃদয় ভাণ্ডারে,
এস নাথ! দেখাইব হাঁসিয়ে তোমারে।

লীলাবতী এবং সারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

লীলা। হ্যাঁ বউ, একাটী ঘরে বসে কাঁদচ।

ক্ষীরো। দিদি, কাঁদ্‌বের জন্যে যে আমি জন্মেচি ; আমি যে চিরদুঃখিনী ; আমার জীবন যে রাবণের চিলু হয়েচে ; আমি যে এক দিনে সব অন্ধকার দেখ্‌চি ; আমি যে সোণার থালে খুদের জাউ খাচ্চি ; আমি যে বারাণসীর সাড়ীর আঁচলে সজনের ফুল কুড়িয়ে আন্‌চি ; আমি যে অমৃতসাগরে পিপাসায় মরচি ;—

লীলা। বউ, তুমি কেঁদো না, পরমেশ্বর অবশ্যই আমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইবেন ; তিনি দয়ার সাগর, আমাদের অকূল পাথারে ভাসাবেন না। তুমি চুপ কর, দাদা ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন, আমাদের সব বজায় হবে, তুমি রাজ্যেশ্বরী হবে,—

ক্ষীরো। আহা! লীলার কথাগুলি যেন দৈববাণী।—আমার অভাগা কপালে কি তা হবে, তোমার দাদা বাড়ী আস্‌বেন। সকল দিক্ বজায় কর্‌বেন।

শার। বউ, তুমি নিরাশ্বাস হয়ো না ; বার বৎসর উত্তীর্ণ হয়েচে ; দাদা আর বিদেশে থাক্‌বেন না, ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন। কত লোক ঐরূপ

বিবাগী হয়ে থেকে আবার বাড়ী এসে সংসারধর্ম্ম কচ্চে।—আমার মামাশাশুড়ী গল্প করেচেন, তাঁর বাপের বাড়ী একজনদের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে অজ্ঞাত বাসে ছিল, তার বিয়ে না হতে অজ্ঞাত বাসে গিয়েছিল ; বার বৎসরের পর তার আপনার জনেরা নিরাশ হয়ে তার ছোট ভেয়ের বিয়ে দিয়েছিল ; তের বৎসরের পর সে ছদ্মবেশে বাড়ী এসেছিল ; কিন্তু ছোট ভেয়ের বিবাহ হয়েচে দেখে বাড়ী রইল না।—তার বোন্ তাকে চিন্‌তে পেরেছিল।

ক্ষীরো। শারদা, সে দিন অনাথবন্ধুর মন্দিরে দুজন ব্রহ্মচারী ছিলেন ; তার মধ্যে যিনি ছোট, যিনি একটীও কথা কইলেন না, তিনি ঠিক তোমার দাদার মত, আমি বার বৎসর দেখিনি, তবু আমি ঠিক বলতে পারি, সেই নাক সেই চোক্। তাঁরা সেই মন্দিরে অনেক দিন রয়েচেন।

লীলা। আমি বেশ্ নিরীক্ষণ করে দেখেচি,ঠিক্ আমার বাবার মত নাক চক্।

শার। দাদা হলে অত বড় পাকা দাড়ী হবে কেন ? একেবারে আঁচড়ানো শণের মত ধপ্ ধপ্ কচ্চে,—

ক্ষীরো। আমিও ত সেই সন্দ কচ্চি।—যদি পাকা দাড়ী না হত, তা হলে কি আমি তাঁকে ছেড়ে দিতুম।

লীলা। আমার এখন বোধ হচ্চে দাড়ী কৃত্রিম ; তিনিই আমার দাদা হবেন, বোধ করি ছদ্মবেশে সন্ধান নিচ্চেন আমরা আজো তাঁর আশা করি কি না।—আহা ! প্রাণ থাকতে কি তাঁর আশা আমরা ছাড়্‌তে পারব।—বাবাকে বল্‌ব ?

ক্ষীরো। না লীলা, তা বলিস্ নে। শান্তিপুরের ব্রহ্মচারীর কথা মনে হলে আমার গায় জ্বর আসে ; আমার আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা সইবে না। তোমরা যদি তাঁর দাড়ী মিছে কোন রকমে জান্‌তে পার, তা হলে আমি এখনি ঠাকুরকে বলে পাঠাই।

লীলা। আমি রঘুয়াকে দিয়ে সন্ধান নিচ্চি, তাঁর আসল দাড়ী কি নকল দাড়ী ; তার পর মামাকে বলে তাঁকে বাড়ী নিয়ে আসব।

ক্ষীরো। এ কথা মন্দ নয়।—আমিত পাগল হইচি, আমার আর ঢলাঢলি কি ?

লীলা। বউ, তুমি ভেবো না, আমার মনে ঠিক নিচ্চে তিনি আমার দাদা, তা নইলে বাবার মত অবিকল নাক চক্ হবে কেন ?—আমি গোপনে গোপনে আগে জানি।

ক্ষীরো। আমার নাম করো না।

শার। তোমার নাম করব কেন, আমরা মন্দিরে দেখিচি, আমরাই সব বল্‌চি।

ক্ষীরো। তিনি যদি আমার প্রাণকান্ত হন, তা হলে আমরা চেষ্টা করি আর না করি, তিনি ত্বরায় বাড়ী আসবেন ; বাড়ী আস্‌বের জন্যেই এখানে এসেচেন।—আহা! এমন দিন কি হবে, আমার প্রাণকান্তের চন্দ্রমুখ দেখতে পাব, আমার রাজ্যিপাট বজায় থাক্‌বে।—আহা তিনি বাড়ী এলে কি অমন পোড়াকপালে বিয়ে হতে দেব ; তা হলে কি ঠাকুর আর আমাদের ধম্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বেন ?

শার। নদেরচাঁদ কল্‌কাতায় বাবুয়ানা কত্তে গিছিলেন, কোন্ বাবু তাঁকে এম্‌নি চাবুকে দেচে, রক্ত ফুটে বেরিয়েচে, যেন অস্থুর থামাটি এঁটে রয়েচে ; মাসাস ঠাকুরুণ নিমপাতার জলে ঘা ধুইয়ে দেন আর সেই বাবুকে গাল্ দেন—বাবু বাসায় গিয়ে মরে থাক্‌বে। বল্লেন 'তোর ত আর ঘরের মাগ নয়, গিয়েচেই বা'।

ক্ষীরো। পোড়া কপাল! যার তিন কুলে কেউ নাই, সেই গিয়ে অমন ছেলের হাতে পড়ুক।—দেশে আর ছেলে মিল্ল না,নদেরচাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধকল্লেন।

শার। কিন্তু বউ, সইমা নাই, কাজেই তোমার কাছে আমায় সকল কথা বল্‌তে হয় ; সই প্রতিজ্ঞা করেচেন ললিতমোহনকে বিয়ে কর্‌বেন, ললিতের সঙ্গে বিয়ে হয় ভালই, নইলে উনি আত্মহত্যা কর্‌বেন, স্বয়ং কামদেব এলেও বিয়ে করবেন না,—

ক্ষীরো। ওমা! সে কি কথা, এমন আজগবি প্রতিজ্ঞা ত কখন শুনি নি।—ললিতকে ঠাকুর লালন পালন কচ্চেন, ললিতের বিদ্যার গৌরবে তিনি তাকে আমার প্রাণেশ্বর অপেক্ষাও ভাল বাসেন, তিনি তাকে পুষ্যিপুত্র করবেন, তাকে তাঁর সমুদায় বিষয় দেবেন।—আর সেই বা লীলাকে বিয়ে কর্‌বে কেন? তার অতুল ঐশ্বর্য্য, জমিদারি, এত বড় বাড়ী আগে, না লীলাবতী আগে? তাতে আবার ভোলানাথ চৌধুরী তাঁর বিষয়শুদ্ধ পরমা সুন্দরী কন্যা দান কত্তে চেয়েচেন,—

লীলা। তার মাথায় চুল নাই।

ক্ষীরো। আহা দিদি, চারটী চুলের জন্যে কি বড় মানুষের মেয়ের বিয়ে বন্দ থাক্‌বে?

শার। বউ, তুমি এক বার কর্ত্তা মহাশয়কে ডেকে অনুরোধ কর, সয়ের মনের কথা সব তাঁকে খুলে বল,—

লীলা। আমি রঘুয়াকে ডেকে পাঠাই।

প্রস্থান।

ক্ষীরো। আমি এক বার ছেড়ে দশ বার অনুরোধ কত্তে পারি, কিন্তু কোন ফল হবে না; তেমন কর্ত্তা নন, যা ধরবেন তাই করবেন। পণ্ডিত মহাশয়, মামাশ্বশুর কত বলেচেন, ললিতকে পুষ্যিপুত্র না করে, লীলার সঙ্গে বিয়ে দেন, লীলা মা বাপের বিষয় ভোগ করুক; তা তিনি বলেন, "তা হলে আমার পূর্ব্ব পুরুষের নাম লোপ হয়ে যায়।"

শার। তোমার কাজ তুমি কর, এক বার বলে দেখ, আমিও তোমার সঙ্গে থাক্‌ব।

ক্ষীরো। ললিত যদি না রাজি হয়।

শার। ললিত সইকে যে ভালবাসে, অবশ্যই রাজি হবে।

ক্ষীরো। ললিত কাকে না ভালবাসে, ললিত তোমাকেও ভালবাসে, আমাকেও ভালবাসে, লীলাকেও ভালবাসে, তার স্বভাবই ভালবাসা; তা বলে যে সে এত ঐশ্বর্য্য আর চৌধুরীদের মেয়ে ছেড়ে লীলাকে বিয়ে করবে তা বোধ হয় না।

শার। ললিত পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে বলেচে, আর কারে পুষ্যিপুত্র নিয়ে, তার সঙ্গে লীলার বিয়ে দিলে সে চরিতার্থ হয়।

ক্ষীরো। ললিত বড় কুলীন নয় বলে তিনি যে আপত্তি করেচেন।

শার। এখন আর কুলীন, বংশজ ধরে না; তুমি চল, একবার বলে দেখ, তিনি লীলার মুখ চেয়ে রাজি হলে হতে পারেন।

ক্ষীরো। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর সম্মুখ।

রঘুয়ার প্রবেশ।

রঘু। (গীত "মতে[1] ছাড়ি দে বাট[2] মোহন,
ছাড়ি দেলে জিবি[3] মথুরা-হাট,
মোহন, রাধামোহন,
মাতঙ্ক[4] শপথ পিতাঙ্ক রাণ[5],
নেউটানি[6] দেবি পীরতি দান, মোহন,
বাট ছাড়ি দিও নন্দকহ্নাই[7],
তু মোর ভনজা[8], মু তোর মাই[9], মোহন,
বাট ছাড়ি দিও নন্দকিশোর,
আম্বিল[10] হেউচি[11] গোরস মোর, মোহন।"

মতে কহিলে সানো[12] গোঁসাই মিচ্ছ[13] গোঁসাই, মিচ্ছ দাড়ি করি গোঁসাই সাজুয়ছি। যে পুরস্তমেরে থিলে সে ত বয়সরে[14] সানো, জ্ঞানরে[15] বড়ো; আউটা[16] বয়সরে বড়ো, জ্ঞানরে সানো। সানো বড়ো জ্ঞানরে, বয়সরে কেবে[17] হেই পারে?—সড়া কিপরি[18] গোঁসাই সাজুচি মু দেখিব।

যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ।

যজ্ঞে। ও বাপু, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ী আছেন?—কথা কও না যে, একদৃষ্টে দেখ্‌চ কি বাপু, আমি ব্রহ্মচারী; দ্বারীকে বল আমায় বাড়ীর ভিতর যেতে দেয়।

১ আমায়
২ পথ
৩ যাইব
৪ মায়ের
৫ পিতার দিব্বি
৬ ফিরিয়া আসিয়া
৭ নন্দকানাই
৮ ভাগিনা
৯ মামী
১০ অম্বল
১১ হইয়া যাইতেছে
১২ ছোট
১৩ মিথ্যা
১৪ বয়সে
১৫ জ্ঞানেতে
১৬ অঙ্কটী
১৭ কখন
১৮ কিরূপে

রঘু। দারী[১] তোর মাইপো[২] সড়া মিচ্ছ গোঁসাই, ভণ্ড, চোর, খণ্ট[৩] গোটায়[৪] মুখো[৫] মারি সড়ার নাক চেপ্পা[৬] করি দেবি।—মতে গালি দেলু কাঁই কি ?

যজ্ঞে। না বাপু, তোমারে আমি গাল দিই নাই ; তুমি একজন দ্বারীকে ডেকে দাও।

রঘু। দারী তোর ভোঁড়ি,[৭] সড়া ভণ্ড, অন্ধ, মিচ্ছ গোঁসাই ভেস[৮] করি দারীপাই[৯] বুলুচু[১০]; ভল্লোকঙ্ক[১১] ঘরে তোতে দারী মিলিব ? লম্পট, বেধিপ[১২], পাখ্খরা[১৩], মিচ্ছ গোঁসাই, তোর কপট দাড়ী মু উপাড়ি পকাইবি[১৪]।

[সজোরে যজ্ঞেশ্বরের দাড়ী উৎপাটন।

যজ্ঞে। বাবা রে ! মলুম রে ! সর্ব্বনাশ হল রে ! চিনে ফেলেচে রে !

রঘু। তোর সব দাড়ী মু কাড়ি[১৫] দেবি।

[দাড়ী ধরিয়া সজোরে টানন।

যজ্ঞে। ও বাপু, তোর পায় পড়ি, আমারে ছেড়ে দে ; আমার মিছে দাড়ী নয়, তা হলে রক্ত পড়বে কেন ?

রঘু। কেবে ছাড়ি দেবি ন ; রক্ত পড়লা তো কঁড় হলা ; তু মিচ্ছ গোঁসাই পুরা[১৬]।

যজ্ঞে। তুমি জান্‌লে কেমন করে ?

রঘু। মতে[১৭] কহিছন্তি[১৮]।

যজ্ঞে। এত দিনের পরে মৃত্যু হল।—ও বাপু, তুমি কারো বলো না, তোমারে আমি একটী মোহর দিচ্চি।

[মোহর-দান।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। কি রে ! কি রে ! মারামারি কচ্চিস্ কেন ?

[রঘুয়ার বেগে প্রস্থান।

১ বেশ্যা
২ স্ত্রী
৩ ডাকাত
৪ একটা
৫ কীল
৬ চ্যাপ্টা
৭ ভগিনী
৮ বেশ
৯ ব্রহ্ম
১০ ঘুরে বেড়াইতেছ
১১ ভাল লোকের
১২ জারজ
১৩ বজ্জাত
১৪ ফেলাইব
১৫ উঠাইয়া
১৬ গোসাই বটে ত
১৭ আমায়
১৮ কহিয়াছে

যজ্ঞে। মহাশয়, আমি মন্দ লোক নই, ঐ ব্যাটা উড়ে ম্যাড়া থামকা আমার দাড়ীগুলো টেনে ছিঁড়ে দিলে।

শ্রীনা। রক্তকিঙ্কিনী করে দিয়েচে যে!

যজ্ঞে। মহাশয়, আমার নিষ্পাপ শরীর; আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁর পুত্রের সন্ধান বল্‌তে এসিচি।

শ্রীনা। কি সন্ধান?

যজ্ঞে। তাঁর পুত্র জীবিত আছেন, আগামী পূর্ণিমার দিন বাড়ীতে আস্‌বেন; আমি আর কোন সন্ধান বল্‌তে পার্‌ব না; কিন্তু আমার কথার নির্ভর করে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কত্তে হবে।

শ্রীনা। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—লীলাবতীর পড়িবার ঘর।

ললিতমোহনের প্রবেশ।

ললি। আমার মন এত ব্যাকুল হ'ল কেন? বোধ হচ্চে পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত, অচিরাৎ জগৎ সংসার লয় প্রাপ্ত হবে।—আমার সকলি তিক্ত অনুভব হচ্চে, আমি যেন তিক্ত-সাগরে নিমগ্ন হচ্চি, কিছুই ভাল লাগে না; অধ্যয়ন কত্তে এত ভাল্‌বাসি, অধ্যয়নে নিযুক্ত হ'লে আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, ক্ষুধা পিপাসা থাকে না, এমন বিজনবান্ধব অধ্যয়ন এখন আমার বিষ অপেক্ষাও বিকট বোধ হচ্চে।—উত্তমতায় পরিপূর্ণ বিশ্ব সংসার কি সুখশূন্য হ'ল, না আমি সুখানুভবের ক্ষমতা-বিহীন হলেম? বিশ্বসংসার অপরি-বর্ত্তনীয়; তবে আমি এমন দেখ্‌চি কেন? নীলবর্ণের চস্‌মা চক্ষে দিলে, কি শ্বেত, কি পিঙ্গল, কি নীল, কি পীত, সকলি নীল দৃষ্ট হয়। পৃথিবী যেমন তেমনি আছে, আমার ব্যতিক্রম ঘটেচে; আমার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়েচে,

তাই আমি বিষাদময় দৃষ্টি কচ্চি।—বিষাদের জন্ম হল কেমন করে? আমি মনে মনে বিলক্ষণ জানি, কিন্তু মুখ দিয়ে বল্‌তে আমি আপনার কাছে আপনি লজ্জা পাই।—লীলাবতী—নিস্তব্ধ হলে যে, কে আছে এখানে?—লীলাবতী যখন অধ্যয়ন করে, তার সুন্দর অধর কি অলৌকিক ভঙ্গিমা ধারণ করে;—এই কি আমার বিষাদের কারণ?—লীলাবতীকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসি, যাকে এত ভালবাসি, সে অমন অপদার্থ নরাধমের কর-কবলিত হচ্চে;—এই কি বিষাদের কারণ?—সিদ্ধেশ্বরকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসি, সিদ্ধেশ্বর যদি কুপাত্রী বিবাহ কত্তে বাধিত হয়, তা হলে কি আমি বিষাদিত হই নে? সে বাধ্যতা হতে মুক্ত হয়ে সিদ্ধেশ্বর যদি পরমাসুন্দরী ভার্য্যা লাভ করে, যেমন সে এখন করেচে, তা হলে আমার বিষাদের অপনোদন হয়?—বিষাদের অপনোদন ত হয়ই হয়, আরো অপার আনন্দ জন্মে।—লীলাবতী সম্বন্ধে কি সেইরূপ? বিবেচনা কর নদেরচাঁদ দূরীভূত হয়ে সর্ব্ব-সদ্‌গুণমণ্ডিত একটী নবীন সুপুরুষ লীলাবতীর পাণিগ্রহণ করে, তা হলে কি আমার বিষাদধ্বংসে আনন্দ উদ্ভব হয়?—(দীর্ঘ নিশ্বাস) নিশ্চয় বল, অচেতন হলে যে;—হয়, অবশ্য হয়।—এই বার মন, মনের কথা বল্লে না, গোপন কল্লে।—গোপন কর্‌ব কেন?—তা হলে সে ত সুখে থাক্‌বে।—মন ধরা পড়েচ, আমার উপায় কি হবে?—যে বিষাদ সেই বিষাদ। আমার প্রাণ যায় যাবে, যাকে আমি এত ভালবাসি, সে ত ভাল থাক্‌বে। হক্‌, লীলাবতী অপর কোন সুপাত্রে অর্পিত হক্‌;—না, না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, আমি সম্মিতি দান কত্তে অক্ষম; কিসে সে সুখী থাক্‌বে আর কেউ যত্ন করে জান্‌বে না, অপরের কাছে পাছে সে যা ভালবাসে তা না পায়; আমি তার সুখের জন্যেই তাকে অপরের হস্তে অর্পণ কত্তে বল্‌তে পারি নে। কেউ যেন কখন কামিনীর কোমল মনে ক্লেশ না দেয়।

জানিত না পুরাকালে মহাকবিচয়,
একাধারে এত রূপ বিরাজিত রয়;
তাই তারা বলিয়াছে অজ্ঞান কারণ,—
ব্রজবালা বলে অতি মধুর বচন,
মৈথিলী মেদিনীজয়ী হরিণনয়নে,
বঙ্গ-বিলাসিনী দম্ভে বসায় মদনে,

উৎকল-অঙ্গনা-উরু অনঙ্গ-আলয়,
নিতম্বে তৈলঙ্গী সবে করে পরাজয়,
সজল-জলদ-রুচি কেরলীর চুল,
কর্ণাট-কামিনী-কটি ভুবনে অতুল,
গুর্জ্জরীর অহঙ্কার উরোজ রঞ্জন,
মকরকেতন-কেলি-চারু-নিকেতন ;
লীলায় দেখিত যদি তারা এক বার,
এক স্থানে ব'সে হ'ত রূপের বিচার।
নবাঙ্গী নূতনকান্তি নবীন নলিনী,
অমলিনী, অনঙ্কিত, তোলে নি মালিনী।
সুকোমল ভুজবল্লী, গোলাল-গঠন,
ইচ্ছ করে থাকি বেড়ে হইয়া কঙ্কণ।
সুশ্যামল দোল দোল অলক কুন্তল,
মুখ-পদ্ম-প্রান্তে যেন নাচে অলিদল ;—
চাই না চন্দ্রমা, রবি, নন্দনকানন,
দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন,
লাজশীলা-লীলাবতী চুচুক-চুম্বিত,
মদনদোলের লতা, অলক কুঞ্চিত।
কি দায়! পাগল বুঝি আমি এত দিনে
হলেম অবনী-মাঝে বিলাসিনী বিনে ;
নতুবা আমার কেন অচলিত মন,—
কেবল করিত যাহা সুখে দরশন
লীলাবতী-নিরমল-মনের মাধুরী,
দয়া, মায়া, সরলতা, বিদ্যা, ভূরি ভূরি,—
ভাবে আজ ললনার লাবণ্য মোহন,
বরণের বিভা, নিশানাথ-নিভানন ?
আবার পড়ে যে মনে আপনা আপনি
দারিজ-বরনা-বন-বিহঙ্গের ধ্বনি।
কি করি, কোথায় যাই, কারে বা জানাই,
লীলাময় দেখি সব যে দিকে তাকাই—(চিন্তা)

ললিতের অজ্ঞাতসারে লীলাবতীর প্রবেশ এবং দুই হস্তে ললিতের নয়নাবরণ।

ললি। যে চারুহাসিনী কিশোর-বয়স-কালে,
হায়রে বিজলিছটা চঞ্চল চরণে,
বেড়াইত কত সুখে সরোবর-তীরে,
হাত ধরাধরি করি বলিতে বলিতে
মধু-মাখা ছাই পাঁশ সুমধুর-তারে,
"আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে—"
"ও পারে রে জন্তি গাছ জন্তি বড় কলে,—"
বিমোহিত হ'ত যাতে শ্রবণ-বিবর,
যেমতি সুন্দর বনে বিহগের গান
বিরহীর কাণ তোষে, যবে সে শরতে
কলিকাতা হতে যায় পূজার সময়
তরণী বাহিয়া বাড়ী, ধরিলে হৃদয়ে
হৃদয়-গগন-শশী নবীনা রমণী ;—
সেই সুলোচনা আজ, আলোচনা করি,
ধরেচেন আঁখি মম, দেখাতে আঁধার,
আবরিত যাতে আমি হব অচিরাৎ।

লীলা। (ললিতের নয়ন হইতে হস্ত অপসৃত করিয়া)
অগোচরে ধীরে ধীরে ধরেচি নয়ন,
কেমনে জানিলে তুমি আমি কোন্ জন ?

ললি। যে নীল-নলিনী-নিভ নয়ন বিশাল,—
প্রাশান্ত সুপ্রভা যার শীতলতা সনে
প্রদানে আনন্দ চক্ষে, হৃদয়ে পুলক,
কাদম্বিনী-অঙ্গ-শোভা-ইন্দ্রধনু-জাত
সুকুমার শান্ত বিভা যেমতি শরতে,—
জাগরণে ধ্যান মম, ঘুমালে স্বপন,
মরিব মনের সুখে দেখিতে দেখিতে,
মলেও দেখিতে পাব দেহান্তর হয়ে,

সে আঁখি কি পড়ে ঢাকা, ঢাকিলে নয়ন ?
যে কর ধরিয়ে করে ছেলেখেলা-কালে
তালি দিয়ে করতলে মুড়িতাম ত্বরা
অঙ্গুলী-চম্পকাবলী কোমলতাময়,—
বিরাজিত যার শেষে—ঠিক শেষে নয়—
ডোবো ডোবো মনোহর নখরনিকর,
সুন্দর সিন্দুরে মাজা যেন রতি-কোটি,—
দলে দিলে তার পরে মিছে মন্ত্র বলে
অম্বুজ-মঞ্জরী মুটি মনোলোভা-শোভা,
মোচন করিত তাহা সহাসে কিশোরী,
দেখিত দেখাত শ্বেতাকার করতল—
অলিরাজ ছেড়ে দিলে জলজ যেমতি,
বলিতে বলিতে বন-বিহঙ্গের রবে,
আনন্দ-কাতরে আর মিছে ভারি মুখে,
"ওগো মা, কি হল, মরা মানুষের মত
হয়েচে আমার হাত, নাহি রক্তবিন্দু";
এমন পাষণ্ড আমি, এত অচেতন,
পারি নে কি অনুভব করিতে সহজে
নিরমল পরশনে সে কর-নলিনী,
নয়নযুগল মম আবরিত বলে ?
যে অঙ্গনা-অঙ্গজাত-পরিমলকণা
শৈশব সময় হতে বাড়িতে বাড়িতে
মোদিত করেচে মম নাশিকার দ্বার—
পারিজাত-গন্ধ যথা পুরন্দর-নাসা,—
সৌরভে ধরিতে তায় লাগে কি সময় ?
শৈবাল যতনে যদি বিকচ পঙ্কজে
আবরণ করে রাখে,—কৃপণ যেমন
গোপন করিয়া রাখে সভয়-হৃদয়ে
কাঞ্চন রতন তার, ছোঁব না, দেব না,
অথবা যেমন সন্দেহ-সন্তপ্ত পতি

চাবি দিয়ে রাখে ভয়ে হৃদি-কমলিনী,—
পরিমলে বলে দেয় তখনি অমনি
"এই যে রয়েচে ফুটে কুলকুলেশ্বরী"।

লীলা। কেমন কেমন তুমি হয়েচ ক দিন,
বিরস রসনা, হাস্যমুখ হাসিহীন।
কি ভাবনা, মাতা খাও বল না আমায়,
কি হয়েচে সত্য বল, পড়ি তব পায়।

লীলা। কেমন কেমন মন বিনোদ-বিহীন,
বাসনা—বিদেশে যাই হয়ে উদাসীন।
ভাবনা-আতপ-তাপে হৃদি-সরোবর
দিন দিন রসহীন, ক্ষীণ-কলেবর—
শুকাইল কুবলয়-প্রণয়-সরল,
শুকাইল অধ্যয়ন-বিকচ-কমল,
দেশ-অনুরাগ-কুন্দ পুড়ে হল খাক,
মরে গেল দীনে-দান-সুসুনীর-শাক,
পুড়িয়াছে পরিণয়-পুণ্ডরীক-কলি,
উড়িয়াছে যত আশা-মরালমণ্ডলী।
কি করি, কোথায় যাই, কারে বলি মন,
হারায়েছি যেন চির যতনের ধন।
দূরিতে অভাব মোর কুবের ভিখারী,
কি হবে আমার তবে ছার জমিদারী?
সার কথা, লীলাবতী,—কি মধুর নাম;
বিরাজিত যাতে কোটি ধনেশের ধাম,—
বলি আজ বামাঙ্গিনি, কম্পিত-হৃদয়ে,
শোন তন্বি, স্নেহময়ি, একমন হয়ে,—

লীলা। বলিতে বলিতে কেন চাপিলে বচন,
সজল হইল কেন উজ্জ্বল নয়ন?
সুখের সাগরে তুমি দিতেছ সাঁতার,
ধন জন অগণন সকলি তোমার;

ভোলানাথ বাবু তায় করেছেন পণ
তোমায় দেবেন দান দুহিতা-রতন,
সুন্দরী, সুবর্ণমুখী, সরোজনয়নী,
বিভবশালিনী, ধনী, চম্পকবরণী ;
এত সুখে দুঃখী তুমি, অতি চমৎকার!
অবশ্য নিগূঢ় আছে কারণ ইহার ;
সঙ্গিনীরে বলিবার যোগ্য যদি হয়,
বিবরণ বল, করি বিনতি বিনয়।

ললি। নিরাশ-অগস্ত্য মুখ করিয়া ব্যাদান,
সুখের সাগর সব করিয়াছে পান,
এবে পড়িয়াছি বিষ বিষাদের হাতে,
পড়িয়াছে ছাই মম ভোজনের ভাতে।

লীলা। কি আশা পুষিয়েছিলে করিয়ে যতন,
কেমনে কাহার দ্বারা হইল নিধন,
বিশেষ করিয়ে বল মম সন্নিধান,
সুসার করিব তাতে, যায় যাবে প্রাণ।
মাতা খাও, কথা কও, কেঁদ নাকো আর,
দেখিচ কি একদৃষ্টে বদনে আমার।
হেরে নয়নের ভাব, অনুভব হয়,
আজ্‌কে নূতন যেন হল পরিচয়।

ললি। দেখ লীলা, লীলাখেলা নিখিল জগতে
এত দিন পরে বুঝি ফুরাইল মোর ;
নিতান্ত করেচি পণ—পণের সময়
কে কোথায় ভেবে থাকে বিফলের কথা ?—
পরিণয়-সুখাসনে বসিয়ে আনন্দে,
মনের উল্লাসে সুখে, করিব গ্রহণ
তোমার পবিত্র পাণি—বীণাপাণি-পাণি
বিনিন্দিত যায় কোমলতা সুগঠনে ;
পণ রক্ষা নাহি হয়, ত্যজিব জীবন,
অথবা হইব যোগী করিব সম্বল

বাঘছাল, অক্ষমালা, বিভূতি, কপাল,
করঙ্ক, আষাঢ় দণ্ড, জটা বিলম্বিত,
সুশীলা লীলার লীলা, মুদিত-নয়নে,
নির্জ্জনে করিব ধ্যান শিখরিশিখরে—
চন্দ্রশেখর যেমতি শিখরি-নন্দিনী
আনন্দ-বিহ্বলে ভাবে ভূধর-চূড়ায়।
ভোলানাথবাবু-বালা,—সৌন্দর্য্যের কথা
বলিলে যাহার তুমি মম সন্নিধান,—
হয়েছে আমার চক্ষে বাঁশের অঙ্গার,
যে দিন হইতে তুমি—শুভদিন আহা!
জাগরূক আছে মম হৃদয়ের মাঝে,—
পবিত্র-বদনী, যোগ-ভঙ্গিনী-রূপিণী,
দেবীরূপে দিলে আলো মদীয় লোচনে;
কমলিনী, সৌদামিনী, শারদকৌমুদী,
সীমন্তে সিন্দুর-শোভা উষা মনোহরা,
পরিমল আমোদিত মলয় পবন,
কি আছে সুন্দর এই নশ্বর ভুবনে
উপমা তোমার সনে,—নিরুপমা বালা,—
দিতে পারি সুসঙ্গত? তোমার বিহনে
স্বর্গ উপসর্গ-বোধ, অবনী নিরয়।
তোমার পিতার কাছে জন্মের মতন
হয়েচি বিদায় আমি এই কতক্ষণ;
তোমার মানস জেনে করিব বিধান
স্বর্গের সোপান কিংবা বিকট শ্মশান।

লীলা। তাই বুঝি আজ্ তুমি, হয়ে অনুকূল,
ক্ষমা করিয়াছ মম সরমের ভুল?
লজ্জাশীলা সুশীলা সুমতি সুলোচনা
কখন করে না হেন হীন বিবেচনা—
সদাচার পরিহরি, লাজ সংহারিয়ে,
ধরিবে পুরুষ-আঁখি দুই হাত দিয়ে;

আমি আজ্ মাজ খেয়ে হয়ে অচেতন,
ধরিয়াছি দুই করে তোমার নয়ন ;
তুমি কিন্তু দয়া করে ক্ষমিলে আমায়,
বাঁচিলাম আজ্কের লাঞ্ছনার দায়।
অপর সময় হ'লে এই আচরণ,
আরক্ত করিতে তব বিপুল লোচন,
কত উপদেশ দিতে মধুর বচনে,
ব্যাকুল হতেম ভয়ে অনুতপ্ত মনে।
করিতে বাসনা যার জীবনের ভাগী,
তার দোষ নিতে দোষ ভাবে অনুরাগী।

ললি। স্বামীর নয়ন যদি কৌতূকে কামিনী
আবরিত করে দিয়ে পাণি-পঙ্কজিনী,
সরম-সংহার তাহে নহে গণনিত,
প্রত্যুত প্রণয়ভাব হয় প্রকাশিত।
আশার সোপানে স্বর্গে হয়ে উপনীত
করিতেছিলেম পূজা, প্রণয় সহিত,
মন-মন্দিরের দেবী, জীবাতু আমার,
ধরেছিল স্বর্গ মর্ত্ত পবিত্র আকার ;
তাই তামরস-মুখি, পবিত্র প্রসূন,
নির্দ্দোষ লীলার দোষ হয়েছিল গুণ।
ভাল ভাল আমি যেন আশার কারন,
সুসঙ্গত ভাবিলাম তব আচরণ,
কি ব'লে সুমতি, তুমি বিশুদ্ধ-স্বভাব
জেনে শুনে প্রকাশিলে সরম-অভাব ?

লীলা। মনে মনে মন যাঁরে অর্পিয়াছে মন,
সংসারে সম্বল যাঁর নির্ম্মল চরণ,
রয়েচে জীবন যাঁর জীবনে জীবন,
জীবন-সঞ্চারে যাঁরে প্রিয় দরশন,
যাঁহার গলায়, মানসিক স্বয়ম্বরে,
দিয়েচি প্রণয়মালা পবিত্র-অন্তরে ;

তাঁহারে বলিতে স্বামী যদি নাহি পাই,
কিছুমাত্র প্রয়োজন পৃথিবীতে নাই,
পবিত্র-প্রণয়-মৃত-দেহের সহিত
সহমরণেতে যাব হয়ে হরষিত ;
এমন আরাধ্য দেব, সংসারের সার,
ধরিতে তাঁহার আঁখি কি লাজ আমার ?

ললি। পীরিতের রীতি এই স্বভাবে ঘটায়,
প্রতিদানে ভালবাসা ভালবাসা পায়।
যদি না তোমার মন হইত এমন,
আমি কেন হব বল এত উচাটন ?
মনে মনে মন মম জেনেছিল মন,
তাই এত করিয়াছে তব আরাধন।
সার্থক জীবন আজ্ মানস সফল,
পতিত জলস্তানলে জল সুশীতল ;
যথায় যেমনে থাকি ভাবি নেকো আর,
তুমি ত আমায় প্রিয়ে, বলিবে "আমার";
রণে যাই, বনে যাই, সাগরে, ভূধরে,
সদা সুখে রব আমি ভাবিয়ে অন্তরে—
প্রাণ যারে ভালবাসে পরম যতনে,
সে ভালবেসেচে ফিরে নিরমল-মনে।
অশুভ ঐশ্বর্য্য এবে এরূপে এড়াই,
বাড়ী ছেড়ে কিছু দিন দেশান্তরে যাই,—

লীলা। তা আমি দেব না যেতে থাকিতে জীবন,
বাঁচিব না এক দণ্ড বিনা দরশন,
আমার কেহই নাই—(ললিতের হস্ত ধরিয়া রোদন)

ললি। কাঁদ কেন আদরিণি, আনন্দ-আননি,
আমি যে ভুজঙ্গ, তুমি ভুজঙ্গের মণি,
তোমায় ছাড়িয়ে আমি যাইব কোথায় ?
রতন ছাড়িয়ে কবে দরিদ্র পালায় ?

তবে কি না বিড়ম্বনা বিধির বিধানে,
কৌলীন্য-কণ্টক সুখ-স্বর্গের সোপানে;
কিছু দিন, কম্বুকণ্ঠি, যাই অন্য স্থানে,
কাটিব কৌলীন্য-কাঁটা কৌশল-কৃপাণে।
পোষ্য পুত্র লইবার হইয়াছে দিন,
এখন আমার পক্ষে বিধেয় বিপিন;
আমি গেলে অন্য ছেলে পোষ্য পুত্র লবে,
আধা বাধা কাজে কাজে দুরীভূত হবে;
তার পরে সুসময়ে হব অধিষ্ঠান,
স্নেহবশে লীলাবতী করিবেন দান,—

লীলা। দানের অপেক্ষা নাথ, আছে কোথা আর,
বরণ করিচি আমি চরণ তোমার,
দাসী হয়ে পদতলে রব অবিরত,
যথা যাবে তথা যাব জানকীর মত।
ছেড়ে যাও, খাব বিষ, ত্যজিব জীবন,
এই হল শেষ দেখা জন্মের মতন।

ললি। বালাই বালাই লীলা, সুশীলা সুন্দরী,
নীরজ-নয়নে নীর নিরখিয়ে মরি।
প্রাণ যায়, অনুপায়, বিদায় না দিলে,
বিপদে পতিত, কান্তা, কি হবে কাঁদিলে?
কিছু দিন থাক প্রিয়ে, ধৈর্য্য ধরে মনে,
ত্বরায় আসিব আমি তোমার সদনে।
জানিবে না কেহ আমি কোথায় রহিব,
তোমার কুশল কিন্তু সতত দেখিব,
বিপদ-সূচনা যদি তব কিছু হয়,
তখনি দেখিবে আমি হইব উদয়।

লীলা। বিপদের বাকি নাথ, কোথা আছে আর,—
বেঁচে আছি মুখচন্দ্র হেরিয়ে তোমার;—
পিতার প্রতিজ্ঞা মোরে দিতে বলিদান,
নিষ্কাশিত করেছেন কুপাত্র-কৃপাণ;

যে দিকে তাকাই আমি হেরি শূন্যময়,
ভয়েতে কম্পিত অঙ্গ, ব্যাকুল হৃদয় ;
কেবল সহায় তুমি স্বামী সুপণ্ডিত,
ফেলে যাবে একাকিনী, এই কি উচিত ?

ললি। সাধে কি তোমায় লীলা ছেড়ে যেতে চাই,
বিধাতা পাঠালে বনে কারো হাত নাই,
স্থানান্তরে যেতে চাই তোমার কারণে,
ব্যাঘাত ঘটিতে পারে থাকিলে ভবনে।

লীলা। যা থাকে কপালে তাই ঘটিবে আমার,
জীবন আমার বই নহে কারো আর,
কাছে থেকে কর কান্ত, উপায় সন্ধান,
নয়নের বার হ'লে বাঁচিবে না প্রাণ,—

(নেপথ্যে। ললিতমোহন—ললিত—)

ললি। এখন নয়ন তারা, বাহিরেতে যাই,
যা তুমি বলিবে, আমি করিব তাহাই।

লীলা। বস বস প্রাণনাথ, হৃদয়মোহন,
বলিব অনেক কথা করিচি মনন,—

ললি। কি বলিবে বল প্রিয়ে, কাঁদ কি কারণ,
তুমি মম প্রাণকান্তা, হৃদয়ের ধন ;
না ব'লে তোমায় আমি যাব না কোথায়,
রহিলাম দিবানিশি তোমার সহায়,—

লীলা। কেন প্রাণ কাঁদে, কান্ত, কহিব কেমনে,
আপনি ভাবনা আসি আবির্ভাব মনে,—

ললি। অবলা সরলা বালা, নাহিক উপায়,
দয়ার পয়োধি দিন দেবেন তোমায়,—

(নেপথ্যে। ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর বাবু এসেচেন,—)

ঈশ্বর-চিন্তায় কর ভাবনা-সংহার,
আসি লীলা ; সিদ্ধেশ্বর এসেচে আমার।

[প্রস্থান।

লীলা। আহা! দুই জনে কি বন্ধুত্ব; ললিত সিদ্ধেশ্বরকে যত ভালবাসে, পৃথিবীর মধ্যে কেউ কাহাকে এত ভালবাসে না; সিদ্ধেশ্বরই কি ললিতকে কম ভালবাসে, ললিতের জন্য সিদ্ধেশ্বর সর্ব্বস্বান্ত কত্তে পারে, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। ললিত সিদ্ধেশ্বরকে যত ভালবাসে, সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রীকে তা অপেক্ষা ভালবাসে; সিদ্ধেশ্বরের মনের মত স্ত্রী বলে ললিতের যে আনন্দ হয়েছে, লোকের রাজত্ব পেলে এত আনন্দ হয় না;—ললিত প্রথম বারে সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে দুদিন থেকে যখন আসে, রাজলক্ষ্মী কাঁদতে লাগল—ললিত এই গল্প করে আর আনন্দে মুখ প্রফুল্ল হয়, বাষ্পবারি নয়ন আচ্ছাদিত করে; আবার ললিত হাস্‌তে হাস্‌তে বলে “আমি যাকে দেখে দিয়েচি, সে কি কখন মন্দ হয়”। আমাকেও সিদ্ধেশ্বর খুব ভালবাসে,—আমি কি ললিতের স্ত্রী? (দীর্ঘ নিশ্বাস)

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা।

হরবিলাস এবং পণ্ডিতের প্রবেশ।

হর। কোথায় গেচেন তা বল্‌ব কেমন করে?

পণ্ডি। সিদ্ধেশ্বর বাবু কোন সন্ধান বল্‌তে পার্‌লেন না?

হর। সিদ্ধেশ্বরের সাক্ষাতে বলে গিয়েছিল আগরায় থাকবে, সেখানকার আদালতে ওকালতি করবে; তা আগরা হতে লোক ফিরে এসে বল্লে, ললিত সে খানে যায় নাই।

পণ্ডি। এখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন?

হর। অস্থিত পঙ্কে পড়িচি, কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চি নে;—ললিত আমায় পরিত্যাগ করে যাবে আমি স্বপ্নেও জানি নে; ললিতকে আমি পুত্র অপেক্ষা ভালবাসি; ললিতের অনুরোধে কত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিচি;—গ্রামের ভিতর দীক্ষা হওয়া উঠিয়ে দিইচি, এঁটোর বাচবিচার তাদৃশ করি নে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে এক হুঁকায় তামাক খায় দেখেও দেখি নে। ললিতকে যদি আমি পোষ্যপুত্র কত্তে পারি, আমার অরবিন্দের শোক নিবারণ হয়।

পণ্ডি। আপনাকেও ললিত প্রগাঢ় ভক্তি করে; তাহার মতের বিরুদ্ধ কাজ হলেও, আপনি যাহা বলেচেন, ললিত তৎক্ষণাৎ তাহা করেচে।

হর। ললিতের ভক্তির পরিসীমা নাই,—

পণ্ডি। ললিত আপনাকে কোন দিন গোপনে কিছু বলেছিল?

হর। এমন কি, কিছুই না।—এক দিন আমাকে নির্জ্জনে বল্লেন "নদেরচাঁদের সহিত লীলাবতীর কখনই বিবাহ দেওয়া হবে না," আর বল্লেন "লীলাবতীর যদি নদেরচাঁদের সহিত বিবাহ হয়, তা হ'লে আমি প্রাণত্যাগ করব"; আমি স্নেহবশতঃ বল্‌চে বলে সে কথার বিশেষ উত্তর দিলেম না, কেবল বল্লেম, আমি যখন কথা দিইচি তখন অবশ্যই বিবাহ দিতে হবে।

পণ্ডি। ললিত, বোধ করি, মনন করে গিয়েছিল আপনাকে বল্‌বে, সে স্বয়ং লীলাবতীকে বিবাহ কত্তে বাসনা করে; তা লজ্জায় বল্‌তে পারি নি।

হর। আপনি যে দিন থেকে বলেচেন, আমি সে আভাস বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পাচ্চি; কিন্তু তাহা ঘটবার নয়, আমি অমন শ্রেষ্ঠতম কুলীনকুমার হাতে পেয়ে ছাড়্‌তে পারি নে; বিশেষ, কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গিয়েচে।—ললিতের প্রতি আমার কি এতে কিছু অনাদর হচ্চে?—বিন্দুমাত্র না! ললিতকে পুত্র কত্তে প্রস্তুত, তাতে আবার ভোলানাথ বাবু কন্যা দান কত্তে চেয়েচেন; সে মেয়েও পরমা সুন্দরী, সেও পণ্ডিতের কাছে লেখাপড়া শিখ্‌চে,—

পণ্ডি। ভোলানাথ বাবু গৃহে প্রত্যাগমন করেচেন?

হর। করেচেন।—ভোলানাথ বাবু এ সম্বন্ধে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েচেন; নদেরচাঁদকে তিনি অতিশয় ভালবাসেন; নদেরচাঁদের মোকদ্দমায় দু হাজার টাকা দিয়ে পাল সাহেবকে এনে দিয়েচেন।

পণ্ডি। মোকদ্দমা শেষ হয়েচে?

হর। তার আর শেষ হবে কি? বড় মানুষের নামে কি কেউ মোকদ্দমা করে উঠ্‌তে পারে?

পণ্ডি। এমন মোকদ্দমা যার নামে, তাকে আপনি কন্যাদান কত্তে কি প্রকারে সম্মত হচ্চেন?

হর। বড় মানুষের নামে মোকদ্দমা হবে না ত কি আপনার নামে মোকদ্দমা হবে? ও সকল বড় মানুষের লক্ষণ।

পণ্ডি। যদি নদেরচাঁদের মেয়াদ হয়, তা হলেও কি তাকে কন্যা দান কর্‌বেন?

হর। কুলীনের ছেলের কখন মেয়াদ হয়? ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুলে কখন কলঙ্ক হতে পারে?

পণ্ডি। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার বিচার অগ্রে করিবার আবশ্যকতা নাই।—ব্রহ্মচারী এসেছিলেন?

হর। সেটা ভণ্ড, কি বলে কি হয়, অকারণ আমাকে এক মাস নিরস্ত করে রাখ্‌লে; এই বিলম্বের জন্যেই ললিত হাতছাড়া হল।—শুভকর্ম্মে বিলম্ব কত্তে নাই।—আর এক মাস থাকতে বল্‌চে। আমি বলে দিইচি, ভণ্ড রাটাকে আর বাড়ীতে না আস্‌তে দেয়।

পণ্ডি। একণে কাজে কাজেই নিরস্ত হতে হবে।

হর। কেন?

পণ্ডি। ললিতের সন্ধান অদ্যাপি পাওয়া গেল না; আর আমার বোধ হয়, পোষ্যপুত্রের গোলযোগ শেষ না হলেও তার সন্ধান পাওয়া যাবে না।

হর। আমি মনস্থ করিচি, আর একটী বালককে পোষ্যপুত্র কর্‌ব; ললিতের কোন মতে ইচ্ছা নয়, আমার পোষ্যপুত্র হয়।

পণ্ডি। তার পর ললিতের সহিত লীলার বিবাহ দেবেন?

হর। তা আপনারা জানেন। আমি পোষ্যপুত্রটী লওয়া হলে জন্মের মত আমার জন্মস্থান কাশীতে গিয়ে বাস কর্‌ব; তার পর আপনারা যা খুসি তাই কর্‌বেন; ললিতের সঙ্গে লীলার বিবাহ দিয়ে কুলক্ষয় করে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন, তাই কর্‌বেন,—ললিতের অনুরোধে সহস্র অধর্ম্ম করিচি, না হয় আর একটা হবে,—

পণ্ডি। বংশজে দুহিতা প্রদান কল্লে অধর্ম্ম ঘটে না।

হর। ঘটে কি না ঘটে, তা আমার জান্‌বের অধিকার নাই; কারণ, আমি সংসার ত্যাগ করা কল্পনা করিচি।

একজন দাসীর প্রবেশ।

দাসী। পণ্ডিত মশাইকে বাড়ীর ভিতর ডাক্‌চে।

হর। লীলা কেমন আছে রে?

দাসী। তাঁর বড় গার জ্বালা হয়েচে।

[প্রস্থান।

পণ্ডি। লীলা কি অসুস্থ হয়েচেন?

হর। গত কল্য সিদ্ধেশ্বরের একখানি লিপি পড়্‌তে পড়্‌তে সর্ব্বাঙ্গঘর্ম্ম হয়ে, অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন; সেই অবধি গা গরম হয়েচে, আর অতিশয় ক্ষীণ হয়েচেন।

পণ্ডি। আমি একবার দেখে আসি।

হর। আসুন।—অপর ছেলে পোষ্যপুত্র নিতে হ'লে, ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ ঘটতে পারে, এ কথাটা ব্যক্ত করবেন না; কারণ, তা

হলে ললিত এর মধ্যে বাড়ী আস্‌বে না।—ললিত যদি এখন বাড়ী আসে, আমি তাকে কোলে ক'রে গলা ধরে কেঁদে পোষ্যপুত্র কত্তে পারি।

পণ্ডি। এই ব্যাপার আশঙ্কা করেই ত ললিত স্থানান্তরিত হয়েচে।

[প্রস্থান।

হর। আহা! এত আশা সব বিফল হ'ল।—ললিতকে পোষ্যপুত্র করার আর কোন উপায় দেখি নে।—এত দিন পরে কুলক্ষয়টা হবে?—কুলীনের ঘরে এমন কুপাত্র কখন দেখি নি।—দেক্‌ ব্যাটাকে জেলে পূরে।—কোথায় বাড়্‌ব না কমে চল্লেম।—যে কাল পড়েচে, আর বাড়া আর কমা।—যায় যাবে কুল, আমার লীলা ত পরম সুখী হবে, ললিত ত আমার যে স্নেহের পাত্র সেই স্নেহের পাত্র থাক্‌বে।—তবে ললিতের আশা ছাড়্‌তে হ'ল।—নদেরচাঁদ কুপাত্র বিবেচনা হয়, লীলার বিবাহ অন্য সুপাত্রের সহিত দেওয়া যাবে; ললিত যদি আসে, তাকে আমি পোষ্যপুত্র করব, কখনই ছাড়্‌ব না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

লীলাবতীর শয়নঘর—পর্য্যঙ্কোপরি লীলাবতী সুষুপ্তা।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। ঘুম এয়েচে, বাঁচলেম, বাতাস্‌ দিতে দিতে হাতে কড়া পড়েচে।

[প্রস্থান।

লীলা। ও মা! প্রাণ যায়; আমার প্রাণের গাত্রদাহ হয়েচে, তার গায় কেউ বাতাস দিতে পারে না।

কোথায় প্রাণের পতি ললিতমোহন,
দেখ আসি অস্তমিত লীলার জীবন;
ব'লেছিলে বিপদেতে হবে অধিষ্ঠান,
কই নাথ, কই এসে বাঁচাইতে প্রাণ?

মরে যাই, ক্ষতি নাই, এই খেদ মনে,—
পতির পবিত্রমুখ এ'ল না নয়নে।
কি দোষ করেচে লীলা, এত বিড়ম্বনা,
প্রাণকান্তে একবার দেখিতে পাব না?
ভুলে কি আছেন পতি হইয়ে নির্দ্দয়?
আমার হৃদয়নাথ তেমন ত নয়;
লীলাময় প্রাণ তাঁর, স্নেহের ভাণ্ডার,
ভুলে কি থাকেন তিনি ভার্য্যা আপনার?
প্রাণ যায়, ভেবে মরি, মনে কত গায়,
নাথের অশুভ কিছু হয়েচে তথায়।
কারে বলি, কে রাখিবে আমার মিনতি,
আপনি যাইব চলে যথা প্রাণপতি,—

[সজোরে গাত্রোত্থান।

ওমা! মাতা ঘোরে কেন! মলেম যে, পিপাসা হয়েচে।—ও ঝি, ঝি, হেথা আয় রে—

[শয়ন।

শ্রীনাথ, পণ্ডিত এবং দাসীর প্রবেশ।

পণ্ডি। লীলাবতি, কেমন আছ?
লীলা। ভাল।
পণ্ডি। (শ্রীনাথের প্রতি) ললিতের কোন সংবাদ এসেচে?
শ্রীনা। না।
পণ্ডি। সিদ্ধেশ্বর বাবু লীলাবতীকে কি লিপি লিখেচেন, দেখি।
দাসী। বালিশের নীচেয় আছে।
শ্রীনা। আমি দিচ্চি।

[লিপিদান।

পণ্ডি। এ চিটি কাল এসেচে?
শ্রীনা। হাঁ, কালই বটে।

পণ্ডি। (লিপি-পাঠ)

"প্রিয় ভগিনি লীলাবতী,

আপনার পত্রপাঠে জানিলাম ললিতমোহন আপনাকেও কোন লিপি লেখেন নাই। তাঁর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রার পর কেবল্ পাটনা হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে প্রকাশ তিনি ত্বরায় আগরায় গমন করিবেন এবং আগরায় পৌছিয়া আমাকে সংবাদ লিখিবেন ; সে সংবাদ আসার সময় উত্তীর্ণ, তজ্জন্য আমি অতিশয় চিন্তাযুক্ত। বোধ করি তাঁর লিপিগুলিন ডাকঘরে গোলমাল হইয়া থাকিবে। আমি অদ্য রাত্রে মেলট্রেনে ললিতমোহনের অনুসন্ধানে গমন করিব ; তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র আপনি সংবাদ পাইবেন ইতি

হিতার্থী

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী।"

ললিত স্বচ্ছন্দে আছেন, পশ্চিমাঞ্চলস্থ পরম রমণীয় স্থানসমূহ সন্দর্শনে সময় ক্ষেপণ কচ্চেন, তাতেই লিপি লিখিতে অবসর পান নাই।

শ্রীনা। আমি ললিতের সন্ধানে যেতে ইচ্ছা করি।

পণ্ডি। তার প্রয়োজন কি ? সিদ্ধেশ্বর বাবু যখন গিয়েচেন, ললিতকে লয়ে আসবেন।

শ্রীনা। লীলার শরীর অসুস্থ দেখেই বা কেমন করে যাই। পুষ্যিপুত্র লওয়া উপলক্ষে বাড়ী শ্মশানের ন্যায় হয়েচে—বধুমাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে দিবানিশি রোদন কচ্চেন ; লীলা পীড়িত ; ললিত পলাতক। এ কালে এমন বোকা মানুষ আছে তা আমি জান্‌তেম না,—আজ ব্যায়জে কাল্ যে বেড়ী খাটবে, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান ; মেয়ের ছেলেতে ওঁর শ্রাদ্ধ হবে না, উনি পুষ্যি এঁড়ে নিয়ে বংশের নাম রাখ্‌বেন ; পুষ্যি এঁড়ে যদি গো-ভাগাড়ে যায় তখন বংশের নাম রাখ্‌বে কে ? বংশের নাম থাকবের হত, অরবিন্দ বাড়ী আসৃত।

পণ্ডি। শ্রীনাথ বাবু, আপনি তাঁর সঙ্গে রাগারাগি করবেন না ; মোকদ্দমার কথা শুনে নদেরচাঁদের প্রতি হতাদর হয়েচেন ; কিন্তু পুষ্যিপুত্র লওয়া নিবারণ হবে না, ললিতই হউক, আর কোন বালকই হউক।

শ্রীনা। ললিত ওঁর বাড়ীতে আর থাক্‌তে আসবে না।

পণ্ডি। লীলা নিদ্রিতা হয়েছেন, এখানে গোল করা শ্রেয় নয়।

শ্রীনাথ, পণ্ডিত এবং দাসীর প্রস্থান।

লীলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা গো!—

[নিদ্রা।

হরবিলাসের প্রবেশ।

হর। (স্বগত) আহা! জননী আমার এত মলিন, তবু বিছানা আলো করে রয়েছেন।—আমি অতি নিষ্ঠুর, নচেৎ এমন স্বর্ণলতা সেই স্যাওড়া গাছে তুলে দিতে চাই।—ললিত যা বলে সেই ভাল, শ্রীনাথ যা বলে সেই শ্রেয়।—এ কি! প্রলাপ হয়েচে না কি?

লীলা। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া)

পূর্ণিমার শশধর নাথের বদন
পাবে না কি অভাগিনী আর দরশন?
কি মধুর কথা তাঁর, কি সুন্দর স্বর,—
শুধু একা আমি নই মোহিত নগর,—
জ্ঞান-জ্যোতি-বিস্ফারিত আকর্ণ লোচন,
সতত সজল-শোভা আভার কারণ,
না দেখে সে আঁখি, প্রাণ পাগলের মত,
হইতাম পাগলিনী ভেবে অবিরত।
কাছে এস, প্রাণপতি, প্রেম-পারাবার,
চির দুঃখিনীরে দুঃখ দিও নাকো আর;
মহীতে মায়ের মায়া রক্ষিতে সন্তানে,
তাহাতে বঞ্চিত আমি বিধির বিধানে,
অভাগিনী-ভাগ্য-দোষে শৈশবে জননী
করে গেছে কাঙ্গালিনী ছাড়িয়ে ধরণী;
সোদর সহায় ছিল অবলা বালার,
ভাগ্য-দোষে নাহি তাঁর কোন সমাচার,
পোষ্যপুত্র লন পিতা নিরাশ-অন্তরে,
ডুবিল দাদার নাম এত দিন পরে;

জনক পরম গুরু, স্নেহ-ভরা মন,
আমায় কপালে তিনি বিষ-দরশন,
কৌলীন্য-শ্মশানকালী-হৃদয় তুষিতে,
দেবেন দুহিতা বলি অপাত্র-অসিতে ;
এমন সময় পতি রহিলে কোথায়,
তুমি অবলার গতি, সাহস সহায় ;
প্রাণ কাঁদে, প্রাণকান্ত, কর হে বিহিত,
হা ললিত—হা ললিত—ললিত—ললিত—

হর। (স্বগত) আবার নিদ্রা এল। মার দুই চক্ষু দিয়ে অবিশ্রান্ত জল পড়চে।—আমি এমন নরাধম, আমার সর্ব্বস্ব ধন লীলার কোমল মনে এমন ব্যথা দিইচি! আমার প্রাণ এখন ফেটে বার হল না!—(রোদন)—"কৌলীন্য-শ্মশানকালী"—এক শ বার ;—বল্লাল সেনের মুখে ছাই ;—নদেরচাঁদের বাপের পিণ্ডি, ঘটকের মার সপিণ্ডীকরণ।—ললিতকে কোথায় পাই ;—কুলীন জামাই আমার কপালে নাই।

[প্রস্থান।

লীলা। ঝিকে কখন্ ডেকিচি একটু জল দেবার জন্যে, এখনো এল না।—ও ঝি, ঝি, তুই কি কাণের মাতা খেইচিস্, একটু জল দিয়ে যা।

জল লইয়া দাসীর প্রবেশ।

দাসী। কর্ত্তা মশাই বাড়ী মাতায় করেচেন।

লীলা। (জলপান করিয়া) কেন?

দাসী। (অঞ্চল দিয়া লীলার মুখের জল মুছাইয়া) তিনি নদেরচাঁদকে গাল দিচ্চেন, ঘটককে হাজার বাপান্ত করচেন, আর বল্‌চেন ললিতকে এনে এখনি লীলার সঙ্গে বিয়ে দেব।—ও কি! তুমি অমন হলে কেন? তোমার যে চকের জল হঠাৎ উথ্‌লে উঠ্‌ল।

লীলা। (বহু যত্নে চক্ষুর জল নিবারণ করিয়া) ঝি, এ দুঃখের সাগর মন্থন করে কে তোর মুখে অমৃত দিলে? হঠাৎ যে এমন হল? বউ কিছু বলেচেন?

দাসী। কিছু না।

লীলা। ললিতের কোন খবর এসেচে?

দাসী। না।

[পুনর্ব্বার উপধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া লীলাবতীর শয়ন।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। ললিত ভাল আছে—

লীলা। কি—কি—কে বল্লে মামা? কেমন করে জানুলেন?

শ্রীনা। মা আমার উন্মাদিনী হয়েচেন।—সিদ্ধেশ্বর তারে খবর দিয়েচেন, ললিতের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েচে এবং ললিত ভাল আছে।

লীলা। বাবা শুনেচেন?

শ্রীনা। না।—তিনি কোথায় গেলেন?

লীলা। মামা, আমি একটু ব্যাড়াব?

শ্রীনা। ব্যাড়াও।

লীলা। চল ঝি, বয়ের কাছে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরামপুর—ভোলানাথ চৌধুরীর বৈটকখানা।

ভোলানাথ চৌধুরী আসীন।

ভোলা। ঘটকীটী যুটেচে ভাল; কিন্তু আর সতীত্ব নষ্ট কত্তে প্রবৃত্তি হয় না; বিশেষ অমন সুন্দরী স্ত্রী ঘরে পেইচি—

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। একজন ব্রহ্মচারী আপনার কাছে আস্তে চাচ্চে—

ভোলা। আসুক।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

আবার ব্রহ্মচারী।—এক ব্রহ্মচারীর অনুরোধে—অনুরোধে কেমন করে?—ধমকে জাতঃপাত হইচি।—ইনি কি কত্তে আস্‌চেন?

যোগজীবনের প্রবেশ।

(স্বগত) ও বাবা! দাড়ী দেখ। (প্রকাশ্যে) বসুন বাবাজি।

যোগ। আপনি আমাকে চিন্‌তে পারেন না; আপনি যখন অতি শিশু তখন আমার আগমন ছিল; স্বর্গীয় কর্ত্তা আমাকে যথেষ্ট ভক্তি কত্তেন, তিনিই আমাকে এই রজত-ত্রিশূল প্রস্তুত করে দেন—আপনার সকল কুশল?

ভোলা। প্রভুর দর্শনে সকল কুশল।—আপনার থাকা হয় কোথায়।

যোগ। বহুদিন এ প্রদেশেই অবস্থান ছিল; তার পরে কামরূপ, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, বামজঙ্ঘা, পুরুষোত্তম, কনারক, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে দেহ পবিত্র করিচি,—

ভোলা। পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া হয় নি?

যোগ। সে প্রদেশে যাওয়ার কল্পনা করিচি, অচিরাৎ গমন করব।

ভোলা। আমার কাছে কি প্রার্থনা?

যোগ। স্বপ্নবিবরণ বল্‌তে চাই।

ভোলা। বলুন

যোগ। অতি মনোহর স্বপ্ন।—একদা কাশীধামে অযোধ্যানিবাসী আমার পরম মিত্র মহীপৎ সিং তীর্থ পর্য্যটন অভিলাষে আগমন করেন। ইন্দীবর-বিনিন্দিত নীলনয়ন-শোভিতা বিদ্যুলতাতুল্যা অহল্যা নাম্নী অবিবাহিতা দুহিতা তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল। কন্যার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। অকস্মাৎ মহীপৎ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। শোকাকুলা অহল্যা একাকিনী,—আশু স্বদেশ-গমনে উপায়হীনা। এই সময় এ প্রদেশের এক ধনাঢ্য লম্পট কাশীতে বাস করে। ঐ নীচান্তঃকরণ মহীপতের পাণ্ডাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া অচতুরা অবলাকে বিবাহ-ব্যপদেশে কাণপুরে লইয়া যায়। কুলললনা কৌশলে লম্পটের করগত শ্রবণে, আমার লোমকূপ দিয়া অনলকণা বহির্গত হইতে লাগিল; তদ্দণ্ডে ভয়প্রদর্শনে পাণ্ডাকে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা মাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিলাম।

ভোলা। আপনি যে বল্লেন পশ্চিমে যান নি?

যোগ। স্বপ্নাবেশে গমন করেছিলাম।—তার পর শুনুন।—দিবসত্রয়মধ্যে লম্পটশ্রেষ্ঠ লৌহশৃঙ্খল-বন্ধন দশায় থানাবথানা কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন,—

কারাগারগমনোন্মুখ। আমার চরণ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে স্বীকার করিলেন, আমি যাহা বলিব তাহাই শুনিবেন। চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি? অহল্যা, লম্পটের ঐশ্বর্য্য দেখেই হউক, বা তার রূপ দেখেই হউক, লম্পটকে বিবাহ করিতে সম্মতা।—অনেক অর্থ ব্যয়ে সদর আদালত বিচারালয়ে পূর্ব্বকার তারিখ দিয়া এই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত রক্ষিত করিলাম যে, অহল্যার সম্মতিতে লম্পট তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লম্পট প্রকাশ করিলেন, তিনি অহল্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, অপহরণ করেন নাই; তাহার প্রমাণ সদর আদালত বিচারালয়ে আছে। অহল্যা পরিণয় স্বীকার করায় মাজিষ্ট্রেট লম্পটকে নিষ্কৃতি দিলেন। লম্পট যেমন দুরাত্মা তেম্নি কৃতঘ্ন, প্রাপ্তির পরেই অহল্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত। পুনর্ব্বার লম্পটকে কারা-প্রেরণের উপায় স্থির করিলাম। লম্পট সঙ্কটাপন্ন, বিশ্বেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া শাস্ত্রমত অহল্যার পরিণেতা হইলেন। তদবধি আমার সহায়তার চিহ্ন স্বরূপ লম্পট-প্রদত্ত এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয় মদীয় অঙ্গুলিতে বিরাজমান,—

ভোলা। আপনি সেই মহাত্মা, সেই মহাপুরুষ,—(যোগজীবনের চরণ ধরিয়া)—আপনি আমার জীবনদাতা, আমি আপনার ক্রীতদাস; আমার জীবন রক্ষা করেচেন, এখন আমার মান রক্ষা করুন,—আমি ক্ষত্রীকন্যা বিবাহ করিচি প্রকাশ করবেন না, আপনি যা চাইবেন তাই দেব।

যোগ। তুমি সুখে থাক এই আমার বাসনা; আমি কিছুমাত্র প্রার্থনা করি না।

ভোলা। আমি এখানে ঘোষণা করে দিইচি, অহল্যা বঙ্গদেশের একজন রাড়িশ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্যা এবং সকলে সে কথা বিশ্বাস করেচে কিন্তু কত অর্থব্যয় হয়েচে তার সংখ্যা নাই।

যোগ। আমি একবার অহল্যার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষ করি।

ভোলা। আপনার কন্যার সহিত আপনি সাক্ষাৎ করবেন, তাতে আপত্তি কি।—আপনি বসুন, আমি এই খানেই অহল্যাকে আস্‌তে বল্‌চি—

[প্রস্থান।

যোগ। আমি অহল্যার ভাবনা ভাব্‌চি নে; ভোলানাথ বাবু অহল্যাকে সহধর্ম্মিণী করেচেন, অহল্যা পরম সুখে আছে।—এখন পোষ্যপুত্র লওয়া ত কোন মতেই রহিত হয় না; ললিত ফিরে এলে ললিত লীলাবতীতে বিবাহ

হবে ; কিন্তু আর একটী বালক যে পোষ্যপুত্র লবার জন্য স্থির করেচেন, তা রহিত করণের উপায় কি ?—যজ্ঞেশ্বরকে আর বিশ্বাস হয় না

ভোলানাথ এবং অহল্যার প্রবেশ।

ভোলা। আপনারা এই ঘরে থাকুন, আমি দাল্লাণ্ডায় বসি গে, কয়েকজন বন্ধুর আস্‌বের কথা আছে।

[প্রস্থান।

অহ। বাবা, এত দিনের পর মনে পড়েচে ; আমি ভাব্‌লুম আপনি আমায় একেবারে ভুলে গিয়েচেন। আমার মা বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন বলেছিলেন তা দিলেন না ?

যোগ। তোমার ত মা ন্যাই, তোমার বাপ ভাই আছেন ; আমি ত্বরায় তোমাকে তাঁদের কাছে লয়ে যাব।—আমি তোমাকে যেরূপ যেরূপ কত্তে বলি, তুমি সেইরূপ সেইরূপ কর।

অহ। আমাকে আপনি যা বল্‌বেন, আমি তাই করব, বাবুও আপনার মতে চল্‌বেন।

যোগ। অনেক পরামর্শ আছে, তুমি—

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। অহল্যা, বাড়ীর ভিতর যাও,—

অহ। বাবার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে,—

ভোলা। কাল্‌ হবে, কতকগুলি লোক আস্‌চে।—বাবাজি, আপনি কাল্‌ এমনি সময় আস্‌বেন, আপনার যত কথা থাকে কাল্‌ হবে।

[এক দিকে অহল্যার অপর দিকে যোগজীবনের প্রস্থান।

ভোলা। কদিনের পর আজ্‌ একটু আমোদ করা যাক্‌। ওরে—

শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং ইয়ার-চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

প্র, ই। কি বাবা, নিরমিষ ব'সে রয়েচ যে ?

ভোলা। একটী নিরমিষ-খেগো এসেছিলেন, তাতেই হাত পা বাঁধা ছিল।

ভৃত্যের প্রবেশ এবং ডিক্যাণ্টর প্রভৃতি প্রদান।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

বি, ই। নদেরচাঁদ, লেগে যাও।

নদে। আমি ঢের খেইচি, আর খাব না।

শ্রীনা। তুমি যে দিন বল্‌বে আর খাব না, সে দিন তিন চারটে আব্‌কারির ডেপুটী কালেক্টর বরতরফ হবে।

ত, ই। হেমচাঁদকে দেখ্‌চি নে যে?

[সকলের মদ্যপান।

নদে। হেমচাঁদ বয়ে গেচে,—বয়ের পরামর্শে বয়ে গেচে;—সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে মিশেচে, মদ ছেড়ে দিয়েচে;—একেবারে জায়বে গিয়েচে।

ভোলা। ছেলে মানুষে মদ না খায় সে ভাল, কিন্তু চোঁড়া ব্রাহ্ম হয়ে পড়েছে।

চ, ই। আপনি তাকে ত্যাগ করেচেন ত?

ত, ই। উনি তাকে ত্যাজ্য পুত্র করেচেন।

ভোলা। দূর গুওটা পাজি, সে যে আমার ভাগ্‌নে।

শ্রীনা। ও সকল জঘন্য গাল্‌ মূর্খের মুখে ভাল শুনায়, চাষার মুখে ভাল শুনায়, বেহারার মুখে ভাল শুনায়।

ভোলা। মাতাল মূর্খ হইতে অধম, চাষা হইতে অধম, বেহারা হইতে অধম; সুতরাং মাতালের মুখে গুওটা মন্দ শুনায় না,—

মদ্যমত্তমুখভ্রষ্টং বাপান্তমমৃতাধিকং

মদের মুখে বাপান্ত অমৃতের অধিক।

শ্রীনা। পেট ভরে খাও, অমর হবে।

প্র, ই। বা ইয়ার, বেশ্‌ বলেচ।

[সকলের মদ্যপান।

ভোলা। ওহে শ্রীনাথ বাবু, তোমরা অতি অজ্ঞ; তোমরা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে ভেঙ্গে দিতে চাও। আমি ভোলানাথ চৌধুরী, আমার ভাগ্‌নে সত্যি আইবুড়ো থাক্‌বে না, তোমাদের ব্যবহার ত এই; হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় আমায় জানেন না, তাঁর বাড়ীতে কি কাণ্ড না হয়ে গেচে, আমার ছাপা ত কিছুই নাই।

শ্রীনা। বাবা, তুমি যে বিয়ে করে এনেচ, কত কি ছাপা থাকবে,—

হ্নি, ই। শ্রীনাথ বাবু, কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ তোলেন কেন ?

নদে। মামীর কথা নিয়ে শ্রীনাথ মামা যখন তখন ঠাট্টা করেন।

শ্রীনা। কানায়ে ভাগ্‌নে, ক্ষান্ত হও।

ভোলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নদেরচাঁদ, এক গেলাস মদ দে ত বাবা।

[সকলের মদ্যপান।

তু, ই। বাজে কথা রেখে দাও, একটা গান ধরা যাক্‌—হুঁ হুঁ হুঁ না না না—

শ্রীনা। ভান্‌সান্‌, চুপ কর না, এখনি খোপারা দড়া নিয়ে আস্‌বে, হুঁকোর জলগুলো ফেলে দিতে হবে।

ভোলা। এস, একটু শাস্ত্রালাপ করা যাক্‌,—

চ, ই। উচিত। (এক গেলাস মদ লইয়া) এই যে গেলাসে পীতবর্ণের পর দেখিতেছেন, এটী পেয়, যথা—(মস্তপান)

ভোলা। ও একটা রস কি না,—

চ, ই। অবশ্য।

শ্রীনা। কি রস ?

চ, ই। সোমরস।

ভোলা। রসটা কয় প্রকার ?

চ, ই। রস ষড়্‌বিধ।

শ্রীনা। কি কি ?

চ, ই। সোমরস, আদিরস, নবরস, তামরস, আনারস, আর—(চিন্তা)

নদে। চরস।

চ, ই। ঠিক বলেচ বাপ্‌।—এমন ছেলেকে মেয়ে দিতে চাও না, শ্রীনাথ বাবু।

প্র, ই। লোকে কথায় বলে পঞ্চ ভূত, কিন্তু পাঁচটী কি কি তাহা সকলে জানে না।

চ, ই। ভূত পাঁচ প্রকারই বটে, যথা—পেত্নীর ভাতার ভূত, মাম্‌দো ভূত, অদ্ভুত, কিম্ভূত, আর দেখ গে—(চিন্তা)

নদে। বেম্মদত্তি।

চ, ই। এ বারে হ'ল না।

শ্রীনা। আর নদেরচাঁদ।

নদে। আমি কেমন করে?

শ্রীনা। আবাগের ব্যাটা ভূত।

চ, ই। পাঁচ ভূত মিলেচে।

শ্রীনা। গোটা দুই জেয়াদা দেখচি।

চ, ই। যে পাঁচ সেই সাত, যথা—পাঁচ সাত বার।

প্র, ই। আচ্ছা ভাই, তুমি শিবের ধ্যানের এই টুকু বুঝায়ে দাও দেখি,—"ধ্যায়িত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।"

চ, ই। এ ত সহজ কথা,—"ধ্যায়িত্যং" কি না "মহেশং"; "রজতগিরি" কি না "নিভং"; "চারুচন্দ্রাবতংসং—" কিছু শক্ত হচ্চে,—"চারুচন্দ্রা" যে কতখানি "বতংসং" তা ভাই টিপুনী না দেখে বল্‌তে পারি নে। আমাকে ঠকাতে পারবে না, আমি টোলে পড়িচি।

ভোলা। টোলে পড়া কি ভাল?

শ্রীনা। টলে পড়া ভাল।

ভোলা। তবে অধ্যয়ন করি—

[শয়ন।

শ্রীনা। মদের উপাসনা করা যাক্।

[সকলের এক এক গেলাস মদ্য হস্তে ধারণ।

প্র, ই। কে বলে নাহিক সুধা অভাগা ধরায়,
দেখুক যে আঁখি ধরে গেলাস-কানায়।

[মদ্যপান।

দ্বি, ই। পাহাড়ে পীরিত তব, সীধু-বিধুমুখি,
সাগর লঙ্ঘিয়ে কর স্বামিমন সুখী।

[মদ্যপান।

তৃ, ই। সুধীরা মদিরা-বালা, অবগুণ্ঠ কাক্,
এস না উজান যেন, দোহাই—ওয়াক্।

ভোলা। কল্লে বমি।

তৃ, ই। বাবা, পিপে খালি কল্লেম, নূতন মাল ভর্ত্তি করি,—

[মদ্যপান।

চ, ই। বিলাসিনী-দন্তবাস চোঁয়ায়ে চুম্বনে,
বারুণী বাহির হল, তরিতে সুজনে।

[মদ্যপান।

শ্রীনা। নীরাকারা সুরা দেবি, জীবরঞ্জননী,
বিনয়নাশিনী তুমি বিজ্ঞানদমনী,
ভোল ভোল অভাগায় ক্ষতি তাহে নাই,
ভোলারে ভুল না মাতা, এই ভিক্ষা চাই।

মদ্যপান।

ভোলা। গন্ধ, পদ্য, বাদ্য, মদ্য, মিষ্ট সমতুল;—
বামা-মুখ-চ্যুত মদে প্রফুল্ল বকুল।

[মদ্যপান।

প্র, ই। একবার প্রফুল্ল হ'লে হয় না?

ভোলা। না হে, তায় আর কাজ নাই, আমি এখন স্ত্রীর বশীভূত হইচি।

শ্রীনা। নদেরচাঁদ, গেলাস হাতে ক'রে ভাবচিস্ কি? ঠাকুর্দ্দের দাও। তোমার মামা মামীর প্রেমে ক্ষীরোদ-মন্থন।

নদে। মদের মাজাটী-গাজা কাটি কচ্ কচ্;
মামীর পীরিতে মামা হাঁকচ্ প্যাকচ্।

[মদ্যপান।

দ্বি, ই। যথার্থই আবাগের বেটা ভূত।—তোর মামীর পীড়িতের কথা কেমন করে বল্লি?

নদে। যথার্থ কথা বল্‌তে দোষ কি?

ভোলা। যথার্থই হক্, আর অযথার্থই হক্, সম্পর্ক-বিরুদ্ধ কোন কথা বলতে নাই; তোমাদের ছেলে কাল থেকে উপদেশ দিচ্চি, তা তোমাদের কিছুই জ্ঞান হয় না; "মামীর পীরিত" বলা তোমার অতিশয় গর্হিত হয়েচে,—

নদে। বাবার জবানি বলিচি,—

চ, ই। বাহবা! বাহবা! বেশ সাম্‌লে নিয়েচে; নদেরচাঁদ একটী কম নয়,—

শ্রীনা। নদেরচাঁদের মত আর একটী ছেলে প্রথম বার শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে ফিক্ ফিক্ করে হেসে তার বাপকে ঠাট্টা করেছিল; তার বাপ তাকে রাগ কল্লে; সে বল্লে বাবা, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ফিরেচে, তোমার নাম আর আমার শালার নাম এক,—

ভোলা। যথার্থ কথা বল্‌তে কি শ্রীনাথ বাবু, বড় দুঃখ হয়, এত টাকা খরচ কল্লেম, ছোঁড়াদের বুদ্ধিও হ'ল না, বিদ্যাও হ'ল না।—দেখ দেখি ভাই, মামী মায়ের মত, তাকে ঠাট্টা কল্লে,—

নদে। মামী যদি আমার মা হ'ল, তবে আপনি বিয়ে কল্লেন কেমন করে?

চ, ই। বা নদেরচাঁদ, বেশ্ উত্তর দিয়েচ!—মদ না খেলে কথা বেরোয় না; মদে বুদ্ধির প্রখরতা জন্মে।

ভোলা। মদ্যমবিরতং পিবতি যদি মানবঃ
মতিস্তস্য বৃহস্পতেরিব তীক্ষ্ণা ভবতি।

যদি মনুষ্য অবিরত মদ্যপান করে, তার বুদ্ধি বৃহস্পতির তুল্য তীক্ষ্ণ হয়।

শ্রীনা। ভোলানাথ বাবু সংস্কৃতটা এক্‌চেটে করে নিয়েচেন।

ভোলা। বাবা, লেখাপড়া শিখ্‌তে গেলে পয়সা খরচ কত্তে হয়!—দিনের বেলা কালেজে ইংরেজী পড়্‌তেম, রাত্রে তর্কচূড়ামণির কাছে সংস্কৃত পড়্‌তেম।

নদে। আমরাও চূড়ামণির কাছে পড়িচি।

শ্রীনা। চূড়ামণি যারে ছুঁয়েচেন, তার আখের খেয়ে দিয়েচেন।

ভোলা। 'পণ্ডিতস্পর্শে পাণ্ডিত্যমুপজায়তে'—পণ্ডিতকে স্পর্শ করে পাণ্ডিত্য জন্মায়।

প্র, ই। মদ ছুঁলে মহৎ হয়।

[সকলের মদ্যপান।

ভোলা। শ্রীনাথ বাবু, কাশীতে তোমাদের চাঁপাকে দেখে এলাম; সে কাশীবাসিনী হয়ে আছে, আমাদের খুব যত্ন করেছিল; অরবিন্দকে কত গাল্ দিতে লাগ্‌ল; বল্লে, কুলের বাহির করে বেইমান ছেড়ে দিয়ে পালাল,—

শ্রীনা। চাঁপার সঙ্গে অরবিন্দের নাম করা অতি মূঢ়তার কার্য্য; অরবিন্দের কেমন চরিত্র তা কি জান না?

ভোলা। সে বল্লে তা আমি কি করব।—নদেরচাঁদের মোকদ্দমাটা শেষ হক্, তার পর আমি চাঁপাকে এখানে আনব, তার মুখ দিয়ে তোমায় শোনাব!

দ্বি, ই। নদেরচাঁদের মোকদ্দমা কবে?

নদে। কাল্।

তৃ, ই। হরবিলাস বাবু বলেচেন, যদি জরিমানা করে ছেড়ে দেয়, তা হলেও নদেরচাঁদকে কন্যা দান কর্‌বেন। ঘটক বল্লে, তিনি মোকদ্দমার কথা শুনে অতিশয় রাগ করেছিলেন, এখন একটু নরম হয়েচেন।

ভোলা। সাধে নরম হয়েচেন, আমার হাতে আছেন।

তৃ, ই। একবার গাওয়া যাক।

সকলে। (গীত, রাগিণী শঙ্করা, তাল আড়খেম্‌টা)

নেসার রাজা, মদের মজা,
না খেলে কি বল্‌তে পারি।
বিমল সুধা, বিনাশ ক্ষুধা,
পান করিতে বাদসা নারি।
সুতার যেমন শ্যাম্পেন সেরী,
হতেন যদি ধান্যেশ্বরী,
মায়ের মেয়ে বিয়ে করি,
ঘরজামায়ে হতেম তারি।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। সব তয়ের হয়েচে।

ভোলা। আমরাও তয়ের হইচি,—

প্র, ই। নেসার রাজা, মদের—

শ্রীনা। ওর মুখে খানিক গোবর দাও ত, বড় জ্বালাচ্চে খাবার তয়ের হয়েচে, এখন উনি "নেসার রাজা" কচ্চেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—ক্ষীরোদবাসিনীর শয়নঘর।

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রবেশ।

ক্ষীরো। হা পরমেশ্বর! হা অনাথ বন্ধু! হা মহাদেব! অভাগিনীর প্রতি একটু দয়া হল না; অনাথিনীকে একবার মুখ তুলে চাইলে না!—আজ্‌কের রাত পোহালে কাল্‌ পুষ্যি পুত্র লওয়া হবে, আমার নাথের নাম ডুবে যাবে,—(রোদন)—কাল আমি কাঙ্গালিনী হব, কাল্‌ আমি পথের ভিখারিণী হব, কাল্‌ আমায় আমার বলে এমন কেউ থাক্‌বে না।—প্রাণেশ্বর! একবার দেখা দাও, কোথায় রইলে, কোথায় গেলে, দাসীকে সঙ্গে করে নাও।—হে সূর্য্যদেব, তুমি আজ্‌ অস্তে যেও না, তুমি অস্তে গেলে আমার প্রাণনাথের নাম অস্তে যাবে; তুমি যদি অস্তে যাও, কাল্‌ আর উদয় হয়ো না।—আহা! প্রাণেশ্বর বিহনে আমার সব অন্ধকার; আমি আর দিন পাব না, আমি আর নাথের চন্দ্রবদন দেখ্‌তে পাব না।—প্রাণকান্ত! পুষ্যিপুত্র লওয়া হচ্চে তাতে ক্ষেতি কি? তুমি বাড়ী এস, তোমায় দেখ্‌লে আমার সকল দুঃখ যাবে, তোমার পদসেবা কত্তে পেলে আমি রাজ্যেশ্বরী অপেক্ষাও সুখী হব।—আহা!! স্বামীহীনা রমণীরাই বল্‌তে পারে, স্বামীকে দেখ্‌তে পেলে মনে কি অপার আনন্দ জন্মে।—ও মা! মা গো! দুঃখিনীর প্রাণে পরিতাপ যে আর ধরে না মা!—আমি কি সত্যি সত্যি পতিহীনা হলেম; আমার রাজ্যেশ্বরের রাজ্যে আর একজন এসে রাজ্য কত্তে লাগ্‌ল।—আহা! আহা! প্রাণ, তোমাকে কি বলে বুঝাব; তুমি বিদীর্ণ হচ্চ হও।—ছেলেকালে আমাকে জন্মএয়িস্ত্রীর লক্ষণ-যুক্ত বল্‌ত; ও মা! তা কি এই! আমি আজ্‌ রাত্রে প্রাণত্যাগ করি, তা হলে আমার জন্মএয়িস্ত্রী নাম থাকবে।—মরি! মরি! মরি! এক দিনে সব অন্ধকার; আমি আর কিছুতে নাই, আমি রাজরাণী সন্ন্যাসিনী,

আমার যদি একটী পেটের ছেলে থাকৃত, তা হলেও আমি পৃথিবীতে থাকৃতে পাত্তেম, তা হলেও আমি মনকে প্রবোধ দিতে পাত্তেম।—আহা! আমার প্রাণনাথের খড়ম একবার বক্ষে ধারণ করি, (বক্ষে খড়ম ধারণ)—আমার কেবল এই একমাত্র জুড়াইবার উপায়।—আমায় গহনা, কাপড়, বাক্সয় যেমন আছে এম্নি থাকৃবে; না, যাকে যাকে ভালবাসি, তাকে তাকে দিয়ে যাব।—আমি ভাল শাড়ীখানি পরব, মুক্তার মালা ছড়াটী গলায় দেব, দিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব, এয়িস্ত্রী মরব, বিধবা হব না, বিধবা হব না, বিধবা—

[রোদন।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। আহা! এমন করে রাজার রাজ্যিপাট উঠে গেল গা।—মা, তুমি কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে গেলে যে।—গাঁ শুদ্ধ লোক পুষ্যিপুত্র নিতে বারণ কচ্চে, তবু পুষ্যিপুত্র না নিলে আর চল্ল না। লোকে বলে 'বুড়ো হলে মতিচ্ছন্ন হয়'—

ক্ষীরো। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার কপাল মন্দ, তাঁর দোষ কি।

দাসী। আহা! গিন্নী যদি থাকৃতেন, তা হলে কি পুষ্যিপুত্রের কথা মুখে আনৃতে পাত্তেন।—আহা! অরবিন্দ যখন হয়, গিন্নীর কত আহ্লাদ, সকল লোককে সোণার গয়না দিছিলেন। আমি আঁতুড়ে ছিলেম, আঁতুড়ে থেকে বেরিয়ে গিন্নী আমায় পাঁচ ভরি দিয়ে সোণার দানা গড়িয়ে দিছিলেন।—আমি পোড়াকপালী আজো বেঁচে রইচি, সেই অরবিন্দ ছেড়ে যাচ্চে চক্ দিয়ে দেখ্‌চি—

[রোদন।

ক্ষীরো। ঝি, আমি হতভাগিনী, আমার কোন সাধ মিট্‌ল না। আমার মনের দুঃখ মনেই রইল। ঝি, আমার আঁতুড়ে তোকে রাখ্‌তে পাল্লেম না, আমি ঠাকুরুণের মত কাহাকেও সোণাদানা হাতে করে দিতে পেলেম না। ঝি, আমি কাঙ্গালিনী, আমাকে চিরদুঃখিনী বলে মনে করিস। ঝি, তুই আমার প্রাণপতিকে আঁতুড় হতে লালন পালন কর্‌তিস, তুই আমাকে বড় ভালবাস্‌তিস্, তোকে আমার তাবিচ দু ছড়া দিই, তোর ছেলের বউকে পরিয়ে দিস্—

[বাক্স হইতে তাবিচ বাহির করিয়া দাসীর হস্তে প্রদান।

দাসী। মা, আজ্ কি সুখের দিন তা আমি সোণার তাবিচ নেব। মা কালীঘাটের কালী দিন দিতেন, অরবিন্দ বাড়ী আস্ত, আমি জোর করে, সোণার তাবিচ নিতেম।—মা, এখন আমাকে তুমি তাবিচ দিওনা।

ক্ষীরো। ঝি, আমি কাঙ্গালিনী, কিন্তু যত গহনা আছে তা সকলি আমার, আমি আজ্ বার বৎসর তাবিচ হাতে দিই নি। তুই আমার প্রাণকান্তের ঝি, তোর বউ ঐ তাবিচ পরলে আমার আহ্লাদ হবে,—

দাসী। মা, তোমার যেমন মন তেমনি ধন হক্; মা, কালীঘাটের কালী যদি থাকেন, অরবিন্দ বাড়ী আস্‌বে, তোমার রাজিপাট বজায় থাক্‌বে।

লীলাবতীর প্রবেশ।

ক্ষীরো। লীলা, আমার তাবিচ দু ছড়া ঝিকে দিলাম, আমার নাম করে,—আমার দয়ার সাগর প্রাণকান্তের নাম করে—ওর বউ পরবে। লীলা, ঝি ঠাকুরুণের আঁতুড়ে ছিল, আমার প্রাণনাথকে মানুষ করেছিল। লীলা, কত লোকের বাড়ীতে ঝি আছে, শ্বাশুড়ীর আঁতুড়ে থাকে, তার পর আবার বয়ের আঁতুড়ে থাকে। আমার মন্দ কপাল, কোন সাধ পূর্ণ হল না, ছেলে-কালেই খাওয়া পরা উঠে গেল, আমোদ আহ্লাদের শেষ হল, বিধবা হলেম—

[রোদন।

লীলা। বউ আমার মুখ দিয়ে কথা সরচে না, তোমার মুখ দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্চে, আমি কি বল্‌ব; আমাদের কপালে এই ছিল!—ঝি, তুই দৌড়ে সইকে ডেকে আন্। (রোদন)—

[দাসীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। লীলাবতি, কেঁদ না দিদি, আমি শান্ত হইচি,—

লীলা। বউ, আমার মা নাই, তুমি ছেলেকাল হতে আমার মায়ের মত প্রতিপালন কয়েচ; তোমাকে কাতর দেখ্‌লে আমার হাত্‌ পা পেটের ভিতর যায়। বউ, তুমি কি নিরাশ্বাস হয়েচ; হ্যাঁ বউ, পুষ্যিপুত্র নিলে কি দাদা বাড়ী আস্‌তে পারেন না?

ক্ষীরো। আর কি বলে আশা করি; পুষ্যিপুত্র নওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়ী আসবেন না।—লীলা, আমি পুষ্যিপুত্র লওয়া দেখ্‌তে পারব না;

লীলা, আজ রাত্রে আমি প্রাণত্যাগ করব; লীলা, তুই আমার প্রাণকান্তের ভগিনী, তোর হাসিটুকু তাঁর হাসির মত, তোকে আমি মেয়ের মত ভালবাসি, লীলা, আমার ভাল ভাল গহনাগুলি, আমার ভাল ভাল শাড়ীগুলি পরিস, আমার মাতার দিব্বি আর কারো ছুঁতে দিস্‌নে,—

লীলা। বউ, আমার প্রাণ কেমন করে; বউ, আমার ভয় কচ্চে; বউ, আমার কেউ নাই, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না,—

[ক্ষীরোদবাসিনীর গলা ধরিয়া রোদন।

ক্ষীরো। ভয় কি দিদি, আমি তোমায় ছেড়ে কোথা যাব; চুপ কর, কেঁদ না,—

লীলা। পুষ্যিপুত্র নিলেন নিলেন তাতে ক্ষেতি কি, দাদা যখন বাড়ী আস্‌বেন, তখনি আমাদের আনন্দ; তা যত ইচ্ছে তত কেন পুষ্যিপুত্র নেন না।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। যে ছেলেটী পুষ্যিপুত্র কর্‌বেন, তাকে এ বাড়ীতে রাখ্‌বেন না, তাকে আপাততঃ তার মায়ের কাছে রাখ্‌বেন, তার পর তাকে একখানি বাড়ী করে দেবেন; এ বাড়ী বয়ের নামে লিখে দেবেন।

ক্ষীরো। আমার বাড়ীতে প্রয়োজন কি; যাঁকে নিয়ে বাড়ীর শোভা তাঁকেই যখন পেলেম না, তখন বাড়ীতেই বা কাজ কি, আমার বাড়ীতে থেকেই বা কাজ কি; আমার প্রাণকান্তকে আমি যদি পেতেম, আমার গাছ-তলায় স্বর্গপুরী হত।

লীলা। পুষ্যিপুত্র এ বাড়ীতে রাখ্‌বেন না, পাছে আমরা কিছু মন্দ করি।—জগদীশ্বর আমাদের দুঃখিনী করেচেন, কত যন্ত্রণা সইতে হবে।

ক্ষীরো। পুষ্যিপুত্র এ বাড়ীতে থাক্‌লেও আমি কিছু করব না, না থাক্‌লেও আমি কিছু করব না; আমি জন্মের সোধ এ বাড়ী ছেড়ে যাচ্চি;— কাল্ এক দিকে পুষ্যিপুত্র লওয়া হবে, আর দিকে অভাগিনী গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে। আমি কি আর এ পুরীতে থাক্‌তে পারি; পুষ্যিপুত্রের নাম শুনি, আর প্রাণ কেঁদে ওটে, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে কি আমি জীবিত থাক্‌ব,—

শার। বউ, তুমি পাগলের মত উতলা হয়ে কোন কাজ করো না, এখন আমরা যেরূপ দাদার আস্‌বের আশা কচ্চি, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলেও সেইরূপ

করব। পুষ্যিপুত্র লওয়া হল বলে তোমার আশা ত কমচে না; তবে তুমি কিজন্য আত্মহত্যা কত্তে যাবে?

ক্ষীরো। শারদা, আমি আজ্ দার বৎসর তাঁর আশায় রইচি; আর প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হয়, আর আমি ভাবি আজ আমার স্বামী বাড়ী আসবেন; আমার এক দিনের তরেও মনে হয় নি তিনি আসবেন না। কিন্তু এই পুষ্যিপুত্রের নামে আমার মন কেমন ব্যাকুল হয়েচে তা আমি বলতে পারিনে; আমার বোধ হচ্চে যেন ঠাকুর তাঁর কোন অশুভ সংবাদ আজ্-কাল্ শুনেচেন, আমার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েচে।—শারদা, তোরা আমাকে ভালবাসিস্, আমাকে সহমরণে যেতে দে, আমি প্রাণনাথের খড়ম আলিঙ্গন করে আগুনে ঝাঁপ দিই—

[রোদন।

লীলা। এখন কি আর বাবা বারণ শুনবেন।—বারণই বা করবে কে;—মামা কাল্ বাবার সঙ্গে ঝকড়া করে যে বেরিয়েচেন এখনো আসেন নি।

শার। রঘুয়া বল্লে, মামা যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নৌকা করে শ্রীরামপুরের দিকে গিয়েচেন। যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী আমার দাদার খবর বলতে এসেছিল, কর্ত্তা তাকে মেরে তাড়িয়ে দেচেন,—

(নেপথ্যে কোলাহলধ্বনি)

লীলা। বাইরে ভারি গোল হচ্চে কেন বল দেখি, বাবার গলা শুনতে পাচ্চি, তিনি যেন কাঁদচেন,—

ক্ষীরো। সত্যি ত, জেনে আয় দেখি, ললিত বুঝি এসেচে,—

শার। এই যে মামা আসচেন।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। ও মা লীলাবতি, তোমার দাদা বাড়ী এয়েচেন,—অরবিন্দ বাড়ী এসেচেন; সেই ছোট ব্রহ্মচারী, যিনি যোগজীবন নাম নিয়ে বেড়াচেন, তিনিই অরবিন্দ, তাঁর পাকা দাড়ী মিছে, এখন তাঁর দাড়ী আছে, কিন্তু এ কালো দাড়ী।

[প্রস্থান।

লীলা। বউ অমন করে পড়্‌লেন কেন?—ও বউ, বউ!—আর বউ; —বউ যে মূর্চ্ছিত হয়েচেন।—সই, ঝিকে ডাক্, জল আনতে বল,—

শার। (গাত্রোত্থান করিয়া) ও ঝি, ঝি, ওরে দৌড়ে আয়, বউ মূর্চ্ছা গেচেন, জল নিয়ে আয়—

[পাখা লইয়া বাতাস।

লীলা। ও বউ, বউ!—ও সই, বউ এমনধারা হলেন কেন, বউ যে মড়ার মত হয়ে পড়্‌লেন।

জল লইয়া দাসীর প্রবেশ, এবং ক্ষীরোদবাসিনীর মুখে জল প্রদান।

দাসী। ভয় কি, এখনি চেতন হবে।—ও মা, মা, তোমার স্বামী বাড়ী এসেচেন,—ও মা, অরবিন্দ বাড়ী এসেচেন,—

লীলা। সই, আল্‌মারির ভিতর থেকে নুনের সিসিটে দে, আমার গা কাঁপ্‌চে,—

শার। ভয় কি, তুই এমন ভয়তরাসে কেন,—

[নুনের সিসি নাসিকায় ধারণ।

লীলা। বউ, বউ,—

ক্ষীরো। মা,—

শার। বউ, সাম্‌লেচ?

ক্ষীরো। হাঁ।

দাসী। ও মা, আমার আশীর্ব্বাদ ফলেচে, আমার অরবিন্দ বাড়ী এসেচে,—

ক্ষীরো। লীলা, এ ত স্বপ্ন নয়?

লীলা। না বউ, সত্যি সত্যি দাদা এসেচেন।

দাসী। আহা! বুড়ো মিন্‌ষে অরবিন্দের গলা ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদচে, বল্‌চেন "বাবা, তুমি কেমন করে আমায় ভুলে ছিলে"!—আমি একবার বাবাকে প্রাণ ভরে দেখে আসি।

[প্রস্থান।

ক্ষীরো। শারদা, আমার ভয় হচ্চে পাছে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

শার। না বউ, কিছু ভয় নাই; সেই ছোট ব্রহ্মচারী, যাঁকে অনাথ-বন্ধুর মন্দিরে দেখেছিলেম, তিনিই তোমার স্বামী, তাঁর সে পাকা দাড়ী মিছে।

ক্ষীরো। আমি ত তখনি বলেছিলেম, উনিই আমার প্রাণকান্ত; পাকা দাড়ী না থাকলে আমি তখনি তাঁর হাত ধত্তেম।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। বউমাকে বল উনি এমন কোন গোপন কথা অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করুন যা উনি আর তিনি জানেন, আর কেউ জানে না; আর সে কথার যে উত্তর তাহাও লিখে দেন।

ক্ষীরো। লীলা বল, যখন সেই ব্রহ্মচারীর পাকা দাড়ী মিছে, আর তিনিই আমার স্বামী হয়ে এসেচেন, তখন কোন পরীক্ষার প্রয়োজন নাই।

শ্রীনা। অপর অপর লোকের প্রত্যয় জন্য এই পরীক্ষার আবশ্যক।—বাইরে লোকারণ্য হয়েচে, অরবিন্দ সকলকে নাম ধরে ধরে ডেকে আলাপ কচ্চে।

ক্ষীরো। আচ্ছা উনি যান্, আমি, প্রশ্ন, উত্তর, লিখে দিচ্চি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

লীলা। কি প্রশ্ন করবে।

ক্ষীরো। বলচি।

শার। খুব যেন পুরাণ কথা হয় না, কারণ তিনি ভুলে গেলেও ত যেতে পারেন।

ক্ষীরো। লীলা, তুই একখান কাগজ ধরে লেখ্।

লীলা। (কাগজ গ্রহণানন্তর) বল।

ক্ষীরো। ফুলশয্যার রাত্রে আমাকে কথা কওয়াবার জন্যে আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের বাড়ী হতে কালীঘাটের কালীর মন্দির কত দূর;—আমি তাহাতে কি উত্তর দিয়েছিলাম?

লীলা। কি উত্তর লিখ্‌ব?

ক্ষীরো। আর একটা কাগজে লেখ্।

লীলা। বল।

ক্ষীরো। "এক শত বৎসরের পথ।"

শার। বউ, এ অনেক দিনকের কথা, এটী তাঁর মনে না থাকতে পারে; এ কথাটা লিখে কাজ নাই; যদি ঠিক উত্তর না দিতে পারেন, লোকে কাণাকাণি করবে।

ক্ষীরো। ঠিক উত্তর না দিতে পারেন, উনি আমার স্বামী নন; যিনি আমার স্বামী, তিনি অবশ্যই ও উত্তরটী বলতে পারবেন।

লীলা। আর কখন এই কথা নিয়ে আমোদ টামোদ করেছিলে?

ক্ষীরো। কত বার; তিনি আমায় কথায় কথায় বলতেন "স্বামীর মন্দির এক শত বৎসরের পথ।"

লীলা। তবে মনে আছে।

ক্ষীরো। দুটী কাগজই পাঠিয়ে দাও, বলে দাও, এইটী প্রশ্ন, এইটী উত্তর।

লীলা। আমি মামার হাতে দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

ক্ষীরো। বার তের বৎসর আমার স্বামীর কোন সমাচার ছিল না, এর মধ্যে অনেক পরিবর্ত্ত হয়েচে;—সে চেহারা নাই, সে কথা নাই, সেরূপ মনের ভাব নাই; তাঁর সম্বন্ধে অনেক ভ্রম হতে পারে, অপর কেহ পতির রূপ ধ'রে এসে ধর্ম্ম নষ্ট করে, তার চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল।—উনি যদি যথার্থ উত্তরটী দিতে পারেন, আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকবে না, আমি পবিত্র চিত্তে তাঁর বাম পাশে বসব।

শার। তোমার স্বামী তুমি দেখলেই চিনতে পারবে, হাজার পরিবর্ত্ত হক্, স্বামীর মুখ দেখলেই চেনা যায়।

(নেপথ্যে আনন্দধ্বনি)

ক্ষীরো। সকলে আহ্লাদ করে উঠ্‌ল, বুঝি বলতে পেরেচেন।

শার। যখন এ কথা নিয়ে কৌতুক করেচেন, তখন অবশ্যই বলতে পেরেচেন।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। মেজো ঠাকুরদাদা উত্তরের কাগজটী হাতে রেখে, প্রশ্নের কাগজটী দাদার হাতে দিলেন; দাদা পড়তে লাগলেন, আর হাসতে লাগলেন; তার

শর অমনি বল্লেন "একশত বৎসরের পথ।" সেজো ঠাকুরদাদা উত্তরটার কাগজ খুলে চেঁচিয়ে পড়্লেন, আর সকলে আনন্দে হাততালি দিতে লাগ্লে। বাবা দাদাকে বাড়ীর ভিতর আসতে বলেচেন।

শার। চল সই, আমরা যাই।

ক্ষীরো। শারদা, যেও না।—লীলা, বস্, তোর দাদা তোকে দেখুক, আর ত আপনার জন কেউ নাই।

যোগজীবনের প্রবেশ এবং লীলাবতী ও শারদাসুন্দরীর প্রণিপাত।

যোগ। (ঈষৎহাস্য করিয়া) তুমি বুঝি, একটী প্রণাম কত্তে পার্‌বে না?

ক্ষীরো। আমি ত চরণ-তলে পড়িই আছি, তুমিই সিন পায় রাখ্‌তে চাও না; আমায় একাকিনী ফেলে বার বৎসর ভুলে ছিলে।

যোগ। এখন আমি বাড়ী এলুম, তোমার কাছ-ছাড়া এক দণ্ডও হব না। সে দিন তোমায় আমি অনাথবন্ধুর মন্দিরে যে কাতর দেখ্‌লুম, সেই দিনই তোমাকে দেখা দিতেম, কিন্তু তখন আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় নি, তাই দেখা দিতে পারি নি।

ক্ষীরো। তোমার যদি পাকাদাড়ী না থাক্‌ত, তা হলে সে দিন আমি জোর করে তোমার হাত ধত্তেম।—লীলার আজো বিয়ে হয় নি।

যোগ। আমি তা সব জেনিচি।—ললিতমোহন কাশীতে আছে, আমি তাকে আন্‌তে লোক পাঠাব।

ক্ষীরো। ঠাকুর আর এক সম্বন্ধ করেচেন।

যোগ। নদেরচাঁদ জেলে গিয়েচে, সে সম্বন্ধ কাজে কাজেই রহিত হল।

শার। দাদা, আপনি যদি আজ্ না আস্‌তেন, কাল্ পুষ্যিপুত্র নওয়া হত, আর বউ প্রাণত্যাগ কত্তেন; বার বৎসরের ভিতর বয়ের এক দিনের জন্য চকের জল বন্দ হয় নি।

যোগ। লীলাবতী থাকৃতে বাবা পুষ্যিপুত্র নিতেছিলেন কেন?

ক্ষীরো। তা তিনিই জানেন; আমি কত বারণ করিচি, পাড়ার লোক কত বারণ করেচে; তা কি তিনি কারো কথা শোনেন?

যোগ। তারাসুন্দরীর কোন কথা বাবা তোমাদের বলেছিলেন?

ক্ষীরো। কিছু না।

যোগ। কোন চিটি তিনি পান নি?

ক্ষীরো। তা বল্‌তে পারিনে।—লীলা, কিছু শুনেছিলে?

লীলা। না, বাবা ত এখন আমায় কোন চিটি দেখ্‌তে দেন না।

শার। কোন্‌ তারা, বউ?

ক্ষীরো। আমার বড় ননদ; এঁরা যখন কাশীতে ছিলেন, একজন হিন্দু-স্থানী দাসী তারাকে চুরি করে নিয়ে গেছিল।

যোগ। লীলা, তুমি মেঘনাদবধ কাব্য পড়্‌তে পার?

লীলা। পারি।

যোগ। বুঝ্‌তে পার?

লীলা। শক্ত শক্ত কথার অর্থ সব লেখা আছে।

(নেপথ্যে। অরবিন্দ, একবার বাইরে এস, বাবুরা তোমায় দেখ্‌তে এসেচেন।)

ক্ষীরো। তারার কথা কি বল্‌ছিলে যে?

যোগ। এসে বল্‌ব।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—শারদাসুন্দরীর শয়নঘর।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। (কারপেট বুনিতে বুনিতে) সই আমায় ঠাট্টা করে বলে, সয়ার মন ভুলাতে আমি এত ভাল করে এ জুতা জোড়াটা বুন্‌চি।—আমার বল্লেন সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী যেমন ফুল তুলেচে তেমনি ফুল তুলে দিতে।—যা হয়েচে ই দেখে কত আমোদ করেচেন।—উনি যে এ সকল বিষয় নিয়ে আমোদ করবেন তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না। তৎসঙ্গে কাশীবাস; নদেরচাঁদকে ছেড়ে সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে যেই মিশেচেন, তমনি সব পরিবর্ত্ত হয়েচে। প্রথম থেকে স্বভাব ভাল,

কেবল নদে পোড়াকপালে এত দিন মজিয়েছিল।—রাজলক্ষ্মীর চাইতে আমার ফুলের রং ভাল ফলেচে।—সিদ্ধেশ্বর তা কখন বল্‌তে দেবে না; সে বলে রাজলক্ষ্মী যা করে তা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়।—

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। কি সই, কি কচ্চ?

শার। ও ভাই, সেই জুতা জোড়াটা বুন্‌চি।

লীলা। মাইরি সই, মিছে কথা কয়ো না; ও ত জুত নয়।

শার। জুত নয় তবে কি?

লীলা। ভাতার ধরা ফাঁদ। যখন অম্‌নি ধরা দিয়েচে, তখন আর ফাঁদে আবশ্যক কি?

শার। তুই ব্যাখ্যানা করিস্ নে, সই, এই তুলে রাখ্‌লেম।

লীলা। সই, তুলিস্ নে, ফাঁদ পেতে রাখ্, তোর ভাতারে ভাতারে ধুন্ধুমার পরিমাণ হবে।

শার। এই বার একটা ধরে তোকে দেব।

লীলা। ধরা পড়েই যদি ধরে বসে?

শার। তুই আইবুড়ো থাক্‌বি।

লীলা। সই, আজ্ আমি চমৎকার স্বপ্ন দেখিচি।

শার। যেন ললিতের কোলে ব'সে রইচিস্, না?

লীলা। মাইরি সই, উত্তম স্বপ্ন।

শার। বল্ দেখি।

লীলা। নিশীথ-সময়, সই; নীরব অবনী;
নিদ্রার নির্ভয় অঙ্কে অঙ্গ নিপতিত,—
যেমতি নবীন শিশু, জননীর কোলে,
স্তনপানে তৃপ্ত হয়ে, সুষুপ্ত অঘোর।
সুশীল মহিলা এক, অরবিন্দ-মুখী,—
ইন্দীবর বিলম্বিত শ্রবণের মূলে,
বিমুক্ত চিকুর-দাম, কিন্তু অগ্রভাগে
বিরাজে বন্ধন, সহ বিপিন-মালতী,
আবরিত হৃদেবক—সুগোল কোমল,—

বিমল বন্ধলে—শৈবালে জলজ যথা,
চারু করে শোভা করে মৃণালসহিত
পুণ্ডরীক-কলি, পরিপূর্ণ পরিমলে,—
ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে শিওরে বসিয়ে
বলিলেন "লীলাবতী, আশুগতি-পদে
অবিলম্বে মম সনে নিঃশব্দে প্রয়াণ
কর, সিদ্ধ মনোরথ হইবে ত্বরায়।''
বিমোহিত হেরে রূপ, মধুর বচনে,
কথার সময় নাই, চলিলাম ধরে
ভাবিনীর ভুজবল্লী, বিজলী-বরণ,—
কিরূপে গেলাম সই, স্থলে কিংবা জলে,
অনিলে, অনলে, কিংবা রথ-আরোহণে,
বলিতে পারি নে ; হইলাম উপনীত
সুরম্য-অরণ্য-মধ্যে, সরোবর তীরে,—
গোলাকার সরোবর মনোহর-শোভা,
সুন্দর ভূধর-পুঞ্জে ঘেরা চারি দিক্ ;
নীল-শিলা বিনির্ম্মিত তট রমণীয়,
বিরাজিত তদুপরি কুসুম-কানন—
পারিজাত, গন্ধরাজ, বেল, বনমল্লী,
বিপিন-মালতী, জাতী, বান্ধুলী, গোলাপ ;
পর্ব্বতের ঢালে কত কস্তূরী-হরিণ
খেলিতেছে প্রেমানন্দে চন্দন তলায়,
আমোদিত সুসৌরভে সরোবর-কূল ;
বন-পক্ষী অগণন বসিয়ে অশোকে,
সহকারে, সালে, বেলে, বকুলে, তমালে,
গাইতেছে বন্য গীত সুমধুর রবে ;
সরসীর স্বচ্ছ বারি প্রণালী-বন্ধনে
আচ্ছাদিত নানামতে, দেখিতে সুন্দর,
কূল হতে কিছু দূর শৈবালে ব্যাপিত,
তার পরে চক্রাকারে সব অঙ্গে শোভে

কহ্লার কুমুদ কুন্দ শ্বেত শতদল ;
কুবলয়চয় পরে রুধির-বরণ
বিরাজে সরসী-বক্ষে, আলো করি দিক্ ;
তদন্তে শোভিত সর ইন্দীবরদলে,—
যা তুলে তপস্বিবালা—বিমলা, সরলা,—
কুন্তল করিয়ে পরে শ্রবণের মূলে ;
পরিশেষে পঙ্কজিনী—সর-অহঙ্কার,
দ্বিরেফ-সর্ব্বস্ব-নিধি, রবি-মনোরমা,
কুসুমকুলের রাণী, মরাল-সঙ্গিনী,—
পবন-হিল্লোলে দোলে, ভরা পরিমলে ;
তার পরে বারি-চক্র, হীন-দাম-দল,
করিতেছে তক্ তক্ কাচের মতন ;
বারি-চক্র-মধ্য-ভাগে শোভিত সুন্দর
বিপুল কুসুম এক—আভা মনোলোভা—
চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রমা যেমতি,
অথবা যেমন পাথরের গোল মেজে
বিরাজিত কুসুমের তোড়া রমণীয়,—
তত বড় ফুল সই, দেখি নি কখন,
শত শতদল যেন বাঁধা এক সঙ্গে ;
বিপুল কুসুম বেড়ে মরালী-মণ্ডলী
করিতেছে সন্তরণ,—যুবতী-নিচয়
যেন বরে বেড়ে ফিরিতেছে সাত পাক ;
কূলোপরি কত নারী, সারি সারি বসি,—
অপ্সরী, কিন্নরী, পরী, দেবী, মানবিনী,—
কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ স্থিরনেত্রে
গাঁথিছে ফুলের মালা বল্লভ-রঞ্জন।
বিস্মিতা দেখিয়ে মোরে সঙ্গিনী আমার
কহিলেন হাস্যমুখে—"দেখ লীলাবতী,
'পরিণয়-সরোবর' এ সরের নাম ;
এই যে বিপুল ফুল সরোমধ্য দেশে,

প্রজাপতি-প্রদত্ত 'প্রণয়-পুণ্ডরীক' ;—
ফুল চাও, কর বেশ, দেহ নব অঙ্গে
আতর, চন্দন, চুয়া, কস্তূরী, গোলাপ,
হরিদ্রা, সুগন্ধি তেল, প্রসূনের মালা"—
সঙ্গিনীর কথা শেষ না হতে, সজনি!
সুন্দরীর দলে মিলে সাজালে আমায় ;—
হেন কালে কোথা হতে ললিতমোহন
হাসি হাসি তথা আসি দিল দরশন,
দাঁড়াইল সন্নিধানে, সুতা-বাঁধা করে
সিঁতেয় সিন্দুর-বিন্দু দিলেন সাদরে,
আনন্দে অঙ্গনাকুল দিল হুলুধ্বনি ;
চড়াৎ করিয়ে ঘুম ভাঙ্গিল অমনি।

শার। সই, তোর বিয়ে হবে লো।

লীলা। বিয়ে হবে না ত কি আমি আইবুড়ো থাক্‌ব ?

শার। ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।

লীলা। হাঁা সই, তবে যে বলে স্বপ্নে ভাল দেখলে মন্দ হয়।

শার। যাদের মন্দ হয়, তারাই বলে।

লীলা। যেই ভাই ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমার বুক্‌টো দড়াস্ দড়াস্ কত্তে লাগ্‌ল।—সেই সরোবর দেখ্‌বের জন্যে কত ঘুমবার চেষ্টা কল্লেম, তা পোড়া ঘুম আর এল না।

শার। যখন দাদা বাড়ী এসেচেন, তখন সই, আর ভয় কি ?

লীলা। দাদা, ভাই, রাত্রিদিন বয়ের কাছে আছেন, একবারও বাইরে যান না, স্নান করেন না, যে কাপড় পরে এসেছিলেন তাই প'রে আছেন, বলেন ব্রাহ্মণ-ভোজন না করিয়ে ব্রহ্মচারীর বেশ ত্যাগ কর্‌ব না।

শার। বউ বার বৎসরের পর দাদাকে পেয়েচেন, তাই এক দণ্ডও ছেড়ে দিতে চান না।

লীলা। বউ প্রথম দিন যেমন প্রফুল্ল হয়েছিলেন, তেমনটী আর নাই, তার পর দিন সকাল বেলা বিমর্ষ-বদন দেখ্‌লেম, হাসি নাই, আহ্লাদ নাই, আমার বিয়ের কথা একবারও বল্লেন না।—হয় ত দাদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েচে।

শার। দাদা যে আমুদে লোক, বউকে যে ভালবাসেন, দাদা কি কখন বয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেন!

লীলা। দাদা ত খুব আমোদ কচ্চেন, বউকে কথায় কথায় তামাসা কচ্চেন, কিন্তু বউ ভাই, কেমন কেমন হয়েচেন, দাদার উপর যেন বিরক্ত বিরক্ত বোধ হচ্চে।—হয় ত ললিতের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে দাদা অমত প্রকাশ করেচেন।

শার। তুই আপদ জড়িয়ে নিয়ে আসিস্; অমন বুদ্ধিমান্ ভাই, উনি কখন ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে অমত করেন? তোর কথায় কথায় আতঙ্ক; ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে হলে আমি বাঁচি; তুই এখন ঝোপে ঝোপে বাগ দেখ্‌চিস।

লীলা। ললিত হয় ত আমায় ভুলে গিয়েছে। আমি যদি ললিতকে ভাল না বাস্‌তেম, তা হলে হয় ত ললিতের সঙ্গে আমার বিয়ে হত।

শার। তোকে দেখ্‌চি ঘরে রাখা ভার হল; তুই কাশী যা,—

লীলা। (গীত) "তোমার কোন্ তীর্থ কাশীধাম,
সব তীর্থ সয়ের নাম,
ত্রিকোটি তীর্থ সয়ের শ্রীচরণ—"

হা! হা! হা! কি বল সই—

শার। তুই যেন পাগল, তোর হাসি কান্না বোঝা যায় না।

লীলা। (যাত্রার ধরণে) সই, তোমায় অতিশয় উৎকণ্ঠিতা দেখিতেছি, বিরহ বহ্নি তোমার নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠেচে; তুমি সহচরীর বাক্য গ্রহণ কর, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, মনকে প্রবোধ দাও, তোমার ইন্দীবর-বিনিন্দিত বিপুল, উজ্জ্বল, চঞ্চল লোচনের যদি অনিবার্য্য আকর্ষণ থাকে, তোমার কারপেট জুতা জোড়াটীর যদি মহিমা থাকে, তোমার কুঞ্জে মদনমোহন ত্বরায় এসে, হেসে হেসে, ঘেঁসে ঘেঁসে, কাছে বসে, কি করবেন তা তুমিই জান—

শার। আমি ত ভাই, অধীর হই নি, যে তুমি দূতীগিরি কচ্চ; যার মনে প্রবোধ মানুচে না, তারি কাছে দূতীগিরি করা উচিত।

লীলা। (যাত্রার ধরণে শারদার দাড়ী ধরিয়া) মানময়ি, আদরিণি, পঙ্কজনয়নি, বিরহিণি, ভাতার ভুলানি, এত মান ভাল নয়।

শার। সই, তুই রঙ্গ রাখ্, তোর সেই বিরহিণীর গানটা গা।

লীলা। (গীত, রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা)

কামিনী-কোমল-মনে বিরহ কি যাতনা!
অনাথিনী জানে, সখি, অনাথিনী-বেদনা।
যেন ফণী মণিহারা, নয়নে সলিল ধারা,
দীনা, হীনা, ক্ষীণাকারা, অবিরত ভাবনা।

সই, গান টান শুনলে, এখন বক্সিস্ টক্সিস্ দাও, আড্ডায় যাই।

শার। হাঁ সই, চাঁপার সঙ্গে দাদার কি হয়েছিল শুনতে পেলি।

লীলা। ভাল কথা মনে করিচিস্, আমি তোকে যা দেখাতে এলেম তা ভুলে গেছি; তোর মুখ দেখ্‌লে কোন কথা মনে থাকে না।—সই বড় নিগূঢ় কথা। চাঁপার সঙ্গে দাদার কিছুই হয় নি; এই লিপিখানি পড়, সব জান্‌তে পারবি। লিপিখানি বাবার একটী ভাঙ্গা বাক্সয় পেয়েছি।

শার। কারে লিখেছিলেন? কারো ত নাম নাই, কেবল দাদার স্বাক্ষর দেখ্‌চি।

লীলা। দাদা অজ্ঞাত বাস যাবার আগে লিখেছিলেন, তা তারিখে দেখা যাচ্চে।

শার। (লিপি পাঠ)

"কপালের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে। অকৃত অপরাধে আমি দুর্নামের ভাগী হইলাম। চাঁপাকে আমি এক দিনের তরেও অপবিত্র চক্ষে দেখি নাই। পুরবাসী কামিনীগণ কাণাকাণি করিতেছেন আমি চাঁপাকে আলিঙ্গন করিয়াছি, কিন্তু কি প্রকারে চাঁপা মৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইল তাহা যদি তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে কখনই আমাকে পাপী গণ্য করিতেন না। আমার শয়ন-পর্য্যঙ্কের নিকটে দাঁড়াইয়ে চাঁপা শয্যার উপর বদন ন্যস্ত করিয়া কি ভাবিতে ছিল, আমি সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার স্ত্রী-ভ্রমে চাঁপাকে আলিঙ্গন করিলাম; চাঁপা তৎক্ষণাৎ বিগলিত-লোচনে এবং কাতরস্বরে বলিল 'বাবু, আমি আপনার ভগিনী, আমার পিতাও যে আপনার পিতাও সে।' আমি তদ্দণ্ডে চাঁপাকে পরিত্যাগ করিয়া কহিলাম "আমার ভ্রম হইয়াছিল।" কিন্তু মুহূর্ত্তেক পরে সরলান্তঃকরণবিদারক, অনিষ্টনিপুণ, কল্পনা-বিশারদ অপবাদ-সহস্র মুখ ব্যাদন করিয়া, প্রকাশ করিল 'আমি চাঁপার সতীত্ব বিনাশ করিয়াছি।' মেয়েদের বিচারে চাঁপাকে এক দণ্ডও আর বাড়ীতে রাখা কর্ত্তব্য নয়; পিতাও সেই মত করিলেন। আমি কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারি না। চাঁপার

কিছুমাত্র দোষ নাই ; আমার দৃষ্টির ভ্রমে নিরাশ্রয়া অবলা বহিষ্কৃত হয়। অপবাদের এক মুখ হইলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য নহে, কিন্তু তাহার সহস্র মুখ ; নির্দ্দোষী হইলেও তাহার মুখে দোষী হইতে হয়। পুরজনদিগের মনে বিশ্বাস হইয়াছে আমি পাপাত্মা, নির্ম্মল কুলের কুলাঙ্গার ; পিতা মনের কোন ভাব ব্যক্ত করেন নাই। এ নিদারুণ কলঙ্কে কলঙ্কিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। বিশেষ যখন জানিতেছি, কাশীধামে পিতার মহাতাপমুখা নামে যে রক্ষিতা মহিলা থাকে, চাঁপা তাহারি গর্ভজাত কন্যা, সুতরাং আমার ভগিনী ; তখন অজানত আলিঙ্গনেও আমার সম্পূর্ণ পাপ হইয়াছে। আমার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য।”

সই, কেমন চাঁপা মেয়ে মানুষ দেখ্‌লি, আমাদের এক দিনও এ কথা বলে নি।

লীলা। দে ভাই, লিপিখানি দে, লুকায়ে রাখ্‌তে হবে ; দাদা যদি জান্‌তে পারেন, বল্‌বেন, ছুঁড়ীগুণো বড় বেহায়া।—ললিতকে দেখাব—বিয়ে হলে।

[লিপি-গ্রহণ।

শার। যাস্ না কি ?

লীলা। তোর ভাতার আসচে।

শার। আমার সুমুখে তোকে আলিঙ্গন কর্‌বে না।

লীলা। জানি কি ভাই, শ্রীরামপুরে মাগ, ভাতারের ঘট্‌কী।

শার। দূর মড়া।

লীলা। মাইরি সই।

[প্রস্থান।

শার। সয়ের মত মিষ্টি কথা আমি কখন শুনি নি ; যেমন বিদ্যাবতী, তেমনি রসিকা, তেমনি আমুদে ; এখন ললিতের সঙ্গে সয়ের বিয়েটী ঘট্‌লে সকল মঙ্গল হয়। সই আমাকে বড় ভালবাসে, অন্য লোকের কাছে সয়ের মুখ দিয়ে কথা বার্ হয় না, আমার কাছে সয়ের মুখে খই ফুট্‌তে থাকে।—

হেমচাঁদের প্রবেশ।

এই বুঝি তোমার কাল্ ?

হেম। কাল্ বড় ব্যস্ত ছিলেম,—

শার। কিসে ব্যস্ত ছিলে?—তুমি এমন বিমর্ষ কেন?

হেম। খবর মন্দ

শার। নদেরচাঁদের মোকদ্দমা হার্ হয়েচে?

হেম। হাইকোর্টের বিচারে নদেরচাঁদের মেয়াদের পরিবর্ত্তে হাজার টাক জরিমানা হয়েচে।

শার। তবে কি মন্দ খবর?

হেম। সর্ব্বনাশ হয়েচে;—সয়ের কপাল মন্দ।

শার। ললিতের কিছু হয়েচে?

হেম। ললিতেরও হয়েচে, সিদ্ধেশ্বরেরও হয়েচে।

শার। তারা প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে ত?

হেম। এ দুজন আমার অনেক উপকার করেচে, আমাকে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করেচে; এদের জন্তে আমার বড় দুঃখ হচ্চে।

শার। কি হয়েচে শীঘ্র বল, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে।

হেম। যে অরবিন্দ বাড়ী এসেচে, ও আসল অরবিন্দ নয়।

শার। মা গো! আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে।

হেম। ও তাঁতিদের ছেলে;—আসল অরবিন্দ আজ্ এসে পৌঁচেচেন।

শার। বাড়ীতে এসেচেন?

হেম। বাইরে কর্ত্তার কাছে বসেচেন।

শার। ও মা কি সর্ব্বনাশ!—বউ হয় ত বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাই বউ বিরস-বদনে আছে, কারো সঙ্গে কথা কয় না, হাসে না।—ললিত সিদ্ধেশ্বরের কি হয়েচে?

হেম। পুষ্যিপুত্র নিবারণ কর্‌বের জন্ত আর নদেরচাঁদকে বঞ্চিত কর্‌বের জন্ত ষড়যন্ত্র করে এই জাল অরবিন্দকে বাড়ী আনা হয়েচে; ললিত, সিদ্ধেশ্বর আর তোমাদের বউ এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে প্রধান।

শার। বালাই, এমন কথা মুখে এন না, এ কি কখন বিশ্বাস হয়? বউ সতীত্বের আধার, ললিত সিদ্ধেশ্বর ধর্ম্মের চূড়া; এদের দিয়ে কি এমন কাজ হতে পারে?

হেম। আমার ত কিছুমাত্র বিশ্বাস হয় না, বিশেষ যখন কেবল নদেরচাঁদের মুখ দিয়ে এ কথা ব্যক্ত হয়েচে।

শার। নদেরচাঁদ বলেচে ত তবেই হয়েচে।

হেম। কিন্তু জাল অরবিন্দ যে ঘরে রয়েচে, তার ত কোন সন্দেহ নাই।

শার। ও মা! তাই ত।

হেম। যে অরবিন্দ এখন এসেচেন ইনিই আসল, এঁর গা খোলা, দাড়ী নাই, ইনি বেনারস কালেজে কিছুদিন শিক্ষক ছিলেন; কর্ত্তা বিলক্ষণ চিন্‌তে পেরেচেন।

শার। নদেরচাঁদ কেমন করে জান্‌তে পার্‌লে, আসল অরবিন্দ এসেচেন।

হেম। ললিত সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে অরবিন্দ বাবুর কাশীতে সাক্ষাৎ হয়, তাঁর দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তিনি কে তা তাদের কাছে বলেন; তার পর বড় আহ্লাদে কাল্ তাঁরা তিনজন সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে আসেন; সে খানে শুন্‌লেন এক জন অরবিন্দ এসেচে; এ শুনে অরবিন্দ বাবু কাশী ফিরে যাচ্ছিলেন, ললিত সিদ্ধেশ্বর অনেক যত্নে তাঁকে রেখেচেন। নদেরচাঁদ এই সংবাদ শুনে তার মোক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ললিতকে বিপদগ্রস্ত করবের উপায় করেচে। পুলিসের ইন্‌স্পেক্টরদের অনেক টাকা দিয়েচে।

শার। মামাশ্বশুর এর ভিতর আছেন?

হেম। না, তিনি মামীকে নিয়ে বিব্রত; মামীকে সইদের বাড়ীতে এনেচেন,—

শার। আমি যাই; দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা।

হরবিলাস, অরবিন্দ, ভোলানাথ চৌধুরী, নদেরচাঁদ, ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর, পণ্ডিত এবং প্রতিবাসিগণ আসীন—
শ্রীনাথ এবং যোগজীবনের প্রবেশ।

শ্রীনা। ও বল্‌চে যে "আমি জাল অরবিন্দ, কি যিনি এখন এসেচেন ইনি জাল অরবিন্দ, তা নির্ণয় করে আমি শাস্তির যোগ্য হই আমাকে শাস্তি দাও।"

ভোলা। এ ব্যাটা ভারি বদ্‌মাস্‌, এখনও জোর করে কথা বল্‌চে।

হর। ললিত বাবা, তোমার মনে এই ছিল—

পণ্ডি। এমন সমতুল্য অবয়ব কখন দেখি নি।

ভোলা। মুখের চেহারাটা ঠিক এক।

যোগ। উনি যদি আসল অরবিন্দ হলেন, তবে আমি কে?

নদে। তুমি বরানগরের ভগা তাঁতি।

যোগ। তবে বাড়ীর ভিতরের গোপন খবর জান্‌লেম কেমন করে?

নদে। ললিত আর অরবিন্দ বাবুর স্ত্রী তোমাকে সব আগে থাকৃতে ব'লে দিয়েছিল।

যোগ। নদেরচাঁদ, তোমার জিহ্বাটী কালকূটে পরিপূর্ণ; যদি আমার নির্দ্দোষ সাব্যস্ত কত্তে পারি, তোমার জিহ্বাটী কেটে নিয়ে এসিয়াটিক্ মিউ-সিয়ামে রেখে দেব। আমি কারাগারে যাই, দ্বীপান্তর হই, আগত অরবিন্দ রোষ-পরবশ হয়ে আমার মস্তকচ্ছেদন করেন, কিছুতেই আক্ষেপ নাই, কিন্তু তুমি যে পবিত্রাত্মা সাধ্বী ক্ষীরোদবাসিনীর নাম তোমার পঙ্কিল জিহ্বাগ্রে এনে অপবিত্র কল্লে, তুমি যে ধর্ম্মশীল অকপট ললিতমোহনের নির্ম্মল চরিত্রে অঙ্ক দান কল্লে, এতে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে,—

নদে। তোমার আর তোমার সঙ্গীদের যা হবার তা আজি হবে, আমি পুলিসে খবর দিয়ে এসিচি।

সিদ্ধে। ললিতমোহনের সহিত তোমার কখন সাক্ষাৎ ছিল?

যোগ। ললিতকে আমি দেখিছি, কিন্তু ললিতের সঙ্গে আমার কখন আলাপও হয় নি, কথাও হয় নি।

নদে। হয় নি? তুমি সে দিন গুলির আড্ডায় গাঁজা খাচ্চিলে, সিদ্ধেশ্বরের চাকর তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল; তার পর ললিত তোমাকে অরবিন্দ বাবুর স্ত্রীর গোপন কথা সব বল্লে; তোমরা স্থির কল্লে ললিত কাশী গেলে তুমি অরবিন্দ হয়ে কাশীপুরে যাবে, তোমার চেলা যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী সন্ধান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেবে।

সিদ্ধে। যখন যোগজীবন বলিতেছেন ওঁর সঙ্গে ললিতের আলাপ নাই, ওঁর সঙ্গে ললিতের কখন কোন কথা হয় নাই, তখন কার সাধ্য ললিতকে দোষী করে।

নদে। সাক্ষী আছে।

সিদ্ধে। তুমি কয়েদ খালাসী, তোমার সাক্ষ্য যত গ্রাহ্য তা মা গঙ্গাই জানেন।

নদে। তোমার চাকর সাক্ষী আছে, তোমার বৈটকখানায় ব'সে যে যে কথা হয়েছিল, তা সব সে বল্‌বে।

সিদ্ধে। তোমার নিজের মোকদ্দমায় সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল ব'লে তাকে আমি ছাড়িয়ে দিয়েচি; তাকে তুমি আবার টাকা দিয়েচ, সে আবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু আদালত আছে, হাইকোর্ট আছে, প্রীভি কাউন্সেল আছে। তোমার বজ্জাতি খাট্‌বে না, আমি বিলাত পর্য্যন্ত যাব।

নদে। তুমি যে আসামী হবে।

সিদ্ধে। তবে রে দুরাত্মা, পাজি—(নদেরচাঁদের মুখে এক ঘুসি)—যত বড় মুখ তত বড় কথা,—

নদে। উহুহু, শালা মেরে ফেলেচে গো!

[রোদন।

ভোলা। তুইও মার্।

নদে। তা হলে আবার মারবে।

ভোলা। সিদ্ধেশ্বর, তুমি মাল্লে কেন?

সিদ্ধে। খুব করিচি মেরিচি, ওর ক্ষমতা থাকে ও ফিরিয়ে মারুক, তোমার ক্ষমতা থাকে তুমি মার।

ভোলা। সিদ্ধেশ্বর, তোমাকে ভাল জ্ঞান ছিল, তুমি বড় গোঁয়ার হয়েচ।—আচ্ছা, তোমার নামে আমরা নালিস করব।

সিদ্ধে। নালিস না করে, যে টাকাটা আমার জরীমানা হবে, সেই টাকাটা আমার নিকটে চেয়ে নাও।

ললিত। অরবিন্দ বাবু, আপনাকে আমি একটী নিবেদন করি—যদি আমি এ অসৎ অভিসন্ধিতে থাক্‌ব, তা হলে যখন আমি আপনাকে কাশীতে জান্‌তে পাল্লেম, তখন জাল অরবিন্দ কেন নিবারণ কল্লেম না, আর আপনার সঙ্গে আস্‌বের আগে কেন জাল অরবিন্দকে স্থানান্তরিত কল্লেম না?

অর। ললিত বাবু, আপনি দোষী কি না, আমার স্ত্রী দোষী কি না, জগদীশ্বর জানেন; কিন্তু এই নরাধম লম্পট তাঁতি যে আমার সর্ব্বনাশ করেচে, আমার স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করেচে, তার ত কোন সন্দেহ নাই।

যোগ। তোমার স্ত্রী আমার সহোদরা; এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও যদি তোমার স্ত্রীকে ভগিনী ভিন্ন অন্য বিবেচনা করে থাকি, আমার মস্তকে যেন বজ্রপাত হয়।

ভোলা। তাঁতির দিব্য গ্রাহ্য নয়।

যোগ। আমি যদি তাঁতি না হই।

ভোলা। সম্ভব, কারণ তুমি যে কাজ করেচ, এ বোকা তাঁতির দ্বারা হবার নয়।

হর। তুই নরাধম কে তা বল্; তুই কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ করলি; তোর রক্তে স্নান কর্‌ব, তবে আমার দুঃখ যাবে।

যোগ। পিতা সন্তানকে এমন কুবচন বল্‌চেন!

হর। ভোলানাথ বাবু, তুমি পাপাত্মার মুণ্ডপাত কর, তার পর কপালে যা থাকে তাই হবে।

নদে। আপনি ব্যস্ত হবেন না, এখনি পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর আস্‌বে, এলেই তাঁতির শ্রাদ্ধ হবে, সিদ্ধেশ্বর ললিতমোহন পিণ্ডি খাবেন।

পুলিস ইন্‌স্পেক্টর, যজ্ঞেশ্বর, হেমচাঁদ এবং কনষ্টেবলদ্বয়ের প্রবেশ।

হেম। ইন্‌স্পেক্টর যজ্ঞেশ্বরকে শিখিয়ে দিচ্চেন, ললিতের নামে বল্‌তে।

যজ্ঞে। বাবা, আমি ভাল মন্দ কিছু জানি নে, কারো পাত কেটে ভাত খাই নে; আমি পাঁচ বৎসর বয়স থেকে ব্রহ্মচারী; আমি পুলিসকে বরাবর ভয় করি; যখন কাছারি ছিলেম, তখন পুলিসকে কত ঘুস দিই চি।

শ্রীনা। এ ভণ্ড ব্যাটা এর ভিতর আছে, কারণ ঐ আমাকে প্রথমে সন্ধান বলে দেয়, আর ও যোগজীবনের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকৃত।

যজ্ঞে। আমার কি অপরাধ বল,—বকেয়া কিছু ওটে নি ত?

নদে। শালা কিছু জানেন না, ধ্যান কচ্চেন।

যজ্ঞে। পুষ্যিপুত্র লওয়া নিবারণ করবের জন্যে যোগজীবনকে বড় ব্যস্ত দেখ্‌লেম, আর পাছে আপনার বাড়ীর কেউ ওঁকে দেখ্‌তে পায় উনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান, আর ওঁর ঝুলির ভিতর একখানি পুরাণ কাপড় দেখ্‌লেম তার পেড়ে আপনার নাম লেখা, আমি তাতেই ওঁকে অরবিন্দ বিবেচনা করেছিলেম; এ ভিন্ন আমি যদি আর কিছু জানি, আমার বেটার মাথা খাই। আমি ব্রহ্মচারী,—সাত দোহাই তোমাদের,—আমি ব্রহ্মচারী।

পু, ই। এ বড় সঙ্গিন মোকদ্দমা; আমার কেয়াসে এ দোনো ব্রহ্মচারীকে, আর যে ছোকরাঠো আছে, সকলকে পুলিসে নিয়ে যাওয়া।

সিদ্ধে। তোমার কাছে ফরিয়াদী হয়েচে কে?

পু, ই। নদেরচাঁদ বাবু সব তদ্বির করেচেন।

সিদ্ধে। এখানে নদেরচাঁদের যম আছে। এখন পর্য্যন্ত পুলিস কাহাকেও স্পর্শ কত্তে পারে না। যোগজীবনের অপরাধ সাব্যস্ত বটে, কিন্তু যতক্ষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফরিয়াদি না হন, ততক্ষণ পুলিস ওকেও ধত্তে পারে না। আইন মোতাবেক চল্লে মোকদ্দমা একরূপ দাঁড়ায়, টাকা মোতাবেক চল্লে আর একরূপ দাঁড়ায়।

পু, ই। আপনি পুলিসকে বড় বদ্ জবান বল্‌চেন, আমি আমার সুপরেণ্টনডেণ্ট সাহেবকে বল্‌বে।

সিদ্ধে। আমি ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সাহেবকে বল্‌ব, তাঁর এক জন ইন্‌স্পেক্টর বেআইনি একজন ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করে পীড়ন করেচে।

পু, ই। না মশায়, আপনি অন্যায় বলেন, মার্ ধর্ কিছু করে নি, গ্রেপ্তার বি করে নি; ডাকিয়ে এনেচি। আমাকে আপনারা যে যেতে বল্‌বেন সে যাব, না সে যেতে বল্‌বেন আমি কৈকো ধরব না।

ললি। (যোগজীবনের প্রতি) আপনার কথায় স্পষ্ট প্রকাশ হচ্চে আপনি ভদ্র-সন্তান, আপনি কি জন্য নীচান্তঃকরণের কার্য্য কল্লেন? আর কেনই বা আমাকে যাবজ্জীবন মনস্তাপের ভাজন কল্লেন?

যোগ। আমার এরূপ করণের দুটী উদ্দেশ্য,—প্রথম, অরবিন্দের পৈত্রিক বিষয়ে অপর কেহ অংশী না হয়; দ্বিতীয়, তোমার সহিত লীলাবতীর উদ্বাহ।

ললি। আপনার যদি এ উদ্দেশ্য সত্য হয়, তবে আপনি অতি গর্হিত উপায় করেচেন, উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করেচেন, হিতে বিপরীত করেচেন, দুগ্ধ ভ্রমে ক্রোড়স্থ শিশুর মুখে বিষ প্রদান করেচেন।—বিষয় ভোগ করা দূরে থাক্, অরবিন্দ বাবু এ কলঙ্ক হতে নিস্তার পাবার জন্য পুনর্ব্বার অজ্ঞাত বাসে গমন করবেন; আমি এ আত্মবিঘাতক অপবাদে কলুষিত হয়ে আর কি সে দেবতাদুলভা পবিত্রা লীলাবতীর দিকে দৃষ্টিপাত কত্তে পারি? বিবাহের ত কথাই নাই। যদি পৃথিবী শুদ্ধ লোক বিশ্বাস করে আমি নদেরচাঁদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভীষণ অভিসন্ধির স্রষ্টা, তাতে আমার অন্তঃকরণে পীড়া জন্মিবে না; কিন্তু যদি সেই পুণ্যরাশি বামলোচনার মনে আমার দোষের বিশ্বাস অণুমাত্র প্রবেশ করে, সেই মুহূর্ত্তে আমার মস্তিষ্ক ভেদ হবে। এই অসীম অবনীধামে লীলাবতী ব্যতীত আর আমার কেহই নাই; লীলাবতী আমার সহধর্ম্মিণী হবে এই আশায় জীবিত ছিলাম; আমার আশালতা পল্লবিত হয়েছিল; কিন্তু আপনি কি অশুভক্ষণে এই ভবনে পদার্পণ কল্লেন, আমার চিরপালিত আশালতার উচ্ছেদ হল; আমি দুস্তর বিপদ-বারিধি-জলে নিপতিত হলেম,—

যোগ। ললিত, তুমি অশ্রুধারা পতন ক'রো না, সজ্জনসহায় দয়ানিধান পরমেশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন,—

সিদ্ধে। ললিত, তুমি ছেলে মানুষ হয়েচ?

ললিত। সিদ্ধেশ্বর, লীলাবতী. মনের সুখে থাক্;—আমাকে লীলাবতী পাছে দোষী বিবেচনা করে; চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত আমাকে সম্পূর্ণ দোষী বিশ্বাস করেচেন।

হর। ললিতমোহন, তুমি অতি সুশীল, তুমি অতি সরল, তোমাকে আমি কিছুমাত্র দোষী বিবেচনা করি না; কিন্তু নদেরচাঁদ যেরূপ বল্‌চে, তাতে তোমা বই অন্য কাহাকেও সন্দেহ হয় না;—জগদীশ্বর জানেন। আমি স্থির করেছিলাম তোমার সহিত লীলাবতীর বিবাহ দেব, তা এই তাঁতি ঘাটা

সকল ভণ্ডুল কল্লে—এখন আমার মৃত্যু হলেই বাঁচি।—তুই পাপাত্মা কে? তোর চন্দ্রপুরুষের দিব্য যদি ঠিক্ করে না বলিস্।

যোগ। আমি ব্রহ্মচারী।

হর। তোর নাম কি?

যোগ। যোগজীবন।

হর। তোর বাড়ী কোথায়?

যোগ। কাশীতে।

হর। কেন আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লি?

যোগ। আপনার সকল দিক্ বজায় থাক্‌বে।

হর। তুই আমায় আর বাক্যযন্ত্রণা দিস্ নে, তোর মৃত্যু ভোলানাথ আর অরবিন্দের হাতে।

যোগ। ওঁরা কি আমার গায় হাত তুল্‌তে পারেন।

অর। পারিনে?

ভোলা। আমি দেখাচ্চি।

যোগ। একটু অপেক্ষা কর, আমি দেখাচ্চি—

[শ্বেতশ্মশ্রু এবং জটা-ধারণ, হস্তে রজত-ত্রিশূল-গ্রহণ।

অর। বাবাজি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ভোলা। পিতা, আমি আপনাকে কুবচন বলে অতিশয় পাপ করিচি, সন্তানের দোষ গ্রহণ কর্‌বেন না। আমাকে যেমন যেমন অনুমতি করেছিলেন, আমি সেইরূপ করিচি।

হর। কি আশ্চর্য্য! তোমরা উভয়েই যে নিমেষমধ্যে এমন বিপরীত ভাব অবলম্বন করলে?

অর। মহাশয়, ইনি পরম ধার্ম্মিক যোগী, উনি সিদ্ধপুরুষ; ওঁয়ার তুল্য পরোপকারী, মিষ্টভাষী আমি কখন দেখি নাই।—খণ্ডগিরিধামে আমি যখন সন্ন্যাসীরূপে কালযাপন করি, আমার সাংঘাতিক পীড়া জন্মে, তাতে আমি ছয় মাস শয্যাগত থাকি, আমার উত্থানশক্তি রহিত, এই মহাপুরুষ আমার প্রাণদান দিয়াছিলেন। উনি ছয়মাস আমাকে জনক জননীর ন্যায় ক্রোড়ে করে রেখেছিলেন। এখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে, উনি কেবল আমার মঙ্গলের জন্যে আমার রূপ ধারণ করে আপনাকে দেখা দিয়েচেন।

যোগ। আমি যদি সন্ধ্যার সময় না আস্‌তেম, তার পর দিন প্রাতঃকালে দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ হত।

শ্রীনা। তোমার পরিচয় ওঁর কাছে দিয়েছিলে?

অর। কিছুমাত্র না; তবে অজ্ঞান অবস্থায় প্রলাপ-বাক্যে যদি কিছু জেনে থাকেন; কারণ, আমি দু দিন অজ্ঞান অবস্থায় একাদিক্রমে ওঁর ক্রোড়ে শুয়েছিলেম।

হর। তোমার বেয়ারাম আরাম হলে আর ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

অর। আমার পীড়া আরোগ্য হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই কটকের কমিসনর সাহেবের অনুমতি অনুসারে খণ্ডগিরি-নিবাসী যাবতীয় সন্ন্যাসী বহিস্কৃত হয়। আমি সেই সময় কাশী গমন করি, উনি কোথায় গিয়াছিলেন তা আমি বল্‌তে প্যারি নে।

যোগ। আর এক দিন সাক্ষাৎ হয়েছিল।

অর। কোথায়?

যোগ। নাগপুরে।

অর। আমার স্মরণ হয় না।

যোগ। নাগপুর-নিবাসী ধনশালী ভিটল্ রাওয়ের চতুরা বনিতা রুক্মা বাই তোমার রূপে মোহিত হয়ে তোমার যোগধর্ম্মের ব্যাঘাত কর্‌তে উদ্যতা হয়; তুমি সেই কুলটা কামধুরার নিমন্ত্রণ-অনুসারে এক দিন তার বিলাস-কাননে অবস্থান করিতেছিলে; আমি তোমাকে বলিলাম "অভিসন্ধি ভাল নয়, তুমি এ কুহকিনীর হস্তে পতিত হলে আর বাড়ী ফিরে যেতে পার্‌বে না, তোমার পিতা মাতা বনিতা তোমার শোকে আকুলিত হয়ে প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বেন, তোমার তীর্থ পর্য্যটন বিফল হবে, আর তুমি অবিলম্বে ইহার প্রতারিত পতির হস্তে প্রাণ হারাবে।"

অর। তিনি বঙ্গদেশের ভাষা কিরূপ তাই শুনতে চেয়েছিলেন।—তখন আপনার পাকা দাড়ী ছিল না, মাতায় জটাভারও ছিল না।

যোগ। এ বেশ আমি প্রয়োজন অনুসারে ধারণ করি।—(শ্বেতশ্মশ্রু এবং জটাভার পরিত্যাগ করিয়া)—তখন আমার এইরূপ বেশ ছিল।

অর। এখন আমার বিলক্ষণ স্মরণ হচ্চে।—সেখানেও আপনি আমার প্রাণদাতা, আর অধিক বল্‌ব কি।

যোগ। তোমাকে প্রথমে পুরুষোত্তমে দর্শন করি; তোমার নবীন বয়স এবং মনোহর রূপ দেখে আমার মনে স্নেহের সঞ্চার হয়; তোমার পরিচয়

পাইবার জন্য আমি কত কৌশল করেছিলেম, কিন্তু তুমি কোনমতে পরিচয় দিলে না ; বরঞ্চ বলিলে, তুমি কে, যদি কেহ কিছুমাত্র জান্‌তে পারে, সেই দিন হতে তোমার সন্ন্যাসাশ্রম গণ্য হবে। আমি অগত্যা তোমার রক্ষার্থে তোমার সমভিব্যাহারে রহিলাম। তুমি কাশীতে সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করে ইংরেজী অধ্যয়ন করতে লাগ্‌লে, এবং কাশীর কালেজের শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হলে ; আমি নিশ্চিন্ত হইলাম ; তদবধি তোমার নিকটে আর যাই নাই।

নদে। তার পর খালি ঘর দেখে একটী ছেলের চেষ্টায় কাশীপুরে এলে।

ভোলা। নদেরচাঁদ, তুই বাপু কি চুপ্ করে থাক্‌তে পারিস্ নে ?

নদে। মহাশয়, ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ আর চল্‌বে না, পাড়ায় রাষ্ট, বউ ঠাকুরুণ গর্ভমতী হয়েচেন।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস) অরবিন্দ, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কৃপায় তোমাকে ফিরে পেলেম বটে, কিন্তু কলঙ্কে কূল পরিপূর্ণ হল।

অর। আমার মনে কিছুমাত্র দ্বিধা হচ্চে না আমার স্ত্রীকে আমি পঞ্চবর্ষীয়া বালিকার ন্যায় পবিত্রা জ্ঞান করচি।

হর। ভোলানাথ বাবু কি বলেন ?

ভোলা। যোগজীবন মহাশয় যে মহাপুরুষ, ওঁর মনে যে কিছুমাত্র মালিন্য আছে, তা আমার বোধ হয় না ; কিন্তু কাণাকাণি ক্রমে বৃদ্ধি হতে চল্ল।

হর। মেজো খুড়ো কি বলেন ?

প্র, প্র। এ বিষম সমস্যা। অরবিন্দকে ব্রহ্মচারী যেরূপে বাঁচিয়েচেন, অরবিন্দের মঙ্গলের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেচেন, তাতে উনি অরবিন্দের স্ত্রীর সতীত্ব ধ্বংশ করে অরবিন্দকে মনস্তাপ দেবেন এমন ত কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।—যোগজীবন, তোমাকে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—তুমি অরবিন্দ নও তা অরবিন্দের স্ত্রীর কাছে বলেছিলে ?

যোগ। যে রাত্রে আমি প্রথম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেম, সেই রাত্রিতেই বলিচি। ক্ষীরোদবাসিনী শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিতা হয়েছিলেন! আমি তাঁর চৈতন্য করে তাঁকে সান্ত্বনা কল্লেম, এবং সকল বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে প্রকাশ কত্তে বারণ কল্লেম।

নদে। একটিন্ স্বামী পেলে মনটা কতক ভাল থাকে।—আপনারা সব কথায় ভুলে যাচ্চেন ; ও বরানগরের ভগা তাঁতি কি না, ললিতের সঙ্গে ও পরামর্শ করেচে কি না, তার বিচার কচ্চেন না।

সিদ্ধে। যখন সকলেরই প্রতীতি হচ্চে যে যোগজীবন অতি ধর্ম্মপরায়ণ এবং অরবিন্দ বাবুর ঐকান্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তখন এই সিদ্ধান্ত—উনি কেবল পোষ্যপুত্র লওয়া রহিত করবের নিমিত্ত এই ছলনা করেচেন। উনি ব্রহ্মচারী, এক্ষণে ব্রহ্ম-উপাসনায় তীর্থে গমন করুন, অরবিন্দ বাবু পরম সুখে সংসারধর্ম্মে মন দেন,—

নদে। আর তোমার ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ দেন।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ, ললিতকে বিপদগ্রস্ত কত্তে তুমি যে সকল কুৎসিত কার্য্য এক দিনের ভিতরে করেচ, তা দশজন ঠকে দশ বৎসর পরিশ্রম করে পারে না। তুমি, তোমার মোক্তার, আর এই ইনস্পেক্টর সাহেব আমার হাতে বাঁচিবে না।

পু, ই। এ বাবুসাহেব, আমাকে উনি হাজার টাকা দিতে চেয়েচে, তা হামি নেন নি। হাম কোইকো বাৎ শোন্‌তে নেই মহারাজ।

নদে। আপনারা সব বড় বড় লোক, আমি আপনাদিগের চাইতে নীচে; আমি একটী কথা বলি তাই করুন, সকল দিক্ বজায় থাক্‌বে।—ভগা তাঁতিকে আর ললিতকে ইন্‌স্পেক্টরের জিম্মা করে দেন, বউকে পুলিসে দেওয়া বড় অপমান, তাঁকে সোজা পথ দেখিয়ে দেন, তিনি সোণাগাছি চলে যান, না হয় কাশীতে যান, চাঁপার বাড়ীতে থাক্‌তে পারেন; চাঁপা কাশীতে আছে, মামা দেখে এসেচেন।

ললি। নদেরচাঁদ, পরনিন্দা তোমার নীচাত্মার পথ্য।

হর। বউটীকে ত্যাগ করি, আপাততঃ তাঁর পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিই; অরবিন্দ পুনর্ব্বার বিবাহ করুন।

অর। আমার স্ত্রীকে আমি লয়ে কাশী যাই, আপনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করুন।

প্র, প্র। অরবিন্দ, সকল কথা প্রণিধান করে বোঝ। তোমার স্ত্রী হাজার নির্দ্দোষী হন, তাঁর শরীর যে নিষ্পাপ কেহ শপথ করে বল্‌তে পারবে না; তিনি নবীন যুবতী, ইনি নবীন যুবক; একত্রে তিন দিন বাস হয়েচে, এক শয্যায় শয়ন হয়েচে; ইনি অরবিন্দ নন জেনেও তিনি প্রকাশ করেন নি; তখন ভারি সন্দেহ স্থল। অনল ঘৃত একত্রে থাক্‌লে গলাই সম্ভাবনা। তুমি ব্রহ্মচারীকে অমনি ছেড়ে দিতে চাও দাও, কিন্তু স্ত্রীকে আর গ্রহণ কত্তে পার না।

ভোলা। আপনি উচিত কথা বলেচেন।

ললি। (যোগজীবনের প্রতি) আপনি যে অরবিন্দের পরমবন্ধু অরবিন্দের দুই বার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, এবং অরবিন্দের মঙ্গল-দেবতার স্বরূপ তাঁর কাছে কাছে ছিলেন, এবং অরবিন্দ ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন,—এ সব কথা আনুপূর্ব্বিক বয়ের কাছে বলেছিলেন ?

যোগ। এই সকল বলাতেই ত তিনি প্রকাশ করা রহিত কল্লেন এবং আমকে বিশ্বাস কল্লেন।

ললি। জগদীশ্বর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।—আপনারা উপায়হীনা অবলা, সাধ্বী ক্ষীরোদবাসিনীকে বহিষ্কৃতা করণের যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা অতীব গর্হিত, চণ্ডালের উপযুক্ত। ক্ষীরোদবাসিনী নিরপরাধিনী, তাঁহাকে পীড়ন করা নিতান্ত নির্দ্দয়ের কার্য্য। যোগজীবন যদিও একটা পাষণ্ড হইতেন, যদিও তিনি নদেরচাঁদের করাল-কপোল-কল্পিত ভগা তাঁতি হইতেন, যদিও যোগজীবন কেবল সতীত্ব-সংহার মানসে এই ছলনা করে থাকিতেন, তথাপি পতিব্রতা ক্ষীরোদবাসিনীর সতীত্বে দোষ পড়িত না; কারণ, যখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি অরবিন্দের পিতা, যিনি অরবিন্দকে বক্ষে করে মানুষ করেচেন, যাঁর চক্ষের মণিতে অরবিন্দের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে, যখন তিনিই যোগজীবনকে অরবিন্দ জ্ঞান করেচেন, তখন ক্ষীরোদবাসিনীর ভ্রম হবে আশ্চর্য্য কি ? ভ্রমবশতঃ যদি ক্ষীরোদবাসিনী যোগজীবনকে পতিভক্তিসহকারে পূজা করে থাকেন, সে পূজা প্রকৃত অরবিন্দের পদে প্রদত্ত হয়েচে। কিন্তু যখন অরবিন্দ সরলান্তঃকরণে বলিতেছেন যোগজীবন পরম ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান, তাঁহার পরমবন্ধু, জীবনদাতা, হিতসাধক; যখন স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, যোগজীবন বিলক্ষণ অবগত ছিলেন কোন্ দিবসে অরবিন্দ আগমন কর্‌বেন; তখন অরবিন্দের মঙ্গল ভিন্ন এ ছলনার অপর উদ্দেশ্য কোনপ্রকারে প্রযোজ্য নহে। যখন এই সকল পরিচয় ক্ষীরোদবাসিনী প্রাপ্ত হলেন, যখন তাঁর বিলক্ষণ প্রতীতি হ'ল যোগজীবন তাঁর স্বামীর পরম বন্ধু, তাঁর স্বামীর পিতার স্বরূপ, তাঁর স্বামীর জীবনদাতা; আর জানিতে পার্‌লেন তাঁর স্বামী দিবসত্রয়মধ্যে আসবেন; তখন যোগজীবনকে পিতার স্বরূপ জ্ঞান করে ঐ সকল কথা প্রকাশ কর্‌তে কাজে কাজেই বিরতা হলেন; তার জন্য তাঁহাকে অপরাধিনী করা দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়া এবং পরমযোগী যোগজীবনকে চক্রান্তরে পাপাত্মা বলা। যোগজীবনের চরিত্রের যদি অণুমাত্র দোষ থাকিত, তাহা হলে ভোলা-

নাথ বাবু, যিনি নদেরচাঁদের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়াবধি পরম শত্রুর ন্যায় আচরণ কচ্চেন, তিনি কখন যোগজীবনের কৌশলে অনুমোদন করতেন না।—স্ত্রীর কলঙ্ক হলে স্বামীর যত মানসিক যন্ত্রণা এত আর কাহারো নয়।—অরবিন্দ ক্ষীরোদবাসিনীর স্বামী, উনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন ক্ষীরোদবাসিনীর প্রতি তাঁর কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা হয় নাই। অরবিন্দের এতদ্বাক্য সত্ত্বেও আপনারা ক্ষীরোদবাসিনীকে বহিষ্কৃতা করতে চান, অল্প আক্ষেপের বিষয় নয়। আপনারা যদি অলীক-লোকাপবাদ ভয়ে চিরদুঃখিনী পতিপ্রাণা সতীকে পতিপরায়ণা সীতার ন্যায় বনবাসে প্রেরণ করতে চান, অরবিন্দের মহান্তঃকরণ-জাত প্রস্তাবে সম্মতি দেন, তিনি তাঁহার পবিত্রা প্রণয়িণীকে লয়ে কাশীতে বাস করুন।

অর। ললিতবাবু, তুমি সাধু ব্যক্তি, তোমার বক্তৃতায় আমার মন সম্যক্ দ্বিধা-শূন্য হল।—আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করে বল্‌চি, আমার স্ত্রী পবিত্রা। পিতার মনে দ্বিধা থাকে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি আমার চিরদুঃখিনী রমণীকে গ্রহণ করে যোগজীবনের অকৃত্রিম অলৌকিক স্নেহের পরিশোধ দিই।—আমি মৃত্যু-শয্যায় যখন পতিত ছিলেম, তখন কেবল যোগ-জীবনের মুখ অবলোকন কত্তেম, আর ভাব্‌তেম স্বয়ং প্রভু ভগবান্ আমায় ক্রোড়ে করে বসে আছেন।—যোগজীবনের কি বিশুদ্ধ চিত্ত, কি মহদন্তঃকরণ, তা আমি বিলক্ষণ জানি।

হর। মেজো খুড়ো সদুপায় বলুন।

প্র, প্র। মাতা মুণ্ডু কি বল্‌ব। লোকাপবাদ অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর নাই;—স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে সতীত্বময়ী গর্ভবতী সতাকে বনবাস দিয়েছিলেন।—অরবিন্দ আমাদের মতাবলম্বী না হন, উনি ওঁয়ার স্ত্রীকে লয়ে দেশান্তরে যান।

হর। কাজে কাজেই।—হা পরমেশ্বর! তোমার মনে এই ছিল! আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব অরবিন্দ দ্বাদশ বৎসর পরে ঘরে এল, একবার ক্রোড়ে লতে পেলাম না।—হা ব্রাহ্মণি! তুমি স্বর্গে ব'সে আমার দুর্গতি দেখ্‌চ; তুমি একবার এস, তোমার অরবিন্দ বনবাসী হয়, ধ'রে রাখ।

[রোদন।

যোগ। পিতা, আপনি রোদন সম্বরণ করুন; কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; আপনার প্রাণাধিক অরবিন্দকে নিষ্কলঙ্কে আপনার অঙ্কে প্রদান করে গমন করব। যে অরবিন্দের জীবন রক্ষা হেতু আমি ক্ষুধা পিপাসা পরিত্যাগ

করিচি; গিরি-গুহায়, পর্ব্বত শৃঙ্গে, নিবিড় অরণ্য মধ্যে, জনশূন্য নদীর কূলে, সমুদ্রের বালির উপরে, বাস করিচি; খণ্ডগিরিধামে যে অরবিন্দ পীড়িত হলে ক্রোড়ে করে দিবাযামিনী রোদন করিচি; সেবা শুশ্রূষা দ্বারা যে অরবিন্দকে মৃত্যুর গ্রাস হতে কেড়ে লইচি; সে অরবিন্দ আমার বুদ্ধির ভ্রমে কখনই মনস্তাপ পাবে না। আমি কে তা আপনারা কেউ জানেন না; আমিও এতক্ষণ, অরবিন্দ কেমন কৃতজ্ঞ, ললিত কেমন বিজ্ঞ, আর নদেরচাঁদ কেমন পাজি, জানবের জন্য, তাহা প্রকাশ করি নি। আমার মনস্কামনা-সিদ্ধি হয়েচে; আর আমার ব্রহ্মচারীর বেশে প্রয়োজন কি; আমার পাকা দাড়ীও কৃত্রিম, কাঁচা দাড়ীও কৃত্রিম; আমি স্ত্রীলোক, পুরুষ নই—

[ভিতরকার শাড়ী ব্যতীত সমুদায় অঙ্গাবরণ, শ্মশ্রু,
জটা-পরিত্যাগ—সকলে বিস্ময়াপন্ন।

পণ্ডি। মলিন হয়েচেন তবু বাছার কি লাবণ্যের জ্যোতিঃ, যেন জনক-নন্দিনী অশোকবন হতে বার হলেন। আপনি কে মা?

হর। উনি ক্ষত্রিয়াণীর মেয়ে; আমি যখন সপরিবারে কাশী হতে বাড়ী আসি, উনি মেয়েদের সঙ্গে এসেছিলেন; ওঁর নাম চাঁপা।

অর। চাঁপা, তুমি আমার জন্যে এত ক্লেশ পেয়েচ।

ভোলা। আপনার যখন ব্রহ্মচারীর বেশ ছিল, তখন আপনাকে পিতা বলিচি; এখন আপনি মেয়ের বেশ ধারণ করেচেন, এখন আপনাকে মাতা সম্বোধন করি।

পু. ই। আমি বড় হায়রাণ হয়েচে; এ ত আউরাৎ।—নদেরচাঁদ বাবু হাম যায়।

[পুলিস ইন্‌স্পেক্‌টর এবং কনেষ্টবলদ্বয়ের প্রস্থান।

শ্রীনা। (নদেরচাঁদের গলা টিপিয়া) তোমার পুলিশ বাবা গেল, তুমি যাও ও ব্যাটা হারামজাদা, নচ্ছার।

নদে। মেরে ফেল্লে গো!—ও ইন্‌স্পেক্টর সাহেব, একবার এস আমারে বাঁচাও; তোমারে যে টাকা দিইচি তা ফিরে নেব না,—

শ্রীনা। এই যে টাকা—

[সজোরে গলাটিপি।

নদে। ওমা গেলুম!—শ্রীনাথ মামা, তোর পায় পড়ি, ছেড়ে দে—(গলাটিপি)—গলা ছেড়ে দে—(গলাটিপি)—গলার হাড় ভেঙ্গে গেল; যাক্কে হয় পিটে গোটাতুই কীল মার্—(গলাটিপি)—একেবারে গলার হাড়খান ভেঙ্গে গেল; তোমায় কিন্তু হাড় জোড়া দিয়ে দিতে হবে। শ্রীনাথ মামা, তোর পায় পড়ি, কীল আরম্ভ কর, গলা ছেড়ে দে—(পৃষ্ঠে বজ্রমুষ্টিদ্বয় প্রহার)—ওমা গেলুম, গলা ধরে কীল মাচ্চে; গলা ছেড়ে দিয়ে কীল মার।—চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার বাড়ীতে কুলীনের ছেলের অপমান হল,—

হর। তুমি বাপু কুলীনের ছেলে নও, তুমি কুলীনের কালপ্যাঁচা।—

ভোলা। শ্রীনাথ, কেন বাঁদরটারে নিয়ে তামাসা কচ্চ?

সিদ্ধে। ভোলানাথ বাবু, আপনার ভাগ্নে কেমন সৎ তা ত দেখ্লেন।

ভোলা। জানাই আছে।

সিদ্ধে। আপনি অনুমতি করুন, ওর জিব্‌টে আমরা কেটে নিই।

নদে। শ্রীনাথ মামা, একবার গলাটা ছাড়, আমি এক দৌড় দিয়ে শ্রীরামপুর যাই, তার পর যদি আর এমুখ হই, আমি শালার বেটার শালা।

[বেগে প্রস্থান।

যজ্ঞে। মহাশয়, আমি পারিতোষিক পেতে পারি কি না? পুলিস দারগা এক রকম দিয়েচেন।

অর। আপনি অবশ্য পুরস্কার পাবেন; আপনাকে আমি হাজার টাকা দেব। আপনি যে বল্লেন পিতার নাম-সম্বলিতপাড়-বিশিষ্ট একখান কাপড় যোগজীবনের ঝুলিতে ছিল, সে কাপড়খানি কোথায়?

যজ্ঞে। ঝুলিতেই আছে।

যোগ। (ঝুলি হইতে বস্ত্র বাহির করিয়া) এই সে বস্ত্র।

অর। এ ত একখানি ছোট শান্তিপুরে ধুতি;—পেড়ে লেখা দেখ্চি—"হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়-দুহিতা তারা সুন্দরী"—

হর। এ বস্ত্র আমার তারার পরণে ছিল।—চাপা, তুমি এ বস্ত্র কোথায় পেলে?

যোগ। তারার নিকটে পেলেম।

হর। আমার তারা কি জীবিতা আছেন? আমার তারা কি পবিত্রা আছেন?

যোগ। অযোধ্যার পরম ধার্ম্মিক মহীপৎ সিং তারাকে কন্যা রূপে প্রতিপালন করেছিলেন; আপনাকে দিবার জন্য তারাকে তিনি কাশীতে লয়ে

আসেন ; কিন্তু কাশীতে মহীপতের মৃত্যু হওয়াতে, আমি মধ্যবর্ত্তী থেকে ভোলানাথ বাবুর সহিত তারার পরিণয় হয়েচে ; ভোলানাথ বাবু আপনার পরমাত্মীয়, আপনার জামাতা।

হর। চাঁপা, তুমি আমার লক্ষ্মী ; তোমার কল্যাণে আমার পুত্র কন্যা জীবিত পেলেম। আমি এই দণ্ডে শ্রীরামপুর যাব, আমার প্রাণাধিকা তারাকে দেখে জীবন জুড়াব। আমি তারাকে দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারব ; তারার বাম হস্তে একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুলি অতিরিক্ত আছে।—এখানে সকলেই আমার আপনার জন, কেউ কোন কথা প্রকাশ করো না।

যোগ। আপনার বাড়ীতে আপনার তারা এসেচেন, ভোলানাথ বাবু সমভিব্যাহারে লয়ে এসেচেন।—ভোলানাথ বাবু, আপনি বাড়ীর ভিতরে যান, আপনার ধর্ম্মপত্নীকে প্রেরণ করুণ।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

অর। ভোলানাথ বাবু যার জন্যে কাশীতে বিপদে পড়েন সে আমার—

যোগ। অরবিন্দ বাবু, আপনি ললিতমোহনকে সুপাত্র বিবেচনা করেন কি না?

অহল্যার প্রবেশ।

অহল্যা, তুমি অতি ভাগ্যবতী ; তোমার কাছে আমি স্বীকৃত ছিলেম তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়ে দেব ; হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তোমার পিতা, অরবিন্দ বাবু তোমার ভ্রাতা, তোমার নাম তারা।

হর। জগদীশ্বর! তুমি মঙ্গলময়! আমরা তোমার হস্তে বালিকাদের খেলিবার পুতুল।—আহা! আহা! এমন সময় আমার ব্রাহ্মণী কোথায়! ব্রাহ্মণি! একবার একদিনের জন্যে ফিরে এস, আনন্দ-উৎসব দেখে যাও ; তোমার অরবিন্দ বাড়ী এসেচে, তোমার হারা তারা পাওয়া গিয়েচে। তারার শোকে ব্রাহ্মণী আমার প্রাণত্যাগ করেন ;—হা ব্রাহ্মণি! হা ব্রাহ্মণি!—

[রোদন।

যোগ। পিতা, আপনি কাঁদেন কেন? দেখুন তারা অবাক্ হয়ে রোদন কচ্চে।—পিতা, তারা আপনাকে প্রণাম কচ্চে—

[হরবিলাসের চরণে তারার প্রণাম।

হর। আমার ভারা শিশুকালেও যেমনটী ছিলেন, এখনও তেমনটী আছেন।—দেখি মা তোমার বাম হস্ত দেখি। (অহল্যার বাম হস্তধারণ পূর্ব্বক) এই দেখ মায়ের বাম হস্তে সেই অতিরিক্ত অঙ্গুলিটী আছে।—আমার আনন্দের সীমা নাই, আমার মা লক্ষ্মী ঘরে এসেছেন; আমার আরো আনন্দের বিষয়, আমার মা লক্ষ্মী ভোলানাথ বাবুর অতুল অশ্বর্য্যের রাজ্যেশ্বরী হয়েচেন।

যোগ। অহল্যা, আমার কাছে এস,আমি সেই যোগজীবন ব্রহ্মচারী—

অহ। আমরা উপর হতে সব দেখিচি।

শ্রীনা। মহাশয়, যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী বাকি থাকেন কেন; যদি অনুমতি করেন, আমি ওঁর দাড়ি উৎপাটন করি,—

যজ্ঞে। মরে যাব,—সাত. দোহাই বাবা!—আমার গজানো দাড়ী; তোমাদের উড়ে চাকর এক দিন এক গোছা দাড়ী ছিঁড়ে দিয়েচে, তার জালা সাম্‌লাতে পারি নি,—

হর। আপনি কি ছদ্ম-বেশ ধরে আছেন, না আপনি প্রকৃত ব্রহ্মচারী?

যজ্ঞে। বাবা, পরমেশ্বর তোমার ভাল করুন, তুমি পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে পরমসুখে ভোগ দখল করিতে রহ, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না।

শ্রীনা। তুমি কে তা না বল্লে আমি কখন ছাড়ব না, তোমার দাড়ী নেড়ে দেখব—

[দাড়ী ধরিতে হস্তপ্রসারণ।

যজ্ঞে। মরে যাব, একেবারে মরে যাব,—সাত দোহাই বাবা,—দাড়ী ছুয়ো না; আমি কে তা প্রকাশ হলে আমি গরিব লোক মারা যাব।

অর। এখানে সকলি আমাদের লোক, আপনি নির্ভয়ে বল্‌তে পারেন।

যজ্ঞে। বাবা, আমি বাখরগঞ্জ জেলার মনিবগড় কাছারির নায়েব; আমার নাম বাউলচাঁদ ঘোষ। মনিব মহাশয় এক ঘর বনিদি গৃহস্তের ঘর জ্বালিয়ে দেন, গুটিকত খুন করেন; আমি পেটের দায় সঙ্গে ছিলাম; পুলিস আস্‌বামাত্র আমি পটল তুল্লেম; তার পর গবর্ণমেণ্ট আমার গ্রেপ্তারের জন্য তিন হাজার টাকা পুরস্কার ছাপিয়ে দিলে; আমি ব্রহ্মচারী হয়ে কাশী গেলেম। আমার তহবিল খাঁকতি, যোগজীবন টাকা দেবে বলে এখানে নিয়ে এল,—

অর। আপনাকে আমরা হাজার টাকা দিচ্চি।

ভোলানাথের হস্ত ধরিয়া লীলাবতীর প্রবেশ।

ভোলা। অরবিন্দ বাবু, এই তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী লীলাবতী।

অর। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বর বাবু লীলাবতীর সমুদয় কথা আমায় বলেচেন। ললিত প্রথমে জান্‌তে পারেন নি লীলাবতী আমার ভগিনী; আমার সাক্ষাতে পরমানন্দে লীলাবতীর অলৌকিক রূপলাবণ্য বর্ণন কত্তেন এবং বল্‌তেন তাঁর দেহ যদি দশ সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করা যায়, প্রত্যেক খণ্ডে দেখ্‌তে পাবে এক একটী লীলাবতী মূর্ত্তিমতী। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের সহিত আমার সহসা সৌহার্দ্দ হলো; মনে মনে কল্পনা কল্লেম ভবনে গমন করিবামাত্র লীলাবতীর সহিত ললিতের বিবাহ দেব,—

হর। (ললিতকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) বাবা ললিত, আমি তোমার মনে অনেক ক্লেশ দিইচি; কিন্তু আমি তোমাকে অরবিন্দ অপেক্ষা স্নেহ করি; তুমি আমার লীলাবতীকে অতিশয় ভালবাস, আমার লীলাবতী তোমার নাম করে জীবনধারণ কচ্চেন। আজ আমার মহানন্দের দিন, কিন্তু যতক্ষণ তোমার সহিত লীলাবতীর পরিণয় সম্পাদন না হচ্চে, ততক্ষণ আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হচ্চে না,—(ললিতের হস্তের উপর লীলাবতীর হস্ত রাখিয়া)

আত্মীয়-স্বজন-গণ সুখে সম্ভাষিয়ে,
তনয়ার মনোভাব মনেতে বুঝিয়ে,
শুভ দিনে শুভক্ষণে সানন্দ-অন্তরে,
অর্পিলাম লীলাবতী ললিতের করে।

(নেপথ্যে হুলুধ্বনি)।

[সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন)

———

সধবার একাদশী।

প্রহসন।

"O thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, let us call thee—Devil!"—*Shakspeare.*

"Touch not, taste not, smell not, drink not any thing that intoxicates."—*Elihu Burret.*

"Ah! why was ruin so attractive made,
Or why fond man so easily betray'd?"—*Collins.*

সধবার একাদশী।

প্রহসন।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

প্রণীত।

"O thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, let us call thee—Devil!"—*Shakespeare.*

"Touch not, taste not, smell not, drink not any thing that intoxicates."—*Elihu Burret.*

"Ah! why was ruin so attractive made,
Or why fond man so easily betray'd?"—*Collins.*

গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা :

১১৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ক্রাইটিরিয়ন প্রেসে
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১৩০৪।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

জীবন চন্দ্র	... ...	ধনবান্ ব্যক্তি।
অটল বিহারী	... ...	জীবন চন্দ্রের পুত্র।
গোকুল চন্দ্র	... ...	অটলের খুড়শ্বশুর।
নকুলেশ্বর	... ...	উকিল।
নিমচাঁদ ভোলা }	... ...	অটলের ইয়ার।
রামমাণিক্য	... ...	বাঙ্গাল।
দামা	... ...	অটলের ভৃত্য।
কেনারাম	... ...	ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।
বৈদিক	... ...	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
রামধন রায়	... ...	অটলের পিতৃব্য।

স্ত্রীগণ।

গিন্নি	... ...	জীবনচন্দ্রের স্ত্রী ও অটলের মাতা।
সৌদামিনী	... ...	অটলের ভগ্নী।
কুমুদিনী	... ...	অটলের স্ত্রী।
কাঞ্চন	... ...	বেশ্যা।

সধবার একাদশী।

প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক। কাঁকুড়গাছা—নকুলেশ্বরের
উদ্যানের বৈটকখানা।

নকুলেশ্বর এবং নিমে দত্তের প্রবেশ।

নকু। ওহে, অটল নাকি মদ ধরেচে?

নিম। পানায়, খায় না।

নকু। সুরাপান-নিবারিণী সভা কচ্চে কি?

নিম। Creating a concourse of hypocrites.

নকু। নাহে এ সভায় দেশের অনেক মঙ্গল হয়েচে—মদ খাওয়া অনেক কমেচে।

নিম। প্রকাশ্যরূপে খাওয়া কমচে, গোপনে খাওয়া বাড়চে।

নকু। তুমি মাতাল, এ সভায় কি উপকার হচ্চে তুমি বুঝবে কি? অনেক ভদ্র সন্তান মাতালদের অনুরোধে প'ড়ে মদ খেতে আরম্ভ করতো—এখন অনুরোধ করিবামাত্র তারা বলে সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিছি, মাতাল ভায়ারা অমনি পেচয়ে যান।

নিম। *Vice versa.*

নকু। সে আবার কি?

নিম। অনেকে অনুরোধে পড়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু মদ দেখ্‌লেই এগ্‌য়ে আসেন।

নকু। সে দুই একটি।

নিম। ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ উজুড়।

নকু। আমার সংস্কার হয়ে পড়েছে, এখন আর ছাড়া দুষ্কর, তা নইলে আমি সভায় নাম লিখ্‌য়ে মদ ছাড়্‌তেম।

নিম। তোমার স্ত্রীরও কি সংস্কার হয়েছে?

নকু। কিছুমাত্র না।

নিম। প্রথমও না, দ্বিতীয়ও না?

নকু। সে মদ ছোঁয় না।

নিম। তবে তাঁকে নাম লেখাতে বলো।

নকু। সে যে তোর বোন্ হয়।

নিম। আর গৌতম মুনি আমার বোনাই হয়।

নকু। নিমচাঁদ তুই কেন সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হ না।

নিম। আগে নিবারের উপক্রম হক্—কতকগুলিন নামকাটা সেপাই ঢুকেছেন।

নকু। তারা কারা?

নিম। শূল, পীলে, পাত, অগ্রমাস, কাঁশর, ঘণ্টায় যাদের পেটে জায়গা নাই—তাঁরা চিরকাল মদ খেয়ে নেচে বেড়ালেন, এখন উদরে স্থান সংকীর্ণ বিধায়, অষ্টম হেন্‌রির ক্যাথারাইন পরিত্যাগের ন্যায় মদ ছেড়ে দিলেন। নেমোক্ হারাম ব্যাটাদের মুখ দেখ্‌তে নাই—

নকু। নিমচাঁদ, আপনার কথায় আপনি ঠক্‌লে—ও সকল রোগ মদেতেই জন্মে সুতরাং মদ অতি ভয়ঙ্কর শত্রু।

নিম। র'স বাবা একটু খেয়ে নিই, বুদ্ধিকে সজীব করি তার পর তোমার কথার উত্তর দিচ্চি। (মদ্যপান)

নকু। অধীনকে কিঞ্চিৎ দিতে আজ্ঞা হক্।

নিম। এস বাপ্ এস। (মদ্য দান)

নকু। (মদ্য পানানন্তর) এত ভাবি, কম ক'রে খাব, কিন্তু কেমন আকর্ষণ দেখিবামাত্র প্রাণটা লাপ্‌য়ে ওঠে।

নিম। (মদ্য পান করিয়া) মদ খেলেই যে রোগ জন্মিবে এমন কিছু নিদান শাস্ত্রে লেখা নাই—যদিই জন্মায় তা বলে কি, যে মহাত্মাকে একবার সহায় কল্যেম, যে মহাত্মার অনুকূলতায় জাতিভেদ উঠিয়ে দিলেম, তাঁতি যোগার বেনে কামার কুমারকে নিয়ে একাসনে আহার কল্যেম, যে মহাত্মার গুণপ্রভাবে বন্ধুপক্ষে একত্রিত হয়ে বিমলানন্দ অনুভব কল্যেম, সেই মহাত্মাকে বিনশ্বর শরীরের অসুস্থতা হেতু পরিত্যাগ করবো? পীলের অনুরোধে মদ ছাড়া কাপুরুষের কাজ—কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা—শরীর অসুস্থ হন গোল্লাই যান—মনকে রোগ স্পর্শ কত্তে পারে না, মদের বিচ্ছেদে মনকে কেন ক্ষোভিত করবো?

"——The mind and spirit remains
Invincible, and vigour soon returns."

নকু। রোগে জর্জ্জরীভূত হয়ে মদ ছাড়া না ছাড়া সমান—কারণ তাঁরা কাজের বার, তাঁদের সুরাপান-নিবারিণী সভায় নাম না লিখয়ে নিমতলার দিকে সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা লওয়া কর্ত্তব্য—আমার প্রস্তাব এই, যারা মদ কখন খায়নি অথবা যারা কেবল খেতে আরম্ভ করেছে, এই সকল ভয়ানক রোগের আশঙ্কায় তাদের মদ হতে তফাৎ থাকা উচিত।

নিম। তুমি আর এক গেলাস না খেলে কোন্ শালা তোমার কথার উত্তর দেয়—মনঃক্ষেত্র মদ্যরসে আর্দ্র কর, তার পরে আমার উপদেশ বীজ বপন করবো, অচিরাৎ অঙ্কুরিত হবে।

নকু। (মদ্য পান করিয়া) আমিত কাজের বার হইচি—আমার জন্যে আমি বলিনা—দেশের মঙ্গলের জন্যে বলি—

নিম। Charity begins at home—আমি আমার জন্যে বলি, সুরাপান-নিবারণী সভা যদি ত্বরায় নিপাত না হয় আমার ভারি অমঙ্গল—বড় মানুষের ছেলে ব্যাটারা এক একটি করে সভ্য হবে, আর আমি ধেনো খেয়ে মরবো—এক ব্যাটা বড় মানুষের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।

নকু। তুমি যা বলো তা বলো আমার বিবেচনায় সুরাপান-নিবারিণী সভাটি অতি উপযুক্ত সময় সংস্থাপিত হয়েছে—এ সভাটি না হ'লে অসংখ্য যুবক সুরাপানে প্রবৃত্ত হয়ে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হতো।

নিম। রোগের ভয়ে মদ না খাওয়া অথবা ধ'রে ছেড়ে দেওয়া অতি ভীরুতার কর্ম্ম—

"——To be weak is miserable

Doing or suffering."

তোমার সঙ্গে সভাপতি খুড়োর পরিচয় আছে?

নকু। আছে।

নিম। তাঁকে বলে পাঠাও, পরিণয়-নিবারণী নামে একটি শাখা সভা স্থাপন করুন।

নকু। পরিণয়ের অপরাধ?

নিম। ইতিবৃত্ত খুঁজে খুঁজে দেখা যাচ্চে কতিপয় বিবাহিতা কামিনী পতিকে প্লানটিন দেখিয়ে উপপতি করেছে এবং দুই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে পত্নী কর্ত্তৃক পতি বিনাশিত হয়েছে—সুতরাং বিবাহটা অতি ভয়ঙ্কর, বিবাহ প্রচলিত থাকাতে অস্মদ্দেশে কত বিদ্যাবিশারদ দেশহিতৈষী যুবক কামাতুরা কামধুরার হস্তে অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতেছেন; কত যুবক, যাঁহাদের বিদ্যা, বদান্যতা, দেশানুরাগিতা, সাহস, বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিতেছিল, যাঁহাদিগকে বঙ্গদেশের সভ্যতার সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করণের আয়োজন হয়েছিল, যাঁহারা বঙ্গসমাজের কুসংস্কারকলাপ নিরাকরণের সদুপায় অবলম্বন করিতেছিলেন, সেই সকল যুবক স্বীয় বিবাহিতা বণিতার ব্যভিচার দৃষ্টে ভগ্নোদ্যম হয়ে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছেন; কত যুবক রমণীর কুচরিত্র-জাত দুঃসহ ক্রোধানল মনে রাখিয়া যেমন চেয়ারে উপবেশন করিতেছিলেন, অমনি হুস্ করে অনলশিখা হয়ে পুড়ে মরেছেন! যখন দেখা যাইতেছে বিবাহ দ্বারা এবংবিধ বিবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে তখন বিবাহ হইতে আবষ্টেন্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

নকু। তুমি ঠাট্টা কর আর যা কর, আমি এ সভার কখন নিন্দা করবো না।

নিম। দেখ দেখি বাবা, আস্পর্দ্ধার কথা দেখ দেখি, মদ খেয়ে পীড়া হয় বলে মদ ত্যাগ কত্তে হবে!—পীড়া হয়, প্রতীকার কর, মেডিকল সায়ান্স হয়েচে কি জন্যে? পীড়া আরাম করে আবার খা, বিচ্ছেদ-মিলনের সুখ পাবি—

"Rich the treasure,

Sweet the pleasure,

Sweet is pleasure after pain."

নকু। তুই দেখিস আমি স্বরায় সভায় নাম লেখাব।

নিম। বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না; তুমি নাম লেখালে, সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা নিতে হবে।

নকু। কেন রামসুন্দর বাবু বিশ বৎসর একাদিক্রমে মদ খেয়েছেন, এখন মদ ছেড়ে দিয়ে সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হয়েছেন, সভ্য হয়ে তিনি ত বেশ আছেন।

নিম। তাঁর ত সভ্য হওয়া নয়, জাবরকাটা—তিনি বিশ বৎসরে যে কারগো বোঝাই নিয়েচেন, বিশ বৎসর যাবে হজম্ কত্তে—তিনি সভায় ব'সে মদের জাবর কাট্‌ছেন। (ভঙ্গির সহিত জাবর কাটন।)

অটলবিহারীর প্রবেশ।

এস আমার মাখনলাল, মদের গোপাল এস।

অট। এ ব্যাটা খুব খেয়েছে বুঝি?

নকু। কেবল গৌরচন্দ্রিকা ভেঁজেছে।

নিম। পালা আরম্ভ করি। (মদ্য পান) অটল বাবা এক সিপ্ নাও—

অট। আমি মদ খাব না, সকলেই বলে একবার ধল্লে আর ছাড়া যায় না—আমি সে দিন তোমাদের অনুরোধে একটু খেচ্‌লেম, তাতে আমার হেডেক্ হয়েছিল।

নিম। তোমার হেড্‌টিতে আইরিশ্ ষ্টু হয়।

নকু। কেন?

নিম। অনেক পোট্যাটো আছে।

নকু। অটলকে একটু শ্যাম্পেন্ দাও।

অট। আমি তাও খেতে পারবো না।

নিম। তুমি কি প্রতিজ্ঞাপত্রে বাঁদরে আঁচড়েচ। থুড়ি, সই করেচ?

অট। সই করি আর না করি, আমি মদ খাব না।

নিম। তোর বাবা খাবে।

অট। আমার বাবা পরম ধার্ম্মিক, প্রত্যহ শিবপূজা করেন।

নিম। তাই এমন গণেশের জন্ম হয়েছে। (অটলের হস্তে শ্যাম্পেন্ দিয়া) চক্ করে গিলে ফেল, লক্ষ্মী বাপ্ আমার।

অট। নকুল বাবু খাব?

নকু। খাও, একটু খেতে দোষ কি? তুমি ত আর মাতাল হচ্চো না। মডরেট্‌লি খাওয়ায় কোন অপকার করে না—আমোদ করা বইত নয়—

নিম। ছড়িয়ে গেল।

অট। (মদ্য পান করিয়া) আমি কিন্তু আর খাব না।

নিম। কাঞ্চনকে তুমি কি রেখেছ ?

অট। বেটি তিনশ টাকা মাসয়ারা চায়।

নিম। তুচ্ছ কথা—তোমার বাবা যে বিষয় করেচেন, অমন বিষয় আমার থাক্‌লে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখ্‌তেম।

নকু। কাঞ্চন আজ্ আস্‌বে কথা আছে।

নিম। তবে মঙ্গলাচরণ করি। (মদ্য পান) অটল, শক্তির সম্ভাষণ উপযোগী আয়োজন কর, আর একটু শ্যাম্‌পেন্ খাও।

অট। নকুল বাবু চুপ করে রইলেন যে—উনি কি মদ ত্যাগ করেছেন না কি ?

নকু। বাপু আমাদের উদর সমুদ্র বিশেষ—এক ঘড়া তুল্লেও কমে না, এক ঘড়া ঢাল্‌লেও বাড়ে না। (মদ্য পান)

নিম। এখন তুমি একটু খাও।

অট। নিমচাঁদ তোর পায়ে পড়ি আমায় আর দিস নে—বাবা যদি জান্‌তে পারেন আমি মদ খেয়েচি তিনি গলায় দড়ী দেবেন।

নিম। তুমি নকুল বাবুর অনুরোধে খেতে পারো, আমার অনুরোধে খেতে পার না ? আমি তোমার সতাত বাপ ? তুই যদি এক গেলাস না খাস্ আমি গলায় দড়ী দেব, তোর পিতৃহত্যার পাতক হবে।

অট। মাইরি ভাই মদে আমার বড় ভয়—আমি আর খাব না।

নকু। পেড়াপিড়ি কাজ কি।

নিম। খাবে না ?

অট। না।

নিম। যা ব্যাটা তুই প্যারিসাইড্, তোর মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়।

কাঞ্চনের প্রবেশ।

নকু। একাকিনী নাকি ?

নিম। (করযোড় পূর্ব্বক কাঞ্চনের প্রতি)

পুণ্য পুঞ্জ পণ্ড দেবি সৈরিণি !
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৈরিণি !

নব্য বঙ্গ বৃন্দ ধ্বংস ডাম্বিনি !
শান্তিপুঞ্জ চিত্ত দুঃখ দায়িনি !
নাস্তি ধর্ম্ম নাস্তি কর্ম্ম পাপিনি !
কৃষ্ণ জিহ্ব দুষ্ট কাল সাপিনি !
দণ্ডধার কীট কুণ্ড বাসিনি !
বার বার লক্ষ জার নাশিনি !
নৃত্য গীত হাব ভাব শালিনি !
পাদ তাপ পুষ্প মাল মালিনি !
ফেটনাখ্য গাড়ি যোড়ি হাঁকিনি !
উল্‌সনের ভোগ রাগ চাকিনি !
ফ্রান্স দেশ জাত মদ্য লোভিনি !
পেশয়াজ সাজ অঙ্গ শোভিনি !
পাপ দত্ত বিত্ত মত্ত রঙ্গিণি !
লালমুণ্ড হাড়্‌ডিসার অঙ্গিনি !

কাঞ্চন, চাঁদবদনে একটু মদ দেবে ?

কাঞ্চ। ও নকুল বাবু দেখদেখি নিমে দত্ত আমায় বিরক্ত কচ্চে—মাইরি আমি ঐ জন্যে আসি নে—

নিম। খাও না একটু—(মদের গেলাস মুখে দেওন)

কাঞ্চ। তুই ভারি পাজি—যাদের কাছে এইচি তারা কিছু বল্‌চেনা, তোর বাবু অত জ্যাকরায় কাজ কি।

নিম। দুঃ বেটি কমবক্তি—

কাঞ্চ। তুই আমায় বেটি বেটি করিস্‌নে বল্‌চি।

নিম। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ হয়েছে ?

নকু। কাঞ্চন, অটলবাবুকে দেখ্‌তে পাচ্চো ?

কাঞ্চ। অটলবাবু আমার প্রতি বড় নির্দ্দয়—উনি সাত দিন ভাঁড়্‌য়ে এক দিন যান। উনি বড়মানুষ, আমরা গরিব, আমাদের বাড়ীতে উনি গেলে ওঁর মানের খর্ব্ব হয়—আমরা নাচ্‌তে জানিনে, গাইতে জানিনে, কথা কইতে জানিনে, কিসে ওঁর মনোরঞ্জন করবো ?

অট। আমি যে কাল গিছ্‌লেম।

কাঞ্চ। চকিতের ন্যায়।

নিম। শালী আমার সঙ্গে কথা কইবে যেন হাড়িচাচা ডাকতে লাগলো, এখন কথা কচ্চে যেন সেতার বাজ্‌চে।

নকু। অটল, কাঞ্চনের সঙ্গে একটু সম্ভাষণ কর।

অট। কাঞ্চন, তুমি ভাল আছ ?

নিম। দূর ব্যাটা বক্কেশ্বর—তোকে একটু মদ দিতে বলেচে—

অট। তা আমি বুঝ্‌তে পারিনি—(এক গেলাস ছ্যাম্পেন্ কাঞ্চনের হস্তেদান)

কাঞ্চ। তুমি আগে খাও।

অট। তুমি প্রসাদ করে দাও।

কাঞ্চ। (কিঞ্চিৎ পান করিয়া) এই নাও।

অট। কেমন নকুল বাবু এই টুক খাই তা নইলে কাঞ্চনের অপমান হয়। (মদ্যপান)।

নিম। তুই ব্যাটা পাজির ধাড়ী, তখন পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন কল্লি, এখন অনায়াসে বেশ্যার উচ্ছিষ্ট খেলি—তোর সঙ্গে যদি আর কথা কই কাঞ্চন যেন আমার মাগ হয়।

নকু। আমরা তবে সরে দাঁড়াই।

নিম। অক্কর কল্যে না খেলে যে কত অপমান বাঞ্চোৎ কিছু বোঝে না, পাজি, চাসা, ক্যাডাভরাস্।

অট। নিমচাঁদ তুই রাগ করিস্ নে ভাই, তোর অনুরোধে একটু খাচ্চি।

নিম। Amende Honorable—এই গেলাসটি খাও দেখি। (মদ্য দান)

অট। (মদ্য পান করিয়া) দেখ ভাই, সব খেইচি।

নিম। উত্তম বালক।

অট। আমার মাতাটা ঝুণু ঝুণু কচ্চে।

কাঞ্চ। ব'স আমি তোমার মাতায় একটু গোলাপজল দিয়ে দিই (অটলের মস্তকে গোলাপজল দান)।

নিম। দেখ বাবা যেন গঙ্গা যমুনা একত্র হয়ে এলাহাবাদ হয়ে পড়ে না।

নকু। কাঞ্চন একটি গান গাও না ভাই।

কাঞ্চ। (গীত, রাগ মুলতান, তাল আড়া ঠেকা)

চলোলো সজনি সবে সরোজ কাননে যাই
সুশীতল সমীরণে জীবন জুড়াই ;
বিনে নটবর, জলে কলেবর, তাপিত অন্তর,
পুড়ে হলো ছাই।

অট। আমার মনটা ভারি প্রফুল্ল হয়েছে—বেশ গেয়েছে বিবিজান।

নিম। একটু ব্রাণ্ডি খা।

অট। না আমি স্পীরিট খাব না।

নিম। শ্যাম্পেন্ খেয়েচ অ্যাসিডিটী হবে—একটু ব্রাণ্ডি খাও অ্যাসিডিটীর আদ্যকৃত্য হয়ে যাবে।

অট। এখন আমার প্রাণ সুখসাগরে সাঁতার দিচ্চে, এখন আমায় যা দেবে তাই খাব। (ব্রাণ্ডি পান)

নিম। That's like a good boy—

অট। A good boy will mind his book, but a bad boy will only mind his play—

নিম। And will be a dunce, like you, all the days of his life.

অট। আমার ইচ্ছে কচ্চে কাঞ্চনের সঙ্গে এক বার নাচি।

নিম। পল্‌কা।

কাঞ্চ। আমি একটু বাগানে বেড়াইগে।

[কাঞ্চনের প্রস্থান।

নকু। কাঞ্চনের গলাটি বেশ মিষ্ট।

অট। গেল কোথায়?

নিম। To do a thing which no one can do for her.

অট। আমি তাকে ধরে নিয়ে আসি।

[অটলের প্রস্থান।

নকু। এ গুওটা শীঘ্র খারাপ হবে।

নিম। কিছু বল না বাবা, ওর বাপ অনেকের সর্ব্বনাশ করে বিষয় করেছে, টাকা গুলো সৎকর্ম্মে ব্যয় হক্—তুমি দেখ্‌বে এক হপ্তার মধ্যে অটল টল্ টল্ কচ্চেন।

"If consequence do but approve my dream
My boat sails freely, both with wind and stream."

নকু। চ'লো একটু বাতাসে যাই।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিৎপুররোড। গোকুল বাবুর বৈটকখানা।

গোকুল চন্দ্র এবং জীবন চন্দ্রের প্রবেশ।

জীব। আমি ভাই আশ্চর্য্য হইচি, মাস দুই তিনের মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেচে।

গোকু। আপনার শাসন নাই।

জীব। কি করে শাসন করি—একটী বই ছেলে নাই—টাকা না দিলে জলে ঝাঁপ দিতে যায়, চিলের ছাদ থেকে হাত পা ছেড়ে দেয়।

গোকু। আমার অমন ছেলে হলে আমি সানে আচ্‌ড়ে মাত্তেম—সেই বেশ্যামাগীকে বগিতে করে গড়ের মাটে বেড়্‌য়ে বেড়ায়।

জীব। তোমার ব্যানের দৌরাত্ম্যে আমি আরো ভেকো হইচি—ছেলেকে শাসিত কল্যে তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ কর্য়েন—তারি বা অপরাধ দেব কি, যে সুবোধ ছেলে সচ্ছন্দে আত্মহত্যা কত্তে পারে, কাজেই ছেলেরে কিছু বল্‌তে দেয় না।

গোকু। আমার মতে ওর হাতে এক পয়সা দেওয়া নয়, ওকে বাড়ীর বার হতে দেওয়া নয়।

জীব। আমি কি টাকা দিই, গিন্নি দেন—সে দিন গিন্নির বাক্সটা জোর করে খুলে দশ হাজার টাকার একখান কোম্পানির কাগজ নিয়ে গেল।

গোকু। ব্যানকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন দেকি, ছেলটির জন্মের ত কোন দোষ নাই।

জীব। তোমার সেকেলে ব্যান, তার ছেলেতে মন্দ হয় না—এখেনে ব্যানেরা লেখাপড়া শিখেছেন, গাউন পরেচেন, বাগানে যাচ্চেন, এঁদের ছেলেতে মন্দ হবে।—ব্যান্‌রে যা খুসি তাই করুন, আমার একটী কথা তোমায় ভাই রাখ্‌তে হবে।

গোকু। আজ্ঞা করুন।

জীব। ওকে তোমার হৌসে নিয়ে হৌসের কাজ শেখাতে হবে, আর রোজ রাত্রে তোমার কাছে এসে পড়া শুনা করবে—আমি তোমায় নিন্দা কত্তেম—

তুমি জাত মাননা, ব্রাহ্মসভায় যাও, আপনিও দীক্ষা হলে না, ব্যানকেও দীক্ষা হতে দিলে না—কিন্তু এখন আমি দেখ্‌চি তোমরা মাতার মণি, তোমাদের মধ্যে মদও চলে না, বেশ্যাও চলে না, আর তোমরা একত্র হয়ে পরোপকার, স্কুল, ডিস্‌পেন্সারি কর্‌বের সুযোগ কর—কিন্তু আমার কুলাঙ্গারের সব বিপরীত—বলবো কি মদ খায়, বেশ্যা বাড়ীতে অন্ন আহার করে, আর যত মাতালের সঙ্গে মিল—গুণ্ডটা এ সব ছেড়ে যদি তোমার সঙ্গে মিসে গোরু খায় তাতেও আমি ক্ষুব্ধ হইনে—তুমি যা ভাল বোঝ তাই তাই কর—আমার ছেলে, তোমার দাদার জামাই—অধঃপাতে গেলে শুধু আমার যাবে না।

গোকু। আমায় বল্‌চেন আমি নিয়ে যাব, কাজকর্ম্ম শেখাবার চেষ্টা করবো—কিন্তু ফল দর্শে এমন বোধ হয় না—কারণ ও গোড়ায় বিগ্‌ড়েছে, তাতে বড় মানুষের ছেলে।

জীব। তোমার কাছে যাওয়া আসা কল্লেই ও শুধরে যাবে। অটলকে আমি আস্‌তে বলিছি।

গোকু। আমি তাকে শোধ্‌রাব কি সে আমায় বেগ্‌ড়াবে তা নিশ্চয় বলা যায় না।

জীব। লেখা পড়া ভাল করে শিখ্‌লে না, কিন্তু তবু ইংরিজি কইতে পারে মন্দ নয়—অনেক বই কিনেচে।

অটলের প্রবেশ।

অট। গুড্‌মর্নিং—আপনি আমায় নাকি ডেকেছেন?—আমি শীঘ্র যাব।

গোকু। দেখ অটল, তুমি সদ্বংশজাত ভদ্র সন্তান, অতুল ঐশ্চর্য্যের অধিকারী তোমার উচিত নয়, তুমি কতকগুলো সদাচারভ্রষ্ট মাতালের সঙ্গে সংবাস কর।

অট। বাবা বুঝি লাগয়েচেন?

গোকু। তোমার বাবার লাগাতে হবে কেন, দেশশুদ্ধ লোক তোমার নিন্দা কচ্চে—তুমি ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌বে, এডুকেশান কমিটির মেম্বর হবে, অনরেরি মাজিষ্ট্রেট হবে, লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের কাউন্সেলের মেম্বর হবে, দেশোন্নতির চেষ্টা করবে, দুঃখীদের প্রতিপালন কর্‌বে, তোমার কি উচিত বেশ্যালয়ে পড়ে মদ খাওয়া।

অট। বাবা যদি এখানে না থাক্‌তেন আমি আচ্ছা জবাব দিতেম।

জীব। জবাব দিয়ে কাজ নাই, গোকুল যে উপদেশ দেন তাই গ্রহণ কর। তুমি ত বাবা অবুজ নও, লেখা পড়া শিখেছ, জ্ঞান জন্মেছে, তোমার কি ও গুলো ভাল দেখায়।

অট। কোন গুলো তাই ভেঙ্গে বলো না, তার পর আমি জবাব দিতে পারি ভাল না হয় হার মেনে উঠে যাব।

গোকু। তুমি অসৎসঙ্গ ছেড়ে দাও।

অট। আমি কার সঙ্গে অসৎসঙ্গ কর্‌চি একটা দেখয়ে দাও আমি এখনি তাকে ত্যাগ কর্‌চি।

গোকু। তোমার সকলি অসৎসঙ্গ।

অট। নকুলেশ্বর হাইকোর্টের উকীল, সে বড় মন্দ লোক!—নিমচাঁদ যে ইংরিজি জানে তোমাকে জলে গুলে খেয়ে ফেল্‌তে পারে।

গোকু। তারা অত্যন্ত মদ খায়—

অট। তুমি মদ খাও না?—বিশ্বনাথ লাদের দোকানে তোমার খাতা ধরে দিতে পারি। কেন বাবার সুমুখে বল্‌তে বুঝি লজ্জা হয়।

গোকু। আমি যখন মদ খেতাম কারো ভয় করে খেতেম না, সুরাপান-নিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে আমি মদ একেবারে ছেড়ে দিইচি। মদ অস্মদাদির পক্ষে অতি অনিষ্টকর, সেই বিবেচনায় ত্যাগ করিচি।

অট। অনেক খরচ পড়ে ব'লে ত্যাগ করেচেন।

গোকু। সে কারণ হলেই বা দূষ্য কি—টাকা অকারণ মদে অপব্যয় না করে সৎকর্ম্মে ব্যয় কল্লো ইহ কালেরও ভাল পরকালেরও ভাল।

অট। আমার আর কি দোষ?—"গুলো" বল্যেন যে—চট্ চট্ করে বলুন আমি বিদায় হই।

গোকু। তোমাকে সুরাপান-নিবারিণীর সভার সভ্য হতে হবে।

অট। নিমচাঁদ বলেচে পরিণয়-নিবারিণী সভা না স্থাপন কল্লে কোন ভদ্র সন্তান সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হবে না।

গোকু। সে পাজি ব্যাটার কথা ছেড়ে দাও—তোমার উচিত এ সভায় নাম লেখান।

অট। আমার উচিত নয়।

গোকু। কেন?

অট। কারণ আমার টাকার কমি নেই—আমার স্ক্যাম্পেন কিনবের ক্ষমতা আছে—যাদের টাকা নাই, যারা ধেনো খেয়ে মরে, তারা গিয়ে নাম লেখাক্।

জীব। তোমার অবশ্য নাম লেখাতে হবে।

অট। তা হলে আমি ব্রেহ্মসভায়ও নাম লেখাব।

জীব। তা লেখাস্।

অট। গোকুল বাবু, ধরে বেঁধে পীরিত আর ঘসেমেজে রূপ কখনই হয় না।

গোকু। উনি তোমার পিতা ওঁর সম্মুখে এরূপ কথা বলচো।

অট। তিল্‌টি পড়্‌লে তাল্‌টি পড়ে, ঘাঁটালেই বল্‌তে হয়।

জীব। গোকুল বাবুর হৌসে তোমাকে যেতে হবে।

অট। আমিত রোজই সে দিকে যাই।

গোকু। তোমাকে প্রত্যহ দশটার সময় আমার হৌসে যেতে হবে আমি তোমাকে হৌসের কাজ শেখাব।

অট। আমি রোজ রোজ যেতে পারবো না, যে দিন অবসর পাব সেই দিন যাব।

জীব। তোর আবার অবসর কি? তোর জ্বালায় আমি কি আত্মহত্যা হবো।

অট। এই উনি নাকে কাঁদেন।

জীব। দেখ্ অটল তুই যদি গোকুল বাবু যা বলে তা না শুনিস, আমি নিশ্চয় গলায় দড়ী দেব।

অট। দ্যাও তেরাত্রে শ্রাদ্ধ করবো।

জীব। দেখ্‌লে গোকুল বাবু গুওটার কথা দেখ্‌লে। গোকুল বাবু, তুমি ওকে কখন ছাড়বে না—ওকে তোমার দিলেম, তুমি মারো, কাটো, ফাঁশী দাও, তোমার যা খুসি তাই কর।

অট। কাঞ্চন যে বলে—(জিব কেটে) লোকে যে বলে তা বড় মিথ্যা নয়—

বেরিয়ে এলেম্ বেশ্যা হলেম, কুল কল্লেম ক্ষয়,
এখন কিনা ভাতার শালা ধম্‌কে কথা কয়।

জীব। হয় তুই মর না হয় আমি মরি।

অট। মর্ মর্ কচ্চো মার কাছে বলে দেব, তখন মজাটা টের পাবেন।

জীব। আমি তোর পিতা, পিতা পরম গুরু, পিতার প্রতি এমনি উত্তর—পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতার মস্তকচ্ছেদন করে ছিলেন।

অট। বড় কাজ করেছেন।

গোকু। তোমার কথাগুলিন অতি কর্কশ, আর তোমার কিছু মাত্র সহৃদয়তা নাই— এ সকল কুৎসিৎ দলে থাকার ফল।

অট। কুৎসিৎ দল ত ত্যাগ করয়েচেন, আর কি কত্তে হবে বলুন।

গোকু। সে বেশ্যাবেটিকে তোমার ত্যাগ কত্তে হবে।

অট। আহা! কি রসের কথাই বল্লেন, অঙ্গ শীতল হয়ে গেল—কাল আমি দশ হাজার টাকা ভেঙ্গে তার গহনা কিনে দিলেম, ঘর সাজ্‌য়ে দিলেম, আজ আমি তাকে ছেড়ে দিই, আর উনি গিয়ে ভর্‌তি হন—

জীব। ও আঁটকুড়ীর ব্যাটা কারে কি বলিস্, উনি যে তোর শ্বশুর হন— আমি কোথায় যাব তোর জ্বালায়, তোর কি লেখা পড়া শিখে এই ভব্যতা হয়েছে!

অট। আমি ভব্যতাও জানি, সভ্যতাও জানি—আমায় রাগালে আমি সব ভুলে যাই—

জীব। উনি মন্দ বল্‌চেন কি? বেশ্যারাখ্‌লে লোকে নিন্দা করে তাই ছেড়ে দিতে বল্‌চেন।

গোকু। বেশ্যারাখা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ—বিশেষ যাদের স্ত্রী আছে তারা যদি বেশ্যা রাখে, তারা নিতান্ত নরাধম, পাষাণ-হৃদয়, স্ত্রীহত্যাপাতকী।

জীব। বাই তোমায় বল্‌বো কি, মাসে মাসে মাগীকে তিন শত টাকা মাসয়ারা দিতে হয়।

অট। সে টাকা তুমি দাও না আমায় মা দ্যায়?

জীব। তোমার মা উপপতি করে এনে দেন—যা শুওটা আজ হতে তোকে আমি ত্যাজ্য পুত্র কল্লেম।

[জীবনচন্দ্রের সরোষে প্রস্থান।

গোক। তোমাকে ত্যাজ্য পুত্র হতে হবে।

অট। ও রাগ কিছু নয়—মার কাছে গেলেই জল হয়ে যাবেন, আবার আমায় কত আদর করবেন।

গোকু। তবে তোমার মা'ই তোমার মাথা খাচ্চেন।

অট। আমি যাই মহাশয়—কাঞ্চনকে নিয়ে রামলীলে দেখতে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাঁশারি পাড়া। কুমুদিনীর
শয়ন ঘর।

কুমুদিনী এবং সৌদামিনীর প্রবেশ।

কুমু। এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল—আমি তাই আর সইতে পারিনে, আমি গলায় দড়ী দে মর্‌বো।

সৌদা। আস্তে বলিস্, মা শুন্‌লে রাগ কর্‌বেন।

কুমু। করুন্ গে—সাধে বলি, মনের দুঃখে বলি—দেখ দেখি ভাই রক্ত মাংসের শরীরত বটে, ঠাকুর জামাই এক শনিবার না এলে তোমার মনটি কেমন হয়, চ'ক্ যে ছল্ ছল্ কত্তে থাকে।

সৌদা। তা ভাই দুদের সাধ তো ঘোলে মেটেনা, তা নইলে আমি না হয় তোকে দুদিন দিই।

কুমু। তুই আর কাটাঘায় নুনের ছিটে দিস্ নে—তুই যে ভাতার কামড়া তুই আবার অন্য লোককে দিবি, ঘরে এসে একটা ঠাকুর জামাই দুটো হয় তাতেও তোর মন ওটে কিনা সন্দ।

সৌদা। আমার বড় সাধ, আমার ভাতার এক দিন মদ খেয়ে ঘরে আসে আর এক মাগীকে রাখে।

কুমু। দূর্ মড়া, তোর আজ্‌গবি সাধ দেখে আর বাঁচিনে।

সৌদা। তোকে দেখাই কেমন করে বশ কত্তে হয়।

কুমু। তোর বশের যদি এত জোর তোর ভাইকে দিয়ে কেন দেখানা?

সৌদা। তোদের বুঝি হয়ে থাকে তাই বল্‌চিস্।

কুমু। তুই নাকি বশের বড়াই কচ্চিস তাই বল্‌চি—পোড়া কপালের দশা দেখ্‌দেখি ভাই, আজ দশ দিন বাপের বাড়ী থেকে এইচি এক দিন তাকে ঘরে দেখতে পেলেম না, এক মরে যায় জান্‌লুম আপদ গেল, চকের উপর এ পোড়ানি সহ্য হয় না—রাত দিন মদ খেয়ে নেচে বেড়াবে।

সৌদা। ও ভাই কালেজে পড়ার দোষ।

কুমু। তোর ভাই আবার কোন কালে কালেজে পড়্লে? আদরের ঢেঁকি কালেজে নিলে না তাই গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে দিন দুই এক খান বয়ের পাত উল্‌টিচ্‌লো আর হেয়ার সাহেবের স্কুলে মাস কত পড়েছ্‌লো।

সৌদা। তবে ইংরিজি পড়ার দোষ।

কুমু। কেন গোকুল কাকা কি ইংরিজি পড়েন নি? চন্দ্রবাবু যে কালেজে পাঁচ বচ্ছোর চাল্লিস টাকা করে জলপানি পেয়েচেন, বিরাজের ভাতার যে ইংরিজিটোলের ভট্‌চায্যি হয়ে বেরিয়েচে, এরা কি মাগকে ঘরে একা রেখে বাগানে কাঞ্চনকে নিয়ে আমোদ করে না মদ খেয়ে শিয়ালের মত হাল্লো হাল্লো করে ডাক্‌তে থাকে?

সৌদা। সকলে যে বলে কালেজে পড়্‌লে রীত বিগড়ে যায়।

কুমু। যারা তোমার দাদাকে দেখেছে আর তোমার দাদার খাস্ ইয়ার নিমে দত্তকে দেখেচে তারাই বলে। গোকুল কাকার মত লোকদের দেখ্‌লে এমন কথা কখন বল্‌তো না—ছোটখুড়ীর বেয়ারাম হলে গোকুল কাকা সাত দিন হোসে যাননি, কেমন চরিত্তির কারো দিকে উঁচু নজরে চান না।

সৌদা। কি জানি ভাই।

কুমু। কেন তোর ভাতার তো ইংরিজি পড়েচে, সে কদিন কাঞ্চনকে এনেচে লো?

সৌদা। দাদার ভাই কেমন পিরবিত্তি—তোর এই ভরা যৌবন, এমন সোমত্তো মাগ রেখে সেই ঘুঁটকো মাগীকে নিয়ে থাকে—দেখিচিস্ তার হাত পা গুলো যেন বাকারি।

কুমু। সে কি আমার ঠাকুরঝি তাই আমি তাকে দেখ্‌তে যাব?

সৌদা। তুই ভাই ঠাট্টা বই আর জানিস্ নে।

কুমু। তোর যে অন্যায়, সে হলো বাজারে বেশ্যে, বাগানে থাকে, সে বাকারি কি দাঁকারি তা আমি কেমন করে দেখ্‌বো আর তুই বা কেমন করে দেখ্‌লি সোনাগাছী গেচ্‌লি না কি?

সৌদা। তোকে ভাই কথায় কেউ পার্‌বে না।

কুমু। এর আর পারাপারি কি, তুই যে খবর বল্‌চিস্ হয় তুই সোনাগাছী গেচ্‌লি, নয় তোর ভাই তোকে বলেচে—

"সৌদামিনী, তুমি বেস্ গোলগাল, কাঞ্চন হাড়গোড়ভাঙ্গা দ"।

সৌদা। তুই ভাই নিয়ে খুব টান্‌তে পারিস্।

কুমু। কিন্তু তোমায় ভেয়ের কিছুই কত্তে পাল্যেম না—তুমি যে নবীন ছুকরি রূপের ডালি ধরে রয়েচ, তাই বুঝি হেরে যাচ্চি।

সৌদা। তোর যা খুসি তাই বল্ আমি কথা কব না।

কুমু। মনের মত হলে কে কথা কয়ে থাকে ভাই?—মণি ধরে বনলি নাকি? মুখে যে আর কথা নাই—ভেয়ের কোল না পেলে বোল ফুটবে না। বুঝিচি—ডাক্‌বো নাকি—হ্যাঁলা? (সৌদামিনীর চিবুক ধরিয়া)

বলো দ্যাওরা যে এর ব্যাওরা কি?
নোন্দায়ের কোলে কেন শোয় না ঠাকুরঝি। হা, হা, হা!

সৌদা। তুই ভাই এত রঙ্গও জানিস্।

কুমু। কাঞ্চনীর ও কথা কোথা শুন্‌লি?

সৌদা। তুই বাপের বাড়ী গেলে দাদা এক দিন বিকেল বেলা কাঞ্চনকে বৈটকখানায় এনেছিলেন—

কুমু। ঠাকুর বাড়ী ছিলেন না?

সৌদা। দাদা ত আর কারো লজ্জা করেন না—তিনি এখন এক এক দিন কাঞ্চনকে গাড়ীতে করে বৈটকখানায় নিয়ে আসেন—বাবা কতদিন দেখেছেন।

কুমু। তার পর।

সৌদা। তার পর ভাই, দাদা মদ খেয়ে বড় বাড়াবাড়ি কত্তে নাগ্‌লেন, কাঞ্চনের গলা ধরে বারেণ্ডায় এসে নাচ্‌তে নাগলেন, পাড়ার সব লোক জড় হলো—ও বাড়ীর বড় কাকা এসে দাদাকে বকৃতে নাগ্‌লেন আর কাঞ্চনকে কত গালাগালি দিলেন—সে বেটি কস্‌বি, বড় কাকাকে মান্‌বে কেন, সেও ফিরুয়ে গাল দিলে, বড় কাকা রাগ করে বেটিকে বাড়ী থেকে বার্ করে দিলেন। বেটি দাদাকে কত গা'ল দিয়ে গেল, আর বলে গেল "তোর বাপ যদি আমায় আস্‌তে বলে, তবেই তোর সঙ্গে আর দেখা তা নইলে এই পর্য্যন্ত।"

কুমু। বেস হয়েছ্‌লো, তবে বেটি আবার এলো কেমন করে?

সৌদা। আগে বরং ছিল ভাল এখন আরো সর্ব্বনাশ হয়েচে।

কুমু। কেন? কেন?

সৌদা। কাঞ্চন বেরুয়ে গেলে দাদা সাপের মত গজ্জ্যাতে নাগলেন আর বড় কাকাকে শালা বাঞ্চৎ বলে গাল দিলেন, বড় কাকা বাবার কাছে বল্‌তে গেলেন।

কুমু। কায়েতের ঘরের ঢেঁকি।

সৌদা। বড় কাকা বেরুয়ে গেলে দাদা একটা বন্দুক বার করে বল্যেন এখনি গুলি খেয়ে মরবো—

কুমু। মা গো শুনে জর আসে।

সৌদা। মার ভাই একটি ছেলে, তিনি তথনই বাইরে গিয়ে হাত ধ'রে বাড়ীর ভিতর আন্‌লেন—দাদা কি তা শোনেন, মা কত বল্যেন এমন পরীর মত বউ ঘরে রয়েছে, দাদা বল্যে "আমার কাঞ্চনকে এনে দাও তা নইলে গুলি খেয়ে মরবো, নয় গঙ্গায় ডুবে মরবো, নয় কাশী চলে যাব—"

কুমু। তাই কেন হতে দিলেন না।

সৌদা। বাবা এসে কত বুঝুলেন, তাকি তিনি শোনেন—বেটি ভাই দাদারে কি করেচে, বেটি হয়তো যাদু জানে—

কুমু। তোমার মা যে যাদুমনি যাদুমণি করেন তাই লোকে এত যাদু করে।

সৌদা। বাবা তো আর যাদুমণি যাদুমণি করেন না, তা দাদা বাবাকেও ত ভয় করেন না—বাবা কত রাগ কত্তে লাগ্‌লেন, বল্যেন এমন সোনার সীতে ঘরে রয়েছে তবু এ নিন্দে না কুড়ুলে ঘর চলে না, তা দাদা বল্যেন "সীতে নিয়ে তুমি থাক, আমি কাঞ্চনকে না পেলে গলায় দড়ী দিয়ে মরবো।"

কুমু। এমন পোড়া কপালের হাতেও পড়িচি?

সৌদা। বাবা রাগ করে দাদাকে একটা নাতি মেরে বাইরে গেলেন, মা কাঁদ্দে লাগ্‌লেন আর বাবাকে কত গালাগালি দিলেন। তার পর মার কান্না দেখে আর দাদার চিক্‌রুনি দেখে বাবা কাঞ্চনকে ডাকুয়ে এনে বাড়ীর ভিতর পাঠুয়ে দিলেন।

কুমু। তবে আর ঠাকুরুণ আমায় আন্‌লেন কেন?

সৌদা। মা তার পর কাঞ্চনের হাত দুটি ধরে বল্যেন, "মা তোমার হাতে ছেলে সুঁপে দিলাম, দেখ বাছা যেন আমি গোপাল হারা হইনে"।

কুমু। অমন গোপালকে নুন খাইয়ে মাত্তে হয়।

সৌদা। মার ভাই সাত নাই পাঁচ নাই এত দৌলৎ একটি ছেলে, যে আবদার করে তাই শুনতে হয়।

কুমু। তুই তবে একটি উপপতির আবদার নে, তোর মার তুই একটি মেয়ে তোর আবদারও শুনবেন।

সোদা। তুই এত রসিকতা জানিস্ দাদার ত কিছু কত্তে পারিস্নে।

কুমু। তোর দাদা যে বণ্ডামাক, সে রসিকতার কি ধার ধারে—শুনেচে কাঞ্চনকে অনেক বড়মানুষের ছেলে রেখেচ্লো ওমনি তার জন্যে পাগল হয়েছে। রূপ, গুণ, বয়েস তোমার দাদা ত চায় না, কিসে লোকে বাবু বল্বে কেবল তাই দেখে—বাবা বড়মানুষ দেখে বিয়ে দিলেন, টাকা নিয়ে আমি ধুয়ে খাব, মরণ টা হয় ত বাঁচি।

সোদা। কাঞ্চনকে দেখ্‌বি? যখন সে গাড়িতে ওঠে ছাদ্‌থেকে দেখা যায়—দাদা আবার কোঁচা দিয়ে পা পুঁচয়ে দেন, মাইরি।

কুমু। তুই বুঝি লুকুয়ে লুকুয়ে দেখিস্ আর ভাবিস্ কি ছাঁ—ই বেরালে মেরেচে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাঁশারি পাড়া। অটল বিহারীর বৈটকখানা।

অটল বিহারী ও কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চ। তুমি যদি নিমে দত্তকে আমার বাড়ী আর নিয়ে যাও তা হ'লে আমি কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়ে মায়ের কাছে বলে দেব।

অট। জানি! জানি! তার উপর এত রাগ কচ্চো কেন জানি।

কাঞ্চ। ব্যাটা, ভাই বড় বিরক্ত করে—ব্যাটা মাতাল হলে আমার বড় ভয় করে।

অট। কেন জানি, আমি তোমায় যে দিন থেকে রেখিছি সেই দিন থেকে নিমচাদ তোমায় ত মাসী বলে ডাকে জানি।

কাঞ্চ। মাতাল হলে নিজের মাসী বড় জ্ঞান থাকে তা আবার পাতানে মাসী।

অট। না, জানি, সে আমার বুজম ফ্রেণ্ড; জানি যে আমার বলচে ফ্রেণ্ডের মেয়ে মানুষ মাসীর মত দেখ্‌তে হয়।

কাঞ্চ। আমার কপালে বন্‌পো উপপতিই ঘটে—প্রিয় শঙ্কর যখন আমায় রাখ্‌লে তখন রমানাথ আমায় মাসী বল্‌তো, তার পর সেই রমানাথ আমার সেবাদাসী কল্‌লেন, পাছে রমানাথ মনে কিছু ভাবে তুমি আমায় যা বল্‌তে তা মনে আছে? এখন আমি তোমার জানী হইচি।

অট। (গীত) "হায় কি কল্যে মাসী বলে, হায় কি কল্যে মাসী বলে"—তুমি যে মালিনী মাসী—হিরে মালিনী ফিরে চাও—জানি (কাঞ্চনের হস্ত ধরিয়া) তুমি আমায় মেরে কেন জানি, তোমার মুখ দেখে আমি মরে যাই, জানি।

কাঞ্চ। এই যে অটল রসিকতা শিখিচিস্।

অট। না শিখ্‌বো কেন বাবা—সহরের প্রধান চিহ্ন কাঞ্চন মণি মাথায় ধরিচি।

দামার প্রবেশ।

দামা। গাড়ি তোয়ের হয়েছে।

অট। এস জানি তোমায় তুলে দিয়ে আসি—আমার আঁচল দিয়ে তোমার পা পুঁচুয়ে নেবো—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

সাবাস্ সাবাস্ বেশ পয়ার হয়েছে।

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

দামা, মেজ্‌টা সাফ কর্।

[অটল এবং কাঞ্চনের প্রস্থান।

দামা। (মেজ ঝাড়িতে ঝাড়িতে) বোকা বাবুর কাছে নইলে চাকরি পোষায়? কত জিনিস ভাচ্চি, কত জিনিস চুরি কচ্চি, বাবুর হিসেবও নেই কিতেবও নেই। এক এক বেটা বাবু আছে এম্‌নি ফক্কুস বাজারের পয়তাল দেয়—যেমন কাপুটে বাবু তেম্‌নি কসাই চাকরও আছে। নবীন বাবু ছদিন অন্তর একটি করে পয়সা দেন সুপারি আন্‌তে, বাবুর খানসামা সেটি মাল করে

কস্যে গেয়ারা শুক্‌য়ে কেটে স্থপারি করে দেয়, বাবুর মন্দ বল্‌বের যো নাই, তা হলে খানসামা ওম্‌নি বল্‌বে এক পয়সার ভাল স্থপারি এক দিন বই হয় না। আমার ভাবনা কি, বাবু যে মদ ধরেছেন কোটা বালাখানা করে ফেল্‌বো।

অটল এবং নিমেদত্তের প্রবেশ।

নিম। তোমাকে আজ থেকে ইণ্ডিয়ান বাইরন্‌ বল্‌বো—(চেয়ারে উপবেশন)

অট। (উপবেশন করিয়া) বড় জমাদার রাইম হয়েছে—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

নিম। আর এক লাইন্‌ বাড়য়ে দেওয়া যাক্‌—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?
দাও পাণি।

অট। ব্রেভো, ব্রোভো—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?
দাও পাণি।

আমি কেন বলি না দাও ব্রাণ্ডি পানী—

নিম। তা হলে ও লাইনের বিউটি রইলো কোথা? পাণি অর্থে হাত, দাও পাণি, দাও হাত, কিনা বিয়ে কর—

অট। সাবাস্‌, সাবাস্‌, লেগে যারে গুরো—জানি আমাকে বিয়ে কর, মালিনী মাসী আমাকে বিয়ে কর—ব্রাণ্ডিপানীতে মানে হয় না—

নিম। ব্রাণ্ডিপানীতে মানে হয় না কিন্তু মজা হয়—

অট। বেস্‌ বেস্‌ ডবোল্‌ বেস্‌—দামা ব্রাণ্ডি আন—

[দামার প্রস্থান।

ব্রাণ্ডিপানীতে মানে হয় না কিন্তু মজা হয়।

ভোলাচাঁদের প্রবেশ।

ভোলা। (নিমচাঁদের মুখের নিকটে হস্ত উত্তোলন করিয়া) অনার্ড সার, স্মেল্‌ সার, আই স্মেল্‌ সার, ইউ স্মেল্‌ সার, অনার্ড সার, স্মেল্‌ সার, ওন্‌ডো টম্‌ স্মেল্‌ সার্‌—

নিম। তিনি হন কে?

অট। মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই।

ভোলা। সান্ ইন্‌লা সার—স্মেল্ সার্, কান্‌টি স্মেল্ সার্—বাড়ী থেকে কান্‌টি খেয়ে বেরিয়েছিলেম, রেলওয়ের ষ্টেসনে টেলিগ্রাফ বাবুরা, ফ্রেণ্ডস্ সার্, ওল্‌ডো টম খাইয়ে দিলে—মিক্‌সেড্ সার্, এক্সকিউজ্ সার্, অনার্ড সার।

নিম। মুক্তেশ্বর বাবু অমন বিজ্ঞ লোক হয়ে এই কূর্ম্ম অবতারের হস্তে কন্যাটি প্রদান করেছেন?

ভোলা। ইউ নো মাই ফাদার ইন্‌লা সার্—ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার্—(নিমচাঁদের পদধূলি গ্রহণ) ইউ মাই ফাদর্ ইন্‌লা সার্—আই সান্‌ইন্‌লা সার্।

অট। তুমি কি এখন এলে?

ভোলা। ইয়েস্ সার্।

অট। শ্বশুরবাড়ী এখন যাওনি?

ভোলা। ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার্—(অটলের পদধূলি গ্রহণ)। এক্সকিউজ্ সার্, সান্‌ইন্‌লা সার্।

নিম। তুমি বাপু এত অল্প বয়সে মদ ধল্যে কেন?

ভোলা। গুলিতে শরীর খারাপ হয়ে যায় বলে—গুলি ইজ্ ভেরি ব্যাড্ সার্।

অট। তুমি এখন শ্বশুরবাড়ী যাও, আবার তাঁরা ভাবান্বিত হবেন।

ভোলা। নট্ সার্, ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার, হিয়ার লিভ সার্।

অট। গোকুল বাবুর বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ আছে, আমি এখনি সেখানে যাব—

ভোলা। আই জাইন ইউ সার্, আই জাইন ইউ সার্, হোয়ের্ ইউ গো আই গো, সান্‌ইন্‌লা জাইন ফাদার্ ইন্‌লা, আই জাইন ইউ সার—

নিম। তুমি বাবু যে বাহার দিয়ে এসেচ—মাতার মাজখানে সিতে, গায় নিমুর হাফ্‌চাপ্‌কান, গলায় বিলাতি ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগর পেড়ে ধুতি পরা, গরমিকালে হোলমোজা পায়, তাতে আবার ফুলকাটা গার্‌টার্, জুতাজোড়াটি বোধ হয় পথে আস্‌তে কিনেচো, ফিতের বদলে রূপার বগ্‌লস, হাতে হাড়ের হাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আঙ্গুলে চুটি আংটি—

ভোলা। ফাদার্‌ইন্‌লা গিভ সার—ইউ মাই ফাদার্‌ইন্‌লা সার্—

নিম। জামাই বাবু ত্বরায় শ্বশুরবাড়ী যাও, তুমি যে বাহার দিয়ে এয়েচো, তোমার বিরহে আমাদের মেয়ে এতক্ষণ কত কাঁদচে—

ভোলা। ইয়োর ডাটার ইজ্ নাইন্ মন্থেস্, ইয়োর ডাটার ইজ্ নাইন মন্থেস্ সার্—

অট। ন'মাস কিরে, পোনের ষোল বৎসরের হবে।

নিম। ছুরব্যাটা গর্ভস্রাব ও বলচে ন'মাস গর্ভবতী—

ভোলা। বেল্মিমেন্ট সার্, প্রেগন্যান্ট সার্—ইয়েস্ সার্।

দামার প্রবেশ এবং মেজের উপর মদ্যাদি রক্ষা।

নিম। "Man being reasonable must get drunk
The best of life is but intoxication."
মাসীর হেল্‌তো পান করি। (মদ্য পান)

অট। মালিনী মাসীর হেল্‌তো খাই। (মদ্য পান)

নিম। জামাই বাবু একটু খাও।

ভোলা। আই ইট্ ইন্ প্রেজেন্ট ফাদার্ ইন্‌লা?

[এক গেলাস মদ্য লইয়া প্রস্থান।

অট। ছেলেটি বেতরিবৎ নয়।

নিম। পুরির রাজা চলিত বিষ্ণু, এবং তাঁর রাণী চলিত লক্ষ্মী, রাণী এক এক দিন জগন্নাথের কাছে রাত্রে কেলি কত্তে যান, জগন্নাথ, দাদা বলভদ্রের সাক্ষাতে স্ত্রীর সহিত বিহার কত্তে পারেন না, রাণীও ভাশুরের কাছে মুখ খুলতে পারেন না, পাণ্ডারা রাণীর আস্‌বের আগে বলরামের মুখে একখান কাপড় দিয়ে রাখে—জগন্নাথ বেতবিরৎ নয়, দাদার মুখে কাপড় দিয়ে রসকেলী করেন—জামাই বাবুর সেইরূপ তরিবৎ।

ভোলাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ।

ভোলা। কম্ সাব্, সান্ ইন্‌লা কম সার্।

নিম। তুমি গুওয়াটা যে এক গেলাস রম খেয়েছ তুমি সান্‌ইন্‌লা কেমন করে, তুমি বৈবাহিক। দামা মদ ঢাল—(মদ্য পান) আবার ঢাল—পানী দেও মৎ—গুওটা পান্তাভাত করে ফেলেছে—তোর বাবার বাড়ী কি আমি প্যারান্দো খেতে এইচি? (মদ্য পান) হুঁ, হুঁ, আবার ঢাল—

অট। তুই ভাই গেলাসটা ফেলেদে; বোতলের ক্যাঁরায় খা।

নিম। "A Daniel come to judgment! yea, a Daniel!—
O wise young Judge, how do I honor thee!"
(আচড়াইয়া গেলাস ভাঙ্গিয়া বোতলের কানায় মদ্যপান) I drink till the bottom of the bottle is parallel to the roof. শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নাই, দেখ বাবা সব খেইচি।

ভোলা। আই ডু ক্যান্ সার্, বটাল সার্—

নিম। চুপ্‌রাও You wicked urchin, গুওটা সার্ সার্ করে মাতা ধরয়ে দেছে—ফের যদি সার্ সার্ করবি এক বোতলের বাড়ি তোকে কাশী-মিত্রের ঘাটে পাঠাব—

ভোলা। নো সার্, সান্‌ইন্‌লা সার্, ডেড্ সার্, ইয়োর ডাটার্ সার্, উইডো সার্, ইলেভেন্ ডেজ্ ডু সার্, হাঙ্গ্‌রী সার্, দিস্ সাইড সার্, দ্যাট্ সাইড সার্, ওয়াটার ওয়াটার হোল নাইট্ সার্।

অট। আমায় কেউ একটু মদ দেয় না, যখন খেতেম না তখন সব শালারা সাগে আমায় দিত—

ভোলা। আই গিভ্ সার—(মদ্য দান)।

অট। চিরজীবি হয়ে থাক্। (মদ্য পান)

রামমাণিক্যের প্রবেশ।

এস এস রামমাণিক্য বাবু এস—(মুখের আঘ্রাণ গ্রহণ) ব্যাটা ধেনো খেয়ে মরেচে, ব্যাটা বিক্রমপুরে বাঙ্গাল—

রাম। আপ্‌নারা তঃ কলকত্থাই—বাঙ্গালের দেনো মদ বালো।

নিম। (রামমাণিক্যের হস্তে এক গেলাস ব্রাণ্ডি দিয়া) খা ব্যাটা একটু বিলাতি মদ খা, তোর দেহ পবিত্র হক্, তোর শ্রীপাঠ বিক্রমপুর তরে থাক্।

রাম। জোবর তো—এত পান করবার পারমু ক্যান্?

অট। ব্যাটা ছটো ভাঁটি খেয়ে হজম করেন, আবার বল্‌চেন পারমু ক্যান্—দেখ দেখ ব্যাটা গেলাসের উপর কি মন্ত্র পড়্‌চে।

রাম। হোদন্ করে লইচি—

নিম। ব্যাটা খাবেন ব্রাণ্ডি মন্ত্রের ধুম দেখ, ভাত্রবয়ের কাছে শোবেন মাজে একটা বালিস দিয়ে—দে ব্যাটা গেলাস দে—(গেলাস গ্রহণ)।

অট। নাহে দাও। (গেলাস দান)।

রাম। বাঙ্গিল খাইমু তো খতোল চিবায়ে খাইন্। (বোতলের কানায় মদ্যপান) দ্যাহো দ্যাহো বতোলে কি কিছু রাক্চি—হুকনা।

অট। দেখ ভাই, ব্যাটা এতক্ষণ চালাকি কচোলো—বাঙ্গালকে চেনা ভার—

রাম। বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর ক্যান? বাঙ্গাল সায়োরে ভাসে আসচে নাহি? বিক্রমপুর কলকত্তা আষ্ট দিনের ব্যবধান, ক্যাবোল নিকট, ব্যাস্কোম কি?

ভোলা। বাঙ্গাল, পুঁটি মাচের কাঙ্গাল—
বাঙ্গাল, গঙ্গাজলের কাঙ্গাল,
বাঙ্গাল, ডেঙ্গা পথের কাঙ্গাল,
বাঙ্গাল, ভাল কথার কাঙ্গাল—

রাম। পুঙ্গির পুং কেডা! হিট কাইচেন্ আর থ্যাপাইবার লাগচেন্—দ্যাশে হইতো প্যাটে পারা দিয়া জিহ্বাডা টানে বাইর কর্‌তাম আর অমাবস্যা দেক্‌তেন—হালা গর্বস্রাব, হুয়ার, বান্দুক, বুত।

অট। রামমাণিক্য আর এক গেলাস খা।

রাম। (মদ্যপান করিয়া) প্যাট পোরে—জালুতো। দগ্দো লোক্কা নি আছে।

নিম। করে নিতে পার যদি।

রাম। বাজ্জা মেটোর?

অট। দূর ব্যাটা বাঙ্গাল একি ভুনোর দোকান?

রাম। হালা ছইটা মেটোর দিবার পারেন না ক্যাবোল বাঙ্গাল কইবার পারেন।

নিম। রামমাণিক্য তোদের দেশে মেয়ে মানুষ আছে?

রাম। স্বচ্ছন্দ।

নিম। বটে?

রাম। কলকত্তাই স্ত্রীয়া লোক না!

নিম। আমরা তোদের দেশে যাব—ওর মেগের নাম কি?

অট। ভাগাধরী।

নিম। আমরা তোর বিক্রমপুর যাব—

রাম। নদীতো প্রবীণ।

নিম। ষ্টীমারে যাব তোর ভাগ্যধরীকে আনগো—

রাম। হালা বাই হালা, ইকি তোর কলকত্তাই মাগ উমি ধোকের লগে খারাপ কাম্ করবে—বাগ্যোদরী বাইবাতার করবে স্যাও বালো পরের লগে দেহ দেবে না—কোন দিন না।

অট। তোর বাগ্যোদরীতো সতী বড়—আ বাঙ্গাল।

রাম। পুঙ্গির বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর্য্যা মস্তক গুরাইদিচে—বাঙ্গাল কউশ ক্যান্—এতো অকাদ্য কাইচি তবু কলকাত্তার মত হবার পারচি না? কলকত্তার মত না কর্চি কি? মাগীবারী গেচি, মাগুরি চিকোন ছুতি পরাইচি, গোরার বারীর বিস্‌কাট বক্ষোন করচি, বাণ্ডিল খাইচি—এতো কর্য্যাও কলকত্তার মত হবার পারলাম না, তবে এ পাপ দেহতে আর কাজ কি, আমি জলে ঝাপ্ দিই আমারে হাঙ্গোরে কুম্বিরে বক্ষোন করুক—

(মাতাল হইয়া পপাত ধরণীতলে)

অট। ব্যাটা পাতি মাতাল, খুব মাতাল হয়েছে—ব্রাণ্ডিপান পাকা লোকের কাজ।

নিম। কবির উক্তি—

"Little Learning is a dangerous thing
Drink deep or taste not the Pierian spring."

এখানে প্যায়ারিয়ান অর্থে পিপে।

ভোলা। ইয়েস সার্, ড্রাঙ্কর্ড সার, সান্‌ইন্‌লা সার্—

অট। এমন কোন বিষয় নাই যে সেক্সপিয়ার থেকে কোটেসান দেওয়া যায় না—

নিম। তোমার কাঞ্চন যেমন সতী, এও তেমনি সেক্সপিয়ার।

অট। কেন, ল্যাম্প্রেয়ার আনো দেকি—

নিম "A fool might once himself alone expose
Now one in verse makes many more in prose."

এর আবার ল্যাম্প্রেয়ার কি দেখবি, ও বাঞ্চৎ, বেয়াদব, মাতাল, মূর্খ—

জানি! জানি!
জানি কি জানি?—

তার পর কি?

অট। তুইও মাতাল হইচিস্—

নিম। তোমার টেম্পারেচারটা সমান করে নাও না বাবা।

অট। (মদ্যপান করিয়া) আমি হাজার খাই মাতাল হইনে—দামা, বাঙ্গাল-বাবুকে খাটে শুইয়ে রেখে আয়।

নিম। (দামা কর্তৃক রামমাণিক্যের অচৈতন্য দেহ টানিতে দেখিয়া) "নলিনীদলগতজলবৎ তরলং"—

"যেই শিরে বান্ধো সোনার পাকড়ি
শ্মশানেতে যাবে গড়াগড়ি।"

আহা! কি পরিতাপ—"নয়ন মুদিলে সব খবরে"—Gone to

"The undiscovered country, from whose bourne
No traveller returns—"

অট। তুই দেকৃচি বাঙ্গালের বাবার বাবা হলি—

নিম। (ভোলাচাঁদের মস্তকে চপেটাঘাত করিয়া) "This is my ancient;—this is my right-hand, this is my left-hand.

অট। এবার তুই সেক্সপেয়ার বল্‌চিস্ তার আর কোন সন্দ নাই—আম। ও শ্রেটা হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়েছিলেম—Merchant of Venerials আমরা অনেক বার পড়িচি—

নিম। Thats blasphemy, I tell you, thats blasphemy—তুই ব্যাটা আর বিদ্যে খরচ করিস নে—তোর বাপ্ ব্যাটা বিষয় করেছে, বসে বসে খা—পাঁচ ইয়ারকে খাওয়া—মজা মার। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তোর কোন্ বাবা সেক্সপিয়ার পড়িয়েছিল? তুই কোন ক্লাসে পড়িচিস?

অট। In the Baboo's class.

নিম। Rather in the King's hell. হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেড্ মাষ্টার জান্তো বড়মানুষের ছেলে ব্যাটারা রমানাথের এঁড়ে, আপনারাও পড়্বে না কারো পড়্‌তে দেবেও না—তাইতে একটা বাবুজ কেলাস করে সব কেলাস থেকে রমানাথের এঁড়ে বেচে সেই কেলাসে দিয়েছিল—

ভোলা। আই রীড্ সার্—রীড সার্ রাইট্ সার্—লার্জো সার, মিড্লিং সার্, স্মল্ সার—

অট। আমি এখন ঘরে বসে পড়ি।

নিম। মদের দোকানের ক্যাটালগ্?

অট। ঘরে পড়্‌লে বুঝি বিদ্যে হয় না?

নিম। তুমি যে কেতাব ধরেচ, বিদ্বেও হবে সুন্দরও হবে—

অট। পেটও হবে।

ভোলা। বেলিমেন্ট সার্? প্রেগ্‌নান্ট সার্? হজ্‌ সার্?

অট। তোমার শাশুড়ীর।

ভোলা। মাদার ইনলা সার্, গুড্ সার্।

নিম। দামা ব্যাটা গেল কোথা? আর একবার স্নানযাত্রা কত্তে হবে।

অট। আবার খাবি, তোর পেটে কি হয়েছে আজ্?

নিম। "The thirsty earth soaks up the rain,

And drinks, and gapes for drink again."

(বারম্বার মুখব্যাদন করিয়া ভঙ্গি দর্শায়ন)।

অট। এ ব্যাটাকেও শোয়াতে হলো—নিমচাঁদ শুবি?—ও নিমচাঁদ! ঘুমো ব্যাটাচ্ছেলে চেয়ারে বসেই ঘুমো।

কেনারাম এবং আরদালির প্রবেশ।

হ্যাল্লো হ্যাল্লো কেনারাম বাবু যে।

কেনা। তোমার সঙ্গে ভাই সাক্ষাৎ কত্তে এলেম।

নিম। তিনি হন কে?

আর। (হাতযোড় করিয়া) ডেপুটি মেজিষ্টার রায় বাহাদুর—হাকিম্।

নিম। চিকিৎসা কত্তে জানে?

"Canst thou not minister to a mind diseas'd

Pluck from the memory a rooted sorrow;

Raze out the written troubles of the brain

And, with some"—কি বলে দেও না।

কেনা। আমি ডাক্তার নই।

নিম। হাকিম বল্যে যে—তুমি ডক্‌টর্ জনসনের চিকিৎসা কর নাই?

কেনা। না।

নিম। সেই জন্যে—তা হলে বলতে।

"Therein the patient

Must Minister to himself."

ইনি কি তোমার মোসায়েব?

কেনা। ও আমার আরদালি।

নিম। তবে ওরে লেজে বেঁদে এনেচেন কেন?

কেনা। তুই বাইরে যা।

[আরদালির প্রস্থান।

ভোলা। (কেনারামের প্রতি) অনার্ড সার, ঘটিরাম ডেপুটি সার—

অট। ঘটিরাম কি রে?

ভোলা। ওঁর নাম ঘটিরাম ডেপুটি।

নিম। সরকার বাহাদুর তোমাকে ঘটিরাম খেতাব দিয়েছে?

কেনা। এই জন্যে কলিকাতায় আস্‌তে ইচ্ছে করে না—হাকিম দেখে তোমরা একটু ভয় কর না, আমার আরদালিকে গলাটিপে তাড়য়ে দিলে—আমার সাক্ষাতে আমায় ঘটিরাম বল্‌চো। মপোস্বালে আমরা কারো বাড়ী গেলে উঁচু আসনে বসি—

নিম। যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায়।

কেনা। আমার আরদালিকে কত মান্য করে—

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি সেলাম!

অট। ঘটিরাম নামটি পেলে কোথা?

কেনা। ভাই, বাঙ্গালা হাতের লেখা, পড়া বড় কঠিন—আমি একদিন মুচিরাম ফরিয়াদীর নাম পড়্‌তে ঘটিরাম বলেছিলুম, আমার আরদালি, ঘটিরাম ফরিয়াদী হাজির? ঘটিরাম ফরিয়াদী হাজির? বলে ফুকরাতে লাগ্‌লো, কিন্তু কেউ হাজির হলোনা, আমি ভারি কড়া হাকিম্ তখনি ঘটিরাম ফরিয়াদীর মোকদ্দমা খারিজ করে দিলুম, তার পর মুচিরাম ফরিয়াদী, সে ব্যাটা সেই খানেই ছিল, বল্লে ধর্ম্ম অবতার এ মোকদ্দমা আমার, আমি বল্লোম তুমি বড় বজ্জাৎ, যখন ঘটিরামের ডাক হলো তখন কেন তুমি হাজির হলে না, সে বল্লে তার নাম মুচিরাম, ঘটিরাম নয়—

অট। তুমি মুচিরামে ঘটিরাম পড়লে কেন?

কেনা। আমরা বাঙ্গালা খবরের কাগজ জলের মত পড়তে পারি, কিন্তু ভাই মপোস্বালে গিয়ে দেখলেম হাতের লেখা সেরূপ নয়, ব্যাটারা মু লেখে ঘয়ের মত, চ লেখে টয়ের মত, তাইতে ভুল হলো।

নিম। তবে চলয়ে এসেছ?

কেনা। চলাবো কেন? আমি খুব সপ্রতিভ, হাকিমও খুব কড়া—পেস্কার বল্লো ধর্ম্ম অবতার ঘটিরাম নাম নয়, মুচিরামই ওর নাম—আমি মুখভারি করে বল্যেম্ তোম্ চুপ্‌রও, আর বল্যেম মুচিরাম কখন নাম হতে পারে না, মুচিরাম যদি নাম হয়, তবে কেন বামনরাম নাম হক্ না? কায়েতরাম নাম হক্ না? তার মোকদ্দমাটী গ্রহণ কল্যেম কিন্তু যে লিখেছিল তার চসম্‌নামাই হলো।

অট। আর সেই দিন হতে তোমার নাম হলো ঘটিরাম।

কেনা। আমার সাক্ষাতে কেউ বল্‌তে পারে না—পাগল ব্যাটারা আমার নাম রেখেছে ঘটিরাম ডেপুটি, আমার কাছারি আস্‌তে হলে বলে ঘটিরামের কাছারি যাচ্চি। আমি কাছারিতে ইস্তেহার লটকে দিলেম, যে ঘটিরাম বল্‌বে তার মেয়াদ দেব—

নিম। কোন ধারা অনুসারে?

কেনা। আমরা হাকিম্ যে ধারা খাটাতে ইচ্ছে করি সেই ধারা খাটাতে পারি। একদিন একজন মোক্তার মোকদ্দমায় হেরে যাওয়াতে আমায় বল্যো "কেবলা হাকিম্ যা খুসি তাই কত্তে পারেন"—আমার ভারি রাগ হলো, ভাব্‌লেম কাছারির মাজখানে আমাকে কেবলা হাকিম বল্যো, তৎক্ষণাৎ কন্‌টেম্‌টো আফ্ কোর্ট বলে তার জরিমানা কল্যেম—সে বল্যো ধর্ম্ম অবতার অপরাধ কি? আমি বল্যেম তুমি আমাকে কেব্‌লা হাকিম বলেছ—

অট। কেব্‌লা বুঝি বোকাটে?

কেনা। নাহে না, কেব্‌লা মানে মহাশয়, পেস্কার আমায় ব'লে দিলে, তা কিন্তু আমি তখন বিশ্বাস কল্যেম না, আমি ভারি কড়া হাকিম্, আমলার কোন কথা শুনি না—

নিম। "You are one of those that will not serve God, if the devil bid you." তোমার মত ঘটিরাম ডেপুটি কটি আছে?

কেনা। ঘটিরাম আর কারো কপালে ঘটে নি—ঘটিরামে আমার মান বেড়ে গেল, সকলে বল্যে ইংরাজিতে যারা খুব লায়েক তারা বাঙ্গালা ভাল জানে না।

নিম। কেব্‌লা হাকিম চুপকর, তোমার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে—

ভোলা। ঘটিরাম ডেপুটি সার্, কেব্‌লা হাকিম সার্, ইংলিস সার্, রীড্ সার্, গুড সার্—

অট। ডেপুটি বাবু ইংরাজিতে খুব লায়েক।

নিম। কেটে জোড়া দেন। বুদ্ধির দৌড় ঘটিরামেই প্রকাশ হয়েছে।

কেনা। আপনি কোথায় পড়েছেন ?

নিম। গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে।

কেনা। আমি পড়িছি কালেজে। গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে পড়লে খুব বিদ্যা হয় না, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটও হ'তে পারে না।

নিম। আর কলেজে পড়লে ঘটিরাম ডেপুটিও হতে পারে কেব্‌লা হাকিমও হতে পারে—বাবা স্বকৃতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছে বিদ্যার জোরে হও নি—তোমার কালেজের একটাকে দেখাও দেখি আমার মত ইংরাজি জানে—I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English—বাবা! ছেলের হাতে পিটে নয়—কি খাবে বাবা বল্লোতো—Claret for ladies, sherry for men and brandy for heroes.

কেনা। অটল বাবু আমি যাই—

অট। বস না তোমায় কি জোর করে খাইয়ে দেবে ? He is a tatler.

নিম। দূর ব্যাটা Idler—তোর বাবার ভাবায় বল—দেখুন দেখি মহাশয়, ব্যাটা ছেলে ধত্তে পারে না কেউটে ধত্তে যায়—

কেনা। উনি মীন্ করেছেন টিটোটলার।

নিম। তবে আমি ঘটিরাম ডেপুটি মীন করে তোমাকে শাদা বলি। তুমি মদ্য পান করবে না কেন ?

কেনা। আমি কখন খাইনে।

ভোলা। ইট সার, ইট্ সার—

নিম। তোমার কি প্রেজুডিস্ আছে ?

কেনা। আমার প্রেজুডিস কিছু নাই, আমাকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক করেছে—

নিম। একটু মদ খাবে না কেন ?

কেনা। হিন্দুদের কাছে তা হলে বড় মিথ্যা কথা বলতে হয়।

নিম। তুমি মুরগি খাও ?

কেনা। আমার প্রেজুডিস্ নাই কিন্তু মুরগি খেতে আমার বড় ভয় করে—

নিম। Arrant coward. তারকেশ্বরের দোকানের বিস্কুট খাও ?

কেনা। কোন তারকেশ্বর ?

নিম। ভাল ঘটিরাম! মুসোলমানের দোকানের বিসকুট, যারা তারকেশ্বরের দাড়ি রেখেছ।

কেনা। এক দিন দু দিন খাই।

নিম। তাতে মিথ্যা বলা হয় না?

কেনা। আমার ত প্রেজুডিস নাই, আমাকে পেড়া পিড়ি কেন? হিন্দুরা আমায় নিন্দে কর্‌বে সে ভয়তে আমি কিছু করি নে।

নিম। তুমি বিদ্বান্ ব্যক্তি, মস্ত একটা হাকিম, কালেজে অনেক কাল পড়েছ, ব্রাহ্ম হয়েছ, তোমার কিছুমাত্র প্রেজুডিস্ নাই, আচ্ছা আমাদের অনুরোধে একটু মদ গালে দাও, অধর্ম্ম হবে বল্‌তে পার না কারণ তোমার প্রেজুডিস্ নাই—আর যদি আমার অফর গ্রহণ না করে আমাকে ইন্‌সল্‌ট কর, থামের গায় ঘটি আচড়ে ভাংবো—

কেনা। অটল বাবু আমি বাড়ী যাই—আরদালি! আরদালি! ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আরদালি ওখানে আছে?

অট। বস না—তোমার যদি প্রেজুডিস্ না থাকে তবে একটু খাও। তা নইলে ওর বড় অপমান হয়।

নিম। বাবা কালেজে পড়ে বিদ্বান হয়েছ, ইংরিজি এটীকেট্ শিখেছ, একজন জেণ্টল্‌ম্যানের অফরটি ত্যাগ করা উচিত নয়।

কেনা। আমি মহাশয় আঙ্গুলে করে একটু গালে দিই—(অঙ্গুলী দ্বারা মুখে মদ্য দান)

নিম। Thank you কেবলা হাকিম, much obliged ঘটিরাম ডেপুটী।

অট। আঙ্গুল উঁচু করে রয়েছ কেন?

কেনা। না, না—ঐ আঙ্গুলটো দিয়ে মদ ছুঁইচি, ওটা বাড়ী গিয়ে ধুতে হবে।

ভোলা। কিংগার সার্, ওয়াপ্ সার্, প্রেজুডিস সার্, ফিয়ার সার্।

নিম। তোমার সম্পূর্ণ প্রেজুডিস আছে—তুমি ব্রাহ্মসমাজের মেম্বর হলে কেমন করে?

কেনা। আমি প্রত্যহ সকালে উপাসনা করি তার পর অন্য কর্ম্ম করি।

নিম। আচ্ছা বাবা ব্রাহ্মধর্ম্মের তুমি বুঝেছ কি?

কেনা। আমি সমাজের সম্পাদক আমি আর কিছু বুঝতে পারিনি?

নিম। আচ্ছা বাবা তুমি ব্রাহ্ম, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান, হাঁকিম, সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ তোমার হাতে, তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করি তুমি তার যথার্থ উত্তর দাও—কিন্তু বাবা ধর্ম্মত বল্‌তে হবে।

কেনা। আমি মহাশয় মিথ্যা কথা কখন বলবো না, মিথ্যা কথা বল্লে পরজরি হয়, পিনাল্‌কোডের ১৯৩ ধারায় পরজরিতে ৭ বৎসর মেয়াদ লেখা আছে—আমাকে যা জিজ্ঞাসা করবেন আমি সত্য বলবো আমি হলোপ নিতে পারি, হলোপ আমার মুখস্থ আছে—

"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এক্ষণে যাহা কহিব তাহা সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা হইবে না।"

নিম। আচ্ছা বাবা, হলোপ নিয়েচ এখন আর মিথ্যা বলতে পারবে না —তুমি ব্রাহ্ম হয়েছ, হিন্দু শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে, এর তুমি সব ত্যাগ করেছ কি দুটি একটি রেখেচ, সাত দোহাই তোমার যথার্থ বলো। সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন, যার পূজা অগ্রে না কল্লে কোন দেবতার পূজা হয় না, মা শেতলা আছেন যার কুদৃষ্টিতে সপুরি এক গড় হয়, পুরুষোত্তমে জয়জগন্নাথ আছেন—"রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" বলো দেখি বাবা, তুমি কি হিন্দুর সব দেবতা ত্যাগ করেছ, কি কারো কারো রেখেছ?

কেনা। The question is very pointed.

নিম। সময় নাও, মনের ভিতরে সূক্ষ্মরূপে বিচার কর, তার পর উত্তর দাও,—বাবা বউবাজারে কালী জিব মেলয়ে আছেন—(হস্ত উচ্চ করিয়া জিহ্বা দর্শায়ন) ফিরিঙ্গিরে ক্রিশচান তবু তারা কালীকে ভয় করে পূজা দেয়, তাহাতে তাঁর নাম ফিরিঙ্গি কালী—বলো বাবা ভেবে বলো।

কেনা। আমি কেতাব না দেখে উত্তর দিতে পারি না, আপনি ভারি শক্ত প্রশ্ন করেছেন—আমি কাল বল্‌বো। পরজরির শক্ত সাজা, পরজরিতে সেসান কেস হয়।

নিম। দুর ব্যাটা ঘটিরাম—তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম যত বুঝেছ তা এক আঁচড়ে জানা গিয়াছে—যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্র হচ্চে "একমেবাদ্বিতীয়ং" তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করিচিস কি না বলতে কত ক্ষণ লাগে?

কেনা। একটি আদটি ঠাকুর হলে থপ করে বলা যায়, তেত্রিশ কোটির কথা এক দিনে বলা যায় না—আমি কি যদি তটো একটা রাখবের মত হয়?

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি হাজির? ঘটিরাম ডেপুটি হাজির?—

কেনা। দেখ অটল তোমার বাড়ীতে হাকিমের অপমান হচ্চে, তুমি কিন্তু জবাবদিহিতে পড়্‌বে।

নিম। ওরে ব্যাটা এটা কলকাতা মপোস্বাল নয়—তুই তো ঘটিরাম, বিলাতে গেলে তোর বড় হাকিম্‌দের নিয়ে কি তামাসা করে দেখিচিস? না দেখে থাকিস, ভ্যানিটি ফেয়ার পড়্‌গে, কালেকটার আফ বগলিওয়ালাকে কেমন ঘটিরাম করেছিল দেখতে পাবি।

কেনা। আমাদের সকলে মান্ত করে, ভয় করে, সেলাম করে, তুই মুই কল্যে আমাদের মর্ম্মান্তিক হয়—

নিম। কেবলা, মহাশয়, জনাব, হজুর, ধর্ম্ম অবতার, হাকিম, রায় বাহাদুর, বিচার আজ্ঞা হয়—

কেনা। আপনি কি হয়েছেন?

নিম। তোমার ফ্যাল্‌সানির আসামি।

কেনা। অটল, ক্যাল্‌সানি কারে বলে জান?

ভোলা। য়েপ্‌ সার, য়েপ্‌ সার, আই সার, নো সার।

নিম। (এক গেলাস মদ্য লইয়া)

"Wine is the fountain of thought; and
The more we drink, the more we think."

বাবা যদি সাইন্‌ কত্তে চাও তবে মদ্‌টা ধর।

কেনা। মদ খেলে লোকে আমায় নিন্দে করবে, এখন সকলেই আমাকে শিষ্ট্‌ শান্ত বলে, আমি ব্রাহ্ম বটে কিন্তু হিন্দুদের মন রক্ষার জন্ত ঠাকুর দেখ্‌তে গিয়ে ঝনাৎ করে টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম করি—

নিম। তোমাকে যদি পাঁচদিন আমি দখল পাই তা হলে আমি ফর্‌চুন করে নিতে পারি।

অট। কেমন করে?

নিম। গড়ের মাঠে, মনুমেণ্টের কাছে এক খানি ঘর তৈয়ার করি, তার ভিতরে ডেপুটি বাবুকে রেখে দিই, তার পর ছাপয়ে দিই, মপোস্বাল হতে শাম্‌লা মাথায় দেওয়া এক আশ্চর্য্য জানয়ার এসেচে গড়ের মাঠে অবস্থিতি—বুড়োরা এক এক টাকা, ছেলেরা আট আট আনা, মেয়েরা অম্‌নি—

অট। মেয়েরা অম্‌নি কেন?

নিম। তারা কি ও পোড়ার মুখ কড়ি দিয়ে দেখ্‌তে আস্‌বে?

কেনা। মপোস্বালে আমি শাম্‌লা মাতায় দিয়ে পাইচালি করি আর মেয়েরা এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে, এক এক জন হাঁসে—

নিম। আপনি কি বলেন?

কেনা। আমি বুঝি হাকিম হয়ে তাদের সঙ্গে কথা কবো, তা হলে যে লোকে আমায় হাল্কা বল্‌বে, যদি আমি মেয়েমানুষদের সঙ্গে কথা কই তা হলে যখন এজ্‌লাসে বসে ফয়সালা করবো তখন যে লোকে মনে মনে বলবে "হাকিম শালা বড় লম্পট।"

অট। তুমি ইংরিজিতে ফয়শালা লেখ না বাঙ্গলায় লেখ?

কেনা। ইংরিজিতে লিখি।

নিম। সাহেবরা বুঝতে পারে?

কেনা। সাহেবরা ইংরিজি বুঝতে পার্‌বে কেন, আপনিই কেবল ইংরিজি বুঝ্‌তে পারেন?

নিম। আচ্ছা বাবা তুই যে বড় ইংরিজি ইংরিজি কচ্চিস একটা তরজমা কর্‌ দেখি?

কেনা। যা বলবে আমি তাই তরজমা কত্তে পারি—কালেক্‌টার সাহেব আমাকে কত কাগজ দেন তরজমা কত্তে।

নিম। আচ্ছা কর দেখি—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন—এর ইংরিজি কর দেখি বাবা বিদ্যা বোঝা যাবে এখন—কি বাবা বাগ দেখ্‌লে নাকি? কথা নাই যে।

কেনা। আর একবার বলুন।

নিম। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন—বাবা এ তোমার হলোপ পড়া নয়, এতে বিদ্যা চাই।

কেনা। আমি যখন তর্‌জমা করি তিন চার খান ডিক্সোনারি নিই আর এক একটা কথা মৎত্রজ্জমকে জিজ্ঞাসা করি—এখানে বসে এ তর্‌জমা কত্তে পারিনে।

ভোলা। আই ডু ক্যান্‌ সার্‌—ডু সার্‌? সান্‌ ইন লা ডু সার্‌?

অট। করতো জামাই বাবু, তুমি যদি ঠিক কত্তে পার তোমাকে আমি ডেপুটি বাবু করে দেব—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহন কল্যেন।

ভোলা। ইন দি মানথো আগষ্টো সার্‌—

নিম। তুই যদি সার্ বল্‌বি তবে তোকে আমি ঘটিরাম করবো।

ভোলা। ইন্ দি মান্‌থো আগষ্টো, আন্ দি ব্ল্যাক্ এইট্ ডেজ্, কিষেণ্‌জি টেক বার্থ ইন্ দি বেলী আফ দৈবকী—

নিম। বাহবা জামাই বাবু—

ভোলা। সার নট্ সে সার্—

কেনা। আবার বলো দেখি?

ভোলা। ইন্ দি মানথো আগষ্টো, আন দি ব্ল্যাক এইট্ ডেজ্ কিষেণ্‌জি টেক্ বার্থ ইন্ দি বেলী আফ দৈবকী। ঘটিরাম ডেপুটি নট্ ক্যান্ সার।

কেনা। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বুঝি ব্ল্যাক্ এইট্ ডেজ্? তাতো হতে পারে না।

নিম। "Let such teach others who themselves excel,
And censure freely who have written well."

ডেপুটিবাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইচি তা এক মুখে কত বলবো, আপনি বড় লোক আমাদের মনে রাখ্‌বেন, আপনার নাম আমার জপমালা হয়ে রহিলো; আপনার নামটি কি?

কেনা। আমার নাম কেনারাম ঘোষ।

নিম। ঘোষ?

কেনা। হাঁ।

নিম। কি ঘোষ গয়লা ঘোষ, না কায়েত ঘোষ?

কেনা। কায়েত ঘোষ।

নিম। পাজি, তুমি পাজি, তোমার বাবা পাজি, তোমার বাবার বাবা পাজি, তোমার সাতপুরুষ পাজি, তোমার আদিশূরের সভা পাজি—

কেনা। অটল ভাই তোমার বাড়ীতে আমি থাক্তে চাইনে, সাতপুরুষ ধরে গাল দিচ্চে—উঃ মাতাল হয়েছেন বলে ওঁকে ভয় কত্তে হবে—আরদালি! আরদালি!—তুমি আমাকে পাজি বল্‌বে কেন? তুমিও পাজি।

নিম। রাগ করোনা বাবা, প্রমাণ দেব—না পারি, জুতো মারো, আমার মাতায় জুতো মারো, বাবার মাতায় জুতো মারো, বাবার বাবার মাতায় জুতো মারো, আমার Great grand বাবার মাতায় জুতো মারো, সহস্র পুরুষের মাতায় জুতো মারো, আমার কান্যকুব্জের মাতায় জুতো মারো—

অট। ব্যাটার মুখ যেন মণ্টিতের দোকান।

নিম। সাবাস্ বাবা, বেস বলেচো বাবা, লাক্ কথার এক কথা, পায়ের ধূলা দে (অটলের পদধূলি গ্রহণ) এরে বলে উইট—(অটলের দাড়ি ধরে) ওরে আমার রসিক ছেলে!—To resume the narrative—আদিশূর রাজার নিমন্ত্রণানুসারে কাণ্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ জন কায়স্থ তাঁহার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন—উভয় বর্গের তুল্য মান, উভয় বর্গই সসম্মানে আহূত। রাজা কায়স্থ পঞ্চের একে একে পরিচয় লইলেন—মিত্রজ! ব্রাহ্মণ-ঠাকুরদের সহিত কি সম্বন্ধ? আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণের ভৃত্য—Egregious ass! বসুজর কি? আজ্ঞে আমিও ঐ—Another. ঘোষজ! আজ্ঞে ডিটো—A third and the silliest of them all—অধুনা মহারাজ যুধিষ্ঠির—বিষ্ণু—রাজা আদিশূর তেজঃপুঞ্জ দত্তজ মহোদয় সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসু হইলেন—দত্তজ মহাশয়ের কি উত্তর? দত্ত মহামতি গাত্রোত্থান করিলেন—(দণ্ডায়মান) এবং বক্ষে হস্ত দিয়া বলিলেন—"দত্ত কারো ভৃত্য নয়"—How nobly, how independently, how boldly said—বোভাহুল্লা (বুকে চড় মারিয়া) জিতারহ বাবা, জিতারহ বাবা—কি Spirit, এরে বলি Moral courage—এমন মর‍্যাল কারেজের ছেলে আমি, আমি তোমাকে পাজি বল্‌বো তার আবার কথা?—"দত্ত কারো ভৃত্য নয়"—These words should be written in letters of gold—কেমন বাবা ঘটিরাম হয়েছে?

কেনা। ঘোষজ Silliet হলো কেন?

নিম। Because he begat Isaac, Isaac begat Jacob, and Jacob begat you, who dont do what every sensible man does, namely, drink.

কেনা। আপনার কোথায় থাকা হয় মহাশয়?

নিম। আগুন চাপা থাক্‌বের নয়। তুমি ভাই রোম, গ্রীস, ইংলাণ্ড, ইণ্ডিয়ার সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর ঐটি ছাড়ান দাও—না হয় দু নম্বর কম দিও।

অট। এই বার বড় মজা হয়েছে—যে ঘোষের নিন্দে কচ্চেন সেই ঘোষের বাড়ীতে থাকেন—

কেনা। মহাশয় কার বাড়ীতে থাকেন?

অট। ঘোষেদের বাড়ী বল্—

নিম। হুজুর! ঘটিরাম হুজুর! চক্ষু খুলে দেখুন হুজুরের নাকের উপর সাক্ষীকে তালিম কচ্চে—ঘটিরাম বেকলা! শুনুন!

কেনা। আমি শুনতে চাই না।

নিম। তা হলে সাক্ষী বিদায় পায় কেমন করে? ধর্ম্ম অবতার! ঘটিরাম অবতার! বরাহ অবতার! শ্রুত আছেন, স্বনামোপুরুষোধন্য, পিতৃনামে চ মধ্যম, শ্বশুরের নামে অধম, শালার নামে অধমাধম—বিচারপতি আপনি হাকিম, ঘটিরাম, আমি সেই অধমাধম—শ্যাম বাজারের মহেশ্বর ঘোষ আমার শালা, তাঁর বাড়ীতে থাকি; সেই শালার নাম না কল্যে কোন শালা চিনতে পারে না—হুজুর বন্দা মজুর, ধামারধামা দামার চাইতেও অধম।

অট। ময়্যাল করেজের ছেলে হয়ে Silly ঘোষের বাড়ী থাকিস্?

নিম। "Into what pit thou seest,
From what height fallen."

(ঢুলে ভূমিতে পতন)।

অট। থাক্ ব্যাটা পড়ে থাক্!

কেনা। আমি এই বেলা যাই। আমায় গোকুল বাবুর বাড়ী যেতে হবে।

অট। আমিও যাব—বসো একত্রে যাই।

ভোলা। আই জাইন ইউ, হোয়ের ইউ গো আই গো।

অট। তুমি ভারি মাতাল হয়েছ, তুমি শোওগে যাও, আমাদের সঙ্গে যেতে পাবে না।

ভোলা। আই জাইন ইউ—

অট। আচ্ছা তুমি এখন একটু শোওগে—দামা, জামাই বাবুকে শুইয়ে আয়—যাবার সময় তোমাকে ডেকে যাব।

[দামা এবং ভোলাচাঁদের প্রস্থান।

কেনা। দত্তজা যদি মদ ছাড়েন উনি ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট হতে পারেন—

অট। মদ ছাড়্‌লে কি হবে ও যে ভারি লম্পট।

কেনা। মহেশ্বর বাবুর বন্‌ না বেঁচে আছে?

অট। আছে বইকি—সে খুব সুন্দরী, তা ভাই ওর কেমন উইক্‌নেস্ তাকে রেখে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ায়।

কেনা। চল এই বেলা যাই, ও উঠ্‌লে যাওয়া মুস্কিল হবে।

অট। ওকে নিয়ে যাই, গোকুল বাবুর বাড়ীর কাছে ছেড়ে দেব—ওকে নিমন্ত্রণের কথা কিছু বল না।

কেনা। ওরে সঙ্গে নিয়ে কাজ নাই, লোকে নিন্দে করবে—

নিম। "Macbeth! Macbeth! Macbeth! Beware Macduff; Beware নিমচাঁদ, Beware কালনিমে। কি বাবা ঘটিরাম Conspiracy কচ্চো।

কেনা। না মহাশয় আমি আপনাকে কিছু বলি নাই, আমার উপর রাগ করবেন না মহাশয়!

নিম। আপনি এক্ষণে কোথায় কর্ম্ম করেন?

কেনা। আমি নিপাতগঞ্জে ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট করি, এক্ষণে অবসর লয়ে বাড়ী এসেচি। আপনি কি করেন?

নিম। আমি অটলের বৈটকখানায় মদ খাই, এক্ষণে ঢলে পড়ে রইচি।—মেসো মহাশয়, চলুন মাসীর বাড়ী যাওয়া যাক্।

অট। তুই ওঠ, আর এক জায়গায় চল্।

নিম। প্রসন্নর বাড়ী? ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পিনাল কোড, এতে সব ক্রাইম আছে, আমারে হাতে ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতপুর রোড গোকুল বাবুর বাড়ীর সম্মুখে।

অযোধ্যা সিং এবং রঘুবীর রায় দ্বারপালদ্বয় আসীন।

অযো। হামারা লিলাট্ মে ভগবান আছা দুখ লিখা হায়!

রঘু। তুল্‌সি জন্মতোহিলিখ দুখ্ সুখ্ সম্পৎসাং।
বেয়াধ্ ঘাটে যোঁ বয়েদ্ ছোঁ কলম গাহে কৈঁও হাৎ?
ননমে বীর রাথ ভাইয়া, লিলাট্ মে যো লিখা থা হোগিয়া।

অযো। হাম্ যো কাম্ কর্‌তে হেঁ ঐ কাম্ মে বখেড়া লাগ্ যাতা, কেত্তা রুপিয়া খরচ করকে সাদি কিয়া—

রঘু। ভগবন্ যব কৃপা করেগা থাক্‌মে শর্কর নিক্‌লেগা—

বিজ্ বন্ মিলে না লাকড়ি, সায়র মিলে না নীর,
পড়ে উপাস্ কুবের ঘর্ যোঁ বিপচ্ছ রঘুবীর।
বিন্ বন্ মিলে যো লাক্‌ড়ি, বিন্ সায়র মিলে যো নীর।
মিলে আহার দরিদ্র ঘর, যোঁ স্বপচ্ছ রঘুবীর।

অযো। হামারা ভাইয়া আচ্ছা কাম্ করে গা কভী দেল্‌মে খেয়াল হুয়া নেই—ভাই হোকর্ ভাইকা রেণ্ডি লেকে ভাগ গেঁই? ক্যা বদ্‌বক্ত!

রঘু। মহারাজজি লিখা হায় কি নেই—

বধিক্ বধে মৃগবান ছোঁ।
রুধ্‌রে দেহেত বাতায়,
অংহিং অন্‌হিং হোতো হায়
তুলসি হরদিন্ পায়।

বাবুলোক আওতে হেঁ।

অযো। ভর্‌ভ্রষ্ট—

অটলবিহারী, নিমচাঁদ, কেনারাম এবং দামার প্রবেশ।

অট। নিমচাঁদ তুই বাড়ী যা।

[অটল এবং দামার বাড়ীর ভিতর গমন।

নিম। (কেনারামের প্রতি) What fuss is this? Dead drunk. এত প্রণয়র বাড়ীব?

কেনা। না।

নিম। কোন্ দেবীর বাড়ী?

কেনা। গোকুল বাবুর বাড়ী।

নিম। কেউ রেখেছে?

কেনা। না—

কেনারামের বাড়ীর ভিতর গমন।

নিম। তবে আমিও যাই। (যাইতে অগ্রসর)

অযো। তোমরা খানা খানা হায়।

নিম। আলবৎ বায়োস্কা—পবলিক্ হোর কি না?

অযো। ক্যা?

নিম। পবলিক্ হাউস্ কি না?

রঘু। তুমি কি বল্‌তেছেন গো?

নিম। Public house, free access.

রঘু। আছে, বাবুজির হৌস্ আছে—

নিম। বাইজির হাউস্, আরো ভাল—ছেড়ে দাও বাবা আমি বাইজির গান শুনবো—

(উপরের বারাণ্ডায় গোকুলচন্দ্রকে দেখিয়া)

"It is the east, and Juliet is the sun!

Arise, fair sun, and kill the envious দরওয়ান"।

গোকু। নেকাল দেও বাঞ্চৎকো—

নিম। (গোকুলের দিকে চাহিয়া) Sing, heavenly muse! তবু হো রঁগিয়া বাবা—

গোকু। দরজা বন্দ করে রাখ্—

নিম। আচ্ছা বাবা, বাঙ্গালাই গাও বাবা।

গোকু। তুই বাবু বাড়ী যা।

নিম। তোর ঘরে লোক আছে না কি? বাই সাহেব রেডিমনি—গ্রাটিস্ না বাবা।

গোকু। আগুনে দেও মৎ—

নিম। "Nacky, Nacky, Nacky—how dost do Nacky? hury durry.——Ay, Nacky, Aquilina, Lina, Quilna, Quilina, Quilina, Aquilina, Naquilina,—Acky, Acky, Nacky, Nacky, queen Nacky."

গোকু। তুই এই বেলা বাড়ী যা, তা নইলে পাহারাওয়ালায় ধরে নিয়ে যাবে।

[বারাণ্ডা হইতে গোকুলের প্রস্থান।

নিম। "—One more and this is the last."

(অযোদ্ধাসিংএর ঘাড় ধরিয়া মুখ চুম্বন।)

অটল। এ ছচ্ছুন্দরি। (নিচাদকে রাস্তায় চিত করিয়া ফেলন—দ্বারপালদ্বয়ের বাড়ীর ভিতর গমন)

নিম। "So sweet was ne'er so fatal. I must weep,
But they are cruel tears—"

কারণ আমি এখন মনে কচ্চি আর খাব না, কিন্তু সেটা মনে করা মাত্র—পৃথিবীটে ঘোরে, কি সূর্য্যটা ঘোরে? পৃথিবী ঘোরে—সূর্য্য ঘোরে না? না—এখন রাত্র হয়েছে—সূর্য্য মামা রোজার পর সন্ধ্যাকালে চাট্টি খেতে গেছেন, এখনত পৃথিবীটে বন্ বন্ করে ঘুর্‌চে—পৃথিবী ঘোরে—ঘোরে ঘুরুক।

এক জন দাসীর প্রবেশ।

দাসী। এখানে পড়ে কে? এ যে দেখচি অটল বাবুর ইয়ার—এই গাড়ি করে নে বাড়ানো হয়, জামা জোড়া পরানো হয়, এক গেলাসে মদ খাওয়া হয়—তা গাড়ি করে বাড়ী দিয়ে আস্‌তে পাল্লেন না। তোমার এমন দশা হয়েছে কেন?

নিম। "This is the state of man: To day he puts forth
The tender leaves of hope, to-morrow blossoms—"

তার পরেই আমার দশা।

দাসী। আহা মুখে গ্যাজা উট্‌চে, সুরকি গুলো গায় ফুট্‌চে—সুখী নোক কি সুরকিতে শুতে পারে?

নিম। "The tyrant custom, most grave senators,
Hath made the flinty and steel couch of war
My thrice-driven bed of down."

বারুণীর স্নেহগর্ভ আলিঙ্গনে রাস্তার সুরকি আমার কুসুমশয্যা অপেক্ষাও সুকুমার বোধ হচ্চে।

দাসী। আহা! বাছা কি আবোল্ তাবোল্ বকুচে—

নিম। মাসি!

দাসী। ক্যান বাবা মাসী মাসী কচ্চো? হাজার হোক্ বড় নোকের ছেলে কি না, গোরিব দেখে ঘেন্না করে না, মাসী বলে ডাকুচে—জল এনে দেব মুখে দেবে?

নিম। মাসি!

দাসী। ক্যান বাবা।

নিম। তুই এক কর্ম্ম কত্তে পারিস্।

দাসী। কি কর্ম্ম বাবা?

নিম। তুই কুটনী হতে পারিস্?

দাসী। তোর মা বন্ গিয়ে হোক্—আঁটকুড়ীর ব্যাটা, মাতাল, মদখোর, ভারতছাড়া—খুব হয়েছে, গোল্লায় যাও, নিমতলার ঘাটে গিয়ে শোও।

[দাসীর প্রস্থান।

নিম। মদের কি বিচিত্র গতি! এত লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, সব স্থির, Still, Still as death—কালেথাঁ কামানের মত পড়ে আছি—নড়া চড়ার দফা শেষ—(চক্ষু মুদিত করিয়া) মা কালীঘাটের জগন্নাথ! আমায় উঠয়ে দাও, আমি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করি। জগন্নাথ, তুমি ভাই আমার খুড়ো, তোমার মাগ সুভদ্রা দিদি আমার পিসী—বাবা জগন্নাথ তুমি যদি কালীঘাটের সঙ্গে Amalgamate হও তা হলে হোটেলকে গোটেহেল করি—তোমার খেচড়া আর কেলে মার গোস্ত, পোলাও কালিয়ে—সুভদ্রাপিসি Amalgamate শুনে রাগ কর না, আমি ঘটক নই—হে শুভদ্রে! হে ধনঞ্জয়মনোরঞ্জনকারিণি! হে অভিমন্যুপ্রসবিনি! যে যশোদাদুলালসহোদরে! তুমি হাত পা বার কর, সমুদ্রের ডাক্ খেয়েছ, ঝড়তুফান আর কিছু নাই—সাৎ দোহাই পিসী মা, হাত পা বার করে তোমার উপযুক্ত ভাইপোকে তোলো—

বারবিলাসিনীদ্বয়ের প্রবেশ।

সোনার চাঁদ ভাল আছো?

প্রথমা। আ মরে যাই, স্তব হতে হতে আবার আমাদের খবর নিচ্চেন।

নিম। পাছে বলো পাতি লম্পট,গ্যালান্ট্রি জানে না—আমি পাণ্ডা তোদের জগন্নাথ দেখাব—

দ্বিতীয়া। সার্জ্জন এলেই জগন্নাথ দেখতে পাবে।

নিম। ডুরি ধরে টান্লে পরে মন রয় না ঘরে।

প্রথমা। (দ্বিতীয়াকে দেখায়ে) এই তোমার যাত্রী একে নিয়ে যাও।

দ্বিতীয়া। আমি ভাই একে জানি, সেই বাঙ্গালবাবুর সঙ্গে এক দিন গ্যাছ্লো—

প্রথমা। (দ্বিতীয়াকে ধাক্কা দিয়া নিমচাঁদের নিকট ফেলিয়া দিয়া) তুই তবে ঠাকুর বাড়ী যা।

নিম। "If the mountain will not come to Mahomet, Mahomet will go to the mountain."

দ্বিতীয়া। (সভয়ে উঠিয়া) বাবা গো এখনি ধরেছলো—তোর মত বেহায়া মেয়ে ভাই কেউ কখন বাপের কালে দেখিনি, যদি আমায় কামড়াতো।

নিম। মদ খাবি?

প্রথমা। মদের ফল তো এই?

নিম। তবে যা, সভায় গিয়ে নাম লেখা।

দ্বিতীয়া। আমরা অনেক কাল নাম লিখিয়েচি।

[বারবিলাসিনীদ্বয়ের প্রস্থান।

নিম। "Come Sleep—O Sleep, the certain knot of peace,
The baiting place of wit, the balm of woe,
The poor man's wealth, the prisoner's release,
Th' indifferent Judge between the high and low.—"

চদ্দ বৎসর কেন, চদ্দহাজার বৎসর বনে থাক্তে পারি, যদি আমার মালিনীমাসী জানকী কাছে থাকে—পবনতনয়ের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এইরূপে বাস, তার পর সীতা পাই ভাল, নইলে সীতাও যে পথে জগন্নাথও সেই পথে।

জীবনচন্দ্র এবং এক জন বৈদিকের প্রবেশ।

জীব। আপনি অগ্রসর হন্—দেবতার পদার্পণে বাড়ী পবিত্র হয়।

বৈদি। মহাশয় অনুরোধ কর্‌তেছেন, যাওয়ার বাধা কি? তবে কি না, বৈদিক কুলে এমন কুলকজ্জল কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই যে শূদ্রের দান গ্রহণ করে; ভোজন দূরে থাক্ পদপ্রক্ষালন করে না—অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী প্রতিজ্ঞাটা কেবল আমাদের বংশেই আছে—ব্রাহ্মণের প্রতি—(নিমচাঁদের উপর পতন) হা রাম! হা রাম!

নিম। ভক্ত হনুমান জানকীর কুশল বলো—হনুমান তুমি আমার পরমভক্ত। (বৈদিককে আলিঙ্গন)

বৈদি। হে রাম! মাতাল না কি?

নিম। তোমার জননী অঞ্জনার সার্থক কোঁক এমন রত্ন প্রসব করেছেন—ভক্ত হনুমান! মুখ পুড়েছে কেমন করে বাপ্—তোমার পোড়া পদ্মাস্য চুম্বন করি। (বৈদিকের গালে কামড়ায়ন)

বৈদি। উহুহু কি প্রচণ্ড কামড়—

জীব। আঘাত পেয়েচেন?

নিম। "Ay, past all surgery.

জীব। কি ও? কি ও?

বৈদি। আর কিও—কপোলদেশটা এককালে দন্ত দ্বারা দুই খণ্ড করে ফেলেছে—রুধিধারা নির্গত হইতেছে—মহাশয় ছাড়ে না।

জীব। তুই ব্যাটা কেরে? ছেড়ে দে নতুবা চাবকে লাল করে দেব—

নিম। "O Heavens, this is my true begotten father—আপনি অটলের গর্ভধারিণী, আপনাকে দণ্ডবৎ—

বৈদি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আপনার সহিত রেল্লিকটের পরিচয় আছে দেখ্‌চি যে।

জীব। যে সুসন্তান, কত লোকের সহিত পরিচয় হবে—এদের জন্যেই অটল বিষয়টা ছারে খারে দিচ্চে—

নিম। "His father's ghost from limbo-lake the while,
Sees this, which more damnation doth upon him pile."

জীব। তুই কি নিমচাঁদ?

নিম। হাঁ বাবা, আমি তোমার কালনিমে মামা।

জীব। তা যথার্থ বটে—আমার বিষয়টা তুমি অর্দ্ধেক খাচ্চো—

নিম। তোমার মন্দোদরী আমার ভাগে পড়েছে—

জীব। সার্জ্জন আস্‌চে।

[জীবনচন্দ্র এবং বৈদ্দিকের বাড়ীর ভিতর গমন।

সার্জ্জন এবং পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রবেশ।

নিম। (সার্জ্জনের হস্তস্থিত আলোর প্রতি দৃষ্টি করিয়া)
"Hail! holy light! offsping of Heaven, first born,
Or of the Eternal co-eternal beam,
May I express thee unblamed?"

সার্জ্জন। এ কিয়া হায় ?

প্রথ, পাহা। দারু পিকে মাতোয়ালা হুয়া।

সার্জ্জন। "What is the matter with you ?"

নিম। "Thou canst not say, I did it : never shake
Thy gory locks at me."

সার্জ্জন। আবি টোমারা ডর্ মালুম্ হুয়া।

নিম। পিসীমা হাত পা বার করো—আমায় উদ্ধার করো, আমি অহল্যা-পাষাণ হরণ হয়ে পড়ে আছি বাবা।

সার্জ্জন। টোম্‌কো টানায়ে যানাহোগা—উঠাও।

নিম। "Man but a rush against Othello's breast,
And he retires."

সার্জ্জন। টোম্ কোন্ হায় ?

নিম। আমি হিমাদ্রি অঙ্গজ মৈনাক, পাথার জ্বালায় জলে ডুবে রইচি।

সার্জ্জন। I will drown you in the Hoogly.

নিম। "Drown cats, and blind puppies."

সার্জ্জন। জলদি উঠাও।

দ্বিতী, পাহা। উঠ্‌বে উঠ্। (হস্তে চাদর বন্ধন করিয়া উঠায়ন।)

সার্জ্জন। Every drunkard should be treated thus.

নিম। And made a son-in-law.

কড়ি দিয়ে কিন্‌লেম,
দড়ী দিয়ে বাঁদ্‌লেম,
হাতে দিলেম মাকু,
একবার ভ্যা করতো বাপু।

ব্যা ব্যা ব্যান্না, ব্যা ব্যা ব্যান্না, বাসর ঘরে নিয়ে চলো বাবা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চিতপুর রোড। গোকুল বাবুর বৈটকখানা।

জীবনচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র এবং বৈদিক আসীন।

বৈদি। অটল বাবু গেলেন কোথায়?

গোকু। আঁচাচ্চে।

জীব। গোকুল বাবু, ক্রমে ক্রমে কি সর্ব্বনাশ হয়ে উঠ্‌লো—আমাগের ব্যাটা মদ না খেলে আর আহার কত্তে পারে না—এখন ওরে মদ ছাড়্‌তেই বা বলি কেমন করে? শেষ কালে কি একটা বেয়ারাম হয়ে বস্‌বে?

গোকু। আপনি বুঝি ওদের কথায় ভুলে গিয়েছেন—মদ ছাড়্‌লে শরীর অসুস্থ হয় কে বলেছে? আমি সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি মদ ছেড়ে কোন অসুখ হয় নি, বরং শরীর সুস্থ হয়েছে। গাঁজাখোরেরা বলে গাঁজা ছাড়্‌লে বেয়ারাম হয়, মাতালেরা বলে মদ ছাড়্‌লে কিছু খাওয়া যায় না। আপনি যদি একটু শাসিত করেন তা হলে মদ ছাড়াবার চেষ্টা করা যায়।

বৈদি। আমি যে প্রস্তাব কর্‌লেম তাই কিয়ৎকাল করে দেখুন—আপনারা দুই স্ত্রীপুরুষে এবং অটল এবং অটলের কামিনী কিছুদিন কাশীতে গিয়ে বাস করুন—আমিও আপনাদের সমভিব্যাহারে থাকুবো।

গোকু। এ পরামর্শ মন্দ নয়—তা হলে ওর শোধরাবার সম্ভাবনা—সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখ্‌বেন।

অটল এবং কেনারামের প্রবেশ।

জীব। আচ্ছা অটল তুই একবার ভেবে দেখ্‌দেখি, এই কেনারাম বাবু কেমন শিষ্ট, কেমন শান্ত, দেখে চক্ষু জুড়োয়। কেমন কাজকর্ম্ম কচ্চে, দশজনকে প্রতিপালন কচ্চে।

কেনা। আপনারা বিজ্ঞ, পিতৃতুল্য, আপনাদের যদি মান্য না করবো, আপনাদের যদি কথা না শুন্‌বো তবে আমাদের লেখা পড়ার ফল কি?

অট। ঘটিরাম ডেপুটির মুখে যে খোই ফুটচে।

জীব। কেনারাম বাবু কি মদ খান?

কেনা। আমি কি এমনি কুলাঙ্গার, মদখেয়ে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ করবো? বিশেষ মদ খেলে কর্ত্তারা দুঃখিত হবেন, তাঁহাদের মনে কি দুঃখ দেওয়া সভ্যতার কাজ?

অট। আঙ্গুলে করে খেলে ক পুরুষ নরকস্থ হয়?

কেনা। অটল বাবু বুদ্ধিমান্, আপনি যা বলবেন উনি তাই শুনবেন—কি বলেন অটল বাবু?

জীব। অটল, আমি তোর বাপ, বাপের কথা অমান্য করিস্‌নে—আমি তোকে বল্‌চি, তুই শপথ করে বল আমার পায় হাত দিয়ে দিব্বি কর্ আর মদ খাবিনে।

অট। আমার যদি মদ ত্যাগ করবের ক্ষমতা থাকুতো তা হলে আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন কত্তেম না—মদে আমার সংস্কার হয়েছে, এখন মদ ত্যাগ কল্যেই আমার যক্ষ্মাকাশ হবে, আঠারো দিনের মধ্যে মরে যাব, তোমার আর নাই, আঁটকুড়ো হয়ে থাক্‌বে।

জীব। ঐ শোন গোকুল বাবু, ওর গর্ভ্ভধারিণীর কাছে ঐরূপ বলে আর সে কাঁদতে থাকে।

গোকু। বাপু, পিতামাতাকে প্রবঞ্চনা কত্তে নাই—কার মুখে শুনেছ মদ ছাড়লে যক্ষ্মা হয়? মদেতে বরং যক্ষ্মা জন্মাতে পারে।

কেনা। আমি মহাশয় ঐ ভয়েতে মদের কাছে যাই না, মদ খেয়ে যদি অল্প বয়সে মরে যাই তা হলে প্রোমোসানও পাব না, মানুষ মানযেস্তাও কত্তে পারবো না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দুটাকা দিতেও পারবো না।

বৈদি। কেনারাম অতি সুশীল, বিলক্ষণ বিজ্ঞতা জন্মেছে, সুখে থাক।

জীব। তুই কলকাতায় ব'সে ব'সে কোন কাজ্‌ত করিস্‌নে, তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে—তুই যাবি, বউমা যাবেন, গিন্নি যাবেন, আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাবেন—

অট। কোথায়?

জীব। কাশী।

অট। আমায় কিন্তু দশ হাজার টাকা দিতে হবে।

জীব। তুই যদি আমার কথার বাধ্য হস্, তুই যত টাকা চাস্ আমি দিতে পারি।

অট। আমি ত বল্‌চি যাব।

বৈদি। তবে আপনারা অটল বাবুকে অবাধ্য বলেন কেন?

জীব। আপনি একটা ভাল দিন দেখে দেবেন।

বৈদি। পরশ্ব উত্তম দিন আছে।

অট। পরশু আমি যেতে পার্‌বো না।

জীব। কেন?

অট। এক খান ষ্টীমার ভাড়া কত্তে হবে।

জীব। ষ্টীমারের প্রয়োজন কি? রেলের গাড়িতে যাব।

অট। রেলের গাড়িতে আমার যাওয়া হতে পারে না।

জীব। কেন?

অট। কারণ আছে।

জীব। কি কারণ আমার কাছে বল্‌।

অট। আমি আপনার সমুখে সে কথা বল্‌তে পার্‌বো না।

জীব। রেলের গাড়িতে স্বচ্ছন্দে যাব, দু দিনে গিয়ে পৌঁছিবো। রেলের গাড়ীতে গেলে তোর কি হয়?

অট। আমি গোকুল বাবুর কাছে বলি।

গোকু। আচ্ছা বলো।

অট। (চুপি চুপি) রেলের গাড়ীতে কাঞ্চনের মাতা ধরে।

গোকু। কাঞ্চনকে এখানে রেখে যাবে, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কাশী থাক্‌বে।

অট। তা হলে ত ভারি আমোদ হলো—বুঝিচি, আমি নিতান্ত মূর্খ নই, কাঞ্চনকে ছাড়াবার জন্য এ ফিকির হচ্চে—

ভোলাচাঁদের প্রবেশ।

ভোলা। দিস্ ইজ ভারচু? দিস্ ইজ্ ভার্চু? সান্‌ইন্‌লা নট্ ঈট্, ফাদার ইন্‌লা ঈট্!—

গোকু। এ কেরে বাবু?

ভোলা। সান্‌ইন্‌লা সার্—হাঙ্গরী সার্, এম্‌টি বেলি সার।

অট। মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই।

গোকু। অমন সুন্দরী মেয়ে এই বাঁদোরকে দিয়েছেন—মেয়ে ত নয় যেন পরী—

ভোলা। গুড্ সার্, বিউটি সার্, নাইন মন্থেস্ সার্।

জীব। এই সকল লোক নিয়ে তোর সহবাস—এক গুওটা রাস্তায় মাতাল হয়ে পড়ে রয়েছে।

ভোলা। গন্ সার্, সার্জ্জন ক্যাচ্ সার্।

অট। কখন?

ভোলা। নাউ সার্।

[অটল এবং ভোলাচাঁদের প্রস্থান।

গোকু। ও যে মদ খেতে আরম্ভ করেছে ওর আশা ছেড়ে দেন্।

বৈদি। আপনি কাশী লয়ে যান্ আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন।

জীব। গেলে ত নিয়ে যাব—আর রাত করে প্রয়োজন কি?

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাঁকুড়গাছা। নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈটকখানা।

নিমেদত্ত আসীন।

নিম। (যোড়হস্তে দেয়ালস্থ ক্লিওপ্যাটরা ছবির প্রতি) মা! পাপাত্মার পরিত্রাণ হেতু আপনি কি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে অবনীতে অবতীর্ণা হলেন? মা! ভাষায় বলো। আমার কোন পুরুষে প্রাকৃত অধ্যয়ন করে নাই; জননি! আমি অতি দীন, সহায় সম্পত্তি হীন, কোন রূপে অটলের টেবিলে, নকুলে বাগানে হরিনামামৃত পান করে মাতালযাত্রা নির্ব্বাহ করা; মা আমি অতি অ ভাষায় না বল্যে কি প্রকারে ত্বদীয় সদুপদেশ হৃদয়ঙ্গম হবে? আহা জননীর কি মধুর ধ্বনি, যেন প্রভাতে পবনহিল্লোলে ক্রিয়াবাড়ীতে ঝাড় দুলে শব্দ হচ্চে! মা আমাকে "প্রিয়তম পুত্র" বলে সম্ভাষণ করে আপনার ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করলেন—যে আজ্ঞা, চুপ করলেম—মা আমার প্রতি অদ্য সদয় হয়েছেন, আমার যাতে—এই দেখ চুপ করিছি, আর কথা কবোনা—মা যদি দেখা দিলেন তবে এই করে যাবেন—মাইরি মা এইবার নিতান্তই চুপ করলেম—মা তুমি হচ্চো জগতের মা, তোমার কাছে—সাত দোহাই জননি, এই বার একেবারে চুপ্ করবো, তুমি অন্তর্দ্ধান হয়ো না, ও বাপু রসনা, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির হওতো, তুমি বাপু অনেক মনস্তাপের কারণ, এক এক সময় এমন তপ্ত ক্যান্ নিঃসৃত কর, লোকের অন্তঃকরণের এক পুরু চামড়া উঠে যায়—আ মর, তুই স্থির হতে পারিস্নে?—জননী বলুন, আমি জিব ব্যাটার পায় বেড়ি দিয়ে রাখি। (অঙ্গুলী বেষ্টন করিয়া জিহ্বা ধারণ) আহা কি সুললিত ভাষা—মা যদি বর দেবেন, তবে এই বর দেন, যেন তম্বজা বোতলসুন্দরী আমার সহধর্ম্মিণী হন; মা দুঃখের কথা বল্‌বো কি অদ্যাপি আমার হাতের জল শুদ্ধ হয় নি; আমার যেটী প্রধান গুণ, লোকে সেইটি প্রধান দোষ বিবেচনা করে, আমি খেতে পারি বলে আত্মশ্লাঘা করি, লোকে মাতাল বলে নিন্দা করে। জননি,

কলিকাতার লোকে গুণ দেখে না কেবল বিষয় খোঁজে, মা আমি চুকুলি কচ্চিনে —কলিকাতার লোকে স্বর্ণখুরে গর্দ্দভকে কন্যাদান করবে, তবু সদ্গুণবিশিষ্ট বিষয়হীন সুপাত্রকে মেয়ে দেবে না—মা হস্তিমূর্খ অটল ছাগলের বিবাহ হয়েছে র অধিক আপনাকে কি পরিচয় দেব। জননি, আমি যেমন ভীম, বোতল কুহাসিনী আমার তেমনি হিড়িম্বা, এক্ষণে এই বর দিয়ে যান যেন উনি আমার য়ে বিহার করে কোটিসিপের মধ্যে ঘটোৎকচের উদ্ভব করেন—কি অনু- মতি হয়? আহা "তথাস্তু" শব্দটি মায়ের মুখ হতে যেন কমলামধু পতিত হলো— অন্তর্দ্ধান হলেন, আহা! যা হক্ বেটীকে খুব ফাকি দিইচি, আমার বিয়ে হয়েচে, তবু ফাকি দিয়ে বিয়ের বর নিইচি। (ব্রাণ্ডির বোতলের প্রতি) হৃদ্‌বিলাসিনি, তোমার চিন্তা কি? তুমি সতীনে পড়্‌লে বটে, কিন্তু তোমার সপত্নীর যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হবে না; তুমি আমার সুয়া রাণী, আমি অহর্নিশি তোমার অধর- সুধা পান করবো, ভুলেও তোমার সতীনের কাছে যাব না। আহা! ছোট ণীর কি রূপলাবণ্য—গোলাঙ্গিনি, শ্যামবরণা, লম্বগ্রীবা, বক্ষঃস্থলে ভাবি পয়ো- র কি মনোহর! প্রণয়িনী প্রৌঢ়া হলে দেশে আর লোক রাখবেন না— "অনৃতং বালভাষিতং," আমার মুখের উপর মুখ রেখে একবার কথা কওতো। (বোতলে মুখ দিয়া মদ্যপান) বল্‌তে কি বড় রাণীর অধর চুম্বন করে থুথু খেয়ে মরিচি, লোকলজ্জা ভয়ে মাগীর তামাকপোড়া মাখা থুথু গুলোকে সুধা বলিচি, কিন্তু ছোট রাণীর মুখামৃত প্রকৃত অমৃত, যেন এখনি সাগর হতে উঠলো।

রামমাণিক্যের প্রবেশ।

রাম। বক্তা বক্তা বাণ্ডিল খাইচো নাহি? ও নিমচাঁদ চানে খাইবা না? (বোতলের মুখে মুখ দিয়া মদ্যপান)। বোয়োতো ঠাণ্ডা, আর নি আছে?

নিম। (বোতল হস্তে লইয়া) প্রেয়সি তুমি এমন কামুকী, হনিমুনের মধ্যে আমার চকের উপর এই কাজটা কল্লে—তাও একটা সভ্য ভব্য লোক হক্; বাঙ্গাল, ঝাঁকড়া চুল, জুলপিবয়ে সরষের তেল পড়্‌চে, ধোপা নাপতের খরচ নাই, মস্তা সুপারি পায়, ভগিনীপতিকে বলে বুনির জামাই, বজ্রকে বলে ঠাটা, চন্দ্রবিন্দুকে ধলেশ্বরীতে বিসর্জ্জন দিয়েছে, গামলা চড়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়, এমন কুপুরুষকেও উপপতি কল্লে! তোমারে ধিক্, তোমার নারীকুলে ধিক্, মেয়েমানুষকে যে বিশ্বাস করে তার মাগ্‌কে ঢেঁটি কিনে দাও। এই দণ্ডেই তোমারে ডাইভোর্স করবো—

রাম। বোজলাম্ না, কারে কও?

নিম। সুন্দরি, দেখ তোমার সতীত্বের সহিত তোমার সুধা তোমা পরিত্যাগ করেছে, ভদ্রসমাজে তোমার আর স্থান হতে পারে না, তুমি দূর হও (বোতল গড়াইয়া দেওন) ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যান দৌড়োবার ধুম দেখ?

রাম। বতোল তোর মাগ নাহি?

নিম। তোর জন্যইত আমার গৃহশূন্য হলো, তোর কাছে মাগ আদায় করবো, দে বাঞ্চৎ আমার মাগ এনে দে। (গলা ধরিয়া প্রহার।)

রাম। ম্যারে ফেল্‌চে, ম্যারে ফেল্‌চে, নউল বাবু ছ্যাহো, ছ্যাহো, এহানে অ্যাসে দ্যাহো, পুঙ্গির বাই হালা মাতাল হইয়া ম্যারে ফেল্‌চে, বাগ্যদরীরে রারী করচে, বাগ্যদরী ক্যাবোল ছোট মাইয়া, থোইদোই থাইয়া একাদশী করবে কেমনে?

নকুলেশ্বর এবং বয়স্যচতুষ্টয়ের প্রবেশ।

নকু। কি হে? কি হে?

রাম। নিমে হালা গলা ধর্‌য়া পৃষ্ঠে চর্ মারচে।

নকু। তাইতে এত চীৎকার, আমি বলি বাঘে ধরেছে।

কেনারাম এবং আরদলির প্রবেশ।

নিম। ডেপুটি বাবু, তুমি শাম্‌লা মাতায় দিয়ে এসেচ বেস করেছ, তোমার কোর্টে আমার এক মোকদ্দমা আছে—আরদালি খুড়ো তুমি আগুয়ে এস, খটিরাম ফরিয়াদী হাজির বলে চেঁচাও। সুবিচার কত্তে হবে বাবা।

কেনা। কি মোকদ্দমা মহাশয়?

নিম। এই বাঙ্গাল ব্যাটা আমার বিবাহিতা স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করেছে।

কেনা। আপনার স্ত্রীর কন্‌সেন্ট ছিল?

নিম। স্ত্রীর কন্‌সেন্টের কথা কেন জিজ্ঞাসা কচ্চেন?

কেনা। তা নইলে সাজার যোগ্য কি না কেমন করে জান্‌বো।

নিম। আচ্ছা আমি স্বীকার কল্লুম স্ত্রীর কন্‌সেন্ট ছিল।

কেনা। তা হলে উনি বেকসুর খালাস্ পাবেন, না হয় কিছু জরীমানা করা যাবে—আরদালি তোর মনে আছে এমন ধারা মোকদ্দামায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি করেন?

আরদা। ধর্ম্ম অবতার আমি মোকদ্দমার কথা শুনিনি।

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি, আর দিস্তে খরচ কত্তে হবে না, হবোচন্দ্র রাজার বোচন্দ্র মন্ত্রী, কেবলা হাকিমের গাইড্ হচ্চেন আরদালি খুড়ো—বাবা, যদি জ্ঞাসা করবের আবশ্যকতা হলো তুমি কেন নকুল বাবুকে জিজ্ঞাসা কল্যে না, রদালির কাছে রেফার করে কেন লোক হাঁসালে?

কেনা। ও অনেক দিন কাছারিতে কর্ম্ম কচ্চে।

কাঞ্চনের প্রবেশ।

নকু। নিমচাঁদ দেখদেখি তোমার মাসী এলো কি না?

কাঞ্চ। মাইরি ভাই আমি কেবল তোমার অনুরোধে এলেম, আহুরে হলে, আমায় ভাই ঘরের মাগ করে তুলেছে, কারো কাছে যেতে দেয় না। র মায়ের জন্যে আমি ভাই এত সহ্য করি। আমি যদি কারো সঙ্গে কথা কই টা ওম্নি মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদে, তিনি আমায় ডেকে পাঠান, কত ত করেন—তাইতে ভাই বাগানে আসা ছেড়ে দিইচি।

নকু। তক্তের উপায়?

নিম। তুলসীদাম।

কেনা। সাজা হবে, সাজা হবে, অ্যাডল্টরি কেশে কন্সেণ্ট থাক্লেও ময়াদ হবে।

নিম। কি বাবা, কিছু পকেটস্থ ক'রে রায় ফিরলে না কি?

কেনা। সে কথাটি আমায় কেউ বল্তে পারবেন না—আমাকে একদিন ডাক্তার বাবু তাঁর স্ত্রীর হাতের খিরেলা, খাজা, নিমকি পাঠিয়ে দিচ্লেন, আর লিখে দিচ্লেন "Presents from my poor wife." আমি তখনি ফিরিয়ে দিলেম, আর বলে পাঠালেম, আমি হাকিম হয়ে কারো দ্রব্য গ্রহণ করি না—সেই অবধি ডাক্তার বাবু আমার সঙ্গে আর কথা কন্ না।

নিম। আমি হলে তোমাকে লক্ষীবিলাস খাওয়াতেম।

নকু। আমি হলে জুতোর বাড়ি মাত্তেম।

কেনা। কেন নকুলবাবু আমি কি মন্দ করিছি—সকলেই বলে ইনি ভারি বেরেওয়া হাকিম্।

নিম। তুমি ভদ্রলোকের যে অপমান করেছ তোমার মুখ দেখতে নাই—"Superstitious in avoiding superstition." এর চেয়ে তুমি যদি সত্যি সত্যি ঘুস্ নিতে সে যে ছিল ভাল।

কেনা। আমি ঘুস খাইনে।

নিম। কেন?

কেনা। লোকে নিন্দে করবে আর সাহেবেরা কর্ম্ম ছাড়্য়ে দেবে।

নিম। ঘুস্ খেতে তোমার প্রেজুডিস্ নাই।

কেনা। ঘুসের আবার প্রেজুডিস্ কি, এত আর মদ নয়?

নিম। হেঁসোনা বাবা, আমি জানি হিন্দুরা যেমন প্রেজুডিস্ বশতঃ মদ খায় না, তেমনি অনেক হাকিম প্রেজুডিস্ বশতঃ ঘুস্ খায় না। তুমি লেখা পড়া শিখেছ তোমার প্রেজুডিস্ গিয়েছে, কেবল অর্দ্ধচন্দ্রের ভয়েতে ঘুস্ খাও না—তুমি সাধু পুরুষ, প্রেজুডিস্ ছেড়ে দিয়ে বেস করেছ।

নকু। আপনার বেশ্যালয় গতিবিধি আছে?

নিম। প্রেজুডিস্ নাই।

কেনা। আমি কখন বেশ্যালয় যাই না, ওতে পাপ হয়।

কাঞ্চ। আমার বাড়ীতে এক দিন গ্যাছলেন।

কেনা। আমি তখনি উঠে এচ্লেম।

কাঞ্চ। উঠে এচ্লে, না ইচ্ছে তাড়্য়ে দিয়েছিল।

নিম। বাহবা ঘটিরাম—বাবা ডুব দিয়ে জল খেলে গলায় বাধে।

নকু। সত্যি সত্যি গিয়েছিলে?

কাঞ্চ। এই আরদালি ব্যাটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিচ্লেন—আমি ভাই ব'সে রইচি, আরদালি সঙ্গে করে এই মূর্ত্তি এসে উপস্থিত; সে দিন আরদালি খুড়ো চাপরাস খানি ইটের গুঁড়ো দিয়ে ঘ'সে ঘ'সে ফরসা করে এনেছিলেন। আমার দাসী জিজ্ঞাসা কল্যে কি চাও গা? আরদালি খুড়ো ওমনি গোঁপে চাড়া দিয়ে বল্যেন "ইনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্, এইখানে আজ থাক্‌বেন।" ইচ্ছে হাঁসতে হাঁসতে গাম্লার উপর হুঁকোর জল ঢেলে দিলে, বাবু ভিজে বাঁদরের মত আস্তে আস্তে উঠে গেলেন।

কেনা। তুমি বুঝি কিছু বলনি, এখন ভালমানুষ হচ্চেন।

কাঞ্চ। আমি কি বলেছিলাম?

কেনা। তুমি জিজ্ঞাসা কল্যে কত টাকা মাইনা পাও, আমি বল্লেম ড শ টাকা, তুমি বল্যে "তোমার মত ডেপুটি আমার কোচ্ম্যান আছে," তাতেইত তোমার দাসী আস্কারা পেলে—জেলায় হলে কেমন দাসী দেখাতেম।

নিম। কাঞ্চনের সঙ্গে আলাপ ছিল?

কেনা। আমি বাগানে দেখেছিলাম, সেখানে অনেক লোক ছিল কিছু বলতে পারি নি, তাইতে এক দিন বাড়ীতে গিয়েছিলেম, কিন্তু এক দিন বই আর যাইনি—

নকু। আবার কি কত্তে যাবে, হুঁকোর জল খেতে ?

কেনা। কাঞ্চন, তুমি বেস্ গাইতে পার—

নিম। ছি, ছি, ছি, ঘটিরাম তুমি নিতান্ত অসভ্য, তোমার কিছুমাত্র সামাজিকতা নাই। উনি ত্রিদশাধিপতির প্রাধানা নর্ত্তকী, শাপভ্রষ্টে ধরণীধামে বারবিলাসিনী রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, ওকে তুমি "কাঞ্চন" ব'লে সম্বোধন কল্যে।

নকুল। "কাঞ্চন বাবু" বলা উচিত ছিল।

কেনা। বাবুতো স্ত্রীলোকের খাটে না, ব্যাকরণ দেখুন।

নকু। আপনার খুবতো ব্যাকরণ বোধ।

কেনা। আমাদের কাছারিতে মেয়ের নামেতে মুয়াম্মৎ দেয়, আমি তবে তাই বলি।

নিম। কেন আমাদের বঙ্গভাষায় কি দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তাই তুমি যাবনিক ভাষার নিকটে ভিক্ষা চাচ্চো ? তুমি ব্যাকরণ পড়েছ, বাবু শব্দটী স্ত্রী করে নিতে পার না ?

কেনা। বাবু বাবুনী—

নিম। হাবু হাবুনী ঘটিরাম ঘটিরামিনী।

কেনা। কেন, বাবু বাবুনী হয় না ?

নিম। সাধু শব্দের স্ত্রী কি ?

কেনা। সাধু সাধুনী।

নিম। কচু কচুনী।

কেনা। আচ্ছা তবে আপনি বলুন।

নিম। সাধু সাধ্বী, তেমনি বাবু বাব্বী, তোমার উচিত কাঞ্চনকে কাঞ্চন বাব্বী বলা। আমরাও আগে বাব্বী বলতেম, এখন বন্ধুত্ব হয়েছে তাই শুধু কাঞ্চন বলি।

নকু। দেখ্‌লে বাবা কলিকাতায় থাকার গুণ, একটা নূতন কথা শিখে গেলে।

নিম। শাম্‌লা মাতায় দিয়ে দমনজারী কল্যেই বিদ্যা হয় না।

কেনা। আমি জেলায় স্কুল করবের জন্ম কত টাকা চাঁদা দিইচি।

নিম। দিয়েছ, না শুধু সই করেছ? অনেক ব্যাটা গৌরবপ্রিয় গোবর-গণেশ আছে, সই করে কিন্তু টাকা দেয় না।

কেনা। আমি, মহাশয় এমন পাজি নই যে সই কর্‌বো আর আবার দেব না—কাঞ্চন বাবাজি! তোমার অনেক বিষয় আছে, তুমি অনেক টাকা করেছ, তোমার পুত্র-কন্যা নাই, তোমার উচিত একটি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় করে যাওয়া, যাতে তোমার নাম করে গরিবের ছেলেরা অনায়াসে পড়্‌তে পারে।

কাঞ্চ। আমি বাবু টাকা কোথা পাব?

কেনা। না বাবাজি তোমার অনেক টাকা আছে বাবাজি, তুমি একটি দরিদ্র-তারণ বিদ্যালয় স্থাপন করে যাও, অনেক গরিবের ছেলে প্রতিপালন হবে।

নিম। আমি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় স্থাপন কত্তে বলি না।

কেনা। আপনি কি স্থাপন কত্তে বলেন?

নিম। লম্পটতারিণী আড্ডা—যাতে কাঞ্চনের নাম করে উপায়হীন লম্পটেরা অনায়াসে নিস্তার পাবে।

কেনা। তাতে থাক্‌বে কি?

নিম। মদ, চরস, গাঁজা, গুলি, গুল, হুঁকো, কল্‌কে, আর—তোমার জাল করুন গে—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥"

নকু। এর একটা কমিটি ফরম্ কত্তে হবে।

নিম। কমিটির হাতে দিওনা, দিওনা, দিওনা, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়ে পড়বে।

কাঞ্চ। নকুল বাবু আমি ভাই বাড়ী যাই—

নকু। সে কি?

নিম। মেসো মহাশয়ের আস্‌বের সময় হয়েছে, মাসীর প্রাণ আন্‌চান্ কচ্চে।

কাঞ্চ। এখানে এলে সে ভাই ভারি রাগ করে।

রাম। ঠাহাতো দিইচে, হাবুলি বানায়ে দিইচে, ওলোঙ্কার দিইচে, পরের বাগানে যাবার দেবে ক্যান্? (নকুলের প্রতি) আমার বাগাদরী কি পরের লগে যায়, কণ্ডদি বাইজি?

নকু। কেনারাম বাবু বামমাণিক্যের সহিত আলাপ করুন।

কেনা। আপনার নিবাস কোথা ?

রাম। পদ্মার পার।

প্র, বয়স্ক। তাতে মহাশয় বুঝবো কি ? মালদহ হতে পারে, রামপুর হতে পারে, ঢাকাও হতে পারে।

কেনা। জেলা বলুন না ?

রাম। ডাহার জেলা, বিক্রমপুর পোরগণা, নোবাবগঞ্জের থানা, আমার পুতি দশ আনির মুক্তারকার, বোবানীপুর বাসা, আমি স্বল্প দিন আস্চি—

কেনা। এই বার আপনি বেস্ বলেছেন।

রাম। মোশার নাম ?

(কেনারামের কাণের নিকটে নিমচাঁদের পরামর্শ দেওন।)

কেনা। ভাগ্যধরীর ভাগ্যধর।

রাম। আপনি বারালেন্ আমিতো বারালেম্ না।

কেনা। রাগ করবেন না মহাশয়, এঁরা আমায় শিখ্য়ে দিচ্চলেন—আমার নাম কেনারাম।

রাম। ব্যাতোন ?

নিম। তোমার ভাগ্যধরীরে নিকে দেবে নাকি ?

রাম। হালা মাতাল বালো মানুষের সইতে কথা কবার দেয় না—মোশ্যেরা না জান্‌লে বদ্র অবদ্র জানি কেম্‌নে ?

কেনা। আমি নিপাতগঞ্জের ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট, আমার বেতন দুই শত টাকা।

রাম। আপনি অতি বদ্র, ড্যাড্‌ডা মোনসোবের ব্যাতোন পাইচেন। ছুটি লয়ে আস্চেন ?

কেনা। আজ্ঞে হাঁ—কল্য গমন করবো।

রাম। কল্যাই ম্যালা করবেন ? জরতুপানতো বোরো।

কেনা। ডাকে যাব।

রাম। বাক্য পর ? (সকলের হাস্য) হাস্ দেও ক্যান্ ?

কেনা। ডাকঘরে টাকা জমা করে দিলে তারা আমার যাওয়ার ডাক বসাবে।

রাম। পুলিন্দার মদ্দি যাবেন নাহি ? হাপাইবেন্ তো।

নিম। দূর ব্যাটা বাঙ্গাল, ডাকের পাল্‌কিতে যাবেন, রাস্তায় একশ দুশ বেহারা থাকবে।

রাম। বাশ্‌তো থাটো, এত বেহায়া ধর্‌বে কেম্‌নে?

নিম। আহা রামমাণিক্যের বুদ্ধি কি সরু যেন নাই—

"নাই যাই খাচ্চো তাই থাক্‌লে কোথা পেতে?
কহে কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।"

রামমাণিক্যের যদি থাক্‌তো কার সাধ্য অঙ্গহীন বলে।

রাম। আমাগোর হেঁয়ালি আছে।

কাঞ্চ। একটা বল দেখি?

রাম। "একটু কানি পোলাওয়া জলে নাও শেচে,
"চিনা জোহে কামড় দিলা তুড়্ তুড়াইয়া নাচে।

দ্বি, বয়স্য। বাহবা, এত বড় চমৎকার হেঁয়ালি।

রাম। কও দিনি কি?

কাঞ্চ। এ হেঁয়ালি কেউ বল্‌তে পার্‌বে না, তুমি আর এক বার ব'লো আর অর্থ করে দাও।

রাম। হারাইচি।

"একটু কানি পোলাওয়া জলে নাও শেচে,
চিনা জোহে কামড় দিলা তুড়্ তুড়াইয়া নাচে।"

খোইডা।

কাঞ্চ। মিল্‌য়ে দাও।

নিম। কি মাসি আর বিরহযন্ত্রণা সহ্য কত্তে পার না?

কেনা। আপনি ইংরাজি পড়েছেন?

রাম। পড়্‌চি, বোরো গোলমাল ঠাহে।

কেনা। কেন?

রাম। মর্দ্দাগোর পের্‌নাউনে হি, হিজ্, হিম্, অইচে; মাইয়াগোর নামে শি, হার্, হার্, কইচে; যদি মর্দ্দাগোর "হি, হিজ্, হিম্" অইল তবে মাইয়াগো "শি, শিজ্, শিম্" অইবে না ক্যান্?

নিম। আর কি?

রাম। আর এই হালার পুত্ "কোম্," এংরাজির কোম্‌ডা যে দিহি সেই দে দিহি লাগ্‌চে, কোম্ আইবারও অয়, কোম্ যাইবারও অয়। আমাগো মাষ্টের বঙ্কোচন্দ্র বলেন, কোম্‌ডা সর্ব্বত্রাব্, কোম্ আহেনও, যানও আর ব কইন থাহেন।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। পাত হয়েচে।

কাঞ্চ। আমি ভাই বাড়ী যাই।

নকু। কিছু খেয়ে যাও।

নিম। বাচুর ফেলে কি থাকা যায়।

কাঞ্চ। আমার ভাই বড় ভাবনা হয়েছে। আমি ইচ্ছাকে বলে এইচি, বলিস্ আমি গোলাপীর মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ে দেখ্‌তে গেছি—

নিম। বাপের বিয়ে দেখ্‌য়ে দেবে এখন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাঁসারিপাড়া। অটলের বৈটকখানা।

কাঞ্চন এবং অটলের প্রবেশ।

অট। তুমি কেন গেলে তা বলো, জানি, আমি তোমার সুমুখে গুলি খেয়ে মর্‌বো।

কাঞ্চ। বিলক্ষণ রসিক হইচিস্, এমন কলো লোকে যে ঠাট্টা কর্‌বে। এ ত আরো গৌরবের কথা, অটল বাবুর মেয়েমানুষ নকুল বাবুর বাগানে গিয়েছিল; আবার তোমার বাগানে এক দিন নকুল বাবুর মেয়েমানুষ আস্‌বে।

অট। তার সাতপুরুষে কখন মেয়েমানুষ রেখেছে! শালা এত বড়মানুষ তবু একটা মেয়েমানুষ রাখ্‌তে পারেন না, গান শুনবের নাম করে আমার রানীকে বাগানে নিয়ে যান। আমি তাকেও কিছু বল্‌বো না, তোমাকেও কিছু বল্‌বো না, আমি মাতাকুটে মর্‌বো—(দেয়ালে মাতাকুটন।)

কাঞ্চ। অটল তুই পাগল হলি না কি! আমিতো আর তোর ঘরের মাগ ই যে বাগানে গিইচি ব'লে তোর মুখ হেঁট হবে।

নিমে দত্তের প্রবেশ।

অট। ঘরের মাগ বেরুয়ে গেলেও আমার মুখ হেঁট হয় না—তুমি কেন গেলে তা বলো, তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে কেন গেলে তা বলো?

নিম। (মদ্যপান) "—Their best conscience
Is—not to leave undone, but keep unknown."

অট। জানীকে আমি এত ভাল বাসি, জানী আমাকে একটু ভাল বাসে না—

নিম। কেমন মাসি, আমি ঠিক বলেছিলেম কি না—ব্যাটা আজ বাড়ী মাতায় করেছে—বাবা "যার ধন তার ধন নয় নেতো মারে দোই"।

অট। আমি আজ্ মর্‌বো, মরে জানীকে দেখাব, আমি জানীকে ভাল-বাসি কি না। (কামিজ ছিঁড়িয়া আপনার বক্ষে চপেটাঘাত।)

কাঞ্চ। ছি লক্ষ্মী, তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও; কেঁদে কেঁদে ফুলচো যে।

নিম। (অটলের দাড়ি ধরিয়া গীত)।

"হাবা ছেলে কাঁদিস্‌নেকো আর,
আমি থাক্‌লে হবে বাবা, বাবার ভাব্‌না কি তোমার"—

অট। আমার দুঃখের সময় আদর ভাল লাগে না—
(পদাঘাতে নিমেদত্তের দূরে পতন)

নিম। বাবা তুমি বোকারাম অকালকুষ্মাণ্ড, তুমি বেশ্যার বজ্জাতির ব[illegible] পাবে? (মদ্য পান) তোমার কাঞ্চন যত সতী তা পায়েসে প্রকাশ।

অট। ঐ শোনো জানি—জানি তুমি আমাকে দগ্ধে মেরো না জা[illegible] জানি তুমি আমাকে একেবারে যমের বাড়ী পাঠ্যে দাও—আমি ম[illegible] মাইরি আমি মর্‌বো (বক্ষে চপেটাঘাত)

কাঞ্চ। (নিমেদত্তের প্রতি) তুই বাবু এতও জানিস—

নিম। বাবা, তুমি হাতে কলমে লিখ্‌তে পার, আমি বল্‌তে পারিনে

কাঞ্চ। কি বল্‌বে?

নিম। তোমার স্বয়ম্বর নাগরকে বেতন দিতে হয়, না পেটভাতা?

কাঞ্চ। আ মরণ, আমার স্বয়ম্বর নাগর আবার কে?

নিম। খেতে বসে যার মুখে পায়েসের বাটি ধরেছিলে।

(অটল গলায় রুমাল বান্ধিয়া মোড়া দিতে দিতে মুচ্ছিত হইয়া পতন)

কাঞ্চ। ও কি, ও কি, (গলার রুমাল খুলিয়া) অটল! অটল! মুখ দিয়ে রক্ত পড়্চে যে, মূর্চ্ছা হলো না কি? (ক্রোড়ে করিয়া অটলকে ধারণ)

নিম। গোকুড়ে যশোদা কোড়ে দোড়ে নীড়মণি, আহা হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ, গোকুড়ে যশোদা কোড়ে দোড়ে নীড়মণি, আহা বেস্!

কাঞ্চ। তোর সকল সময় তামাসা—অটল যে মরে, তুই দৌড়ে বাড়ীর ভিতর যা মাকে ডেকে আন্।

নিম। আমি বাবা সব পারি, বড়মানুষের বাড়ীর ভিতর যেতে পারিনে—মটন্ করে ফেলবে।

কাঞ্চ। এই চোরা সিঁদ দিয়ে বাড়ীর ভিতর যা, শীঘ্র মাকে ডেকে আন।

নিম। বড়মানুষের বাড়ীর ভিতর গেলে আর কি বেরোনো যায়?

কাঞ্চ। তুইতো ভারি নেমোখারাম, যা না।

নিম। বড়মানুষের বাড়ীর ভিতর যাওয়াও যে, কামরূপ কামিক্ষে যাওয়াও সে।

কাঞ্চ। তবে তুই এখানে বস্ আমি ডেকে আনি।

[কাঞ্চনের প্রস্থান।

নিম। (অটলের মুখের কাছে বসিয়া গীত)

"ব্যাগী বল্ কেটা তোর মাসী,
মাসী মাসী করে ব্যাটা গলায় দিলি ফাঁসী।"

হা! পিতা আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী, অন্তিম কালে আপনার [illegible] হরিনামামৃত সিঞ্চন করি। (বোতল লইয়া গাত্রে মন্ত্র প্রদান)

[illegible]টি। হুঁ—আ।

[illegible]ম। বাবা, "বিষস্ত বিষমৌষধং" স্পর্শমাত্রে চৈতন্য। পিতা! মাসী [illegible] অবীরে, এমনি করে যাবেন যেন চাল্ ঝাড়্তে না হয়—

[illegible]নপথ্যে। নিমচাঁদ, মা যাচ্চেন তুই ওখান হ'তে যা।

নিম। ছুর বেটি কম্‌বক্তি এমন সময় বাধা দিলি, তোর কপালে ক্লেশ [illegible]ছে তা আমি করবো কি।

কাঞ্চন, গিন্নি, এবং জলহস্ত সৌদামিনীর প্রবেশ।

গিন্নি। ও কাঞ্চন তুমি আমার ছেলে একেবারে মেরে ফেলেছ? আহা! আহা! বাবার গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্চে। সৌদামিনী জল দেত মা—(মুখে জলদান।)

সৌদা। ও মা দাদার গায় যে মদ।

গিন্নি। দুর আবাগি, সর্দ্দি গর্ম্মিতে বাছার এত ঘাম হয়েছে।

সৌদা। গন্ধ যে।

গিন্নি। সর্দ্দি গর্ম্মির ঘামে গন্ধ হয় না তো কি?

কাঞ্চ। নিমেদত্ত গায় মদ ঢেলে দিয়েছে।

অট। মা আমার গা বমি বমি কচ্চে।

গিন্নি। বাবা, এমন কর্ম্মও করে, আমার আঁধার ঘরের মাণিক, সকল দৌলত তোমার, গলায় দড়ী দিতে হয়?

অট। জানী যায় কেন মা, জানী যায় কেন? আমার বুক জ্বালা কচ্চে—(চক্ষু মুদিত করিয়া থাকন।)

কাঞ্চ। নাও বাছা তোমার ছেলে বেঁচে আছে, তুমি যে কথা বলেছ আমার গা কাঁপ্‌চে। আমি চল্যেম বাছা, এমন খুনের কাছে ভদ্রলোকে থাকে?

[কাঞ্চনের প্রস্থান।

গিন্নি। যাস্‌নে যাস্‌নে, ও কাঞ্চন যাস্‌নে। সৌদামিনী তোর দাদার কাছে বসিস্। ও কাঞ্চন, কাঞ্চন, ও কাঞ্চন, আমার মাতা খাস্ না যাস্‌নে, তোমায় না দেখ্‌লে গোপাল আমার আবার গলায় দড়ী দেবে।

[কাঞ্চনের পশ্চাৎ গমন।

সৌদা। (স্বগত) সাদে বৌ বলে বিধবা হয়ে থাকা ভাল—সাত জন্ম থুবড়ো হয়ে থাকি সেও ভাল, তবু যেন দাদার মত ভাতারটি না হয়। গন্ধ দখ, ন্যাকার ওঠে। (নাকে অঞ্চল দেওন।)

অট। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) জানি, জানি, তোমায় আমি গলার মাদুলি করে রাখ্‌বো জানি—

সৌদা। দাদা আমি, দাদা আমি সৌদামিনী।

[সৌদামিনীর সভয়ে প্রস্থান।

অট। লক্ষীছাড়া ছুঁড়ি দূর হ—
নিমচাঁদ, নিমচাঁদ, এখানে আয়।

নিমচাঁদের প্রবেশ।

আমি বেঁচে উঠিচি।

নিম। কাঁসী কাষ্ঠের সৌভাগ্য।

অট। তুই বস্ আমি মাকে দেখা দিয়ে আসি। তুই অমন ধারা কচ্চিস কেন? কতকগুলো মদ খেইচিস্ বুঝি?

[অটলের প্রস্থান।

নিম। মহাদেব! বোম্‌ভোলানাথ! নিস্তার কর মা, তোমার গণেশের মুণ্ডু শনির দৃষ্টিতে উড়ে গেল বাপ—(চিত হইয়া শয়ন) রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম্মলজ্জামানমর্য্যাদাপরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি তুমি কি ছিলে কি হয়েছ। তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।

"Things at the worst will cease, or else climb upward
To what they were before—"

হা! জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করিছি, আমাকে অধার্ম্মিকর মদিরাহস্তে নিপাতিত কল্যে? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ করেছেন, যে পিতা এখন আমায় দেখ্‌লে চক্ষু মুদিত করেন; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ-চুম্বন করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখ্‌লে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন; যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখ্‌লে মুখ ফিরিয়ে বসেন; শাশুড়ী আমায় দেখ্‌লে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন; শালী শালাজ আমায় দেখ্‌লে হাঁসেন—দাঁতে মিসি মধুর হাঁসি। তুমি কে, চাও কি, কাঁদো কেন?—আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই; কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও

বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী করো কাছে মু' দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুন্‌তে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা! আমার নেসা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বেস্ দেখ্‌তে পাচ্চি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানা-কানি কর্‌ছে, কুরঙ্গনয়নী কার্য্যান্তরব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজন স্থানে করকপোল হয়ে ভাবনাপ্রবাহে ভাসমান আছেন, আলুলাইত কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার গায় মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে, কেহ আস্‌চে কি না এক এক বার মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌চেন।—মদ কি ছাড়্‌বো! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সেকালে ভূতে পেতো এখন মদে পায়—ডাক্ ওজা, ডাক্ ওজা, ঝাড়্‌য়ে আমার মদ ছাড়্‌য়ে দেক্—আমি সুরধনী সভায় নাম লেখাব, কারো কথা শুন্‌বো না; সভাপতি খুড়ো মদের গঙ্গাময়রা, গঙ্গাময়রা ভূত ছাড়াতে পারে; সভাপতি খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে—বাবা, ভূতের ওজা আপনি সব খেয়ে বলে ভূতে খেয়ে গিয়েছে; দেখ বাবা তুমি আপনি খেয়ে যেন আমাদের দোষ দিও না। এত কালের পর সভায় নাম লেখাব? গোকুল বাবু হবো? ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, অসভ্য, নির্দ্দয়, সে দিন দরওয়ান দিয়ে আমাকে বাড়ী হতে বারকরে দিয়েছে—(গাত্রোত্থান করিয়া মেজের উপর মুষ্ট্যাঘাত) এর পরিশোধ দেবো তবে ছাড়বো—তোমার সদর দরজা বন্দ থাক্‌বে তোমার অন্দরে ঢুকবো—শালা মাগমুখো। বাঞ্চৎ কলেজের নাম ডুবুলে, মদ খেতে চায় না—অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর, অটলের মাতার কাঁটাল ভেঙ্গে এত মজা কচ্চি। বড়কাকা ব্যাটা জব্দ হয়েচে, এখন গোক্‌লো ব্যাটাকে জব্দ কর্‌বের উপায় কি? মল্লযুদ্ধ কর্‌বো, কি বলো? বটে ত।

অটলের প্রবেশ।

অট। কাঞ্চন কেমন নেমোখারাম, দেখ্‌লি, আমায় না বলে চলে গেছে, আমি কি কর্‌বো তাই ভাবচি। নকুল বাবুকে আমি জান্‌তেম ভাল মানুষ, এখন বোধ হচ্চে উনি লম্পট।

নিম। লম্পটের মানে জা'ন?

অট। গোকুল বাবু যে আমার উপর চটা তা নইলে নকুল বাবুকে জব্দ কত্তে পাত্তেম।

নিম। গোক্‌লো ব্যাটা ভারি পাজি।

অট। আমায় কাঞ্চনকে ছেড়ে দিতে বলেন।

নিম। তুই কেন বল্লিনে, তোমার মাগটিকে দাও কাঞ্চনকে ছেড়ে দিচ্চি।

অট। আমি তা বল্‌তেম, কেবল বাবা ছিলেন বলে রেয়াৎ করিছি, বাবা আবার অসভ্য ভাব্‌বেন।

নিম। গোকুলের মাগকে দেখিছিস।

অট। এমন সুন্দরী তুই কখন দেখিস্ নি, ঠিক যেন ইহুদির মেয়ে। আমার রীত খারাপ বলে আমার সুমুখে আসে না, তা নইলে গোকুলের মাতায় হাত বুলাতেম।

নিম। বয়স্ কত ?

অট। সতের কি আঠার, আমার স্ত্রীর চাইতে মাসকতকের বড়।

নিম। সুড়ঙ্গ কাট্‌তে পাল্যে ব্যাটার বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করি।

অট। গোকুল বাবুর মাগ যদি বেরুয়ে আসে তা হলে আমি কাঞ্চনকে ছেড়ে দিই।

নিম। তোর বাপ্‌কে একথা বলেবো না কি ?

অট। মাইরি আমি যথার্থ বল্‌চি কাঞ্চনের বড় অহঙ্কার হয়েছে' তা হলে এক বার দেখাই। তাকে বারকরবের এক ফিকির আছে।

নিম। গৃহস্তের মেয়ে বার কর্‌বের মতলব করনা বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোক্‌লো ব্যাটাকে ধরে এক দিন খুব করে চাব্‌কে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ, তোমার মেগের কাছে যাও—

অট। তুই তবে তোর মেগের কাছে যা।

নিম। "Thou stickst a dagger in me."

অটল কি গালাগালিই তুই দিলি।

অট। কাল আমাদের বাড়ীর ভিতর মেয়ে কবি হবে, একটা দ্বিতীয় বিয়ে আছে, গোকুল বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা সব আস্‌বে, সেই সময় তুই মেয়ে সেজে চোর সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাস, গোকুল বাবুর স্ত্রীকে ধরে বৈটকখানায় আনিস।

নিম। এ কি ভদ্রলোকে পারে ?

অট। মদ খেতে পার ? কেশবের মেয়েমানুষকে কেশবের নাম করে বাগানে নিয়ে যেতে পার ?

নিম। "I dare do all that may become a man ;
Who dares do more, is none."

অট। একটু মদ খাওয়া যাক (মদ্যপান) চল এখন এক বার কাঞ্চনের কাছে যাই, বেটী মাকে গাল দিয়ে গিয়েছে। যদি রাগ করে থাকে তবে আর একশ টাকা বাড়্য়ে দিতে হবে।

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি পাঁচ বৎসরে এক গ্রেড বাড়্‌তে পেলে না, তুই মাসকতকের মধ্যে ফোর্ত গ্রেড করে দিলি, তোর সার্ভিসে প্রোমোসান বড় র্যাপিড্।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাঁশারিপাড়া। অটলবিহারীর বৈটকখানা।

মোগলের বেশে অটলবিহারী এবং এক জন হিজ্‌ড়ার প্রবেশ।

অট। চিন্তে পারবে ত?

হিজ। যার কাঁকালে ঘড়ি রয়েছে ত?

অট। মস্ত চেন ঝুল্‌চে, নীলাম্বরী সাড়ী পরা।

হিজ। ঘড়িতো আর কারো কাঁকালে নাই?

অট। না, আমিতো থড়থড়ে তুলে তোমায় চিন্‌য়ে দিইচি।

হিজ। আমি বেস্ চিন্তে পেরিচি।

অট। তুমি এই চোরা সিঁড়ি দিয়ে আমার ঘরে যাবে, তার পর আস্তে আস্তে মেয়েদের দলে মিস্‌বে, তার পর হাত ধরে কথা কইতে কইতে আমার ঘরে নিয়ে আস্‌বে, সেখানে এসে মুখ ঢেকে চোরা সিঁড়ি দিয়ে এখানে নিয়ে আস্‌বে। তুমি যদি আনতে পার, সোণার গহনা দিয়ে, আর যে বারাণসীর সাড়ী দিয়ে তোমায় বড়মানুষের মেয়ে সাজুয়ে দিইচি, তা আমি আর ফিরে নেব না। বলো গকুল বাবু বৈটকখানায় বসে আছেন, আমি মোগলের সাজ পরে আছি, আমায় চিন্তে পার্‌বে না।

হিজ। ও যদি তোমার কাছে না থাকে আমি নসীরাম বাবুর বউকে বার করে আস্তে পারি, সে ভারি জ্বালাতন হয়েছে, তার ভাতার রেতে বাড়ী থাকে না, দিনের বেলা বৈটকখানায় মেয়েমানুষ নিয়ে আসে, সে বলে বেরুয়ে যেতে পাল্যে বাঁচি। তুমি যদি তাকে রাখ আমি তাকে এখনি এনে দিতে পারি, সে এমন সুন্দরী তোমার কাঞ্চন তার বাঁ পায় আল্‌তা পরাতে পারে না।

অট। আগে ত এটা কি হয় দেখা যাক্। নিমচাঁদ যদি জিজ্ঞাসা করে তা বলো গোকুল বাবুর স্ত্রী বেরুয়ে আস্‌তে রাজি হয়েছে, তা নইলে ব্যাটা গোল কর্‌বে—তুমি এই বেলা যাও।

[হিজড়ার প্রস্থান।

একটু জেয়াকা করে মদ খাই। (মদ্যপান।) বড় মজা হবে এখন—নিমে যে মদ খেয়েছে, আর খানিক খেলেই ও আর মন্দ বল্‌বে না। যদি না থাকৃতে চায় চোরা সিঁড়ি দেখ্‌য়ে দেব তা দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাবে।

নিমচাঁদের প্রবেশ।

কি কচ্চিলি ?

নিম। খড়খড়ে উঁচু করে মেয়ে দেখ্‌ছিলেম। আমার বোধ হলো তোদের বাড়ীতে যেন দ পড়েছে।

অট। দ কেন ?

নিম। দ নইলে এত পদ্মফুল একত্রে দেখা যায় ? আমি সমাগতা সুন্দরী-গণের হেল্‌থ পান করি। (মদ্যপান।)

অট। গোকুল বাবুর স্ত্রীকে দেখিচিস্ তো ?

নিম। অ্যালবার্টচেনধারিণী ?

অট। হাঁ—গোকুল বাবুর স্ত্রী খুব লেখা পড়া জানে।

নিম। যেরূপ কথাবার্ত্তা কচ্চে, যেরূপ হেঁসে হেঁসে মেয়েদের অভ্যর্থনা কচ্চে বোধ হয় খুব রসিকা।

অট। একটু একটু ইংরেজিও জানে।

নিম। গোক্‌লো ব্যাটা ভারি সাগ্‌কপালে, কিন্তু ছুঁড়ী ভাতারকপালে নয় বাবা—এ রত্ন আমার হাতে পড়লে, রাইট ম্যান্ ইন্ দি রাইট প্লেস্ হতো। (মদ্যপান।) চেনধারিণীর নাম কি জানিস্ ?

অট। অনঙ্গরঙ্গিণী।

নিম। গোকুলো মুচি কি কামদেব? আ শালা পাজি—রামচন্দ্র অতি নির্ব্বোধ, এমন অমূল্য মুক্তার মালা মর্কটের হস্তে প্রদান করেছেন?

অট। বেরুয়ে আস্‌বে।

নিম। মাইরি?

অট। মাইরি। আমার কাছে লোক পাঠিয়েছিল।

নিম। মূর্খের সঙ্গে লোক স্বর্গে যায় না, সে তোমার সঙ্গে নরকে যেতে রাজি হয়েচে? আমার ত কিছু মাত্র বিশ্বাস হয় না। তোমার জন্যে কুলাঙ্গনারা গোরুর বাঁটে গোবর দেওয়ার ন্যায় গায় কালী দিতে পারে কিন্তু কুলে কালী দিতে পারে না।

অট। মাইরি নিমচাঁদ সে বেরুয়ে আস্‌তে চেয়েছে। সাতপুকুরের কাছে একটা বাগান ভাড়া নিতে হবে, তোর নাম করে রাখ্‌বো, আমার সঙ্গে যেমন হোক্ একটা সম্পর্ক আছে।

নিম। ব্যাটার কি নিষ্ঠে!

অট। তোর নামে বেনামি কর্‌বো।

নিম। আচ্ছা বাবা টাকা তোমার, ভোগ আমার—

আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে,
ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে।

অট। আমি মেঘনাদ বধ কিনিচি।

নিম। আমি পড়্‌বো।

অট। আমার বড় ভাল বোধ হয় না।

নিম। ওর ভালমন্দ তুমি বুঝ্‌বে কি, তুমি পড়েচ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার ঠাকুরদাদা পড়েছে কাশীদাস। তোমার হাতে মেঘনাদ, কাটুরের হাতে মাণিক—মাইকেল দাদা বাঙ্গলার মিল্‌টন। তুমি বাবা মোগলের পোশাক কল্যে কি ঘরে বসে থাক্‌তে?

অট। ঘরে যদি মেয়ে মানুষ পাই তবে বাজারে যাব কেন?

নিম। কি বাবা মেগের প্রতি সদয় হলে না কি?

অট। মাগ বই বুঝি আর ঘরে মেয়েমানুষ নাই?

নিম। সকলি মেয়েমানুষ।

অট। তুই একটু বস, এখনি গোকুল বাবুর স্ত্রী এখানে আসবে। আমি সেই হিজ্‌ড়াটাকে পাঠিয়েছি, সে চোরা সিঁড়ি দিয়ে অনঙ্গরঙ্গিণীকে ধরে আনবে।

নিম। "We have willing dames enough—"

অট। আমাকে তুই গোকুল বাবু বলে ডাকিস।

নিম। "Bloody bawdy villain!

Remorseless, teacherous,lecherous,kindless villain !"

অট। তোর আজ মদে এত অরুচি হয়েছে কেন? (মদ্যপান)। খা একটু মদ খা।

নিম। (মদ্যপান করিয়া) গোকুল বাবু।

অট। কি বল্‌চো?

নিম। তুমি গুওটার ছেলে, তুমি ভদ্র লোকের অপমান করেছ বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের গলায় মরা সাপ দিয়েছ বাবা, ব্রহ্মশাপ হয়েছে, তোমার নিস্তার নাই—The inequities of the husband are visited on the wife on the third and forth generation.

মুখাবৃতা কুমুদিনীকে বক্ষে করিয়া হিজড়ার প্রবেশ।

কুমু। ও মা কি সর্ব্বনাশ! আমাকে ছল করে নিমে দত্তের কাছে ধরে নিয়ে এল—

হিজ। এই খাটে বসো। এখানে তোমার স্বামী আছেন, তোমার ভয় কি?

[হিজ্‌ড়ার প্রস্থান।

কুমু। ও মা আমি কোথায় যাব, ও ঠাকুরঝি, একবার দৌড়ে আয়—

অট। চুপ কর না, তোমায় ত কেউ আর মাচ্চে না।

নিম। গোকুল বাবু?

অট। কি বলচো ভাই।

নিম। তোমার স্ত্রী কেমন অ্যালবার্টচেন ঝুলুয়েছেন দেখলে বাবা—(কুমুদিনীর প্রতি) তুমি রাগ কচ্চো কেন বাছা?

কুমু। যত লক্ষ্মীছাড়া মাতাল যুটে আমার সর্ব্বনাশ কল্যে, একটু মানের ভয় নেই, লজ্জার ভয় নেই।

নিম। এ বেটি কাঞ্চনের ধাৎ পেয়েছে, আমায় দেখ্‌তে পারে না। গোকুল তুই আলাপচারী কর, আমি ও ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসি বাবা—নিতান্ত নারাজ নয়।

[নিমেদত্তের প্রস্থান।

কুমু। তুমি আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন?

অট। তোমায় আমি বাগানে নিয়ে যাব।

কুমু। কাঞ্চনের দাসীর দরকার হয়েছে না কি? হা পরমেশ্বর! আমার আপনার স্বামী আমায় এমনি অপমান করে—মরণটা হয়ত বাঁচি—(মূর্চ্ছিতা)

অট। দেখি—(কুমুদিনীর মুখের রুমাল খুলিয়া) এ কি কুমুদিনীকে এনেচে যে, কি সর্ব্বনাশ!—নিমচাঁদ, নিমচাঁদ! বড় খারাপ হয়েছে, বড় খারাপ হয়েচে, তাকে না এনে কুমুদিনীকে এনেচে—

নেপথ্যে। Any Port in storm.

রামধন রায়ের বেগে প্রবেশ।

রাম। অটলা ব্যাটা গেল কোথা? তার মাতালের দলে তার যে জাত মাল্যে—এই যে এক ব্যাটা—পাজি (অটলকে ধরিয়া চর্ম্মপাদুকাঘাত)

অট। আমি, আমি, আমি—

রাম। ভদ্রলোকের বাড়ীতে কি সর্ব্বনাশ কল্লি বল্ দেখি, হারামজাদা, পাজি মাতাল—(কপোলে চপেটাঘাট মারিতে মারিতে কৃত্রিম দাড়ি পতনানন্তর অটলের মুখ প্রকাশ)

অট। বড় কাকা আমি, বড় কাকা আমি (চপেটাঘাত) আমি অটলবিহারী—আমি কিছু জানিনে, নিমে করেছে, নিমে ও ঘরে কাপড় ছাড়্তে গিয়েছে।

রাম। সেই ব্যাটাই আসল নষ্ট।

[রামধনের প্রস্থান।

অট। উঃ রাগের মাতায় মেরেছে বড় লেগেছে, উঠতে পারি নে, বাবা গো গেলেম। (রোদন)

কুমু। তোমার গাল ফুলে উঠেছে যে। (অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছাইয়া) তুমি কাঁদ কেন আমার কপালে যা ছিল তা হলো।

অট। তোমার দোষেই ত এটি ঘটলো—

কুমু। অবাক্, আমি কি কল্লেম, তুমি আমায় দেখ্‌তে পার না বলে আমি কি বেরয়ে যাচ্ছিলেম না কি? আমার যেমন পোড়া কপাল তোমার তেমনি বুদ্ধি।

অট। তুমি গোকুল বাবুর স্ত্রীর ঘড়ি কেন কোমরে দিলে?

কুমু। তিনি পরিবেশন কত্তে গেলেন, আমায় ঘড়িটে দিয়ে গেলেন।

অট। তাইতে তো ভুল হলো।

কুমু। ও মা কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি ছোট খুড়ীকে ধরে আস্তে লোক পাঠয়েছিলে? তোমার কি একটু বুদ্ধি নেই, তোমার কি একটু ধর্ম্মজ্ঞান নেই, তোমার কি মা মাসি জ্ঞান নেই—ছোট খুড়ী যে তোমার শাশুড়ী, শাশুড়ীও সে মাও সে—

অট। তোমার আর লেক্‌চার দিতে হবে না, তুমি আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর যাও, উনি আবার আমার কাছে গিন্নিপনা কত্তে এলেন।

সৌদামিনির প্রবেশ।

সৌদা। (স্বগত) বাবারে সেই ঘর। (প্রকাশ্যে) দাদা আমি সৌদামিনী, দাদা আমি সৌদামিনী—

অট। আ মলো লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি, তুই আমার কানা পেয়েচিস্ না কি?

কুমু। দাদার গুণ দেখে অমন করে।

সৌদা। তুই বাড়ীর ভিতর আয়, মা কত কাঁদ্‌চেন।

কুমু। যমের বাড়ী যাই।

[সৌদামিনী এবং কুমুদিনীর প্রস্থান।

অট। ভাল আপদে পড়িচি—মদ খেতে শিখে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দিন কত কাশী যাই।

নেপথ্যে। বাবা গিইচি, বাবা গিইচি, তোমার ভয়েতে আমি খাটের নিচের ঢুকয়ে রইচি—একেবারে গিইচি, রাম বাবু ছেড়ে দাও আমি অগস্ত-যাত্রা করি।

নিমে দত্তের গলা টিপিয়া রামধনের প্রবেশ।

রাম। হারামজাদা, পাজি, মদ খেলে আর চোকে কাণে দেখতে পাও না?

নিম। (রামধনের কিল খাইতে খাইতে) Once-Twice-Thrice Out—আবার মারে—তুর ব্যাটাচ্ছেলে তোর যে আউট হয়ে গেছে—

রাম। তোমার মাংলামিটে বার কচ্চি। (কাণ মলন)

নিম। "As tedious as a twice-told tale"—কাণমলা যে এক হয়ে গেছে, ও আর ভাল লাগবে কেন?

রাম। তুর ব্যাটা পাজি! (গলাটিপি)।

নিম। That's repetition too—গলাটিপি হয়ে গেছে বাবা, এখন অন্য কিছু টেঁপো।

রাম। এখন তোমাকে সন্দেশ কিনে দিই।

নিম। কেন বাবা জিনিস গুলো নষ্ট করবে, মদের মুখে কোন শালা সন্দেশ খেতে পারে না।

রাম। হারামজাদা ব্যাটারা, বসে বসে মদ মারবেন লোকের সর্ব্বনাশ করবেন—

নিম। আমরা তো মদ মারি, আপনি যে মাতাল মারেন।

রাম। মেরে মেরে তোমার হাত গুঁড়ো করবো। (প্রহার)

নিম। ইতি কর না বাবা, যথেষ্ট প্রহার হয়েছে। পুতি বেড়ে যাচ্চে, উপসংহারের কাল উপস্থিত। রাম বাবু আপনি অতি বিজ্ঞ, অনেক পরিশ্রমে বিদ্যালাভ করেছেন, মহাশয়ের কিলকলাপ কি পর্য্যন্ত জ্ঞানপ্রদ তা যারা অধ্যয়ন করেছে তারাই বলতে পারে, আপনার পদাঘাতপুঞ্জ প্রকৃত পীযূষ, And the last, though not the least, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রগুলিন যার পর নাই Edifying, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রে আমার বুদ্ধি যেরূপ মার্জিত হয়েছে, Lock on Human Understanding পড়ে এরূপ হয় নি।

রাম। ব্যাটা মদ খেয়ে জ্ঞানশূন্য হয়েছে।

নিম। To tell you the truth, Ram Babu, you would make a capital professor of Moral Philosophy.

রাম। মদ খেয়ে উৎসন্ন যেতে চাস্ যা, একি? আজ পাঁচজন ভদ্র লোকের পরিবার বাড়ীতে এসেছে, তুই ব্যাটা মেয়ে সেজে বাড়ীর ভিতর গিয়ে বউ বার করে নিয়ে এলি?

নিম। Damned lie. সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, আপনাকে কে বলেছে?

রাম। অটল বলেছে।

নিম। "I look down towards his feet—but that's a fable:
If thou be'st a devil, I cannot kill thee."

টল, তোমার মাগ তুমি নিয়ে এলে বাবা, এখন আমার ঘাড়ে ফেলে দিচ্চো—
বাবু আমি কিছু জানিনে মহাশয়। আমি কি এমন কাজ কত্তে পারি?

রাম। তবে কে করেছে?

নিম। সময়। সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার ম হয়। রামবাবু চেপে যাও বাবা, Let bygones be bygones.

"To mourn a mischief that is past and gone,
Is the next way to draw new mischief on."

বিশেষ কোন দোষ দৃষ্ট হয় না, যেহেতু অটল স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত আলাপ-চারী করেছে, না হয় অটলকে স্ত্রৈণ বলে ঘৃণা করুন; যদি বলেন আমার সুমুখে এনেছে তাতেই বা দোষ কি? ভাবুন আপনার উপযুক্ত ভাইপো সভ্যতার অনুগা[illegible] হয়ে তাঁর হৃদয়প্রিয় বন্ধুর সহিত আলাপ করুয়ে দিচ্চিলেন—Female emancipation is not a bad thing among gentlemen.

রাম। আমি অবাক্ হইচি, ব্যাটাদের অসাধ্য ক্রিয়া নাই।

নিম। রামবাবু বড় বাধিত হলেম্ বাবা—

রাম। তুমি বসো আমি তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করে আস্‌চি।

নিম। ব্রাহ্ম মতে কত্তে হবে; অনেক বৃষ পার করিছি এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভাল লাগ্‌বে না।

রাম। সে ব্যবস্থা পুলিসে কওয়া যাবে।

নিম। এইবার ফুলিসের মত কথা বল্লেন। কুলের কুচ্ছ ব্যক্ত করা কাপুরুষের কাজ—একটু সূত্র পেলে যা কখন ঘটেনি তা রটিয়ে দেবে। আমি শপথ করে বল্‌তে পারি তোমাদের কুলের কোন কামিনীকে আমি কখন দেখিনি, কিন্তু তুমি যদি নালিস কর আমি বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলাম, লোকে

বল্‌বে ওদের বাড়ীর ছেলেগুলো সব নিমের মত—I refer you to Sheridan's School for scandal.

[রামধনের প্রস্থান।

অট। কি সর্ব্বনাশ!

নিম। (অটলের বিরস বদন অবলোকন করিয়া)।

"If thou beest he; but O, how fallen! how changed
From him, who, in the happy realms of light,
Clothed with transcendent brightness, didst outshine
Myriads though bright."

অট। তুই আর আমায় বিরক্ত করিস্‌নে, তোরাই আমাকে মদ খাওয়া শেখালি তাইতে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো—তোকেও ভুগ্‌তে হবে।

নিম।——"Now misery hath join'd
In epual ruin"

অট। আমি তোর মুখ আর দেখ্‌বো না—জুতোর চোটে আমার গাল জল্‌চে, আমি মদ ছেড়ে দেব।

নিম। যাবজ্জীবন না যতক্ষণ জ্বল্‌বে?

"——Ease would recant
Vows made in pain, as violent and void"

অট। তোর আর ঠাট্টা কত্তে হবে না, তোর সঙ্গে মিশেইত আমার এত অপমান হলো, তোকে আমি আর বাড়ীতে আস্‌তে দেব না, বাবাকে বলে দেব, তুই আমাকে কু-পরামর্শ দিয়েছিলি।

নিম। তুই যদি কিছুমাত্র লেখাপড়া জান্‌তিস্ তোর কথায় আমি রাগ কত্তেম। তোর কথায় রাগ কল্যে মূর্খতার সম্মান করা হয়। কিন্তু আজ অবধি প্রতিজ্ঞা এই সুরাপাননিবারিণী সভায় নাম লেখাতে হয় সেও স্বীকার, তোর মত অধমাত্মা পামরের সঙ্গে আর আলাপ করবো না। Not even for wine.

অট। ওঁরা আমাকে মজালেন আবার রাগ কচ্চেন।

নিম। বাবা, আমি মদ খাই আর যা করি, তোকে বারম্বার বলিচি, রাত্রে কখন বাইরে থাকিস্‌নে আপনার ঘরে গিয়ে শুস্।

অট। আর তুমি কাঞ্চনের বাড়ীতে রাত কাটাও।

নিম। তোমার বুদ্ধির পরিধিতে টাউন হালের থামে ছুপেঁছ হয়। আপনি কাছে থেকে যেন রাত বাঁচালে, দিন বাঁচাবার উপায় কি, নকুলের বাগানের উপায় কি? কাঞ্চনের সতীত্ব যেন চৌকি দিয়ে রক্ষা কল্যে, তোমার মেগের সতীত্ব বুঝি বাবার উপর বরাৎ? ক্যাডাভরাস্। (শয়ন)

অট। বাবা এসে কত গাল দেবেন এখন, বল্‌বেন মদ ধরে এই ফল কল্‌লো।

নিম।——"The dear pledge

Of dalliance had with thee in heaven, and joys

Then sweet, now sad to mention through due change

Be fallen us, unforeseen unthought of"—

অট। নিমচাঁদ ওঠ, বাবা না আস্‌তে আস্‌তে আমরা বাগানে যাই, যে র খেইচি অনেক ব্রাণ্ডি না খেলে বেদনা যাবে না।

নিম। কি বোল বলিলে বাবা বলো আর বার,
মৃত দেহে হলো মম জীবন সঞ্চার।
মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি।

[প্রস্থান।

সমাপ্ত।

জামাই-বারিক।

উৎসর্গ।

সদ্‌গুণরাশি

শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী বসু

সদুদারচরিতেষু

ভ্রাতৃস্নেহভাজন রাসবিহারি,

তুমি যে যে প্রদেশে অবস্থান করিয়াছ, সকলেরি অল্প অল্প বৃত্তান্ত তোমার লিপিসমূহে প্রাপ্ত হইয়াছি। সেগুলিন এমনি মধুর, একবার পাঠ করিলেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। যদিও আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, তোমাকে কিন্তু কখন কোন স্থানের ইতিবৃত্ত লিখি নাই ;—ইতিবৃত্ত দূরে থাক্‌, তোমার সমুদায় লিপির উত্তর দিয়াছি কি না সন্দেহ। বহুকালের পর তোমাকে একটা অপূর্ব্ব স্থানের ইতিবৃত্ত দিতে সক্ষম হইলাম ; সে স্থানের নাম "জামাই বারিক" ইতি

অভিন্নহৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বিজয়বল্লভ, জমিদার।
অক্ষয়কুমার, বিজয়বল্লভের জামাতা।
পদ্মলোচন, অভয়কুমারের প্রতিবেশী।
মাধব বৈরাগী, আশ্রমধারী বৈষ্ণব।
পারিষদ্‌গণ, ঘটক, চোর, জামাইগণ।

নারীগণ।

কামিনী, বিজয়বল্লভের কন্যা এবং অভয়কুমারের স্ত্রী।
ভবী ময়রাণী, কামিনীর প্রতিবেশিনী।
হাবার মা, পাঁচি } বিজয়বল্লভের পরিচারিকাদ্বয়।
বগলা, বিন্দুবাসিনী } পদ্মলোচনের স্ত্রীদ্বয়।
দাসীগণ, বৈষ্ণবীগণ।

জামাই-বারিক।

প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—বিজয়বল্লভের বৈটকখানা।

বিজয়বল্লভ, ঘটক এবং পারিষদ-চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

বিজ। (গদিতে উপবেশনানন্তর) তবে ও সম্বন্ধ ছেড়ে দিতে হল।

ঘট। এমন পাত্র কিন্তু আর মিল্‌বে না; দেখ্‌তে কার্ত্তিকটী, লেখা-পড়ার যত দূর ভাল হতে হয়, বয়স্ কম বলে এ বারে এন্‌ট্রান্স পাশ কর্‌তে যায় নি।

প্র, পারি। প্রতিবন্ধকতা কি?

বিজ। আমি আঙ্গিরস কত্তে চাই,—একটী কুলীনের মেয়ের সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে দিয়ে তার পরে পৌত্রীটী সম্প্রদান করি; তা ছেলেটা দুই বিয়ে কত্তে চায় না।

দ্বি, পারি। ছেলের বাপের মত্ কি?

বিজ। এ কালে ছেলে কি বাপ্‌কে মানে? বাপের নিতান্ত ইচ্ছা আমার সঙ্গে এ ক্রিয়া করেন; কিন্তু ছেলে বাপের নয়, কোন মতে দুই বিয়ে কর্‌তে স্বীকার হয় না।

ঘট। যে কাল দিন পড়েচে, আঙ্গিরস প্রায় উঠে গেল।—রামকানাই বাবু পুত্রের প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বে ধনের লোভে বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে তার আবার বিয়ে দিয়েচেন, সে জন্যে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না; ভদ্রসমাজে তাঁর হুঁকো বন্দ।

পারি। তিনি না কালেজ-আউট।

। তা নইলে তাঁকে কে নিন্দে কর্‌ত? তাঁর বন্ধুরা বলে "রামকানাই
ড় তিনটী মাথা খেলে।"

। কার কার?

ত্রের, পুত্রের প্রথম স্ত্রীর, আর বড় মানুষের মেয়ের।

এ বংশে আদিরস ভিন্ন একটীও মেয়ের বিয়ে হয় নি। আমি
নুরোধে কুলাঙ্গার হব? ও সম্বন্ধ বিসর্জ্জন দাও।

। তবে জঙ্গলবেড়ের কুঁচিল বাবুর ছেলের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থির
া থাক্।

বিজ। সুতরাং।—

প্র, পারি। ছেলেটী কেমন?

ঘট। কৃষ্ণবর্ণ কটা চুল; কূপ বলে হয় ভুল

সুগোল গভীর আঁখিদ্বয়;

কিবা শোভা নাসিকার, যেন কূর্ম্ম-অবতার;

কপোল-যুগল লৌহময়;

ঠোঁট হেরে সারে শোক, যেন দুটী মোটা জোঁক,

অবশ রুধির করে পান;

অতি লম্বা পদ দুটী, যেন গরানের খুঁটী,

কেটে মাটি করে খান খান;

বসনে বিষম আঁটা, কভু রজকের পাটা

আজন্ম করেনি পরশন;

রাখাল-রাজের ভাব, কাটেন গরুর জাব,

ধেনু লয়ে গোষ্ঠে গোচারণ;

গেঁটে কল্‌কে হাতে নিয়ে, ঘুঁটের আগুন দিয়ে,

খর্সান্ তামাক সেজে খায়;

লেখা পড়া লড়াপোড়া, কিন্তু কুলীনের গোড়া,

কুললক্ষ্মী অন্ধ করুণায়।

বিল। তুমি শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশেচ, তাই কুলীনের ছেলের এত নিন্দা কচ্চ; ছেলেদের ইচ্ছা ভাল পাত্রটীর সঙ্গে বিবাহ হয়, তুমি তাদের সঙ্গে এখনত হচ্চ।

ঘট। আমার মতামত কি, আমাকে যেমন অনুমতি করবেন আমি তেমনি কর্ব ; তবে স্বরূপ-বর্ণনা না করলে আমাকে পরিণামে দোষ দিতে পারেন।

দ্বি, পারি। ছেলেটীকে জামাই-বারিকে এনে ফেলতে পাল্লে পাঁচ দিনে সংশোধন হবে ; আপনি জামাইদিগের উন্নতির অনেক উপায় করেচেন।

পদ্মলোচনের প্রবেশ।

বিজ। আস্তে আজ্ঞা হয়।

পদ্ম। বস্তে আজ্ঞা হয়।

বিজ। অভয় কুমার রাগ করে বাড়ী গিয়েচে, আমি তিন চার বার লোক পাঠালেম, তা কোন মতেই এল না ; শুনচি সে মহাশয়ের বড় অনুগত ; আপনি অনুগ্রহ করে অভয়কে বুঝিয়ে এখানে পাঠিয়ে দেবেন।

পদ্ম। সে জন্য আপনাকে অধিক বল্তে হবে না, আমি বাড়ী গিয়েই অভয়কে পাঠিয়ে দেব।

বিজ। আমি জামাইদের যেমন যত্ন করি তা এঁরা সকলি জানেন ; অভয় কিছু অভিমানী, একটু ত্রুটি হলেই বাড়ী যায়। আমি প্রত্যেক মেয়েকে এক একটী জমিদারী লিখে দিইচি।

ঘট। আপনি জঙ্গলবেড়ের কুঁচিল বাবুকে জানেন ?

পদ্ম। তিনি কুলীনচূড়ামণি।

তৃ, পারি। তাঁর ব্যবসা কি ?

পদ্ম। ছেলে মেয়ে বিক্রি করা। তাঁর সন্তানগুলিন খুব দরে বিক্রি হয় ; তাঁর পিলে-রোগা গলা কাটা কালপ্যাঁচা মেয়েটা দেড় হাজার টাকায় হাইষ্ট বিডারে বিক্রয় হয়েচে।

চ, পারি। তাঁর ছেলেটী কেমন ?

পদ্ম। ভগ্নীর ভাই।

চ, পারি। লেখা পড়ায় কেমন ?

পদ্ম। আমি তাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করলেম "তোমরা কয় ভাই ?" সে বল্লে "তিন ভাই" ; আমি বল্লেম "কে কে ?" সে বল্লে "আমি, কানা কাকা, আর ভগীপিসি।" লেখা পড়ায় কেটে জোড়া দেন।

বিজ। তোমরা আবার ও কথা তুল্লে কেন ? পদ্মলোচন বাবু এসেচেন, ওঁর সঙ্গে সদালাপ করা যাক্।

পদ্ম। আপনার এখানে সদালাপের শিবরাত্রি।

দ্বিজ। কেন মহাশয় ?

পদ্ম। আপনি যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় ল্যাঙ্গুল পাকিয়ে উচ্চ গদি প্রস্তুত করে উপরে বসে রইলেন, আর আমি নলডেঙ্গার নায়েবের মত নীচেয় বসে নিকেস দিচ্চি।

প্র, পারি। আপনি ক্রোরপতি ভূস্বামীকে এমন কথা বলেন ?

পদ্ম। আমি ত আপনার মত ভাঁড় হাতে করে আসি নি যে উচিত কথা বল্‌তে সঙ্কুচিত হব।

প্র, পারি। জমিদারদিগের উচ্চ আসন পরমেশ্বর-দত্ত।

পদ্ম। আজ্ঞা না আপনার ভুল হচ্চে ; কার দত্ত আপনি জানেন না।

প্র, পারি। কার দত্ত ?

পদ্ম। হনুমানের হৃদয়বিহারী-দাশরথি-দত্ত।

ঘট। মহাশয়, আপনার ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

পদ্ম। যুবরাজ অঙ্গদ রাবণের সভায় লেজ পাকিয়ে উচ্চ আসন করে বসে সভাস্থ লোকদিগের অপমান করিয়াছেন রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন "যুবরাজ, বর নাও" ; যুবরাজ অঙ্গদ বল্লেন "প্রভু এই বর দেন যেন আমার লাঙ্গুল-পাকান উচ্চ আসনখানি পৃথিবীতে প্রচলিত থাকে।" রামচন্দ্র বল্লেন, "হে বীরশ্রেষ্ঠ বালিরাজাত্মজ, তোমার প্রার্থনা অবশ্য ফলবতী হইবে ; তোমার প্রকাণ্ড শরীর তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে কলিযুগে তিনটী অবতার হবে, সেই তিন মহাত্মা তোমার লেজ বিনির্ম্মিত আসন প্রচলিত রাখ্‌বেন।"

ঘট। কোন্ খণ্ডে কোন্ অবতার হল ?

পদ্ম। মুখে মূর্খ জমিদার ; পেটে সোয়ালচুরির সদরআলা ; লেজে সুকতলার ডেপুটি বাবু।

দ্বি, পারি। সুকতলাটী কি ?

পদ্ম। অনুরোধমিশ্রিত খোসামোদ।

ঘট। মূর্খ জমিদারে বানরের মুখের চিহ্ন কি ?

পদ্ম। মুখ খিঁচোয়।

ঘট। সোয়ালচুরির সদরআলায় বানরের পেট কই ?

পদ্ম। এজলাসে উৎকোচ আহার করেন।

ঘট। সুকতলার ডেপুটি বাবুতে বানরের লেজের লক্ষণ কি ?

পদ্ম। শতমুণীতেও সোজা করা যায় না।

ভৃ, পারি। ডেপুটি বাবু কোথায় কর্ম্ম করেন?

পদ্ম। কিষ্কিন্ধ্যাবাদে।

ঘট। বিচারে কেমন?

পদ্ম। ছয় কেটে দুই।

ঘট। সে কি মহাশয়?

পদ্ম। ডেপুটি বাবু এক দিন একজন আসামীকে ছয় মাস মেয়াদ দিলেন, বাসায় এসে সেরেস্তাদার মহাশয়ের কাছে জান্‌লেন এমন অপরাধে দুই মাসের অধিক মেয়াদ হয় না, পর দিন কাছারি এসে ছয় কেটে দুই কল্লেন।

ঘট। ডেপুটি বাবু কি সেরেস্তাদারের বশীভূত?

পদ্ম। সেরেস্তাদার ডেপুটি বাবুর ব্ল্যাকষ্টোন।

ঘট। কলমের জোর কেমন?

পদ্ম। প্রায় বকলমে কাজ চলে।

ভৃ, পারি। রিপোর্ট লিখিতে হলে কি করেন?

পদ্ম। কাগজ বগলে করে বন্ধুগণের শরণ লন।

ঘট। ডেপুটি বাবু না কি বড় রসিক?

পদ্ম। রেপ্‌কেসগুলিন বাবুর একচেটে; মেয়ে সাক্ষীর জবানবন্দি বাসায়বসে।

ঘট। ডেপুটি বাবু সভ্য কেমন?

পদ্ম। সভ্যতার মধ্যে দেখ্‌তে পাই যুবরাজ অঙ্গদের মত বৈটকখানায় ঠ্যাং উঁচু করে লাঙ্গুল-পাকান উচ্চ গদিতে বসে থাকেন, ভদ্রলোক এসে বিরক্ত হয়ে উঠে যায়।

ঘট। বোধ হয়, বাবুজি মানের গৌরবে যুবরাজ অঙ্গদের মত ব্যবহার করেন।

পদ্ম। মান ত মানকচু, বন্য শূকরের দন্তে বিদারিত। বাবুর মান গুঁতোর গুঁতোয় থেঁতো হয়ে গেচে।

চ, পারি। কিসেব গুঁতো?

পদ্ম। একের নম্বর গুঁতো মেজেষ্টরের; দুয়ের নম্বর গুঁতো সেসান জজের; তিনের নম্বর গুঁতো হাইকোর্টের; চারের নম্বর গুঁতো গবর্ণমেণ্টের; পাঁচের নম্বর গুঁতো বেনামী দরখাস্তের। গুঁতাং পঞ্চ উপর্য্যুপরি।

ঘট। বোধ করি, সেই জন্যে বাসায় এসে উচ্চ গদিতে আড় হয়ে পড়েন, ভদ্রলোক এলে গাত্রবেদনায় উঠ্‌তে পারেন না।

পদ্ম। সে জন্যে নয়।

ঘট। তবে কেন গদি ছেড়ে উঠেন না?

পদ্ম। পাছে লাঙ্গুল বেরিয়ে পড়ে।

ঘট। আপনার কলিকাতায় যাতায়াত আছে?

পদ্ম। বারেক দুবার গিয়েছিলেম।

ঘট। সেখানকার বাবুরা কেমন?

পদ্ম। কলিকাতা রত্নাকর বিশেষ; কোন কোন স্থল অমৃতে পরিপূর্ণ, কোন কোন স্থল বিষময়।

ঘট। কোন্ অংশটী বিষময়?

পদ্ম। যে অংশে খোঁড়া বাবুদের বাস।

ঘট। খোঁড়া বাবুরা কারা?

পদ্ম। যাঁরা লাঙ্গুল অবতারের মত উচ্চ আসনে উপবেশন করেন, ভদ্রলোক নিকটে গেলে সম্মান করিতে কৃপণতা করেন না, বিদায় দেওয়ার সময় আবার আস্‌তে আহ্বান করেন, কিন্তু প্রতিদর্শনের সময়, অর্থাৎ ভিজিট্ রিটারণের কাল উপস্থিত হলে, খোঁড়া হন।

ঘট। তাঁরা কি বারমেসে খোঁড়া?

পদ্ম। আজ্ঞে না, কারণ তাঁরা বিলাস কাননে যাবার সময় চতুষ্পদ হন।

বিজ। (গদি হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদ্মলোচনের নিকটে বসিয়া) পদ্ম-লোচন বাবু আমাকে বড় অপ্রতিভ কল্লেন, তা আপনিও ত বৈটকখানার গদিতে বসেন।

পদ্ম। কিন্তু উপযুক্ত লোক এলে তাঁকে গদিতে নিয়ে বসি, যদি অধিক লোক হয় তাঁদের সঙ্গে নীচেয় বসি।

বিজ। মহাশয় অসভ্যতা মার্জ্জনা করবেন।

পদ্ম। ধনী লোকের নম্রতা বড়ই মনোহর।

বিজ। যদি অনুমতি করেন আপনাকে বাগানে নিয়ে যাই।

পদ্ম। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—কামিনীর শয়নঘর।

একদিকে কামিনী, অপরদিকে ভবী ময়রাণীর প্রবেশ।

কামি। এ কি ভাগ্‌গি, ময়রা দিদির আগমন ; আজ্ সকালে কার মুখ দেখেছিলেম, তার মুখ রোজ্ দেখ্‌ব লো ; কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছিলেম, সেই ঘাটে রোজ যাব লো। তুমি বেঁচে ; আমি বলি ময়রা বুড়ো রাঁড় হয়েচে।

ভবী। কামিনি, নাতিনি, সতিনী আমার তুই,
তোর ঠাকুরদাদায় রেখে মাঝে তিন জনাতে
এক বিছানায় শুই।—

কামি। মরণ আর কি, কত সাদি যায়।

ভবী। একবার দেখি, বুড়ো তোকে ছায় কি আমায় ছায়।

কামি। মুড়্‌কিমুখী ময়রা দিদি, নবীন বয়েস তোর,
ছোট্টো মাজা, নিরেট বাঁজা, বড় কপাল-জোর।
তোকে ছেড়ে কি আমায় নেবে ?

ভবী। নিলেও নিতে পারে।

কামি। কেন লো ?

ভবী। ভাতার যে তোর মনে ধরে নি।

কামি। তা বলে ত আর আমি বিয়ে করি নি।

ভবী। পথ থাক্‌লে কর্‌তিস্।

কামি। না থাক্‌লেও কর্‌ব।

ভবী। কাকে লো ?

কামি। যমকে।

ভবী। অমন কথা বলিস্ নে।

কামি। যাই, মেজদিদির পাশে যাই, হাড়্‌টা জুড়ুক।

ভবী। মেজদিদি মল কেন ? বল্ না ভাই।

কামি। 'বড় ঘরের বড় কথা, বয়ে কাটা যায় মাতা'।
মেজো জামাই বড় মদ খেত, বাবা তারে বাড়ীতে আস্‌তে বারণ করেছিলেন, এক দিন দরোয়ান দিয়ে বার্ করে দিছিলেন ; মেজদিদির চক্ দিয়ে টস্ টস্

করে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো; নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করে সমস্ত দিন কাঁদ্‌লেন।—কেনই বা কাঁদ্‌লেন; একে ঘরজামায়ে, তাতে মাতাল, থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি; আমরাও কি কাঁদি নে, কাঁদি, যদি ভাতারের মত ভাতার হয়,—

ভবী। তার পর?

কামি। মেজদিদি বাবার কাছে গিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন "বাবা, আমায় একখানি ছোট বাড়ী করে দেন, আমি ওকে নিয়ে সেখানে থাকি; চাকরে তারে অপমান করে আমার প্রাণে সহ্য হয় না।"

ভবী। বাবা কি বল্লেন?

কামি। বাবা বল্লেন "বিধবা হয়ে মেয়ে যেমন বাবের বাড়ী থাকে তুমি তেমনি থাক, ভাব সে মরে গিয়েছে।"—পোড়া কপাল আর কি, বাপের মুখে কথা দেখ। যখন মেজদিদি তার ভাতারকে ভালবাসে তখন সে মন্দ হক্ ছন্দ হক্, মাতাল হক্ গুলিখোর হক্, তার কাছে তাকে দেওয়াই ভাল।

ভবী। আহা মেজদিদি মনে বড় ব্যথা পেলে, না?

কামি। ব্যথা পেলে, ব্যথা নিবারণও কল্লে,—রাত্তিরটী পোহাল; সকালে দোর খুলে দেখি মেজদিদি গলায় খুর দিয়ে মরে রয়েচে, রক্ত ঢেউ খেলুচে।—বেঁচেচে, ঘরজামায়ের হাত এড়িয়েচে।

ভবী। বড় ডামাডোল হল?

কামি। হল না? বাবার হাতে দড়ি পড়ে পড়ে; কত লোক কত কথা বল্‌তে লাগ্‌ল;—কেউ বলে, বেরিয়ে যাচ্ছিল, বাবা তাই কেটে ফেলেচেন, কেউ বলে চাকরের সঙ্গে, জামাই বাবু তাই খুন করেচেন। যে যা বলুক সে সব কথা মিছে, সতী লক্ষ্মীর দোষ দেব না; আমি যা বল্‌চি তাই সত্যি, সে আপনার দুঃখে আপনি মল।

ভবী। জামাই বাবু আর আসেন নি?

কামি। ঘরজামায়ে আর থানার চাপরাসী সমান, চাপরাস যদ্দিন মান তদ্দিন, চাপরাস গেল মান ফুরাল।—চাপরাস হারিয়ে জামাই বাবু দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্চেন।

ভবী। তোর ভাতারকে যদি তাড়িয়ে দেয়,—

কামি। ওলাবিবির পূজ দিই।

ভবী। তা আর দিতে হব না,—

কামি। যে দোষে তাড়িয়ে দেয় এর সে দোষ নাই, মদ খায় না।—গুলি খাও গাঁজা খাও, বেড়াতে চেড়াতে যাও বাবা তাতে কথাটী কন না; মদ খেলে, যমের বাড়ী গেলে। তবু মেজদিদি মরে কড়াকড় অনেক কমেচে; এখন দাদারাও একটু একটু খান।

ভবী। ভাব যেন নাতজামাইকে চাকররা তাড়িয়ে দিলে; তুই তা হলে কি করিস্?

কামি। কাঁদি, কিন্তু মরি নে।

ভবী। কাঁদিস্ কেন?

কামি। আমার জিনিস আমি মারি, কাটি, বকি ঝকি, তাতে এসে যায় না। কিন্তু পরে কিছু বল্লে আমার মনে বাজে, হয় ত তাইতে কাঁদি।

ভবী। মরিস্ নে কেন?

কামি। শুধু শুধু মরতে যাব কেন লো; এক দিন তাড়ালে বলে কি রোজ তাড়াবে। ঘরজামায়ের মান আর অপমান; ঘরজামায়ের গা, না গণ্ডারের গা, মারলে দাগ চড়ে না; তাদের মন লোহার গঠন, অপমানের হুল বেঁধে না, বরং ভোঁতা হয়ে যায়।

ভবী। আমার বোধ হয়, একটু ভারিক্কি হলে তোর ভাতারকে তুই ভালবাস্‌বি।

কামি। চুলোর দোরে না গেলে ত নয়।

ভবী। নাতজামাই নাকি বড় রাগ করে গেচে, আর নাকি আসবে না?

কামি। ঘরজামায়ে পোড়ার মুখ,
মরা বাঁচা সমান সুখ।

আসে আসবে না আসে না আস্‌বে, আমার তার কি?

হাবার মার প্রবেশ।

ভবী। তোর মা ত কি আমায়, না এই হাবার মার?

কামি। হাবার মার, মাইরি ময়রা দিদি, তোর মাতা খাই; এক রাতু এক বিছানায়ে বাস হয়ে গিয়েচে। হাবার মার ঐ ত রূপ;—দাঁতগুলি পড়ে উঠচে, চক্কের কোণে কাঁরোদময়ন, চুল শণের হুড়, নারকেলের তেলে জব জব, নিকি মরে পচা গন্ধ; উতিই আমার নটবর হাবু ভুবু।

হাবা। জামাই বাবুকে আনতে গেল,—

কামি। আমায় নিয়ে চুলোয় চল।

হাবা। আ মরি কথার শ্রী দেখ!—কামিনী তোয়ে কেমন কেমন দেখ্‌চি,—

কামি। কার সঙ্গে লো? আমার আঁধার মাণিক তোর হয়েচে; হাবার বাবার সঙ্গে দেখ্‌লি না কি?

ভবী। তোর যে মুখ, হাবার বাবার বাবা হার মেনে যায়।

হাবা। এ বার এলে গাদা করে হতচ্ছেদ্দা করিস্‌ নে।—ছোট লোক হক্‌, ভলি খাক্‌, তোর ভাতারত বটে, ফুল ফেলে ত মেরেচে। স্বামী গুরুলোক, তারে কি বার করে দিয়ে দোর দিতে আছে, বলে

'স্বামী আমার গুরুজন,
এক রাজার নয় সাত রাজার ধন।'

কামি। হাবার মা, তুই আর জালাস্‌নে ভাই, ময়রাদিদি এয়েচে, ছটো মনের কথা কই; তোমার কথকতা কত্তে ইচ্ছে হয়, বেদিতে গিয়ে বসো।

হাবা। হ্যালা কামিনি, তুই আমারে বাঁদী বল্লি তোরে হতে দেখিচি, কোলে পিটে করে মানুষ করিচি, তুই বুড়ো ধাড়ী নেংটা হয়ে বেড়াতিস্‌, সাপের ভয় দেখিয়ে তোরে কাপড় পরতে শিখিয়েচি; তুই আজ এত বড় হলি, আমারে বাঁদী বল্লি; যাই দিদি গিন্নীর কাছে।

কামি। হাবার মা, তুই বড্ড হাবা, আমি বল্লেম "বেদি", বাঁদী নয়।

ভবী। সত্যি রে হাবার মা, কামিনী তোকে বাঁদী বলে নি,—

কামি। মাইরি হাবার মা, আমি তোরে মন্দ কথা বলি নি, রাগ করিস্‌নে আমার মাথা খাস,—

হাবা। বালাই, তোর মাথা কি আমি খেতে পারি। তোর ভাতার রাগ করে গেচে, আমি ধড়্‌ফড়্‌ করে মরচি।

কামি। তোমার সঙ্গে কি না নূতন প্রেম!—আহা জামাইবাবু এখানে নাই, হাবার মার বিছানাটী ফাঁং ফাঁং কচ্চে।

ভবী। ও হাবার মা, নাতজামাই তোর বিছানায় গিয়েছিল কেমন করে?

হাবা। দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি,
যে ঘরেতে রাঙ্গা বউ, সেই ঘরেতে চুরি।
দেখে যা চোরের দাগাদারি। [মুক্তা৷

ভবী। আ মরণ, নাচেন যে!

হাবা। নাচ্‌ব না ত কি,

আমি কি ভেসে এসেচি;

কাল সকালে কেলে সোণার কোলে বসিচি। [নৃত্য।

কামি। পোড়ারমুখ, যেমন ঝগড়া কত্তে, তেম্‌নি আমোদ কত্তে। এক্ত বুড়ি, তবু রসের ডোবা।

ভবী। হাবার মা, নাত্‌জামায়ের সঙ্গে কেমন নূতন পীরিত কল্লি বল্‌ না?

হাবা। আমার সঙ্গে পীরিত করা,

জামাই বাবুকে প্রাণে মারা।

কামি। সে যে তোমার নয়নতারা।

হাবা। তা ত তুমিই করে দিয়েচ। শুনিচি কুচবেহারে মাগ ভাড়া দেয়; বড় মান্‌সের মেয়েরা ভাতার ভাড়া দেয়।

কামি। তোর কাছে আমার এক রেতের ভাড়া পাওনা, জান্‌লি।

হাবা। তোর রাত্‌ কত করে?

কামি। কুলীন বাবুদের কাটা পা।

ভবী। আমি কথাটা পাড়ি, আর কামিনী উড়িয়ে দেয়।—হাবার মা, নতুন পীরিতের কথা বল্‌।

কামি। কেমন করে আমার সতীন হলি তাই বল্‌।

হাবা। 'ময়না ময়না ময়না,

সতীন যেন হয় না।'

কামি। মাচি, মাচি, মাচি,

সতীন হলে বাঁচি।

হাবা। আমার মত সতীন হলে বটে; ময়রাদিদির মত সতীন ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ, ভাতার শালা পাঁটা-ছেঁড়াছিড়ি হয়।

কামি। ময়রাদিদি ছাজের দিকে।

ভবী। তা হলে আমি গিচি। তুমি কামদেবের বয়ার-কাটা কামার; মুড়ির সঙ্গে যা থাকে তা কামারের; তুমি এমনি কোপ করবে, মুড়ির সঙ্গে সব ভাতারটুক কেটে নেবে।

হাবা। তোমার হাতে থাকবে কি?

ভবী। ভাতারের ছাকটী।

কামি। ময়রাদিদি, তুই ভয় করিস্ কেন; হাবার মারে জিজ্ঞাসা কর, ওকে আস্ত দিয়েছিলেম।

ভবী। ওকে দেবার আটক কি, ও ত কাটে না, কেবল পাতা খাওয়ায়।

হাবা। মাইরি দিদি আমি কিছু খাওয়াই নি; দুকুর রেতে কোথায় কি পাব বোন; বাছা চুপ্টি করে শুয়েছিল।

ভবী। কামিনীর ঘরে কে ছিল?

কামি। ময়রা বুড়ো।

ভবী। ময়রা বুড়ো তোর বড় মনে ধরেচে।

কামি। অদন্তের হাসি, বড় ভালবাসি।—বুড়োর তুই বুক-পোরা ধন; এক খোলা সন্দেশ, টাটকাগড়া, গরম, গরম। বুড়োর মাতায় টাক পড়েচে বটে; কিন্তু বয়সে নয়, কেবল তোমায় বয়ে বয়ে; তুমি জল বল্লে সরবোৎ দেয়, ভাত বল্লে পায়েস, মাচ বল্লে মাকাল ঠাকুর।

'দোজ্‌বরে ভাতারের মাগ
চতুর্দ্দশীর চন্দ্র শাগ।'

ভবী। তুইও ত দোজ্‌বরের মাগ।

কামি। আদিরসের দোজ্‌বরে
চিরকাল্‌টা জালিয়ে মারে।

ভবী। তাইতে দিলি হাবার মারে।

হাবা। আহা! রাত্ পর দুয়ের সময়, লোকজন সব শুয়েচে, মাজের দরজার চাবি পড়েচে, বাছারে ঘর থেকে বার্ করে দিয়ে খিল দিলে; ও কি সামান্যি; ওর মত কল্লা মেয়ে বাপের কালে দেখি নি। দশটা পাঁচটা নয়, একটা ভাতার, তার এই খর, ছিক্ লো ছি!

কামি। ভ্যাদা ভেবে ভাতার ভেজেচি।

ভবী। তারপর?

হাবা। বাছা কত বল্লে "কামিনি, দোর খোল, কামিনি, দোর খোল, আমার মাতা খাও, দোর খোল"।—'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী';—কামিনী ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুম—

কামি। ঘুমব কেন, আমি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে।

হাবা। বাছা ডাকাডাকি করে হাল্লাক, দোরে ঘা দিতে পারে না, পাছে বড়বাবু জেগে ওঠেন; কি করে কত্তক্ষণ দোর ধরে কাঁদতে লাগ্‌লো,—

কামি। দুর পোড়াকপালি মিথ্যাবাদি, সে কাঁদবের ধন, আমাকে কত গাল্ দিতে লাগ্‌ল; যদি কাঁদ্‌তে, আমি তখনি দোর খুলে দিতেম।—'ঝিয়ের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর'; কথায় কথায় তেঁজ, ঘরজামায়ে তেঁজী হয় কে কোথায় দেখেচে।

হাবা। বাছা জোয়ারের এর মত দোরে দোরে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল,—

ভবী। তার পর বুঝি তোমার কোথায় উঠ্‌লেন ?

হাবা। আমার কি বিছানা আছে না শেষ আছে;—একখানি ভাঙ্গা তক্তাপোষ, তার ওপর ছেঁড়া কাঁথাখান পাতা, বালিশটে ময়লা, ওয়াড় দিতে পারি নি,—

কামি। তাতে আবার তোমার গোটানালে রাত্‌দিন রসবতী।

হাবা। সাঁজের বেলা পাঁচি ছোটবাবুর পেটরোগা ছেলেডারে সেই বিছানায় বসিয়েছিল; শোবার সময় গিয়ে দেখি আমার মুণ্ডপাত করে গিয়েচে; কি করি, বুড়ো হাবড়া মানুষ, রেতে চকে দেখ্‌তে পাইনে; পাঁচি আবাগী জামাইবাবিকে রামরাবণের যুদ্ধ কচ্চে; ভয়ে ভয়ে বিছানার একপাশে শুয়ে পড়্‌লেম।

কামি। ভাব্‌তে লাগ্‌লে কেলেসোণা কখন কুঞ্জে আগমন কর্‌বেন—

হাবা। চকের পাতা না বুজ্‌তে বুজ্‌তে কামিনীর ঘরে গোলমাল,—

কামি। মরা বুড়ো ধরা পড়েচে।

হাবা। বাছা আমার ঘরে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে নাগ্‌ল, ঘুমে ঢুলে পড়্‌চে, আমার বিছানায় শোবার উয্যুগ। আমি দেখ্‌লেম মুণ্ডুপাতে বাছার বুঝি মুণ্ডুপাত হয়; বল্লেম "জামাই বাবু, মুণ্ডুপাত বাঁচিয়ে পাশঘেঁসে শুয়ে থাক"; জামাই বাবু তাই কল্লেন।

কামি। এক পাশে হাবার মা, এক পাশে জামাই বাবু, মাজখানেতে কে ?

হাবা। মাজখানেতে আমার মুণ্ডুপাত।

ভবী। ঘুমের ঘোরে তোর গায় নাকি হাত দিয়ে ছিল ?

হাবা। মুণ্ডুপাত আড়াল ছিল।

ভবী। তার পর সকাল বেলা ?

কামি। নিশি অবসানে দেখ্‌লেন কেলে সোণা কোল থেকে চুরি গিয়েচে।

হাবা। সকাল বেলা উঠে শুনি, জামাই বাবু রাগ করে বাড়ী গিয়েচে। তখনি লোক গেল, ফির্‌ল না।—আবার আজ্ লোক গিয়েচে।

প্রস্থান।

ভবী। এধারে আস্‌বে ?

কামি। আগুণে টেনে আন্‌বে।

ভবী। কিসের আগুণ ?

কামি। জঠরের।

ভবী। ঘর থেকে বার করে দিছিলি কেন ?

কামি। একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝকড়া হয়েছিল,—

ভবী। পীরিতের ঝকড়া ?

কামি। প্রেতের ঝকড়া।

ভবী। কথাটা কি ?

কামি। আমি ভাই আঁধার ঘরে শুতে পারিনে ; প্রদীপটে নেবে নেবে ; বল্লেম প্রদীপটের তেল দাও, সে বল্লে তুমি দাও ; আবার বল্লেম আমি আরাম করে শুইচি তুমি গিয়ে তেল দিয়ে এস ; সে বল্লে আমি বুঝি দৌড়ে বেড়াচ্চি, তুমি গিয়ে তেল দাও। আমার বড় রাগ হল,—রাগ হবারি কথা,—বল্লেম আমার বিছানা থেকে তাড়িয়ে দেব। সেও রাগ্‌ল, গদিতে ধপ্ ধপ্ করে নাতি মাল্লে, দোর খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল ; আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে খিল দিলেম। মাজের দরজায় চাবি, বাইরে যাবার পথ নাই ; নরম হয়ে কত ডাক্‌লে, তা আমি শুনেও শুন্‌লেম না।

ভবী। তার পর ?

কামি। বজ্রপাত।

ভবী। এটী নাত্‌জামায়ের অন্যায় ; কত হুমরো চুমরো ভাতার মেগের কথায় প্রদীপে তেল দেয়, মাগকে উঠ্‌তে দেয় না, বিশেষ শীতকালে।

কামি। সেটী ভাই, সেজদিদির ভাতারের দেখিচি, সেজদিদি যত বার বাইরে যায়, সে তত বার সঙ্গের সাথী ; দোর খুলে দেয়, দোর দিয়ে আসে, জল খাব বল্লে গেলাসটী মুখে তুলে ধরে।

ভবী। যাই হক্ কামিনি, যাবার সময় একটা কথা বলে যাই, নাত্‌-জামাইকে আর অপমান করিস্‌নে, হাড়াই ডোমাই ভাল দেখায় না, লোকে তোরি নিন্দে করে।

কামি। ঘরজামায়ে ভাতার যার,
কাণের সোণা নিন্দে তার।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেলডেঙ্গা—পদ্মলোচনের দরদালান।

পদ্মলোচন আসীন—অভয় কুমারের প্রবেশ।

অভ। কি দাদা, হরগৌরী হয়ে বসে রয়েচ যে,—অর্দ্ধেক অঙ্গে তেল দিয়েচ, অর্দ্ধেক অঙ্গ রূক্ষ রেখেচ।

পদ্ম। আমার পক্ষাঘাত হয়েচে;—দুই সতীনে শরীরটে ভাগ করে নিয়েচে;—ডান দিকটে বড় আবাগীর, বাঁ দিকটে ছোট আবাগীর। ছোট আবাগী এতক্ষণ তেল মাকাচ্ছিল; চুলচেরা ভাগ, বাঁ অঙ্গে মাখিয়েচে, ডান অঙ্গ পড়ে রয়েচে,—দেখ না, ডান দিকে তেলের দাগটী লাগে নি; বড় আবাগী আসে, ডান দিকে তেল পড়্‌বে, নইলে এইরূপেই বসে থাকতে হবে।

অভ। আপনি কেন ডান দিকে তেল দিয়ে নেয়ে ফেলুন না, বেলা ত অনেক হয়েচে।

পদ্ম। তা হলে কি আর আস্ত থাকৃক! বড় আবাগী দুব্দাড় করে কীল মারবে, কেঁদে বাড়ী মাথায় করবে, ঝাঁটা ফিরিয়ে ঘাড় ভাঙবে, বলবে "আমাকে একটু ভালবাস না, আমার অঙ্গটা আমার জন্য রাখ্‌লে না, আপনি তেল দিলে।"

অভ। তুমি তবে ত বড় সুখী; তুমি যে দেখি ঘরজামায়ের বাবা।

পদ্ম। ঘরজামায়ের এক বাঘিনী আমার দুটী।

অভ। কিন্তু দাদা, ঘরজামায়ের একটা এব সহস্র।

পদ্ম। ভুগি নি, বল্‌তে পারি না।—এরা এখন মার্ ধরেচে,—

অভ। বল কি?

পদ্ম। কথায় কথায়।

অভ। তবে তোমার জিত।

পদ্ম। আমার জিঁত অনেক রকমে ; তুমি পেটে খেতে পাও, আমি হপ্তায় আট দিন উপবাস করি ; দুই আবাগী দুটো রসুইঘর করেচে ; এ বলে আমার এখানে খাও, ও বলে আমার এখানে খাও।

অভ। তাতে ত আরো খাবার সুখ।

পদ্ম। খাবার উদ্যোগ মাত্র, ভাত ব্যঞ্জন যেমন তেমনি থাকে।

অভ। তুমি তবে খাও কি ?

পদ্ম। বড় আবাগীর কীল, ছোট আবাগীর চড়।

তেলের বাটী হস্তে বগলার প্রবেশ।

বগ। ঠাকুরপো কবে এলে ?. এ বারে না কি তাড়িয়ে দিয়েচে ? তুমি কি মাগই পেয়েচ ! আমাদের ইনি একবার তাদের হাতে পড়েন, মাগের সুখটা টের পান।

অভ। তুমি স্বামীর গায় হাত তোল, তারা তা তোলে না।

বগ। ওদের নিধি বলেচেন বুঝি ; আমার নিন্দে না করে জল খান না। —আমি তোমার কচ্চিচি কি, তোমার বুকে ভাত রেঁদিচি, না তোমার পিণ্ডি চটকিচি, যে যার তার কাছে আমার নিন্দে কর.—

পদ্ম। তুমি মারতে পার, আর আমি বলতে পারি নে ?

বগ। আমি তোমারে একা মারি ? আঃ ! ড্যাকরা ভারত-ছাড়া ! ছোট রাণীর নাম করতে পার না, সে তোমায় মারে না, সে তোমার মুখে বাসি আকায় ছাই তুলে দেয় না ; ছোট রাণীর নাতিগুলি চামরব্যজন, ছোট রাণী হাসলে মাণিক পড়ে, কাঁদলে মুক্ত পড়ে, চলে গেলে পদ্মফুল ফোটে,

'ছোট মাগ পাটরাণী,
বড় মাগ ধানভানানী।'

কি বলব ঠাকুরপো এখানে, তা নইলে এই তেল শুদ্ধ তেলের বাটী মাতায় ভাঙ্গতেম।

পদ্ম। বড় রাণী মারেন কিনা বুঝতে পাচ্চ।

বগ। সাদে মারি, তোমার রীতের দোষে মারি ; মারি খুব করি, ছোট রাণীকে ভয় কত্তে হবে নাকি।—এই মাল্লেম।

[সজোরে তেলের বাটী মস্তকে পাতন।

অভ। সত্যি সত্যি মারলে বউ।

বগ। আমি বাটী ফেলে মেরেচি, ছোট রাণী হলে ঘটী ফেলে মারত।—দেখলে ত ভাই, ওঁর বিচার ত দেখলে ; আমি কথা কইলে ওঁর গায় পোড়া কাঠ পড়ে, ছোট রাণী কীল মারলে ওঁর গায় পুষ্পবৃষ্টি হয়।

পদ্ম। (দীর্ঘ নিশ্বাস) তোমার বাটীর ঘায় সচন্দন পুষ্পবৃষ্টি হচ্চে।

অভ। আহা! রক্ত পড়্‌চে যে।—বউ, একটু তেল দাও।

বগ। মরুচি, ও দিক্‌টে বিন্দি পোড়াকপালীর ; তার দিকে আমি তেল দিলে কথা জন্মাবে।

পদ্ম। তার দিক্‌টে ভেঙ্গে দিলে কথা জন্মায় না।

বগ। পোড়া কপাল পুড়েচে, তারি দিকে টান্‌চেন, আমার দিকে ভুলেও টানেন না।—(পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া) দেখ ঠাকুরপো, তুমিই ভাই এর বিচার কর ; এই আংটিটে বিন্দী পোড়াকপালীর বাপ দিয়েচে, ওটা আমার হাতে দেওয়া, ছল করে আমারে অপমান করা, আমার বাপকে গরিব বলা, আমার বাপকে ছোট লোক বলা, বিয়ের সময় একটা আংটি দিতে পারে নি,—

পদ্ম। কি আপদেই পড়িচি! সাদে কি তার আংটি তোমার হাতে দিইচি, বাঁ হাতটায় তেল দিতেছিল, তেল লাগে বলে বাঁ হাতের আংটি ডান হাতে দিইচি।

বগ। শুন্‌লি ঠাকুরপো, বিচার শুন্‌লি। যেমন হক্ একটা ভাগ বাঁটা হয়ে গেচে, ডান দিক্‌টে আমার দিকে পড়েচে ; ভাগ বাঁটার পর আমার হাতে তার জিনিষ দেওয়া ওঁর কি উচিত।—ভালাই চাও ত আংটি খুলে ফেল, নইলে নোড়া দিয়ে আঙ্গুল শুদ্ধ থেঁতো করে ফেল্‌ব।

পদ্ম। এই নাও খুলে ফেল্লেম।

[অঙ্গুরীয় দূরে নিক্ষেপ।

বগ। তুমি এখন একরকম হয়েচ, আমার প্রতি তোমার আর ভালবাসা নাই, আমায় তুমি আর দেখ্‌তে পার না। বিন্দী পোড়াকপালী তোমায় কি খাওয়ালে, খাইয়ে আমারে পর করে দিলে।—আমার ঘরে আর বস্‌তে চান না, ঘরে না ঢুক্‌তে বলেন, আমার হাতে অনেক কাজ ; বিন্দীর ঘরে ঢুক্‌লে বেরুতে চান না।—আমার বিছানায় ছুঁচ ফোটে, না? বিন্দীর গদি বড় নরম, রাত দিন তাতে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে।

[প্রস্থান।

অভ। ছোট বয়ের দিকে দাদার একটু পক্ষপাত আছে।

পদ্ম। 'খুঁটোর জোরে মেড়া নড়ে'।—আমার কাছে ইতর-বিশেষ নাই গহনা দুজনকেই সমান দিইচি, বরং বড় রাণীকে অধিক। তবে কি জান ভাই, ছোটরাণীর বয়েস কম, কাজেই এক ঘণ্টার জায়গায় দু ঘণ্টা বসতে হয়।

অভ। তিনিও কি মারেন?

পদ্ম। জুতোর বাড়ী। তিনি বড় রাণীর বাবা।

অভ। ছোট বউ ত এমন ছিলেন না।

পদ্ম। বড় আবাগীর দেখে শিখেচে। এখন বড় হয়েচে, আপন গণ্ডা বুঝে নিয়েচে। সে দিন বড় রাণী পিটে করে খাওয়ালে; পিটে ত নয় পেটের পীড়ে; কতকগুলা কাঁচাতেলমাখা চেলের গুঁড়ি সুমুখে দিয়ে বল্লেন "পিটে খাও," কি করি, ভয়েতে ভয়েতে খেলেম; জানি, না খেলে পিট থাক্‌বে না। কিন্তু ভাই, এক দিন পিটে খেয়ে তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেম। ছোট রাণী ভাবের কলসী, ও ছাড়্‌বে কেন, কাল সমস্ত দিন ধরে পিটে কর‍্লে, রেতে আমায় খেতে বল্লে।—ছোট রাণী সকল বিষয়েই বড় রাণীর বাবা, পিটে করেচেন যেন কুকুরে উজড়ে রেখেচেন।—তাই কম করে খেলেম বলে কত আদার; কি করি, আবার খেলেম।—বল্লেম বড় রাণীর পিটের চাইতে অধিক খেইচি, তবে ছাড়্‌লে। ফক্‌ড়া দোকর খরচ, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা—আমার হয়েচে অঙ্গের ভূষণ।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। পোড়া কপাল পুড়েচে, সত্যি সত্যি ফেলেচে,—

পদ্ম। কি ছোট রাণী?

বিন্দু। আমার বিয়ের আংটি নাকি আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েচ?

পদ্ম। (স্বগত) সর্ব্বনাশ করিচি। (প্রকাশ্যে) না ছোট রাণী, আমি কি তোমার আংটি ফেলতে পারি, হঠাৎ হাত থেকে এই উঠানে পড়ে গিয়েচে।

বিন্দু। আংটির পা হয়েচে, না আংটি বগী আবাগীর মত নাচাতে শিখেচে, তাই উঠানে নাফিয়ে গেল?—তোমার মরণদশা ধরেচে, তাই এই অলক্ষণ গুলো কর‍্তে আরম্ভ করেচ।—বগী আবাগী ঠিক বলেচে, আংটি আঁস্তাকুড়ে দিলে, এইবার ছোট রাণীর মাথায় ঘোল ঢেলে ঢাক বাজাতে বাজাতে বনবাস দেবে

পদ্ম। বালাই, অমন কথা বল্‌তে নাই।

বিন্দু। তুমি আর বাকি রেখেচ কি? তুমি মর, যমের বাড়ী যাও, আমি বাপের বাড়ী বসে একাদশী করি। রাত্‌ দিন ঝাঁটা খাচ্চেন, তবু নজ্জা হয় না। কি বল্‌ব ঠাকুরপো রয়েচে, নইলে নোড়া দিয়ে একটী একটী করে দাঁত ভাঙ্‌তেম।

অভ। ছোট বউ, তুমি রাগ কর্‌রো না, বড় বউ তোমাকে ক্ষেপিয়েচে।

বিন্দু। পোড়ারমুখোর আস্থারা; সে কিনা বলে আমাকে বনবাস দেবে। আমার বনবাস হলে উনিও বাঁচেন, তিনিও বাঁচেন। আমি আর এখানে থাক্‌তে চাই না, আমি কালই চলে যাব, তুমি বগীকে নিয়ে নঙ্গনস কর।

পদ্ম। ছোট রাণী, একটু চেপে যাও, অভয় রয়েচে এখানে, মনে ভাববে কি।

বিন্দু। ওঁরে আমার নজ্জা নিবারণ করবের কঁত্তা রে! বগী আবাগী যখন পাড়ার লোকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে, তখন ভাতারগিরি ফলাও না, যে যে শক্ত মাটী, দাঁত বসে না।

পদ্ম। তার তিন কাল গেচে, এক কাল আছে, তাই তারে কিছু বলি না, তুমি বউ মানুষ তাই বলি।

বিন্দু। তোমার আর খোসামুদে কথা বল্‌তে হবে না,—তুমি যত ভাল-বাস তা আমি কাল টের পেইচি।

পদ্ম। কিসে?

বিন্দু। বড় রাণীর পিটে খেয়ে তুমি তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়েছিলে, আর আমার পিটে খেয়ে একটীবার ঘটী ছুঁলে না। আমাকে ভালবাস না, তাই আমার পিটে খেলে না।

পদ্ম। মাইরি ছোট রাণী, তোমার পিটে আমি এক-পেট খেইচি, বড়-রাণীর পিটের ডবোল খেইচি।

বিন্দু। তা হলে আর তোমার গঙ্গাযাত্রা হত। তাঁর পালায় পিটে খেলেন, আমার পালায় পেট ছেড়ে দিলেন; আমার পালায় পিটে খেলেন, তাঁর পালায় দিন খুঁটী হয়ে বসে রইলেন।

পদ্ম। তুমি কেন একটু পটলের গেঁড় খাওয়ালে না, তা হলে যে ওর পালার দিন মরে থাক্‌তেম।

বিন্দু। তুমি এমনি নেমকৃহারামই বটে;—আমি ওঁর জন্যে এত করে মরি, উনি ভাবেন আমি ওঁর মরণের চেষ্টা করি।

অভ। দাদা স্নান কর, বেলা অনেক হয়েচে।

পদ্ম। শ্বশুরবাড়ী কবে যাবে? লোক এয়েচে নাকি?

অভ। দেরি আছে, যাবার আগে দেখা হবে।

পদ্ম। তোমার শ্বশুরের অন্তঃকরণটা স্বভাবতঃ মন্দ নয়, তবে খোসামুদেরা খারাপ করে তুলেচে।

অভ। তিনি যে সকল মেয়ে প্রসব করেচেন, তাঁর গুণে বলিহারি যাই।

[প্রস্থান।

পদ্ম। রাগটা পড়েচে কি?

বিন্দু। আমি কার উপর রাগ করব, আমার আছে কে?

পদ্ম। আমি।

বিন্দু। তুমি কি আমার?

পদ্ম। তবে কার।

বিন্দু। বগী আবগীর।

পদ্ম। তুমি যদি বুঝে দেখ, আমি তোমা বই আর কারো নই।

বিন্দু। বোঝাবুঝি পিটেতেই জানতে পেরেচি; মত্তে গিছিলেম পিটে কত্তে গিছিলেম।

বগলার প্রবেশ।

বগ। হ্যাঁরা, ও হাড়হাবাতে প্যাতনা, তুই নাকি আমাকে বুড়ো হাবড়া বলেচিস? একেবারে অধঃপাতে গিয়েচ। বিন্দী পোড়াকপালীর আচ্ছা ওষুধ, বেশ ধরেচে।

পদ্ম। কে বল্লে?

বগ। অভয় ঠাকুরপো বলে গেল।—তোমার নাকি মৃত্যু ঘুনিয়ে এয়েচে, তাই এমনি করে অপমানের কথাগুলো মুখ দিয়ে বার কচ্চ; তুমি এখন আর মানুষ নও, তুমি এখন বিন্দীর বাঁদর।

বিন্দু। বগী, তুই বিন্দী বিন্দী করিস্‌নে, বল্‌চি; ভাল তোর ভাতার তোরে বুড়ো বলে থাকে, তার সঙ্গে বোঝা পড়া কর্‌গে; আমার নাম কর্‌বি বেড়ী-পেটা হবি।

বগ। হাঁারা কালামুখ, তুই আপনি বল্লি, না বিন্দী তোকে বল্লে? কথা কস্‌নে যে—বিন্দীর দিকে দেখ্‌চিস্ কি?—তুই যেমন তারি মতন—

[মস্তকে প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত।

পদ্ম। বাবারে! গিচি, মেরে ফেলেচে আবাগী।

বগ। বুড়ো বলবি আরো গাল্ দিবি? হাঁারা হাবাতকুড়ে, হতচ্ছাড়া, একচকো, পথেপড়া, আঁটকুড়ির ছেলে, ভাইখাগীর ভাই, মড়িপোড়ানীর জামাই।

বিন্দু। ওরে আমার কুলীনকুমারী, গ্যাদায় মরি, তবু বেটীর বাপ ভিকারী।—খুব করেচে বুড়ো বলেচে, আরো বল্‌বে, আর দশ বার বল্‌বে; বুড়োরে বুড়ো বলবে না ত কি খুকী বল্‌বে না কি? তিন কাল গেচে এক কাল আছে, এখন এয়েচেন সতীনের ঝকড়া কত্তে। বৃন্দাবনে যাও, কালামুখি, বৃন্দাবনে যাও, দোরে দোরে ভিক্ষা করে বেড়াও—

ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। ও সর্ব্বনাশি, খিন্দি রাঁড়ি, হতচ্ছাড়ি, শতেকখোয়ারি, নম্বচ্ছরারি, মড়িপোড়ানীর মেয়ে, তোর বড় বৃদ্ধি হয়েচে, এত বৃদ্ধি ভাল নয়, তোর মরণ-বাড় বেড়েচে, আর দেরি নাই, পড়্‌লি, পড়্‌লি, পড়্‌লি; ছোট মুখে বড় কথা জেয়দা দিন থাকে না। আমি বুড়ো হলে তোর ভাতার বুড়ো হত না? না তোর ভাতার দিদি বিয়ে করেছিল?

বিন্দু। তোকে আর জন্মে বিয়ে করেছিল।

বগ। দূর আবাগি ভালখাগি, মড়িপোড়ার ঝি; মড়িঘাটায় তোর বাপ কাঠ যোগায়; পোড়াকপালে অনামুখ টাকার লোভে মড়িপোড়ার মেয়ে বিয়ে কল্লে, মলে কাঠের দাম নেবে না।—খিন্দি রাঁড়ি, তোর মড়িপোড়া বাবাকে বলে দিস্, আমি মলে কাঠগুলো যেন শুক্‌নো দেয়।

বিন্দু। তুমি মলে গোর দেবে, কাঠ লাগ্‌বে না।

বগ। গোর দেবে তোর বাপকে আর তোর বাপবয়সি ভাতারকে। ভালখাগি, তুই যে ভাতার ভাতার করিস্, তোর ভাতারে আর আছে কি, ওতে কিছু বস্তু রেখেচি? তোর পাঁচ বৎসর আগে আমার বিয়ে হয়েচে, আমি পাঁচ বৎসর একা ভোগ করিচি; তার পর রগ্‌ড়ে মগ্‌ড়ে নিংড়ে চিংড়ে সাদা ফ্যাক্ ফ্যাক্ ফেঁসোওঠা আঁবের আঁটিটে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিইচি, তুই কাঠকুড়ানীর মেয়ে সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্চিস্।

বিন্দু। তবে ভাগ ভাগ করে মরিস কেন, গুলো পাড়াকুঁছলি, পাঁটিবেচার মেয়ে? তোর বাপ গুঁটি মাচের মত টাকা গুণে নিয়ে তবে তোকে বেচেছিল, যখন দেখ্‌লে তুই হিজ্‌ড়ে আমাকে বিয়ে কল্লে।

বগ। ওলো পোড়াকপালি, তোকে বিয়ে করে নি, তোকে নিকেও করে নি, তোকে রেখেচে;—বাবুরা মেগের বয়স হলে যেমন রাখে, তেমনি তোকে রেখেচে। তুই, ঝাড়েওয়ায় চিক ঝুলিয়ে দে, মেজেয় সাদা বিছানা কর, তাকিয়ে বসা, বাঁধাহুকোগুলো মেজে ঘসে রাখ, খাটে দুই হাত পুরু গদি পাত, পায় বার গাছা মল দে, পাছাপেড়ে শাড়ী পর, ঝিরিঙ্গি করে খোঁপা বাঁধ, বেঁধে বাবুকে নিয়ে সন্ধ্যার পর একটু পোর্ট খেয়ে মত্ত হ, আর লুকিয়ে বাবুর মুখে চুণ কালী দে।

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। ওরে আমার শ্যালকাঁটা ফুলের কলি রে, ওরে আমার ডাব্‌ নারকেলের খাওয়াপাতি, ওরে আমার মড়িপোড়ানীর কম্‌লে বাছুর; বাছার বুঝি দাঁত ওঠে নি, বাছা বুঝি মাড়ি দিয়ে কাম্‌ড়াচ্চে।—ও আবাগি, সরে বা, ও পোড়াকপালি, বুড়ো ভাতারের কাছ থেকে সরে দাঁড়া, কেমন কেমন দেখায়, বাপ ঝি বলে ভুল হয়—

আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি, মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিচি।

[পদ্মলোচনের দাড়ী ধরিয়া নৃত্য।

আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি, মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিচি।

বিন্দু। (পদ্মলোচনের নাসিকায় কীল মারিয়া) তুই কেন আমাকে বিয়ে করেছিলি, তোর জন্যেই ত আমার এ ব্যাখ্যানা সইতে হয়। থাক্‌ তোর বুড়োকে নিয়ে, আমি বাপের বাড়ী যাই।

[প্রস্থান।

পদ্ম। বড় রাণী তোমার জিত। তুমি হাজার হক্‌ আমার সমরের মাগ,—

বগ। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না।

পদ্ম। আমি তোমাকে এক দিনও অমান্য করি না, তুমি যখন যা চাও তাই দিচ্ছি, তোমার শ্রীচরণের চুটকি হয়ে পড়ে আছি।

বগ। তোমার আর ভাতারগিরি ফলাতে হবে না, তুমি ভাতারও না, ভাতারের 'ভা'ও না; ভাতার বলি ও বাড়ীর বট্‌ঠাকুরকে, বড় দিদির আঁচল ধরে বেড়ায়—

পদ্ম। (গীত) আয় আমার অঞ্চলের নিধি,
　　আঁচল ধরে পিছে পিছে—

বগ। পোড়ারমুখ মরে যাও,—

পদ্ম। 　যশোদার নীলমণি যেমন,—
　　ননী খেত নেচে নেচে।

বগ। আমি পাগলও নই ছন্নও নই যে কথায় কথায় আমাকে ঠাট্টা করবে।

পদ্ম। সন্ধ্যা হল, এখনও স্নান হল না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেলডাঙ্গা—অভয়কুমারের ঘর।

পদ্মলোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ।

অভ। লোকের উপর লোক, লোকের উপর লোক, আর না যাওয়া ভাল দেখায় না, বিশেষ তোমার অনুরোধ, কাল যাব।—যাওয়া মাত্র, অধিক দিন সেখানে থাক্‌তে হবে না; গাগ গ্যাদায় গদ গদ, স্বামী চাকর বাকরের সামিল, বাইরে থাক্‌বের স্থান নাই; কাযেই চলে আস্‌তে হবে।

পদ্ম। জামাই-বারিক।

অভ। জামাই-বারিকে রাত্‌দিন প্রেতকীর্ত্তন হচ্চে,—কেউ সখীসম্বাদ গাচ্চেন, কেউ পাচালীর ছড়া বল্‌চেন, কেউ গাঁজা টিপচেন, কেউ গুলি খাচ্চেন।

পদ্ম। তুমিও ত গুলি খাও।

অভ। জামাই-বারিকে বাস কত্তে গেলে গুলি খেতে হয় আর দাড়ী রাখ্‌তে হয়।

পদ্ম। জামাই-বারিকটে আমার দেখা হয় নি।

অভ। একটা বড় ঘর। জামাইবাবুরা শালা বাবুদের বৈটকখানায় বস্‌লে শালা বাবুদের লজ্জা বোধ হয়, তাই কর্ত্তাবাবু বাড়ীর পাশে একটা বড় ঘর তৈয়ের করে দিয়েচেন, সব জামাইরা সেই খানে থাকে; জামাই, ভাইঝি-জামাই, ভাগ্নী-জামাই, নাত্‌জামাই, জামায়ের জামাই, সব সেই ঘরে থাকে।

পদ্ম। এখন কতগুলি আছে?

অভ। সাড়ে বাহান্ন জন।

পদ্ম। আবার আধ্ পেলে কোথায়?

অভ। চাপরাস-হারাণে জামাইগুলকে আধ্ বলে গুণ্‌তি করে।

পদ্ম। রাত্রিতে শোবার সরঞ্জাম আছে?

অভ। আছে বই কি, তিন কুড়ি খাট্‌ আছে—দড়ী দিয়ে ছাওয়া; তিন কুড়ি বালিশ আছে, তিন কুড়ি পাশ-বালিশ আছে; সব জামাইদের এক একটা ডাবা হুঁকো আছে, কলিকেও একটা করে; তামাক, টিকে, আগুন এক কোণে থাকে, একজন চাকরের জিম্মা, তার হুকুম আছে তামাক দেবে; গাঁজা, গুলি, চরস নিজে নিজে সেজে খাও।

পদ্ম। ক দিন অন্তর বাড়ীর ভিতর যেতে পায়?

অভ। তিন দিন, চার্ দিন, কেউ কেউ হপ্তা, কেউ কেউ মাস, কেউ কেউ বৎসর।

পদ্ম। কষ্ট বড়।

অভ। কষ্টের চূড়ান্ত। যদি খাবার সংস্থান থাকে, তা হলে কি আর সেখানে যাই। বিশেষ, গুলিটে অভ্যাস করে পরাধীন হয়ে পড়িচি; জামাই-বারিকে অক্লেশে গুলির উপযুক্ত আহার মেলে।

পদ্ম। তবে দাঙ্গাফেসাত আর করো না, মানিয়ে জুনিয়ে গিয়ে সেখানে থাক।

অভ। আমার ত তাই ইচ্ছে, তা আমারে যে রাখে না।

পদ্ম। কে?

অভ। মাগ মনিব। এ বারে যদি কিছু অহঙ্কারের চিহ্ন দেখি, তা হলে তার মুখে নাতি মেরে বৃন্দাবনে চলে যাব।

পদ্ম। ভায়া, আমাকে সঙ্গে নিও, আমি ডবোল মার্ আর খেতে পারিনে। আবাগীরে পাগ্লা উঠিয়ে দিয়েচে ; এখন জোর যার মুলুক তার, টানাটানি করে যে নিতে পারে। আমি সন্ধ্যার পর এ বাড়ী ও বাড়ী বসে গল্প করি, তার পর রাত্ দুই প্রহর হলে বাড়ী যাই, দুই আবাগী ঘুমিয়ে থাকে, যার ঘরে ইচ্ছে তার ঘরে ঢুকি। জেগে থাক্‌লে শম্ভু নিশম্ভুর যুদ্ধ হয়।

অভ। দাদা, এখন রাত্ হয় নি, এখন বাড়ী গেলে তোমাকে কুকুরমারা কর্‌বে ; এস দুই ভাইতে গিয়ে আহার করি, তার পর রাত্ অধিক হলে বাড়ী যেও।

পদ্ম। আচ্ছা ভাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেলডাঙ্গা—পদ্মলোচনের দরদালান।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। (স্বগত) আজ্ ভোর পর্য্যন্ত জেগে থাক্‌ব। অনেক রেতে বাড়ী আসেন, আর দুঠ করে বগীর ঘরে যান। আজ্ যেমন আসবে, অমনি গলায় গামছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব।—বগী আবাগী ঘুমিয়েচে, সাড়াশুড়ি আর পাচ্চিনে। আমি দোর ভেজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি।

[প্রস্থান।

বগলার প্রবেশ।

বগ। বিন্দী পোড়াকপালী ঘুমিয়েচে। আজ্ যেমন আসবে, অমনি ঘরে নিয়ে যাব। একটু ফাঁক পায় আর বিন্দী আবাগীর ঘরে ঢোকে। আবাগী কি চালপড়া খাওয়ালে, আমার বুক থেকে মিন্‌ষেরে যেন ছিঁড়ে নিলে। এখন ইচ্ছেয় ত আমার ঘরে যায় না, ধরে বেঁধে যত নে যেতে পারি। আমি ঘরে গিয়ে বসি ; যাই আস্‌বে আর গলায় আঁচল দিয়ে টেনে নিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

চোরের প্রবেশ।

চোর। এরা সব ঘুমিয়েছে, এই বেলা মাল সরাবার সময়।—বড় ঘরে ঢুকি।

বিন্দুবাসীর প্রবেশ।

বিন্দু। (চোরের গলায় গাম্‌ছা দিয়া ঝাঁটা মারতে মারতে) তবে রে পোড়ারমুখো ড্যাকরা, এই তোমার ভালবাসা, ভুলেও কি এক দিন আমার ঘরে যেতে নাই; আমি ঘুমিয়ে পড়ি, আর উনি টিপি টিপি বড় রাণীর ঘরে যান; বড় রাণীর ছুদ বড় মিষ্টি, ছোট রাণীর ছুদে গোবরের গন্ধ।—মুখ ঢাকিস্ কেন?—(নাসিকার উপরে কীল)—তোর আজ্ হয়েচে কি, তোকে আমার বিছানায় শুইয়ে ঘটার বাড়ী মাতা ভেঙ্গে দেব।

বগলার প্রবেশ।

বগ। (চোরের গলায় অঞ্চল দিয়া ঝাঁটা মারিতে মারিতে) বলি ও পোড়ারবাঁদর, বেদে চোর, যাচ্চ কোথায়, এ দিকে এস, আমিও তোর মাগ, আমাকেও বিয়ে করিচিস্; ওকেও যেমন দেখিস্, আমাকেও তেম্‌নি দেখ্‌তে হয়। আমি ত তোর মার পেটের বোন না যে আমার বিছানায় শুলে তোমার সমব্বয় করতে হবে? আয় ড্যাকরা ঘরে আয়,—(পৃষ্ঠে কীল)—আয় ড্যাকরা ঘরে আয়।—

[কীল।

বিন্দু। আরে পোড়ারমুখ, কোথায় যাও; আজ্ তোমারে যমে ধরেচে, যমের হাত ছাড়াতে পারবে না।—তবু যে যাস্, হ্যাঁ রা বেহায়া, বেইমান—(ঝাঁটা প্রহার)। পোড়ারমুখে বাক্যি হরে গিয়েচে মৌনবতী হয়েচেন।

[নাসিকার উপর কীল।

বগ। ছোট রাণীর কীলগুণো বড় মিষ্টি, আর আমার কীলগুণো তেত, তাই ছোট রাণীর দিকে ঢলকে পড়্‌চ।—পড়াচ্চি তোমাকে, বটী এনে তোমার নাক কেটে নিই।

পদ্মলোচনের প্রবেশ।

পদ্ম। বাড়ীর ভিতর এত গোলমাল কেন রে; দু আবাগী কাটাকাটি করে মর্‌চিস্ নাকি? মর্ আপদ্ যাক্। আমি বলি ঘুমিয়েচে, ঘুম কোথা, বুনো মহিষের যুদ্ধ বাদিয়েচে।

বগ, বিন্দু। (চোরকে ছাড়িয়া) তবে এ কে?

পদ্ম। তোরা ভাতার গড়িয়ে ঝক্‌ড়া কচ্চিস্ না কি?

বগ। এতক্ষণ কোথায় ছিলে, এমন ঝাঁটাগুলো বৃথা গেল, এমন জোরের কীলগুলো বাজেখরচ হয়ে গেল।

পদ্ম। তুই ব্যাটা কে রে?

বিন্দু। চোর চুরি করতে এয়েচে, টিপি টিপি বগীর ঘরে যাচ্ছিল, আমি বলি তুমি যাচ্চ, গলায় গামছা দিয়ে তাই মারতে লাগ্‌লেম, তার পর বগী এসে যোগ দিলে।

পদ্ম। ওরে ব্যাটা সিঁদেল চোর, আমার ঘরে এয়েচ চুরি কত্তে; বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা রা হারামজাদা।—চল্ ব্যাটা চল্, তোকে পুলিসে দেব,—

চোর। মশাই গো পুলিসে দেবেন না, এক দিনের মার বাঁচিয়ে দিলেম।

পদ্ম। তুই ব্যাটা চোর ত?

চোর। আমি চোর না তুমি চোর।

পদ্ম। আমি চোর হলেম কিসে?

চোর। তা নইলে রোজ রোজ সাত চোরের মার্ হজম কর কেমন করে?

পদ্ম। এ কথা তুমি বলতে পার।

চোর। আমি বিশ বছর চুরি কচ্চি, এমন বিপদে কখন পড়িনি; বাপ! যেন চর্‌কি ঘুরিয়ে দিলে। জান্‌তেম, ভাল মানুষের মেয়েদের হাত নাকি ফুলের মত নরম; ওমা! কোথায় যাব, এনাদের হাত যেন কালপেটা হাতুড়ি।

পদ্ম। আচ্ছা বাপু, আমি নেমকহারামি কত্তে চাই নে, তোমাকে ছেড়ে দিলেম, তুমি বাড়ী যাও।

চোর। এঁরা আর এক চোট নেবেন।

[প্রস্থান।

পদ্ম। তোদের জালায় আমি কি দেশত্যাগী হব, তোরা চোরের সঙ্গে লড়াই দিস্, তোদের সাহস কি; এই রাত বাঁ বাঁ কচ্চে, গ্রামের লোক নিযুতি,

শাড়া শব্দটী নাই, তোরা কিনা এই রাত্রে চোর নিয়ে রণ বাদিয়েচিস।—আমি আজ্ কারো ঘরে যাব না, এই দরদালানে পড়ে থাকব।

বিন্দু। বুঝিচি, তোমার ফিকির আমি বুঝিচি ; আমি ঘরে যাব, আর তুমি বগী আবাগীর ঘরে ঢুক্‌বে।

পদ্ম। তুমি কেন আমার কাছে বসে থাক না।

বগ। বগী আবাগী ভেসে যাক্।

পদ্ম। তুমি না হয় চৌকী দাও।

[উপবেশন।

বগ। আমার বেলা চৌকী দাও, বিন্দীর বেলা কাঁদ্রে বস।—আ পোড়াকপালে একচকো, তোমার মুণ্ডটো আজ্ ঝাঁটার গোড়া দিয়ে গুঁড়ো কত্তেম, তা চোর ব্যাটা এসে সতীন হল।—ছোঁট রাণি, আমার কাছে বস, ছোঁট রাণি, আমার গায় হাত বুলাও, ছোঁট রাণি, আমার অন্তর্জ্জল কর।—পোড়ারমুখ, মরে যাও, ছোট রাণীর, কোল খালি হক্। বলে

'ভুয়ো মেগের ষোল আনা, দুয়োর নামে নাই,
একচকো ভাতারের মুখে বাগি আকার ছাই।'

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। বিন্দি পোড়াকপালি, তুই আর কথা কস্ নে, পোড়ারমুখো যদি বুঝ্‌তে পেরে থাকে, তোকে ত্যাগ করবে ;—ও ত চোর না, তোর নাগর, তুই পোড়াকপালি বড় খেলয়াড়, নাগর বলে আন্‌লি, চোর বলে ছাপালি,—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। কালামুখী কচিখুকী হুদ তুল্‌চেন ; এতক্ষণ মন-চোরার গায় হুদ তুল্‌লেন, এখন ভাতারের গায় হুদ তুল্‌চেন,—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। আজ্ থেকে তুই আর ভাতার পাবি নে, আমি এই ভাতারের কাছে বসলেম—(পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া উপবেশন)। ওকে বিষ খাইয়ে মারব, তবু তোকে দেব না।—ভাতার যমকে দিতে পারি, তবু সতীনকে দিতে পারি-নে।

বিন্দু। তোর ভাগের দিকে তুই বস্‌লি, তাতে কি আমি কথা কই; আমার ভাগ ছুঁবি ত ঝাঁটার বাড়ী খাবি,—

বগ। ছোঁব না ত কি তোকে ভয় করব; এই ছুঁলেম—

[পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কীল।

বিন্দু। আমার পায় তুই এক কীল মার্‌লি, আমি তোর পায় দুই কীল মারি—

[পদ্মলোচনের ডান পায় দুই কীল।

বগ। তবে তোর পায় তিন কীল—

[বাঁ পায় তিন কীল।

বিন্দু। তোর পায় এই চার কীল—

[ডান পায় চার্ কীল।

বগ। বটে রা সর্ব্বনাশি, তবে দেখ্‌বি নাকি কেমন করে তোকে বাঁড় করি—

[বটী লইয়া পদ্মলোচনের বাঁ পায়
এক কোপ—প্রস্থান।

পদ্ম। পাটা একেবারে গিয়েচে, দু আঙ্গুল কোপ বসেচে, উত্থানশক্তি-রহিত।

বিন্দু। আহা! পোড়াকপালী মাচ্-কোটা করে ফেলেচে।—এস, তোমায় আমি টেনে ঘরের ভিতর নিয়ে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—জামাই-বারিক।

চারিজন জামাই আসীন।

প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) আমি ভাই আজ্ এক মাস বাড়ীর ভিতর যাই নি, প্রেয়সী আমাকে ডাইভোর্স কল্লেন নাকি।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) হয়েছিল কি ?

প্রথম জা। বালুসেছিলেন, তা আড়াই দিনে সেরে গিয়েচে ; আজ্ এক মাস কুঁড়েপাত লুস চেন, বরমা-পনির মত ছুটে বেড়াচ্চেন ; আমি বাড়ীর ভিতর যেতে চাইলেই গিন্নী বলেন কাহিল।

তৃতীয় জা। তোমার তবু একটা অছিলা আছে, আমি আজ্ দশ দিন জামাই-বারিকের বরেগা শুণ্‌চি, আর তিনি সুস্থশরীরে খোসমেজাজে একা খাটে পড়ে আছেন। আমি পাঁচিকে রোজ বলি "পাঁচি, আমার নামের পাশখানা নিয়ে আয়, আমি আজ বাড়ীর ভিতর যাব"; তা বলে "তোমার নামের পাশ দিতে চান না।"

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) ক দিন এখানে ছিলাম না, এর মধ্যে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে দেখ্‌চি যে ;—পাশগুলিন থাকে কোথা ?

চতুর্থ জা। গিন্নীর ঘরে। যারে যারে তিনি বোঝেন বাড়ীর ভিতর যাবার যোগ্য, তার তার নামের পাশ পাঁচির কাছে দেন, পাঁচি জল খাওয়ার সময় দিয়ে যায়।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) বিনা পাশে যাবার যো নাই ?

তৃতীয় জা। না।

দ্বিতীয় জা। কোন দিন চেষ্টা করেছিলে

তৃতীয় জা। আমি এক দিন বিনা পাশে যাবার চেষ্টা করেছিলেম; মাজের দরজার দরওয়ান ব্যাটা পাশ দেখ্‌তে চাইলে, দেখাতে পাল্লেম না, অর্দ্ধচন্দ্র আহার করে ফিরে এলেম।

প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) সময় না হলে আর আমাদের দরকার হয় না; আমরা যেন ভাই, কুক্ সাহেবের আড়গড়ার মেলগ্যাওার, ক্রিমেল গুস্।—

দ্বিতীয় জা। সাবাস্ দাদা বেশ্ বলেচ; কি বল্‌ব গাঁজা টিপ্‌চি, তা নইলে সেক্‌হ্যাণ্ড কত্তেম;—নেভার মাইন, কেনি দাও। (কনুইতে কনুইতে ঘর্ষণ)। শালাবাবুদের পাশ নাই?

চতুর্থ জা। তাদের হল বাড়ী, তারা যখন মনে করে তখন বাড়ীর ভিতর যায়।—বউমাদের পাশ আছে বটে, তাঁদের কতকটা আমাদের দশা।

তৃতীয় জা। সে ক দিন? যে ক দিন খাঁড়া ধর্‌তে না শেখে, তার পর জোর করে কেল্লা দখল করে।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টানিয়া গীত—বাউলে সুর, তাল একতালা)

মার দম্ কসে দম্ গাঁজার কল্‌কে তুলে,
না খেয়ে রয়েচে আমার পেট্টা ফুলে;
গাঁজা সেজে খাই,　　কত মজা পাই,
কেহ নাই মোর বাপের কুলে।
অভাগা কপাল　　কাস্তা যেন কাল,
প্রহারে পয়জার ধরিয়ে চুলে।

প্রথম জা। (গাঁজা টানিয়া গীত—রাগ সিন্ধু জঙ্গলা, তাল খেমটা)

বল কি হবে মিছে ভাবিলে এখন,
ভাবিতে উচিত ছিল বিবাহ যখন।
অষ্টরম্ভা বাপের বাড়ী,　　দুবেলা চড়ে না হাঁড়ী,
তাইতে আসি শ্বশুর বাড়ী, কাল যাপন।

দ্বিতীয় জা। নিবারণকে ডাক্ না ভাই, সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনা যাক্।

তৃতীয় জা। তারা খোলা ছাতে গুলি খাচ্চে;—ঐ এয়েচে।

পাঁচজন জামায়ের প্রবেশ।

দ্বিতীয় জা। নিবারণ, একবার সাতকাণ্ড রামায়ণটা শুনিয়ে দাও।

পঞ্চম জা। ক্ষেতি কি বাবা, বেদি করে দাও।

প্রথম জা। এই তোমার বেদি—

, একখানি খাটে গুটিকত লেপ পাতন।

দ্বিতীয় জা। তবে বেদিতে আরোহণ কর।

পঞ্চম জা। কিছু ভাল লাগ্‌চে না বাবা, মাগ মহাশয় রাগ করেছেন, পাঁচ দিন পাশ পাই নি।

দ্বিতীয় জা। নেভার মাইন, রামায়ণ আরম্ভ করে দাও, আজ্ পাশ পাবে।

পঞ্চম জা। (বেদিতে উপবেশনানন্তর) এক নিশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ বলা সাধারণ বিদ্যার কর্ম্ম নয়, বাবা। তবে শোন। ঐ যে রোজ সকাল বেলা, অর্থাৎ যামিনী বিগতা হলে, পূর্ব্বদিকে, পয়মরুণয়া পঞ্চতি দৃশ্যং, ভারি লাল, রক্তবর্ণ, হিঙ্গুলের মত, কাচা সোণার ন্যায়, একখান চক্‌মকে থাল উদয় হয়, ওটা সূর্য্য। তোমরা ভাব. ও ব্যাটা কেবল সকালে উদয় হয়ে সমস্ত দিন আপিসের কাজ চালিয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী যায়, এমন নয়; ওর একটা বংশ আছে, তার নাম সূর্য্য-বংশ। বংশটা ভারি বংশ, এখন নির্ব্বংশ। এই সূর্য্য-বংশে দশরথ নামে এক রাজা ছিল,—মহাবলপরাক্রম ভূধর মহীধর ধরাধর সাগর নাগর ডাগর রাজা। অন্দরমহলে রাণীর পাল; পালঝাড়া রাণী, অর্থাৎ সকলেই বন্ধ্যা, একটীরও গর্ভ হয় না; বাড়ীতে ছেলের ভাঁজ নাই।

রাজা যাগ যজ্ঞ হোম নৈবিদ্য স্বাস্থ্যরক্ষা কুশাসন সাগরমন্থন গন্ধমাদন কত কল্লেন, কিছুতেই রাণীদের গর্ভের সঞ্চার হল না। রাজা ভেবে ভেবে 'চিন্তাজরো মনুষ্যাণাং';—তখন কুক সাহেবের আড়গড়া হয় নি, কি উপায়ে বংশ রক্ষা করেন।

তৃতীয় জা। জামাই-বারিক ছিল না?

পঞ্চম জা। রাণীদের সঙ্গে জামাই-বারিকের খাশুড়ী সম্পর্ক, থাক্‌লেই বা কি হত?—রাজা কিংকর্ত্তব্য অনূঢ়া হয়ে খুব গ্যাঁটাগোঁটা অকালকুষ্মাণ্ড গোচ একজন ঋষিকে আনালেন, তার নাম রসশৃঙ্গ। ঋষিবর যোগ আরম্ভ করলেন।—বাবা, কার দ্বারা কি হয়, কে বল্‌তে পারে;—রসশৃঙ্গ তপোবনে ফিরে না যেতে যেতে মহারাজের চার কুমার উত্তমাশা অন্তরীপের ন্যায় বিহার কত্তে লাগ্‌ল। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। ছেলে চারটেকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে শিখ্‌তে দিলে। অল্প কালের মধ্যে ছেলেগুলো আমাদের শালাবাবুদের মত পুণ্ডরীকাশলোচনবৎ ফুলে উঠ্‌ল। পরীক্ষার দিন উপস্থিত; রাজা কড়ারকাতে

আপামর সাধারণ সারিদর্শী, তাই নিজে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন। রাম উপস্থিত ; রাজা জিজ্ঞাসা কল্লেন "পঞ্চাশ কড়া"? রাম বল্লে "বার গণ্ডা দু কড়া"। রাজা রামের গালে একটা প্রচণ্ড চড় মারিয়া বল্লেন "তোর কিছু বিদ্যা হয় নি, তুই বনে যা"। লক্ষ্মণ উপস্থিত ;—"পঞ্চাশ কড়া?" "সাড়ে বার গণ্ডা"। প্রচণ্ড চড় মারিয়া রাজা বল্লেন, "যা ব্যাটা, তুইও বনে যা"। ভরত শত্রুঘ্ন উপস্থিত ;—"পঞ্চাশ কড়া" ; দুইজনে একবারে বল্লে "পাঁচ গণ্ডা সাত কড়া" রাজা একটু মুচ্‌কে হেসে বল্লেন "যা তোরা রাজা হ'গে"।

রামলক্ষ্মণ পিতৃ-আজ্ঞা-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূঢ়মতি বিবেচনায় পঞ্চবটীর বনে উপসংহার করিয়া ডেরাডাণ্ডা কেল্লেন। সাঁওতাল-নন্দনদিগের সহিত হেঁড়েডুডু, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি, ডাণ্ডাগুলি খেল্‌তে লাগ্‌লেন ; অল্প দিনের মধ্যে সুমেরু-শিখর-নিকর-পরাজিত দিগ্বিজয়ী বীর হয়ে উঠ্‌লেন। ইতিমধ্যে কিচ্‌কিন্দা-অধিপতি বালী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিণয়-উপলক্ষে তাঁহার বৈটকখানায় নৃত্য করিবার জন্য এক জোড়া খ্যামটাওয়ালী উপস্থিত হয়। নাচ আরম্ভ হয়েচে ; বালী রাজা সিংহাসনে বক্রভাবে দীর্ঘ লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া উপবিষ্ট ; দুই পার্শ্বে হনুমান্, জাম্বুবান্, নল, নীল গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি লোমাচ্ছাদিত-উচ্চ-পুচ্ছধারী মহোদয়গণ চেয়ারে বেঞ্চে কোচে বিরাজ কচ্চেন ; জরির টুপি, মরেসা, শ্যামলা, কিংখাপের চাপকান, সাটিনের চায়না-কোটে বানরকুল ঝলমল। রাম লক্ষ্মণ টিকিট পেয়েছিল ; তারাও সভায় উপস্থিত।—বুনোদের সঙ্গে থেকে ছোঁড়া দুটোর স্বভাব বিকৃড়ে গিয়েছিল। বালী রাজাকে বল্লে "খ্যামটাওয়ালী দুটোকে আমাদের দাও"; বালী বল্লে "দেব না" ;—ঘোর যুদ্ধ ;—বালী রাজা বধ। খ্যামটাওয়ালী দুটোকে দু ভাইতে ভাগ করে নিলে ; বেটার নাম সীতা, সেটা নিলে রাম ; যেটার নাম শূর্পণখা, সেটা নিলে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ সভার্য্যাভ্রাস্তরে শুচি হইয়া পঞ্চবটীর বনে আগমন করে দেখেন শূর্পণখা মায়াবিনী রাক্ষসী, রাবণের ভগিনী। তৎক্ষণাৎ গজরাজবিনিন্দিত খারিদবৃন্দপরাজিত বজ্রকরঞ্জন গর্দ্দভবৎ চিৎকার শব্দ কর্‌লেন ; নয়ন দিয়া ক্রোধানল, হোমানল, দাবানল, বাড়বানল, বিরহানল, কামানল, বাহির হইতে লাগ্‌ল ; বল্লেন পাপীয়সি, কালামুখি, কলঙ্কিনি, কুরঙ্গনয়নি, কাঙ্গালিনি, তুমি দূর হও ; এই বলে তার নাক কাণ কেটে নিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন। লঙ্কার রাবণ রাজা শুনে তেলে-বেগুণে জলে উঠ্‌লে, চুপ করে রামের সীতা

হরণ করে নিয়ে গেল; রাম বাতাহতকদলীবৎ মাতায় হাত দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

রামটা ভ্যাবা গঙ্গারাম; লক্ষ্মণ বুদ্ধিটে খর্জ্জুর-কণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ; ছল বল ছুর্ব্বল কল কৌশল তার সকলি হস্তগত; বল্লে দাদা, তুই কাঁদিস্ কেন? পাঁচ পয়সার টিকে কিনে আন্, আর পাঁচ বুড়ি পাকা কলা সংগ্রহ কর্, আমি তোর সীতা উদ্ধার করে দিচ্চি। রাম তাই কল্লেন। লক্ষ্মণ হনুমান্‌দিগকে এক একটী কলা দিয়ে বশীভূত করে তাদের লেজে এক-এক খান টিকে ধরিয়ে বেঁধে দিলে। তার পর বল্লে যাও সব লঙ্কার চালে গিয়ে বস। হনুমানেরা কলা খেয়েচেন, কথার কাজ না কল্লে কৃতঘ্নতা হয়,—হুপ্ হুপ করে লঙ্কার চালে বস্‌ল, আর লঙ্কা দগ্ধ হয়ে গেল। রাবণ সবংশে নিপাত; বেড়া আগুণ, পালাবার যো নাই; লঙ্কা ছার খার; সীতা উদ্ধার। ইতি সাতকাণ্ড রামায়ণং সমাপ্তমিদং।—এই হচ্চে রামায়ণ, তা বেদিতে বসেই বল আর চামর হাতে করেই বল।

তৃতীয় জা। বাল্মীকির সঙ্গে মেলে না।

পঞ্চম জা। বেল্লিকেশ্বর রামায়ণ বাল্মীকির সঙ্গে মিল্‌বে কেন? কিন্তু মূল এই।

পাঁচজন জামায়ের প্রবেশ।

চতুর্থ জা। বনমালী এয়েচে, এবারে পীরের গান হক্।

ষষ্ঠ জা। চারজন দোয়ার চাই।

চতুর্থ জা। জামাই-বারিকে দোয়ারের ভাবনা নাই।

ষষ্ঠ জা। (চামর মন্দিরা লইয়া চারজন জামায়ের সহিত গীত)

মাণিকপীর, ভবপারে যাবার না,
জয়নাল ফকিরি নেলে ফেনি খালে না,

চারজন জা। মাণিকপীর—

ষষ্ঠ জা। আল্লা আল্লা বলরে ভাই, নবি কর সার,
মাজা ছলিয়ে চলে যাবা ভবনদী পার।

চারজন জা। মানিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। শুন রে ভাই বিবরণ, সব দ্বারে আছে জীবন,
কখন যে পালাবে বল্‌তে নাহি পারি,

কোরাণেতে বয়েদ আছে, ছনিয়েটা কাবল দিছে,
খোদার নাম বিনে জান্‌বা সকলি বকুমারি।
খানে বিকেলে ছপহরে, জরু ছাবাল সাতে করে,
নামাজ পড়্‌বা মন্‌টা করে স্থির;
মানিলোকের রাখ্‌বা মান, গরিব লোককে করবা দান,
দরগায় গিরে ফয়তা দেবা ক্ষীর।
আপন গোণ্ডা বুঝে লেবা, পরের গোণ্ডা পরকে দেবা,
বড়গোনা কেজিয়ে করা কাজিকো হায়রাণি।
পীর প্যাগম্বর মাতার ধরা, অন্ধকারে দেখে তারা,
ছনিয়ারূছে কাম্ করনা ছোড়ুকে সয়তানি।
রুটবাৎসে না দেবা দেল্, সভাছে বানাবা এক্কেল,
ভক্তিভাবে করবা পূজো বাপ্ মা'র চরণ।
গোলা বরাবর নাইকো দিষ, ভনে দ্বিজ গোলামনবিস্,
এই তো ধরন শাস্ত্রের লেখন।

চারজন জা। মানিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল,
বেসালির ভিতর দুগ্ধ রেখে পীরকে ফাকি দিল।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। কত কীর্ত্তি আছে রে ভাই, কওয়া নাইকো যায়।
দেখ সাদির সমে দোলার বিবি ডুলি চেপে যায়।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। ওরে, কচুকুমড়ো রাঁধলে ফেলে, তুশ্চু নেরেলখাল,
আজগবি ছনিয়ার খেলা, সর্ষের মধ্যি ত্যাল!

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। মুসলমানের মোল্লা রে ভাই, হাঁড়ির মধ্যি সাধু,
কচুকুমড়ো ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্যি মধু।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। আসমানেতে ম্যাগের খেলা করে লিংহলাব,
আর দিনের বেলায় সূর্য্যু ওঠে রাত্তির বেলায় চাঁদ।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতী, শিকলি বাঁধা পায়,
আর ঘরজামায়ে খশুরবাড়ী মেয়ের নাতি খায়।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। কত কেরামৎ জান রে বন্দা, কত কেরামৎ জান,
মাজদরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টান।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। দুর্গির ছাওয়াল কার্ত্তিক রে ভাই, মোরগ চেপে যায়,
আর পূজো পালি বাঁজাবিবির ছাওয়াল করে দেয়।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। রাতির বেলায় ভূতির ডয়ে ডরিয়ে ওঠে ছেলে,
আর হুড়কো মেয়ে ঝমুকে ওঠে খসম কাছে এলে।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

তৃতীয় জা। বিরহ হবে না?

দ্বিতীয় জা। হবে না তোমায় কে বল্লে?

ষষ্ঠ জা। এই বার হবে।—গেয়ে দাও তো ভাই।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। বিরহিণী বিবি আমার গো, বাঁদে নাকো চুল।
কল্‌জেতে ফুটেচে কাঁটা পঞ্চবাণের হুল।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। সয়েরে গিয়েচে স্বমী, হাব্‌লি আঁধার করে,
পরাণ জলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে বিবির ভাসেযাচ্চে হিয়ে,
খসম যদি থাকত কাছে রে পুঁচ্‌ত রুমাল দিয়ে।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। পিঁড়েয় বসে কাঁদচে বিবি, ডুবি আঁখির জলে,
মোল্লারে ধরেচে ঠাসে, খসম খসম বলে।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। ষাঁড়ের মাতায় শিং দিয়েচে, মানষির মাতায় কেশ,
আল্লা আল্লা বল রে ভাই, পালা কল্লাম শেষ।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

তৃতীয় জা। এ বারে পাঁচালী হক্।

পাঁচি এবং চারিজন দাসীর প্রবেশ।

দ্বিতীয় জা। পাঁচালীতে আর কাজ নাই, এখন পাঁচির পাঁচালী শোনা যাক্।

পাঁচি। আর সব কোথায়?

প্রথম জা। খোলা ছাতে গুলি খাচ্চে।

পাঁচি। তোমাদের জল খাওয়াতে পাল্লে আমি আপনার কাজে হাত দিতে পারি। (দাসীদের প্রতি) ওগুনো ঐ খানে রাখ্।—তোর হাতে কি?

প্রথম দা। সন্দেশের হাঁড়া।

পাঁচি। তোর হাতে?

দ্বিতীয় দা। চিনির পানার গামলা।

পাঁচি। তোর হাতে?

তৃতীয় দা। দুদের গামলা।

পাঁচি। তুই কি এনিচিস্?

চতুর্থ দা। সসা, কলা, পেয়ারা।

পাঁচি। দুদের উড়্কি এনিচিস্?

তৃতীয় দা। এই যে।

পাঁচি। তুই এনিচিস্?

দ্বিতীয় দা। এই যে।

দ্বিতীয় জা। পাঁচি, তোর নাম পাঁচি হল কেন রে?

তৃতীয় জা। পাঁচির পাঁচ জন ছিল বলে।

পাঁচি। এখন আর আমার পাঁচ জন নয়।

তৃতীয় জা। ক জন?

পাঁচি। এখন জামায়ের পাল।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি দ্রোপদী।

পাঁচি। না, আমি কুন্তী, বিয়ে না হতে বাবুদের বাড়ী—

তরুণ-তপন-রূপে বিমোহিত-মন,
বিবাহ না হতে, কুন্তী অর্পিল যৌবন।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তোর পতন হয়েচে।

পাঁচি। কোথায়?

প্রথম জা। কুয়োর ভিতর।

পঞ্চম জা। ঠাট্টা করো না বাবা, আমার দাদা রিভিউ লেখেন।

প্রথম জা। তাঁর নাম কি?

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্।

প্রথম জা। যিনি বৈষ্টব ছিলেন, তার পর কল্‌মা কেটে কাজি হয়েচেন?

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্‌কে বড় সাধারণ লোক জ্ঞান করো না; তাঁর রিভিউয়ের ভারি ধার,—

প্রথম জা। খানা কাটা যায়?

পঞ্চম জা। তুমি মুর্খ, রিভিউয়ের "ধার" বুঝ্‌বে কি, পাঁচি বুঝেচে।

পাঁচি। আঁশ বটী।

পঞ্চম জা। পাঁচি তোর পতন হয় নি?

পাঁচি। ভোঁতারাম ভাটের চক্ষু থাকে ত হয় নি।

তৃতীয় জা। আমার চকে ত নয়।

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট বলেন, কবিতা লেখার প্রণালী হচ্চে "তিন তিন দুই তিন তিন," তোমার তিন তিন দুই চার হয়ে গিয়েচে।

প্রথম জা। ওর যে বয়েস তিন তিন দুই সাত হতে পারে।

পাঁচি। ভোঁতারাম ভাট বুঝি জামাই-বারিকে লেখা পড়া শিখেছিলেন?

পঞ্চম জা। তোকে লেখা পড়া শেখালে কে?

পাঁচি। কেন, আমার স্বামী।

পঞ্চম জা। তোর স্বামী লেখা পড়া জানে?

পাঁচি। তোমাদের চাইতে ভাল।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি ষোড়শী, রূপসী, সরসী, বায়সী,—

পাঁচি। পোড়া কপাল আর কি, বায়সী যে কাক।

পঞ্চম জা। কাকী; "সী"র মিল কত্তে তোকে কাকী বলে ফেলিচি।

দ্বিতীয় জা। পাঁচি, তুই এত গহনা পেলি কোথা?

পাঁচি। জামাই-বারিকে।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি আমাদের কমিসারি জেনারেল; তুমি যে প্রবন্ধ-পরিমল-পিঙ্গল প্রণালীতে রসদ সরবরা কচ্চ, তুমি একটু গা-ঢাকা হয়ে থেকো।

পাঁচি। কেন গো ?

পঞ্চম জা। লুশাই একস্‌পিডিসানে ধরে নিয়ে যাবে।

পাঁচি। তাতে তোমাদের অধিক ভয়।

পঞ্চম জা। কেন লো ?

পাঁচি। তারা বাঁধা-খেগো বয়েল খচ্চে।

পঞ্চম জা। ভাল বলেচ পাঁচি ঠাকুরঝি; আমি মরে যাই, তুমি আমার সঙ্গে সহমরণে চল।

পাঁচি। সহমরণে যে যাবার সেই যাবে।—এখন তোমরা এক জায়গায় খাবে, না আমায় টানা-পড়েন কর্ত্তে হবে ?

ষষ্ঠ জা। আমরা সব খোলা ছাতে খাব।

[দশজন জামায়ের প্রবেশ।

প্রথম জা। পাঁচি, আমার পেট জ্বলে উঠেচে, আমাকে এই খানে দে।

[একখানি রেকাব আর দুটী বাটী লইয়া উপবেশন।

পাঁচি। (দাসীদের প্রতি) তোরা এ দিকে আয়। (দুটী গোল্লা, চারখানি সসা কাটা, একটা খোসাফেলা পেয়ারা, এক উড়কি চিনির পানা, এক উড়কি দুদ প্রদান।)

প্রথম জা। আর একটু দুদ দে, আজ বড় গুলি টেনিচি।

[আহার।

তৃতীয় জা। পাঁচি, আমার নামে পাশ বেরিয়েচে ?

পাঁচি। বল্‌তে পারি নে, পাশগুলিন আমার আঁচলে বাঁধা আছে।

দ্বিতীয় জা। আজ্‌ যে দেখি আঁচল-ভরা পাশ; বাবুদের বাড়ী শ্রাদ্ধ না কি, নইলে এত নাগা সন্ন্যাসীর আহ্বান কেন ?

তৃতীয় জা। পাঁচি, পাশগুলো পড়ে পড়ে আমার হাতে দে না ভাই।

পাঁচি। (অঞ্চল হইতে পাশগুলিন খুলিয়া পঠনান্তর প্রদান) যতীন্দ্রমোহন, দিগম্বর, রাজেন্দ্রলাল, কিশোরীচাঁদ, কৃষ্ণদাস, দ্বারিকানাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অন্নদাপ্রসাদ, মনোমোহন, উমেশচন্দ্র, মুরলীধর, আশুতোষ, কালীমোহন, মোহিনীমোহন, হেমচন্দ্র জুনিয়ার, জগদ্বন্ধু, মহেন্দ্রলাল, প্যারিচরণ, ভূদেব, জগদীশ, গুরুচরণ, গৌরদাস, হেমচন্দ্র সীনিয়ার, রঙ্গলাল, বঙ্কিম,—

তৃতীয় জা। আমার নাম এখনও বেরুল না, কি সর্ব্বনাশ!—আর কখান আছে ?

পাঁচি। একখান।

তৃতীয় জা। পড় দেখি।

পাঁচি। মৌলভি আব্‌দুল লতিফ।

দ্বিতীয় জা। ও কার?

তৃতীয় জা। ও ত ছোট জামায়ের, সে রাতদিন চস্‌মা চকে দেয় বলে তাকে আমরা আব্‌দুল লতিফ বলি।—পাঁচি, আমি আজ গলায় দড়ী দিয়ে মরব।

অভয়কুমারের প্রবেশ।

অভ। পাঁচি, আমার পাশ বেরিয়েচে?

পাঁচি। তোমার পাশ হারিয়ে গিয়েচে।

অভ। আমি তবে বাড়ীর ভিতর যেতে পাবনা?

পাঁচি। বিবেচনার স্থল।

অভ। তবে আমাকে পায়ে ধরে বাড়ী থেকে আন্‌লি কেন?

দ্বিতীয় জা। সেখানে গর্ভযন্ত্রণা হয় বলে।—আজ্ পাশ পেয়েচি বাবা, আজ এক লাফে লঙ্কা ডিঙ্গাতে পারি,—

হাবার মার প্রবেশ।

হাবা। অভয় কোথায়? তার জন্যে এই লেখন এনিচি।

[অভয়ের গ্রহণ।

পাঁচি। হাতে লেখা পাশ।

দ্বিতীয় জা। কাঠের বেরাল হলে কি হয়, ইঁদুর ধত্তে পারলিই হল।

হাবা। বলে

'নৌকা ডিঙ্গে চাই নে আমি, আজ্ঞে যদি পাই,
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে শ্বশুর বাড়ী যাই।'

দ্বিতীয় জা। হাবার মা, একটা গান কর্।

হাবা। (গীত, রাগ সিন্ধু কাপি, তাল খেমটা।)

মনের মত নাগর যদি পাই,
প্রেমডোরেতে তারে আমার যৌবনে জড়াই,
মেতি আমলা দিয়ে চুলে, সাজিয়ে খোঁপা বকুলফুলে,
মুচকে হেসে, কাছে বসে, দুবেলা তার মন যোগাই।

[নৃত্য।

পাঁচি। তোমরা জলটল খাবে, না কেবল নাচ দেখ্‌বে?

দ্বিতীয় জা। তুমি অগ্রসর হও, আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৎসবৎ ধাবমান হই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—কামিনীর শয়নঘর।

কামিনী এবং হাবার মার প্রবেশ।

কামি। হাবার মা তার গায় ত গন্ধ কচ্চে না? ও যখন বাড়ী থেকে আসে, তখন ওর গায় বোটকা বোট্‌কা গন্ধ হয়।—বাড়ীতে খেতে পায় না, তেল মাখে না, নায় না, কামায় না।

হাবা। তোর আর কথা শুনে বাঁচি নে; আমি দেখিচি, কেমন তেল মেখেচে, চুলগুলো যেন তেলে সাঁতার দিচ্চে।

কামি। তবেই আমার মাতা খেয়েচে; বালিশের ওয়াড়গুলিন মল্লিকে ফুলের মত ধপ্‌ ধপ্‌ কচ্চে, এক দিন শুলেই ক্ষিতি মেথরাণীকে ডাকতে হবে।

হাবা। তুই যে ঠ্যাকারের কথা কস্‌, তাইতে তোর ভাতার রাগ করে যায়।

কামি। রাগ করে গেল, থাকতে ত পাল্লে না, তু করে ডাকতেই ত আবার এয়েচে।

হাবা। রাত অনেক হয়েচে, তুই শো, আমি তারে ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

কামি। (মুকুরের নিকট দাঁড়াইয়া আপন অঙ্গ দর্শন করিতে করিতে)

এ কি বাবার বিবেচনা,
দেশে কি বর মেলেনা;
স্যাওড়া গাছের ফেলে সোণা,
গাঁজার খবর ষোল আনা,
তারি হাতে এই ললনা।

(মুকুরের সমীপস্থ চেয়ারে উপবেশনানন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস)

কেন বা বাঁধিনু চুল কেন মল্লিকার ফুল
ঘিরে দিনু কবরীর গায় ;
মুক্তপুঞ্জ অলকায়, কেন দোলাইনু, হায়!
কেন আল্‌তা দিনু রাঙ্গা পায় ;
কটিতটে চন্দ্রহার, মরি, মরি, কি বাহার।
কিবা হার পয়োধরোপরে ;
ছাঁচি পানে দিয়ে খর, রঞ্জিয়াছি ওষ্ঠাধর ;
মেদিপাতা দিচি পদ্ম করে ;
নীল নেত্র মনোহর, যেন ছুটী ইন্দীবর,
যোগ-ভঙ্গ অপাঙ্গের নাম ;
নবীন-যৌবন-ধন কারে করি বিতরণ,
পরিণেতা পোড়া বাঞ্ছারাম ;
ঘরজামায়ে অন্নদাস, পড়ে গুলি খাচ্চে ঘাস,
বার মাস করে জ্বালাতন ;
এখনি নিকটে বসে, মাতা খাবে দাদ্ ঘসে,
ফাটা পায় ছিঁড়িবে বসন ;
থাকে যবে নিজ ঘরে, স্বহস্তে লাঙ্গল ধরে,
মাতায় বিচালি বাঁধি আনে ;
এমন চাসার কাছে, আমার কি সুখ আছে,
কি আছে কপালে কেবা জানে।

অভয় কুমারের প্রবেশ।

অভ। কামিনি, এখন যে জেগে রয়েচ?

কামি। টেবেলের উপর এক বোতল গোলাপজল আছে, ওটা সব তোমার গায় ঢেলে দাও ; আতর ল্যাভেণ্ডার মুখে রগড়ে রগড়ে মাখ, তার পর আমার কাছে এস।

অভ। আমি তা কর্‌বো না।

কামি। "অন্য অন্য জামাইরা ত করে।

অভ। তারা জামাই-বারিকের জানুবান, তাই করে।—ও কথাগুলিন আমি ভাল বাসি না, ওতে আমার অপমান বোধহয়। কামিনি, তুমি এমন নির্দ্দয় কেন?

[কামিনীর চেয়ার ধারণ।

কামি। (নাক টিপিয়া) ওঁরে মাঁ গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম; কোঁথাঁয় যাঁব, কি কঁর্‌ব, কেমন কঁরে রাঁত্ কাটাব।—গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, ওঁরে মা গঁন্ধে মলুঁম,—

অভয়। (চিৎ হইয়া পড়িয়া চীৎকার শব্দে) বাবা রে, মা রে, মলেম রে, মেরে ফেল্লে রে, কোথায় যাব রে!—

পাঁচি, হাবার মা, এবং পুরমহিলা-চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

হাবা। ওমা! আমি কোথায় যাব, কি হল, অভয় আমার অমন করে পড়ে কেন? গোঁ গোঁ কচ্চে যে।

পাঁচি। ফুলদিদি, কি হয়েছে?

কামি। হবে আবার কি?

বউ। অভয়কুমার, তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন?

অভ। কামিনী আমায় দেখে নাক টিপে নাকি সুরে "ওঁরে মাঁ, গঁন্ধে মলুঁম, কোঁথায় যাঁব" বল্‌তে লাগ্‌ল, আমি ভাবলেম পেত্নী।

বউ। (কামিনীর প্রতি) পোড়ারমুখি, সব বোন গুলিন এক, গন্ধ গন্ধ করে মরেন; ওঁদের গায় পদ্মের গন্ধ, আর ওঁদের ভাতারদের গায় পচা নর্দ্দমার গন্ধ। পোড়ারমুখীরে গন্ধ গন্ধ করে রোজ মিছেমিছি আদ মন গোলাপজল নষ্ট করে।—পাঁচি, দৌড়ে যা, ঠাকুরুণকে বল্‌গে, কোন ভয় নাই, অভয়কুমার ঘুমের ঘোরে ডরিয়ে উঠেছিল।

[পাঁচির প্রস্থান।

হাবা। শুল বা কথন, ঘুমুল বা কথন, এই ত এল।—ভূতের ওজা ডেকে বাছারে একবার ঝাড়িয়ে নাও, বোধ হয় পেত্নীর দৃষ্টি হয়েচে,—

অভ। শুভদৃষ্টির সময় থেকে।

হাবা। ইষ্টদেবতার নাম কর।

বউ। তুমি শীগ্‌গির মর।

[কামিনী এবং অভয়কুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অভ। হাবার মার কথা শুনি, ইষ্টদেবতার নাম করি।

কামি। পোড়ারমুখ, ছোট লোকের রীতির দোষ, অকারণ বউমার কাছে আমাকে লাঞ্ছনা খাওয়ালেন ; বউমাকে আমরা মায়ের মত মান্য করি, তার কাছে আমার এই ঢলাঢলি ; কাল্ সকালে কত ব্যাখ্যানা সইতে হবে, কারো কাছে মুখ দেখাতে পারব না ; দাদা শুনে কি বল্‌বেন, মাই বা কি ভাব্‌বেন।

অভ। তুমিইত এর কারণ।

কামি। আজ তোমারি এক দিন আর আমারি এক দিন, খাটে উঠ্‌বে আর ন-দিদির মত করব,—নাতি মেরে নাবিয়ে দেব।

অভ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বটে এত দূর।

কামি। চক রাঙ্গাচ্চ, মারবে নাকি ?

অভ। গোঁয়ার হলে মাত্তেম ;—(দীর্ঘ নিশ্বাস)—কামিনী, আমি তোমার স্বামী ; কামিনী, আমি জন্মের মত যাই, তোমাকে একটী কথা বলে যাই ; তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখন জল পড়ে নি আজ পড়্‌ল,—

কামি। আমার মাতা খাও, রাগ করো না, খাটে এস।

অভ। এ শরীরে আর না।

[প্রস্থান।

কামি। কত বার অমন রাগ দেখিচি। (খট্টাঙ্গ উপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন এবং ক্ষণকাল পরে খট্টাঙ্গে উপবেশন—দীর্ঘ নিশ্বাস) ঘুম ত হয় না। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমি ত বিষম জ্বালায় পড়্‌লেম,—"আজ পড়্‌ল"—আমিও ত আর রাখতে পারি নে, আমারও "আজ পড়্‌ল"—(রোদন)। "তারা জামাই-বারিকের জাম্বুবান"—"গোঁয়ার হলে মাত্তেম"—"আজ পড়্‌ল"।—ওমা কি করি বুক যে ফেটে যায়।

পাঁচির প্রবেশ।

পাঁচি। কুলদিদি, তুমি এমন সর্ব্বনাশ করেচ, জামাই বাবুকে নাতি মেরেচ ; কর্ত্তার কাছে জামাই বাবু কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন।

কামি। নাতি মেরেচি বলেচে ?

পাঁচি। নাতি মাত্তে চেয়েচ।

কামি। বাবা কি বল্লেন ?

পাঁচি। কর্ত্তামহাশয় গালে মুখে চড়াতে লাগলেন, আর বল্লেন অমন মেয়ের আর মুখ দর্শন করব না,—

কামি। অভয় কোথায় ?

পাঁচি। কর্ত্তামহাশয় কত বল্লেন, তা তিনি শুন্‌লেন না, রাগ করে চলে গিয়েছেন।

কামি। তবে আমাকে একখান খুর এনে দাও, আমি মেজদিদির মত করি,—

পাঁচি। তুমি যাও কোথা?

কামি। মেজদিদির কাছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—পদ্মলোচনের মঠ।

অভয়কুমার এবং পদ্মলোচনের প্রবেশ।

অভ। দাদা, আর ত হাতপুড়িয়ে খেতে পারি নে। তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি কণ্ঠীবদল করি; আর কিছু করুক না করুক ও বেলা দুটো রেঁধে ত দেবে।

পদ্ম। হাত পোড়ান ছলনা, স্ত্রীলোক নইলে থাকৃতে পার না তাই বল। তুমি এমনি মাগ মুকো, আবার পদাঘাত ভোজন কত্তে দেশে যেতে চাও।

অভ। পদাঘাত করে নি, কত্তে চেয়ে ছিল।

পদ্ম। এইবার গেলে হবে।

অভ। আমি ভাবছিলেম আর একটা পরীক্ষা করে দেখি; শশুর বাড়ী যাই, যদি স্নেহ মমতা করে, তবে সংসারধর্ম্ম করি; কখনু কখন তার স্বভাবটা বড় মিষ্টি হয়; কিন্তু দাদা, গ্যাদা মনে হলে সেখানে আর যেতে ইচ্ছা করে না, চিরকাল এইরূপ বাবাজী হয়ে থাকৃতে ইচ্ছে করে।

পদ্ম। আমি ত ভাই, বেশ্ আছি, এক বৎসর বৈষ্ণব হইচি, হাড় গোড়-গুলো যোড়া লেগেচে।

অভ। না দাদা, যেতে আর মন সরে না; আবার যদি পদাঘাতের পালা পড়ে তা হলে হাতেরও যাবে পাতেরও যাবে, আবার কষ্ট করে বৃন্দাবনে

আসতে হবে।—আমার যদি প্রথম স্ত্রী থাকৃত, তা হলে আমি জামাই-বারিকে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ বাটীতে সংসারধর্ম্ম কত্তেম।

পদ্ম। সোজা কথাটা, একটা মেয়ে মানুষ চাই।

অভ। ব্রজবাসিনীদের সন্ধান নিচ্ছিলে।

পদ্ম। যাদের কেলিকদম্বের তলায় দেখেছিলে।

অভ। এমন মনোহর মাধুরী কখন দেখি নাই, যেমন রূপ তেমনি পরিচ্ছদ; স্বভাব যতদূর নরম হতে হয়;—নরম স্বভাব স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ।

পদ্ম। মাধব বৈরাগী বহুকাল বৃন্দাবনে আশ্রয় করে আছেন; তিনি নিতান্ত দৈন্য নন, তাঁর আশ্রমের চারিদিকে ফুলের বাগান, বাগানের প্রান্তভাগে অতিথিশালা, সেখানে নিত্য সদাব্রত। তাঁর পূর্ব্ববাস কলিকাতার দক্ষিণ বারিপুর গ্রাম। তারা তাঁরি মেয়ে।

অভ। চারিটীই?

পদ্ম। বড়টী তাঁর বৈষ্ণবী, ছোট তিনটী তাঁর কন্যা।

অভ। বড় মেয়েটীকে যদি আমায় দেয়, আমি কণ্ঠীবদল করি।

পদ্ম। আমার ইচ্ছা ছোট দুটিকে যোড়া বিয়ে করি, বিয়ে করে বৃন্দাবনে একবার শম্ভুনিশম্ভুর যুদ্ধ দেখি।

অভ। ওদের যে নরম প্রকৃতি, ওরা বোধ করি সতীনের সঙ্গেও ঝকড়া কত্তে পারে না।—এমন নিটোল গোল গঠন কখন দেখি নাই; ওদের গায় গহনা দিলে কি শোভাই হয়।

পদ্ম। মৃণালে সোণার তাগা পরালে যা হয়।

অভ। দাদা, তুমি ওদের বাড়ী গিছিলে?

পদ্ম। গিছিলেম। মাধব বৈরাগী পরম ধার্ম্মিক, অতি মিষ্টস্বভাব; আমায় অতিশয় আদর কল্লেন, আর বল্লেন "বাবাজী, তুমি নূতন বৈষ্ণব, তোমার যখন যে সাহায্য আবশ্যক হয় আমাকে বলো"।

অভ। অমন বাপ না হলে অমন মেয়ে জন্মায়?—মেয়েরা তোমার কাছে এল?

পদ্ম। আমি ত আর এখানে পত্নীদ্বয়ের পদাঘাতাহারী পদ্মলোচন বাবু নই যে তারা ভয় করবে; আমি এখানে বৈষ্ণবচূড়ামণি পদ্ম বাবাজী; তারা নির্ভয়ে আমার কাছে বসে কথা কইতে লাগল।

অভ। দাদা, আমি এক দিন যাব?

পদ্ম। যে দিন ইচ্ছা।

অভ। বড় মেয়েটা কথা কইলে?

পদ্ম। দুটী একটী। বড় মেয়েটী বড় লজ্জাশীলা, ছোট দুটী তত নয়, মাধবের বৈষ্ণবী ত রস-সরোবর, নাক দে মুক দে চক দে কথা কয়।

অভ। তিনি কি এদের মা?

পদ্ম। এদের মা নাই, বৈষ্ণবীর সঙ্গে মাধব সম্প্রতি কণ্ঠীবদল করেচেন।

অভ। দাদা, তুমি বৃন্দাবনে আছ তা কেউ জানে?

পদ্ম। জনপ্রাণী না। আমি দেখ্‌লেম, দু সতীনে আমাকে ছেড়ে পরস্পর কাটাকাটি আরম্ভ কর্‌লে, তাই কারো কিছু না বলে চলে এলেম। তবে বৃন্দাবনে এসে আমার ভাইপোকে একখানি চিটি লিখিচি, কিন্তু তাকে বারণ করে দিইচি আমার বৈষ্ণবাশ্রম কেহ না জান্‌তে পারে।—তোমার কথা কেউ জানে?

অভ। আমার আছে কে তা জান্‌বে?—দাদা, বৈষ্ণবীদের সঙ্গে কণ্ঠীবদ্‌লের কথা হল?

পদ্ম। তারা স্বয়ম্বরা হবে।

অভ। তবে ত আমার আশা নাই।

পদ্ম। তুমি এখন সাধু পুরুষ, এক দোষ ছিল গুলি, তা তুমি বৈষ্ণব হয়ে ছেড়ে দিয়েচ; তোমায় পেলে আর কারো নেবে না।

অভ। তবে দেশের আশা ছেড়ে দিই?

পদ্ম। ভাল করে বিবেচনা করা যাক্।

অভ। আর একবার দেখ্‌লে হত, কিন্তু অনেক কাঠ খড়।—না দাদা, তোমায় পাচিকা এনে দিচ্চি, এই খানেই ভরাভর।

পদ্ম। আমি আহারের যোগাড় দেখি।

অভ। আমি মাধবের আশ্রমে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—মাধব বৈরাগীর আশ্রম।

এক দিকে মাধব অপর দিকে পদ্মলোচনের প্রবেশ।

পদ্ম। দণ্ডবৎ বাবাজি।

মাধ। দণ্ডবৎ বাবাজি।

পদ্ম। বাবাজীর মঙ্গল?

মাধ। রাধাকৃষ্ণের প্রসাদাৎ সকলি মঙ্গল।—বাবাজী বসুন।

পদ্ম। যে আজ্ঞা বাবাজী।

মাধ। ছোট বাবাজীর স্বভাব অতিমিষ্ট, আমার বৈষ্ণবী এবং কন্যা তিনটী তাঁকে অতিশয় ভালবাসে। কণ্ঠিবদলে সকলেরি মত হয়েচে, এখন আপনারা অনুগ্রহ করলেই হয়।

বৈষ্ণবী-চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

পদ্ম। বাবাজি, আপনি বৈষ্ণব-কুলতিলক, বৃন্দাবন-ভূষণ; আপনার সরলস্বভাবা সুশীলা তনয়ার পাণিগ্রহণ করা সাধারণ শ্লাঘা নয়; তবে একটা প্রতিবন্ধকতা ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। কি বাবাজি।

পদ্ম। অভয়কুমারের একটি স্ত্রী ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। তা ত ছোট বাবাজী বলেচেন; তার পায়ের এমনি জোর, ছোট বাবাজীকে এক পদাঘাতে বৃন্দাবনে ছুড়ে ফেলে দিয়েচে—

"দেহি পদ-পল্লবমুদারম্"।

পদ্ম। আপনাদের ছোট বাবাজী অতিশয় স্ত্রৈণ, সেই পদাঘাত-প্রহারিণী প্রমদার কাছে পুনরায় গমন কর্‌বার মনস্থ করেছিলেন; বলেন প্রমদায় উগ্রস্বভাব হক্ কিন্তু তার হৃদয় স্নেহশূন্য ছিল না।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি, তার স্নেহটা পায়ের দিকে অধিক সেধে পা দুটো রয়েছিল।

মাধ। তবে তিনি আমার কন্যার সঙ্গে কণ্ঠিবদলে মত দিলেন কেমন করে?

পদ্ম। সম্পূর্ণ মত দেন নাই; তাঁর মনটা পারাণি নৌকার মত একবার কেশবপুর একবার বৃন্দাবন যাতায়াত কচ্ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। কুঞ্জবনে বাজ্‌লো বাঁশী, ঘরে রয় না মন,
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, রাধা ভেবে উচাটন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। সে স্ত্রীর কাছে যাওয়াই স্থির করেচেন, বাবাজি?

পদ্ম। থাক্‌লে যেতেন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। সে স্ত্রীর কি হয়েচে?

পদ্ম। এই লিপি পাঠ কর; আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের লিপি।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি, অনুমতি করেন ত সমুদায় লিপিখানি পাঠ করি।

পদ্ম। স্বচ্ছন্দে।

প্রথম বৈষ্ণ। (লিপি পাঠ)

"শ্রীচরণাম্বুজেষু

আপনার লিপি প্রাপ্ত হইলাম। জীবন থাকিতে আর গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না, মনস্থ করিয়াছেন। আপনি ভবনমধ্যে যে ভীষণ দর্শন দর্শন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যাগমন কখনই মনোমধ্যে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু খুল্লতাত মহাশয়, অবস্থার পরিবর্তনে স্বভাবের পরিবর্তন হয়; আপনি যদি খুড়ীমাদিগের দুরবস্থা এক্ষণে একবার দর্শন করেন, আপনি দয়ার্দ্রচিত্তে আবাসে আসিয়া বাস করিবেন সন্দেহ নাই। যে ভবনে অহরহ কলহ-কোলাহলে বায়স বসিতে পাইত না, সেই ভবন এক্ষণে শূন্যময়, নীরব,—সূচিকাপতন শব্দ শ্রবণগোচর হয়। সর্ব্বাচ্ছাদক-স্বামি-শোকে স্বপত্নীযুগল বিগ্রহের চিরসন্ধি করিয়া অবিরল-বিগলিত-জলধারাকুললোচনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতেছেন;—শীর্ণ কলেবর, মলিন বসন, দীন নেত্র, আলুলায়িত কেশ। ছোট খুড়ী রন্ধন করিয়া বড় খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন, বড় খুড়ী রন্ধন করিয়া ছোট খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন;—একত্রে উপবেশন, একত্রে শয়ন, একত্রে রোদন; দেখিলে বোধ হয় যেন দুটী স্নেহভরা বিধবা সহোদরা; কেবল "হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে!" বলিয়া বিষাদ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, আর বলিতেছেন "পাপীয়সীর সম্পূর্ণ শাস্তি হইয়াছে, এক্ষণে তুমি বাড়ী এস, আর কলহ শুনিতে পাইবে না"। আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে

যতদূর বুঝিতে পারি, বোধ হয় আপনি যদি ভবনে পুনরাগমন করেন, এক্ষণে আপনি সুখী হইবেন।

অভয় কাকার স্ত্রী অপ্মহত্যা করিয়াছেন। ইতি সেবক

শ্রীনলিনিনাথ রায়।"

বাবাজি ছোট বাবাজী স্ত্রৈণ, না আপনি স্ত্রৈণ, লিপি শুনে আপনার চক্ষে জল কেন?

পদ্ম। লিপি শুনে তোমায় ছোট বাবাজী গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেচেন, দু দিন বিছানা থেকে উঠেন নি। বলেন "আমি তার সেই রাগ রাগ মুখখানি আর দেখ্‌তে পাব না।"—এমনি স্ত্রৈণ, দু দিন খেলে না।

প্রথম বৈষ্ণ। ভাব্‌লেন, পদাঘাতের উপসংহার হল।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। আপনি দেশে যাবেন?

পদ্ম। চিটি পড়ে মনটা কেমন হয়েচে, আর না গিয়ে থাক্‌তে পারি নে। অভয়কুমারকে তোমাদের এখানে রেখে, আমি দেশে যাই।

প্রথম বৈষ্ণ। ছোট বাবাজী ঘরজামায়ে হবেন না কি?

পদ্ম। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।'

মাধ। এক্ষণে আর প্রতিবন্ধকতা নাই?

পদ্ম। কিছুমাত্র না।

মাধ। তবে দিন স্থির করুন।

পদ্ম। কথাবার্ত্তা স্থির হক্।

মাধ। বৈষ্ণব ভিখারীর বিয়েতে কথা আর বার্ত্তা।

প্রথম বৈষ্ণ। দেওয়া থোওয়ার বিষয় বল্‌চেন?

পদ্ম। সেও ত একটা কথা বটে।

প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু।

মাধ। কি বল্‌চ বৈষ্ণবি?

প্রথম বৈষ্ণ। একটা হীরার আংটা দেব।

মাধ। অবশ্য।

প্রথম বৈষ্ণ। আর মেয়েকে আটগাছি সোণার দমদম।

পদ্ম। তোমার মেয়ে, তুমি যা ইচ্ছে তাই দিতে পার।

প্রথম বৈষ্ণ। আপনি কেবল বরাভরণের বিষয়টী শুন্‌তে চান। কলিকাতার মত করবেন না; ছেলে যদি একটু ভাল হয়, রত্নগর্ভা জননী আহ্লাদে

পাত পেতে বস্‌লেন, ঘড়ী দাও, ছড়ী দাও, সাল দাও, ছেলেকে একটী সোণার লেজ গড়িয়ে দাও। এটা অতি নীচ প্রবৃত্তি; মেয়ে যদি চকে লাগ্‌ল, মেয়ের বাপের যেমন সঙ্গতি তেমনি নিয়ে বিয়ে কর।

মাধ। আমি দীন দুঃখী, বরাভরণ কোথায় পাব।

প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু।

মাধ। কি বল্‌চ বৈষ্ণবি?

প্রথম বৈষ্ণ। আপনি ত তামাক খান না, আপনি যদি অনুমতি করেন, মল্লিক বাবুরা আপনাকে যে ফরসিটে দিয়ে গেছেন, সেটা বরাভরণ বলে দিই।

মাধ। বৈষ্ণবীর ইচ্ছে আর কৃষ্ণের ইচ্ছে, আমার তাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছে।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি, আপনারা কিছু দেবেন না?

পদ্ম। ছোট বাবাজী অনেক বরাভরণ পেয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে কিছুই নাই।

প্রথম বৈষ্ণ। থাকৃবের মধ্যে ভৃগুপদ-চিহ্ন।

পদ্ম। একছড়া সোণার গোট আছে তাই দেবেন।

মাধ। অদ্য রাত্রিতে শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করা যাক্।

পদ্ম। আচ্ছা বাবাজি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—পদ্মলোচনের মঠ—অভয়কুমারের শয়নঘর।

পদ্মলোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ।

পদ্ম। ভায়া, তোমার বৈষ্ণবী রান্নাঘর আলোময় করে ফেলেচেন, বাছার কি মধুর স্বভাব! যখন আমাদের পরিবেশন কত্তে লাগ্‌লেন, হাতখানি অন্নপূর্ণার হাতের মত দেখাতে লাগ্‌ল।—'বক্কার মাগ মরে, কমবক্কার ঘোড়া মরে,' তা তোমাতেই ফল্ল।

অভ। আহারটা হল কেমন?

পদ্ম। পরিপাটী।

অভ। বৈষ্ণবীর সেট্ হাও।

পদ্ম। মাধব বৈরাগীর অত বড় আশ্রমের সমুদায় রান্না তোমার বৈষ্ণবীর জিম্মা ছিল।

অভ। দাদা, বৈষ্ণবীকে দিয়ে একদিন পাঁটা রাঁধা যাক্।

পদ্ম। তুমি কোন্ দিন মজাবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মাধব বাবাজীর কন্যা; ওঁয়াকে অমন কথা কখন বলো না; কণ্ঠীবদলের ডাইভোর্স আছে।

অভ। মন জেনে তবে বল্‌ব; আমি এখনো বৈষ্ণবীর সঙ্গে কথা কই নি, তার মুখ দেখি নি।

পদ্ম। তোমার বিছানার যে বড় বাহার, গদির উপর সুচুনি পাতা, বালি-আড়ং;—দানে পেলে না কি?

অভ। তা নইলে আর কোথায় পাব, দাদা।

পদ্ম। আমি প্রস্থান করি. বৈষ্ণবী এখনি তামাক দিতে আস্‌বেন।

[প্রস্থান।

অভ। (স্বগত) লালাবাবুদের মন্দিরের মুহুরিগিরিটে গ্রহণ কত্তে হল, তা নইলে বৈষ্ণবীকে সুখে রাখ্‌তে পার্‌ব না।—বৈষ্ণবী আমার নম্রতার নব-নলিনী; ইচ্ছা প্রকাশ না কত্তে সম্পাদন করেন; সার্থক বৃন্দাবনে এসেছিলাম।

[শয়ন।

সটকায় ফুঁ দিতে দিতে বৈষ্ণবীর প্রবেশ এবং সট্‌কার নল ধীরে ধীরে অভয়কুমারের মুখে দিয়া বিছানায় বসিয়া অভয়কুমারের পদসেবন।

বৈষ্ণবি, তুমি আহার কর গে, আমি নিদ্রা যাই।

[ধূম্রপান।

বৈষ্ণ। যতক্ষণ আপনার নিদ্রা না আসে, আমি ততক্ষণ আপনার পদসেবা করব, আপনার নিদ্রা এলে আমি রান্নাঘরে যাব, হাঁড়ী তুলে এসিচি, হেনশেল পেড়ে এসিচি।

অভ। বৈষ্ণবি, তুমি আহার কর গে, পদসেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নি।

বৈষ্ণ। আমাদের আশ্রমের পুস্তকে পড়িচি, নারায়ণ ভোজন করে শয়ন করলে লক্ষ্মী পদসেবা কত্তেন।

অভ। বৈষ্ণবি, আমি তোমার মধুর বচনে মোহিত হলেম, তুমি মুখ তুলে আমার সঙ্গে কথা কও।

বৈষ্ণ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) না! (অভয়কুমারের চরণযুগল বক্ষে ধারণপূর্ব্বক চুম্বন—বৈষ্ণবীর চক্ষের জল চরণে পতন।)

অভ। বৈষ্ণবি, তুমি কাঁদচ?

বৈষ্ণ। (মুখ তুলিয়া) আমার দুটী বাসনা ছিল।

অভ। বল, আমি প্রাণ দিয়ে সম্পাদন করব।

বৈষ্ণ। এক বাসনা—তোমার পা দুখানি বুকে করে চুম্বন করব, আর এক বাসনা—স্বহস্তে তামাক সেজে এই ফর্‌সিতে তোমাকে খাওয়াব।

অভ। (একদৃষ্টে বৈষ্ণবীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) কেন?

বৈষ্ণ। নাথ, আমি তোমার পাতকিনী কামিনী।

[মূর্চ্ছিতা হইয়া পতন।

অভ। আমার কামিনী,—কামিনীর এই দুরবস্থা—(কামিনীর মস্তক উরুতে ধারণ করিয়া জলপ্রদান) কামিনী, কামিনী।—আমার সেই কামিনী এমন হয়েচে, চেনা যায় না।—কামিনী, কামিনী কথা কও।

বৈষ্ণ। নাথ, আমাকে পাপীয়সী বলে যদি গ্রহণ না কর, আমার আর আক্ষেপ নাই; আমার যা বাসনা ছিল, তা আজ সফল করিচি। আমি আজ দু মাস তোমার অন্বেষণে বেড়াচ্চি;—বাপ মুখ দেখেন না, মা মুখ দেখেন না, দাদা কথা কন না, ভেজেরা গঞ্জনা দেন।—আমি কোথায় যাই, আমার কে আছে।—দেখ্‌লেম, সকল আবদার স্বামীর কাছে।—আমি তোমার অন্বেষণে বেরুলেম।

অভ। কামিনী, তুমি আর কেঁদ না; আমি তোমারি; আমি অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিচি।

বৈষ্ণ। নাথ, আমিই তার মূল—

অভ। কামিনী, তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট করবে জানলে আমি কখন বৃন্দাবনে আস্‌তেম না।

বৈষ্ণ। তোমার জন্যে কষ্ট করব না ত কার জন্যে কষ্ট করব।—সেই পাপ রাত্রিতে তোমার চক্ষে জল দেখ্‌লেম; তুমি বল্লে "আজ্ পড়্‌ল," আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। সেই রেতে আত্মঘাতিনী হচ্ছিলেম, তা পাচি হতে দিলে না। যদি সে রেতে তোমাকে পেতেম, আমি তোমার পা দুখানি জড়িয়ে ধরে রাগ নিবারণ কত্তেম।

অভ। কামিনী, সে রেত্তের কথা তুমি আজও মনে করে রেখেচ ?

বৈষ্ণ। সে রাত্রি আমার কালরাত্রি; স্বামী-হারা হলেম।—সে রাত্রি আমার শুভরাত্রি; স্বামীর মর্ম্ম জানলেম্। (উপবেশনানন্তর অভয়কুমারের হস্ত ধরিয়া) নাথ, আমি কাঙ্গালিনীর বেশে ভিখারিণী বৈষ্ণবী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখখানি দেখ্‌ব বলে কত দেশে গেলেম। আজ আমার পরিশ্রম সফল হল; এখন তুমি পাতকিনীকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে একবার "অভয়" বলে ডাকি।

অভ। কামিনী, তুমি পাপের অধিক প্রায়শ্চিত্ত করেচ। তোমার ক্লেশ দেখে আমি যারপরনাই প্রাণে ব্যথা পাচ্চি; তুমি শান্ত হও, আমি আর তোমার কাছ ছাড়া হব না।

[মুখচুম্বন।

বৈষ্ণ। অভয়, তুমি এই ফরসিটীতে তামাক খেতে ভালবাস্‌তে, আমি তাই উটী বড় যত্ন করে রেখিচি।

অভ। কামিনী, তোমার স্নেহের সীমা নাই।

বৈষ্ণ। অভয়, তুমি ঘরে এসে আপনি তামাক সেজে খেতে, আর আমি খাটগ্যাদারি কোচে বসে থাক্‌তেম। এখন ভাবি, কেন আমি দৌড়ে গিয়ে তোমার হাত থেকে কল্‌কে কেড়ে নিয়ে তামাক সেজে দিতাম না, আর আঁচল দিয়ে তোমার হাতটী মুছিয়ে দিতাম না।—এখন আমি রোজ তোমাকে তামাক সেজে দেব।

অভ। আমি কল্‌কে কেড়ে নেব। কামিনী, তুমি আমার আদরমাখা কামিনী, তোমাকে কি আমি আর কিছু কষ্ট কত্তে দেব।

বৈষ্ণ। অভয়, তোমাকে আমি দেশে নিয়ে যাব, আর এখানে থাক্‌তে দেব না।

অভ। দেশে যাব, কিন্তু জামাই-বারিকে আর যাব না।

বৈষ্ণ। সেখানে যাবে কেন, আমি যে বিষয় পেয়েচি তাই নিয়ে তোমার বাড়ীতে বাস করব; আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এখানেই তোমার পদসেবা করব, বৈষ্ণবীর বেশ আর ত্যাগ করব না।

অভ। বড় বৈষ্ণবীটী কে ?

বৈষ্ণ। ময়রা দিদি।

অভ। মাইরি ?

বৈষ্ণ। ময়রা দিদিই ত আমায় নিয়ে এল, ওর কল্যাণেই ত তোমাকে পেলেম।

অভ। তোমরা বুঝি মাধব বৈরাগীর আশ্রমে এসে উঠেছিলে?

বৈষ্ণ। মাধব বৈরাগী কে বুঝ্‌তে পাচ্চ না?

অভ। না।

বৈষ্ণ। ও যে আমাদের ময়রা বুড়ো।

অভ। বল কি? শালা এমন বৈরাগী সেজেচে কিছুমাত্র চেনা যাচ্চে না।—ছোট বৈষ্ণবী ছুটী?

বৈষ্ণ। ব্রজবালা।

ভবী ময়রাণীর প্রবেশ।

ভবী। ছোট বাবাজি, দণ্ডবৎ।

বৈষ্ণ। পোড়ারমুখী রঙ্গ নিয়েই আছেন।

ভবী। ছোট বাবাজি, দণ্ডবৎ।

অভ। রসে যে খসে পড়্‌চ; শালীকে বৈষ্ণবীর বেশে এমন সুন্দর দেখাচ্চিল।

ভবী। তবু ত আমার কণ্ঠী কণ্ঠে দিলে না।

অভ। তুমি যে শাশুড়ী।

ভবী। বৃন্দাবনের নাড়ী ভুড়ি,
দিদি শাশুড়ী খাশুড়ী,
দেড় কুড়িতে এক কুড়ি,
বড়াই বুড়ী নবীন ছুঁড়ী,
চেনা যায় না বামন শুঁড়ি,
বৈষ্ণব ঠাকুরুণ সাগরী খুড়ী,
খেয়ে বেড়াচ্চেন তপ্ত মুড়ী,
মাগ্‌গি বেলোয়ারির চুড়ী,
কণ্ঠীবদল ঝুড়ি ঝুড়ি।

অভ। ময়রা দিদি, মাধব বৈরাগী তোমার কে?

ভবী। ভেকের ভাতার।

অভ। ভেকের ভাতার কেমন ?

ভবী। হৃদয়-কঠোর কৃষ্ণধন।

অভ। কামিনীর আমি কি ?

ভবী। দাদার মতন ভাতারটী।

[হাস্য।

বৈকু। গোড়ার মুখ, হেসে গেলেন একেবারে।

অভ। ময়রা দিদি, তোমরা এলে কেমন করে ?

ভবী। নাত্‌জামাই,—খুড়ি,—ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ।

বৈকু। আবার রঙ্গ।

ভবী। নাত্‌জামাই, তুমি ত ভাই, সেই রেতে চলে এলে।—সকালে বাবুদের বাড়ী লোক ধরে না; আমি তাড়াতাড়ি কামিনীর ঘরে গেলেম, দেখি কামিনীর এক চক্ষে শত ধারা, কামিনীর সেই অহঙ্কার-প্রফুল্ল মুখখানি এতটুকু হয়ে গেচে। কামিনীর স্নেহের স্রোত অহঙ্কার-পাহাড়ে আট্‌কে ছিল, ক্রমে স্রোত প্রবল হয়ে পাহাড় ভেদ করে বহিতে লাগ্‌লো; কামিনী কারো সঙ্গে কথা কয় না, কেবল আমার গলা ধরে বল্লে "ময়রা দিদি, আমি কলঙ্কিনী হইচি, সতীর সর্ব্বস্বধন স্বামীর অবমাননা করিচি।"—ঐ দেখ, কামিনীর ডাগর চক সাগর হয়ে উঠ্‌ল।—কেন দিদি, আর কাঁদ কেন, যার জন্যে কান্না, তাকে ত পেয়েচ।

বৈকু। ময়রা দিদি, তুমিও যে কাঁদ্‌চ ভাই।

অভ। তার পর ?

ভবী। কামিনী নায় না, খায় না, পরে না, চুল বাঁধে না, কেবল কাঁদে আর বলে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করলেম। পূজার সময় পাঁচ মেয়েতে নতূন কাপড় পরে আমোদ কত্তে লাগুল, কামিনী একাকিনী একখানি ময়লা কাপড় পরে ঘরের মেজেয় বসে কাঁদচেন; আমি কাছে গেলেম, বল্লে "ময়রা দিদি, আমার খাওয়া পরা ঘুচে গেচে, আমার স্বামীর উদ্দেশ নাই।"—ঐ দেখ, কামিনী আবার কাঁদ্‌লে, আমি ভাই, ইতি করি।

বৈকু। বল্‌ না, অভয় শুন্‌তে চাচ্চে।

অভ। তোমরা বেরুলে কবে ?

ভবী। তোমার অনুসন্ধানে দেশ দেশান্তরে লোক গেল, সকলেই নিরাশ হয়ে ফিরে এল; দাওয়ানজী তোমাকে জামালপুরের ষ্টেশনে ধরে ছিলেন, তা

তুমি বল্লে "যে বাড়ীতে স্ত্রী স্বামীকে নাতি মারে, সে বাড়ীতে আমি আর যাব না।" ক্রমশঃ তোমার আশা সকলেই ছেড়ে দিলে, কেবল একজন ছাড়লে না; তোমার নাম আর কিছুতেই রইল না, কেবল কামিনীর হৃদয়ে। কামিনী এক দিন আমাকে বল্লে "অন্য কেউ তাকে আনতে পারবে না, আমি গেলে আন্‌তে পারি, আমি পতির অন্বেষণে যাব স্থির করিচি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।" আমি ময়রা বুড়োর কাছে উপস্থিত হলেম, বল্লেম "ময়রা বুড়ো, তুমি কার?" সে বল্লে "আগে ছিলেম কামিনীর, এখন তোমার।"

বৈষ্ণ। পোড়ার মুখ, মরে যাও।

ভবী। আমি বল্লেম তবে পাত্ দত্ তোল, আমার সঙ্গে তীর্থে যেতে হবে। সে অমনি কাপড় চোপড় পরে মাতায় পাগ্‌ড়ি 'ড'টী হয়ে আমাদের সেত হয়ে চল্ল। দেশে সোরং হল, কামিনী ময়রা বুড়োর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েচে।

অভ। শালার মাতার টাক্ দেখ্‌লে আমাদেরি বেরুতে ইচ্ছে করে।

ভবী। তোমার বাড়ীতে গেলেম, ভোঁ ভাঁ, কেউ কোথাও নাই। সেখানে এক নূতন বিপদ উপস্থিত;—তোমার সেই ভাঙ্গা ঘরের মেজের পড়ে কামিনীর আছ্‌ড়াপিছ্‌ড়ি করে কান্না; বলে "এতাদন সোণার খাঁচায় ছিলেম আজ আমি নিজ বাড়ীতে এলেম, এই ভাঙ্গা ঘর আমার সোণার অট্টালিকা; ময়রা দিদি, তুই যা, আমি এই ভিটের পড়ে থাকি, অভয় শুন্‌লে আমাকে গ্রহণ কর্‌বে।"

অভ। ময়রা দিদি, এ বারে আমি কাঁদ্‌লেম; কামিনী আমার জন্যে এত কষ্ট করেচেন।

ভবী। তার পর ভাই আমি কল কৌশলে পদ্ম বাবাজীর ভাইপোর কাছে জান্‌লেম তুমি বৃন্দাবনে পদ্মবাবাজীর মঠে আছ। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন' মনচোরার অনুসন্ধানে বিনোদিনীকে সঙ্গে লয়ে বাহু দোলাতে দোলাতে বৃন্দাবনে এলেম। তার পরে কেলিকদম্বলতায় বনমালীর প্রথম দর্শন; পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ পদাঘাত-স্মরণ; বিনোদিনীর বৈষ্ণবীর বেশ; মাধব বৈরাগীর আশ্রম; স্বস্তি সকলমঙ্গলালয়; লগ্নপত্র; কণ্ঠী বদল; মিলন। ইতি পতি উদ্ধার পালা শেষ।

অভ। রাম কল্লেন সীতা উদ্ধার, কামিনী কল্লেন পতি উদ্ধার।

বৈষ্ণ। ময়রা দিদি আমার প্রধান সহায়, ওরে এক ছড়া মুক্তার মালা দেব।

ভবী। তোর ভাতারের গলায় দে, সাজ্‌বে ভাল।—কামিনী, তোর মুখে আজ্‌ হাসি দেখে আমার প্রাণ জুড়াল।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

অভ। পদ্মবাবু আস্‌চেন।

পদ্মলোচনের প্রবেশ।

পদ্ম। তোমার শ্বশুর এসেচেন।

অভ। মাধব বৈরাগী?

পদ্ম। বিজয়বল্লভ।

অভ। কোথায় আছেন?

পদ্ম। মাধব বৈরাগীর সঙ্গে এখানে আস্‌চেন।—মিন্‌ষে "কামিনী কামিনী" বলে মাধবের গলা ধরে কাঁদ্‌চে; কামিনী পতি উদ্ধার করেচে শুনে আনন্দের সীমা নাই, মাধবকে ষোল ভরির সোণার হার পারিতোষিক দিয়েচেন।

ভবী। রক্তের টান, রাগ করে কি থাক্‌তে পারেন, ছুটে বেরিয়েচেন।

পদ্ম। উনি কে, আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরুণ না?

ভবী। দণ্ডবৎ বাবাজি।

অভ। উনি আমার দাদা হন।

ভবী। নাত্‌জামায়ের ভাই,
শালা বল্লে ক্ষতি নাই।

পদ্ম। ময়রা দিদি, সব কল্লে ঘটক বিদায় কল্লে না।

ভবী। ঘটক বিদায় দেব।

পদ্ম। কি?

ভবী। ছোট মেগের হাতে রূপ-বাঁধান শতমুখী।

পদ্ম। তাদের আর সে ভাব নাই।—এঁরা আসচেন।

ভবী। আমি যাই।

[প্রস্থান।

পদ্ম। ভায়া, আমি তোমাদের সঙ্গে দেশে যাব।

অভ। তোমাকে কি আমি রেখে যাই।

বিজয় বল্লভ, মাধব বৈরাগী এবং কামিনীর প্রবেশ।

বিজ। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) বাবা অভয়, তুমি আমার কামিনীকে ক্ষমা কল্লে ত?

অভ। মহাশয়, কামিনী সাবিত্রী অপেক্ষাও সাধ্বী, কামিনীকে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিচি।

বিজ। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, দেশে চল।

মাধ। এখন আমার আশ্রমে চলুন।

বিজ। তোমার আশ্রমে আজ্ মোচ্ছব।

সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন)

কমলে-কামিনী

নাটক ৷

Dun. Dismay'd not this our Captains, Macbeth and Banquo?
Sold. Yes: as sparrows, eagles; or the hare, the lion.

Macbeth.

বিদ্যা-দয়া-দাক্ষিণ্য-দেশানুরাগাদি বিবিধ গুণরত্ন-মণ্ডিত
পণ্ডিতমণ্ডলী-সমাদরতৎপর

রাজশ্রী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর

সজ্জন পালকেষু।

রাজন্!

আপনকার সরলতাপূর্ণ মুখচন্দ্রমা অবলোকন করিলে অন্তঃকরণে স্বতঃই একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়। আপনি ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া কি এ ভাবের আবির্ভাব? না, আপনকার তুল্য বা অধিকতর অনেক ঐশ্বর্য্যশালীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়াছি কিন্তু তদ্দর্শনে তাদৃশ ভাবের আবির্ভাব হয় নাই। আপনি বিদ্যানুরক্ত বলিয়া কি এ ভাবের আবির্ভাব? তাহাও নয়, ভবাদৃশ বহুতর বিদ্যানুরক্ত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছি কিন্তু এতাদৃশ অপূর্ব্ব ভাব আবির্ভূত হয় নাই। ভবদীয় একমাত্র অকৃত্রিম আমায়িকতাই এ অপূর্ব্ব ভাবের নিদানভূত। আর একটী কারণ অনুভূত হয়; সেটিও ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কমলা ও বীণাপাণি পরস্পর চিরবিরোধিনী; আপনি সেই চিরবিরোধিনী সহোদরা দ্বিতীয়ের অবিরোধ সম্পাদন করিয়াছেন। "কমলে কামিনী" অপরের যেমন হউক, আমার বিলক্ষণ আদরের পাত্রী। আপনাকে "কমলেকামিনী" উপহার দেওয়া মদীয় আন্তরিক অপূর্ব্বভাবের পরিচয় প্রদান মাত্র, ইতি।

স্নেহাভিলাষী—
দীনবন্ধু মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রাজা ... ... মণিপুরের রাজা।
বীরভূষণ ... ... ব্রহ্মদেশের রাজা
সমরকেতু ... ... মণিপুরের সেনাপতি
শিখণ্ডিবাহন ... ... ঐ সহকারী ঐ।
শশাঙ্কশেখর ... ... ঐ মন্ত্রী।
সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম ... ... ঐ সভাপণ্ডিত।
মকরকেতন ... ... ঐ যুবরাজ।
বক্কেশ্বর ... ... মকরকেতন-বয়স্ত।

ব্রহ্মদেশের সেনাপতি, পারিষদগণ, অমাত্যগণ, বয়স্তগণ, বাদ্যকরগণ,
সৈনিকগণ, ইত্যাদি

স্ত্রীগণ।

গান্ধারী ... ... মণিপুরের রাজার মহিষী।
বিষ্ণুপ্রিয়া ... ... ব্রহ্মরাজার জ্যেষ্ঠা ঐ।
সুশীলা ... সমরকেতুর কন্যা এবং মকরকেতনের স্ত্রী।
রণকল্যাণী ... ... ব্রহ্মরাজার কন্যা।
সুরবালা
নীরদকেশী } ... ... রণকল্যাণীর সখীদ্বয়।
ত্রিপুরা ঠাকুরাণী ... ... শিখণ্ডীবাহনের মাতা।
পুরস্ত্রীগণ, বালিকাগণ ইত্যাদি।

কমলে কামিনী।

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মণিপুর, রাজসভা।

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহন, বক্কেশ্বর, পারিষদ্‌বর্গ আসীন, সৈনিকগণ দণ্ডায়মান।

রাজা। নিপাত হবার অগ্রেই পিপীলিকার পালখ্ উঠে। ব্রহ্মদেশাধিপতি মনে করেছেন আমি জীবিত থাক্‌তে তাঁর অপদার্থ শ্যালক কাছাড়ে রাজত্ব করবে। মহারাজ গোবিন্দ সিংহের বংশ কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্রমাবৎ ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হলে কাছাড়ের সিংহাসন আমাকেই অর্শে, কিন্তু বিরোধ উপস্থিত হবার আশঙ্কায়, আমার নিজ বংশের কাহাকেও কাছাড় রাজ্যের রাজা হতে দিলাম না, রাজা মনোনীত কর্‌বের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রজাদিগের প্রতি অর্পণ করলাম।

শশা। কাছাড়ের যাবতীয় লোক, জমিদার, তালুকদার, সদাগর, কৃষক, রাজকর্ম্মচারী, সর্ব্ববাদি সম্মত হয়ে অতি উপযুক্ত পাত্র স্থির করেছিল—ভীমপরাক্রম ভীমের ন্যায় বিক্রম, ধনঞ্জয়ের ন্যায় রণপাণ্ডিত্য, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যপরায়ণতা, নারায়ণের ন্যায় বুদ্ধি—

সর্ব্বে। মহারাজ! শিখণ্ডিবাহন যখন রণসজ্জায় তুরঙ্গমে আরোহণ করে, আমাদের বোধ হয় ত্রিদিবেশ্বরের সেনাপতি কার্ত্তিকেয় অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। জগদম্বা মঙ্গল করবেন, মহারাজ ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করেছেন, বিজয় স্বতই মহারাজকে আশ্রয় করবে—

জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥

রাজা। প্রজাদিগের আবেদন পত্র আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করে রাজনীতি অনুসারে ব্রহ্মদেশাধিপতির সম্মতির নিমিত্ত ব্রহ্মরাজধানীতে প্রেরণ করলাম। ব্রহ্মরাজ অহঙ্কারে উন্মত্ত, মহিষীর ক্রীতকিঙ্কর, দূরদর্শিতাশূন্য, আমার লিপির উত্তর দিলেন না, উত্তরের পরিবর্ত্তে দূতের হস্তে একটী মৃত মূষিক-শাবক প্রেরণ করলেন! ব্রহ্মনরপতি অস্মদাদিকে মূষিক শাবকবৎ বিনাশ করবেন। নিজ রাজধানীতে সিংহাসনে উপবেশন করে প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বী-পতিকে মূষিক বিবেচনা করা সহজ বটে, কিন্তু তিনি যদি একবার যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণমূর্ত্তি হৃদয়ে চিত্রিত করতেন—সহস্র সহস্র সৈনিকের তরবারি ঝঙ্কার, অশ্ববৃন্দের নাসিকাধ্বনি, রণোন্মত্ত কুঞ্জরনিকরের বৃংহিত শব্দ, প্রজ্জলিত পটমণ্ডপ, উৎসাহিত সৈনিকের মার্ মার্, ত্রাসিত সৈনিকের হাহাকার, পিপাসান্বিত সৈনিকের দে জল, বিনাশিত সৈনিকের দেহরাশি, শোণিতস্রোত, কুক্কুর শৃগালের কোলাহল, ধূলাধূমে গগনাচ্ছাদিত—তিনি যদি একবার আলোচনা করে দেখ্‌তেন সমরে সংশয় আছে, বিজয়ের কিছুই স্থিরতা নাই—তিনি যদি একবার অনুধাবন করতেন সমুদ্র-কূল-বালুকা-সন্নিভ অগণনীয় সৈন্যসামন্তশালী অমিততেজা দিগ্বিজয়ী দশাননও সমরে সবংশে ধ্বংশ হয়েছিল—তিনি যদি একবার চিন্তা করে দেখ্‌তেন ভারতবর্ষীয় ভূপতি সমুদায়, প্রকৃতি প্রদত্ত কবচকুণ্ডলবিভূষিত বীরকুল-কেশরী কর্ণ, অজাতশত্রু অর্জ্জুনের শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য, মন্দাকিনীনন্দন গভীর ধীশক্তি-সম্পন্ন ভীষ্ম সহায় সত্বেও সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রীয়কুল সমূলে নির্ম্মূল হয়েছিল—তিনি যদি মণিপুরযুদ্ধে পূর্ব্বতন ব্রহ্মাধিপতির দুর্দ্দশা একবার মনোমধ্যে স্থান দিতেন, তা হলে কখনই এমত অর্ব্বাচীনের ন্যায় উত্তর দিতেন না, এমত রাজনীতি-বিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না, এমত অধর্ম্মাচরণে পাগলের ন্যায় প্রবৃত্ত হইতেন না। ব্রহ্মাধিপতি কূপমণ্ডুক, কূপে বসে আপনাকে শত্রুহীন সম্রাট বিবেচনা করচেন, বহির্গত হলেই জান্‌তে

পার্‌বেন তাঁর শমনস্বরূপ আশীবিষ আছে—ব্রহ্মাধিপতি বিবরের শৃগাল, বিবরে বসে আপনাকে সর্ব্বাধিপতি বিবেচনা কর্‌চেন, বহির্গত হলেই জান্‌তে পার্‌বেন তাঁর নিপাত সাধক মহিষ আছে, মাতঙ্গ আছে, শার্দ্দূল আছে, সিংহ আছে। কুসুম কাননে মহিষীর ভুজলতাস্পর্শসুখানুভবে জ্ঞানশূন্য হয়ে রাজ্ঞীর আজ্ঞায় রাজ্ঞীর ভ্রাতাকে কাছাড় রাজত্বে অভিষেক করেছেন। নবীনা মহিষীর ভুজবল্লী কোমল, কিন্তু মণিপুর সেনার করালকরবাল কঠিন। দুরাত্মাকে আর আস্পর্দ্ধা দেওয়া উচিত নয়, এই দণ্ডে দুরাত্মার দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য।

শশা। মহারাজ! পাঁচ বৎসর থেকে সেনাপতি সমরকেতু আমায় ব'লে আস্‌চেন অচিরাৎ ব্রহ্মাধিপতির সহিত আমাদিগের সমর উপস্থিত হবে। আমরা সেই অবধি সমরোপযোগী আয়োজন করে আস্‌চি। পদাতিক, অশ্ব-সেনা, শস্ত্র পুঞ্জ, শিবির, বাহক আমাদের সকলই প্রস্তুত, যদি যুদ্ধ করাই স্থির সঙ্কল্প হয়, তবে আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রহ্মদেশ পরাজয় কর্‌তে পারি।

সম। মন্ত্রিবর আর "যদি" শব্দ প্রয়োগ কর্‌বেন না, যখন ব্রহ্মাধিপতি মহারাজের লিপির অবমাননা করেছেন, যখন ব্রহ্মাধিপতি দূতের হস্তে মৃত মূষিক শাবক প্রেরণ করেছেন, তখন যুদ্ধের আর বাকি কি? সমরানল সম্যক প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, বাকির মধ্যে আমার রণক্ষেত্রে গমন করে ব্রহ্মভূপতির মুণ্ডটী মহারাজের পদপ্রান্তে বিক্ষিপ্ত করা। ব্রহ্মমহীপতির মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ না হবে, নতুবা তিনি কোন্ সাহসে মণিপুর মহীশ্বরের সহিত যুদ্ধ কর্‌তে উদ্যত হলেন। কি দুরাশা! কি অসহনীয় আস্পর্দ্ধা! কি ভয়ঙ্কর অপরিণামদর্শিতা! আমাদিগকে মূষিক শাবকবৎ বিনাশ কর্‌বেন! আমার হস্তস্থিত কৃপাণ দেখুন, এই কৃপাণের কল্যাণে আমি শত শত শত্রু নিহত করেছি, এই কৃপাণের কল্যাণে আমি নাগা পর্ব্বত কাছাড় রাজ্য হইতে মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত করেছি, এই কৃপাণের কল্যাণে জয়ন্তী পর্ব্বতাধীশ্বরের সীমা বিস্তীর্ণ লালসা নিবারণ করেছি, এই কৃপাণের কল্যাণে শ্রীহট্ট নরপতি সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, এই কৃপাণের কল্যাণে ত্রিপুরাধিপতি লুসাই পর্ব্বতে আর হস্তি ধারণ খেদা প্রস্তুত করেন না, এই কৃপাণের কল্যাণে বন্যজন্তুতুল্য লুসাইদিগের আক্রমণ রহিত করেছি—এই কৃপাণ হস্তে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি ব্রহ্ম-সেনার শোনিতস্রোতে পদপ্রক্ষালন করিব, প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হয় কৃপাণ ভগ্ন করিয়া মেয়েদের ব্যবহারের নিমিত্ত সূচিকা নির্ম্মাণ করে দেব। মহারাজ!

রণসজ্জায় সজ্জীভূত হউন, সহসা জিগীষা ফলবতী হবে। রণে শিখণ্ডিবাহন সহায় থাকলে আমি পৃথিবীস্থ কোন রাজাকে শঙ্কা করি না।

সর্ব্বে। ব্রহ্মদেশাধিপতির পদাতিক সংখ্যা অধিক, কিন্তু মহারাজের পদাতিকের ন্যায় সুশিক্ষিত নয়, তথাপি সংখ্যাধিক্য আশঙ্কার কারণ বটে। সেনাপতি সমর-কেতু কৌশলে অল্পতা পূরণ করবেন। মণিপুর অশ্বসেনা ভুবনবিখ্যাত, সংখ্যাও অধিক, কিন্তু অশ্বসেনা দ্বারা জয়লাভের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা করা যেতে পারে না, আমার বিবেচনায় নাগা পর্ব্বত হতে বিংশতি সহস্র নাগা সৈন্য আনয়ন করা আবশ্যক—জনবল বড় বল—

শিখ। সিংহরাজ কি শৃগাল শ্রেণী দেখে ম্রিয়মান হয়? শার্দ্দূল কি গড্ডলিকার সংখ্যাধিক্য দর্শনে সঙ্কুচিত হয়? খগপতি কি নাগকুলের সংখ্যা-বলে ভীত হয়? মণিপুরের এক একটি সৈনিক ব্রহ্মদেশের এক এক শত সৈনিকের সমকক্ষ, সুতরাং ব্রহ্মনরপতির সেনার সংখ্যাধিক্য কোন প্রকারেই আমাদের আশঙ্কায় কারণ হতে পারে না। কৌশলনিপুণ সেনাপতি সমরকেতু এবং দূরদর্শী সচিব শশাঙ্কশেখর পাঁচ বৎসর অবধি যে সমরায়োজন করেছেন তাতে একটি কেন দ্বাদশটি ব্রহ্মাধিপতি নিপাত হতে পারে, অতএব ব্রহ্মদেশের সৈন্যাধিক্যে ভীত হওয়া নিতান্ত ভীরুতার কার্য্য। সৈন্যাধ্যক্ষ সমরকেতু যদি বিংশতি সহস্র রণদক্ষ পদাতিক লয়ে রণ স্থলে উপস্থিত হন আর আমি যদি দশ সহস্র অশ্বসেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার সহায়তা করি, অব্যাজে ব্রহ্মাধিপতির অকর্ম্মণ্য গড্ডলিকা প্রবাহ ঐরাবতী প্রবাহে নিমগ্ন হবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সভাপণ্ডিত মহাশয়ের সদুপদেশ আমার শিরো-ধার্য্য। নাগাসৈন্য সংগ্রহ করা অপরামর্শ নহে। কিন্তু এটি যেন মহারাজের এবং সভাসদ্‌বর্গের প্রতীতি থাকে আমি "অধিকন্তুনদোষায়" বিবেচনায় নাগা সৈন্য সংগ্রহ অনুমোদন করচি, কিন্তু ব্রহ্মভূপতির সেনা সংখ্যার অধিকতা আশঙ্কা বশতঃ নয়। আমি মুক্ত কণ্ঠে অবিচলিত চিত্তে বলিতেছি, ব্রহ্মমহী-পতির অপরিমেয় পদাতিক সংখ্যায় অমিততেজা অজাতশত্রু মণিপুরেশ্বরের অণুমাত্র আশঙ্কা নাই। যদি ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের সংখ্যাধিক্যে আশঙ্কা করার আবশ্যকতা হয়, তবে এই মাত্র আশঙ্কা করুন কাছাড় যুদ্ধে ব্রহ্মাধিপতির সৈনিক সংখ্যা অধিক বলিয়া ব্রহ্মদেশের বহু সংখ্য বামাঙ্গিনী বিধবা হবে। শুনিলাম মহিষীর মনোরঞ্জনের জন্য স্ত্রৈণ ব্রহ্মভূপ আপনার শালাকে কাছাড়ের রাজা করেছেন, শুনিলাম বর্ম্মার অপকৃষ্ট সেনাপতির পরামর্শে আমাদের

দূতের হস্তে মৃত মূষিক শাবক প্রেরিত হয়েছে। আমার এই তরবারি দেখুন; এই তরবারি সেনাপতি সমরকেতু আমার শাস্ত্র-বিদ্যার নিপুণতার পুরস্কার স্বরূপ অপত্যস্নেহ সহকারে আমায় দান করেছেন; বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় যেমন ভবানীপতির প্রদত্ত পাশুপত অস্ত্রকে পূজা করিতেন, আমি তেমনি আমার গুরুদেব প্রদত্ত এই তরবারির পূজা করিয়া থাকি; এই আরাধ্য তরবারির আশীর্ব্বাদে "ত্রাস" শব্দ আমার অভিধান হইতে উচ্ছেদ হয়েছে; এই তরবারি হস্তে করে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রণস্থলে শালা রাজার মস্তক ছেদন করে মহিষীর মনোরঞ্জনের ব্যাঘাত জন্মাইব, এবং পাপমতি সেনাপতিকে সমরে পরাজিত করে মণিপুরেশ্বরের শিবিরে জীবিত আনয়ন করিব, এবং সকলের সমক্ষে মৃত মূষিক শাবকটি তার দন্ত দ্বারা কাটাইয়া লইব। আমি যদি বভ্রুবাহনের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি, আমি যদি সেনাপতি সমরকেতুর সুশিক্ষিত ছাত্র হই, আমি যদি মণিপুর-মহীশ্বরের কৃতজ্ঞ সহকারী সেনাপতি হই, আমর এই দাম্ভিক প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পরিপালন করিব। প্রতিজ্ঞা পরিপালন করিতে না পারি, আমার এই পূজনীয় তরবারি খানি আমূল বক্ষোমধ্যে প্রবিষ্ট করে আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনে জলাঞ্জলি দিব। হে রাজ্যেশ্বর! বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই, রণবাদ্য সহকারে সমরক্ষেত্রে শুভ যাত্রা করিবার অনুমতি প্রদান করুন্, ব্রহ্মাধিপতি অচিরাৎ শমন সদনে গমন করবেন।

রাজ। শিখণ্ডিবাহন তুমি চিরজীবি হও, তোমার আশ্বাস বাক্যে আমার আশা শত গুণে প্রজ্জলিত হল, তোমার সাহসে আমি সাতিশয় উৎসাহিত হলেম। মণিপুর রাজবংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতি হার যদি অন্দর হইতে অপহৃত না হইত—(দীর্ঘ নিশ্বাস,) আমি আজ সেই গজমতি মালা তোমার গলায় দিয়ে আমি যে তোমাকে পুত্র অপেক্ষাও স্নেহ করি তাহা প্রমাণ করিতাম। আমি সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করচি কাছাড়ের সিংহাসনে তোমায় অধিবেশন করাইব, হিড়িম্বা দেশাধিপতির রাজ-মুকুট তোমার সুরেশ-সুলভ-শিরে সুশোভিত হবে। আমার আর কিছুমাত্র বক্তব্য নাই—একমাত্র জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্ববাদিসম্মত?

সকলে। সর্ব্ববাদিসম্মত।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মণিপুর, মরককেতনের কেলিগৃহ।

মরককেতন, শিখণ্ডিবাহন, বকেশ্বর এবং বয়স্যগণের প্রবেশ।

শিখ। ব্রহ্মদেশাধিপতির বিবেচনায় আমরা এতই দুর্ব্বল যে তিনি সপরিবারে কাছাড় রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন। মহিলা সমভিব্যাহারে সমর করিতে গেলে অনেক ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।

মক। না দাদা, আমার বিবেচনায় মহিলা সঙ্গে থাকলে সমরে দুন বল হয়। সীমন্তিনী সর্ব্বমঙ্গলা, সীমন্তিনী শক্তি, সীমন্তিনী উৎসাহের গোড়া—

বকে। বীরপুরুষের ঘোড়া।

মক। বকেশ্বর অশ্ববিদ্যায় অদ্বিতীয়।

বকে। অদ্বিতীয় হতেম্ কি না বুঝতে পাত্তেন, যদি ধরে বসবের কিছু থাকৃত।

শিখ। কোথায়?

বক্কে। ঘোড়ার পিটে।

মক। তাই বুঝি ঘোড়া চড়া ছেড়ে দিলে।

বকে। কাজে কাজেই—আমি সেনাপতি সমরকেতুকে বল্লাম মহাশয় যদি আমাকে অশ্বসেনাভুক্ত করতে ইচ্ছা হয় তবে অশ্বের পৃষ্ঠদেশে এমন একটা কিছু স্থাপন করুন্ যাহা ছুটিবার সময় দুই হাত দিয়ে ধরা যায়।

শিখ। কেন জিন আছে, রেকাব আছে, লাগাম আছে, এতে কি তোমার মন উঠে না?

বক্কে। না।

মক। তবে তুমি চাও কি?

বক্কে। গোঁজ।

মক। তা বুঝি সেনাপতি দিলেন না?

বক্কে। সেনাপতি বল্লেন এক জনের জন্য গোঁজের সৃষ্টি করা যেতে পারে না; সেনাপতি মহাশয়ের সেটা ভুল, কারণ আমার মত একজন একটা কটক। সে সময় যদি গোঁজের সৃষ্টি করতেন আজ আমি কত কাজে লাগ্‌তেম, তিনি রণস্থলে আর একটি শিখণ্ডিবাহন পেতেন।

মক। ঘোড়া থেকে কতবার পড়েছ?

বক্কে। যতবার চড়িছি। আমার হাড় গুল বেয়াড়া পলকা, এক এক বার পড়িছি আর এক এক খান হাড় পাকাটির মত মট্ মট্ করে ভেঙ্গে গিয়েছে। শাল ঘরে হাড়ের ভাণ্ডার আছে সেই গিয়ে ঘোড়া চড়ুক্।

প্র, বয়। কাছাড় যুদ্ধে যাবে ত?

বক্কে। বর্ম্মার রাজা সপরিবারে এসেছেন বলে আমাদের মহারাজও সপরিবারে গমন কর্বেন স্থির করেছেন, স্তুতরাং আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে কারণ আমি না গেলে পুরস্ত্রীদিগের শিবির রক্ষা কর্বে কে?

প্র, বয়। তুমি মেয়েদের শিবিরেই থাক্‌বে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে সাহস হবে না।

বক্কে। আমার আবার সাহস হবে না—অমি কি কম পাত্র? আমি কি সামান্য যোদ্ধা? আমি নিজে লড়াক্, লড়াকের বংশে জন্ম। যে দিন শুন্‌লেম বর্ম্মার রাজার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে সেই দিন থেকে আমি অহোরাত্র রণ-সজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে আছি, রণসজ্জায় ভ্রমণ করি, রণসজ্জায় আহার করি, রণসজ্জায় নিদ্রা যাই। যখন শুন্‌লেম ব্রহ্মাধিপতি আমাদের লিপি অমান্য করেছেন, তখন আমার নাকের ছিদ্রদ্বয় দিয়া বজ্রাগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগ্‌ল, আমার নয়ন-কোণে আকাশ-বিহারী ধূমকেতুর আবির্ভাব হইতে লাগ্‌ল, আমার দন্ত কড়মড়িতে বন্ধ্যাঙ্গনার গর্ভ-সঞ্চার হইয়া সেই দণ্ডেই গর্ভপাত হইতে লাগ্‌ল। যখন শুন্‌লেম ব্রহ্মাধিপতি শালাবাবুকে কাছাড়াধিপতি করে-ছেন তখন আমার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইতে লাগ্‌ল এবং ইচ্ছা হইল এই দণ্ডে একটা ভাইওয়ালা যুবতীর পাণিগ্রহণ করে শালাবাবাজির মস্তকটা হস্তদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলি। যখন শুন্‌লেম বর্ম্মার সেনাপতি আমাদের দূতের হাতে একটা মরা ইঁছুরের বাচ্চা পাঠিয়েছে তখন আমার কেশদাম সেজারুর কাঁটার মত দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল এবং আপাততঃ যথাকথঞ্চিৎ বৈরনির্যাতন হেতু কদলী বনে গমন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ কুঠার দ্বারা একটী কদলী বৃক্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিলাম। আমার হস্তে এই যে দীর্ঘ-কায় অসিলতা দেখ্‌তেছেন এখানি যুবরাজ মকরকেতন আমার কলার-দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ আমাকে দান করেছেন। এই অসিলতার মহিমায় আমি মদকালয়ে বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করি; এই অসিলতার মহিমায় গোপাঙ্গ-নারা আমায় উদর পরিমাণ ঘোল দান করে; এই অসিলতার মহিমায় পুর-মহিলারা আমাকে ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি এবং রাধাসরোবর-রসমাধুরী খাওয়া-ইতে বড় ভাল বাসেন। এই অসিলতা হস্তে করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি

রণস্থলে শালাবাবুর কেশাকর্ষণ করে বলিব হে শ্যালককুলতিলক! তুমি রাণী আবাগীর আনুকুল্যে রাজত্ব গ্রহণ করিও না, কারণ তা হলে রাণীর সহিত তোমার সম্পর্ক ফিরে যাবে, যে হেতু শাস্ত্রের বচন এই "স্ত্রীভাগ্যে ধন আর স্বামীভাগ্যে পুত্র"। এই অসিলতা হস্তে করিয়া আমি আরো প্রতিজ্ঞা করিতেছি সেই ব্রহ্মদেশীয় পামর সেনাপতিকে রণে পরাজিত করে তার প্রেরিত মরা ইঁদুরের বাচ্চাটি তার নাসিকায় নোলক ঝুলাইয়া দিব। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারি অসিলতা খানি মড়াৎ করে ভেঙ্গে ফেলে পাঁচী ধোপানীর চরকায় টেকো গড়াইয়া দিব।

মক। বাহবা বকেশ্বর বেস্ প্রতিজ্ঞা করেছ, কে বলে বকেশ্বরের বীরত্ব নাই। আমি বকেশ্বরকে সহস্র সৈনিকের সৈন্যাধ্যক্ষ করে সমভিব্যাহারে লব।

বকে। সে দিন আমি রাজসভায় ছিলেম, বীর পুরুষদের গাম্ভীর্য্য দেখে আমার মুখে রা ছিল না।

শিখ। দেখ মকরকেতন, ব্রহ্মাধিপতি অকারণ আমাদিগের যে অবমাননা করেছেন তাহাতে বকেশ্বর যে মনের ভাব প্রকাশ কল্যে আমাদের সকলেরই মনের ভাব ঐ। বকেশ্বরের প্রতিজ্ঞা সফল করে দিতে পারি তবেই আমার অস্ত্র ধরা সার্থক।

দ্বি, বয়। যুদ্ধ যাত্রার আর বাকি কি?

শিখ। সকল প্রস্তুত, যাত্রা করলেই হয়।

মক। তোমরা লক্ষ্মীপুর পৌঁছিলে তবে আমি যাত্রা করব।

শিখ। সে বারাঙ্গনাটা যেন তোমার সঙ্গে না যায়।

মক। দাদা আমি যাকে স্ত্রী বলিয়া গণ্য করি তুমি তাকে বারাঙ্গনা বল? শৈবলিনীকে আমি বিবাহ করি নাই বটে কিন্তু আমার মনের সহিত তার মনের পরিণয় হয়েছে, সে আমায় বেড়ে সাত পাক ফিরে নাই বটে, কিন্তু তার মন আমারই মনকে বারায় পেঁচে বেষ্টন করেছে।

শিখ। তুমি কি পাগলের মত প্রলাপ বকুতে লাগ্‌লে—তুমি যখন সেনাপতি সমরকেতুর ধর্ম্মশীলা কন্যা সুশীলাকে সহধর্ম্মিণী বলে গ্রহণ করেছ, তুমি যখন সুশীলার সহিত দাম্পত্য-সুখে এতকাল যাপন করেছ, তুমি যখন সুশীলার গর্ভে অমন নয়ন-নন্দন নন্দন উৎপাদন করেছ, তখন তোমাতে আর কাহারও অধিকার নাই। যদি অন্য কোন মহিলা তোমাকে গ্রহণ করে, সে পিশাচী আর তুমি যদি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হও তুমি কাপুরুষ।

মক। আমি শৈবলিনী ভিন্ন অন্য কামিনীর মুখ দেখি না।

বক্কে। কেবল শৈবলিনীকে রাখ্‌বের আগে এক পোন, আর রাখার পর দেড় দিচ্ছে।

মক। বক্কেশ্বর বুঝি সময় পেলে।

বক্কে। যথার্থ কথা বল্লে আপনি ত রাগ করেন না।

তৃ, বর। রাজ রাজড়ার স্ত্রীসঙ্গে উপস্ত্রীতে অনুগামী হওয়া বিশেষ দোষের কথা নয়—

জায়ার যৌবন ধন হইলে বিগত,
ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় দোষ নহে অসঙ্গত।

মক। আমি খোসামুদে কথা শুনতে চাই না—প্রমাণ করে দাও শৈবলিনীকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করায় আমার দুষ্কর্ম্ম হয়েছে, আমি এই দণ্ডে তাকে পরিত্যাগ কর্‌চি।

শিখ। শৈবলিনীর শ হতে নী পর্য্যন্ত সকলই দুষ্কর্ম্ম। বারস্ত্রীকে স্ত্রী বলা সাধারণ মূঢ়তার লক্ষণ নয়। তোমার সব্‌ ভাল, কেবল একটী দোষ—তোমার উদার চরিত্র, তোমার বদান্যতা, দেশহিতৈষিতা দেখ্‌লে তোমাকে পূজা কর্‌তে ইচ্ছা হয়, আর তোমার লম্পটতা দেখ্‌লে তোমার সঙ্গে এক বিছানায় বস্‌তে ঘৃণা করে। তোমার লোক ভয় নাই, সমাজের ভয় নাই, ধর্ম্মভয় নাই, তাই তুমি এমত পাপাচরণে রত হয়েছ।

মক। দাদা তোমরা সমাজের ক্রীতদাস, সেই জন্য সমাজের অনুরোধে আমার দেবতাদুর্ল্লভ সুখের ব্যাঘাত কর্‌তে উদ্যত হয়েছ। আমাগত শৈবলিনীর জীবন। শৈবলিনী বিদ্যায় সাক্ষাৎ সরস্বতী।

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। ঠাকুরাণী আস্‌চেন

মক। আসুন—উপযুক্ত সময় বটে, তাঁর পক্ষ বীরেরা উপস্থিত।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বক্কে। কিন্তু আপনি অতিশয় পক্ষপাত কর্‌চেন।

মক। বক্কেশ্বর, তুমি আর বাতাস্‌ দিও না। দাদা, সুশীলা তোমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত ভক্তি করে, তুমি সুশীলাকে বুঝাইয়ে বল আমাকে আর জ্বালাতন না করে।

সুশীলার প্রবেশ।

সুশী। (শিখণ্ডিবাহনের প্রতি) দাদা আমি আপনার কাছে এলেম।

শিখ। সুশীলা তোমায় অনেক দিন দেখিনি; তোমার ত সব মঙ্গল?

সুশী। পরমেশ্বর যারে চিরদুঃখিনী করেছেন, তার মঙ্গল আর অমঙ্গল কি। সতীর সর্ব্বস্বনিধি স্বামীরত্নে বঞ্চিত হয়ে আমি জীবন্মৃত হয়ে আছি। যুবরাজ আমায় ত পায় স্থান দিলেন না, এখন এমনি হয়েছেন আমার ছেলেটি-কেও আর স্নেহ করেন না।

মক। যত পার বল, আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি কর্‌ব না।

সুশী। যুবরাজ মায়ের প্রতি যে কটু ভাষা ব্যবহার করেছেন রাণী তাতে মনোদুঃখে মলিনা হয়ে রয়েছেন; সে কটু ভাষা মুখে আন্‌লেও পাপ আছে, আপনি আমার সহোদর আপনার কাছে সকল কথা বলে মর্ম্মান্তিক বেদনা কিঞ্চিৎ দূর করি। যুবরাজ তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চেন শুনে রাণী অন্নজল ত্যাগ করেছেন। কত বুঝালেন, "এমন কর্ম্ম কখন কর না; কলঙ্কে দেশ ডুবুলো, আমার মাথা খাও মহাপাপ থেকে বিরত হও।" যুবরাজ উত্তর দিলেন "আমার যা ইচ্ছা তাই কর্‌ব আমায় রাগত কর না, পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম হবে না ত কি পুণ্যাত্মার জন্ম হবে।"

মক। আমার রাগ হলে জ্ঞান থাকে না।

সুশী। সেই অবধি রাণীর দুই চক্ষে শত ধারা পড়্‌চে, বল্‌চেন কত পাপ করেছিলেম তাই এমন কুপুত্র জন্মেছে। রাণী ত্বরায় শঙ্কট রোগে অভিভূত হবেন কারণ তিনি নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, আহারও নাই নিদ্রাও নাই। আমার যত শীঘ্র মৃত্যু হয় ততই ভাল, যুবরাজের তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই বরং নিষ্কণ্টকে সুখভোগ কর্‌তে পার্‌বেন, কিন্তু মায়ের মুখ পানে একবার চাওয়া ত কর্ত্তব্য।

শিখ। মকরকেতন তুমি কি অপরাধে এমন সতীলক্ষ্মী ধর্ম্মপত্নীর অবমাননা কর আমি বুঝ্‌তে পারি না।

মক। উনি বড় বানান করতে ভোলেন।

সুশী। ও দোষটি যুবরাজেরও আছে।

মক। কিন্তু শৈবলিনীর নাই।

শিখ। তুমি সুশীলার সমক্ষে সে দুঃশীলার নাম উচ্চারণ কর না। বেটীর যেমন রূপ তেমনি স্বভাব।

বক্কে। পা দুখানি পিঞ্জরের পলা।

মক। আমি কি তার রূপে মোহিত হইচি? আমি তার বিদ্যায় মোহিত হইচি, তার বানান শুদ্ধ লেখায় মোহিত হইচি, তার কবিত্ব শক্তিতে মোহিত হইচি।

বক্কে। তবে চুরি চন্দ্রহার পরাবার এক জন উপযুক্ত পাত্র আমি বলে দিতে পারি।

চতু, বয়। উপযুক্ত পাত্র কে?

বক্কে। সার্ভভৌম মহাশয়।

শিখ। মকরকেতন তোমার অন্তঃকরণ ত স্নেহশূন্য নয়, তোমার সরলতার চিহ্ন ত শত শত দেখিছি, তবে তুমি তোমার সহধর্ম্মিণী সুশীলার প্রতি কেন এমন নিষ্ঠুর আচরণ কর।

মক। সুশীলা আমার পূজনীয়া সহধর্ম্মিণী, সুশীলা আমার শিরোধার্য্যা, কিন্তু সে আমার হৃদয়বিলাসিনী।

সুশী। দাদা আপনারা রাজ্যের শত শত শত্রু নিপাত কর্‌তে পারেন আর অভাগিনীর একটা শত্রু নিপাত হয় না! যুবরাজের চরিত্র সংশোধনের কি কোন উপায় নাই।

বক্কে। এক উপায় আছে কিন্তু বল্‌তে সাহস হয় না।

মক। বল না, আজ্ ত তোমাদের সপ্তরথী সমবেত।

বক্কে। বল্‌ব?

মক। বল।

বক্কে। উজ্জয়িনী দেশে জনৈক ক্ষত্রিয়াণী দুর্ব্বিনীত দয়িতের দুরাচারে দশনদশার দ্বারদেশে নিপতিতা হইয়াছিলেন—

মক। কথকতা আরম্ভ কল্লে না কি?

বক্কে। বিরহবিকলহৃদয়া পতিপ্রাণা প্রণয়িনী কলঙ্ককলুষিত কুলাঙ্গার স্বামীকে সৎপন্থায় আনিবার জন্য কত পন্থাই অবলম্বন কর্‌লেন—অনুনয়, বিনয়, নয়ন-নীর, মলিনবদন, পদচুম্বন, স্নেহ, ভালবাসা, সরলতা, দীর্ঘনিশ্বাস, উপবাস, কিছুই বাকি রাখ্‌লেন না। নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নীচ, জ্যাড়াবাস্ত, ভ্রান্ত কান্ত বন্য বরাহবৎ বন বিচরণে ক্ষান্ত হলেন না। পরিশেষে প্রমদা চামুণ্ডার মূর্ত্তি ধারণ করলেন—একদা স্বামী যেমন স্বৈরিণী বিহারে গমন কর্‌চেন, ভামিনী অমনি স্বামীর কেশাকর্ষণ করে স্বামিপদমুক্ত পাদুকা গ্রহণানন্তর পৃষ্ঠদেশে দ্বাদশটি

প্রচণ্ড আঘাত প্রদান করলেন। স্বামী বল্লেন "কল্যাণি তুমি সাধ্বী, তুমি আমার চরিত্র সংশোধন করে দিলে—আমি আর যাবনা, যার জন্যে যাই তা ঘরে বসে প্রাপ্ত হলেম।" পাদুকা ঔষধ বড় ঔষধ, যদি সেবন করাবার বৈদ্য থাকে।

মক। এরূপ সাহস অকৃত্রিম প্রণয়ের চিহ্ন। এ সাহস সুশীলার হয় না কিন্তু শৈবলিনীর হতে পারে।

সুশী। মহারাণীর অনুরোধ আপনারা যুবরাজকে বুঝায়ে বলুন আর কলঙ্ক বৃদ্ধি না করেন।

[সুশীলার প্রস্থান।

শিখ। তুমি সে কলঙ্কিনীকে পরিত্যাগ না কর নাই করবে কিন্তু তাকে সঙ্গে নিও না।

মক। সে যে আমার অর্দ্ধাঙ্গ, তার বিরহে আমার যে পক্ষাঘাত। দাদা প্রণয় যে কি পদার্থ তা ত জান্‌লে না কেবল তলয়ার ভেঁজেই কাল কাটালে।

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন যখন রাজবংশজাতা রাজবালার পাণিগ্রহণে অসম্মত হয়েছেন তখন ওঁয়াকে চিরকাল আইবুড় থাক্‌তে হবে। অমন সুন্দরী মেয়ে আর ত মিল্‌বে না।

মক। দাদা কাব্যেতে ইন্দীবরনয়নার বর্ণনা পড়েছেন, উনি সংসারে তাই চান। দাদার হৃদয়ে বোধ হয় পরিণয় কুসুমের সৃষ্টি হয় নি।

শিখ। স্বভাবতঃ সকলের হৃদয়েই প্রণয়ের পদ্মকলিকা বিরাজ করে, স্বজাতি সূর্য্যপ্রভা পাবা মাত্র বিকসিত হয়।

একজন পদাতিকের প্রবেশ।

পদা। মহারাজ আপনাদিগকে ডাক্‌চেন।

বক্কে। বোধ হয় আমাকে মহিলাদের শিবির রক্ষার ভার দেবেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মণিপুর, লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির।

বরণডালা হস্তে গান্ধারী, মঙ্গলঘট কক্ষে সুশীলা, সিন্দূর চন্দন ধান
দূর্ব্বা আতপ তণ্ডুলাধার হস্তে ত্রিপুরা ঠাকুরাণী এবং কুসুম
মালা এবং শঙ্খ হস্তে করিয়া অপর পুরমহিলা-
গণের প্রবেশ।

গান্ধা। ধূপ ধূনা কুসুম চন্দনের গন্ধে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির আজ আমোদিত হয়েছে লক্ষ্মীজনার্দ্দন যেন প্রফুল্ল মুখে আমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করচেন আর বলচেন নির্ভয়ে কাছাড় যুদ্ধে যাত্রা কর।

ত্রিপু। মা সকলের আগে মঙ্গল ঘট স্থাপন করুন।

গান্ধা। সুশীলা তুমি মঙ্গলঘট স্থাপন কর।

ত্রিপু। কি সুন্দর বেদী নির্ম্মিত হয়েছে, কি চমৎকার আলপনা দেওয়া হয়েছে, না জানি কোন্ কল্যাণীর এ শিল্পনৈপুণ্য?

সুশী। রাজবালার।

ত্রিপু। রাজবালার মত মেয়ে আর ত চকে পড়ে না। কেন যে আমার শিখণ্ডিবাহন রাজবালাকে বিয়ে করতে অমত কল্লেন তা কিছুই বুঝতে পারি না।

সুশী। দাদা প্রতিজ্ঞা করেছেন আকর্ণবিশ্রান্ত নীলাম্বুজনয়ন যার তাকেই সহধর্ম্মিণী করবেন।

গান্ধা। রাজবালার চক্ষু দুটি একটু ছোট।

ত্রিপু। সুশীলা পূর্ণকুম্ভ কক্ষে করে কতক্ষণ দাঁড়ায়ে থাকবে? বেদীতে পূর্ণকুম্ভ স্থাপন কর।

সুশী। বীরপুরুষেরা অসিচর্ম্ম ধারণ করে প্রভাত হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রণস্থলে যুদ্ধ করতে পারেন আর বীরাঙ্গনারা মঙ্গলঘট কক্ষে করে ক্ষণকাল দাঁড়াতে পারে না। (সুশীলার মঙ্গলঘট স্থাপন, শঙ্খ-বাদ্য উলুধ্বনী)।

সকলে। (তিনবার মঙ্গলঘট প্রদক্ষিণ করিয়া তিনবার মন্ত্র পাঠ)।

তলয়ার ফলাকা লক্ লক্ করে,
সেনার হাতে শত্রু মরে,

মরে শত্রু হরে ভয়,
আপন কুলের বিপুল জয়।

রাজা, সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহন এবং মকরকেতনের রণসজ্জায় প্রবেশ। নেপথ্যে রণবাদ্য।

রাজা। (লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া)। হে জনার্দ্দন, তুমি দুষ্টের দলন শিষ্টের পালন দর্পহারী নারায়ণ, তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, তুমি ভয়াতুর জীবের ত্রাণ, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তুমি অনাথার নাথ! হে ভক্তবৎসল ভগবন্! তুমি শ্রীকরকমলে সুদর্শনচক্র ধারণ করে সমরক্ষেত্রে আবির্ভাব হও, তোমার করুণাবলে প্রবল অরাতি দল দলন করি।

গান্ধা। (রাজার কপালে বরণডালা স্পর্শ) সমরে অমরের ন্যায় জয় লাভ কর।

সুশী। (রাজার হস্তে সচন্দন পুষ্পমালা দান) পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মহারাজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী হউন।

রাজা। সুশীলা তুমি বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি সমরকেতুর মায়াময়ী কন্যা, তোমার হস্তের মালা আমি মস্তকে ধারণ করলাম অবশ্যই রণজয়ী হব।

ত্রিপু। (রাজার মস্তকে ধান দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল দান) মহারাজ সীতাপতি রামচন্দ্রের ন্যায় জয় পতাকা উড়াইয়ে রাজধানীতে ফিরে আসুন।

রাজা। আপনি বীরেন্দ্রকুলের অহঙ্কার শিখণ্ডিবাহনের গর্ভধারিণী আপনার আশীর্ব্বাদ অবশ্যই সফল হবে।

সম। (লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া) হে জনার্দ্দন! তুমি দুর্দ্দান্ত উগ্র-মূর্ত্তি উগ্রসেনের হন্তা, তুমি আমাকে শত্রু হননে বলদান কর।

গান্ধা। (সমরকেতুর কপালে বরণডালা স্পর্শ) যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দুর্গা তোমাকে রক্ষা করুন।

সুশী। (সমরকেতুকে সচন্দন পুষ্পমালা দান) ষড়ানন জননী হৈমবতী যেন আপনাকে রণস্থলে কোলে করে বসে থাকেন, শত্রুর অস্ত্র যেন আপনার অঙ্গ স্পর্শ করতে না পারে।

ত্রিপু। (সমরকেতুর মস্তকে ধান দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল দান) আকাশের নক্ষত্রমালার ন্যায় তোমার বিজয়কীর্ত্তি যেন দশ দিকে বিস্তারিত হয়।

শিখ। হে জনার্দ্দন! আমি কায়মনোবাক্যে পরমভক্তি সহকারে তোমার

আরাধনা করি; হে ভক্তবৎসল কমলাপতি! ভক্তের অভিলাষ সম্পূর্ণ কর—হে কৌশলনিপুণ রুক্মিণীহৃদয়বল্লভ! তুমি যেমন ভক্তবৎসলতাপরবশ সমর-প্রান্তরে নরনারায়ণ ধনঞ্জয়ের রথে সারথি হয়েছিলে, তেমনি উপস্থিত তুমুল সংগ্রামে তুমি আমাদের পথপ্রদর্শক হও। হে পদ্মপলাশলোচন বিপদ-উদ্ধার মধুসূদন! তুমি সমরক্ষেত্রে স্বহস্তে সৎপন্থা অঙ্কিত করে দাও, আমরা যেন সেই পন্থা অবলম্বন করে প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীপতিকে পরাজিত করি।

গান্ধা। (শিখণ্ডিবাহনের কপালে বরণডালা স্পর্শ)। তুমি যেন—(শিখণ্ডিবাহনের ললাট অবলোকন) তুমি যেন সমরে যড়াননের ন্যায়—(ললাট অবলোকন—হস্ত হইতে বরণডালা পতন।)

সুশী। ধর ধর। (ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর অঙ্কে মহিষীর পতন।)

ত্রিপু। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়েছে। (মুখে জল দান, অঞ্চলদ্বারা বায়ু সঞ্চালন।)

রাজা। মহিষী কয়েক দিন পীড়িতা—মূর্চ্ছা রোগের লক্ষণ।

গান্ধা। (দীর্ঘ নিশ্বাস)। "পাপীয়সীর পেটে—পাপাত্মার জন্ম"।

রাজা। মহিষী কি বল্‌চেন?

সুশী। মা সুস্থ হয়েছেন? বল্‌চেন কি?

গান্ধা। এমন রাজদণ্ড ত কখন কারো কপালে দেখি নাই।

রাজা। গান্ধারি তুমি ঘরে গিয়ে শয়ন কর।

গান্ধা। আমার বরণ করা সম্পূর্ণ হয় নি। (গাত্রোত্থান, বরণডালা গ্রহণানন্তর শিখণ্ডিবাহনের ললাটে প্রদান) তুমি নিজ বাহবলে রাজসিংহাসনে উপবেশন কর।

রাজা। গান্ধারি তোমার হাত কাঁপুচে, তুমি এখন সুস্থ হও নাই, তুমি আর বিলম্ব ক'র না গৃহে যাও। শিখণ্ডিবাহন তুমি ফুলমালা ধান-দূর্ব্বা গ্রহণ কর, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

শিখ। যে আজ্ঞা। (ফুলমালা, ধান-দূর্ব্বা গ্রহণ।)

[রাজা, সমরকেতু এবং শিখণ্ডিবাহনের প্রস্থান।

গান্ধা। বাবা মকরকেতন তুমি পুত্র হয়ে আমাকে পাপীয়সী বল।

মক। তুমি আমায় রাগাও কেন?

গান্ধা। সন্তানের কুচরিত্র হলে বাপ মার মনে বড় ব্যথা জন্মে।

মক। বাবা ত আমায় কিছু বলেন না।

গান্ধা। কিন্তু আমায় রত্নগর্ভা বলে উপহাস করেন।

মক। মা তোমার মুখ অতিশয় মলিন হয়েছে, তুমি এখন আমার বিষয় চিন্তা কর না, তাতে আরো অসুস্থ হবে।

গান্ধা। তুমি যখন না জন্মেছ তখন তোমার বিষয় চিন্তা করেছিলেম, এখনও তোমার বিষয় চিন্তা করছি, আর তোমার বিষয় চিন্তা করতে করতেই আমার মরণ হবে। এইত মরতে পড়েছিলেম।

মক। সে কি আমার জন্যে।

গান্ধা। আমার আর কে আছে?

মক। একটি পালিত পুত্র।

গান্ধা। পালিত পুত্র কে?

মক। হিংসা—তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভাই।

গান্ধা। আমি কার কি দেখে হিংসা করব?

মক। রাজদণ্ড।

ত্রিপু। না বাবা অমন কথা ব'ল না, মহিষী আমার শিখণ্ডিবাহনকে বড় ভাল বাসেন।

গান্ধা। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেছে।

মক। তা ধরুক কিন্তু আমি তোমার মত হিংসুটে নই। আমি বাবার মত সরল, তাই শিখণ্ডিবাহনকে দেবতার মত পূজা করি।

ত্রিপু। মা আপনি পাগলের কথায় কাণ দেবেন না।

গান্ধা। আমার মর্ম্মান্তিক ভোগ।

[সুশীল এবং মকরকেতন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সুশী। তোমার কথাগুলি বড় তেত।

মক। কিন্তু সত্য।

সুশী। সময় বিশেষে সত্যকেও গোপন করতে হয়।

মক। সেটি আমার স্বভাব বিরুদ্ধ।

সুশী। কেবল শৈবলিনী তোমার স্বভাব সিদ্ধ।

মক। আজ যে বড় তার নাম উচ্চারণ কল্লে?

সুশী। পাগল হবার পূর্ব্ব লক্ষণ, এতদিন হইনি এই আশ্চর্য্য।

মক। তুমি আমার গলায় মালা দিলে না ?

সুশী। একবার দিয়ে যে ফল পেইচি আর দিতে সাহস হয় না।

মক। জ্ঞানবান্ শিখণ্ডিবাহন তোমার যে প্রশংসা করে বোধ হয় আমি তোমায় চিন্‌তে পারচি না।

সুশী। আগে চিন্‌তে এখন ভুলে গিয়েছ।

মক। আজ্ তুমি মনে করে দিলে।

সুশী। কত দিন মনে করে দিইচি কিন্তু আমার ভাগ্যে তোমার স্মরণ শক্তিটি বড় দুর্ব্বল।

মক। তুমি না হয় ফুলের মালা দিয়ে সবল করে দাও।

সুশী। পতিরতা প্রণয়িনী—নিখিল জগতে
জীবন-ধারণ-পন্থা এক মাত্র যার
আনন্দভাণ্ডারপতিমুখ-দরশন—
নিপতিতা হয় যদি ছিন্ন লতা প্রায়
দৈবের বিপাকে নিজ কপালের দোষে
পতি অনাদর রূপ জ্বলন্ত অনলে,
কি যাতনা অনুভব অভাগা অবলা
বিষণ্ণ হৃদয়ে করে দিবা বিভাবরী
যে জেনেছে সেই বিনা কে বলিতে পারে ?
পূর্ণিমায় অন্ধকার ; পূর্ণ সরোবরে
শুষ্ককণ্ঠে শীর্ণ মুখে মরে পিপাসায় ;
সুখশূন্য সুলোচনা শূন্য মনে বসি
বিজনে বিষাদে কাঁদে যেন বিরাগিণী
দীননেত্রে নীরধারা বহে অবিরাম।
নারায়ণে সাক্ষী করি, আনন্দ আশায়
আবার দিলাম মালা স্বামীর গলায়।
যুবতী জীবন পতি সংসারের সার ;
এবার একান্ত নিধি একান্ত আমার।

(মালা দান)

মক। সুশীলা তুমি সুশীলা। শিখণ্ডিবাহন যখন তোমার সেনাপতি তখন সমরে তোমার শত্রু ক্ষয় হবে। কিন্তু সেনাপতি তারও আছে।

সুশী। তার সেনাপতি তুমি।

মক। আমি কেন হতে যাব।

সুশী। তবে কে?

মক। তার কবিতা-কলাপ।

সুশী। কবিতা প্রলাপ।

[সুশীলার বেগে প্রস্থান।

মক। আহা এমন সুমধুর কথাগুলি শুনচিলেম, আপনিই বন্ধ করে দিলেম। সুশীলার কাছে আমি থাকতে ভাল বাসি কিন্তু শৈবলিনীর নাম কল্লেই সুশীলা রাগ করে উঠে যায়। শৈবলিনীকে আর বাঁচান যায় না, চারি দিকে আগুন জ্বলে উঠেছে—মাতা পাগলিনী, পিতা দুঃখিত, বনিতা বিরাগিনী, শিখণ্ডিবাহন খড়্গহস্ত, বক্কেশ্বর বক্রচূড়ামণি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়, রাজপথপার্শ্বস্থ রাজপ্রাসাদের শিখর।

নীরদকেশী এবং সুরবালার প্রবেশ।

নীর। দেখ ভাই আমি কেমন ছাদের উপরে রাজসভা সাজিয়েচি। রাজকন্যা বল্লেন আমরা এক তালার ছাদে বসে যুদ্ধ দেখ্‌ব আমি তাই ছাদের উপর বিছানা করে এক খানি সিংহাসন স্থাপন করিচি।

সুর। এখন রাজা মহাশয় এসে উপবেশন কর্‌লেই হয়। মণিপুর রাজার কত তাঁবু দেখিচিস্, যেন রাজহংসগুলি সারবেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে; ঘোড়সওয়ারই বা কত।

নীর। মহারাজ বল্‌ছিলেন মণিপুরের রাজা যখন এত অশ্বসেনা জুটিয়েছে তখন যুদ্ধে কি হয় বলা যায় না।

সুর। এখনই জানা যাবে। (রণবাদ্য) যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

নীর। এখান থেকে ভাল দেখা যাবে না, দোতলার ছাদে গেলে হত।

সুর। সেখানে রাণী আছেন রাজকন্যা তাই সেখানে যেতে চান্ না। রণকল্যাণীর নবীন বয়স, নতুন প্রাণ, ভরা যৌবন, রাত দিন রণ করে বেড়ায়, সে কি মায়ের কাছে মুখগুঁজড়ে বসে থাক্‌তে পারে।

নীর। রণকল্যাণীর চকের মত চক্ ভাই কখন দেখিনি, কেমন উজ্জ্বল, কেমন ডাগর, কে যেন কাণ পর্য্যন্ত তুলি দিয়ে টেনে দিয়েছে; শাস্ত্রে যে বলে "ইন্দীবরাক্ষী" রণকল্যাণী আমাদের তাই।

পুরমহিলাদ্বয় সমভিব্যাহারে রণকল্যাণীর প্রবেশ।

রণ। কিলো সুরবালা কি যেন বলবি বলবি মত মুখ খানা করে রইচিস্ যে।

সুর। তোমারই কথা হচ্ছিল।

রণ। আমার কি কথা?

সুর। তোমার চোকের কথা।

রণ। আমার চোকের মাতাটী খাচ্ছিলে বুঝি?

নীর। বালাই আমরা কি তোমার চোকের মাতা খেতে পারি?

স্থর। একি মাছের চোক্?

রণ। তবে কিসের চোক্?

স্থর। ঠাকুরের।

রণ। তবে তোমায় ঠারি।

স্থর। আমায় কেন?

রণ। তবে কাকে?

স্থর। যার মুণ্ড ঘুরে যাবে।

রণ। মুণ্ডু ঘুরাবার পাত্র কই?

স্থর। দেবীপুরের রাজ পুত্র!

রণ। মদ্যপায়ী।

স্থর। কুণ্ডলার যুবরাজ?

রণ। শেয়াল মারতে হাতী চায়।

স্থর। বীরনগরের বীরেশ্বর?

রণ। অশ্ববিদ্যায় অষ্টবক্র।

স্থর। মৈনাক বাসের নবীন রাজা?

রণ। শস্ত্রধারণে সতীলক্ষ্মী।

স্থর। বনপাশের বিজয়?

রণ। জয়দেবের আততায়ী।

স্থর। ময়ূরেশ্বরের মুক্তারাম?

রণ। পেটের ভাঁজে ইন্দুর থাকে।

স্থর। তোমার কপালে বর নাই।

রণ। এ বর মন্দ নয়।

প্রথম, সুর। রাজার মেয়ে কত বর জুটবে।

স্থর। যৌবন যে যায়,

তাকে আটকে রাখা দায়।

সোণার শেকল লোহার খাঁচা,

এর বেলাটি বিষম কাঁচা।

যৌবন জোয়ারের জল,

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলাচল,
নাবলে বারি রয়না আর,
ফুটলে কলি ফকিকার।

রণ। মনে যৌবন যার,
ভাব্‌না কোথা তার?
মাতায় পাকা চুল,
খোঁপায় ঘেরা ফুল।
এক একটি দন্ত খসে,
প্রেম লতাটি গজ্‌য়ে বসে।
কাল্ যদি যায় মনের সুখে,
মধুর হাসি শুক্‌ন মুখে।

সুর। থাক্‌তে বেলা নবীনবালা
প্রেম বাজারে যায়,
গেলে কুড়ি থুব্‌ড় বুড়ি
কেউনা ফিরে চায়।

রণ। মনের মণি গুণমণি
মনের দিকে মন,
শমান বলে, সকল কালে
সুখ সাধনের ধন্।

(প্রাসাদতলস্থ রাজপথ দিয়া সৈনিকগণের গমন)

দ্বি, পুর। আজ কত সৈনিক যে যাচ্চে তা গণে সংখ্যা করা যায় না।

রণ। (সিংহাসনে উপবেশন এবং সৈনিকগণের মস্তকে ফুল নিক্ষেপ।) আমাদের সৈন্য কেমন সুসজ্জিত হয়েছে, যেন দেবতারা তরবারি হস্তে করে গমন কচ্চেন। পুরুষ হওয়ার চাইতে আর সুখ নাই।

নীর। শত শত পুণ্য কল্লে তবে পুরুষ হয়।

সুর। মেয়েদের পদসেবা করবের জন্যে।

রণ। সেও যে একটা সুখ।

সুর। সে সুখভোগ ইচ্ছে কল্লে করতে পার।

রণ। কেমন করে?

স্বর। নির্জ্জনে বসে "প্রাণ প্রিয়সি" বলে আপনার টুকটুকে পা দুখানিতে হাত বুলাও।

রণ। আমিত পুরুষ নই।

স্বর। খাবার সময় গরস ছোট কর।

রণ। তা হলেই বুঝি পুরুষ হল?

স্বর। অনেক মেয়ে ডাগর গরসের অনুরোধে নত পরা ছেড়ে দিয়েছে।

রণ। তোমার মুণ্ডু।

প্রথ, পুর। পুরুষ হলে পাঁচ রকম দেখা যায়।

রণ। পুরুষেরা যখন মাতায় পাগ্‌ড়ি, কোমরে কিরিচ্, হাতে তলয়ার, অঙ্গে কবচ, পৃষ্ঠে ঢাল্ ধরে ঘোড়ায় চড়ে যায়, আমার বড় হিংসে হয়। অশ্বারোহী সৈন্য অতি মনোহর। আমাদের দেশে যদি স্ত্রীলোকদিগের সৈনিক হবার রীতি থাক্‌ত আমি একটি প্রবল বামাসৈন্য সঙ্কলন কর্‌তেম, স্বয়ং তার সেনাপতি হতেম।

স্বর। কি হতে?

রণ। সেনাপতি।

স্বর। সেনাপত্নী।

রণ। তোমার পিণ্ডি। আমি কি ভাই মন্দ বল্‌চি, আমরা পুরুষদের চাইতে কিসে কম্, আমরা শূরবীর পেটে ধর্‌তে পারি আর শূরবীরের মত অস্ত্র ধর্‌তে পারি না! আমাদের বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, কৌশল আছে, যেখানে বলে না পারি সেখানে কৌশলে সারি। বল্‌তে কি আমার ভাই ইচ্ছা কচ্চে এই দণ্ডে রণসজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে অশ্বারোহণে সমরক্ষেত্রে গমন করি।

নীর। লোকাচার বিরুদ্ধ বলে লোকে দুষ্‌তে পারে।

রণ। লোকাচার ত লোকে করে; লোকাচার হয়ে গেলে লোকে দোষ দেখ্‌তে পাবে না।

স্বর। বামাসৈন্যের একটি বিশেষ দোষ আছে।

রণ। সভাপণ্ডিত মহাশয়ের মীমাংসা শুন।

স্বর। কখন কখন ঘোড়াগুল দম্‌কেটে প্রাণ যায় বলে কেঁদে উঠ্‌বে আর কচ্ছপের মত চল্‌তে থাকবে।

রণ। কখন্?

স্বর। যখন সৈনিকগণের অরুচি হবে।

রণ। তুমি অরুচির রুচি,
কচ্‌মচে কর্‌কচি,
ইচ্ছা করে তোমার নাকটি কেটে
করি কুচি কুচি॥

(নাসিকা ধারণ, হস্ত হইতে পদ্মফুলের মালা পতন)।

সুর। (মালা তুলিয়া দিয়া) তুমি এমন মালা কোথায় পেলে?

রণ। গাঁথ্‌লেম।

সুর। মালায় যে বড় মন গেল?

রণ। মন উচাটন হলে কেউ গান করে, কেউ কবিতা লেখে, কেউ ভ্রমণ করে, কেউ মালা গাঁথে।

সুর। মালা ছড়াটি দেবে কাকে?

রণ। যাকে বিয়ে কর্‌ব।

সুর। তবে আমার গলায় দাও। পুরুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবেনা বর ভায়ারা হার মেনে হাল্‌ ছেড়ে দিয়েছেন।

রণ। না পেলে প্রেমের নিধি প্রেম কভু হয় লো?
ভাবের অভাব হয় সদা মনে ভয় লো।
কামিনী-কোমল-প্রাণ কমলের কলি লো,
সরল স্বভাব স্বামী অনুকূল অলি লো।

প্রথ, পুর। দুটি অশ্ব সৈনিক এই দিকে আস্‌চে—ও বাবা এমন বেগে অশ্বচালান ত কখন দেখিনি, আকাশ হতে যেন দুটি তারা খসে পড়্‌চে।

রণ। তাই ত, কিছু ত চেনা যাচ্চে না কেবল দৌড় দেখা যাচ্চে, ঘোড়া ত পায় চল্‌চে না, যেন বাতাসে উড়ে আস্‌চে।

(রাজপ্রাসাদ তলস্থ পথে ব্রহ্মদেশের সেনাপতির অশ্বারোহণে
প্রবেশ এবং বেগে প্রস্থান, শিখণ্ডিবাহন অশ্বারোহণে
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান)।

সুর। আমাদের সেনাপতিমহাশয় যে।

রণ। ভয়ে পালাচ্চেন না কি?

সুর। অঙ্গে রক্তের ঢেউ খেল্‌চে।

নীর। কি সর্ব্বনাশ, সেনাপতি বুঝি যুদ্ধে হেরে গেলেন।

রণ। তাঁকে তাড়্যে নিয়ে গেল উটি কে ?

দ্বি, পুর। বোধ হয় মণিপুর রাজার সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন।

রণ। যিনি ঘোড়া চড়ে নদী পার হন।

সুর। বয়স্ ত অধিক নয়।

রণ। কি চমৎকার চুল।

নীর। আহা! একটা ছোঁড়ার কাছে সেনাপতি পরাজিত হলেন।

প্রথ, পুর। পরাজিত হবেন কেন, বোধ হয় কৌশল করে অবোধ শত্রুকে আপন কোটে নিয়ে এলেন।

রণ। যে তেজে আমাদের দলে প্রবেশ করেছে ও সৈনিকটি অবোধ নয়; ও আপন বীরত্বে নির্ভর করে এত দূর পর্য্যন্ত এসেছে—

সুর। আবার এই দিকে আস্‌চে।

ব্রহ্মদেশের সেনাপতি এবং শিখণ্ডিবাহনের
প্রবেশ এবং যুদ্ধ।

শিখ। একে বলি বীরত্ব—সম্মুখ যুদ্ধ কর—পলায়ন করা কি সেনাপতিকে সাজে ?

ব্রহ্ম, সেনা। তুমি অতি শিশু, তোমায় বধ কর্‌তে আমার মায়া হয়।

শিখ। শিশুর হাতে পুতনা বধ হয়েছিল।

ব্রহ্ম, সেনা। তবে রে পামর, ছোট মুখে বড় কথা, এই তোমার শেষ। (অস্ত্রাঘাত. শিখণ্ডিবাহনের ঢাল দিয়া রক্ষা।

শিখ। তোমায় প্রাণে মারা আমার অভিপ্রায় নয়। যদি পারি তোমায় জীবিত পরাজিত কর্‌ব। দেখ দেখি হার মান কি না। (অস্ত্রাঘাত)

ব্রহ্ম, সেনা। বীর পুরুষ স্থির হও, আমি নিরস্ত্র হলেম। (তরবারি পতন) সহকারী সেনাপতি তুমি ধন্য, আমার প্রাণ যায়, আমি মলেম।

কামিনীগণ। পড়্‌লেন যে, পড়্‌লেন যে।

শিখ। আমি থাক্‌তে বীরপুরুষ ভূমিশায়ী হবেন। (অশ্ব হইতে ব্রহ্ম সেনাপতিকে আপনার অশ্বে লইয়া সেনাপতিকে বগলে ধারণ)।

ব্রহ্ম, সেনা। জল না খেয়ে মরি—জল—জল—ছাতি ফেটে গেল।

শিখ। পিপাসা হয়েছে। (দন্তে বল্‌গা ধারণানন্তর জিনের ভিতর হইতে জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র বাহির করিয়া সেনাপতির মুখে ধারণ, সেনাপতির জল পান। রণকল্যাণীর হস্ত হইতে গলায় মালা শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে পতন)।

সুর। ঠিক্ পড়েছে।

শিখ। (গলায় মালা ধারণ, রণকল্যাণীর মুখাবলোকন, উষ্ণীষ পতন)

ইন্দীবর বিনিন্দিত বিশাল নয়ন
মুখ সুখ সরোবরে ভাসিছে কেমন।

[বেগে অশ্বারোহণে সেনাপতিকে লইয়া প্রস্থান।

নীর। ও বাবা এমন জোর ত কখন দেখিনি, সেনাপতি মহাশয়কে কচি খোকার মত নিয়ে গেল।

প্র, পুর। পদ্মের মালা যেমন অবলীলাক্রমে নিয়ে গেল সেনাপতিকেও তেমনি।

সুর। দুটি জিনিস্ নিয়ে গেল, না তিন্‌টি?

নীর দুটি।

সুর। তিনটি।

দ্বি, পুর। তিন্‌টি কই?

সুর। সেনাপতি—কমল মালা—আর একজনের কোমল মন।

রণ। কার লো?

সুর। যার মনে মন নাই।

রণ। তোমার মুখে ছাই।

সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ।

প্র, সৈ। সেনাপতির বোধ হয় মৃত্যু হয়েছে।

দ্বি, সৈ। তা হলে কেবল মাতাটা কেটে নিয়ে যেত।

প্র, সৈ। আজ্‌কের যুদ্ধে আমাদের হার বল্‌তে হবে।

দ্বি, সৈ। কেন সেনাপতি গেলে কি আর সেনাপতি হয় না? কত যুদ্ধে রাজা পরাজিত হয়েছে তবু দেশ পরাজিত হয় নি। আমরা নূতন সেনাপতি করে আবার যুদ্ধ কর্‌ব।

প্র, সৈ। সেনাপতি মহাশয়ের অশ্বটি এখানে দাঁড়্‌য়ে কাঁদ্‌ছে।

দ্বি, সৈ। ঘোড়াটি নিয়ে যাই।

রণ। সুরবালা পাগ্‌ড়িটা কুড়্‌য়ে দিতে বল।

সুর। ও গো ঐ পাগ্‌ড়িটা তুলে দাও।

প্র, সৈ। দুঃখের বিষয় মণিপুরের সহকারী সেনাপতি পাগড়ি ফেলে গিয়েছেন যাতে পাগড়ি থাকে সেটি ফেলে যান নাই। (শিখণ্ডিবাহনের উষ্ণীষ প্রদান)।

রণ। (উষ্ণীষ ধারণ) কেমন ধরিচি।

[অশ্ব লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

সুর। কি সুন্দর কাজ্।

রণ। সোণার চুম্‌কিগুলি বড় কৌশলে বিন্যাস করেছে—আমি এরূপ পারি—ও সুরবালা মণিপায়ায় কেমন অক্ষর তুলেছে দেখ্।

সুর। বোধ হয় শিল্পকারের নাম—"সুশীলা"।

রণ। সু—শী—লা। (দীর্ঘ নিশ্বাস। হস্ত হইতে উষ্ণীষ পতন)।

[রণকল্যাণীর চঞ্চল চরণে প্রস্থান।

প্র, পুর। যুদ্ধে হার হয়েছে বলে রাজকন্যা বড় ব্যাকুল হয়েছেন।

নীর। চোক্ দুটি ছল ছল কচ্চে, জল যেন পড়ে পড়ে।

দ্বি, পুর। তা হতেই পারে যুদ্ধে হার হওয়া সহজ অপমান নয়।

সুর। এক দিনের যুদ্ধেই জয় পরাজয় স্থির হয় না। আমরা আজ হার্‌লেম্ হয়ত কাল জিৎব। রণকল্যাণীর চোকে যে জন্যে জল এসেচে তা আমি বুঝিচি।

নীর। বল্‌না ভাই।

সুর। পাগ্‌ড়িতে সুশীলার নাম দেখে।

নীর। সুশীলা কে?

প্র, পুর। বোধ হয় ঐ ছোঁড়ার মাগ্।

দ্বি, পুর। ছোঁড়া বেয়াড়া মাগ্‌মুখ, তাই মেগের নাম মাতায় করে যুদ্ধ করে। লোকে কথায় বলে—

মাগ্ মাগ্ মাগ্,
মাগ্ মাতার পাগ্,

ছোঁড়া কাজে তাই করেছে।

রণকল্যাণীর পুনঃ প্রবেশ।

রণ। সুরবালা বল্ দেখি আমি কোথা গ্যাছ্লুম?

সুর। চোক্বুছ্তে।

রণ। তুই পাগ্ড়িটা নিয়ে আয়্।

সুর। সুশীলা হয়ত শিল্পকারের বউ, পাগ্ড়ি বেচে খায়।

রণ। তুই তার কাছে একটা পাগ্ড়ির বায়্না দিস্।

সুর। তোমার ত ইচ্ছে, এখন সে নিলে হয়।

সাগর তলে রতন রয়,
সুখের পথটা সহজ নয়।
হাতীর মাতায় মুক্তা থাকে,
বার করে লয় মানুষ তাকে,
যত্নে পড়ে বনের পাখী,
চেষ্টা কল্লে না হয় কি?

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কালাড়। বিষ্ণুপ্রিয়ার বসিবার কক্ষ।

বিষ্ণুপ্রিয়া এবং বীরভূষণের প্রবেশ।

বিষ্ণু। ছোট রাণী আমাকেও খেলে রাজ্যটাও খেলে। ছোট রাণীর কুহকে যদি না পড়্তে এমন সর্ব্বনাশ হত না।

বীর। সর্ব্বনাশ কি?

বিষ্ণু। রণে পরাজয়।

বীর। সেনাপতি পরাজিত হয়েছেন বলে কি আমি পরাজিত হলেম? সেনাপতির সহোদরকে সেনাপতি করেছি।

বিষ্ণু। সেনাপতিকে যে ধরে নিয়ে গেছে, সে বেঁচে থাক্তে যুদ্ধে জয় হবে না।

বীর। আপাততঃ যুদ্ধ রহিত করবের প্রস্তাব করিছি। আমি মণিপুরের রাজাকেও ভয় করি না, তার সেনাপতিদিগকেও ভয় করি না। মনে করিত মণিপুর ছারখার করে চলে যেতে পারি। কাছাড়ের ভদ্রলোকেরা আমার অনুগত, কিন্তু তারা শালার অধীনে থাকৃতে অপমান বোধ করে।

বিষ্ণু। তারা ত আর ছোট রাণীর প্রেমের অধীন নয় যে, তার ভেয়ের অধীন হয়ে সুখ পাবে।

বীর। আমি সেই জন্যে সন্ধির সূচনা করচি। এখন বোধ হচ্চে আমার এ আড়ম্বর করা পরামর্শ সিদ্ধ হয় নি।

বিষ্ণু। তখন কি না মাতাল হয়ে ছিলে।

বীর। আমি মদের বিদ্বেষী, আমার ঘরে মদ আসে না।

বিষ্ণু। জন্মায়।

বীর। কোথায়?

বিষ্ণু। ছোট রাণীর অধরে।

বীর। তবে আমি সুধাও পান করে থাকি।

বিষ্ণু। কোথায়?

বীর। বড় রাণীর রসনায়।

বিষ্ণু। তুমি পারিষদের সঙ্গে পরামর্শ করলে না, মন্ত্রীর মন্ত্রণায় কাণ দিলে না, সমরসভার উপদেশ নিলে না। কুহকিনী কাণে ফুঁ দিলে আর যুদ্ধ করতে বেরয়ে এলে।

> বুড় বয়েসে নবীন নারী,
> জর বিকারে বিলের বারি।
> আদ্‌মরা তার নয়ন বাণে
> দেখ্‌তে পাইনে চকে কাণে।

বীর। সেনাপতি মণিপুরের রাজাকে সর্ব্বদাই অবজ্ঞা করতেন। তিনিই ত লিপির উত্তর স্বরূপ মূষিক শাবক পাঠিয়েছিলেন।

বিষ্ণু। সেনাপতি ইঁদুর ভাতে ভাত রেঁধেছেন, এখন নরপতি আহার করুন।

বীর। তুমি ত আমার প্রসাদ নইলে খাও না, বেজ্‌টি তোমার জন্যে রাখবো, তুমি ডাঁটার মত কচ্‌মচিয়ে চিবিয়ে খেও।

বিষ্ণু। আমি কেন খেতে যাব। যে তোমার এমন রান্না শেখালে সেই খাবে।

বীর। মণিপুরেরা জানত সেনাপতি মূষিক প্রেরণের মূল, সুতরাং আমার অতিশয় আশঙ্কা হয়েছিল, মণিপুর শিবিরে সেনাপতির বিশেষ দুর্গতি হবে কিন্তু, সুখের বিষয় তিনি সেখানে সুখে আছেন।

বিষ্ণু। মণিপুর রাজার বড় মহত্ব।

বীর। রাজার মহত্ব নয়।

বিষ্ণু। তবে কার?

বীর। বীরকুল পূজনীয় শিখণ্ডিবাহনের। সকলে একমত হয়ে স্থির করেছিল সেনাপতির নাসিকায় মূষিক বেঁধে দোর দোর নিয়ে বেড়াবে, শিখণ্ডিবাহন বল্লেন "মৃত মৃগরাজকে পায় দলনা করা শৃগালের কার্য্য, বীরপুরুষের অবমাননা কাপুরুষের লক্ষণ; সেনাপতিকে সম্মানে রাখ্‌লে ব্রহ্মাধিপতির মূষিক প্রেরণের প্রচুর পরিশোধ হবে।" শিখণ্ডিবাহন সেনাপতিকে সহোদরস্নেহে আপন শিবিরে নিয়ে রেখেছেন। শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন।

বিষ্ণু। সেনাপতিকে শিখণ্ডিবাহন যখন ঘোড়ার উপর তুলে নিলেন সে সময় তাঁর দারুণ পিপাসা, তিনি তখনই পিপাসায় প্রাণত্যাগ কর্‌তেন যদি শিখণ্ডিবাহন জিনের ভিতর হতে জল বার্ করে না খাওয়াতেন।

বীর। শত্রুর মুখে জলদান বীরত্বের পরাকাষ্ঠা।

বিষ্ণু। আমার রণকল্যাণী ত পাগ্‌লী; সেই সময় শিখণ্ডিবাহনের মাতায় পদ্মের মালা ফেলে দিলে।

বীর। বেস্ করেছে। রণকল্যাণীর মহৎ অন্তঃকরণের চিহ্ন এই। বীরত্ব শত্রুতেই হউক আর মিত্রেতেই হউক সমান পূজনীয়।

বিষ্ণু। কিন্তু সেনাপতির সেই দশা দেখা অবধি বাছা আমার বিরস বদন হয়ে আছে। রাত দিন হেসে বেড়ায়, সেই অবধি বাছার মুখে হাসি নাই।

বীর। তাই বুঝি রণকল্যাণী আমার কাছে আসে না, পাছে আমি লজ্জা পাই।

বিষ্ণু। নীরদকেশী বল্লে রণকল্যাণী মনে বড় ব্যথা পেয়েছে; কেবল একা বসে ভাবে, সময়ে নায় না সময়ে খায় না, রেতে চোকের পাতা বুজে না।

বীর। মা আমার বড় যুদ্ধপ্রিয়। আমার কাছে বস্‌লে কেবল যুদ্ধের গল্প হয়। মহাভারত রামায়ণ রণকল্যাণীর মুখস্থ। সে দিন বল্‌ছিল অর্জ্জুনের চাইতে কর্ণের বীরত্ব অধিক, ইন্দ্র আর নারায়ণ সহায়তা না কল্লে অর্জ্জুন কর্ণকে

মারতে পারতেন না। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়লে রামচন্দ্রের বিলাপ বর্ণনা করে, আর রণকল্যাণীর পদ্মচক্ষে জলের উদয় হয়।

বিষ্ণু। রণকল্যাণীর যুদ্ধ দেখতে বড় সাধ্।

বীর। রণকল্যাণী যখন চার বছরের তখন একদিন আমার কিরীট মাতায় দিয়ে আর আমার তলয়ার দুই হাতে ধরে বলেছিল "বাবা আমি তোমার হয়ে লড়াই করি।"

বিষ্ণু। তুমি কোলে করে আমায় এনে দেখালে।

বীর। কাছাড়ের যুদ্ধ উপস্থিত শুনে রণকল্যাণী বল্লে বাবা আমি যুদ্ধ দেখ্‌তে যাব। সেই জন্যে সপরিবারে কাছাড়ে এলেম্। রণকল্যাণী আমার যে আব্দার নেয় আমি তাই করি। শ্বেতহস্তীর জন্যে আমায় পাগল করে দিচ্লো কত কষ্টে শ্বেতহস্তী জুটয়ে ছিলেম।

বিষ্ণু। এখন একটী মনের মত পাত্র জুট্‌লে বাঁচি।

বীর। সেত আর তোমার আমার হাত নয়।

বিষ্ণু। কত পাত্র এল, কত পাত্র গেল।

বীর। অপাত্রে বিবাহ হওয়া অপেক্ষা চিরকুমারী থাকা ভাল। মেয়ের মনোমত পাত্র পেলেই বিয়ে দেব।

বিষ্ণু। সেটা মুখের কথা, কাজের সময় বলে বস্‌বে রাজ নিয়ম অতিক্রম করে কি কুলাঙ্গার হব।

বীর। কু পিতা হওয়া অপেক্ষা কুলাঙ্গার হওয়া ভাল।

বিষ্ণু। কুলের গৌরবে কত পিতা প্রতিকূল,
না বিচারি বালিকার জীবনের হিত,
অবহেলে ফেলে কন্যা কমল কলিকা,
অবিরত পাপে রত অপাত্র অনলে।
দুহিতা স্নেহের লতা জানে ত জনক,
তবে কেন কুলমান অভিমান বশে
সম্প্রদানে স্বর্ণলতা শমনে অর্পণে?
সুযতনে তনয়ায় বিদ্যা কর দান,
সদাচারে রত রাখ দেহ ধর্ম্ম জ্ঞান।
পরিণয় কালে তায় দেহ অনুমতি,
আপনি বাছিয়া লতে আপনার পতি।

রণকল্যাণীর প্রবেশ।

রণ। বাবা মন্ত্রী মহাশয় এই লিপি খানি আপনার হাতে দিতে বলেছেন। বোধ হয় মনিপুর রাজার লিপি।

বীর। (লিপি গ্রহণ) আমি রাজসভায় যাই।

বিষ্ণু। এত ব্যস্তই কি?

রণ। বাবা পত্র খান পড়ুন না।

বীর। রণকল্যাণীর আব্দার শুন।

বিষ্ণু। আমারও শুনতে ইচ্ছা হচ্চে।

বীর। রণকল্যাণী তোর ইচ্ছে কি, "নলাই" না সন্ধি? (রণকল্যাণী লজ্জাবনত মুখী।) কথা কওনা কেন মা? তুমি যে ছেলেকালে বলতে "বাবা তোমার ধন্নে নলাই কলি"।

বিষ্ণু। রণকল্যাণীর কি হয়েছে। ওঁর সঙ্গে এত গল্প করেন, এত রূপ-কথা বলেন, এখন একটা কথার জবাব্ দিতে পারেন না।

বীর। রাণী যা বল্‌বে তাই করব। যুদ্ধ না সন্ধি?

রণ। সন্ধি।

বীর। তুই ভয় পেইচিস্!

রণ। না বাবা। আমাদের যে পদাতি আছে আমরা মণিপুর তুলে ব্রহ্ম-দেশে নে যেতে পারি।

বীর। দেখ্‌লে রণীপাগুলির কেমন সাহস। তবে যে সন্ধি করতে বল্‌চিস্।

রণ। এই পত্রে হয়ত সন্ধির কথা লেখা আছে।

বীর। তুমি পড় আমরা শুনি।

রণ। (লিপি গ্রহণানন্তর পাঠ।)

পুণ্য পুঞ্জ বিভূষিত মহাবল পরাক্রমশালী
রাজশ্রীমহারাজ বীরভূষণ ব্রহ্মদেশাধিপতি
অখণ্ড প্রবল প্রতাপেষু।

ভ্রাতঃ।

আপনার অনুগ্রহ লিপি প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। অস্মাদির প্রতীতি হইয়াছিল ব্রহ্মরাজধানীর নিয়মানুসারে লিপির দ্বারা লিপির

উত্তর দেওয়া অতীব গর্হিত। কিন্তু পরাজয় পরবশ সমাগত ব্রহ্মসেনাপতির অনুকূলতায় অবগত হইলাম সে নিয়ম অভিমানান্ধতার জারজ, প্রকৃত রাজ-নিয়ম নহে। আপনি সপ্ত দিবসের নিমিত্ত সমর রহিত রাখিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। সম্মান সহকারে পরমসুখে ভবদীয় প্রার্থনায় সম্মতি দিলাম। আপনি যদি রাজনীতি প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না হয়েন, সপ্ত দিবসের নিমিত্ত কেন চিরকালের জন্য সমরানল নির্ব্বাপিত করিতে আমি প্রস্তুত। সন্ধি সম্পাদন সম্বন্ধে অস্মদের অখণ্ডনীয় প্রস্তাব—কাছাড় সিংহাসনে শ্যালক মহোদয়ের পরিবর্ত্তে শ্রীমান্—শ্রীমান্—

বীর। তার পর।

রণ। বড় জড়ানে লেখা।

বীর। দেখি—(লিপি পাঠ।)

শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহনের অধিবেশন।

রাজ শ্রীগম্ভীর সিংহ।

কখন হবে না। আমার জেদ্ যদি না রইল তাঁরও জেদ্ থাকবে না—"অখণ্ডনীয় প্রস্তাব।"

বিষ্ণু। তবে যে তুমি বল্লে "শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন।"

বীর। শিখণ্ডিবাহন জারজ। কাছাড়ের একজন প্রধান অমাত্য আমায় বলেচে ওর বাপের ঠিক্ নাই।

বিষ্ণু। তুমি ত আর তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্চ না।

বীর। জারজকে মেয়ে দিতে পারি কিন্তু রাজ্য দিতে পারি না।

বিষ্ণু। এটা জেদের কথা।

বীর। কাছাড়ের প্রজারা আপত্তি করবে।

[বিষ্ণুপ্রিয়া এবং বীরভূষণের প্রস্থান।

রণ। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি—"শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহনের অধিবেশন"—আমার কি রাজরাণী হতে বাসনা—তা হলে ত এতদিন হতে পারতেম। আমার ইচ্ছা ধর্ম্ম-পত্নী হই। "শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন"—বাবা আমার গুণগ্রাহী। মণিপুরের মহারাজ এত বড় লিপি লিখ্লেন আর হীনা শিখণ্ডি-বাহনের কেউ নয় এ সংবাদ টি লিখতে পারলেন না।

অবলা রমণী অরবিন্দ মনে
কত কীটক ভীষণ, ভীত গণে।
বিপদে ললনা কি উপায় করে,
কুল-পিঞ্জর-কন্দর কেশ ধরে।
অভিলাষ সদা অভিরাম জনে,
পথ সঙ্কুল কণ্টক রীতি গণে।
কুররী নয়নে কত কাঁদি বসে,
নাহি আপনি আপন ভাব বশে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়। শিখণ্ডিবাহনের শিবির।

শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ।

শিখ। ব্রহ্মেশ্বর আমাকে জারজ বলেছেন—ব্রহ্মাধিপতি সেই ইন্দীবর নয়না অরবিন্দ মুখী রণকল্যাণীর পিতা—অবধ্য। ব্রহ্ম নরপতির প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই—আমার কঠিন কৃপাণ কলেবরে সুকোমল কমলরাজি বিকসিত হয়েছে। যুদ্ধে জলাঞ্জলি—জীবনেও না দিতে হয়। নীলাম্বুজ নয়নার অম্বুজমালা আমাকে জীবিত রেখেছে। হে ব্রহ্মেশ্বর! আমার পূজনীয় তরবারি তোমার পাদপদ্মে নিপাতিত করলাম—কাছাড় রাজ্য তোমাকে দিলাম—পৃথিবী তোমাকে দিলাম—অমরাবতী তোমাকে দিলাম—বিষ্ণুলোক তোমাকে দিলাম—ব্রহ্মলোক তোমাকে দিলাম—তুমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তোমার কল্যাণময়ী রণকল্যাণীর মুখচন্দ্রমা আমাকে দেখিতে দাও। কবি-বিরচিত ইন্দীবরাক্ষী সংসারে বিরাজমানা। ব্রহ্ম সেনাপতি বল্যেন রাজা, রাজপুত্র, রণকল্যাণীর মনে ধরে নি—রণকল্যাণী অবিবাহিতা।

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সমরকেতু এবং সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌমের প্রবেশ।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন তুমি এমন ম্রিয়মান কেন? তোমার বীরত্ব-বিস্ফারিত নয়ন উজ্জ্বলতাহীন—তোমার সুবচনগর্ভ রসনা অবশ—তুমি কি শত্রুর কটূক্তিতে সঙ্কুচিত হয়েছ?

শিখ। আজ্ঞে না।

সর্ব্বে। অসম্ভব নয়। শত্রুর শস্ত্র অঙ্গ বিক্ষিত করে, শত্রুর কটূক্তিতে হৃদয় বিকল।

সম। আমরা সন্ধি করিব না—আমরা যুদ্ধ দ্বারা পণ রক্ষা করিব। দুর্ম্মতি ব্রহ্মাধিপতি সম্যক্ পরাজিত হয়েও স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই—এত বড় আস্পর্দ্ধা, মণিপুর মহারাজের সহকারী সেনাপতি বিজয় মণ্ডিত শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে। সাত দিন পরে সমর আরম্ভ হউক; শিখণ্ডিবাহন যেমন সেনাপতিকে পরাজিত করে শিবিরে এনেচেন আমি তেমনি দাম্ভিক ব্রহ্মভূপতিকে মহারাজের শিবিরে আনয়ন কর্ব। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, আমি সন্ধি চাই না যুদ্ধ চাই। ব্রহ্মভূপতি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে শিখণ্ডিবাহনকে সিংহাসনে সংস্থাপন করিতে স্বীকৃত হন, সন্ধি, নতুবা যুদ্ধ—যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ। সমকক্ষ সম্রাটে সম্রাটে সন্ধি হয়, পরাজিত পামরের সঙ্গে সন্ধি শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। পরাজয়-পরিপীড়িত ভূপতির সন্ধির প্রস্তাব করা নিতান্ত অসংগত—প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করাই তার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শশা। আমরা জয়লাভ করিচি, ব্রহ্মসেনাপতি আমাদের শিবিরে আবদ্ধ রয়েছেন, আমাদের উতলা হইবার প্রয়োজন কি। ব্রহ্মেশ্বর একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন; তিনি স্বয়ং শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলেন না, তিনি কাছাড় রাজধানীর কতিপয় অমাত্যের দ্বারা এ আপত্তি উত্থাপন করায়েছেন। মণিপুর মহারাজের প্রতিজ্ঞা আছে প্রজার অনভিমতে কাছাড়ের রাজা মনোনীত করিবেন না; অতএব অমাত্যগণের আপত্তি খণ্ডনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। সাতদিন সময় আছে, সেনাপতি সমরকেতু যদি আমার সাহায্য করেন, শিখণ্ডিবাহন যে জারজ নয় তাহা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।

সম। দিতে পারি, কিন্তু দেব কেন? শিখণ্ডিবাহন ত ব্রহ্মাধিপতির কন্যার পাণিগ্রহণ কর্চ্চে না যে কুলজির আবশ্যক। তলবারে তলবারে মীমাংসা হবে তাতে আবার জন্ম বৃত্তান্ত কি! বাহুবলে রাজ্য গ্রহণ তাতে জারজের কথা

আস্‌বে কেন? অমাত্যগণের যদি কোন আপত্তি থাক্‌ত তাহলে তারা আবেদন পত্রে ব্যক্ত কর্‌ত। ব্রহ্মেশ্বরের কুপরামর্শে এ আপত্তির সৃষ্টি—খণ্ডন করতে ইচ্ছা করেন আমার আপত্তি নাই।

রাজা। মন্ত্রীর প্রস্তাবে আমি সম্মত।

সর্ব্বে। শিখণ্ডিবাহন যখন সেনাপতি সমরকেতুর নিকটে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতেন তখন লোকে তাঁর জন্ম-কথা আন্দোলন করত, এখন শিখণ্ডিবাহনকে সকলে রাজার মত পূজা করে, কার্ সাধ্য সে কথা মুখে আনে। ব্রহ্মাধিপতির যে কুটিল স্বভাব আমাদের প্রমাণও গ্রাহ্য কর্‌তে পারেন।

সম। তলয়ারের প্রমাণ অগ্রাহ্য কর্‌বেন।

[শিখণ্ডিবাহন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিখ। লোকে বলে ব্রহ্মদেশ হতে সূর্য্যদেব ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করে উদয় হন—এ কথা অলীক না হবে, নইলে অমন প্রভাত সূর্য্যরূপিণী তপতি তুল্য রূপ কল্যাণীর আবির্ভাব হ'ল কেমন করে।

পরাণ কাতর, নবীন বাসনা
হৃদয়ে উদয়, অবশ রসনা,
পদ্মের প্রলম্ব নিলে পদ্মাসনা,
কি ভাবি জানিব কেমনে মনে।

প্রেম পরিপূর্ণ পূত পরিণয়,
মেদিনী মণ্ডলে মকরন্দ ময়,
সম্পাদিত শুভক্ষণে যদি হয়,
সুনীল নলিনী নয়না সনে।

মকরকেতন, বক্কেশ্বর এবং বয়স্য চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

মক। ছল করে জেদ্ বজায় রাখবেন।

বক্কে। এক একটা ইঁদুর কলে পড়েও কুটুর কুটুর ক'রে চাল ভাজা খায়। ব্রহ্মনরপতি কলে পড়েছেন তবু ছল ছাড়্‌চেন না।

শিখ। ব্রহ্মভূপতি আমাদের প্রস্তাবে অস্বীকার নন। বোধ হয় সন্ধি হবে।

বঙ্কে। তাহলে আমার ধনুর্যজ্ঞ ত বৃথা হবে। আমি যে অসিলতা উঠিয়েচি তা এখন ফেলি কোথা?

মক। কদলী বৃক্ষের বক্ষে।

বঙ্কে। না—পরশুরামের প্রাণ সংহারের জন্তে শ্রীরামচন্দ্র যে বান টেনে-ছিলেন তা ছাড়্লে পরশুরাম পঞ্চত্ব পেতেন। পরশুরাম প্রাণভিক্ষা চাইলেন। রামচন্দ্রের উভয় শঙ্কট, এ দিকে টানা বাণ রাখা যায় না, ওদিকে গোরির ব্রাহ্মণের প্রাণ নষ্ট। ভেবে চিন্তে পরশুরামের স্বর্গারোহণের পথে বাণটি নিক্ষেপ কল্লেন। আমি সেইরূপ কর্‌ব।

মক। তুমি কোথায় ফেল্‌বে।

বঙ্কে। মকরকেতনের শৈবলিনী-রূপ স্বর্গারোহণের পথে।

মক। দাদা শৈবলিনীর সংবাদ শুনেছ।

শিখ। স্বৈরিণীর সংবাদে আমি কাণ দিই না।

মক। শৈবলিনী আমায় পরিত্যাগ করেছে।

বঙ্কে। বিচ্ছেদ বাঘের হাতে
প্রাণ বাঁচানো ভার,
খাঁচা খুলে কাদা খোঁচা
পালিয়েছে আমার।

মক। দাদা এই লিপি খানি পড়, শৈবলিনীর কি উদার মন জান্‌তে পার্‌বে।

শিখ। আমি তার হাতের লেখা পড়্‌তে পারি না।

মক। আমি পড়ি। (লিপি পাঠ।)

প্রাণেশ্বর!

তোমাকে প্রাণেশ্বর বলিতে আর আমার অধিকার নাই, তবে অভ্যাস নিবন্ধন বলিতেছি। সহৃদয় মহাশয় শিখণ্ডিবাহন তোমাকে যে ভর্ৎসনা করেছেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আমি তোমার প্রতি অত্যাচার করিতেছি। সুশীলা তোমার সহধর্ম্মিণী; তুমি সুশীলার হৃদয়-মৃণালের পবিত্র পদ্ম, সে পদ্মে বিমোহিত হওয়া আমার স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা।

ধর্ম্মশীলা সরল-স্বভাবা সুশীলার হৃদয়-মৃণাল ভঙ্গ করিয়া পবিত্র পদ্ম গ্রাস করিতে বারবিলাসিনীর মনেও করুণ রসের সঞ্চার হয়—আমি লোকাচারে

বারবিলাসিনী বস্তুতঃ বারবিলাসিনী নই। আমি স্পষ্টাক্ষরে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি আমি তোমাকে বিবাহিত পতি বলিয়া জানিতাম। আমি যে বারবিলাসিনী নই একথা আর কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেনই বা করিবে, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করিবে।

একশত বার, যাবজ্জীবন। (লিপি পাঠ।) আমি সুশীলার সরল মনে ব্যথা দিয়া মহাপাপ করিয়াছি। সেই পাপের পাবন স্বরূপ আপনার নির্ব্বাসন বিধান করিলাম। চতুর শিখণ্ডিবাহন পরিচারিকার মুখে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমাকে এক তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তোড়াটি পেটিকায় রহিল, তাঁহাকে প্রতি অর্পণ করিয়া বলিবে, বারবিলাসিনী, নীচ-কুলোদ্ভবা শৈবলিনী, যদি হৃদয় পেটিকার রত্নরাশি পরিত্যাগ করিয়া জীবিতা থাকে, সামান্য স্বর্ণাভাবে তার ক্লেশ হইবে না। আমি ভিখারিণীর বেশে প্রস্থান করিলাম। ইতি।

তোমার সংজ্ঞাশূন্য শৈবলিনী।

শিখ। এমন চমৎকার লিপি আমি কখন দেখিনি। শৈবলিনীর অতিশয় উচ্চ মন। আমি যদি আগে জান্‌তেম তোমার সঙ্গে একদিন তার নিকটে যেতেম।

মক। তুমি তার নাম কল্লে বেশ্যা বলে উড়িয়ে দিতে তা তার কাচে যাবে কেমন করে। এখন সে তপস্বিনী হয়ে বেরুয়ে গেল, এখন তোমার ইচ্ছে হচ্চে তার সঙ্গে বাক্যালাপ কর।

বক্রে। আম্ শুকুয়ে আম্‌সি, জল শুকুয়ে পাঁক্,
বুড়া বেশ্যা তপস্বিনী, আগুন মরে থাক্।

মক। দেখ দেখি দাদা, বক্রেশ্বর করুণ রসের সঙ্গে কৌতুক রস মিশ্রিত করে।

বক্রে। আনারসে লবণ কণা,
খেয়ে তৃপ্ত ভক্ত জনা।

প্রথ, বয়। তুমি যে এমন লিপি পেয়ে জীবিত আছ এই আশ্চর্য্য।

মক। আমার ত আর সে ভাব নাই সে দিন মঙ্গল ঘটের সম্মুখে লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে সাক্ষী করে সুশীলা আমার গলায় মালা দিয়েছে, সেই অবধি আমি সুশীলায় একাযত্ত।

শিখ। (দীর্ঘ নিশ্বাস)। অমন করে মালা দিলে কে না বশীভূত হয়। সে কি পদ্মের মালা?

মক। পদ্মের মালা।

শিখ। জগৎ সংসারে রমণীরত্ন সাররত্ন। রমণী না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার ময় হত। রমণী জীবন ধারণের মুল।

মক। কি দাদা প্রণয়ের পদ্ম কলিটি ফুটলো নাকি? তোমার মুখে স্ত্রীলোকের এমন প্রশংসা কখন ত শুনি নি। সে দিন তুমি ব্রহ্ম রাজার অন্দর মধ্যে প্রবেশ করেছিলে, বোধ হয় স্বজাতি সূর্য্য প্রভা পেয়ে থাকবে।

শিখ। আমি শৈবলিনীর মনের উচ্চতা অনুধাবন করচি।

মক। শৈবলিনী সুশীলার হিতের জন্য সর্ব্বত্যাগী। আমি কি সাধে তার প্রণয়-পিঞ্জরে বদ্ধ ছিলেম। শৈবলিনীর বর্ণবিন্যাস টা দেখলেন ত। পত্রখান আর একবার পড়্‌ব।

বক্কে। আর পড়্‌তে হবে না, খেউ কল্লেই শিকারী কুকুর বলে বুঝা যায়। পণ্ডিত রেখে লেখা পড়া শেখালে বক্কেশ্বরও বিদ্যাবাগীশ হতে পারেন।

মক। দাদা স্বাক্ষর টা রেখেছেন "তোমার সংজ্ঞা শূন্য শৈবলিনী"।

বক্কে। তোমার ডঙ্কা মারা কলঙ্কিনী।

শিখ। প্রমদা স্বভাবতঃ প্রেমদা, বারাঙ্গনা হলেও মধুরতা শূন্য হয় না।

মক। বক্কেশ্বর তোমার সাধু শিখণ্ডিবাহনের ব্যাখ্যা শুন।

বক্কে। সুশীলা রাণীর জয়। সুশীলার কাছে শৈবলিনীবধ কাব্য পাঠ করব আর ভোল পুরে চন্দ্রপুলি খাব।

মক। শৈবলিনী কি তোমায় খেতে দিত না?

বক্কে। দিত কিন্তু ঔষধ গেলার মত খেতেম। শৈবলিনীর সন্দেশ খাওয়া উচিত নয়।

শি, মক। তবে খেতে কেন?

বক্কে। ক্ষিদে পেত বলে।

সঙ্গদোষে ভাই,
বেশ্যা বাড়ী খাই,
গোট্‌ মজুলে জিজির মজে সন্দেহ তার নাই।

মক। বক্কেশ্বর বড় জালাজ, মৃগয়ার নিয়ে গিয়ে এর শোধ দেব।

বক্কে। হদ্দ সারা হবে আর কি?

মক। দাদা তুমিই আমার চরিত্র সংশোধনের মূল, তুমি যদি আমায় ভাল না বাস্‌তে তা হলে অমি ছারখারে যেতেম্।

[শিখণ্ডিবাহন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিখ। মকরকেতনের কাছে ধরা পড়েছিলাম আর কি—মকরকেতনের যেমন মিষ্ট স্বভাব তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—ওর কাছে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করা উচিত, ওর মত বিশ্বাসী বন্ধু আমার আর কে আছে। সুশীলার সুখের সীমা নাই—পদ্মের মালা বড় পয়মন্ত—পদ্মের মালা ছড়াটি একবার গলায় দিই। (গলদেশে পদ্মের মালা প্রদান)।

একজন পদাতিকের প্রবেশ।

পদা। এক মাগী বৈষ্ণবী আপনার কাছে আস্‌তে চায়।

শিখ। তোমরা কি যুদ্ধ শিবিরের রীতি জান না, যে সে আসতে চাইবে আর আমার এসে সংবাদ দেবে? তোমরা তাকে অম্‌নি অম্‌নি বিদায় করে দিতে পার নি। ভিক্ষা চায় ভিক্ষা দিয়া বিদায় করে দাও।

পদা। আমরা তাকে অম্‌নি অম্‌নি বিদায় করে দিতেম, কিন্তু সে আপনার পাগ্‌ড়ি এনেচে।

শিখ। আমার পাগ্‌ড়ি? আমার পাগ্‌ড়ি?

পদা। আজ্ঞা হাঁ।

শিখ। আস্‌তে দাও, একাকিনী আস্‌তে দাও।

[পদাতিকের প্রস্থান।

তবে রণকল্যাণী পাগ্‌ড়ি তুলে লন্ দি। আমি ভেবে ছিলেম মালা দান সুলক্ষণ, পাগ্‌ড়ি তুলে লওয়া তার পোষকতা।

সুরবালার বৈষ্ণবীর বেশে প্রবেশ।

সুর। গোপীজনমনোরঞ্জন, বৃষভানুদুলারীকালেনয়নাঞ্জন, ত্রিভুবন-ভব-ভয় ভঞ্জন, বৃন্দাবন স্বামী, তোঁহারি মঙ্গল করে। দরিদ্র বৈষ্ণবী ভুখী হোঁ।

হে গুণধাম মোরি মুখ পর্ আপ্ কা নেহারিয়ে? দর্পণ নহি, এহ্ মে নেত্র হায়, কাণ্ হায়, ওষ্ঠ হায়, দন্ত হায়।

শিখ। তুমি কে?

সুর। ব্রজবালা।

শিখ। কুলবালা।

সুর। (গলদেশ অবলোকন করিয়া)। কুলবালায় কমল মালা।

শিখ। সুরবালা।

সুর। সোনার বালা।

শিখ। কার হাতের?

সুর। আজো কারো হাতে পড়েনি।

শিখ। তোমার বেশে বেস্ ঢাকে নি। তোমার অধর কোণে হাসি বাঁধ বেঁধে রয়েছে। আর বঞ্চনা কর কেন আমায় পরিচয় দাও।

সুর। আমি ভিক্ষা জীবি বৈষ্ণবী, ভেকের জন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি!

শিখ। ভেক্ কেন নাও না?

সুর। মানুষ কই?

শিখ। মোট্ বইয়ের মানুষ জোটে আর তোমায় ভেকের মানুষ জোটে না?

সুর। বাঁশবাগানে ডোম্ কাণা,
দেখি সব শালায় গুণ্ টানা,
আছে একটা নিধি মনের মত,
তার গুণের কথা কইব কত,
সে রণ করে রমণী মারে,
পালায় লয়ে পদ্ম হারে।

শিখ। আমি কি এক শালা?

সুর। তা নইলে সিংহাসনে উঠ্তে চাও।

শিখ। আমার সহোদরা নাই।

সুর। পুরতা আছে।

শিখ। তুমি কি পাগ্ড়ি দিতে এসেচ?

সুর। পাগ্ড়িও দেব পাগ্ড়ির বায়নাও দেব।

শিখ। কাকে?

সুর। উষ্ণীষরচয়িত্রী শিল্পকারবালা সুশীলাদেব।

শিখ। সুশীলা সেনাপতি সমরকেতুর সরলস্বভাবা দুহিতা, যুবরাজ মকরকেতনের সহধর্ম্মিণী, আমার ধর্ম্মভগিনী।

সুর। চিরজীবিনী হন্।

শিখ। তুমি সুশীলার প্রতি যে বড় সদয়।

সুর। সুশীলা মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জানেন।

শিখ। বোধগম্য হল না।

সুর। সুশীলার নামটি শিলাখণ্ডবৎ প্রচণ্ডবেগে এক কুমারীর মস্তকে পতিত হয়েছিল। তিনি সেই অবধি মূর্চ্ছিতাবস্থায় আছেন। সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের ভগিনী শুন্‌লে পুনর্জ্জীবিতা হবেন।

শিখ। নামে এমন ভয়?

সুর। শিখণ্ডিবাহনের শিরোভূষণে লেখা বলে।

শিখ। তাতে হল কি?

সুর। তাতে হল সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের মাগ্।

শিখ। শিখণ্ডিবাহনের গুরুকন্যা, ধর্ম্মভগিনী।

সুর। তা আমরা জান্‌ব কেমন করে? আমাদের দেশে মাগ্ মাতায় করা রীতি আছে, ভগিনী মাতায় করা রীতি নাই।

শিখ। ব্রহ্মসেনাপতি আমায় বল্লেন রাজকন্যা রণকল্যাণীর সহচরী সুরবালা যেমন মিষ্টভাষিণী তেমনি বিদ্যাবতী। তার প্রমাণ পেলেম।

সুর। আমায় আপনি জোর করে স্বর্গে তুল্‌চেন। আমি স্বর্গমহিলা নই।

শিখ। তুমি স্বর্গের সেতু।

সুর। তা হলে সকলেরই হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ হবে।

শিখ। কেন?

সুর। আমি ফুলের ভরটি সইতে পারি না।

শিখ। তবে আমায় ফুলের মালা দেওয়া হল কেন?

সুর। সুপাত্র ভেবে।

শিখ। কমলমালা কখন পারিজাতমালা, কখন কাল ভুজঙ্গিনী।

সুর। পারিজাতমালা কখন্?

শিখ। যখন ভাবি মালাদান পরিণয়ের চিহ্ন।

সুর। কালভুজঙ্গিনী কখন্?

শিখ। এখন ভাবি আমার রাজবংশে জন্ম নয়।

সুর। রাজবংশে জন্ম হলে রাজবংশী হয়। অনেক রাজবংশী নিরাশ সাগরে নৌকার দাঁড়ি হয়েছেন। রাজবংশশ্রেষ্ঠের করে প্রাণ সমর্পণ।

শিখ। সুরবালা! তুমিও মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জান।

সুর। শুভকার্য্য প্রায় সম্পাদন। বিশ্বেশ্বর পাত পেতে বসে, অন্নপূর্ণা অন্ন হস্তে দণ্ডায়মানা, বাকি ভোজন।

শিখ। তুমি তার মূল।

সুর। আমি ঘটকী। এখন একটা দর দিলে প্রস্থান করি।

শিখ। আমি কেন দর্ দেব?

সুর। যেমন কাল পড়েছে; পূর্ব্বকালে পরিণয়ের হাটে কন্যা বিক্রয় হত, এখন ছেলে বিক্রয় হয়। এখন মেয়ের ত বিয়ে নয় সত্যভামার ব্রত করা, বরের ওজনে স্বর্ণদান, যোল টাকার দর পাকা সোনা, কবে দর।

শিখ। তুমি আমায় বিনা মূল্যে কিনে লও।

সুর। তা হলে ক্রিয়া শুদ্ধ হবে না। কিছু মূল্য দিই।

শিখ। কি?

সুর। পাগল করা পাগ্‌ড়িটি। (উষ্ণীষ প্রদান)।

শিখ। আমি যুদ্ধে জলাঞ্জলি দিইচি।

সুর। তবে এখন কচ্চেন কি?

শিখ। বিরস বদনে, সজল নয়নে, বসিয়ে বিজনে, নিরখি মনে।
সে বিধু বদন, সে নীল নয়ন, সে আশা অর্পণ, আনন্দ গনে।

সুর। করিলাম পণ, পাবে দরশন, হইবে মিলন, বিবাহ পাশে।
পাগল হৃদয় যার জন্যে হয় সে হলে সদয় অমনি আসে।

শিখ। সুরবালা! এই পুস্তক খানি নিয়ে যাও (পুস্তক দান)

সুর। রণকল্যাণী "জয়দেব" প্রিয়া স্বপ্নে আন্‌লেন না কি?

শিখ। সেনাপতি বলেছেন।

সুর। বৈষ্ণবী তবে ভিক্ষায় গমন করুক।

শিখ। কবে আসবে?

সুর। আপনি এখন খুব পাগল হন্‌নি তাই "কবে" বলচেন, পাগল হলে বলতেন কখন আসবে।

শিখ। আজকে কি আসতে পারবে?

সুর। বলুন না কেন আজ যাব।

শিখ। তা কি ঘট্‌তে পারে?

সুর। সুরবালা না পারে কি?

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়, রাজধানীর অন্দরের কুসুম কানন।

রণকল্যাণীর প্রবেশ।

রণ। যার মন উচাটন তার কুসুম কানন হবে কি। কেনই বা মন উচাটন হয়—এক হাতেত তালি বাজে না। এক হাতে তালি বাজে না বলেই ত মন উচাটন হয়। শিখণ্ডিবাহনকে দেখ্‌বের আগে আমি যে রণকল্যাণী ছিলাম, সে রণকল্যাণী আর হতে পাব না। হয় ত ভাল হব। জীবনটা একটানা স্রোতের তরণীর মত এক রকম চলে যাচ্ছিল বেস্। বড় ধাকা লাগ্‌লে—চড়ায় ঠেকেচে, গতিশক্তি হীন। আর কি নৌকা চল্‌বে? কেন মালা দিলেন? কি বীরত্ব, কি মহত্ব, কি সহৃদয়তা, কি অপসক্কালেন। শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন। আমি কি মালা দিলেম? মালা নিয়ে মন উড়ে গেল। না ঘটে, নাই ঘট্‌বে, আর ভাব্‌তে পারিনে। চিরকুমারী হয়ে থাকব। কিন্তু সে রণকল্যাণী আর হতে পাব না। না ঘট্‌বেই বা কেন? অমন ব্যস্ত তবু স্থিরনেত্রে আমায় নিরীক্ষণ কল্লেন। অমন ব্যস্ত তবু আমার সমক্ষে কমলমালা গলায় দিলেন। সুশীলা শিয়কারের মেয়ে। সুরবালা শীঘ্র আস্‌বে বলে গেল এখন এল না। সে যত শীঘ্র পারে আস্‌চে আমার বিলম্ব বোধ হচ্চে। প্রেমপিপাসায় দগ্ধে দিন।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

কি হেরিলাম আহা মরি
কিবা রূপের মাধুরী,
আসিতে না পারি ফিরে এলেম ধীরে ধীরে।
দেখিতে রূপ প্রাণ ভরে,
পারি নাহি লাজভরে,
যদি বিধি দয়া করে,
পুনরায় দেখায় তারে,
লাজের মুখে ছাই দিয়ে
চাইব ফিরে ফিরে।

সুরবালার প্রবেশ।

সুর। বৃন্দাবনস্বামী তৈঁহারি মঙ্গল করে, দরিদ্র বৈষ্ণবী ভুখী হোঁ

রণ। বৈষ্ণবীর বেশে এলে, মেয়েরা দেখ্‌লে বল্‌বে কি।

সুর। বল্‌বে সুরবালা ভেক নিয়েছে।

রণ। সমাচার কি?

সুর। সুরবালা গর্ভবতী।

রণ। তোমার পোড়ার মুখ।

সুর। এত সমাচার এনিচি, আমার পেটে ধচ্চে না।

রণ। বোধ হয় যমক হবে।

সুর। না, অনুপ্রাস।

রণ। সুশীলা কে?

সুর। সুশীলা শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহনের বর্নবিহঙ্গবাদিনী, বিম্বজিতবসনা, বিমলেন্দুবদনা, বিলম্বিতবেণীবিভূষিতা, বিবাহিতা বনিতা।

রণ। অনুপ্রাসের জয় হল যে।

সুর। কিন্তু জারজ নয়।

রণ। জারজ না হলে তোমায় জীবিতা পেতাম না।

সুর। প্রকৃতির কথায় তোমার বিশ্বাস হয় না?

রণ। তোমার আনন্দমাখা নয়ন বল্‌ছে আরজ, তোমার হাসিবিকশিত অধর বল্‌চে আরজ, তোমার আরজ বল্‌চে আরজ।

সুর। এটা তোমার গরজ।

রণ। এখন বল সুশীলা কে?

সুর। সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের অভিসারিকা।

রণ। তোমার মরণ। তা আমি দেখ্‌লেও বিশ্বাস করিতে পারি না; শিখণ্ডিবাহন সংসারকাননে পুণ্যতরু।

সুর। রণকল্যাণী মুক্তিলতা।

রণ। সুরবালার মাতা।

সুর। অভিসারিকায় তোমার মন যায় না?

রণ। রঙ্গে ইতি কর।

সুর। তবে সত্য ইতিহাস বলি।

রণ। আদ্যোপান্ত।

সুর। শিখণ্ডিবাহন ভাই বড় চতুর। আমি এত গোপীজনমনোরঞ্জন বল্লেম, এত বৃন্দাবনবাসী তেওয়ারি মঙ্গল করে বল্লেম, কিছুতেই ভুল্লে না, আমায় খপ্ করে ধরে ফেল্লে।

রণ। তুমি অমনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লে?

সুর। আমি কি ঘট্‌স্থাপন কর্‌তে গিয়ে বিয়ে কল্লেম না কি?

রণ। তারপর।

সুর। বল্লে তুমি সুরবালা।

রণ। মাইরি?

সুর। সেনাপতির কাছে বসে বসে আমাদের সব খবর নিয়েছেন।

রণ। তবে তিনিও উচটিন।

সুর। তাঁর হার জিত দুই হয়েছে।

রণ। হার্‌লেন কিসে?

সুর। রণকল্যাণীর নয়ন-বাণে।

রণ। সুশীলা কে?

সুর। শিখণ্ডিবাহনের বোন্।

রণ। তোমার মুখে ফুল চন্দন।

সুর। সহোদরা নয়।

রণ। তবে কি?

সুর। সুশীলা সেনাপতি সমরকেতুর মেয়ে, যুবরাজ মকরকেতনের স্ত্রী শিখণ্ডিবাহনের গুরুকন্যা, ধর্ম্মভগিনী।

রণ। বল্লেন কি?

সুর। বল্লেন রণে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল মনের নয়নে রণকল্যাণীর মুখাবলোকন করচি।

রণ। রণকল্যাণী ভাগ্যবতী।

সুর। রণকল্যাণীর কমলমালা অবিরল গলদেশে দিয়া আছেন।

রণ। রণকল্যাণীর জীবন সফল।

সুর। বল্লেন রাজবংশে জন্ম নয় বলে আশঙ্কা হয়।

রণ। রাজবংশের সৃষ্টিকর্ত্তার মুখে এ কথা ভাল শুনায় না।

সুর। রণকল্যাণীর সম্প্রীতি জন্যে একখানি পুস্তক দিয়েছেন।

(পুস্তক দান)

রণ। জয়দেব। ৺ সেনাপতি বলে দিয়েছেন, তিনি আমায় পদ্মাবতী বলে উপহাস করতেন। এমন সুন্দর লেখাত ভাই কখন দেখিনি, যেন নব-দূর্ব্বাদলশ্যামাবলি—

ললিত-লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয়-সমীরে
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ-কুটীরে।

সুর। শিখণ্ডিবাহনের স্বহস্তে লেখা।

রণ। (পুস্তক বক্ষে ধারণ)। সুরবালা আমার সুখের সীমা নাই—সুরবালা আমার জীবনতরণী এত দিন পরে প্রেমসাগরে ভাস্‌ল—

সুর। তোমার চক্ষে জল কেন ভাই—আর ত কাঁদ্‌বের কারণ নাই। (আলিঙ্গন)।

রণ। সুরবালা তুমি আমার সহোদরা, তুমি আমায় বড় স্নেহ কর। আমার প্রাণ শুকয়ে গ্যাছ্‌ল—তুমি আমার মৃত মুখে অমৃত দান করলে—আমি আনন্দে কাঁদি—

প্রাণ যারে চায়, প্রেম পিপাসায়, সে যদি আমায় আপনি চায়।
অখিল সংসার, সুখের ভাণ্ডার, প্রেম পারাবার ভাসিয়ে যায়।

সুর। মণিপুর শিবিরে রাসলীলার বড় ধূম।

রণ। রণজয়ের চিহ্ন।

সুর। রাজা অনুমতি দিয়েছেন, সাত দিন যুদ্ধ বন্ধ রইল, সকলে আনন্দ করে বেড়াও।

রণ। রাসমঞ্চ হবে কোথায়?

সুর। রাজার পটমণ্ডপের সম্মুখে। কি সুন্দর রাসমণ্ডপ প্রস্তুত করেছে যেন একটি রাজছত্র। চন্দ্রাতপটি সুগোল, লালবর্ণ, তার ঝালরে তবকে তবকে পদ্মমালা। খুটিগুলি কাটের কি বাঁশের তা বল্‌তে পারি না। খুঁটির গায় পদ্মের মালা এমন ঘন করে জড়ুয়ে দিয়েছে খুঁটির গা দেখা যাচ্চে না। রাস-মণ্ডপের মধ্যস্থলে পদ্মের সিংহাসন। পদাতিক প্রহরী রয়েছে নইলে একবার রাধিকা হয়ে বসে আস্‌তেম।

রণ। কৃষ্ণ সাজ্‌বে কে?

সুর। রাজবাড়ীর রাসলীলায় যুবরাজ মকরকেতন কৃষ্ণ সাজতেন, তাঁর বিয়ে হয়েছে, এখন শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজেন।

রণ। রাধিকা?

সুর। রাজবালা।

রণ। রাজবালা কে?

সুর। নাগেশ্বরের রাজ-কন্যা, মণিপুর রাজার ভাগিনী, রণকল্যাণীর সতীন।

রণ। সুরবালার শালী।

সুর। রাজবালা রাধিকা সাজ্‌তে রাজি নয়—

রণ। কেন?

সুর। শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজ্‌বেন বলে।

রণ। শিখণ্ডিবাহনের উপর যে অভিমান?

সুর। শিখণ্ডিবাহন যা কর্‌তে নাই তাই করেছেন।

রণ। কি?

সুর। বাচা কন্যা কাচা কাপড় পরিত্যাগ।

রণ। তা হলে সুশীলা রাধিকা হবে।

সুর। তুমি স্বপ্ন দেখছ না কি? সুশীলার যে বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পর মেয়েরা ত রাসলীলায় সাজে না।

রণ। তবে তুমি রাধিকা সাজ।

সুর। সাজবে কেন? যার শ্যাম সেই রাধা হবে।

রণ। সুরবালা শিখণ্ডিবাহনকে না দেখলে আমিত আর বাঁচিনে। চলনা কেন আমরা রাসলীলা দেখ্‌তে যাই।

সুর। এখন ত সন্ধি হয় নি।

রণ। আমরা পুরুষ সেজে যাব।

সুর। দুটি কম্‌লে বাচুর চাই।

রণ। তোমার কম্‌লে বাচুরে হবে না, তোমার জন্যে একটি ষাঁড় চাই।

সুর। তোমার জন্যে একটি হাতী চাই।

রণ। নিশ্চয় যাব।

সুর। ধাত্রী যদি অনুকূল হন আমি আর একটি সংবাদ প্রসব করি।

রণ। তুমি সাত ব্যাটার মা হও।

সুর। তা হলে কি শরীরে কিছু থাক্‌বে?

রণ। চিরযৌবনার ভয় কি?

সুর। মহিলাশিবিরে গিয়েছিলেম। বেছে বেছে একটা বুড়ী দাসীকে বশীভূত কর্‌লেম। আমি বল্লেম এ দাসি বৃন্দাবনস্বামী তোঁহারি মঙ্গল করে। সে বল্লে "বৈষ্ণবঠাকুরাণি নমস্কার আমার বয়ের ছেলে হয় না কেন?" আমি বল্লেম তুই আঁতুড় ঘাং, আমি তোর বয়ের ছেলে করে দিচ্চি। ঝুলি হতে এক খানি ভাঙ্গা হলুদ বার করে বল্লেম, যশোমতী মা যশোদা এই হরিদ্রা অঙ্গে লেপন করে পঞ্চামৃত ভক্ষণ করেছিলেন, এই হরিদ্রা বেটে তোর বয়ের পেটে মাখ্‌য়ে দে, হরিদ্রা শুষ্ক না হতে হতে উদরস্ফীত হবে। মাগী হরিদ্রা খানি আঁচলে বেঁধে ভ্যানর্ ভ্যানর্ করে পরচে পাড়্‌তে লাগ্‌ল।

রণ। হরিদ্রা পেলে কোথা?

সুর। যাবার সময় হরিদ্রা, কেলেধান, আত্তপচাল, গেঁটে কড়ি, কুমিরের দাত সংগ্রহ করে গ্যাছ্‌লেম।

রণ। তুমি এখন ভ্যানর্ ভ্যানর্ করে পরচে পাড়।

সুর। মণিপুর রাজার দুই রাণী ছিল। বড় রাণী মরে গিয়েছেন, ছোট রাণী বেঁচে আছেন। বড় রাণীর একটি ছেলে হয়। ছেলে ত নয় যেন চাঁপা ফুলের কলিটি; কপালে রাজদণ্ড। রাজপুরী আনন্দে উথ্‌লে উঠ্‌ল, রাজা স্বয়ং সূতিকাগারে এসে সুবর্ণকৌটার সহিত গজমতির মালা দিলেন। ছোটরাণী হিংসায় কাঁকুড় ফাটা। ধনমণি ধাত্রীর সহযোগে সোণার কটো

শুদ্ধ মতির মালা আর বড়রাণীর হৃদয় কটোর মতিটি নদীর জলে নিক্ষেপ করলেন। শোকে সূতিকাগারে বড়রাণীর প্রাণত্যাগ হল।

রণ। সপত্নীর দ্বেষ কি ভয়ঙ্কর!

সুর। কেউ কেউ বলে শিখণ্ডিবাহন বড় রাণীর সেই সোণার চাঁদ।।

রণ। তা হলে কি এত দিন অপ্রকাশ থাকে।

সুর। ছোটরাণীর ভয়ে কেউ কি একথা মুখে আন্‌তে পারে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়। শিখণ্ডিবাহনের পটমণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

রাজা শশাঙ্কশেখর এবং সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌমের প্রবেশ।

শশা। শিখণ্ডিবাহন যে তাঁর গর্ভজাত নয় তা তিনি স্বীকার করেছেন।

রাজা। ত্রিপুরাঠাকুরাণী আমার সমক্ষে আস্‌তে অসম্মতা কেন?

শশা। তিনি শিখণ্ডিবাহনকে কোথায় কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা আমাদের কাছে বল্‌তে অস্বীকার, কিন্তু মহারাজ জিজ্ঞাসা কল্লে অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না বলে মহারাজের সম্মুখে আসতে অস্বীকার।

সর্ব্বে। ত্রিপুরাঠাকুরাণী সেনাপতি সমরকেতুকে বড় ভক্তি করেন, তাঁর কাছে কোন কথা গোপন কর্‌বেন না।

শশা। ত্রিপুরাঠাকুরাণী ভুবনপাহাড়ে শৈলেশ্বর দর্শন কর্‌তে গিয়েছেন সেনাপতি স্বয়ং তাঁকে আন্‌তে গিয়েছেন।

রাজা। বোধ করি তাঁরা কাল্ আস্‌তে পারেন।

পারিষদ্ চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

প্র, পারি। শিখণ্ডিবাহন আর মকরকেতন বড় কৌতুক করেছেন। মৃগয়ায় বক্কেশ্বরকে ঘোড়া চড়্য়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

রাজা। পড়ে গেছে না কি?

প্র, পারি। আজ্ঞা না।

রাজা। তবে ভাল। বক্কেশ্বর পাগল্ হক্ যা হক্ ওর মনটি বড় ভাল।

দ্বি, পারি। বক্কেশ্বরের অজ্ঞাতসারে এঁরা পঞ্চাশ জন মণিপুরের অশ্বসৈনিককে ব্রহ্মদেশের অশ্বসৈনিক সাজ্য়ে বলে দিলেন, তাঁরা যখন মৃগয়ায় রত থাকবেন সৈনিকেরা তাঁহাদের আক্রমণ করিবে। শিখণ্ডিবাহন এবং মকরকেতন বেগে অশ্বসঞ্চালন করে পাল্য়ে আসবেন, বক্কেশ্বরের চক্ষু বন্ধন করে ব্রহ্মশিবিরের নাম করে মণিপুর শিবিরে ধরে আনবে।

শশী। বক্কেশ্বর ত ঘোড়া চড়ে না।

প্র, পারি। সে কি ঘোড়া চড়্‌তে চায়, মকরকেতন অনেক যত্নে ঘোড়ায় পিটে একটি গোজ্ বস্য়ে দিলেন তবে সে ঘোড়ায় উঠ্‌ল।

রাজা। বক্কেশ্বর যে ভীরু তার যদি প্রতীতি হয় যে তাকে ব্রহ্মশিবিরে ধরে এনেচে সে ভয়েতেই মরে যাবে।

মকরকেতন, শিখণ্ডিবাহন এবং বয়স্যপঞ্চের প্রবেশ।

মক। বক্কেশ্বরকে যখন সৈনিকেরা বেষ্টন করে চক্ষু বাঁধিতে লাগল বক্কেশ্বরের যে কান্না, বল্লে "ও শিখণ্ডিবাহন! এই তোমার বীরত্ব! পাগল্‌টাকে শত্রু হস্তে ফেলে পলালে"।

শিখ। সৈনিকদের বল্লে "বাবা সকল! আমায় ছেড়ে দাও আমি যোদ্ধা নই, আমি পাচক ব্রাহ্মণ। বাবাসকল তোমাদের মহারাজ সাত দিন গুহ্ বন্ধ রেখেছেন তাই আমি এতদূর এইচি, নইলে মহিলাশিবিরের সীমা অতিক্রম কর্‌তেম না"।

পদাতিকগণে বেষ্টিত অশ্বারোহণে বক্কেশ্বরের প্রবেশ।

বক্কে। বাবাসকল আমার ভাষা তোমরা না বুঝতে পার, আমার চক্ষের জলে ত বুঝ্‌তে পাচ্চ আমি তোমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্চি।

প্র, পদা। জেরাণ্ডি বয়রাণ্ডি দেক্‌লাচ্চা থেইলু, মেইটা মিটি মহিটা কেরুকা কেল্টা কাং কুই, তেম্পুরাণ্ডি পেম্পেরালে পিণ্ডিলু।

বক্কে। আমি কেবল তোমাদের পিণ্ডি বুঝ্‌তে পারেম। তোমাদের শিবিরে কি দোভাষী নাই।

প্র, পারি। এ বর্ব্বর কে?

বকে। আহা! মাতৃভাষার বর্ব্বরটিও মধুর। বাবা আমি কোথায় এলেম?

প্র, পারি। মহারাজ রাজাধিরাজ ব্রহ্মমহীপতির শিবিরে।

বক্কে। মহারাজ কোথায়?

প্র, পারি। তোমার সমক্ষে। যোড় করে প্রণাম কর।

বক্কে। আমি মস্তক নত করে প্রণাম করি। (মস্তক নত করিয়া প্রণাম)।

প্র, পারি। তুই ব্যাটা ভারি পাষণ্ড, মহারাজের নিকটে যোড় কর কর্‌তে পার না?

বক্কে। যোড়কর কেন আমি যোড় পায় লাফ দিতে পারি। আমি দুই হাতে গোঁজ ধরে রইচি আমার যোড় কর কর্‌বের কি যো আছে।

প্র, পারি। ঘোড়ার পাছায় খুব জোরে চাবুক মার ত, ঘোড়াটা ছুটে যাক্।

বক্কে। (চীৎকার শব্দে) বাবা পড়ে মর্‌ব, বাবা হাড় ভেঙ্গে যাবে, বাবা আমার পল্‌কা হাড়। (প্রগাঢ়রূপে গোঁজালিঙ্গন।)

প্র, পারি। মার না এক চাবুক। (অশ্বের পৃষ্ঠে চাবুক প্রহার, পদাতিকের অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া বেগে অশ্ব লঙ্ঘন।)

বকে। দাত দোহাই মহারাজ, ব্রহ্মহত্যা হয়, পড়লেম, পড়লেম, শালার বেটা শালাদের মায়া দয়া কিছু নাই।

(অশ্ব হইতে পদাতিকদ্বয়ের হস্তে পতন)

রাজা। (জনান্তিকে) নীরব হয়ে রইল যে, পঞ্চত্ব হল না কি?

বকে। বাবা তোমাদের শিবিরে যদি বৈদ্য থাকে, ডেকে আমার হাতটা দেখাও, আমার বোধ হয় নাড়ী ছেড়ে গিয়েছে; হাড় গুলি বোধ হয় আস্ত আছে। (হাড় টিপিয়া দেখন)

দ্বি, পারি। তোর আছে কে?

বক্কে। আমার তিন কুলে কেউ নাই, আমি ধর্ম্মের ষাঁড়, নাম বক্কেশ্বর।

দ্বি, পারি। তবে এক খান তলয়ার পেটে পূরে দিয়ে ব্যাটাকে মেরে ফেল্।

বক্কে। সাত দোহাই বাবা, পেটের ভিতর তলয়ার পূরে দিলে নাড়ী কেটে যাবে। আমার কাঁদ্‌বের লোক আছে।

দ্বি, পারি। কে আছে?

বক্কে। আহা মরি, বিচ্ছেদে প্রাণ ফেটে যায়। এত ভালবাসা, এমন মধুর স্বভাব, এমন কোমলাঙ্গ, এমন শ্বেতারবিন্দ বর্ণ, সকলি ব্যর্থ হল।

দ্বি, পারি। কার কথা বল্‌চিস্।

বক্কে। আহা! আমা অবর্ত্তমানে হৃদয়বিলাসিনী আমার কার মুখ পানে চাইবেন? আহা! আমা অবর্ত্তমানে আদরিণীকে কে তেমন আদর করবে।

দ্বি, পারি। তার নাম কি?

বক্কে। চন্দ্রপুলি।

তৃ, পারি। তুই আমাকে চিনিস্?

বক্কে। যাকে চিনি না, তাকে চক্ষু খোলা থাক্‌লেও চিন্‌তে পারি না, এখন ত চক্ষু বাঁধা।

তৃ, পারি। আমি কাছাড়ের নবাভিষিক্ত নবীন রাজা।

বক্কে। চিন্‌লেম, আপনি শালক-কুলতিলক।

তৃ, পারি। ব্যাটাকে মশানে নিয়ে কেটে ফেল্, আমাকে এমন কথা বলে।

বক্কে। বাবা তুমি মাতুল মহাশয়।

তৃ, পারি। তবে যে শালা বল্লি।

বক্কে। অভ্যাস বশতঃ।

তৃ, পারি। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশের জল খাওয়াব।

বক্কে। আপাততঃ একটু কাছাড়ের জল দাও, মামা, আমি পিপাসায় মরি।

রাজা (জনান্তিকে) জল দাও। (পারিষদ্ দ্বারা বক্কেশ্বরের সম্মুখে জল পাত্র রক্ষা।)

তৃ, পারি। জল দিয়েছে খানা, ভাব্‌ছিস কি?

বক্কে। মামার বাড়ী শুধু জলটা খাব।

ভূ, পারি। তবে চাস্ কি?

বক্কে। কাহন টাক্ রসমুণ্ডি।

ভূ, পারি। হাঁ কর্ আমি তোর গালে রসমুণ্ডি দিই।

বক্কে। মাতুল, আমি হা করে করে থাই, তুমি দিতে থাক; যদি ছোটারে হয় তবে বুড়ি ধরলে দাও। (হাঁ করণ) কতক্ষণ হা করে থাকব। (রস-মুণ্ডি ভক্ষণ) বাবা, মামা জল দাও গলায় বাদুচে। (জল পান।) মামা তোমার জন্মেরও ঠিক নাই, হাতেরও ঠিক নাই, জলে মুখ চোক ভাসিয়ে দিলে বাবা।

ভূ, পারি। বক্কেশ্বর আর কিছু খাবি?

বক্কে। আমার এক রকম খেয়ে তৃপ্তি হয় না। রকম ফের করলে ভাল হয়।

ভূ, পারি। তবে এক খানি খির চাঁপা দিচ্ছি প্রাণ ভরে খাও। (এক খান পুরাতন ছিন্ন পাদুকা বক্কেশ্বরের হস্তে প্রদান)।

বক্কে। (হস্ত দ্বারা পাদুকা স্পর্শ করিয়া) মামা দেশ বিশেষে আহার ব্যবহার কত ভিন্ন হয়।

ভূ, পারি। কেন রে।

বক্কে। এ গুল আপনারা নিজে খান, আমাদের দেশে এ গুল কুকুরে খায়! আপনারা এরে বলেন খির চাঁপা, আমরা বলি ছেঁড়া জুতা। (পাদুকা স্পর্শ করিয়া) মামা খির চাঁপা যে মস্তকহীন; প্রসাদ করে দিলেন না কি?

ভূ, পারি। তুই খানা,—খির চাঁপা বড় সুখাদ্য।

বক্কে। মামা আপনি কাছাড়ের রাজা হয়েছেন, আপনাকে খির চাঁপা কিনে খেতে হবে না। একটু ইঙ্গিত করেই প্রজারা আপনাকে খির চাঁপায় চাপা দিয়ে রাখবে।

ভূ, পারি। তোমার বড় নষ্ট বুদ্ধি, তোমাকে আমি কোড়া দিয়ে সরল করে দিচ্ছি।

বক্কে। সাত দোহাই বাবা, মেরনা বাবা, আমি রসমুণ্ডি খেতে পারি কিন্তু মার খেতে পারি না, মারগুল একটুও মুখপ্রিয় নয়। (এক ঘা কোড়া প্রহার চীৎকার শব্দে) বাবারে শালার ব্যাটা শালা মেরে ফেলেছে।

ভূ, পারি। তুই আমায় শালা বলি।

বক্কে। আপনি মাতুল মহাশয়, আপনাকে কি আমি শালা বল্‌তে পারি।

চতু, পারি। তবে কারে বলি।

বক্কে। ঐ কোড়া গাছটাকে।

চতু, পারি। ওরে বর্ব্বর যোদ্ধাধম বক্কেশ্বর।

বক্কে। মহাশয় আমি যোদ্ধা নই, আমি শুধু বক্কেশ্বর।

চতু, পারি। তবে যে শুনলেম তুমি মহিলাশিবিরের রক্ষক।

বক্কে। সেটা উভয়তঃ।

চতু, পারি। উভয়তঃ কি?

বক্কে। কখন মেয়েরা আমায় রক্ষা করেন, কখন আমি তাঁদের রক্ষা করি।

চতু, পারি। তবে তোমাকে কি গুণে মহিলাশিবির রক্ষক কল্লে?

বক্কে। রসবোধ কম বলে।

চতু, পারি। তোমাকে আমি গুটিকত সংবাদ জিজ্ঞাসা করি; যদি সত্য বল তোমার নিস্তার, নতুবা তোমার গলায় পাতর বেঁধে জলে ফেলে দেব।

বক্কে। আমি অসময়ে মিথ্যা বলি না।

চতু, পরি। মিথ্যা বল কখন্?

বক্কে। প্রাণের দায়ে আর পেটের দায়ে।

চতু, পারি। তোমাদের রাজা কেমন?

বক্কে। মণিপুরের মহারাজা বদান্যতায় বারিধি, পরাক্রমের হিমগিরি, যশের হরিণপরিহীন-হিমকর, ধর্ম্মের শ্বেতপুণ্ডরীক, প্রজা পালনে রামচন্দ্র, অরাতি দলনে পরশুরাম।

রাজা। (জনান্তিকে)। জিজ্ঞাসা কর কোন দোষ আছে কি না।

চতু, পারি। তুই আমাদের কাছে ভাটের মত গুণ বর্ণনা কর্‌তে এইচিস্? (কোড়া প্রহার)।

বক্কে। মেরে ফেল্লে বাবা, বড় লেগেছে। আমি দিব্বি কচ্চি বাবা, আর সত্য বল্‌ব না।

চতু, পারি। রাজার দোষ আছে কি না তাই বল্।

বক্কে। রাজার একটা দোষ আছে, সেটা কিন্তু মহৎ দোষ। সে দোষটা আজ কাল বড় লোকের মধ্যে সাধারণ।

চতু, পারি। কি দোষ?

বক্কে। বৌও।

[সলাজে রাজার প্রস্থান।

চতু, পারি। তোমাদের মন্ত্রী কেমন ?

বক্কে। মন্ত্রী মহাশয় কুমন্ত্রণার জাম্বুবান্। জাম্বুবানের পরামর্শেই রাজ্যের এত অমঙ্গল ঘট্‌চে। ঐ জাম্বুবানের কুমন্ত্রণায় আপনাদিগের এমত দুর্গতি হয়েছে।

চতু, পারি। তোদের সভাপণ্ডিত কিরূপ।

বক্কে। বিদ্যার কূপ। সাত বৎসরে শিবের ধ্যান মুখস্থ করেছেন। ব্যাকরণে বন্য কুক্কুট, শাস্ত্রমত আহার করা যায়। "বৃদ্ধস্ত তরুণী ভার্য্যা" করে তাঁরও নাম বেরিয়েছে, ছাত্রদেরও নাম বেরিয়েছে!

চতু, পারি। তাঁর কি নাম ?

বক্কে। গৌতম।

চতু, পারি। ছাত্রদিগের ?

বক্কে। সহস্রলোচন।

চতু, পারি। যুবরাজ মকরকেতনের বিষয় কিছু বল্‌তে পার ?

বক্কে। ওটা পাগল, ছাগল, ভোগল। লম্পটের চূড়ামণি. উনি রাজা হলে প্রজারাও সব রাজা হবে।

চতু, পারি। কেন ?

বক্কে। ঘরে ঘরে রাজ পুত্রের আবির্ভাব।

চতু, পারি। মকরকেতনের সঙ্গে শিখণ্ডিবাহনের সম্পর্ক কি ?

বক্কে। খুড়ভগ্নীপতি।

চতু, পারি। ঠাট্টা ? (কোড়া প্রহার)।

বক্কে। আপনাদের যেমন প্রশ্ন। মকরকেতন হল রাজপুত্র আর শিখণ্ডিবাহন হল ছোটলোক; ওদের ভিতর আবার সম্পর্ক কি ?

চতু, পারি। শিখণ্ডিবাহন না কি বড় যোদ্ধা!

বক্কে। তা মৃগয়ায় প্রমাণ হয়েছে। পাষণ্ডটা এমনি পাজি, সেদিন ব্রাহ্মণকে শত্রু হস্তে ফেলে পালাল। লোকে বলে সেনাপতি সমরকেতুর প্রধান শিষ্য, প্রধান গর্ভস্রাব। ছোঁড়ারে ধরে এনে আপনারা শূলে চড়্‌য়ে দেন।

চতু, পারি। শিখণ্ডিবাহনের চরিত্র কেমন ?

বক্কে। আস্ত ছিল সম্প্রতি একটি বড় রকম ছিদ্র হয়েছে।

চন্তু, পারি। বিশেষ করে বল।

বক্তে। মকরকেতন রূপ শ্যাওড়া গাছে বহুকাল হতে শৈবলিনী রূপ একটী পেত্নী বাস করত। শিখণ্ডিবাহন চাল্‌পড়া খাইয়ে পেত্নীটে নাবালেন। শিখণ্ডিবাহন বড় বিশ্বাসঘাতক। মকরকেতন ওকে দাদা বলে। দাদার মত কায করেছেন। উপভাদ্রবধুর উপবঁধু হয়েছেন। রাত্রদিন সেই পচা পেত্নীর পা-ধোয়া জল খাচ্চেন।

চন্তু, পারি। প্রমাণ কি ?

বক্তে। তার দত্ত পদ্মমালা গলায় দিয়ে বসে থাকেন।

মক। তুরাতুণ্ডি করকেণ্ডি কাকুণ্ডি। (বক্তেশ্বরের পৃষ্ঠে দুই কিল)।

বক্তে। মেরে ফেলেছে বাবা—শালার হাত যেন হাতুড়ি। তোমরা কিলকে বুঝি কাকুণ্ডি বল ?

শিখ। চেপ্‌পাচপু চট্টচাৎ। (বক্তেশ্বরের মস্তকে চপেটাঘাত)।

বক্তে। তোমাদের চট্টচাৎ বুঝি চপেটাঘাত ? তোমাদের ভাষাটা ঠেকে শিখচি।

মক। মুরারণ্ডি মুক্তি মুণ্ডু (গলাটিপ)।

বক্তে। তোমাদের মুণ্ডু বুঝি গলাটিপ। বাবা চাপাচাপি কয়ে তুলে যাব, তাতে আবার আমার মেধা কম্‌।

চন্তু, পারি। তুই এখন চাস্‌ কি ?

বক্তে। আমার চক্ষু খুলে দাও আমি রাজ দর্শন করে মণিপুর শিবিরে যাই।

চন্তু, পারি। তোমায় ছেড়ে দিতে পারি যদি তুমি অঙ্গীকার কর যে একটি মণিপুর মহিলা আমাদের নিকট পাঠ্‌য়ে দেবে।

বক্তে। একটা কেন, একটা মহিলা শিবির পাঠ্‌য়ে দেব।

চন্তু, পারি। আর তোমায় ঘোড়াটা রেখে যেতে হবে।

বক্তে। ঘোড়াটাকে আমি বড় ভাল বাসি, ওর একটা বিশেষ গুণ আছে, ফেলে দিয়ে দাঁড়্‌য়ে থাকে। মহারাজের ইচ্ছা হয় রেখে যাচ্চি।

চন্তু, পারি। আর তোমার তরয়ার রেখে যেতে হবে।

বক্তে। যে আজ্ঞে।

চন্তু, পারি। আর তোমায় নাসিকাটি রেখে যেতে হবে।

বক্তে। যে আজ্ঞে—আজ্ঞা না ওটা সেখানে গিয়ে পাঠ্‌য়ে দেব।

মক। কুম্ভিকন্যা কাকুণ্ডি।

বক্কে। কি বাবা কাকুণ্ডি বল্‌চ যে, আর এক চোট কিল ঝাড়্‌বে না কি ?

মক। আমি তোমার চক্ষের বন্ধন মোচন করে দিই। (চক্ষের বন্ধন মোচন)।

বক্কে। বাবা চক্ষু বুঝি গিয়েছেন, অন্ধকার দেখচি যে—(সকলের মুখাবলোকন করিয়া)। আমি এখানে !

মক। বক্কেশ্বর এতক্ষণ কি কচ্চিলে !

বক্কে। তোমাদের বুকে বসে দাড়ি তুল্‌ছিলেম।

মক। কেমন জব্দ।

বক্কে। দশচক্রে ভগবান্ ভূত।

মক। কাকুণ্ডি আহার কর্‌বে ?

বক্কে। কিল্ গুলি বুঝি তোমার ? এমন খোসখৎ আর কে লিখ্‌তে পারে। মহারাজ কোথায় ?

সর্ব্বে। রাজা মহাশয় তোমার কথাতে বড় সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই শুনেই বাড়ীর ভিতরে গিয়েছেন।

মক। সার্ব্বভৌম ঠাকুর্দ্দা গৌতম হয়েছেন।

সর্ব্ব। কিন্তু আমার অহল্যা নাই তোমার অহল্যাকে দিয়ে নাম রক্ষা কর্‌তে হবে।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়। রাজার পটমণ্ডপের সম্মুখ। রাসমণ্ডপ।

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, মকরকেতন, বক্কেশ্বর, পারিষদ্‌গণ, বয়স্যগণ এবং পদাতিকগণের প্রবেশ এবং উপবেশন।

রাজা। অতি পরিপাটি রাসমণ্ডপ নির্ম্মিত হয়েছে।

শশা। শিখণ্ডিবাহনের শিল্পনৈপুণ্য। শিখণ্ডিবাহন রাস লীলায় আমোদ করতেন না। কিন্তু এবার তাঁর সে ভাব নাই। আনন্দে পরিপূর্ণ। রাসলীলা সুসম্পন্ন করবের জন্য বিশেষ যত্নবান্।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন এমন ভয়ঙ্কর সমরে জয়লাভ করেছেন, হৃদয় প্রফুল্ল না হবে কেন?

সর্ব্বে। সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল হয়েছে।

রাজা। আমার হৃদয়-প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ হয় নাই। যে দিন শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের সিংহাসনে সংস্থাপন কর্‌ব সেই দিন আমার হৃদয়-প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ হবে। সে দিন আমি স্বয়ং রাসমণ্ডপ প্রস্তুত কর্‌ব।

বকে। বকেশ্বর কৃষ্ণ সাজ্‌বেন।

রাজা। নৃত্যটা তোমার স্বভাবসিদ্ধ। তোমার হাঁটু নাই নাচ্‌না।

বকে। যখন রণবাদ্য হয় তখন আমি একা একা নৃত্য করি।

রাজা। কোথায়?

বকে। মহিলাশিবিরের পশ্চাতে।

রাজা। তোমাকে কাছাড়াধিপতির মন্ত্রী কর্‌ব।

শশা। উপযুক্ত জাম্বুবান বটে কেবল লাঙ্গুল অভাব।

বকে। মন্ত্রী মহাশয় লাঙ্গুলকাণ্ড অধ্যয়ন করেন নাই, তাই লাঙ্গুলের অভাবে আক্ষেপ কচ্চেন।

রাজা। লাঙ্গুলকাণ্ডে লেখে কি?

বকে। লঙ্কাকাণ্ডের পর শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হলে মন্ত্রী জাম্বুবান্ বল্লেন ঠাকুর আমি কোথায় যাই। রামচন্দ্র বল্লেন্ তুমি যরে কলিতে রাজাদিগের মন্ত্রী হবে। জাম্বুবান্ বল্লেন কলিতে রাজসভায় মনুষ্যের মত বস্‌তে হবে কিন্তু কক্ষতলে লাঙ্গুল থাকলে সেরূপ বসিবার ব্যাঘাত ঘটিবে। রামচন্দ্র বল্লেন জন্মান্তরে লাঙ্গুল স্থানভ্রষ্ট হবে, স্বস্থান পরিত্যাগ করে লাঙ্গুল মন্ত্রীদিগের মনের সঙ্গে মিশে যাবে। সেই জন্য মন্ত্রীদিগের মন লাঙ্গুলবৎ চিরবক্র।

রাজা। তবে তোমার মন্ত্রী হওয়া দুষ্কর।

বকে। কেন মহারাজ?

রাজা। তোমার মন অতিশয় সরল।

বকে। মন্ত্রী হলেই বাঁকা হবে।

প্র, পারি। ব্রহ্মাধিপতি বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি বলেছিলেন কাছাড়ের অমাত্যেরা শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে, এখন কোন অমাত্য সে কথা বলতে স্বীকার কচ্চে না।

রাজা। সাত দিন গত হলেই সকল বিষয় মীমাংসা হবে।

খোল করতাল লইয়া বাদ্যকরগণের প্রবেশ এবং বাদ্য।

রঙ্গে। রাসলীলা নবনলিনী, খোলকরতাল তার কাঁটা।

সর্ব্বে। সখীগণ সমভিব্যাহারে রাধিকা সঙ্গীত করতে করতে আগমন কচ্ছেন।

নেপথ্যে সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

কি হল কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল
কোথা গেল শ্যাম আমারি।
জান যদি বল আমাকে, তামাল, কোকিল
ওরে শুক শারি।
হয় ত' এসেছিল গুনমণি,
নাহি নিরখিয়া কুঞ্জে কমলিনী,
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে চিন্তামণি
গিয়াছে আপনি আনিতে প্যারি।
অসিত নিশিতে নিকুঞ্জে আসিতে
নিশিতে মিশিল বুঝি নীলমণি।
ঘনশ্যামের, অনুমানি—ঘনশ্যামে
বাড়িল যামিনী যৌবন যামে।
ফিরে দাও ফিরে দাও গুণধামে
রজনি! তোমার চরণে ধরি।

রণকল্যাণীর রাধিকা বেশে, সুরবালার দূতীর বেশে এবং অপরাপর বালাগণের সখীবেশে প্রবেশ।

—০—

রণকল্যাণীর পদ্মাসনে উপবেশন।

পদ্মাসন বেষ্টন করিয়া সখীগণের নৃত্য।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জলদ তেতালা।

কি হল কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল—ইত্যাদি।

রাজা। রাধিকার কি চমৎকার রূপ! এমন মুখের শোভা আমি কখন নয়নগোচর করি নাই। বাছার নয়নযুগল যেন দুটী নব বিকশিত ইন্দীবর। এ রূপরাশি লাবণ্যময়ী কমলিনী না জানি কোন্ ভাগ্যবানের দুহিতা।

বড়ে। কাছাড় নিবাসী ভাট বামনদের মেয়ে। ওরা দুজন এসেছে।

শর্মা। এমন মনোমোহিনী কমলিনী কস্মিনকালে কেহ দেখে নাই। আমার বোধ হয় আমাদের রাসলীলার কমলাসনে স্বয়ং কমলিনী বিরাজিতা।

সর্ব্বে। বাছার মুখচন্দ্রমা স্বভাবতঃ লজ্জাবনতঃ। রক্তোৎপল-বিনিন্দিত ওষ্ঠাধর। সুকুমার আভা-বিস্ফারিত বিশাল লোচনদ্বয়ে দুটী সন্ধ্যাতারকা শোভা পাচ্চে। আমার বোধ হয় কমলাসনে সর্ব্বলোক ললামভূতা বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা আবির্ভূতা।

প্র, পারি। কাছাড় প্রদেশে এমন অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না রমণী রত্নের আবির্ভাব অসম্ভব; আমার বোধ হয় জনকনন্দিনী জানকী পদ্মসিংহাসনে উপবেশন করেছেন।

বড়ে। আমার বোধ হয় ব্রহ্মরাজের রাজলক্ষ্মী পরাজয়ে লজ্জা পেয়ে বিজয়ী শিখণ্ডিবাহনকে সম্প্রীতি কর্‌তে রাধিকার বেশে রাসলীলায় সমাগতা।

রাজা। বাছার কবরীচক্রে কমলমালা, গলদেশে কমলমালা, করকমলে কমলমালা, কমলাসনে উপবেশন; আমার বোধ হয় রাইকমলিনী "কমলে কামিনী।"

সকলে। কমলে কামিনী।

সর্ব্বে। মহারাজ অতি রমণীয় নাম দিয়েছেন—রাইকমলিনী "কমলে কামিনী।"

বড়ে। লীলার সময় যায়।

সুর। প্যারি! প্রেমবিলাসিনি! পীতবাস-স্বরূপার স্বরাগিনি! সাত আদরের কমলিনি! পাগলিনীর ন্যায়, মণিহারা ফণিনীর ন্যায়, যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, যোড়া ভাঙ্গা কপোতীর ন্যায়, বিষণ্নমনে, বিরস বদনে, অশ্রুধারাকুল লোচনে, বিজন বিপিনে, একাকিনী যামিনী যাপন কর্ত্তে হল।

রূপ। দূতি শিখ—(লজ্জাবনত মুখী)।

সুর। শিখিপুচ্ছ চূড়া শিরে বল্‌তে বল্‌তে চুপ করে কেন?

রণ। দূতি কৃষ্ণের চরণারবিন্দে আমি কুল দিয়েছি, মান দিয়েছি, সরম্ দিয়েছি, সুনাম দিয়েছি, যৌবন দিয়েছি, জীবন দিয়েছি; কৃষ্ণ আমার কত যত্নের নিধি তা আমি জানি, আর আমার প্রাণ জানে।

সুর। প্যারি, প্রেমময়ি, অবোধিনি। তুমি কাজের মত কার্য্য কর নাই। তুমি সাত রাজার ভাণ্ডার দিয়ে মাণিক ক্রয় কল্লে, তোমার হাতে এসে বেলে পাতর হল, তুমি কিন্‌লে কোকিল, তোমার পিঞ্জরে এসে হল কাক; তুমি সাধুর মূল্য দিলে হয়ে পড়্‌ল লম্পট। তুমি বহুমূল্য দানে রত্নক্রয় করবের সময় কাহাকে জানালে না; কাহাকে দেখালে না, একবার যাচাই করে নিলে না।

রণ। সখি, পরের চক্ষে কি প্রেম হয়, মনমধ্যে সন্দেহের অণুমাত্র সঞ্চার হলে কি মন বিমোহিত হয়। সখি আমার শ্যামসুন্দর মদনমোহন কি যাচাই করবের রত্ন? আমি দেবতাদুর্ল্লভ নবদূর্ব্বাদলরুচি যশোদাদুলালকে নিরীক্ষণ করলেম আর আমার হৃদয় বিমুগ্ধ হয়ে গেল, অমনি পরমানন্দ সহকারে বরমাল্য প্রদান করলেম।

সুর। প্যারি! তুমি কৃষ্ণের কুহকে পতিতা হয়েছিলে, তোমায় ইন্দ্রজালে বশীভূতা করেছিল, তোমার সর্ব্বস্বধন ভুলায়ে লয়ে গিয়েছে।

রণ। সখি! ত্রিভুবননাথ চক্রপাণির কুহকচক্রে অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত, আমি অবলা কুলবালা সেই চক্রপানির কুহকে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হব আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সখি বলতে কি আমার ভ্রম হয় নাই, আমার সর্ব্বস্বধনের বিনিময়ে আমি তার সহস্র গুণে ধন প্রাপ্ত হয়েছিলেম; ভূলোক, নাগলোক, গন্ধর্ব্বলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক যে পদ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করে প্রাপ্ত হয় না, সেই পাদপদ্ম আমি বক্ষে ধারণ করেছিলেম। শ্যাম আমার অমূল্য নির্ম্মল স্যমন্তকমণি, আমি হৃদয়কন্দরে যত্ন করে লুকায়ে রেখেছিলেম, চোরে হৃদয় বিদীর্ণ করে অপহরণ করেছে।

সুর। প্যারি, শ্যামসোহাগিনি! তুমি সরলতার সরোজিনী পীতাম্বরের প্রবঞ্চনা তোমার বিশ্বাস হয় না?

রণ। না দূতি।

সুর। নটবরের লম্পটতা তোমার বিবেচনায় অসম্ভব?

রণ। হাঁ দূতি।

সুর। যামিনীর যৌবন গত, দীপমালার আভা মলিন, তাম্বূল তিক্ত, তোমার বক্ষঃস্থ কমলমালা রসহীন, কুঞ্জদ্বারে কোকিল কূজনে নিশি অবসান-

বার্ত্তা প্রচারিত; কৃষ্ণ তবে কোথায় গেলেন?

রূপ। জান্‌ব কেমন করে?

সুর। শ্যামের আসার আশা কি এখন আছে?

রূপ। নইলে কি আমি জীবিতা থাক্‌তেম।

সুর। প্যারি, সুখময়ি, রাজনন্দিনি, আর আশা নাই, তুমি শয়ন কর। তোমার নূতন প্রেম, তোমার একটি প্রেম, তাই আজো প্রেম প্রবাহের চোরাবালি দেখ্‌তে পাও নাই, আমরা বহুকাল প্রেম করিছি, পাঁচ সাতটা হয়ে গেছে, আমরা আভাসে সব বুঝ্‌তে পারি। তোমার মদনমোহন মদনবাণে বারমহিলাকক্ষে কাত্ হয়ে পড়ে আছেন।

রূপ। সখি সে কি সম্ভব?

সুর। তুমি যখন আমাদের মত হবে তুমি তখন এমনি করে নবীন বিরহিণীদের উপদেশ দেবে।

রূপ। সখি আমি করি কি?

সুর। নাসিকার ধ্বনি করে নিদ্রা যাও।

রূপ। সখি যার মন উচাটন তার কি নিদ্রা হয়?

সুর। রাই কিশোরি তুমি আজো প্রেমের কলিকা, কার মুখে শুনেছ মন উচাটন হলে নিদ্রা হয় না; আমরা দেখে শিখিছি, ভুগে শিখিছি। বিরহিণী মুখে বলেন আহার নাই কিন্তু ভোজন পাত্রের পার্শ্বে দেশের ডাঁটা চিবায়ে বিন্ধ্যাচল নির্ম্মাণ করেন, মুখে বলেন নিদ্রা নাই কিন্তু নাসিকাধ্বনিতে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়। তুমি চেষ্টা কর নিদ্রা হবে।

রূপ। সখি আমি যদি শয়ন করি অচিরাৎ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূতা হব।

সুর। একটা গোকচরাণে রাখালের জন্যে? পোড়া কপাল আর কি! সূর্য্য উদয় না হতে হতে আমি তোমায় দ্বাদশটি রাখাল এনে দেব, বৎসরে বৎসরে তার একটা করে গেলেও দ্বাদশ বৎসর কেটে যাবে।"

রূপ। সখি কৃষ্ণ আমায় পরিত্যাগ করেছেন আর আমি এ প্রাণ রাখ্‌ব না। কৃষ্ণপ্রেমে কুল দিয়েছি এখন প্রাণ উপহার দিয়ে ধরাশায়িনী হই।

সুর। সে কেমন প্রকাশ করে বল দেখি।

পদ্মাসন বেষ্টন করিয়া সখীগণের

নৃত্য ও সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল একতালা।

প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়,
প্রাণ সজনি।
কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই, বল সই
বিফলে গেল যে রজনী।
প্রেম পিপাসায় নাশে প্রমদায়
কি উপায় করে রমণী।
দিলেম আপনা হতে কূলে কালী,
জলে বাঁধলেম বাঁধ দিয়ে বালি,
মলে যদি এসে বনমালী,
বল শ্যাম বলে মরিল ধনী।

সুর। প্যারি! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, মরিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন, মরা ত হাত ধরা, নিশ্বাস বন্ধ করা বইত নয়। তোমার কৃষ্ণ আস্‌বেন। (নেপথ্যে বংশীধ্বনি)। ঐ শুন মুরলীবদন মুরলীধ্বনি করে মৃত জীবনে জীবন দিতেছেন।

কৃষ্ণবেশে শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ এবং নৃত্য।

সুর। মদন মোহন! মুরলী বদন!
বল বিবরণ কোথায় ছিলে।
বাঁধি প্রেম জালে কে নিশি জাগালে,
কে বল কপালে সিন্দুর দিলে।
নরেশ নন্দিনী, কুলের কামিনী,
বিপিন বাসিনী তোমার তরে।
বিনা দরশন, বিষণ্ণ বদন,
ফুলেছে নয়ন রোদন করে।
আর নিশি নাই, কেঁদে কেটে রাই,
ঘুমায়েছে ভাই, তুলনা তায়।
নীরবে শ্রীহরি! কর হে শ্রীহরি,
উঠিলে সুন্দরী ঘটিবে দায়।

শিখ। (সুরবালার মুখাবলোকন। জনান্তিকে সুরবালার প্রতি)। সুরবালা তুমি দূতী ?

সুর। রাজনন্দিনী কমলিনী, তোমার দর্শনলালসায় কুঞ্জবনে পদ্মাসনে জীবন্মৃতা।

শিখ। দূতি আমি কমলিনীর নিকটে গমন করি।

সুর। অনুমতি লবে না ?

শিখ। আমি অনুমতির অপেক্ষা করতে পারি না।

সুর। শনিবারের জামাইয়ের মত ব্যস্ত হলে যে, তোমার কমলিনীর নিকটে তুমি যেতে চাইলে বাধা দেবে কে ? কিন্তু ভাই রাগে রগ্‌রগে আঁচ্‌ড়ালে কাম্‌ড়ালে আমার দায় দোষ নাই।

শিখ। দূতি, তোমার রাজনন্দিনী কমলিনীর নখরনিকরে নিশাকর বিহরে, তোমার শিরীষকুসুমকিশোরসুলভ কিশোরীর দন্তগুলি কুন্দকলি ; নখর দশনে আমার চন্দ্রিকা কুসুম পরশন হবে।

সুর। তোমার ঔষধ আছে।

শিখ। কি ঔষধ ?

সুর। হাতা পোড়া !

শিখ। (রণকল্যাণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান)।

প্রাণপ্যারি প্রাণেশ্বরি, অভিমান পরিহরি,
চেয়ে দেখ দয়া করি, ইন্দীবর নয়নে।
আমি আশা তুমি ফল, আমি তৃষ্ণা তুমি জল,
বনমালী অবিরল প্রেমে বাঁধা চরণে।

রণ। অবলার মনে, এমন মদনে,
কেন অকারণে, হানছে বাণ।
স্বামীর চরণ, সতীর জীবন,
সদা আরাধন, পাইতে ত্রাণ।
কুলের রমণী, আইল আপনি
হৃদয়ের মণি দেখার আশে।
শেষ উপাসনা, অতীত যাতনা,
পুরিল বাসনা বস না পাশে।

(পদ্মাসনে রণকল্যাণীর পার্শ্বে শিখণ্ডিবাহনের উপবেশন, সকলের করতালি)।

শিখ। (জনান্তিকে)। তুমি এখানে এলে কেমন করে?

রণ। আমি তোমায় একবার দেখ্‌বের জন্যে বড় ব্যাকুল হয়েছিলেম। (মূর্চ্ছিতা হইয়া শিখণ্ডিবাহনের অঙ্কে নিপতিতা)।

শিখ। কমলিনী সত্য সত্য মূর্চ্ছিতা হয়েছেন।

সুর। (রণকল্যাণীর নিকটে গিয়া) দেখি।

রাজা। মেয়েটি অমন হয়ে পড়্‌ল কেন?

সুর। ভয় নাই ওর ওরূপ হয়ে থাকে। ভাট্‌বামনের মেয়ে, গাছতলায় রাসলীলা করা অভ্যাস, রাজসভার শোভা দেখে জমি গিয়েছে। কুক মহাশয়! কমলিনীকে কোলে করে নাট্যশালায় লয়ে চলুন, মুখে চোকে জল দিলেই সুস্থ হবে।

রাজা। আহা বিপ্রবালা অতি সুন্দর লীলা কচ্ছিল, আর বিলম্ব কর না লয়ে যাও।

[রণকল্যাণীকে বক্ষে করিয়া শিখণ্ডিবাহনের প্রস্থান।

রাজা। বাছা তোমাদের লীলায় আমি বড় সম্প্রীত হইচি, এই মুক্তার মালা দুছড়া তোমাদের দুজনকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি।

সুর। মহারাজ দুঃখিনী বিপ্রকন্যাদের লীলায় সম্প্রীত হয়েছেন এই আমাদের অপর্য্যাপ্ত পুরস্কার, রাসলীলা আমাদের ব্যবসায় নয়, মুক্তামালা গ্রহণে অস্বীকার মার্জ্জনা করবেন।

[সুরবালার প্রস্থান।

রাজা। এ মেয়েটি বড় মিষ্টভাষিণী।

বকে। এ বেটি কোন পুরুষে বামনের মেয়ে নয়।

রাজা। কেন বকেশ্বর?

বকে। বামনের মেয়ে হলে ছান্‌লা তলায় মেয়ের মায়ের সুত গেলার মত কোঁৎ করে মালা গিল্‌তো।

রাজা। তোমার শাশুড়ী সুত গিলেছিলেন না মুত গিলেছিলেন?

বকে। সুতও না মুতও না।

রাজা। তবে কি?

বকে। কেবল কলা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়। মহিষীর শয়নমণ্ডপ।

শয্যোপরি গান্ধারী অচেতনাবস্থায় শয়ানা,
সুশীলা আসীনা।

সুশী। মহারাজকে কখন্ ডাক্‌তে বলিছি। যে ভয়ঙ্কর কথা অজ্ঞান অবস্থায় প্রকাশ কচ্চেন আর কাহাকেও এখানে আস্‌তে দিতে পারি না। সত্যপ্রিয় মকরকেতন সত্য কথা বলে এ সর্ব্বনাশ কল্লেন—"পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম"—আমার মকরকেতন ত পাপাত্মা নয়। মকরকেতনের চরিত্রে আর কোন দোষ নাই, মকরকেতন এখন পূজনীয় পুণ্যাত্মা। শৈবলিনীর নাম করে বলেন "সুশীলা আমি পাপ হতে মুক্ত হইচি আর পাপ কথা বলে কেন আমায় লজ্জা দাও।"

গান্ধা। পাপীয়সী—পাপীয়সী—পাপীয়সীর গর্ভে পাপাত্মার জন্ম—মহরা—

সুশী। কি সর্ব্বনাশ! বাক্‌রোধ হয়ে মর্‌তেন তাহই হত। মকরকেতন যে অভিমানী, যদি বুঝ্‌তে পারেন তাঁর জননী এমন ভয়ঙ্কর পাপ করেছেন, আত্মহত্যা করবেন। মকরকেতনের মন বড় সরল, এ গরলে বিকল হয়ে যাবে।

রাজা, সমরকেতু, এবং কবিরাজের প্রবেশ।

রাজা। এ কি ভয়ানক ব্যাধি; মহিষী নিদ্রিতা কি জাগ্রতা নির্ণয় করা যায় না। মহিষীর চক্ষু কখন উন্মীলিত কখন মুকুলিত। নিদ্রিতাবস্থায় ভ্রমণ করেন, নিদ্রিতাবস্থায় জাগ্রতের ন্যায় কথা কন।

কবি। নিদানশাস্ত্রে এ ব্যাধিটা মহারোগ বলে পরিগণিত। এ এক প্রকার উৎকট মনোবিকার জন্য উন্মাদ-বিশেষ, এর লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,—

"চিত্রং ব্রবীতি চ মনোনুগতং বিসংজ্ঞো গায়ত্যথো হসতি রোদিতি চাপি মূঢ়।"

আমাদের মহিষীর ঠিক এইমত লক্ষণই অনুভব হচ্চে। কিন্তু এরোগে প্রাণের আশঙ্কা নাই। "চিন্তামণিরস" নামক মহৌষধ সেবনে এ রোগের আশু প্রতীকার হবে। আমি ঔষধ সংগ্রহ করে আনি।

মকরকেতনের প্রবেশ।

মক। জননী আমার এমন অচেতন হয়ে রইলেন কেন? আমার জননীর জীবনের আশা কি নাই? আমি কি মাতৃহীন হলেম। মায়ের মনে আমি বড় কষ্ট দিইচি, সেই জন্তেই মা আমার এমন শক্ত রোগগ্রস্ত হয়েছেন।

কবি। প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। "চিন্তামণিরস" সেবন কর্লেই অচিরাৎ আরোগ্য লাভ করবেন। চিন্তামণিরস ঔষধ সামান্ত নয়। শাস্ত্রে ইহার আশ্চর্য্য গুণ বর্ণন করেছেন।

চিন্তামণি রসোনাম্না মহাদেবেন কীর্ত্তিতঃ।
অস্য স্পর্শনমাত্রেণ সর্ব্বরোগঃ প্রশাম্যতি।

রাজ্ঞী। কৌশল্যার রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর ভরত, খুনি তুই সর্ব্বনাশী—(পাগলীর মুখে সুশীলার হস্ত প্রদান)।

রাজা। বাবা মকরকেতন তুমি রাজসভায় যাও। তোমাকে বরেন অনেক সম্রান্ত লোক সমাগত, কাছাড়ের অমাত্যগণ উপস্থিত, সিংহাসনে বসে তাঁহাদের সম্ভাষণ কর।

মক। আমি মাকে একবার দেখ্‌তে এলেম।

রাজা। আমি মহিষীর কাছে আছি, তুমি রাজসভায় যাও।

[কবিরাজ এবং মকরকেতনের প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রকেতু আমার বিপদের সীমা নাই। মহিষী যে সকল কথা ব্যক্ত কচ্চেন শুন্‌লে হৃৎকম্প হয়। মকরকেতনের যে উগ্র স্বভাব শুন্‌লে কি সর্ব্বনাশ করবে আমি তাই ভেবে দশ দিক শূন্য দেখ্‌চি।

মন্ত্র। মকরকেতন কোন কথা শুনেছে?

রাজা। কথার ত শৃঙ্খলা নাই। এখানকার একটা, ওখানকার একটা। কবিরাজ বলেন যত ব্যাধি বৃদ্ধি হবে তত কথার শৃঙ্খলা হবে। মকরকেতনকে

আমি এখানে থাক্‌তে দিই না, বিশেষ আমি এখানে থাক্‌লে সে এখানে আসে না।

সম। ধুনী দাই জীবিতা আছে?

ধুনী। ধুনী বেঁচে আছে কিন্তু তাকে অনেক দিন দেখি নি। মহিষী তাকে বড় ভাল বাস্‌তেন কিন্তু কয়েক বৎসর সে মহিষীর চক্ষের বিষ হয়েছে, তাই আর রাজবাড়ী এসে না।

গান্ধা। (গাত্রোত্থান এবং ভ্রমণ)। পাপীয়সী—পাপের তাপ কি ভয়ঙ্কর—প্রাণ পুড়ে গেল—পুড়ে ভস্ম হল না। পাপের আগুন পাঁজার আগুনের মত গোমে গোমে জ্বলে। জল দাও, এক কলসী জল দাও, সহস্র কলসী জল দাও—আরো জ্বলে। গোমুখী হতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার যত জল আছে একেবারে ঢেলে দাও—ও মা! ও পরমেশ্বর! পাপানল নির্ব্বাণ হয় না আরো জ্বলে। একটা প্রাণ পোড়াতে এত আগুন—খাণ্ডবদাহনে এত আগুন হয় নি। পাপের প্রাণ পোড়ে না কেবল পরিতপ্ত হয়। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, প্রাণ একেবারে জ্বলে গেল। জল দাও, জল দাও—অনন্তসীমা, অতলস্পর্শ, সমুদায় শীতলসাগর শুষ্ক করে জল দাও, পাপের আগুন নেবে না। হে সুশীতল নীলাম্বুনিধি! পাপীয়সীর পাপানলে তোমার নির্ব্বাপিকাশক্তি তিরোহিত হল! (পর্য্যঙ্কে উপবেশন এবং রোদন)।

রাজা। গান্ধারি তুমি রোদন কর কেন?

সম। অনুতাপতপ্ত মুখ কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে।

গান্ধা। কৌশল্যা—বড় রাণী কৌশল্যা—সপত্নীদ্বেষ—মন্থরার কুমন্ত্রণা—বামাবুদ্ধি—মহারাজ মার্জ্জনা করুন। পাপীয়সীকে পদাঘাত করুন—পাপীয়সী পদাঘাতের পাত্রী, বেশ্ করেছেন।

রাজা। সমরকেতু আমি কি করি, কোথায় যাই, আমার প্রাণ বিয়োগ হল; গান্ধারী উৎকট পাপে কলুষিতা হলেও আমার অনাদরের যোগ্যা নয়। গান্ধারী আমার জীবনাধার মকরকেতনের গর্ভধারিণী। গান্ধারী যদি কোন পাপ করে থাকেন এ ভীষণ অনুতাপে তার প্রচুর প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

গান্ধা। আমি তোমার কনিষ্ঠা মহিষী গান্ধারী—ও কি, এমন ভীষণ মূর্ত্তি কেন? দন্ত দ্বারা অধর কাট্‌চেন কেন? আমি তোমার আদরমাখা গান্ধারী—ও কি মহারাজ, এমন আরক্ত লোচন কেন? পাপীয়সীকে মেরে ফেল্‌বেন—মের না, মের না, মের না—স্ত্রীহত্যা করে তোমার নির্ম্মল করকমল কলুষিত হবে

রাজা। আমি এ যন্ত্রণা আর দেখ্‌তে পারি না। গান্ধারী আমি তোমায় কখন বড় কথা বলি না আমি তোমায় পদাঘাত করব?

গান্ধা। মহারাজ কোথায়—আমার হৃদয়বল্লভ কোথায়— আমার দশরথ কি রামচন্দ্রের শোকে প্রাণত্যাগ করেছেন। এই যে মহারাজ পাপীয়সীর প্রাণ নষ্ট করবেন বলে অসি উত্তোলন করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহারাজ, আমার মনে আর দ্বেষ নাই, আমার মনে আর হিংসা নাই, আমার হৃদয় এখন যথার্থ বামাহৃদয়, একটি স্নেহের সরোবর। যদি সাধ্যাতীত না হত আমি এই দণ্ডে তোমার রামচন্দ্রকে মাতৃস্নেহ সহকারে কোলে করে এনে তোমার কোলে দিতেম। বড়রাণী পুণ্যবতী কৌশল্যা, আমি পাপমতি কৈকেয়ী, ধুনীদাই আমার মন্থরা। বড় রাণীর সন্তোজাত রাজদণ্ড সুশোভিত রামচন্দ্র দেখে আমার হিংসা হ'ল—আঃ! দুর্নিবার হিংসা, তুমি আর স্থান পেলে না, অভাগিনীকে চিরকলঙ্কিনী করবের জন্যে এই পোড়া হৃদয়ে উদয় হলে। (বক্ষে করাঘাত)। অর্থপিশাচী ধুনী সর্ব্বনাশী বল্লে মহারাজ স্বর্ণ কৌটাশুদ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতির মালা দান করেছেন। হিংসায় অন্ধ হলেম, ধুনীর কুমন্ত্রণায় মহারাজের অমূল্য নিধি, বড় রাণীর বত্রিশ নাড়ীছেঁড়া ধন, সোনার কটোশুদ্ধ বিসর্জ্জন দিলেম। আমার কি নরকেও স্থান আছে—বড় রাণী আমাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভাল বাস্‌তেন, আমি এমনি দুরাচারিণী সেই স্নেহময়ী সহোদরার হৃদয়ে অনল জেলে দিলেম, দিদি আমার পুত্র শোকে সূতিকাগারে প্রাণত্যাগ কল্লেন; প্রাণেশ্বর আমার কত কাঁদলেন, পাগলের মত হয়ে কত দিন গিয়ে দেশান্তরে রইলেন।

মন। ধুনীকে এখনই আন্‌তে হবে।

গান্ধা। প্রাণকান্তের কান্না দেখে আমার প্রাণ ফেটে গেল। বাড়ী অন্ধকারময়। গর্ব্বিতা গান্ধারীর অহঙ্কার চূর্ণ—পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হল, আমি মণিপুর মহারাজের প্রিয়া মহিষী, স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে অবস্থান মলিন বেশে, দীনদেহে কাঁদিতে কাঁদিতে ধুনী দাইয়ের পর্ণ কুটীরে গেলেম, ধুনী দাইয়ের পায়ধরে কাঙ্গালিনীর মত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। বল্লেম ধুনি! মহারাজের জীবনাধার নব শিশু কোথায় রেখে এলি। ধুনী বল্লে বিন্দু সরোবরে। তার সঙ্গে বিন্দু সরোবরে গেলেম, কত খুঁজলেম বাছাকে পেলেম না। ধুনী বল্লে রাক্ষিরামার কে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

রাজা। হয়ত আমার প্রাণপুত্র অদ্যাপি জীবিত আছেন

গান্ধা। সেনাপতি সমরকেতু খুনীর মস্তক ছেদন কচ্চেন, মহারাজ বারণ করুন। অল্পপ্রাণী দাইয়ের মেয়ে ওর অপরাধ কি। পাপীয়সী রাজমহিষী গান্ধারীকে বধ করতে বলুন। মের না, মের না, মের না, হাত দোহাই সেনাপতি! খুনীকে বধ কর না, আমার মকরকেতনের অমঙ্গল হবে। মকরকেতনকে যে দিন কোলে কল্লেম সেই দিনবুঝতে পারলেম বড় রাণী কেন স্থতিকাগারে প্রাণত্যাগ কল্লেন।

সুশী। বাবা খুনীকে মারবেন না। তাকে মারলে আমাদের অমঙ্গল হবে।

রাজা। মা তুমি কেঁদ না, আমরা খুনীকে কিছু বলব না।

গান্ধা। (করযোড়ে) বাবা রামচন্দ্র! বাবা রঘুনাথ! বাবা শিখণ্ডি বাহন! তুমি দুষ্ট দশাননকে নষ্ট করে সিংহাসনে উপবেশন করেছ; আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ—বিমাতার কথা বিশ্বাস হয় না—ছুরি দাও, আমি হৃদয় চিরে দেখাচ্চি। (বক্ষে নখাঘাত) শিখণ্ডিবাহন! তুমি আমার বুকছেঁচানে ধন, বাবা তোমার মা নাই আমি আর কি তোমার বিমাতা হতে পারি? বাবা অভাগিনীকে একবার চাঁদমুখে মা বলে ডাক আমি পাপ হতে মুক্ত হই। ভয় কি বাছ তুমি আমায় নির্ভয়ে মা বলে ডাক আহা হা প্রাণ ফেটে যায়, কেন এমন দুর্ম্মতি হয়েছিল—বাবা! তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী বিষ্ণু অব-তার কেন হতভাগিনীকে চিরকলঙ্কিনী করে।

সম। শিখণ্ডিবাহন কোথায়?

রাজা। জয়ন্তী পর্ব্বতে বামজঙ্ঘা দর্শন করতে গিয়েছেন।

গান্ধা। মহারাজকে ডাক। (দণ্ডায়মানা) মহারাজ আর কেঁদ না, আমি তোমার হারানিধি কুড়ায়ে পেয়েছি, বিন্দুসরোবরে পড়ে ছিল, কোলে করে এনেচি। মহারাজ একবার কোলে কর, মণিপুর সিংহাসনে বসাও। তোমার খোকার গলায় গজমতি হার কেমন সুন্দর দেখাচ্চে। ঐ দেখ, কপালে রাজদণ্ড। শিখণ্ডিবাহনের কপালে রাজদণ্ড—বরণ করতে দেখতে পেলেম। মহারাজ আমি মুক্তকণ্ঠে বলচি শিখণ্ডিবাহন তোমার বড়রাণীর গর্ভজাত সেই অমূল্য মাণিক।

রাজা। সমরকেতু! শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন করবের জন্য আমার প্রাণ পাগল হল।

সমর। আলিঙ্গনের সময় না হলে আলিঙ্গন করতে পারেন না। এটি সাধারণ ব্যাপার নয়।

গান্ধা। আহা মরি কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে! শিখণ্ডিবাহন রামচন্দ্রের ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করেছেন, আমার মকরকেতন ভরতের ন্যায় রাজছত্র ধরে দণ্ডায়মান। বাবা শিখণ্ডিবাহন তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা, তুমি আমার মকরকেতনকে পাপীয়সীর গর্ভজাত বলে ঘৃণা কর না। মকরকেতনকে তুমি কনিষ্ঠ সহোদরের মত ভাল বাসতে, এখন মকরকেতন সত্য সত্য তোমার কনিষ্ঠ সহোদর। পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম হয় নি, পুণ্যাত্মার জন্ম হয়েছে, মকরকেতন বল্লেন "মা আমি তোমার মত হিংসুটে নই আমি বাবার মত সরল।" আমার মকরকেতন কোথায়, মকরকেতনকে ডেকে আনি। (পর্য্যঙ্কে শয়ন এবং নিদ্রা)।

সুশী। এই নিদ্রা ভাঙ্গলেই সহজ হবেন, ব্যাধির কোন চিহ্ন থাকবে না।

রাজা। আশ্চর্য্য পীড়া। এ পীড়ার ঔষধ কি?

সমর। এ পীড়ার ঔষধ অনুতাপ।

[রাজা এবং সমরকেতুর প্রস্থান। যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়, রণকল্যাণীর অধ্যয়ন কক্ষ।

নীরদকেশী এবং সুরবালার প্রবেশ।

নীর। এর নাম ছান্‌লা তলা পায়; এত বিয়ে নয়। রাজার মেয়ের বিয়ে কত বাজি হবে, কত বাজনা হবে, নৃত্য গীত হবে, তেল সন্দেশ থাল ঘড়া বস্ত্রালঙ্কার বিতরণ হবে, ওমা কিছুই না।

সুর। এত বিয়ে নয়, কেবল দুই হাত এক করা। মহারাজ বলেছেন শিখণ্ডিবাহনকে সঙ্গে করে ব্রহ্মদেশে নিয়ে যাবেন, সেখানে গিয়ে সমারোহ করবেন।

নীর। সেখানে গিয়ে বিয়ে দিলেই হত।

সুর। রণকল্যাণী যে প্রাণত্যাগ করে। রাসলীলায় শিখণ্ডিবাহনের বক্ষে উঠে পাগল হয়ে গেল। শিখণ্ডিবাহন কুসুমকানন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে এলেন, কানন দ্বারে রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনের গলা ধরে কাঁদতে লাগল,

বল্লে তোমায় ছেড়ে দেব না ; শিখণ্ডিবাহন বারম্বার মুখ চুম্বন কল্লেন, বারংবার আলিঙ্গন কল্লেন, কত স্বান্তনা কল্লেন তবে শিবিরে ফিরে গেলেন। শিখণ্ডি-বাহনের হৃদয় তাই স্নেহের সাগর।

নীর। শিখণ্ডিবাহন স্বর্গের ইন্দ্র। আমি তার কথা বল্‌চিনা আমি তাড়াতাড়ি বিয়ের কথা বল্‌চি।

সুর। রণকল্যাণী শয্যায় শয়ন করে রোদন কর্ত্তে লাগ্‌ল, বল্লে "সুরবালা আমি শিখণ্ডিবাহনকে না দেখে থাক্‌তে পারি না।" আমি মহিষীর কাছে সকল কথা বল্লেম, মহিষী আমায় সঙ্গে করে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন, রাজা শুনে আনন্দ সাগরে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন বল্লেন "বিষ্ণুপ্রিয়ে আজ্‌ আমার জীবন সার্থক, অমন বীরকুল কেশরী কন্দর্পকান্তি শিখণ্ডিবাহন আমার জামাতা হলেন।" মহারাজ আমার কাছে শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে কমল মালা নিক্ষেপ করা অবধি কুসুমকাননের দ্বারে শিখণ্ডিবাহনের বিদায় পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আনন্দ প্রফুল্ল মুখে শ্রবণ কল্লেন। মণিপুরেশ্বর রণকল্যাণীকে "কমলেকামিনী" বলেছেন বলে মহিষীর বা কত হাসি, মহারাজের বা কত হাসি। গান্ধর্ব্ব বিবাহের অনুমতি দিলেন। আমি ঘটক ঠাকুরুণের বেশে শিবিরে গিয়ে শিখণ্ডিবাহনকে নিয়ে এলেম, কুসুম কাননে শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

নীর। বরকনে কোথায়?

সুর। কুসুম কাননে। রণকল্যাণী আহ্লাদে ফুটে দশটা হয়েছে, শিখণ্ডিবাহনকে পদ্মবন, তমালবন, নিধুবন, লতাকুঞ্জ, প্রস্রবণ রাজি, হিমসরোবর, মনঃসরোবর, রাজহংস, কলহংস, নীল মৎস্য, পীত মৎস্য, দেখ্‌য়ে নিয়ে বেড়াচ্চে।

নীর। আহা! মনের মত স্বামী হওয়ার চাইতে রমণীর আর সুখ কি। রণকল্যাণী ভাগ্যবতী তাই এত রাজপুত্র ত্যাগ করে ছিল। রণকল্যাণীর সুখের জন্যেই এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছিল।

সুর। রণকল্যাণীর যেমন মা তেমনি বাপ। লোকে শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে। মহারাজ বল্লেন জারজ হউক আর নাই হউক তা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই, শিখণ্ডিবাহন সুপাত্র, রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনকে ভাল বাসে, এই পর্য্যন্ত আমার জানা আবশ্যক।

নীর। শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের রাজা করবেন?

সুর। তার আর সন্দেহ আছে। সৈন্যসামন্ত সব ব্রহ্মদেশে পাঠিয়ে দিলেন।

রণকল্যাণীর প্রবেশ।

সুর। একা যে?

নীর। শিখণ্ডিবাহন কোথায়?

সুর। কুসুম-কাননে মাধবীলতা কেড়ে নিয়েছে।

রণ। সুরবালা আর কি সে ভয় আছে, পরিণয় শৃঙ্খল পায় দিইচি, যখন মনে কর্‌ব শেকল ধরে টান্‌ব আর হৃদয়ে এসে বিরাজ করবে।

সুর। শেকল ধরে না কি খেলায়?

রণ। ইচ্ছে কল্লে তাও পারি।

নীর। বালাই অমন কথা কি বল্‌তে আছে, স্বামী যে গুরুলোক।

সুর। স্বামীকে গুরুলোক বল্লেই কেমন যেন সার্ব্বভৌম মহাশয় সার্ব্বভৌম মহাশয় বোধ হয়; লম্বোদর, নামাবলিতে গাত্রাচ্ছাদন, আর্কফলালঙ্কৃত মস্তক, কোশাকুশি নিয়ে বিব্রত, তিথি-নক্ষত্র দেখে মেগের কাছে আস্‌চেন; অমন স্বামীর পোড়া কপাল।

রণ। তুমি কেমন স্বামী চাও?

সুর। লড়ায়ে ম্যাড়ার মত। নেচে কুঁদে বেড়াবে, তুড়ি দিলেম ধপ্‌করে পায় এসে পড়্‌ল, তার সময় অসময় নাই।

রণ। সুরবালা শূরবীর। তুই ভাই একটা লড়ায়ে ম্যাড়া ধরে স্বামী করিস্। নীরদকেশীর মতে আমার মত, স্বামী গুরুলোক।

সুর। দেখ দিদি ভক্তিভাও সাবধান যেন গোরুর পায় পা লাগে না হাম্বা করে ডেকে উঠ্‌বে।

রণ। তোমার পোড়ার মুখ। (সুরবালার অলকা ধরিয়া টানন)।

সুর। ও কি ভাই অলকাপহরণ কেন?

রণ। গোরু বাঁধা দড়া করব।

সুর। যৌবনের গামলা পূর্ণ থাক্‌লে গোরু বাঁধতে হয় না।

রণ। যৌবন কি বিচালি?

সুর। স্বামী যেমন গোরু লোক।

নীর। শিখণ্ডিবাহন কোথায় গেলেন।

রণ। বাবার কাছে বসে গল্প কচ্চেন। বাবার আনন্দের সীমা নাই! মাকে বল্‌চেন আর ছোট রাণীকে তিরস্কার কর না, ছোট রাণীর কল্যাণে যুদ্ধ হল, যুদ্ধের কল্যাণে এমন সোনারচাঁদ জামাই পেলে। মা বল্লেন সপত্নী আমার সর্ব্বমঙ্গলা।

নীর। যুদ্ধ না হলে রণকল্যাণী চিরকাল আইবুড় থাক্‌ত।

রণ। সুরবালা আমার সে কথা তোর মনে আছে?

সুর। তোমার কথা না আমার কথা।

রণ। তোমার কথা আমার কথা এক কথা, তোমায় আমায় ভিন্ন কি? এক জীবন, এক অধ্যয়ন, এক শয়ন।

সুর। এক স্বামী।

রণ। তুয় পোড়া কপালী।

সুর। সুরবালা সকল বিষয়ে এক কেবল স্বামীর বেলায় সতীন।

রণ। শিখণ্ডিবাহন এখনি আস্‌বে।

সুর। আমি এখনি আস্‌ব।

[সুরবালার প্রস্থান।

নীর। তোমার সঙ্গে শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে হয়েছে বলে সুরবালা আহ্লাদে গলে পড়্‌চে।

রণ। সুরবালা আহ্লাদে আটচালা! সুরবালা না থাক্‌লে আমি মরে যেতেম। সেনাপতির পুত্রের সঙ্গে সুরবালার বিয়ে দেব, ও তাকে বড় ভাল বাসে।

নীর। বড় সুন্দর ছেলে, মহারাজ তাকে পুত্রের মত স্নেহ করেন।

শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ।

বস ভাই এই সিংহাসনে বস তোমার বামপাশে রণকল্যাণীকে বসয়ে দিই, যুগলরূপ দেখে নয়ন সার্থক করি। (শিখণ্ডিবাহন এবং রণকল্যাণীর সিংহাসনে উপবেশন)।

শিখ। সুরবালা কই?

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের কুন্তল শিথিল করিয়া দিতে দিতে)। সুরবালার জন্যে দিশে হারা হচ্চ দেখ্‌চি যে।

শিখ। সুরবালা সুমধুর হাসিনী, মকরন্দ ভাষিণী, সুরবালাকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়।

নীর। রণকল্যাণীকে দেখ্‌লে তোমার আনন্দ হয় না ?

শিখ। রণকল্যাণীকে আর ত আমি দেখ্‌তে পাই না। রণকল্যাণী আর শিখণ্ডিবাহন একাত্ম হয়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হয়েছে।

রণ। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশে নিয়ে যাব।

শিখ। বরের বাড়ী কনে যায় না কনের বাড়ী বর যায়।

নীর। আমি পান আনি।

[নীরদকেশীর প্রস্থান।

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া)। যাবে ত, যাবে ত। আমি বাবাকে বলিচি শিখণ্ডিবাহনকে ব্রহ্মদেশে নিয়ে যেতে হবে।

শিখ। তুমি কাছাড়ের নবাভিষিক্তা নূতন রাজ্ঞী, রাজ্য বিশৃঙ্খল, এ সময় কি রাজ্যেশ্বরীর উচিত রাজ্য ছেড়ে যাওয়া।

রণ। আমায় তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এস।

শিখ। মহারাজও তাই বলছিলেন।

রণ। তবে যাবে, বল, বল, বল।

শিখ। তুমি আমার ইন্দীবরাক্ষী রাজলক্ষ্মী তোমার কথায় কি আমি না বল্‌তে পারি। (নয়ন চুম্বন)।

রণ। কাকে সঙ্গে নে যাবে ?

শিখ। মকরকেতনকে।

রণ। আর সুশীলাকে। সুশীলার বড় শান্ত স্বভাব, সুশীলাকে আমি বুকে করে রাখ্‌ব।

শিখ। মহারাজ সুশীলাকে বোধ হয় যেতে দেবেন না।

রণ। আমি মহারাজের কাছে বিনয় করে বল্‌ব, মহারাজ তোমার দুঃখিনী "কমলে কামিনী" অমূল্য মুক্তামালা গ্রহণ করে নাই, সেই দুঃখিনী "কমলে কামিনী" এখন ভিক্ষা চাচ্চে ভগিনী সুশীলাকে কিছু দিনের জন্যে "কমলে কামিনীর" আরাধ্যা সঙ্গিনী হতে দেন।

শিখ। "কমলে কামিনী" যদি এমন মধুর বচনে ভিক্ষা চান, কেবল সুশীলা কেন, মহারাজ সর্ব্বস্ব দিতে পারেন।

রণ। তবে স্থির হল, সুশীলা যাবে। বড় আনন্দ হবে। সুশীলাকে আমার শ্বেতহস্তী দেখাব, সে বড় শান্ত হাতী, সুশীলা শ্বেত হস্তীর গায় হাত বুলাবে। তুমিও কখন শ্বেত হস্তী দেখনি, তোমাকেও আমি শ্বেত হস্তীর কাছে নিয়ে যাব। ব্রহ্মদেশে যেমন পুষ্প আছে এমন আর কোন দেশে নাই। সুশীলাকে কাঞ্চন টগর দেখাব, কন্দর্প চাঁপা দেখাব, স্থল পদ্ম দেখাব, শ্বেতপদ্ম দেখাব, নীলপদ্ম দেখাব।

শিখ। নীলপদ্ম এখানে আছে।

রণ। তোমার কাছাড়ে আর নীলপদ্ম হতে হয় না।

শিখ। তবে এ দুটি কি? (অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা রণকল্যাণীর নয়নদ্বয় ধারণ)।

রণ। ও যার নীলপদ্ম তার নীলপদ্ম, সকলের নয়।

শিখ। (দুই হস্তে রণকল্যাণীর কপোলযুগল ধারণ করিয়া নয়ন নিরীক্ষণ) না প্রাণেশ্বরি, তোমার নয়ন প্রকৃত নীলপদ্ম।

রণ। কবির নীলপদ্ম, প্রণয়ির নীলপদ্ম, আমার শিখণ্ডিবাহনের নীলপদ্ম হয় ত মকরকেতনের বেগুণ ফুল।

শিখ। মকরকেতন কি অন্ধ।

রণ। তা নইলে শৈবলিনীর সঙ্গে সুশীলার বিনিময় হয়।

শিখ। মকরকেতনের চরিত্রে আর কোন দোষ নাই, সুশীলা এখন পরম সুখী।

রণ। তুমি আমাদের বউ দেখলে না?

শিখ। আমি ত আর তোমাদের বয়ের প্রাণকান্ত নই যে আপনি গিয়ে ঘোমটা খুলবে।

রণ। বউটি আমাদের বড় শান্ত, এমনি লজ্জাশীলা ষোল বৎসর বয়স হয়েছে আজ পর্য্যন্ত কেউ মুখ দেখ্‌তে পায় নি।

শিখ। কার্‌ বউ।

রণ। আমার খুড়্‌তুত ভেয়ের বউ।

শিখ। তবে আমার কণীয় বধূ।

রণ। বুকখান যে পাঁচ হাত হয়ে ফুলে উঠল।

সুরবালা এবং নীরদকেশরীর বউ লইয়া প্রবেশ।

সুর। ওকি ভাই আস্‌তে চায়, কত খুনখুড়ি কর্ত্তে লাগ্‌ল, বলে আমি পোয়াতি মানুষ, নন্দাইয়ের সম্মুখে যেতে পারব না, আবার বলে আমার চুল নাই নন্দাই দেখে হাস্‌বেন, আমার হাত দুখানা আঁচড়ে কালা কালা করে দিয়েছে—মহিষী কত ভর্ৎসনা কল্লেন তবে এল।

রণ। কি দিয়ে বউ দেখ্‌বে?

শিখ। আমার গলার এই মুক্তামালা। (গলদেশ হইতে মুক্তামালা মোচন করিয়া হস্তে ধারণ)।

রণ। মুখ দেখাওনা?

সুর। আমাদের বড় ভাজ তোমার প্রণাম করা উচিত।

শিখ। শালাজ ছোটই কি আর বড়ই কি, প্রণামের পাত্রী। (প্রণাম)।

সুর। তবে চন্দন বিলাসীর চাঁদবদন খানি খুলে দিই। (অবগুণ্ঠন মোচন, সকলের হাস্য)।

শিখ। এ যে আশীবছরের বুড়ী। আঃ পোড়ার মুখ আবার জিব মেলুয়ে রয়েছেন, পাকাচুলে সিঁতি পরেছেন, তোমাদের দিব্ব বউটি।

সুর। আর ভাই বুড় হক্‌ হাবড়া হক্‌ দাদার কোল জোড়া হয়ে শুয়ে থাকে ত।

শিখ। দন্তের সঙ্গে বহুকাল বিচ্ছেদ হয়েছে। কাদের বুড়ী?

সুর। যার খেয়েছ তাদের বুড়ী।

রণ। বাবার খুড়ী আমাদের দিদি মা।

নীর। বউ দেখ্‌লে মুক্তার মালা দাও।

শিখ। তোমরা দিদিমাকে যে রত্নহারে বিভূষিতা করে এনেচ আমার এ মালা দিতে লজ্জা বোধ হয়।

সুর। তুমিত আর মালা বদল কচ্চনা।

শিখ। তোমার দাদার বউ হলে কর্ত্তেম।

বউ। হ্যালা রণকুললি তোর এ কেমন বিয়ে?

রণ। দিদি মা আমার ওই ছুঁড়ি তোর বিয়ে।

বউ। তারি মতন ত দেখ্‌চি। তুই আমার বীরভূষণের একটি মেয়ে, কত বাজনা বাজনা হবে, শাস্তরময় লবৰ বসবে, ও মা কোন ঘটা হলনা।

রণ। দিদি মা খুব ঘটা হয়েছে।

বউ। কিসের ঘটা ?

রণ। হাসির ঘটা।

বউ। সে কথা বড় মিথ্যা না। তুই মনের মত নাগর পেয়ে আজ দুদিন হেসে রাজধানীটে হাস্যার্ণব করে ফেলিচিস।

রণ। দিদি মা তোমার নাৎজামায়ের কাছে বস।

সুর। দিদি মা বরের কোলে নিতবর ছিল না বলে নীরদকেশী বড় দুঃখ করেছে তুমি বরের কোলে বসে নীরদের দুঃখ নিবারণ কর।

বউ। নীরদ আমার নম্র, যত নষ্ট সুরবালা আর রণকলনী, নাতজামাই তুমি নবীন দলুতে দুই শালীর নাক কান কেটে দাও।

রণ। দিদি মা তুমি একবার তোমার নাতজামায়ের কোলে বস, আমার নয়ন সার্থক হক।

বউ। তোর নবকান্তের নবীন বয়েস ওকি আমার ভর সইতে পারবে ?

সুর। দিদি মা তোমাতে আর আছে কি কখান গোহাড় বইত নয়। এস একবার নিতবর হয়ে বস। (সুরবালা এবং রণকল্যাণী বউকে ধরিয়া শিখণ্ডিবাহনের অঙ্কে প্রদান)।

বউ। হলত তোদের নয়ন ত জুড়াল। (সিংহাসনে উপবেশন) নাৎ-জামায়ের নামটি বড় নতুন, শিখণ্ডিবাহন। (শিখণ্ডিবাহনের চিবুক ধরিয়া) আমার রণকলনীর শিখণ্ডিবাহন।

শিখ। দিদিমা নটা কি তোমার নাগরের নাম তাই ধর্ত্তে পার না ?

বউ। ন টা আমার নাতজামাই, আমার রণকলনীর নবীন নাগর। আহা আহা সুখে থাক, নবোঢ়া রাণী নিয়ে অনন্ত কাল রাজ্য কর। রণকলনী বড়রাণীর বড় দুঃখের ধন, তেমনি জামাই হয়েছে। বীরভূষণের আনন্দের সীমা নাই।

রণ। দিদিমা শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে একটু রসিকতা কর, তা নইলে আমি কাঁদব।

বউ। নাতজামাই ?

শিখ। কি বলচ দিদি মা ?

বউ। রণকলনীকে দিলে কি ?

শিখ। মূল হতে আগা পর্য্যন্ত সমুদায় প্রাণটা।

বউ। রংলতুবল ?

শিখ। রত্নভূষণের অভাব কি?

বউ। সাজায়ে নৌকা হুলি,
বাখরগঞ্জে চাল ভরলি,
করব মহাজনি,
আল্‌ব গজমুক্তা কিনি,
দিব নাকে করবে ঝল মল,
প্রাণ্ আর দুটো মাস থাক।

শিখ। দিদি মা যে জোর করে প্রাণ্ বল্লেন আমি ত ভাই চমকে উঠিছি।

সুর। বুঝ্‌তে পেরেছ?

শিখ। কতক কতক।

সুর। সাজায়ে নৌকা হুনি,
বাখরগঞ্জে চাল ভরনি,
করব মহাজনি,
আন্‌ব গজ মুক্তা কিনি,
দিব নাকে করবে ঝল মল
প্রাণ আর দুটো মাস থাক।

বউ। বসন্ত অশান্ত,
বিনা প্রাণ কান্ত
একান্ত প্রাণান্ত
নিতান্ত মরি।
বিরহ সলিল,
বসন্তে বাড়িল,
ডুবিল, ডুবিল
যৌবনতরি।

সুর। দিদি মা পঞ্চবাণেরর শ্লোকটা বল্‌বে কি?

রণ। না দিদি মা সে শ্লোক বলে কাজ নাই।

শিখ। কল্যাণ আমায় এখনি যেতে হবে।

রণ। তুমি আমার রণ ছেড়ে দিলে বুঝি।

শিখ। তুমি আমার কেবল কল্যাণ।

সুর। রণকল্যাণি তুমি শিখণ্ডি ছেড়ে দিয়ে শিখণ্ডিবাহনকে বাহন কর।

শিখ। আমি কল্যাণের বাহন ত হইচি।

সুর। অকল্যাণ কর কেন ভাই, তোমায় কি আমরা রণকল্যাণীর বাহন হতে দিতে পারি।

শিখ। আমি কল্যানের বাহন ভিন্ন আর কারো বাহন হতে পারি না।

সুর। তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন।

নীর। তোমার মুখে আগুণ, কথার শ্রী দেখ।

শিখ। সুরবালা সামান্ত শালী নয়।

সুর। এখন আমাকে অনেক শালা শালী বল্‌বে।

শিখ। কেন?

সুর। রণকল্যাণী দশদিকে শিখণ্ডিবাহন দেখ্‌চে।

নীর। কেন দিদি কাঁদ কেন?

রণ। আমি শিখণ্ডিবাহনকে না দেখ্‌লে দশ দিক্‌ অন্ধকার দেখি। (মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন)।

সুর। শিখণ্ডিবাহন তুমি যেও না। (রোদন)। রণকল্যাণী এখনি পাগল হবে, আমি তাকে শান্ত কর্ত্তে পারব না।

রণ। (সুরবালার গলা ধরিয়া)। সুরবালা আমার বড় সাধের শিখণ্ডি-বাহন—আমি ছেড়ে দিয়ে কেমন করে থাক্‌ব—আমার ঘর এখনি অন্ধকার হবে।

সুর। চুপ কর দিদি, শিখণ্ডিবাহন আবার আস্‌বেন—আর কেঁদনা দিদি—তুমি কেঁদে শিখণ্ডিবাহনকে কাঁদালে।

শিখ। সুরবালা প্রণয় কি কোমল, সৈনিকের কঠিন চক্ষে জল আন্‌লে—

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের গলা ধরিয়া)। কবে আস্‌বে—তোমার কল্যাণ মরে রইল, তুমি এলে জীবিতা হবে।

শিখ। কল্যাণ, তুমি আমার প্রাণের কল্যাণ, তুমি আমার জীবনযাত্রার কল্যাণ। (মুখচুম্বন) তুমি আর কেঁদ না কল্যাণ, আমি যদি মহারাজকে বলতে পারি আমি কালই আসব।

সুর। মহারাজ বিবাহের কথা প্রকাশ কর্ত্তে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন মণিপুর মহারাজ যখন তোমাকে কাছাড় সিংহাসনে বসাবেন সেই সময় বিবাহের কথা প্রকাশ করবেন।

শিখ। আমার সে কথা স্মরণ আছে। বিবাহের কথা প্রকাশ হবার

সম্ভাবনা নাই; মহারাজ জানেন আমি জয়ন্তী পর্ব্বতে বামজঙ্ঘা দর্শন কর্ত্তে এসিচি।

বউ। ন্যাৎজামাই বাম জঙ্ঘা দেখ্‌লে ভাল, শিখণ্ডিবাহনের দরশনে পরশনে মুক্তি।

শিখ। সুরবালার হাস্যমুখখানি চিকণ মেঘাবৃত শশধরের ন্যায় শোভা পাচ্চে।

সুর। আর ভাই, তোমার যাওয়ার কথা শুনে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছে। রণকল্যাণীর কাঁচা প্রাণ তোমার অদর্শন একটুকু সহ্য কর্ত্তে পারে না। পাঁচ বছরের বালিকার মত অবুঝ, বুঝালে বুঝ্‌বে না, নাবে না, শোবে না, ঘুমাবে না, কেবল বসে কাঁদ্‌বে।

শিখ। কল্যাণ আমার পাছে অসুস্থা হন।

রণ। না শিখণ্ডিবাহন সুরবালা বাড়্‌য়ে বলচে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়। মণিপুর মহারাজের শিবির।

রাজা এবং সমরকেতুর প্রবেশ।

রাজা। কবিরাজ মহাশয়ের আশ্চর্য্য ঔষধ। অদ্য মহিষী একবারও মূর্চ্ছিতা হন নি; মহিষী সম্যক্‌ সুস্থা হয়েছেন। পরমানন্দে মকরকেতনের ছেলেটি লয়ে খেলা কচ্চেন। সে সকল কথার চিহ্নও নাই। সে সকল কথা যে বলেছেন তাও তাঁর কিছুমাত্র স্মরণ নাই।

সম। পরম সুখের বিষয়।

রাজা। শান্তিরক্ষককে কি লিখেছ।

সম। ধুনী দাইকে ধৃত করে তার নিকট হতে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে লয় এবং সে সমুদায় অবিলম্বে আমার নিকটে অবিকল প্রেরণ করে, কেবল ছোট রাণীর স্থানে নষ্টলোক রেখে।

রাজা। তাতে অন্য লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়া অসম্ভব নয়, অন্য লোকের চক্ষে ধূলা না দিতে পাল্লেও ক্ষতি নাই, কিন্তু তাতে কি আমার সত্যপ্রিয় মকর-কেতনের চক্ষে ধূলা দেওয়া যাবে।

সম। চেষ্টাকরা যাক্ যত দূর সফল হওয়া যায়। মকরকেতন শিখণ্ডি-বাহনকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত ভক্তি করে; শিখণ্ডিবাহন তার যথার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি প্রমাণ হয় সে আনন্দে উন্মত্ত হবে; অন্য কোন বিষয় আন্দোলন করবে না।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন মকরকেতনকে কনিষ্ঠ সহোদরের মত স্নেহ করে, সতত মকরকেতনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু মকরকেতনের উদ্ধত স্বভাব, যদি সূচ্যগ্রে তার গর্ভধারিণীর কোন দোষ শুনতে পায় সর্ব্বনাশ করবে।

সম। মহারাজ নির্ভয়ে থাকুন, আমি মকরকেতনের স্বভাব বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত। সে পৃথিবীর কাহাকেও মানে না কিন্তু শিখণ্ডিবাহনকে পুজা করে। শিখণ্ডিবাহন অনুরোধ কল্লে সে নিজ মস্তক ছেদন কর্ত্তে পারে। শিখণ্ডিবাহনের স্নেহ-বাক্যে মকরকেতনের ঔদ্ধত্য সমতা প্রাপ্ত হবে।

রাজা। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী কবে আসবেন।

সম। ত্রিপুরা ঠাকুরাণীকে আমি কল্য প্রাতে মহারাজের সমক্ষে উপস্থিত করব।

রাজা। শান্তিরক্ষকের লিপি কবে প্রত্যাশা করেন?

সম। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন আমার পাটরাণীর গর্ভজাত প্রাণপুত্র যদি প্রমাণ হয়, আমার সুখের পরিসীমা নাই। আমি কাছাড় সিংহাসন শিখণ্ডিবাহনকে দিলাম, মণিপুর সিংহাসন মকরকেতনকে দিয়ে আমি রাজকার্য্য হতে অবসর হব।

সম। ব্রহ্মাধিপতির অভিসন্ধি কিছু বুঝতে পাচ্চি না। তাঁর সমুদায় সেনা ব্রহ্মদেশে প্রতি গমন করেছে, তিনি এক প্রকার একা আছেন।

রাজা। সন্ধিকরা হয় বোধ হয় তাঁর স্থির সঙ্কল্প।

শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, শিখণ্ডিবাহন বঙ্কেশ্বর এবং পারিষদ্গণের প্রবেশ এবং উপবেশন।

শশা। মহারাজ এক খানি লিপি প্রাপ্ত হলেম।

রাজা। শান্তিরক্ষকের?

শশা। আজ্ঞে না। ব্রহ্মদেশাধিপতি এই লিপি লিখেছেন।

রাজা। পাঠ কর।

শশা। (লিপি পাঠ)।

প্রণয়সরোবরপবিত্রপঙ্কজ, প্রজারঞ্জন, বিনয়বীরত্ববিভূষিত
রাজশ্রী রাজাধিরাজ মহারাজ গম্ভীরসিংহ
অলৌকিক ভ্রাতৃস্নেহসাগরেষু।

ভ্রাতঃ

অবিলম্বে অস্মদের ব্রহ্মদেশে গমন করা নিতান্ত আবশ্যক। ভবদীয় প্রস্তাবে কাছাড় রাজধানীর যাবতীয় অমাত্য পরমানন্দ সহকারে সম্মতি দান করেছেন। অস্মদ্ আপনার অনুগত, বশীভূত, পরাজিত; ভবদীয় প্রস্তাবে মদীয় অদেয় কি? শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন; কাছাড় সিংহাসনে শিখণ্ডিবাহনের অধিবেশনে অস্মদের অকৃত্রিম অভিমত। শিখণ্ডিবাহনের জন্য সম্বন্ধে আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই। হে ভ্রাতঃ এক্ষণে আপনার অনুগতানুজের প্রার্থনা শ্রবণ করুন, কল্য প্রাতে মদীয় দীনভবনে আপনি সপরিবারে স্বদল সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন, শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড় সিংহাসনে সংস্থাপন করিবেন, পরিশেষে উভয় রাজ্যের রাজকর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে উভয় রাজা একত্রে আহার করিবেন। একত্রে ভোজন বন্ধুতার জীবন। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি।

অনুগতানুজ রাজশ্রী বীরভূষণ।

রাজা। চমৎকার লিপি।

সম। ব্রহ্মাধিপতি সমুদায় সৈন্যসামন্ত ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেছেন, অবিশ্বাসের কারণ নাই।

রাজা। লিপিখানি সরলচিত্তে চিত্রিত।

শশা। পরাজিত ভূপতি কৌশলাবলম্বী; লিপি খানি সম্পূর্ণ সন্দেহশূন্য না হতে পারে।

সম। আমাদের আশঙ্কার কারণ নাই।

রাজা। শিখণ্ডিবাহনের অভিপ্রায় কি?

শিখ। লিপিখানি সম্মানে পরিপূর্ণ; সরলতালেখনীতে লিখিত।

সর্ব্বে। ব্রহ্মাধিপতি অনুতাপে পরিতপ্ত, সারল্যাবলম্বন অনুতপ্ত চিত্তের মুক্তি।

রাজা। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সমীচীন সিদ্ধান্ত। বক্কেশ্বরের মুখে এত হাসি কেন ?

বক্কে। ভ্যালা লিপি লিখেছে মহারাজ ; যে দুটো কথা পৃথিবীর সার সে দুটো কথাতে সম্মান আর সরলতা ফুটে বেরুচ্চে, ও দুটো কথার মূল্য দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা।

রাজা। কোন্ দুটো ?

বক্কে। "আহার" আর "ভোজন।" ব্রহ্মাধিপতির চমৎকার বর্ণ বিন্যাস—"ভোজন বন্ধুতার জীবন।" ক্ষুদ্র বুদ্ধি সমালোচকেরা বল্‌তে পারেন ব্রহ্মাণ্ডের জীবন বল্লে ভাল হত। সেটা যে ভাবে প্রকাশ তা তারা অনুভব করে না। ক্ষুদ্র বুদ্ধি সমালোচক কুট্‌কুটে মাচি ; কাব্য কলেবরে কত মনোহর স্থান আছে তাতে বসে না কোথায় নখের কোণে একটু ঘা আছে ভন্ করে সেই খানে গিয়ে কুট্ করে কামড়ায়।

সর্ব্বে। "মণিময় মন্দির মধ্যে পিপীলিকাশ্ছিদ্রমন্বেষয়ন্তি।"

রাজা। ব্রহ্মাধিপতি বলেন "একত্রে ভোজন বন্ধুতার জীবন।"

বক্কে। একা ভোজনেও বন্ধুতা হয়।

রাজা। কার সঙ্গে ?

বক্কে। প্রাণের সঙ্গে। শ্মশানে মশানে রাজদ্বারে আহারে ভোজনে যিনি সহায় তিনিই সত্য বন্ধু। ধর্ম্মনীতিবেত্তারা বলেন ;—

সত্য বন্ধু হতে চাও,
মধ্যে মধ্যে ভোজন দাও।

সর্ব্বে। লিপির পংক্তিগুলি সৌহার্দ্দাবলি।

বক্কে। লিপির পংক্তি গুলি চন্দ্রপুলি।

রাজা। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সর্ব্ববাদিসম্মত ?

সকলে। সর্ব্ববাদিসম্মত।

শশী। ব্রহ্মসেনাপতিকে কি অগ্রে প্রেরণ করা যাবে ?

রাজা। ব্রহ্মেশ্বর সেনাপতির কোন কথা উল্লেখ করেন নাই।

শিখ। সেনাপতিকে আমি সমভিব্যাহারে লয়ে যাব।

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়—রাজধানী।

মধ্যস্থলে শূন্য সিংহাসন, দক্ষিণপার্শ্বে বীরভূষণ, ব্রহ্মসেনাপতি,
ব্রহ্মাধিপতির পারিষদগণ এবং কাছাড়ের অমাত্যগণ ও বাম
পার্শ্বে রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, সমর-
কেতু, শিখণ্ডিবাহন, মকরকেতন, বক্কেশ্বর এবং
মণিপুরের পারিষদগণ আসীন।

ব্রহ্মসেনা। (বীরভূষণের প্রতি) মহারাজ! আমি পরাজয়ে জয় লাভ করেছি; পরাজয়ের কল্যাণে বীরকুলাভরণ শিখণ্ডিবাহনের অকৃত্রিম প্রণয় লাভ হয়েছে। শিখণ্ডিবাহনের সুমধুর স্বভাব যিনি অবগত হয়েছেন তিনি অবশ্যই স্বীকার করবেন, শিখণ্ডিবাহনের প্রণয়ের সঙ্গে একটা রাজত্বের বিনিময় হার নয়।

বীর। শিখণ্ডিবাহন তোমার শত্রু, শিখণ্ডিবাহন তোমাকে রণে পরাজিত করে মণিপুর শিবিরে বন্দী করে রেখেছেন। তোমার মুখে যখন শিখণ্ডিবাহনের এমন বর্ণনা তখন শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন।

প্র, অমা। মহারাজ! শিখণ্ডিবাহনের আন্তরিক মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েই ত আপনি অবিবাদে কাছাড় রাজত্ব শিখণ্ডিবাহনকে অর্পণ কত্তে সম্মত হলেন।

রাজা। মহতেই মহত্ত্বের অনুরাগী হয়। মহারাজ মহদাশয়, আপনার সম্মান এবং স্নেহগর্ভ আহ্বানে আমি যারপরনাই অনুগৃহীত এবং সম্প্রীতি হইচি আপনি আমাকে যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কর্‌লেন। আপনার আপত্তি অতীব অনুকুল।

বীর। শিখণ্ডিবাহনের জন্ম সম্বন্ধে আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই।

রাজা। কিন্তু আমার অনেক বক্তব্য আছে।

সম। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী এই খানেই আগমন কর্‌বেন।

রাজা। তুমি কি সুবর্ণ কোটা দেখেছ?

সম। আজ্ঞে না। কিন্তু শুন্‌লেম কৌটাটি নষ্ট হয় নাই।

রাজা। আমি ভিন্ন সে কৌটা আর কেহ খুল্‌তে পারে না। আমি যদি সে কৌটা প্রাপ্ত হই আর তার ভিতরে যদি মণিপুর রাজবংশের শ্রেষ্ঠ গজমতির মালা পাই তাহলে আমার আর কোন সন্দেহ থাকে না।

বীর। মহারাজের সকল কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

রাজা। মহারাজ! সকলেই অবগত আছেন আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র সূতিকাগার হতে অপহৃত হয়; ধুনী দাই এ অপহরণের মূল। ধুনী দাই জীবিতা আছে। আমার আজ্ঞানুসারে মনিপুরের শান্তিরক্ষক ধুনী দাইয়ের নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়েছে।

বীর। সে লিপি কোথা?

শশা। আমার নিকটে।

রাজা। সভার সমক্ষে লিপি পাঠ কর।

শশা। যে আজ্ঞা। (লিপি পাঠ)

মান্যবর—

শ্রীযুক্ত সমরকেতু সেনাপতি মহোদয়

অমিত প্রতাপেষু।—

অনেক অনুসন্ধানের পর ধনমণি ধাত্রীকে ধৃত করিয়াছি। আপনার দ্বিতীয় অনুজ্ঞা আগত না হওয়া পর্য্যন্ত ধনমণি বিহিত প্রহরী পরিবেষ্টিত কারাগারে নিহিতা। ধনমণি প্রায় ক্ষিপ্তা। রাজপুত্রাপহরণ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমুদায় অম্লানবদনে প্রকাশ করিল কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিল না। ধুনী একাকিনী পশ্চিম পল্লির প্রান্তভাগে নিবসতি করিত। কাহারও সহিত কথা কহিত না। কেবল বিড় বিড় করে "কি সর্ব্বনাশ কল্লেম কি সর্ব্বনাশ কল্লেম বলিত। ধুনী দাই যেরূপ বলিল তাহা অবিকল নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

"আমার নাম ধুনীদাই। আমার বয়স সাড়ে সতের গণ্ডা। আমি রাজ বাড়ীর প্রায় সকলেরই সূতিকাগারে থাকিতাম। বড় রাণীর সূতিকাগারে আমি ছিলাম। বড় রাণীর প্রথম বিয়েন—শেষ বিয়েন বল্লেও হয়, কারণ তিনি এই বিয়েনের পরেই মরেন। বড় রাণী ময়ুর চড়া কার্ত্তিক প্রসব করেছিলেন। রাজা সোনার কটো শুদ্ধ মুক্তার মালা দিয়ে ছেলের মুখ দেখ্‌লেন। হিংসুটে

কোন নষ্টলোক আমাকে সোনার সাতনরী দিয়ে বল্লে সোনার কটো শুদ্ধ ছেলে জলে ফেলে দিয়ে আয়। আমি সোনার কটো শুদ্ধ ছেলে বিন্দু সরোবরে রেখে এলেম। বাড়ী এসে মনটা কেমন কর্ত্তে লাগ্‌লো, ভাব্‌লেম ছেলে তুলে এনে বড়রাণীর কোলে দিয়ে আসি, তখনি বিন্দু সরোবরে গেলেম, ছেলে পেলেম না। সোনার কটো শুদ্ধ ছেলে কে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ছেলে শ্যাল শকুনে খায় নি, তা হলে সোণার কটো পড়ে থাক্‌ত। নষ্ট লোক একটু পরে আমার কুঁড়ে ঘরে এসেছিলেন, আমায় বল্লেন ধুনী তোরে দশছড়া সোনার সাতনরী দিচ্চি তুই ছেলে ফিরে নিয়ে আয়, তিনি আমার সঙ্গে বিন্দু সরোবরে গিয়ে কত খুঁজ্‌লেন, কত আমার পায় ধরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, ছেলে পেলেন না, আমায় কত গাল দিলেন, বল্লেন সোণার কটোর লোভে তুই ছেলে মেরে ফেলিচিস। আমি কত দিব্বি কল্লেম তা তিনি শুন্‌লেন না, আমি যদি ছেলে নষ্ট কত্তেম আমি তাঁকে তখনি বল্‌তেম, তখনও যদি বল্‌তে ভয় কত্তেম এখন বল্‌তে ভয় কত্তেম না, কারণ এখন আমি যমের বাড়ী যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত হইচি, কেবল পথ পাচ্চি না।"

বীর। শিখণ্ডিবাহন কি ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর গর্ভজাত পুত্র?

রাজা। সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লেই ভাল হয়।

সর্ব্বে। শিখণ্ডিবাহন ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর গর্ভজাত পুত্র নন্। ত্রিপুরাঠাকুরাণী বিধবা হয়ে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত মণিপুরে ছিলেন, তখন তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তিনি পরে তীর্থ দর্শনে গমন করেন, পাঁচ বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌লে দেখা গেল তাঁর অঙ্কে শিখণ্ডিবাহন তাঁর পুত্র স্বরূপ শোভা পাচ্চেন।

সম। তখন শিখণ্ডিবাহনের নাম শিখণ্ডিবাহন ছিল না। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী শিখণ্ডিবাহনকে কুড়ান চন্দ্র বলে ডাক্‌তেন আমার কাছে যখন ত্রিপুরা ঠাকুরাণী কুড়ান চন্দ্রকে শিক্ষার নিমিত্ত দিলেন আমি তার কার্ত্তিকেয়ের মত রূপ এবং সাহস দেখে মোহিত হলেম এবং কুড়ান পরিবর্ত্তে শিখণ্ডিবাহন নাম দিলাম। ত্রিপুরাঠাকুরাণী উপস্থিতা, তাঁর নিকট সকল কথা জিজ্ঞাসা করুন।

ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর প্রবেশ।

সর্ব্বে। (ত্রিপুরাঠাকুরাণীর প্রতি)। মা আপনি সভামণ্ডপে উপস্থিতা। মণিপুর মহীশ্বরের এবং ব্রহ্মদেশাধিপতির অবস্থানে সভা অমরাবতীর সভার

স্তায় শোভা পাচ্চে। আপনি মহারাজজয়ের সমক্ষে ধর্ম্ম সাক্ষী করে সত্য কথা ব্যক্ত করুন। শিখণ্ডিবাহন আপনার গর্ভজাত পুত্র কি না এবং যদি গর্ভজাত পুত্র না হন তবে কি প্রকারে শিখণ্ডিবাহনকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করে বলুন।

ত্রিপু। আমি চিরদুঃখিনী, আমি বড় আশা করে রইচি শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে ঘর কর্‌ব; আমি শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে দেবার কত চেষ্টা করলেম, একটি পাত্রীও বাবার মনোনীত হল না।

শিখ। মা আমি যদি আপনার গর্ভজাত পুত্র না হই তাতে আপনার সংসার সুখের ব্যাঘাত কি? আমি আপনার যে পুত্র সেই পুত্রই থাক্‌ব, আমি আপনাকে যাবজ্জীবন জননী বলে ভক্তি করব, আমার স্ত্রী আপনার দাসী স্বরূপ আপনাকে পূজা কর্‌বে।

ত্রিপু। বাবা শিখণ্ডিবাহন তোমার মিষ্টি কথা শুন্‌লে তুমি যে আমার গর্ভজাত পুত্র নও তা বলতে আমার বুক ফেটে যায়।

শিখ। মা যদি আপনার অন্তঃকরণে কষ্ট হয়, বলবেন না। আমি আপনার গর্ভজাত পুত্র বলে এত কাল পরিচিত, এখনও তাই থাক্‌ব। আমি দুঃখিনীর পুত্র, স্বীয় বাহুবলে রাজ্য লাভ করে দুঃখিনী মাতাকে রাজমাতা করে পরম সুখী হব।

ত্রিপু। বাবা তুমি চিরজীবী হয়ে থাক এই আমার বাসনা। তোমার মুখখানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মৃত্যু হলেই আমার জীবন সার্থক, মরণকালে তোমার হাতের এক গণ্ডূষ জল আমার মুখে পড়্‌লেই আমার স্বর্গ লাভ হবে। বাবা আজ্‌কের রাজসভা আমার পক্ষে প্রভাস তীর্থ, যশোদার মত আজ আমি গোপাল হারালেম, এত সাধের শিখণ্ডিবাহন আজ আমার পর হল।

রাজা। দিদি ঠাকুরুণ! আপনি কাঁদেন কেন? আপনি সকল কথা প্রকাশ করে বলুন, শিখণ্ডিবাহন আপনার কখন পর হবে না।

শিখ। মা আপনার যদি মনে কষ্ট হয় আপনি কোন কথা প্রকাশ করবেন না।

ত্রিপু। বাবা আমার মনে কষ্ট হবার সম্ভাবনা, কিন্তু সকল কথা প্রকাশ করে বল্লে তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে, সেই জন্যেই মহারাজের সমক্ষে আমি সকল কথা ব্যক্ত কর্ত্তে সম্মত হইচি।

শশী। মা আপনি ত সেনাপতি মহাশয়কে সকল কথা বলেছেন; এখন

মহারাজের সমক্ষে আপন মুখে সেই সকল কথা প্রকাশ করে মহারাজকে সুখী করুন।

ত্রিপু। শিখণ্ডিবাহন আমার গর্ভজাত পুত্র নন।

সর্ব্বে। নীরব হলেন কেন? শিখণ্ডিবাহনকে তবে কি প্রকারে পেলেন।

ত্রিপু। মহারাজ! বৈধব্য যন্ত্রণার মত আর যন্ত্রণা নাই, আমি বিধবা হয়ে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শয্যাগত ছিলেম, কাহারও বাড়ী যেতেম না, কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ কর্ত্তেম না, কোন কথায় কান দিতেম না। পাঁচ বৎসর এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে মনস্থ করলেম যে কদিন বেঁচে থাকি তীর্থ দর্শনে জীবন যাপন করব, আর সুখশূন্য ঘরে ফিরে আসব না। এই স্থির করে এক দিন রাত্রিযোগে একাকিনী তীর্থযাত্রা করলেম। বিন্দুসরোবরের তীর দিয়ে গমন কর্‌চি, এমন সময়ে সদ্যোজাত সন্তানের রোদন শব্দ শুনতে পেলেম, একটু অগ্রসর হয়ে দেখলেম একটী ছেলে পদ্মপত্রের উপর শুয়ে কাঁদ্‌চে এবং ছেলের পার্শ্বে একটী সোণার কৌটা রয়েছে। আমার হৃদয়ে মাতৃস্নেহের সঞ্চার হল, তৎক্ষণাৎ শিশুটী কোলে করে নিলেম এবং সোণার কৌটাটি তীর্থযাত্রার ঝুলিতে বাঁধলেম। ছেলে কোলে করে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন করলেম। বাড়ীতে ফিরে আসবের বাসনা ছিল না। শিশুটি পাঁচ বৎসর বয়সে দশ বৎসরের মত দেখাইতে লাগল, তার মিষ্ট কথা শুনবের জন্যে অনেক লোকে তাকে কোলে করে লইত একদিন একজন সন্ন্যাসী শিশুটি অবলোকন করে আমায় বল্লেন, মা! এ শিশু নিয়ে আপনার বৃন্দাবনবাসিনী হওয়া উচিত নয়, এ শিশুর কপালে যে রাজদণ্ড দেখ্‌ছি এ শিশু নিশ্চয় রাজা হবে, আপনি বাড়ী ফিরে যান, শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন, দেখবেন আমার উক্তি ফলবতী হবে। এই কথা শুনে আর শিশুর সকল সুলক্ষণ দেখে আমি বাড়ী ফিরে এলেম এবং সেনাপতি মহাশয়ের নিকট শাস্ত্রবিদ্যা আর শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কর্ত্তে দিলেম। কুড়িয়ে পেয়েছিলেম বলে শিশুর নাম কুড়ানচন্দ্র রেখেছিলেম। সেনাপতি মহাশয় কুড়ানকে শিখণ্ডি-বাহন নাম দিয়েছিলেন। সেনাপতি মহাশয় শিখণ্ডিবাহনকে এত ভাল বাস্‌তেন আমার এক এক বার সন্দেহ হত হয় ত শিখণ্ডিবাহন সেনাপতির পুত্র। শিখণ্ডিবাহন অল্প দিনের মধ্যে সকল বিদ্যায় নিপুণ হলেন, ক্রমে ক্রমে মহা-রাজের অনুগ্রহভাজন হলেন, সহকারী সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হলেন, কোছাড় যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, আজ রাজত্বে অভিষিক্ত হবেন।

শশা। সোণার কৌটাটি কোথায়?

ত্রিপু। কত চেষ্টা কর্‌লেম সোণার কৌটা খুলতে পারলেম না, বোধ হয় কৌটাটি খোলা যায় না। ভাবলেম শিখণ্ডিবাহনের স্ত্রীকে যৌতুক দিব।

সম। কৌটাটি এনেছেন ত?

ত্রিপু। আমার নিকটেই আছে, এই নেন।

রাজা। কৌটাটি আমার নিকটে দাও। (কৌটাগ্রহণ) এ সুবর্ণ কৌটাটি আমার; একজন যুবা সুবর্ণকার স্বীয় শিল্পনৈপুণ্য দেখাইবার জন্য এই কৌটাটি প্রস্তুত করে আমায় দেয়, আমি তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিই, কৌটার চাবি নাই কিন্তু যে জানে তার পক্ষে খোলা অতি সহজ। রাজবংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতি মালা এই কৌটায় বন্ধ করে কৌটাটি বড়রাণীর হস্তে সূতিকাগারে দিয়েছিলেম। (কৌটার মধ্যস্থলে টোকা মারণ এবং কৌটায় তালা উদ্ঘাটন) এই দেখুন সেই গজমতি হার। আমার আর সন্দেহ নাই, শিখণ্ডিবাহন আমার পাটরাণী প্রমীলার গর্ভজাত পুত্র। (শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন এবং শিখণ্ডিবাহনের গলায় গজমতি মালা প্রদান) আমার প্রমীলা যদি আজ জীবিতা থাক্‌তেন প্রাণপুত্রের মুখচুম্বন করে চরিতার্থা হতেন। বাবা শিখণ্ডিবাহন, তোমায় আমি পুত্র অপেক্ষাও ভাল বাসতেম। তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র সম্পূর্ণ প্রমাণ হল; তোমার রণপাণ্ডিত্যে পরিতুষ্ট হয়ে তোমার গলায় এই গজমতি মালা দিতে বাসনা করেছিলেম, সেই মালা তোমার গলায় আজ প্রাণ পুত্র বলে দান করলেম। আমার সুখের সীমা নাই। কৃতজ্ঞচিত্তে পরমেশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ করি।

সর্ব্বে। আমরা অনেক দিন হতে সন্দেহ কর্ত্তেম শিখণ্ডিবাহন পাটরাণী প্রমীলাদেবীর গর্ভজাত পুত্র। ব্রহ্মদেশাধিপতির আপত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে শিখণ্ডিবাহন রাজপুত্র প্রমাণীকৃত হল, ব্রহ্মাধীশ্বর এ শুভ ঘটনার আকর সুতরাং তিনিও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শশা। মহারাজ, ব্রহ্মাধিপতি শিখণ্ডিবাহন জারজ সত্ত্বেও শিখণ্ডিবাহনকে রাজা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, এক্ষণে প্রমাণ হল শিখণ্ডিবাহন মণিপুরের যুবরাজ, ব্রহ্মেশ্বর বোধ করি এখন শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড় রাজ্যে অভিষিক্ত করতে পরম সুখী হবেন।

বীর। আমার একটী কথা জিজ্ঞাস্য; বড়রাণীর সদ্যোজাত শিশু কোন নষ্ট লোকের কুপরামর্শে অপহৃত হয়; সে নষ্ট লোকটা কে?

সম। তা জেনে প্রমাণের কোন পোষকতা হবে না, প্রমাণের পোষকতার কোন আবশ্যকতাও নাই।

বীর। শিখণ্ডিবাহন মণিপুর মহীশ্বরের ঔরষজাত পুত্র তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তার প্রচুর প্রমাণ হয়েছে। রাজবাড়ী হতে রাজপুত্র অপহরণ অতীব আশ্চর্য্য, এই জন্যে আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি নষ্টলোকটা কে?

শশা। নষ্টলোকের নাম বোধ করি ধুনী দাই ব্যক্ত না করে থাকবে।

বীর। ধুনীদাই যেরূপ অসঙ্কুচিত চিত্তে সত্য কথা বলেছে তাতে নষ্টলোকের নাম গোপন রাখা সম্ভব নয়।

সর্ব্বে। নষ্টলোকের নাম উল্লেখে উপস্থিত বিষয়ের কোন উপকার হবে না, কিন্তু কাহারও না কাহারও মনে ব্যথা জন্মিতে পারে।

বীর। মহারাজ জানেন কি না? আপনার বদন অতিশয় বিরস হল, মার্জ্জনা করবেন আমি প্রশ্ন রহিত কর্লেম।

মক। মণিপুর মহারাজ বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন নষ্টলোকটা কে, কেবল কলঙ্কের ভয়ে বল্তে সাহস কচ্চেন না।

সম। মকরকেতন তুমি কি কথা না করে থাকতে পার না; রাজায় রাজায় কথা হচ্চে সেখানে তোমার বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি?

মক। প্রয়োজন পাপের প্রায়শ্চিত্ত—নষ্টলোক মণিপুর মহারাজের কনিষ্ঠা-মহিষী গান্ধারী, পাপাত্মা মকরকেতনের পাপীয়সী জননী—(ধরণীতলে পতন)।

রাজা। সমরকেতু, আমি যে ভয় করেছিলেম তাই ঘট্‌লো, মকরকেতন মূর্চ্ছিত হয়েছেন। (মকরকেতনকে ক্রোড়ে লইয়া)। বাবা মকরকেতন তুমি স্থির হও, তুমি আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেল না, তোমায় কাতর দেখ্‌লে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয়ে যায়।

মক। পিতা। আমার মনে অতিশয় ঘৃণা হয়েছে, পিতা আমার আশা আপনি পরিত্যাগ করুন, আমি এ পাপজীবনে এই দণ্ডে জলাঞ্জলি দেব—আমায় অনুমতি দেন আমি পাপীয়সী জননীর মস্তক ছেদন করি। আমায় ছেড়ে দেন আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরি। পিতা আমি সকল সহ্য কত্তে পারি, পূজনীয় শিখণ্ডিবাহনের ঘৃণা সহ্য কর্ত্তে পারি না। (রোদন)।

শিখ। (মকরকেতনের গলা ধরিয়া)। মকরকেতন তোমায় আমি কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভাল বাস্‌তেম, এখন তুমি আমার প্রকৃত কনিষ্ঠ সহোদর।

মক। দাদা, পাপীয়সীর পেটে জন্ম বলে আমায় ঘৃণা করবেন না—আমি পাপাত্মা, তোমায় সহোদরের যোগ্য নই।

শিখ। মকরকেতন, নিতান্ত অশান্ত হলে দেখ্‌চি যে। তুমি স্থির হও। আমরা দুই ভেয়ে পরমসুখে রাজ্য কর্‌ব। তুমি মণিপুরের রাজা হবে, আমি কাছাড়ের রাজা হব।

মক। দাদা আমায় আর রাজ্যের কথা বল্‌বেন না। আমি পাপাত্মা, আমার জননী—

শিখ। আবার ঐ কথা। তুমি কি আজ আমার উপদেশ অবহেলা কল্লে?

মক। দাদা আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। আপনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, আপনাকে আমি পিতার মত ভক্তি করি, আপনি আমায় যা কর্ত্তে বলেচেন আমি তাই কর্‌চি, আপনি আমায় যা কর্ত্তে বল্‌বেন তাই কর্‌ব, কিন্তু দাদা আমার এক ভিক্ষা, আমায় কখন রাজা হতে বল্‌বেন না; মণিপুর রাজ্যও আপনার, কাছাড় রাজ্যও আপনার, আপনি উভয় রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করুন, আমি লক্ষ্মণের মত আপনার মস্তকে রাজছত্র ধরে দাঁড়াই।

শিখ। মকরকেতন তোমার অতি উচ্চ অন্তঃকরণ, তাই তুমি এরূপ কথা বল্‌তেছ। আমি বাল্যকালাবধি তোমায় অতিশয় স্নেহ করি, তুমি রাজা হলে আমার মনে যত আনন্দ হবে আমি নিজে রাজা হলে তত হবে না। ভাই তোমার মলিন মুখ দেখে পিতার চক্ষু দিয়ে জল পড়্‌চে, আর তোমার রোদন করা উচিত নয়।

মক। দাদা আপনি আমার জীবন রক্ষা করলেন।

রাজা। মহারাজ বীরভূষণ সমুদায় স্বকর্ণে শুন্‌লেন, এখন মহারাজ যা প্রতিজ্ঞা করেছেন তা সাধন করুন।

বীর। মহারাজ এক্ষণে কি আজ্ঞা করেন?

রাজা। যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড় রাজ্যের রাজা করুন।

বীর। আমি জীবিত থাক্‌তে মণিপুরের যুবরাজ কখনই কাছাড়ের রাজা হতে পারেন না।

রাজা। প্রলাপ।

শশা। দ্বেষ।

সর্ব্বে। ব্যঙ্গ।

বক্রে। হাঁড়ি গড়া কুমর।

বীর। সে কিরূপ বক্কেশ্বর।

বক্কে। মাতায় করে বয়ে এনে পা দিয়ে ছানা।

বীর। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশে লয়ে যাব।

বক্কে। মহারাজ যেতে দেবেন না।

বীর। কেন?

বক্কে। আপনি আজ্ঞা না করে যে জন্যে বর্ম্মা পণি অন্য দেশে যেতে দেন না।

সম। মহারাজের কথার ভাব বুঝ্‌তে পাল্যেম না। আপনি কি কৌতুক কচ্চেন না প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত কচ্চেন।

বক্কে। এ অভিপ্রায় কখন প্রকৃত হতে পারে না।

বীর। কেন?

বক্কে। তা হলে ফলারের যা আয়োজন করেছেন সব বৃথা হয়ে যাবে। আয়োজন ত সাধারণ নয়—চন্দ্রপুলির হিমাচল, খিরচাপার নৈমিষারণ্য, কাঁচাগোল্লার কুরুক্ষেত্র, রসমুণ্ডির রামরাবণের যুদ্ধ, পায়েসের জলপ্লাবন, চিনির বালি আড়ি।

বীর। আমি প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিছি।

বক্কে। তার কি সময় অসময় নাই। পেটের পোড়ার মুখ, দাঁতের ফাঁক দিয়ে পালাল—

সম। মহারাজ স্পষ্ট করে বলুন আমরা সেইরূপ কার্য্য করি।

বক্কে। মহারাজ এখন ভোজনের সময়, ভোজন সমাপন করুন তারপর ভোজনান্তে এ কথার মীমাংসা হবে।

বীর। এতে আমার আপত্তি নাই।

রাজা। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ আছে।

সম। ব্রহ্মাধিপতির মতিচ্ছন্ন হয়েছে।

বক্কে। তা হলে অত চন্দ্রপুলি গড়ে উঠ্‌তে পারতেন না।

শশা। আপনার অভিপ্রায় কি প্রকাশ করে বলুন আমরা আমাদের শিবিরে চলে যাই।

বক্কে। না খেয়ে? মন্ত্রি মহাশয় মানুষ খুন কর্ত্তে পারেন।

বীর। বক্কেশ্বর আমি প্রতিজ্ঞা করচি তোমায় আমি না খাইয়ে ছেড়ে দেব না।

বক্কে। মহারাজের কথা গুলিই চন্দ্র পুলি—মনে কপটতা থাকলে মুখ দিয়ে এমন সরল চন্দ্র পুলি নিঃসৃত হয় না। জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মহারাজের স্কন্ধ হতে দুষ্ট সরস্বতীকে দূরীভূত করুন, নিদেনে ভোজন পর্য্যন্ত।

সর্ব্বে। যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের অধিপতি করতে মহারাজের কি যথার্থই অমত?

বীর। সম্পূর্ণ।

রাজা। শিখণ্ডিবাহনের হাস্য বদন দেখে আমি বিস্মিত হচ্চি। এরূপ রাজনীতি বিরুদ্ধ কার্য্য দেখে শিখণ্ডিবাহন যুদ্ধ আরম্ভ না করে প্রফুল্ল হয়ে বসে আছেন বড় আশ্চর্য্য।

শিখ। পিতা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে মহারাজ বীরভূষণ মণিপুর বীরপুরুষদিগকে আপন ভবনে পেয়ে কৌতুক কচ্চেন।

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন ভ্যালা লোক বাবা, আচ্ছা অনুধাবন করেছে। আমার বোধ হয় ভোজনের জায়গা হচ্চে।

সম। মহারাজ কি আমাদিগকে আপন বাড়ীতে পেয়ে অবজ্ঞা কচ্চেন?

বীর। সম্মানের পাত্রকে কি কেউ অবজ্ঞা করে থাকে?

বক্কে। বিশেষ ভোজনের সময়।

সম। তবে মণিপুরের যুবরাজকে কাছাড় সিংহাসনে অধিরূঢ় হতে সম্মতি দান করুন।

বীর। জীবন থাকতে হবে না।

সম। (তরবারি নিষ্কাশন করিয়া)। তবে যুদ্ধ করুন।

বীর। আমার সৈন্য সামন্ত কিছুই এখানে নাই।

সম। তবে করবেন কি?

বীর। আমার জামাতাকে কাছাড়ের রাজা করব।

সম। আপনার জামাতা কে?

বীর। মণিপুর মহীশ্বরের ঔরসজাত পুত্র শ্রীমান শিখণ্ডিবাহন—(মণিপুর রাজাকে আলিঙ্গন)। ভাই তুমি আমার বৈবাহিক, তোমার "কমলে কামিনী" আমার প্রাণাধিকা দুহিতা রণকল্যাণী। শিখণ্ডিবাহন শাস্ত্রমত আমার এবং মহিষীর সম্মতিতে রণকল্যাণীর পাণিগ্রহণ করেছেন।

রাজা। ভাই তুমি আমার সুখের সাগর উচ্ছলিত কল্লে। আমার "কমলে কামিনী" রাজকন্যা, আমার "কমলে কামিনী" ব্রহ্মদেশাধিপতির দুহিতা, আমার

"কমলে কামিনী" প্রাণাধিক শিখণ্ডিবাহনের সহধর্ম্মিণী, আমার পুত্রবধূ? কি আমোদ! ভাই মাকে একবার সভামণ্ডপে আনয়ন কর, পুত্রবধূর পবিত্র মুখ অবলোকন করে জন্ম সফল করি।

সর্ব্বে। আজ আমাদের সুখের পরাকাষ্ঠা—"কমলে কামিনী" ব্রহ্মরাজের অঙ্গজা, যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনের ধর্ম্মপত্নী, কি আনন্দের বিষয়। সকল বিগ্রহের এইরূপ সন্ধি হলে ভূপতিগণের সুখের সীমা থাকে না।

বক্কে। এত সন্ধি নয়, কলহ নিমগাছে মিলন আম্র ফল—না হবে কেন, নিমের গুঁড়িতে জগন্নাথের ভুঁড়ি নির্ম্মিত হয়, যাঁর কল্যাণে উদর পূরণে জেতের বিচার নাই।

রণকল্যাণী, সুরবালা এবং নীরদকেশীর প্রবেশ।

বীর। ও মা রণকল্যাণী তুমি অতিশয় ভাগ্যবতী, বীরকুল পূজনীয় শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহন তোমার স্বামী, রাজকুল পূজনীয় মহারাজ মণিপুর মহীশ্বর তোমার শ্বশুর। শিখণ্ডিবাহন মণিপুর মহীশ্বরের ঔরসজাত পুত্র। তোমার শ্বশুরকে প্রণাম কর। (রণকল্যাণীর প্রণাম)।

রাজা। (রণকল্যাণীর মস্তকাঘ্রাণ)। মা তুমি আমার রাজলক্ষ্মী। "আমার কমলেকামিনী" আমার জীবনসর্ব্বস্ব শিখণ্ডিবাহনের সহধর্ম্মিণী। পরমেশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রার্থনা করি তুমি জন্মএয়স্ত্রী হয়ে পরম সুখে রাজ্যভোগ কর। সুখের সময় সকলি সুখময়। বসন্তকালে তরুরাজি সুকোমল পল্লবে বিভূষিত হয়ে নয়নে আনন্দ প্রদান করে, কুসুমরাজি বিকসিত হয়ে পরিমল বিতরণে নাসিকাকে আমোদিত করে, বিহঙ্গমকুল সুমধুর সঙ্গীতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে, স্রোতস্বতী সুবাসিত স্বচ্ছ সলিল দানে তাপিত কলেবর শীতল করে। আজ আমার সৌভাগ্যের বসন্তকাল, বীরকুলকেশরী শিখণ্ডিবাহন আমার পুত্র হলেন, অমিততেজা ব্রহ্মাধিপতির সর্ব্বলোকললামভূতা দুহিতা আমার পুত্রবধূ হলেন, দুর্দ্দম অরাতি ব্রহ্মমহীপতি আমার স্নেহপূর্ণ বৈবাহিক, বিনাশসঙ্কুল বিগ্রহের বিনিময়ে উন্নতিসাধক সন্ধি। বৈবাহিক মহাশয় তুমি ধন্য, তোমা হতেই এ পূর্ণানন্দের উদ্ভব।

শিখ। রণকল্যাণী ইনি আমার স্নেহময়ী জননী, তুমি যাকে দেখবের জন্য গোপনে আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলে, আমার জননীকে প্রণাম কর। (ত্রিপুরাঠাকুরাণীকে রণকল্যাণীর প্রণাম।)

ত্রিপু। (রণকল্যাণীকে আলিঙ্গন) আজ আমার নয়ন সার্থক, আমার শিখণ্ডিবাহনের বউ দেখলেম। এমন ভুবনমোহন রূপত কখন দিখিনি; মা আমার সত্য সত্যই "কমলে কামিনী"। মা তুমি শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে রাজসিংহাসনে বস আমি দেখে চরিতার্থ হই।

রণ। মা আপনি রাজ মাতা, আমি আপনার দাসী, আপনি রাজধানীতে স্বর্ণসিংহাসনে বসে থাকবেন আমি রাত্র দিন আপনার পদ সেবা করব।

ত্রিপু। মার আমার যেমন রূপ, তেমনি মধুমাখা কথা। শিখণ্ডিবাহন যে আমাকে এমন বউ এনে দেবেন তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না। বাবা শিখণ্ডিবাহন আজ আমার জীবন সার্থক হল। (শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন, শিখণ্ডিবাহনের এবং রণকল্যাণীর হস্ত ধরিয়া সিংহাসনে স্থাপন, মকরকেতন রাজছত্র ধরিয়া দণ্ডায়মান। নেপথ্যে হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও উলুধ্বনী।)

শিখ। ভাই মকরকেতন তুমি রণ কল্যাণীর বামপার্শ্বে সিংহাসনে উপবেশন কর।

মক। না দাদা আমি রাজছত্র ধরে দাঁড়িয়ে থাকি।

শিখ। তা হলে আমার মনে বড় কষ্ট হবে।

রণ। ঠাকুরপো সিংহাসনে এসে বস। (মকরকেতনের সিংহাসনে উপবেশন)। সুরবালা সুশীলাকে নিয়ে এস।

[সুরবালার প্রস্থান।

রাজা। সুশীলা আমার মকরকেতনের ধর্ম্মপত্নী, সেনাপতি সমরকেতুর কন্যা।

বীর। আমার রণকল্যাণী এ সব পরিচয় আমাকে দিয়াছেন।

সুরবালা এবং সুশীলার প্রবেশ।

রণ। এস দিদি সিংহাসনে উপবেশন করে সভার শোভা বৃদ্ধি কর। (সুশীলার সিংহাসনে উপবেশন উলুধ্বনা, পুষ্পবৃষ্টি।)

বক্তে। শিখণ্ডিবাহন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কবিবিরচিত ইন্দীবরাক্ষী ইন্দুনিভাননী ব্যতীত সহধর্ম্মিণী করবেন না,তাতে আমি বলেছিলেম শিখণ্ডিবাহনকে চিরকাল শিখণ্ডিবাহন হয়ে থাকতে হবে কিন্তু আজ আমাকে স্বীকার করতে

হল আমার কথার অন্যথা হয়েছে। রাজ্ঞী রণকল্যাণী সত্যই কবিবিরচিত ইন্দীবরাক্ষী। রাজ্ঞী যে পরমাসুন্দরী তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এখন রূপের উপযুক্ত গুণ থাক্‌লেই আমাদের মঙ্গল।

শিখ। রণকল্যাণী জয়দেব অধ্যয়ন করেন।

বক্কে। শরীর শুষ্ক হয়ে যাবে?

শিখ। কেন?

বক্কে। জয়দেব অধ্যয়নে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরীভূত হয়।

শিখ। রণকল্যাণী হাতির দাঁতের পাটি প্রস্তুত করতে পারেন।

বক্কে। নীরস।

শিখ। অঙ্গ শীতল হয়।

বক্কে। অন্তরদাহের উপায় কি?

শিখ। রণকল্যাণী আয় ব্যয়ের হিসাব রাখতে পারেন।

বক্কে। সমবৎসর শিবচতুর্দ্দশী।

শিখ। কেন?

বক্কে। যে বাড়ীতে গিন্নীর হাতে আড়ি সে বাড়ীতে আদপেটা খেয়ে নাড়ী চুইয়ে যায়।

সুর। রণকল্যাণী চমৎকার চন্দ্রপুলি গড়তে পারেন।

বক্কে। সাধ্বী, না হবে কেন রাজার মেয়ে, রাজার রাণী, রাজার পুত্রবধূ।

সুর। রণকল্যাণী বামন ভোজন করাতে বড় ভালবাসেন।

বক্কে। শুভ, শুভ, শুভ—অন্নপূর্ণা—এমন রাজ্ঞী নইলে রাজসিংহাসন শোভা পায়। আমাদের রাজ্ঞী যথার্থই গুণবতী; সুরবালা তুমিও গুণবতী নইলো এমন গুণগ্রহণশক্তি সম্ভবে না।

সর্ব্বে। সভাভঙ্গ করা উচিত কারণ ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় উপস্থিত।

বীর। (বক্কেশ্বরের হস্ত ধরিয়া) এস বক্কেশ্বর তোমাকে আমি স্বয়ং ভোজন করাব।

বক্কে। ভুবনে ভোজনে ভক্তি কর ভবজন,
ভয়াবহ ভবভয় হবে নিবারণ।

(প্রস্থান

যবনিকা পতন।

উপন্যাস

যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পোড়ামহেশ্বর।
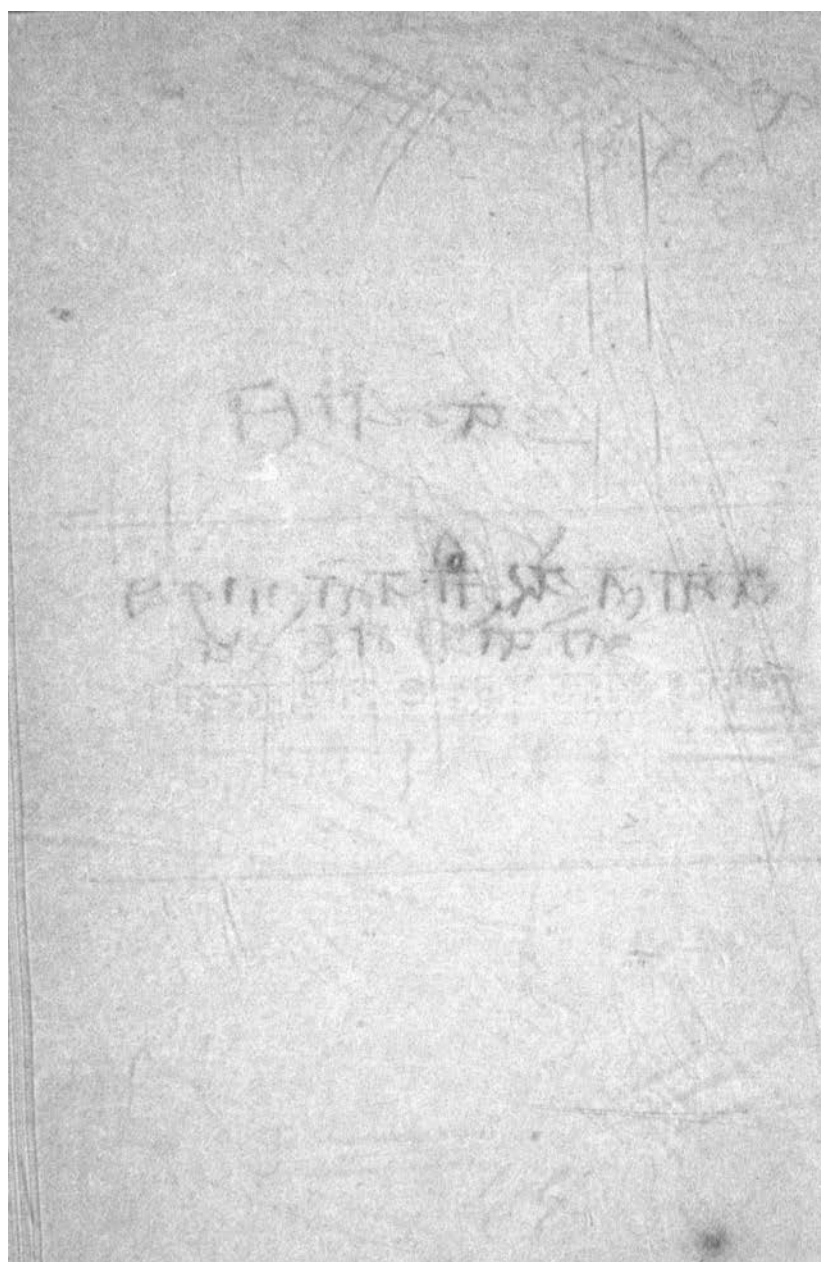
যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ

উপন্যাস।

——•◦◦——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদা নিদাঘকালে রাজর্ষি যমরাজ ভগবান্ মরীচিমালীর প্রখরকরনিবন্ধন দিবাভাগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অসমর্থ হইয়া নিশীথ সময়ে মহাসমারোহে কাছারি আরম্ভ করিলেন। গ্যাসালোকে সভামণ্ডপ আলোকময়; ফরাসি-প্রুসীয় মহাযুদ্ধ হইবার অব্যবহিত কালপূর্ব্বে ক্রীত বিস্তীর্ণ ফরাসি গালিচা বিস্তারিত; দেয়ালে নৈপুণ্যকুশল-শিল্পিশ্রেষ্ঠ ম্যাকেব-বিনির্ম্মিত ঘু ঘু ঘড়ী; কয়েকখানি সম্পূর্ণমূর্ত্তি দর্শনোপযোগী মুকুর, কিন্তু সকলের উপরেই আবরণ, কারণ কালান্তক মহোদয় এক দিন কাচাভ্যন্তরে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইংরেজি দশ ঘণ্টা একাদশ মিনিট মূর্চ্ছিতাবস্থায় নিপতিত ছিলেন। আলেখ্যগুলি অতীব সুন্দর; বোধ হয়, অমরাবতীপ্রতিম লণ্ডন নগরের যাবতীয় নাট্যশালা-ললামভূতা মহিলাকুল যমালয়ের আলেখ্যে বিরাজিত; কলিকাতার কতিপয় মহানুভবের ফটোগ্রাফ দীপ্তিমান্ দেখা যাইতেছে। নিরয়াধিপতির পুরোভাগে অশীতি-হস্ত-পরিমাণ আশীবিষসদৃশ বক্রনলসঙ্কুল আলবলা; তাহার হিরণ্ময় মুখ, তদ্দ্বারা রাজমহলসমুদ্ভূত-তমাক-নিঃসৃত ধূমপান করিতে করিতে মহারাজ বলিলেন, "অদ্যকার বিশেষ কার্য্য কি?" প্রধান মুন্সি চিত্রগুপ্ত অচিরাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, অদ্য, পি, এণ্ড ও কোম্পানীর ষ্টীমারে ভীমা ব্রিণ্ডিসি একখানি সরকারি চিটী এবং সমীরণ যানে একখানি বেনামি দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি; উভয়ই বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত, এবং উভয়ই 'জরুরি' শব্দাঙ্কিত।"

রাজার অনুমতি-অনুসারে মুন্সিপ্রবর সরকারি লিপিখানি অগ্রে পাঠ করিলেন, যথা—

"মহামহিম মহিমাসাগর শ্রীল শ্রীযুক্ত
সংহারনিরত মুদ্গরহস্ত রাজাধিরাজ
মহোদয় অপ্রতিহতপ্রতাপেষু

অধীনের নিবেদন এই যে, শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিদায় হইয়া সৈন্যবাহী সিন্ধুপোতে আরোহণপূর্ব্বক বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে কলিকাতা নগরে উপনীত হইলাম। কলিকাতার প্রায় সমুদায় লোক, স্ত্রী পুরুষ, ধনী দীন, শিশু স্থবির, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টীয়ান আমাকে মহাসমাদরে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক প্রদান করিয়াছেন। অন্যূন নবতি পারসেণ্ট আমার অমিততেজে অভিভূত। যে কয়েক জন অবশিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে মদীয় শাসনাধীনে আনিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছি। সম্পূর্ণ সাফল্যের সম্ভাবনা দেখিতেছি না বোধ করি, তাঁহাদের জন্য "কৃষ্ণ" দাদাকে প্রেরণের প্রয়োজন হইবে। কলিকাতায় একজন যুবা পুরুষ মন্ত্রপূত শান্তিজলে আমার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন; আমি তাঁহাকে বাগে পাইলে ছাড়িব না।

কলিকাতায় সেনাপতিকে প্রতিনিধি রাখিয়া আমি সসৈন্যে দিগ্বিজয়াভিলাষে পরিভ্রমণ করিতেছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং ইষ্টারণ-বেঙ্গল রেলের দুই পার্শ্বস্থ সমুদায় প্রদেশ সম্পূর্ণ অধিকৃত হইয়াছে। ঢাকা ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, অচিরাৎ অস্মদের শাসনাধীন হইবে।

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই অশ্বমেধের ঘোটক প্রেরণ করিব, এবং সকল স্থানেই কৃতকার্য্য হইব, তজ্জন্য আপনাকে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতে হইবে না। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, আগরা, লাহোর প্রভৃতি প্রধান প্রদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছি, কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী হয় নাই। পাঞ্জাবাধিপতি অজাতশত্রু রণজিৎ ভারতবর্ষের মানচিত্র দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'রক্তবর্ণে চিত্রিত গুলিন কাহাদের অধিকার?' প্রত্যুত্তরে জানিলেন, ইংরেজদিগের। তখন তিনি বলিলেন, 'সব লাল হো যাগা';—রণজিতের এতদ্বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী মদীয় দিগ্বিজয়ে সম্পূর্ণ প্রযোক্তব্য।

যমালয়ের কারাগারে স্থানাভাব বলিয়া আপনার আদেশানুসারে বন্দী প্রেরণে বিরত রহিলাম। ইতি তারিখ ১৫ই শ্রাবণ।

একান্তবশম্বদ

শ্রীডেংগুচন্দ্র হাড়ভাঙ্গা।"

লিপির মর্ম্ম অবগত হইয়া কালান্তক হৃষ্টচিত্তে চিত্রগুপ্তকে কহিলেন, "ডেংগুচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাও যে, তাঁহার বীরকীর্ত্তিতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অচিরাৎ উচিত পুরস্কার প্রেরিত হইবে। কলিকাতার কতিপয় ব্যক্তি অদ্যাপি ডেংগুচন্দ্রকে পূজা করে নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। যদি তাহারা শীতাগমনের পূর্ব্বে ডেংগু মহাশয়ের পদানত না হয়, তবে "কৃষ্ণ" চন্দ্রকে প্রেরণ করা যাইবে। কৃষ্ণচন্দ্র বৃদ্ধ হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত দূর প্রদেশে গমন করিতে অনিচ্ছুক, নিতান্ত আবশ্যক হইলে অগত্যা যাইতে হইবে।"

তদনন্তর মুন্সিপ্রবর অপর লিপিখানি পাঠ করিলেন, যথা—

"দুষ্টদমন শিষ্টের পালন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মরাজ যমরাজ
মহোদয় অখণ্ডপ্রবলপ্রতাপেষু

গতকল্য বেলা এক প্রহরের সময় বাগেরহাট সব-ডিবিজানের অন্তর্গত লোচনপুর পরগণার মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু পতন রায় জমীদার মহাশয়ের লোকের সহিত প্রমাদ নগরের পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামনাথ চৌধুরী গাঁতিদার মহাশয়ের লোকের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষে বহুসংখ্য লাঠিয়াল, সুড়কি-ওয়ালা, গুড়গোয়ালা, দেসোয়ালী জমায়েৎবস্ত হইয়াছিল। অনেকগুলি লোক হত হইয়া ধান্যক্ষেত্রে পড়ে, কিন্তু সকলকেই মহারাজের দূতেরা আসিয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল এক জনকে লইয়া যাইতে পারে নাই। চৌধুরী মহাশয়ের সদর নায়েব নব চাটুর্য্যে একজন গড়গোয়ালার প্রচণ্ড লাঠির ঘায় মাথাটী দোফাক হইয়া ফাটিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন; কিন্তু রায় মহাশয়ের কারপরদাজেরা নায়েব মহাশয়ের মৃত দেহ এমত গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত করিল যে, আপনার দূতেরা এবং আপনার প্রতিকৃতি লোচনপুরের পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের লোকেরা তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাইল না। মৃত নায়েব মহাশয়কে লোচনপুরের কাছারি বাড়ীর বড় আটচালার পশ্চিম পার্শ্বের কাম্‌রায় একখানি দড়ী দিয়া ছাওয়া চারপায়ায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একখানি একপাটায় ঢাকা আছে। যদি পত্র পাঠ দূত প্রেরণ করেন, নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহ ধৃত হইবার সম্ভাবনা। এই দরখাস্তের এক কেতা অবিকল নকল আপনার পুলিসস্থ ভ্রাতার নিকটে প্রেরণ করিলাম। ইতি।"

যমরাজ দরখাস্ত শুনিয়া যারপরনাই উৎকণ্ঠিকাকুল হইলেন। চিত্রগুপ্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হে মুন্সিশ্রেষ্ঠ, এ দুরূহ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। না জানি, কি সর্ব্বনাশ আমার নিমিত্ত প্রস্তুত

হইতেছে। মনুষ্য জীবনশূন্য হইবামাত্র আমার অধীন ; কিন্তু আশ্চর্য্য! ধূর্ত্ত জমীদার-কর্ম্মচারীরা দিবসত্রয়পর্য্যন্ত অনায়াসে একজন প্রধান গণ্য ব্যক্তির মৃতদেহ গোপন করিয়া রাখিয়াছে। প্রলয় ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষ দেবাদিদেব মহাদেব শুনিলে আমাকে কি আর আস্ত রাখিবেন ? এক সেট্ দ্রুতগামী বেহারা প্রেরণ কর, এবং তাহাদের বলিয়া দেও যেন এই রজনীমধ্যে নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহটী আমার সমক্ষে আনয়ন করে। তাহারা যদি পিতামহাশয়ের গাত্রোত্থান করিবার অগ্রে যমালয়ে প্রত্যাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে মদ খাইতে একটা বাঁধা আধুলি দিব।” আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র চিত্রগুপ্ত আটটী বেহারা প্রেরণ করিলেন।

লোচনপুরের কাছারির বড় আটচালার পার্শ্বস্থ কক্ষে রামনাথ চৌধুরীর মৃত নায়েব রক্ষিত হওনের পর, পতন বাবুর কর্ম্মকারকেরা জানিতে পারিলেন—তৎসংবাদ পুলিসের সব-ইন্‌স্পেক্টর জ্ঞাত হইয়াছে। তাহারা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া লাসটী স্থানান্তরিত করিল, চারপায়াখানি খালি পড়িয়া রহিল।

লোচনপুর পরগণার অন্তর্গত তরফ বিশ্বনাথপুরের গোমস্তা কুড়রাম দত্ত। কুড়রামের বয়স পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর। মস্তকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মধ্যভাগে একটী চৈতনক, তাহাতে দুইটী তাম্র মাহুলি ; ললাট প্রশস্ত, মধ্যস্থলে দড়ুকা-রোগ-সম্বন্ধীয় রেখাদ্বয় রাজদণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে ; ভ্রূযুগ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না ; চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু জ্যোতিহীন নহে ; নাসিকাটী লম্বা, অল্প মঙ্গোলীয়ান কট্ বলিয়া বোধ হয় ; নাসারন্ধ্রে নানা বর্ণের চিকুর ; গুম্ফ আয়ত নিবিড় কঠিন এবং অবিরত দণ্ডায়মান, সপ্তাহে একবার করিয়া কেয়ারি করা হয়। গলায় সুবর্ণতারজড়িত কৃষ্ণকলি ফুলের বিচিসদৃশাক্ষমালা ; বাহুতে ইষ্টকবচ, মধ্যভাগে রক্তচন্দনের ফোঁটা, অঙ্গুলে একটী রজত একটী কাঞ্চন অঙ্গুরীয় ; পরণে ময়ূরকণ্ঠ চেলির যোড় ; পায়ে ফুলপুকুরে চটী। সর্ব্বাঙ্গে লোম, মস্তকের কেশে আবাসস্থান সংকীর্ণ বিধায় সমৃদ্ধিশালী উৎকুনকুল গাত্রলোমে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। উদরটী স্থূল, কিন্তু নিরেট, অদ্যাপি ভুঁড়ি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কুড়রাম জননীর অদূরদর্শিতাহেতু আঁস্তাকুড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ধাত্রী তাঁহাকে সে স্থান হইতে কুড়াইয়া আনে, সেই জন্য তাঁহার নাম কুড়রাম। কুড়রাম যেমন দাঙ্গাবাজ, তেমনি মোকদ্দমাবাজ, জাল করিতে অদ্বিতীয়। কুড়রামের এবারত ভারি দোরস্ত। কুড়রাম কিছু দিন কবির দলে গান বাঁধিয়াছিল। তিনি এমনি সতর্ক, বিংশতি বৎসর পাটওয়ারি

গিরি কর্ম্ম করিয়া একবারমাত্র নিকেশী দেনায় জমীদারদিগের চুণের গুদামে এবং বারত্রয়মাত্র সরকারি জেলে অধিবাস করিয়াছিলেন।

রামনাথ চৌধুরীর নায়েবের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হওনের অব্যবহিত পরেই কুড়রাম দত্ত শ্রান্তি-দূর-মানসে তৎপরিত্যক্ত চারপায়াখানিতে আপনার বাক্সটী মস্তকে দিয়া শয়ন করিলেন। বাক্সটী বিষম বক্কেয়া, ডালার উপর আদ ইঞ্চি পরিমাণে ময়লা জমিয়া রহিয়াছে ; বাম পার্শ্বে একটী ছিদ্র হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আরস্থলা গমন করিয়া একখান কাগ-কোঁড়া খাতা কাটিয়া ফেলে, ভবিষ্যদাক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য ছিদ্রটী গালা দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে। বাক্সের জন্মাবধি কোন অংশে পেতলের সাজ নাই, পুরাকালে একখানি পেতলের মুখপাত ছিল, কিন্তু তাহাও বহুকাল হইল অপহৃত হইয়াছে। বাক্সের মুখপ্রান্তে একটী শ্বেত চন্দনের, একটী রক্ত চন্দনের একটী হরিদ্রায় অর্দ্ধচন্দ্র চিত্রিত। বাক্সের ভিতরে নানাবিধ দ্রব্য—এক দিস্তা শাদা কাগজ, একটী কলম রাখা বাঁশের চোঙ্গা, তাহার মধ্যে তিনটী কঞ্চির কলম, একটী খাঁকের কলম একটী শজারুর কাঁটা, একখানি লোহার বাঁটের ছুরি আর আদখানি কাঁচি, সাত খান কাগ-কোঁড়া আর তিনখান খেরুয়া-মোড়া খাতা, একটী চুণের পুঁটলি, একখানি খাপ-খোলা আর একখানি খাপ-সংযুক্ত চসমা, একটী গলাসি দেওয়া কাচের দোয়াত ইত্যাদি। বাক্সটী একখানি মোটা সাদা গড়ায় খুঁটে খুঁটে গেরো দিয়া বাঁধা।

কুড়রাম অল্পকালমধ্যেই অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন ; তাললয়বিশুদ্ধ ফরর্-ঘরর্-ফরাৎ ফরর্-ফরর্-ফরাৎ নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল। যমরাজ-প্রেরিত বাহকগণ এমত সময়ে আটচালায় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া চারপায়া সহিত কুড়রামকে লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বাহকগণ কুড়রামকে বহন করিতে করিতে দক্ষিণ দ্বার দিয়া যেই যমপুরে পদার্পণ করিল, আর গুড়ুম করিয়া তোপ পড়িয়া গেল। বৈতরণী নদীর তীরে কুড়রামের চারপায়া রাখিয়া বেহারারা প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদনান্তর পুনর্ব্বার চারপায়া উঠাইবার উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে কুড়রাম আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া খট্টাঙ্গোপরি উঠিয়া বসিলেন, এবং নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি কোন অপরিচিত দেশে আনীত হইয়াছেন। যমরাজের সৌধসমীপে ঝাউ গাছের শ্রেণী দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল, তাঁহাকে রামনাথ চৌধুরীর কাছারিতে চুরি করিয়া আনিয়াছে এবং গুমি করিয়া রাখিবে। কুড়রাম দেখিলেন, লাঠিয়াল বা সুড়কিওয়ালা কেহই তাঁহাকে ঘেরিয়া নাই, কেবল

আটজন জীর্ণ বাহক আছে, তাহাদিগকে এক একটী চপেটাঘাতে ভূমিসাৎ করিতে পারেন; সুতরাং পলায়ন করিবার অতীব উপযুক্ত সময়। বেহারারা যেমন খাট ধরিবে, কুড়রাম অমনি তাহাদিগকে এক একটী প্রচণ্ড চড় মারিয়া তর্জন গর্জন সহকারে কহিলেন,—"ওরে নচ্ছার বেটারা, প্রাণে ভয় থাকে ত চারপায়ার নিকট আর আসিস না, আমি পতন বাবুর প্রধান পাটওয়ারি, আমি কি তোর রামনাথ চৌধুরীকে ভয় করি? এই দণ্ডে তোদের কাছারি বাড়ীতে আগুন দিয়া খাণ্ডবদাহন করিয়া যাইব। আমার প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়; এক প্রহরের মধ্যে তোদের মনিবের মুণ্ডপাত করিব।"

আটজন বেহারার মধ্যে তিন জন ভয়ঙ্কর সজীব চড়ের-প্রভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে বৈতরণী-নদী-গর্ভে পড়িয়া গেল, তিন জন কায়-পরিবর্ত্তন করিয়া ডোমকাক হইয়া অন্তরীক্ষে কর্কশ কোলাহল করিতে লাগিল, এক জন উর্দ্ধশ্বাসে যমরাজকে সংবাদ দিতে গেল, এক জন খট্টাঙ্গসমীপে দাঁড়াইয়া রহিল। কুড়রাম ভাবিলেন, "এ কি ভীষণ ব্যাপার! কোথায় আইলাম? বেহারা মরিয়া ডোম-কাক হইল কেন?" বেহারা তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া কহিল, "মশাই গো, এটা চৌধুরীদের কাছারি-বাড়ী নয়, এটা যমপুরী। মোরা নব ঠাকুরকে আন্‌তি গিয়েলাম, তা ভুল করে তোমারে এনে ফেলিচি; মরামারি করবেন না, আর মোরে যা বল্‌বেন, তাই করব।"

কুড়রাম কিয়ৎকাল আলোচনা করিয়া বাক্স খুলিয়া এক তক্তা কাগজ বাহির করিয়া একখানি পরোয়ানা লিখিলেন, এবং দুই বার তিন বার তাহা মনে মনে পাঠ করিয়া বেহারার মস্তকে বাক্সটী দিয়া কহিলেন, "আমাকে যমরাজের সমক্ষে লইয়া চল।" বেহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া পথ দর্শাইয়া চলিল।

প্রভাত-কার্য্য-সম্পাদন-করণান্তর কৃতান্ত নিতান্ত উৎকলিকাকুলচিত্তে বাহক-গণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমত সময়ে কুড়রামের চপেটাঘাতার্ত্ত বাহক অতিবেগে তাঁহার সমীপে আসিয়া কহিল, "কর্ত্তামশাই, পেলিয়ে যাও, পেলিয়ে যাও, আর অক্ষে নেই, মাল্লে মাল্লে, বৈতর্ণীর ধারে একজন বীর এয়েচে, তোমার মুণ্ডপাত করবে, এক চড়ে আট্টা কাহার খাল করেছে।" চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাস্ আনিয়াছিস্ কি না?" বেহারা কহিল, "নব ঠাকুরকে কনে লুকিয়েচে তার অন্দি সন্দি পায়াম না, মোদের কাঁদে একটা নতুন যম এসে পড়েচে।" যম জিজ্ঞাসা করিলেন "নুতন যমকে পাঠালে কে?"

বেহারা বলিল, "সে আপনি এয়েচে।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে কুড়রাম তাহার বাক্স-বাহক সমভিব্যাহারে যমরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া পরোয়ানা প্রদান করিলেন। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। চিত্রগুপ্ত পরোয়ানা পাঠ করিলেন ; যথা—

"ইজ্যতাছার শ্রীযমালয়াধিপতি
কৃতান্ত মালম করিবা

শ্রীসদাশিব।

অপ্রকাশ নাই যে ইতিপূর্ব্বে তুমি অবিরত শত শত অপরাধে দণ্ডনীয় হইলেও তোমার পূর্ব্বতন অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতায় দৃষ্টি রাখিয়া তোমার অখণ্ড প্রচণ্ড রাজদণ্ড খণ্ডন করা যায় নাই। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, তুমি অতিশয় পাষণ্ড হইয়াছ ; রণ্ডামি, ভণ্ডামি, ষণ্ডামি তোমার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে ; তোমার দ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদন হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তুমি এমনি অকর্ম্মণ্য, জমীদারের কয়েক জন অল্পবেতনভোগী আমলা তোমার চক্ষে ধুলা দিয়া তরফ ছানির নায়েবের মৃতদেহ অনায়াসে ছাপাইয়া রাখিল। তোমাকে লেখা যাইতেছে, তুমি পরোয়ানা প্রাপ্তি মাত্র অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত বাবু কুড়রাম দত্ত মহোদয়কে চার্য্য বুঝাইয়া দিয়া পদচ্যুত হইবা। বহুত বহুত তাগিদ জানিবা। ইতি।"

যমরাজ সদাশিবের পরোয়ানার মর্ম্ম অবগত হইয়া "হা হতোস্মি" বলিয়া রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দত্তজ মহাশয় কখন চার্য্য লইবেন ?" দত্তজ উত্তর দিলেন, "এই দণ্ডে" চিত্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ চার্য্যের কাগজ পত্র প্রস্তুত করিয়া উভয়ের স্বাক্ষর করিয়া লইলেন ; এবং যমরাজ সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক পারিসদবর্গের সহিত উপবেশন করিলেন। কুড়রাম গাত্র দোলাইতে দোলাইতে এবং স্ফূর্ত্তিবিস্ফারিতবদনে সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া চিত্রগুপ্তের প্রতি একটা জমা-ওয়াশীল-বাকি প্রস্তুত করিতে অনুজ্ঞা দিলেন। তখন পদচ্যুত যম কুড়রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ, আমার কয়েক দিনের বেতন এবং শাদাজ্বালানির দাম বাকি আছে, সেগুলিন প্রাপ্ত হইলে আমি রাহাখরচ করিয়া বাড়ী যাইতে পারি।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "আমি এ বিষয় ভগবান্ ভবানীপতিকে জানাইব, তিনি অনুমতি দিলেই

আপনার দরমাহা ও সরঞ্জামি চুকাইয়া দেওয়া যাইবে।” পুরাতন যম নূতন যমের এতদ্বাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “ধর্ম্মরাজ, আস্তাবলে যে বয়ার দুয় আছে, তাহার একটী সরকারি আর একটী আমার নিজ খরিদ; যদি অনুমতি হয়, আমার নিজ খরিদা বয়ারটী আমি লইয়া যাই।” ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, “তুমি দুটীই লইয়া যাও, আমি কলিকাতা হইতে ত্বরায় চৌঘুড়ীওয়ালা বাবুদের এখানে আনয়ন করিব।” পুরাতন যম প্রস্থান করিলে নূতন যম সভা ভঙ্গ করিয়া সহর-পরিদর্শনাভিলাষে গমন করিলেন।

যমালয়ের বর্ত্ম সকল অতি অপরিসর এবং নিতান্ত অসমতল। ফেটান বা বেরুচ, আফিসজান বা ব্রাউনবেরি চলিবার উপযোগী নহে। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই মহিষারোহণে গমনাগমন করেন, সুতরাং রাস্তার অবস্থার প্রতি কাহারো দৃষ্টি ছিল না। ধর্ম্মরাজ কুড়রাম ইঞ্জিনিয়ারদিগের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অনুমতি দিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে সমুদায় রাস্তা পরিসর এবং সুমার্জ্জিত হইবে; অন্যথা ইঞ্জিনিয়ারবর্গের শিরশ্ছেদন করিবেন। চিত্রগুপ্ত কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ, রাস্তা চৌড়া করিতে গেলে অনেক বড়মানুষের বাড়ী পড়িবে, সে সমুদায়ের মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার জন্য একজন ডেপুটি-কালেক্টরের প্রয়োজন; এখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সরভেয়িং জানেন না।” ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, “আমি সরভেয়িংপারদর্শী একজন ডেপুটিকে আনাইয়া দিতেছি।” যমালয়ের বিদ্যালয়টী দর্শন করিয়া কুড়রাম যারপরনাই মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন; কারণ, ছাত্রেরা জমা-ওয়াশীল-বাকি লিখিতে জানে না এবং কবিওয়ালাদের গীতও বাঁধিতে পারে না। তিনি এতদ্বিদ্যাদ্বয়োন্নতিসাধক দুইটী নূতন শ্রেণী স্থাপন করিলেন। সৈন্যশালা, হস্তিশালা, অশ্বশালা, ধনাগার, কারাগার, হাঁস্পাতাল, পাগলা-গারদ দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। গাত্রলোম আর প্রত্যক্ষ হয় না; শিবের মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতে লাগিল; বৈতরণী তীরে ঋত্বিকমণ্ডলী সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। কুড়রাম রাজাট্টালিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ত্রিদিবেশ্বরী শচী যেমন চিরজীবিনী এবং স্থিরযৌবনা, যমরাজ-রাজমহিষী কালিন্দীও সেইরূপ; তবে শচীর রূপ দেখিলে মনে আনন্দোদ্ভব হয়, কালিন্দীর রূপ দেখিলে হৃদয়ে আতঙ্কের উদয় হয়। যিনি যখন ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন, শচী তখন তাঁহারি রাণী; যে যখন যমত্ব প্রাপ্ত হয়, কালিন্দীও তখন তাহারি রাণী। কালিন্দী কৃষ্ণবর্ণা এবং স্থূলাঙ্গী, তাহার উদরপরিধি চতুর্দ্দশ গজ দুই ফুট পাঁচ

ইঞ্চি ; হস্তিমস্তকের ন্যায় মস্তক, রোগা রোগা চুল এবং টিবিযুগলে বিভক্ত ; সীমন্তে সাত হাত লম্বা, দুই হাত চৌড়া, আদ হাত উৰ্দ্ধ সিন্দুররেখা ; ললাট এত প্রশস্ত, উপত্যকাধিত্যকাকীর্ণ না হইলে সেখানে বসাইয়া দ্বাদশটা ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইত ; নাসিকা নাতিখৰ্ব্ব নাতিদীর্ঘ, তাহাতে একটা নত দুলিতেছে, নতটী কুম্ভকারচক্রপরিমাণ মোটা, নোলকটী যেন একটী কলসী, মুক্তাদ্বয় দুটী সুপক্ক বিলাতি কুমড়া বিশেষ ; দাঁতগুলিন দীর্ঘ এবং অতিশয় উচ্চ, ওষ্ঠ দ্বারা ঢাকা পড়ে না ; জিহ্বাটী গোজিহ্বা, হাত দিলে কর্ কর্ করিয়া উঠে, ডাক্তারেরা দেখিলে বলিবেন, কালিন্দীর জ্বর হইয়াছে ; কালিন্দীর-ত্বক্ মসৃণ নহে, হাতীর গায়ের মত খসখসে। নবাভিষিক্ত রাজার পরিতোষ সংসাধনার্থ কালিন্দী বেলা দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত বেশবিন্যাস করিলেন। ক্রমে ক্রমে এক শত বিরাশীখান শাড়ী পরিধান করিলেন, কিছুতেই মন উঠিল না, পরিশেষে একখানি চুন্থরি শাড়ী মনোনীত হইল। অঙ্গে আদ মন সর্ষপতৈল ঢেউ খেলিতে লাগিল প্রকাণ্ড গণ্ডদেশে সুধামৃতসহযোগে অভ্রখণ্ডসমূহ শোভা পাইতে লাগিল। পদযুগলে বাইশগাছা মল ; ঘুমু ঘড়ীতে ঘু ঘু করিয়া এগারটা বাজিল, রাজমহিষী অমনি বাম হস্তে পানের বাটা, দক্ষিণ হস্তে পূর্ণ ঘট ধারণপূর্ব্বক ঝম্ ঝম্ করিয়া অপরিচিত স্বামিসন্নিধানে গমন করিলেন।

শয়নমন্দিরে কুড়রাম দিব্যাস্তরণসংস্তীর্ণ বিস্তীর্ণ শয্যাতলে শয়ন করিয়া ভাবিতেছেন, "যমালয় হইতে পলায়ন করিবার উপায় কি, জাল ধরা পড়িলে দ্বীপান্তর হইতে হইবে, পুরাতন যম আপিল করিলেই জাল বাহির হইয়া পড়িবে।" শয়নাগারে অস্লারের বাড়ীর ঝাড় জলিতেছে। শয্যার নিকটে কয়েকখানি সেরউডের বাড়ীর কোচ এবং চেয়ার বিরাজিত। কালিন্দী তথায় আগমন করিয়া দাঁতগুলিন বাহির করিয়া একটু হাসিয়া কুড়রামকে নমস্কার করিলেন। কুড়রাম কহিলেন, "কল্যাণি, তুমি কে ?" কালিন্দী বলিল, "আমি যমরাজ-রাজ-মহিষী কালিন্দী, আপনার দাসী, ধৰ্ম্মরাজের সেবা করিবার নিমিত্ত আগত।" কুড়রাম ভাবিলেন, "এই বারে গেলেম, যদিও দুই এক দিন এখানে থাকিতাম, এ মূৰ্ত্তি দর্শনে আর থাকিতে পারি না ; মহিষীর গায় গা ঠেকিলে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে ; কি কৌশলে ও রক্তবীজবিনাশিনীর ভীষণালিঙ্গন হইতে উদ্ধার হই ; গৃহিণীর জালায় গৃহ ত্যাগ করিতে হইল ; স্ত্রী অনেক অনর্থের মূল। কালিন্দী কুড়রামকে ঘূর্ণায়মান দেখিয়া কহিলেন, "প্রাণবল্লভ, আমি তোমা বই আর জানি না—

তুমি শ্যাম আমি প্যারী,
তুমি শুক আমি শারী,
তুমি ষাঁড় আমি গাই,
তুমি হাতা আমি ছাই
তুমি বেড়ী আমি হাঁড়ী,
তুমি ঘোড়া আমি গাড়ী,
তুমি বোলতা আমি চাক,
তুমি ঢাকী আমি ঢাক
তুমি পোকা আমি ফুল,
তুমি কর্ণ আমি দুল,
তুমি ছাগ আমি ছাগী
তুমি মিন্সে আমি মাগী
তুমি ডাণ্ডা আমি গুলি,
তুমি ডালা আমি ডালী
তুমি শালা আমি শালী।”

রাজ্ঞীর মুখভঙ্গিমায় কুড়রামের পেটের ভাত চাল হইয়া গেল, বক্ষাভ্যন্তরে দড়াশ দড়াশ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, একটু চড়ুকে হাসি হাসিয়া বলিলেন “শোভনে! তোমার বচনপীযুষে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়া গেল, শতাশ্বমেধ-যজ্ঞ-ফলে তোমা হেন স্থূলোদরা দারানিধি প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু হরিষে-বিষাদ। আমার গুণীভূত যক্ষ্মাকাশ আছে, সেন মহাশয় এতদবস্থায় সহধর্ম্মিণী-সহবাস নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব হে চারুহাসিনি, দিবসত্রয় তোমার ভৃত্যকে অবসর দিতে হইবে।” কালিন্দী একটী পানের খিলি কুড়রামের মুখে দিয়া বিষাদিতমনে কক্ষান্তরে শয়ন করিতে গেলেন। খিলিটী চর্ব্বণ করিবামাত্র হড় হড় করিয়া কুড়রামের অন্ন প্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িল ভাঁটপাতা, নিম, মাচের আঁশ, কুইনাইন রাজমহিষীর প্রিয় পানের মসলা; স্বামিবশীভূত-করণাশয় যত পারিয়াছিলেন, বাছিয়া বাছিয়া খিলিতে দিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ কুড়রাম হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রমদাপ্রদত্ত পানের খিলি আর না খুলিয়া খাইবেন না। কুড়রাম নিদ্রা গেলেন। স্ত্রীর মুখ মনে পড়াতে তিন বার ডরিয়া উঠিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পদচ্যুত যম বিষণ্ণবদনে ভবনে প্রবেশ করিয়া জননীকে সমুদায় পরিচয় দিলেন। যমরাজ-জননী যারপরনাই দুঃখিত হইলেন; নয়ন দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। কাতরস্বরে কহিলেন, "বাবা যম, এ দুর্ভিক্ষসময়ে তোমার কর্ম্মটা গেল, এ রাবণের পুরী কিপ্রকারে প্রতিপালন করিবে। তুমি আহার কর, তার পরে তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিষ্ণু ঠাকুরের নিকটে যাইব, লক্ষীর দ্বারা অনুরোধ করাইব। আজ্ কাল অঞ্চল-প্রভাব অতীব প্রবল।" যমরাজ আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু বসা মাত্র, একটী ভাতও মুখে দিতে পারিলেন না। মায়ের প্রাণ, তনয়কে ভোজনে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, কত সাহস দিতে লাগিলেন; কহিলেন, "ভয় কি বাবা, তুমি এত হতাশ হইতেছ কেন? তোমার এত কালের কর্ম্ম কখনই একবারে ছাড়াইয়া দিবে না; বিশেষ, লক্ষী ঠাকুরুণ অনুরোধ করিলে কেহই বক্রভাব প্রকাশ করিবেন না। আর যদি একান্তই কর্ম্ম যায়, বৈদ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবে; তোমার হাতযশ সকলেই অবগত আছেন; আর আমি অনেক শিল্পকার্য্য জানি, জুতা, টুপি মোজা বিনাইয়া তোমায় সাহায্য করিব।" জননীর সাহস-বাক্যে যমরাজের দুর্ভাবনা অনেক দূর হইল। সত্বরে ভোজন সমাপন করিয়া উড়ানিখানি কোঁচাইয়া স্কন্ধে ফেলিলেন, ঠনঠনের জুতা যোড়াটী পায় দিলেন, তার পরে এক গাছ বাঁশের লাঠি হস্তে করিয়া জননীর সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

দিবাবসান। লক্ষী নিজ কক্ষে অবস্থান করিতেছেন; স্বভাবতঃ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, অঙ্গে অলঙ্কার দিবার প্রয়োজন নাই, কেবল মণিবন্ধে দুগাছি হীরকবলয়, পায়ে চারগাছি জলতরঙ্গ মল, নিতম্বে একছড়া মোটা সোণার গোট, কণ্ঠে সুন্দর মুক্তামালা, মস্তকে সজলজলদরুচি উজ্জ্বল কেশদামে ফিরিঙ্গি খোঁপা বাঁধা, কর্ণে কাঁচপোকা-দুল-তুল্য দোদুল্য নীল পান্না; ছাঁচি পানে সুমধুর অধর হিঙ্গুলের ন্যায় টুক টুক করিতেছে; একখানি রেলওয়ে পেড়ে সিমলার ধোপদাস্ত ফিন্‌ফিনেধুতি পরিধান, তাহার স্বচ্ছতা নিবন্ধন উজ্জ্বল গৌরবর্ণের আভা বাহির হইতেছে। লক্ষী দুর্গেশনন্দিনী অধ্যয়ন করিতেছিলেন, অধীয়মান পত্রে প্রদর্শনী প্রদানপূর্ব্বক পুস্তকখানি মুড়িয়া আয়েষার বিষাদ আলোচনা করিতে-ছেন; এমত সময় যমরাজ-জননী সমুপস্থিত হইয়া গলায় অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিলেন। লক্ষী আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে যমরাজ-জননী আদ্যোপান্ত

সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "মা, আপনি ত্রিলোকপ্রতিপালিনী; আমার যমের প্রতি একটু দয়া করুন, যম আমার এক দিনের মধ্যে আদখানি হইয়া গিয়াছে।" লক্ষ্মী বলিলেন, "বাছা, যমের কষ্ট গিয়াছে শুনিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কিন্তু শিবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তিনি অনুরোধ শোনেন না; তা বাছা, তুমি আর রোদন করিও না, আমি ঠাকুরকে বলিয়া যতদূর পারি, তোমার উপকার করিব।" যমরাজ-জননী লক্ষ্মীর বাক্যে আশ্বস্তা হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মা আপনার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হউক, মা, আপনি মনে করিলে সকলি করিতে পারেন, আপনি বিষ্ণু ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া বলুন, তিনি আমার যমকে বজায় করিয়া দেন। মা, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর অধিক দিন বাঁচিব না, যে ক দিন বাঁচি, আপনার কৃপায় যেন কষ্ট না পাই।" লক্ষ্মী কহিলেন, "বাছা, আমায় অধিক বলিতে হইবে না, তোমার দুঃখে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, তুমি যমকে বৈঠকখানায় বসিতে বল, আমি ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইতেছি।" যমরাজ-জননী প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মী পরিচারিকাকে কহিলেন, "বিন্দি, ঠাকুরকে একবার বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আন।"

বিষ্ণু সম্প্রতি একটী গরুড়ের জুড়ী কিনিয়াছিলেন; পক্ষিদ্বয়ের তত্ত্বাবধারণে অতিশয় ব্যস্ত, একবার "ওহো বেটা, ওহো ও বেটা" বলিয়া গাত্রে হস্তবিক্ষেপ করিতেছেন, একবার কোঁচার অগ্রভাগ দ্বারা ঠোঁট মুছাইয়া দিতেছেন, একবার তাহাদের বক্র গ্রীবা অবলোকন করিতেছেন; এমত সময়ে বিন্দী আসিয়া উপর আদালতের সমন সর্ভ করিল। বিষ্ণু যদিও অতিশয় গরুড়-প্রিয়, ওয়ারেন্টের আশঙ্কায় অচিরাৎ বিন্দীর অনুগামী হইলেন। লক্ষ্মীর কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করত নারায়ণীর নবচম্পকদামসম চিবুকে একটী আদরগর্ভ টৌকা মারিয়া কহিলেন, "আসামি হাজির, দণ্ডবিধান করুন।" নারায়ণী প্রণয়পূর্ণ-রোষকষায়িত-লোচনে বলিলেন, "কথার শ্রী দেখ, উহাতে যে আমার অকল্যাণ হয়, দাসীকে অমন কথা বলিলে তাহাকে কেবল অপ্রতিভ করা হয়।" বিষ্ণু কহিলেন, "এখন তোমার প্রার্থনা কি?"

লক্ষ্মী। আমি ভিক্ষা চাই।

বিষ্ণু কি ভিক্ষা?

লক্ষ্মী। দাও যদি তবে বলি।

বিষ্ণু। আমি অঙ্গীকার করিতে পারি না।

লক্ষ্মী। কেন?

বিষ্ণু। কারণ, আমার এমন কিছুই নাই, যাহা আমি তোমাকে না দিয়াছি।

লক্ষ্মী। এক দ্রব্য নূতন পাইয়াছি।

বিষ্ণু। তাহাও তোমার, নাম কর।

লক্ষ্মী। পরোপকার করিবার পন্থা।

বিষ্ণু। তাহাও দিলাম।

তখন লক্ষ্মী কৃতজ্ঞতাসহকারে বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "সদাশিব যমের কর্ম্ম ছাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার কর্ম্মটী তাহাকে পুনর্ব্বার দিতে হইবে, যমের মা এতক্ষণ এখানে বসিয়া কাঁদিতেছিল। আহা! বুড়মাগীর দুঃখ দেখিয়া আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম স্নেহের উপর বিশ্বাস করিয়া আমি স্বীকার করিয়াছি, তাহার কর্ম্ম তাহাকে পুনর্ব্বার দিব।" বিষ্ণু বিস্মিত হইয়া কহিলেন "সে কি; সদাশিব এমন কি গুরুতর অপরাধ পাইলেন যে সভার বিনা অনুমোদনে যমকে পদচ্যুত করিলেন। যাহা হউক, যখন তুমি তাহার ওকালতনামায় স্বাক্ষর করিয়াছ, তখন সে কর্ম্ম পাইয়া বসিয়া রহিয়াছে; আমি অবিলম্বে ব্রহ্মাকে যমভিব্যাহারে লইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিব। বোধ হয়, মহাদেব যমকে ভয় দেখাইবার জন্য এমত কড়া হুকুম দিয়াছেন, পুনর্ব্বার তাহার পদস্থ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" লক্ষ্মীর অলককুন্তলে একটী দোল দিয়া বিষ্ণু প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণুর অভিমতানুসারে কোচম্যান বিশ্বার্ক ব্রাউভার্ণর ফিটানে নূতন গরুড়ের জুড়ী যোজনা করিলে নারায়ণ আরোহণপূর্ব্বক পদ্মযোনির সপ্ত-সরোবরোদ্যানে যাইতে কহিলেন। ব্রহ্মা গ্রীষ্মকালে উদ্যানে বাস করেন। যম পদচ্যুতি পরোয়ানাখানি নারায়ণের হস্তে দিয়া কোচবক্সে উঠিয়া বসিলেন। ঘর ঘর করিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল এবং নারায়ণ পরোয়ানা পাঠ করিতে লাগিলেন। সদাশিবের স্বাক্ষরের প্রতি তাঁহার এক বার সন্দেহ উপস্থিত হইল, কিন্তু গাঁজা টানিয়া সহি করিয়াছেন বিবেচনায় সে সন্দেহ তিরোহিত হইল। পরোয়ানা পাঠ শেষ হইল, গাড়ীও সপ্তসরোবরোদ্যানে পৌঁছিল।

সরোবরতীরে বিস্তীর্ণ গালিচা পাতিয়া ব্রহ্মা সলিলশীকরসম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে বেদচতুষ্টয়ের চতুর্থ সংস্করণের প্রূফ দেখিতে-ছিলেন। সংশোধনে এমনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু সম্মুখে দণ্ডায়িত

হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। বিষ্ণু ব্রহ্মার তদবস্থা দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চ শব্দে বলিলেন, "মহাশয়, প্রণাম হই।" ব্রহ্মা তখন মুখোত্তোলন করিয়া বিষ্ণুকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং সম্মান-সহকারে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাবাজি যে অসময় ?" বিষ্ণু কহিলেন, "বিশেষ কার্য্যানুরোধ ব্যতীত মহাশয়কে বিরক্ত করিতে আসি নাই, আপনার বেদের চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইবার বিলম্ব কি ? আপনি বেদ লইয়া এমনি ব্যতিব্যস্ত, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে ভয় হয়।" ব্রহ্মা কহিলেন, "সে কি বাবাজি, আমি আপনার আশ্রিত, আপনার ভবন, আপনার উদ্যান, আমিও আপনার, যখন মনে করিবেন, তখনই আসিবেন। আপনার আগমনে বেদের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় না। বোধ করি, আগামী শীতের প্রারম্ভেই চতুর্থ সংস্করণ সমাধা হইবে।" বিষ্ণুর পশ্চাৎ যমকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "অকালে কালের আগমন ; অবশ্য কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে, যমের শরীর এমন শীর্ণ কেন, কোন পীড়া হইয়াছে না কি ?" বিষ্ণু কহিলেন, "যমরাজ মনঃপীড়ায় প্রপীড়িত, সদাশিব যমকে পদচ্যুত করিয়াছেন, এই পরোয়ানাখানি পাঠ করুন।" ব্রহ্মা পরোয়ানার মর্ম্ম অবগত হইয়া বলিলেন, "যমের এ বিপদ ঘটিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর হইল, যম রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় সম্যক পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, উনি এমনি ভীরু যে পরশ্রীকাতর দুর্দ্দান্ত নরাধমদিগের নিকটে যাইতেন না, কেবল নিরপরাধ মধুরস্বভাব মহোদয়গণকে নিহত করিয়াছেন। কৃতান্তের যে কার্য্যশৈথিল্য, সদাশিবের ত দোষ দিতে পারি না, তিনি উচিত কর্ম্মই করিয়াছেন।" বিষ্ণু কহিলেন, "যম আপনার সন্তান, সহস্রাপরাধে অপরাধী হইলেও মার্জ্জনীয়। যম আপনার নিতান্তানুগত, বহুকালের চাকর, উহাকে একবারে পদচ্যুত করা বিচারসংগত হয় না। যমরাজ করযোড় করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "ভগবন্ চতুর্ম্মুখ, সন্তানকে একবার মার্জ্জনা করুন, আমি আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখন আমাকে কর্ম্মে অমনোযোগী দেখিতে পাইবেন না।" ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবাজীর অভিপ্রায় কি ?" দয়াপয়োধি সহৃদয় হৃষীকেশ উত্তর দিলেন, "মার্জ্জনা করা।" ব্রহ্মা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর মতে অকপটচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন। ব্রহ্মাকে সেই দণ্ডেই মহেশ্বর-ভবনে যাইবার জন্য বিষ্ণু অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন, "ফিটান প্রস্তুত আছে, পাঁচ মিনিটে যাইবে, পাঁচ মিনিটে আসিবে।" ব্রহ্মা

কহিলেন, "বাবাজি, অদ্য বেলাবসান হইয়াছে; গমন প্রত্যাগমনে রাত্রি হইবে; বিশেষ, সন্ধ্যার পর মহেশ্বরকে স্বভাবে পাওয়া ভার; আপনার ত অবিদিত কিছুই নাই, অতএব যমকে অদ্য বাড়ী যাইতে বলুন, কল্য প্রভাতে আট্‌টা না বাজিতে আমি মহেশ্বরের নিকট গমন করিব, আপনি যমকে লইয়া সেই সময় সে খানে যাইবেন।" যম ব্রহ্মা-বিষ্ণুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "বাবাজি, আহার না করিয়া যাইতে পারিবেন না, শচীনাথ টড্‌হিট্‌লির পোর্ট পাঠাইয়াছেন, তোমার অনাগমে তাহা খোলা হয় নাই।" ব্রহ্মা বিষ্ণু ভোজনাগারে গমন করিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে আট্‌টা বাজিবার পাঁচ মিনিট বাকি আছে, মহাদেব স্বীয় কক্ষাভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ শার্দ্দূলচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট; দুই হস্তে কমণ্ডলু ধরিয়া গরম চা খাইতেছেন। ভগবতী পার্শ্বে বিরাজিত। শিরীষকুসুমাপেক্ষাও সুকুমার করশাখা দ্বারা শশাঙ্কশেখরের পৃষ্ঠদেশের ঘামাচি মারিতেছেন গত রজনীতে শূলপাণি সিদ্ধি খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সিদ্ধি শিবের মৌতাত, তবে অচেতন, ইহার কারণ কি? নন্দী নূতন বাজারে গাঁজা কিনিতে আসিয়া শুনিয়াছিলেন, ব্রাণ্ডীতে নেসা না হইলে মরফিয়া মিশাইয়া দিতে হয় এবং সিদ্ধিতে নেসা না হইলে ঝুল মিশাইয়া দিতে হয়। মহাদেব সিদ্ধিতে নেসা হয় না বলিয়া নন্দীকে সর্ব্বদাই ভৎর্সনা করেন। গত নিশিতে নন্দী ষাঁড়ের ঘর হইতে কতকটা ঝুল আনিয়া সিদ্ধিতে মিশাইয়া দেন, তাহাতেই ধূর্জটির ঘোরতর নেসা হয়। নেসার প্রথমোদ্যমে ব্যোমকেশ "ব্রেভো নন্দী" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যেমন নেসা পাকিয়া আইল, অমনি অম্বিকার অঙ্গে ঢলে পড়িলেন। বমন প্রবাহে শয্যা ভাসমান, দিগম্বরী হাবুডুবু খাইতেছেন। পার্ব্বতী পতিপ্রাণা এবং ঘৃণাশীলা; অবিলম্বে কলুষিত শয্যা স্থানান্তরিত করিয়া অভিনব শয্যা রচনা পূর্ব্বক স্পন্দহীন পিনাকপাণিকে স্থাপন করিলেন, এবং খিড়্‌কির পুষ্করিণীতে আপনার অঙ্গটী আপাদমস্তক গস্‌নেলের সাবান দিয়া ধৌত করিয়া আইলেন। গৃহে আসিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন, তবু যেন বমনের গন্ধ পাইতে লাগিলেন; গাত্রে ল্যাভেণ্ডার সিঞ্চন করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় মৃতবৎ নিপতিত, নিকটে বসিয়া তালবৃন্ত দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে নিদ্রিতা হইয়াছিলেন। মহাদেব চা খাইয়া বলিলেন, "ভগবতী, আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, পাচিকাকে বল, সকালে সকালে আমাকে মৌরলা মাছের ঝোল দিয়া চারিটী ভাত দেয়।" ভগবতী

হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "রজনীর বৃত্তান্ত কি তোমার মনে আছে? যে কাণ্ড করিয়াছিলে, আর যে তোমাকে সজীব দেখিব, মনে ছিল না, আমি কি না সেই রাত্রিতে ঘাটে গিয়া গা ধুয়ে আসি।" মহাদেব অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "প্রেয়সি, আমি তোমার রাঙ্গাপদে পদে পদে অপরাধী, আমি তোমার পদারবিন্দ ধারণ করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" মহাদেব মহেশ্বরীর পদদ্বয় ধরিয়া আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভগবতী লজ্জাবনতমুখী হইলেন; শিব কহিলেন, "ব্রহ্মা, আমি ভগবতীর ধ্যান করিতেছিলাম, আপনি আসিয়াছেন ভাল হইয়াছে, আমার হইয়া দুটো কথা বলুন।" ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিলেন, "অভয়ার অভিমান হইল কিসে?" মহাদেব উত্তর দিলেন, "গত রাত্রিতে সিদ্ধি-রস্ত-অ-অা হইয়াছিল, সুতরাং অভয়ার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।" ব্রহ্মা বলিলেন, "ও ত আপনার সাপ্তাহিক রঙ্গ, কিন্তু সুশীলা শৈলবালা সেজন্য ত কখন অভিমান করেন না।" মহাদেব কহিলেন, "বাবা, হাসির মার বড় মার অপরাধ করিলাম, অপরাধোপযুক্ত যা কত প্রদান কর, দেনা লহনা সমান হইয়া যাউক, তাহা না করিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলে অতিশয় কুণ্ঠিত হইতে হয়।" ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া ভগবতী বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি ওঁর কথায় কর্ণপাত করিবেন না, উনি অষ্টপ্রহর আমার সহিত ঐরূপ উপহাস করিয়া থাকেন, আমি ওঁয়ার চরণসেবার দাসী, আমার আমার নিকটে কুণ্ঠিত কি?" মহাদেব কহিলেন, "না হে চতুর্ম্মুখ, অন্নদা আমার জটের উকুন, সতত শিরোধার্য্য, দাসী বলিয়া আমার অকল্যাণ করিতেছেন।" ভগবতী কহিলেন, 'তবে নখরে নখরে নিপাত কর, যমের বাড়ী চলে যাই।' বিষ্ণুর সমভিব্যাহারে যমকে আসিতে দেখিয়া মহাদেব হাসিয়া বলিলেন, "ভগবতী, তোমার যম জামাই দুই উপস্থিত, যাহার কাছে ইচ্ছা তাহার কাছে যাও।" ভগবতী অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

মহাদেব যমকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যম এমন ম্রিয়মাণ কেন?" ব্রহ্মা কহিলেন, "আপনি রসাকর্ষণী মূল ছেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তরু শুষ্ক হইল কেন? যম আমাদের অতিশয় অনুগত, উঁহাকে আপনার মার্জ্জনা করিতে হইবে, আমার এবং নারায়ণের বিশেষ অনুরোধ। যম অপরাধী নহে, আমরা এমন কথা বলি না, যম সহস্র সহস্র অপরাধে

অপরাধী; আপনি একাকী যমকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে কুড়রাম দত্তকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তৎসাঙ্গত্য পক্ষে আমাদিগের কিছুমাত্র তর্ক নাই। আপনার অনুজ্ঞা অস্মদাদির নিকটে অখণ্ড্য বলিয়া পরিগণিত; আপনার ক্রোধ ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণকালস্থায়ী, আপনার দয়া মরুন্নিভ চিরপ্রবাহিত; অতএব হে বদান্যতা-বারাংনিধি, বগলাবল্লভ, অরুণাঙ্গজের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া তাহাকে নৈরাশ্যার্ণব হইতে উদ্ধার করুন।" ব্রহ্মার বচনে মহাদেব অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মা, আমি গাঁজা খাই বটে, কিন্তু গাঁজা-খোরের মত কর্ম্ম করি না। আপনি এতক্ষণ কি প্রলাপ বক্তৃতা করিলেন, তাহা আমার কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। বোধ হয়, গত যামিনীতে আপনার মাত্রাতিক্রম হইয়া থাকিবে। আমার প্রতীতি ছিল, সোমরসে বস্তুত্রয়মাত্র সমুদ্ভূত হয়—তৈলাক্ত নাসিকা, নিদ্রা, এবং প্রস্রাব হয়, একটী চতুর্থ উপসর্গ হইয়া থাকে, সেটী প্রলাপ। আমি যমের ভোজনাবিষ্ট অন্ন স্পর্শ করি নাই, আপনি কহিতেছেন, আমি তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছি। কোন্ দিন বলিবেন আমি ত্রিদিবাধিপতিকে দ্বীপান্তর করিয়াছি।" ব্রহ্মা হতবুদ্ধি হইয়া বিষ্ণুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ "সদাশিব" স্বাক্ষরিত পরোয়ানাখানি মহাদেবের হস্তে দিলেন। মহাদেব পরোয়ানাখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কহিলেন, "এ পরোয়ানা আমার দপ্তর হইতে বাহির হয় নাই, স্বাক্ষরটী আমার স্বাক্ষরের ন্যায় বটে, কিন্তু আমি স্পষ্ট বলিতেছি, এ আমার স্বাক্ষর নহে। যমরাজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এক মাসের মধ্যে আমার সেরেস্তায় উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং এমন পরোয়ানা বাহির হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিলনা।" যমকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাঁদা বুঝাইয়া দিয়াছ?" যম উত্তর দিলেন, আজ্ঞা হাঁ।" মহাদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার বোধ হয়, অসুরেরা এ কাণ্ড করিয়া থাকিবে, অনেক কাল দেবাসুরে যুদ্ধ হয় নাই, এই পরোয়ানা যুদ্ধের সূত্রপাত। আর বিলম্ব করা উচিত নহে, এই দণ্ডে দণ্ডধর-নিকেতনে গমন করিতে হইবে।" বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল যম, কুড়রামের সমভিব্যাহারে সৈন্য সামন্ত কত আসিয়াছে? যম উত্তর দিলেন, জনপ্রাণী না, কিন্তু মহাশয়, কুড়রাম একা এক সহস্র, আপনি কৃষ্ণাবতারে কংশাসুরে হাতে মাত্রা কাটিয়াছিলেন, কুড়রাম চপেটাঘাতে কয়েকজন বাহকের মুণ্ড উড়াইয়া দিয়াছে।" ব্রহ্মা কহিলেন, শচীনাথকে সংবাদ দেওয়া উচিত।" বিষ্ণুর মতে বজ্রাস্ত্র

অপ্রয়োজনীয়, যেহেতু তাঁহার প্রতীতি হইতেছে যে, কোন আমোদপ্রিয় লোক যমকে উদমাদা-রকম দেখিয়া যমের সহিত কৌতুক করিয়াছে। কুড়রামকে দেখিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সাতিশয় কৌতুহল জন্মিল এবং অচিরাৎ স্পেসিয়াল ট্রেনে যমের সমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিলেন।

পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কুড়রাম সিংহাসনে উপবিষ্ট। চিত্রগুপ্ত অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ, যমালয়ের কারাগারগুলিন প্রশস্ত না করিলে বন্দীগণের অতিশয় কষ্ট হইতেছে, যেরূপ লোক আসিতেছে, বোধ হয় দুটী কারাগার করিবার আবশ্যক হইবে।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "এমন উপায় বলিয়া দিতেছি, যদ্বারা কারাগার প্রশস্ত করিবার প্রয়োজন দূরীভূত হইবে। তুমি ত্বরায় অকালমৃত্যু ব্যাটাকে শৃঙ্খল দ্বারা হাতে গলায় বান্ধিয়া কারাগারে ফেলিয়া রাখ, এক মাসের মধ্যে দেখিবে, কারাগার অর্দ্ধেক শূন্য পড়িয়া আছে।" চিত্রগুপ্ত সঙ্কুচিতচিত্তে কুড়রামকে জানাইলেন যে, অকালমৃত্যু পুরাতন যমের বড় প্রিয়পাত্র এবং সভা হইতে নিযুক্ত, তাহার কারাবাসাজ্ঞা আসিলে খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা। চিত্রগুপ্তের বচনে কুড়রাম অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন, ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল এবং বাক্সের উপর সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল, তোমাকে যে হুকুম দিতেছি, তুমি তাহা তামিল কর, ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা তোমার দেখিবার প্রয়োজন নাই।" কুড়রাম কম্পিতহস্তে রায় লিখিছেন, এমন সময় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পদচ্যুত কৃতান্তের সহিত সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। কুড়রাম সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।

মহাদেব কুড়রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপু, তুমি সশরীরে কি প্রকারে যমালয়ে আগমন করিলে?" কুড়রাম উত্তর দিলেন "প্রভো, আমি লোচনপুর-কাছারির আটচালায় শয়ন করিয়াছিলাম, যম-প্রেরিত বাহকগণ আমাকে এ খানে আনিয়া ফেলিল। আমি এ খানে পৌছিয়া মহা দুর্ভাবনায় পড়িলাম, অপরিচিত দেশ, সহায় সম্পত্তি হীন, কি করি, অবশেষে কাগজ কলম লইয়া একখানি পরোয়ানা দ্বারা যমকে পদচ্যুত করিলাম। আত্মপক্ষ-সমর্থনে হুজুরের নামটী জাল করিয়াছিলাম। অধীনের সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে; বিশেষ 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং'

ধ্যান করিতে করিতে স্বাপ্নর করিয়াছিলাম। হে শশাঙ্কশেখর নীলকণ্ঠ দক্ষযজ্ঞবিনাশন মার্জ্জক মহেশ্বর, অকিঞ্চনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" মহাদেব কুড়ারামের স্তবে তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বাপু কুড়রাম, জাগ করা অতি গুরুতর অপরাধ, অতএব দ্বীপান্তর-স্বরূপ তোমাকে লোচনপুরের কাছারি-বাড়ীতে পৌছাইয়া দিই।"

মহাদেব যমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বাপু, মরা মানুষের উপর প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়া জীয়ন্ত মানুষের কাছে গিয়াছ চালাকি করিতে! একটা জীয়ন্ত মানুষ যমালয়ে আনিয়া কারখানাটা দেখিলে ত? নাকে কাণে খত দাও, আর কখন জীয়ন্ত মানুষের ছায়া মাড়াইবে না। যমকে ভৎর্সনা করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। যমরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কুড়রাম নিদ্রাভঙ্গে দেখেন, লোচনপুরের কাছারি-বাড়ীর আটচালার পার্শ্বস্থ কামরায় চার-পায়ার উপর শয়ন করিয়া আছেন।

পোড়ামহেশ্বর।

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের চাগদা ষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে পোড়ামহেশ্বর-দর্শনাভিলাষী পথিকের অভিলাষ সফল হয়। পথিমধ্যে একখানি মাত্র গণ্ডগ্রাম আছে; সে গ্রামখানির নাম ভট্টাচার্য্য-কামালপুর। বহুকালাবধি কামালপুর অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন বিবিধশাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিত-পটলের আবাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে এ স্থানে অনেক লোক বাস করেন বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ বিজ্ঞ অধ্যাপক অতি বিরল; বোধ হয়, বিদ্যাবিশারদ বনমালী বিদ্যাসাগর মহোদয়ের সহিত বীণাপাণির পরলোক হইয়াছে।

পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে করিতে কামালপুর গ্রাম ক্রোশত্রয় পশ্চাতে পতিত হইলে, খলসির বিল নামে একটী সুদীর্ঘ রমণীয় জলাশয় লোচন-পথে পতিত হয়। খলসির বিলের বারি যারপরনাই পরিপাটী; একবার তাহা পান করিলে তাহার শীতলতা, নির্ম্মলতা এবং মধুরতা কস্মিন্ কালেও ভুলিতে পারা যায় না। কাচের গেলাসে সে সুবিমল নীর রাখিলে গেলাস শূন্য কিংবা পূর্ণ সহসা বলা কঠিন, কলিকাতার কলের জল অপেক্ষাও সে জল স্বাদু, গলাজলে মুদ্রা ফেলিয়া দিলে সুস্থির জলে সে মুদ্রা দৃষ্টিগোচর হয়। কুন্দ, কুমুদ, কহ্লার, কুবলয়, কমলসমূহে জলাশয়টী অতিসুন্দররূপে বিভূষিত। এত পদ্ম একস্থানে সচরাচর দেখা দুর্লভ! জলাশয়ের কিয়দংশ সম্যক্ পদ্মপত্রে আবৃত, সে খানে বোধ হয় পদ্মপত্রবিরচিত একখানি প্রশস্ত বসন বিস্তারিত রহিয়াছে। উপকূলের অতি মনোহর শোভা; নবীন নিবিড় দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত, বৈকালে সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইবার সময় তদুপরি উপবেশন করিলে জলকুসুমসৌরভামোদিত শীতল অনিল শরীর স্নিগ্ধ করিয়া দেয়; নিকটস্থ গ্রামের বালকেরা প্রায় প্রতিদিন সায়ংকালে তথায় উপনীত হইয়া দৌড়াদৌড়ি খেলায় মত্ত হয়। জলাশয়ে নানারূপ পক্ষী সঞ্চরণ করে; তাহাদিগকে নিধনকরণাভিলাষে সময়ে সময়ে কিয়াতস্বভাব আমোদপ্রিয় মহোদয়গণকে বন্দুক-হস্তে উপকূলে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

পোড়ামহেশ্বর।

খলসির বিলের [illegible] সরাবপুর গ্রাম ; অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, কয়েক ঘর মুসলমান এবং কয়েক ঘর গোয়ালা মাত্র গ্রামের বসীন্দা লোক।

সরাবপুর গ্রামের পুরোভাগে পোড়ামহেশ্বর বিরাজিত। পূর্ব্বকালে একটী সুদীর্ঘ মন্দির ছিল ; তন্মোধ্যে পোড়ামহেশ্বর অবস্থান করিতেন। এক্ষণে মন্দিরের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। মন্দির সম্যক্ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, মন্দিরের ইষ্টক এবং মৃত্তিকা স্তূপাকারে নিপতিত, দেখিলে বোধ হয় একটা ক্ষুদ্র পাহাড় ; এই স্তূপোপরি পোড়ামহেশ্বর যেন পাতাল ভেদ করিয়া মস্তক উচ্চ করিয়া রহিয়াছেন। পোড়ামহেশ্বর প্রস্তরে বিনির্ম্মিত ; হস্তপদ কিংবা অন্য অবয়ব কিছুই নাই, এক খানি শিলাস্তম্ভ মাত্র, উপরিভাগটী বর্ত্তুলবৎ। পোড়ামহেশ্বরের সমুদায় শরীর মৃত্তিকামধ্যে নিমগ্ন, কেবল তিন হাত মাত্র বাহিরে আছে। সরাবপুরের লোকেরা বলেন, মহাদেবের অঙ্গ পাতাল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের এ বিশ্বাস যে অমূলক তাহা সহসা প্রতীত হয়। যেহেতু শিবের মস্তক ধরিয়া নড়াইলে শিবের শরীর চক্ চক্ করিয়া নড়িতে থাকে। পোড়ামহেশ্বরের কলেবর পাতাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হউক, কলেবরটী যে বৃহৎ তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। পোড়ামহেশ্বরের মস্তকের এক পার্শ্বের কতকটা প্রস্তর চটিয়া গিয়াছে। কিরূপে মস্তকের প্রস্তর চটিয়া গেল তাহার বিবরণ অতি মনোহর।

কিম্বদন্তী,—পোড়ামহেশ্বরের মস্তকাভ্যন্তরে স্পর্শমণি ছিল। কেহই জানিতেন না এবং কাহারও জানিবার সম্ভাবনাও ছিল না যে, এমন অমূল্য দেবদুর্ল্লভ রত্ন শশাঙ্কশেখরের শিরোদেশে বিরাজিত। বহুকাল হইতে একজন সন্ন্যাসী যোগবলে অবগত হইলেন, এই মহাদেবের মস্তকের মধ্যে স্পর্শ-মণি আছে, এবং অবিলম্বে সরাবপুরে আগমনপূর্ব্বক মন্দিরের সম্মুখে অশ্বথবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী অতি দীর্ঘ কলেবর ; প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় রূপ ; শ্বেত কুন্তল এবং শ্মশ্রুরাজি মুখমণ্ডল একেবারে আবরণ করিয়াছে ; পৃষ্ঠদেশে জটাপুঞ্জ বিলম্বিত ; দক্ষিণ হস্তে আষাঢ়-দণ্ড ; গাত্রে গাছের বল্কল। সন্ন্যাসী মৌনাবলম্বী, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, গ্রীবা-সঞ্চালন পর্য্যন্ত করেন না, দিবা বিভাবরী কেবল মুকুলিত-লোচনে, মৌনশৃঙ্খল-বদনে, অবিচলিতচিত্তে আরাধ্য দেবের আরাধনায় অবিরাম নিমগ্ন। কৃষকেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিবেচনা করে স্বয়ং ভগবান্ ভবানীপতি

কৈলাসধাম হইতে অবতরণ করিয়া পৃথ্বীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাখালেরা তাঁহাকে দেখিয়া বিবেচনা করে, একটা ভয়ঙ্কর ব্রহ্মদৈত্য। স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস সন্ন্যাসী যমের দূত, জীবধ্বংশে প্রেরিত।

সপ্তাহকাল অতিবাহিত না হইতে হইতে সন্ন্যাসি-সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কথায় আন্দোলন হইতে লাগিল। সুমিত্রা গোয়ালিনী স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছে—সুমিত্রা মিথ্যা কহিবার লোক নয়—সন্ন্যাসী পার্ব্বতীর ঘাট হইতে দুইটী কাঁচা মড়া আনয়ন করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। শবদ্বয় সমুদায় উদরস্থ করিয়া চুলগুলি তেমাতা পথে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, সুমিত্রা ঐ চুল অজ্ঞাতসারে পদ দ্বারা স্পর্শ করে। স্পর্শ করিবামাত্র তাহার কক্ষস্থ দুগ্ধ রুধির হইয়া প্রস্রবণরূপে ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল, পরিধেয় বসনখানি রক্তে ঢেউ খেলিতে লাগিল। দৈববলে শোণিতসিক্ত বসনের অলৌকিক গুণ জন্মিল; সুমিত্রা এই বসন পরিধান করিয়া যে কার্য্য অনুষ্ঠান করে তাহাতেই সফলতা প্রাপ্ত হয়। গোয়ালিনী ঘোল বিক্রয় করিতে যায়, লোকে দুদ বলিয়া গ্রহণ করে; গোয়ালিনী গরুর বাঁট ধোয়া নিরবচ্ছিন্ন কলসী কলসী জল দুদ বলিয়া পাড়ায় বিক্রয় করিতে লইয়া যায়, পাড়ার গিন্নীরা বলেন সুমিত্রার দুদ যেন বটের আটা। রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিতা সুমিত্রা যাহা যাজ্ঞা করে তাহাই লাভ করে। আম্র-বৃক্ষের নিকট কাঁটাল চাহিল, আম্রবৃক্ষ রক্তবস্ত্রের ভয়ে স্বভাব অতিক্রম করিয়া কাঁটাল দিল; ভমরার বিলে বাচ হইতেছে,—শত শত লোক নৌকা, ডোঙ্গা জাল, পলো, ছুঁড়ে, ঘুনি লইয়া মাচ ধরিতেছে, একটা আঁসমাত্র কাহারও ভাগ্যে সংগ্রহ হইল না, সুমিত্রা রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিলের উপকূলে দণ্ডায়মানা হইল, অমনি রুই, মিরগেল, কাঁতলা, কালবোস, শোল, বোল, বান, লাঠা লম্ফ দিয়া ডেঙ্গায় আসিয়া তাহার চরণতলে পতিত হইল; অনাবৃষ্টিতে সৃষ্টিনাশ হয়, ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া ফুটির মত ফাটিয়া যাইতেছে, জল জল করিয়া কৃষকগণের জীবন ওষ্ঠাগত, পাপা মতা পাতা পুড়ে ঝাঁই, এক দিন কিংবা দুই দিন এরূপ থাকিলে প্রলয় উপস্থিত হইবে, সুমিত্রা রুধিরাক্তাম্বরে আবৃতা হইয়া মধুরস্বরে "ফটিক জল, ফটিক জল" বলিয়া আকাশকে সম্ভাষণ করিল, অমনি মুষলধারে বারি বর্ষিতে লাগিল, মুহূর্ত্তমধ্যে পুষ্করিণী খাল বিল ডোবা খানা খন্দ জলে পরিপূর্ণ; চিরবন্ধ্যা বামলোচনা বাষ্পবারি-বিগলিত-লোচনে পরিশূন্য-হৃদয়ে সন্তান সন্তান করিয়া অহর্নিশি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত রোদন করিতেছে, শোণিতার্দ্রবসনধারিণী সুমিত্রা

সগৌরবে বলিলেন "হতভাগিনি বন্ধ্যে, অচিরাৎ পুত্রবতী হও," সেই মুহূর্ত্তে বন্ধ্যার প্রসব-বেদনা; জামাতা তনয়াকে ভালবাসে না; জননী সে জন্য যারপরনাই দুঃখিনী, চালপড়া, জলপড়া, মাচপড়া বার কলসীর জল, কালকাসুন্দ্যার সেকড়, কন্যার বামচরণের রেণু, জামাইকে কত খাওয়াইলেন, বশীকরণমন্ত্র যে খানে যাহা ছিল সকলি অবলম্বন করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না, জামাই মেয়ের ছায়া মাড়ায় না, ঘরে আসে না, যদি আসে কথা কয় না, সুমিত্রাপ্রদত্ত রক্তবসনের একগাছি দশী জননী অতীব ভক্তিসহকারে তনয়ার কবরীতে বন্ধন করিয়া দিলেন, নিশি অবসান না হইতে হইতেই জামাই কন্যাকে স্কন্ধে করিয়া রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সুমিত্রা-সম্বন্ধে আর একটী অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার বয়স্-দোষ বলিয়া সকলে সে ব্যাপার বিশ্বাস করিত না। সুমিত্রার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম, দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিধবা, স্থূলাঙ্গী, দীর্ঘকলেবরা, মস্তকে কাঞ্চনবরণ চিকুর-গোছা, শরীরে এত শক্তি যে দুই মণ দুদের কলসী অবলীলাক্রমে লীলার ঘটের ন্যায় বহন করে, কলহে কালভৈরবী, পরনিন্দায় বিশেষ পারদর্শিনী; সুমিত্রা সতী বলেই হউক, কিংবা তাহার কলহদক্ষতার ভয়েতেই হউক, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কখন কাণাকাণি করে নাই; প্রচার হইল সুমিত্রা শোণিতসিক্তবসনে আচ্ছাদিত হইয়া পবিত্র-হৃদয়ে গোয়াল ঘরে মৃত স্বামীকে আহ্বান করে, স্বামী প্রেত-ভূমি পরিহারপুরঃসর সশরীরে উপস্থিত হইয়া সুমিত্রাকে দেখা দিয়া যায়। সুমিত্রা বলিল, সে তাহার পতিকে বিলক্ষণ চিনিতে পারিয়াছিল। কলঙ্কামোদী লোকেরা বলে, সে পতির প্রতিনিধি মাত্র। যদি বর্ত্তমান সময়ে এ অলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত হইত, অভিনব সম্প্রদায় অম্লানবদনে বলিতেন, সুমিত্রা বাহার দিবার জন্য ম্যাজেণ্টার দ্বারা বসন ছোপাইয়াছিল।

দামু ঘোষের বর্ষীয়সী জননী নিশীথসময়ে একাকিনী যূথভ্রষ্ট সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর অনুসন্ধানে অশ্বত্থ মহীরুহের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে নিজনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছে, সন্ন্যাসীর সমক্ষে শ্মশান-বিহারী ভূত পেতনী সসজ্জা সমাগত। সন্ন্যাসী দিবসে কোন মনুষ্যের সহিত বাক্যালাপ করেন না; কিন্তু রজনীতে অভ্যাগত অপদেবতাদিগের সহিত তড়্বড়্ করিয়া কথা কহিতেন। যমরাজ গৃধিনীযুগলপ্রযোজিত অস্থি-পঞ্জর-শকটে শনৈঃ শনৈঃ শব্দে সন্ন্যাসীর নিকটে আগমন করিলেন। বক্রশ্মশ্রু মামদো ভূত শকটের সারথি; উদ্বন্ধনে

মৃত মানবের নাড়ী ভুঁড়ীর-বলগা ; সদ্যোনিহত বারবিলাসিনীর একা বেণী চাবুক ; উজ্জ্বল আলেয়াদ্বয় দীপ ; নবশিশুমুণ্ডবিনির্মিতমুক্তামালাঙ্কৃত যমরাজ কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর আবক্ষোবিলম্বিত ধবলচামরবৎ শ্মশ্রু অবলোকন করিতে লাগিলেন ; বাসনা—একবার তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া জন্ম সফল করেন। রাজার ভয়ঙ্কর ভঙ্গী দেখিয়া সন্ন্যাসীর বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত ; অনন্তর যমরাজ অদ্ভুত ভূতের ভাষায় বিড়্ বিড়্ করিয়া সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিলেন, সন্ন্যাসী অদ্ভুত ভূতের ভাষায় কতদূর পারদর্শী তাহা তিনিই বলিতে পারেন ; দাম্ ঘোষের মাতা অদ্ভুত ভূতের ভাষায় সম্পূর্ণানভিজ্ঞা ; সুতরাং যমরাজের অভিবাদনমর্ম্ম নরলোকে অপ্রকাশিত রহিল। সন্ন্যাসী রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া বসিতে অনুমতি দিলেন। রাজা আসন গ্রহণ না করিয়া যুবরাজকে সন্ন্যাসীর সম্মুখে দিয়া কহিলেন “হে, ভূতকুলশিরোভূষণ মৃত্যুঞ্জয়-মুখ্য-মন্ত্রি ব্রহ্ম-দৈত্য মহোদয়, এই আমার ঔরসজাত যুবরাজ, আমি এক প্রকার রাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছি, ইনিই এক্ষণে সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, যুবরাজ সকল বিদ্যায় পণ্ডিত, লোকের সর্ব্বনাশ করিতে বোধ হয় বাবাজীর মত ছটা নাই, আপনি কোল দিয়া বাবাজীর সম্মান বৃদ্ধি করুন।” সন্ন্যাসী যুবরাজকে কোল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

যুবরাজ, তোমার বয়স্ কত ?

যুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তুমি তবে কি জান ?

যুবরাজ। লোকের সর্ব্বনাশ করতে।

সন্ন্যাসী। তুমি কত দিবস রাজ্য করিতেছ ?

যুবরাজ। আজ্ঞা, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তোমার বিবাহ হইয়াছে ?

যুবরাজ। আজ্ঞা হাঁ।

সন্ন্যাসী। সেটা জানিলে কি প্রকারে ?

যুবরাজ। বউ আছে।

সন্ন্যাসী। বয়ের বয়স্ কত ?

যুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তুমি জীবিত না মৃত ?

যুবরাজ। জীবিত।

সন্ন্যাসী। প্রমাণ কি ?

যুবরাজ। নিশিতে বাঁশী বাজিলে জননী আহার করেন না।

সন্ন্যাসী। তোমার হস্তে প্রত্যহ কত লোক ধ্বংস হয় ?

যুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন।

যমরাজ। প্রভো, যুবরাজ শট্‌কেতে কিঞ্চিৎ কম মজবুত, আঁতুড়ঘরে আরশুল্যায় বাবাজীর মস্তিষ্ক আহার করিয়া ফেলিয়াছিল।

সন্ন্যাসী। খোল পুরাইলে কি দিয়া ?

যমরাজ। গোময়।

সন্ন্যাসী। সেই জন্যে এমন ঘুঁটে-বুদ্ধি !

যমরাজ। যুবরাজ ঘুঁটে-বুদ্ধি বটেন ; কিন্তু বাবাজীর অসাধারণ সংহার-পাণ্ডিত্য, কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা অঙ্কবিদ্যায় নাই।

সন্ন্যাসী। দেখ যমরাজ, ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয়ের কর্ম্মই সংহার ; কিন্তু তাঁহার এমত অভিপ্রায় নহে, যে তাঁহার পরিচারকেরা কেহ অসঙ্গত সংহার করে ; পৃথিবী মৃত্যুঞ্জয়ের কুসুমোদ্যান ; তরুগুলি সজলজলদরুচি লতাপল্লবে অবিরত সুশোভিত থাকে, কুসুমকুল বিকশিত হইয়া সুশীতল-সমীরণ-সহকারে সৌরভ-বিতরণ দ্বারা সকলের চিত্ত-বিনোদন করে, এই তাঁহার ইচ্ছা ; পরশ্রীকাতর, পাষণ্ড, নির্দ্দয় নীচাত্মারা কাননের কোমল পত্র ছিন্ন করে, বসন্তানিলান্দোলিত মুকুলভারাবনত লতিকার উচ্ছেদ করে, পরিমল-পরিপূর্ণ বিকাশোন্মুখ অথবা বিকাশিত কুসুমসমূহ অবচয়ন করে, তাঁহার অভিপ্রায় নহে। এতদুদ্যান পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিয়াছেন ; যে সকল পাতা সময়ক্রমে শুষ্ক হইয়া বাতাঘাতে নিপতিত হয়, যে সকল লতা দিন দিন রসহীন হইয়া স্বতঃই ধরাশায়ী হয়, যে সকল কুসুম কালসহকারে রসহীন সৌরভশূন্য এবং অসংলগ্নদাম হইয়া ভূমিতে শায়িত হয়, তাহাই তুমি পৃথিবী হইতে স্থানান্তরিত করিবে। যমরাজ, তুমি উদ্যানের সংমার্জনী মাত্র। কিন্তু তুমি এমনি পাষণ্ড, তোমার গণ্ডমূর্খ যুবরাজ এমনি সর্ব্বনাশামোদী, তোমরা অল্পদিনের মধ্যেই এমন মনোহর উদ্যান ছারখার করিয়া তুলিয়াছ। তুমি ভাব, ভগবান্ ভোলামহেশ্বর ভাঙ্ ধুতুরায় নিশিযামিনী বিভোর, দণ্ডপ্রদেশের শাসনপ্রণালীর কোন সংবাদ রাখেন না, সেটী তোমার অতিশয় ভ্রম ; তোমার দৌরাত্ম্য, তোমার যুবরাজের দুঃসহনীয় অত্যাচার, মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পূর্ণ কর্ণগোচর হইয়াছে ; সেই দণ্ডেই তোমাকে পদচ্যুত করিতেছিলেন, কেবল তোমার বৃদ্ধা

জননীর সকরুণ রোদনে আপাততঃ ক্লান্ত হইয়াছেন। অকালমৃত্যুতে মৃত্যুঞ্জয় যারপরনাই অসন্তুষ্ট; আর তুমি এমনি অপরিণামদর্শী অকালমৃত্যুই আজকাল তোমার প্রধান কর্ম্ম। যদি তোমার জীবনে কিছুমাত্র ভয় থাকে, তবে অচিরাৎ অকালমৃত্যু হইতে বিরত হও, নচেৎ মৃত্যুঞ্জয়ের অনুমত্যানুসারে এক আষাঢ়-দণ্ডাঘাতে তোমাদের মুণ্ডদ্বয় চূর্ণ করিয়া ফেলিব। কল্য প্রাতে লোকে দেখিবে দুটী দাঁড়কাক মরিয়া রহিয়াছে।

যমরাজ। হে অমাত্যপ্রধান, অকৃতাপরাধে অকিঞ্চনের অবমাননা করিবেন না, আমার জানত কোন স্থানে অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হয় নাই আপনি প্রদেশের নাম ব্যক্ত করুন, আমি প্রতিবাদ করিতে অক্ষম হই, আমার জীবনান্ত করিবেন।

সন্ন্যাসী। যমরাজ, তুমি হস্তিমূর্খ; তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমি জনসমাজ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, অকালমৃত্যু বীরদম্ভে বিহার করিতেছে, মর্ম্মান্তিক শোকে লোকে অভিভূত,—বিচারালয়ে নবীন বিচারপতির শোকে শূন্য আসন হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে, সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে তেজঃপুঞ্জ নবীন সম্পাদকের বিরহে লেখনী শুষ্কজিহ্বায় অচেতন, নাট্যশালা নাটকাভিনয়প্রিয় নবীন পালকের অকালমৃত্যুতে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে, মহাভারত নবীন অনুবাদকের অভাবে লুপ্তপ্রায়। যমরাজ, তোমার নূতন লেখনীর শত শত উদাহরণ দিতে পারি, তুমি কি সাহসে অপবাদের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত, অস্মদের কিছুমাত্র বোধগম্য হয় না; তুমি যুবক নিধন করিয়া ক্ষান্ত নও; তুমি শোকের উপর শূল সন্ধান করিয়াছ; যে সকল মানবের জীবনপাট্টার মেয়াদ অন্ত হইয়াছে তাহাদিগের উচ্ছেদ কর নাই, সুতরাং তাহারা পুনরায় জীবন আরম্ভ করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে,—মীনহট্ট নামে বারমহিলা-পল্লীতে দেখিলাম একজন অশীতিবৎসরের বৃদ্ধ টাকপড়া মস্তকে জরির টুপি দিয়াছেন, দাড়ীর দৌরাত্ম্যে সকালে বৈকালে নাপিতের আশ্রয় লওয়া হয়, গোঁপে কলপ, পরিধান কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে জামদানের পিরান, ঢাকাই উড়ানীখানি কোঁচাইয়া স্কন্ধে ফেলা, পায়ে কারপেটি জুতা, কোমরে সোণার গোট, গোট হইতে সোণার চাবিশিকলি লম্বমান, মাংসশূন্য অঙ্গুলে হীরক অঙ্গুরী, হাতে একগাছি একপাব বেত, গলায় গড়ে মালা, দন্তে গোলাপী মিসি। বৃদ্ধ জনৈক নবীনা বারাঙ্গনাকে দেখিয়া যেমন দন্ত বিস্তার করিয়া হাসিলেন, স্বৈরিণী অমনি একটী কুসুমগোচ্ছা তাঁহার দন্তোপরে নিক্ষেপ করিল, আর দন্তগুলি ধরধর করিয়া ভূমে পড়িয়া গেল,—দাঁতগুলি কৃত্রিম।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের পরলোক-যাত্রার সকল উদ্যোগ,—তাহার পুত্রেরা তাহার শ্রাদ্ধের নিমিত্ত কাষ্ঠতণ্ডুল তৈল বস্ত্রাদি সকল সংগ্রহ করিয়াছিল, রূপার ষোড়শ পর্য্যন্ত প্রস্তুত। রাজীব মরিতে অসম্মত, মরণের পরিবর্ত্তে পরিণয়ের জন্য ব্যাকুল; অনেক অনুসন্ধানের পর তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের কেলিকুঞ্চিকা কন্যার সহিত উদ্বাহ সম্পন্ন হইল। পাত্রটী যদিও শ্মশানের ফেরত, তথাপি শ্বশুর রীতিমত বরসজ্জা দিতে কৃপণতা করেন নাই। বরসজ্জার ভিতর একটী রূপার ষোড়শ ছিল। শ্বশুরের অবস্থা এমত নহে যে তিনি রূপার বরসজ্জা দেন, কিন্তু রাজীব শ্বশুরের মুখোজ্জল হেতু তাহার পুত্রদিগের প্রস্তুত রূপার ষোড়শ গোপনে দিয়া বলিয়া দিয়াছিল রূপার ষোড়শটী বরসজ্জা বলিয়া দান করিবেন। রাজীবলোচন অদ্যাপি জীবিত; কিন্তু মুমূর্ষু। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া অষ্টপ্রহর কেবল নববিবাহিতা বনিতার অলকায় দোল দিতেছে।

যমরাজ, এই কি তোমার শাসনপ্রণালী? এই কি তোমার দয়া-নিধান গম্ভীরস্বভাব মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্দেশ্য সাধন করা? তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর, মূঢ়, পামর, অকর্ম্মণ্য। তুমি যদি এবম্বিধ বিবিধ অত্যাচারের সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে না পার, এই দণ্ডে তোমাকে পদচ্যুত করিয়া যমদণ্ড অপরের হস্তে অর্পণ করিব।

যুবরাজ। ব্রহ্মদৈত্য মহাশয়, পিতা মহাশয়ের কোন অপরাধ নহে, যে সকল দুর্ঘটনা বর্ণন করিলেন, তাহা ভুলক্রমে ঘটিয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসী। কাহার ভুল?

যুবরাজ। বাণের ভুল।

যমরাজ। বাবা যুবরাজ, বিশেষ করিয়া ভ্রমের বিবরণ ব্যক্ত কর।

যুবরাজ। এক দিন সমস্ত দিন স্বকার্য্যসাধনানন্তর সন্ধ্যাকালে শমনবাণটী মহাদেবের মন্দিরের পশ্চাৎ শিমুলগাছের ডালে ঝুলাইয়া এক ডালে মাথা এক ডালে পা রাখিয়া শয়ন করিলাম। কিঞ্চিৎপরে কন্দর্প কাকা উপস্থিত হইলেন, তিনিও শ্রান্ত, আর গমন না করিয়া ঐ গাছের ডালে ফুলবাণটী ঝুলাইয়া নিকটস্থ একটী শিমুল ফুলের কলিকায় শয়ন করিলেন। নিশি অবসান। হাঁড়িচাঁচা, শকুনি, পেচক কলরব করিতেছে, চাষারা মরা গরু লইয়া ভাগাড়ে ফেলিতেছে, ঠাকুরদাদা মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়াছেন, রথ প্রস্তুত, গমনের আর বিলম্ব নাই, আমার এবং কন্দর্প কাকার তখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। হঠাৎ ঠাকুরদাদার রথচক্র-আভা আমাদিগের অঙ্গে লাগিল। আমরা ধড়মড় করিয়া

উঠিয়া প্রস্থান করিলাম। তাড়াতাড়িতে শমনবাণের সহিত ফুলবাণের বিনিময় হইয়া গেল। সেই দিন হইতে পৃথিবীতে মহা বিভ্রাট। কন্দর্প কাকা যুবক যুবতী দেখিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন, আর তাহারা তদ্দণ্ডে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; আমি মৃত্যুঞ্জয়ের অভিপ্রায়ানুসারে বৃদ্ধদিগের প্রতি শরসন্ধান করি, কিন্তু তাহারা না মরিয়া শুষ্ককাষ্ঠে কচি পাতার ন্যায় অপরামনোরঞ্জন বেশ বিন্যাস করে।

সন্ন্যাসী। বাণ বদল করিয়া লইয়াছ?

যমরাজ। আজ্ঞে না, কন্দর্প কাকার দেখা পাচ্চিনা।

সন্ন্যাসী। তুমি অত্ত শিমুল বৃক্ষে ফুলবাণ লইয়া অবস্থান কর, আমি কন্দর্পকে শমনবাণ লইয়া সেখানে আসিতে আহ্বান করি, কন্দর্প আগত হইলে বাণের বিনিময় করিয়া লইবে।

যমরাজ এবং তাহার অকালকুষ্মাণ্ড যুবরাজ "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। দামু ঘোষের মাতা গাভী অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না, দ্রুতপদে ভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত প্রতিবেশীদিগের নিকটে ব্যক্ত করিল। তদবধি গ্রামের জনপ্রাণী শিমুল বৃক্ষের নিকট যায় না।

এক দিন সন্ন্যাসী নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমত সময়ে রাখালেরা অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় সমবেত হইয়া সন্ন্যাসীর শ্বেতশ্মশ্রু আবৃত মুখ অবলোকন করিতে লাগিল। একজন সিদ্ধান্ত করিল, সন্ন্যাসীর হাঁ নাই; একজন বলিল, সন্ন্যাসীর জটার ভিতর কেউটে সাপ রক্ষিত; একজন সন্ন্যাসীর মস্তকে একটী সপল্লব আম্রশাখা নিক্ষেপ করিল; একজন পাঁচনি দ্বারা সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে খোঁচা দিল; সহসা সন্ন্যাসী একটী হাই তুলিলেন, আর গালের প্রকাণ্ড গহ্বর রাখালদিগের নয়নগোচর হইল, অমনি তাহারা দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার ধ্যানে নিমগ্ন, রাখালেরা আবার ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী। সন্ন্যাসীর ঝুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে, ঝুলির ভিতর হইতে কয়েকটী শিশু মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, শিশুদিগের গলায় তামার মাদুলি, মস্তকে কেশ-বিন্যাশ করিয়া ঝুঁটি বাধা, তাহাতে সোনার খুঁটে, কর্ণে কুণ্ডল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাখালদিগকে যারপরনাই ভীত করিল, তাহারা কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া গ্রামের ভিতর গিয়া সকলকে জানাইল, সন্ন্যাসী ছেলেধরা, অনেক ছেলে ধরিয়া ঝুলির ভিতর রাখিয়াছে। গ্রামের লোক অমনি সতর্ক হইল, শিশুদিগের আর বাড়ীর বাহির হইতে দেয় না, রাত্রিতে কেহ দ্বারোদ্ঘাটন করে না।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, এক দিন মধ্যাহ্ন সময় প্রখর-প্রভাকর-করনিকরে অবনী দগ্ধবৎ, পুষ্করিণীর নীর সীতাকুণ্ডোদকাপেক্ষাও উষ্ণ, দুঃসহ-আতপ-তাপিত গাভীকুল প্রান্তরস্থ কদম্বতলে শয়ন করিয়া রোমন্থনে নিযুক্ত, কৃষকেরা প্রান্তরের প্রান্তভাগে আম্রকাননে উপবিষ্ট হইয়া গৃহিণী-প্রেরিত পান্তাভাত কচিনেবু-রস-সহযোগে ভক্ষণ করিতেছে, শুষ্ককণ্ঠে জল প্রার্থনা করিতে চাতকিনীর কণ্ঠরোধ, বিজাতীয় রৌদ্র, কাহার সাধ্য তাহার দিকে চাহিয়া দেখে;—এমন সময় মহাদেবের মন্দির হইতে সপ্তমস্বরে চীৎকার শব্দ আসিতে লাগিল যে "কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতেছে, সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে আমায় রক্ষা কর।" কৃষকেরা, রাখালেরা, গ্রামের অপরাপর লোকেরা অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে মন্দিরে আসিয়া দেখে সন্ন্যাসী একটা অগ্নিচক্র করিয়া তাহার মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছে, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কথা কয় না। সকলে ভৌতিক ব্যাপার বিবেচনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পর দিবস সন্ন্যাসী ঐরূপ অগ্নি জালিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনেক লোক চীৎকার শুনিয়া আগত হইল এবং ভৌতিক ব্যাপার বিবেচনায় ফিরিয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রত্যহ এইরূপ করে, কিন্তু গ্রামস্থ লোক ক্রমে চীৎকার শুনিয়া তথায় আসা রহিত করিল। ঐরূপ চীৎকার শব্দ লোকের কর্ণে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহারা বলে "সেই পাগল ব্যাটা রোদন করিতেছে, সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই।"

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, সন্ন্যাসী এক দিন বড় বড় কাষ্ঠের কুঁদা, স্তূপাকার শুষ্ক গোময় এবং বিচালি আহরণ করিল, যখন দেখিল কেহই কোথাও নাই, মহেশ্বরের অঙ্গ আবরণ করিয়া সেই সমুদয় পাঁজাসাজানার ন্যায় সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক কুলা দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে দাবানলতুল্য ভীষণানল প্রজ্বলিত, কর্ম্মকারাগ্নি-কুণ্ড-দগ্ধ-লৌহবৎ পার্ব্বতীনাথের প্রস্তরাঙ্গ পরিতপ্ত, সমৃদ্ধিশালী অনল-জ্বালা সহ্য করিতে নিতান্ত অক্ষম মহাদেব অতীব কাতরতাসহকারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, "কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অনলে দগ্ধ করিয়া মারিতেছে, তাহার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।" গ্রামের লোক প্রত্যহ এইরূপ রোদনধ্বনি শুনিত, এবং প্রত্যহই পাগল সন্ন্যাসীর ভৌতিক ব্যাপার মনে করিয়া তৎপ্রতি মনোযোগ করিত না, অদ্যও সকলে সেই ব্যাপার স্থির করিয়া কেহই মন্দিরের নিকট আগমন করিল না; মহাদেব

নির্জ্জনে নির্ব্বিঘ্নে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। প্রদোষকাল উপস্থিত; কাঞ্চনকান্তি সূর্য্যমণ্ডল দূরস্থ আম্রকাননাভ্যন্তরে নিমগ্ন; বিচরণানন্তর বিহঙ্গমকুল কুলায়ে গমন করিতেছে; গাভীদল দ্রুতপদে ভবনে প্রত্যাগত; ব্রাহ্মণেরা ঘাটে কাষ্ঠোপরি উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যা করিতেছে; বামাকুল পরিশুদ্ধ বসন পরিধান-পূর্ব্বক পবিত্র-হৃদয়ে গোলায়, গোয়ালঘরে, তুলসীপিড়িতে দীপ দেখাইতেছে। এমন সময় প্রবল হুতাশনে মহাদেবের মস্তক দ্বিধা হইয়া গেল, আর মূর্দ্ধদেশ-নিহিত স্পর্শমণি ছিট্‌কাইয়া সমীপস্থ ক্ষেত্রোপরি নিপতিত হইল। তদ্দণ্ডে সে স্থলে একটী হ্রদ উৎপাদিত এবং স্পর্শমণি সেই হ্রদমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া গেল।

সন্ন্যাসীর হর্ষে বিষাদ। যে স্পর্শমণি প্রাপ্ত্যভিলাষে তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া মন্দিরের সমীপস্থ অশ্বথমূলে অনাহারে কালযাপন করিতেছিলেন, সেই স্পর্শমণি বাহির হইল কিন্তু বাহির হইয়াই গভীর হ্রদমধ্যে নিমগ্ন। মহাদেবের শিরোমধ্যে নিহিত থাকায় স্পর্শমণি যেমন দুষ্প্রাপ্য ছিল হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হওয়ায় সে দুষ্প্রাপ্যতার খর্ব্বতা হইল না। তবে স্পর্শমণি সন্ন্যাসীর নয়নগোচর হইয়া-ছিল, তাহাতেই তাঁহার আয়াসের কিয়দংশে সাফল্য জন্মে। সন্ন্যাসী বিলক্ষণ জানিতেন, অধ্যবসায়ের ফল সফলতা। তিনি কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই নবোৎপাদিত হ্রদের জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, এবং রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে সমুদায় জল হ্রদচ্যুত হইবার স্পর্শমণি প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় হ্রদগর্ভে দীপ্যমান হইল। সন্ন্যাসী পরমানন্দে স্পর্শমণি উত্তোলন-পূর্ব্বক কক্ষস্থ ঝুলিতে রক্ষা করিয়া গ্রামস্থ লোকেরা জাগরিত হইবার অগ্রেই উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সমাপ্ত।

পদ্য-সংগ্রহ।

(প্রভাকর, সাধুরঞ্জন ও বঙ্গদর্শন হইতে
পুনর্ম্মুদ্রিত।)

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক
৬নং মদন মিত্রের লেন হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট,
৩৩ নং ভবনে বসু প্রেশে মুদ্রিত।

১৮৮৬।
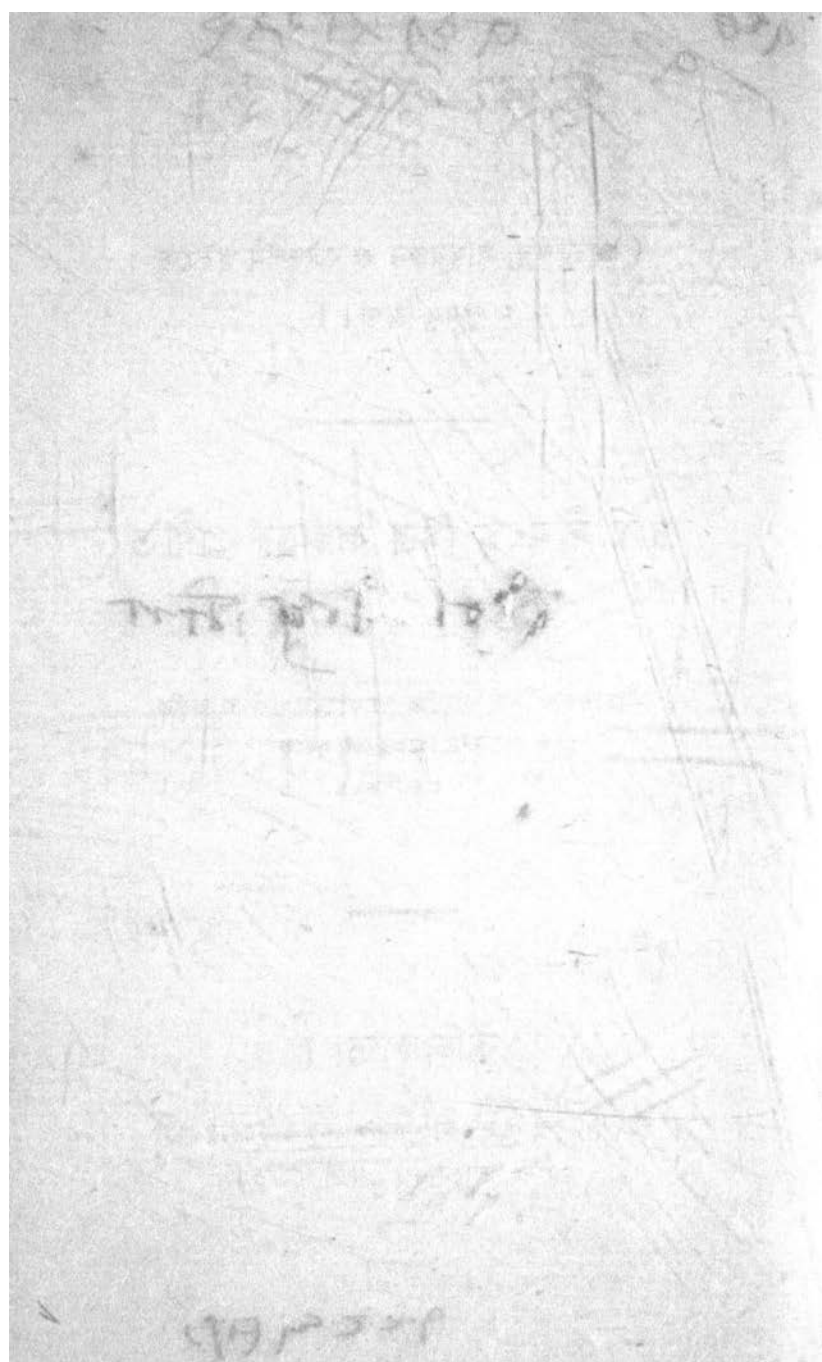
পদ্য-সংগ্রহ।

মানব-চরিত্র।

মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়ে।
দুঃখানলে দহে দেহ বিদরয় হিয়ে॥
এক জীবে আর রূপ স্বভাব অভাব।
পদ্মরাগ-আকরেতে কাঁচের প্রভাব॥
জনগণ বিবরণ করিতে বর্ণন।
অশ্রুধারা ধারে ধারে বক্ষেতে বর্ষণ॥
চিন্তামণি-চিন্তা চিত্ত চিন্তা নাহি করে।
অসার সংসারছায়া কায়া বসে ধরে॥
অন্তর্যামী জন হতে অন্তর অন্তর।
অনিত্য নিধির তত্ত্বে চিন্তিত অন্তর॥
মায়া মোহ মহা ঘোর অঘোর তিমির।
তদাবৃত ধরাবন বিষম গভীর॥
এ কাননে নরগণ বিবৃত বিপদে।
হস্তি করী করী-অরি অরি পদে পদে॥
মায়া ব্যবধানে আঁখি অন্ধ দেখিবারে।
বনমাঝে মনমৃগ ধৃত বারে বারে॥
রুষ্টচিত্ত সদানন্দে অন্তর বিকৃত।
রিষ্টচিত্ত সদানন্দ ধনেতে বিক্রীত॥
কোষাসক্তমনা নর আপনা বিস্মৃত।
গরল সরল জ্ঞান অনর্থ অমৃত॥

হিতকারী অপকারী বোধ সবাকার।
অপকারী অপকারী নহে কেহ কার ॥
আশা মদ্যপানে মত্ত মনোন্মত্ত অতি।
রথচক্রগতি মত ঘুরিতেছে মতি ॥
কি করিতে কোথা গত কবে কোথা যাবে।
ভবে এসে পাশে বদ্ধ ভ্রমে নাহি ভাবে ॥
একেবারে শত আশা হৃদয়ে উদয়।
ভাবিতে ভাবিতে তারা আর নাহি রয় ॥
কত ভাবে কত ভাবে করে কত ভাব।
দীর্ঘসূত্র দীর্ঘ শক্র নাশে সব ভাব ॥
মনবিবরণ কথা কহনে না যায়।
বোধ হয় ধরা যায় ধরিতে পলায় ॥
ব্যগ্রচিত্তে স্নিগ্ধ হয়ে করিয়ে মনন।
একমনে ভেবে দেখি মনে নানা মন ॥
যদিও অসংখ্য ভাগি বিভক্ত এমন।
শত শত মন তার এক এক মন ॥
মনে ভাবি এক মনে ধরি এক মনে।
অন্যমনা মন পরে হেরে অন্য মনে ॥
এ কারণ অপকর্ম্মে নর তৃষ্ণাতুর।
মনে মুখে অনেকতা শঠত্বে চতুর ॥
ভাবে এক বলে আর কাযে করে অন্য।
বাহিরেতে মকরন্দ মনেতে জঘন্য ॥
অহঙ্কার অলঙ্কার বাসন বসন।
অকথ্য কাহিনী কথা অভক্ষ্য অশন ॥
পরের বনিতা মাতা ঘোষণা জগতে।
শ্বশুর দুহিতা তিনি আধুনিক মতে ॥
জপ তপ দান ধ্যান স্নান পূজা যত।
কালে কালে একে একে হইয়াছে হত ॥

অন্তঃপুর স্মরপুর ভূলোক গোলোক।
জায়া-কায়া-আলোকনে আলোক পুলক॥
একাকিনী রাখি কেহ আপন কামিনী।
বারবিলাসিনী সহ যাপেন যামিনী॥
ভবার্ণবে নরগণ অর্ণবের যান।
পথ-প্রদর্শক জ্ঞান সুপথে চালান॥
জ্ঞানের বিহীন এবে অবনীমণ্ডলে।
কর্ণধারহীন তরি যথা তথা চলে॥
কুমতি কুবায়ু তাহে বহে অনুক্ষণ।
ভূতলে পতিত হয় না হয় রক্ষণ॥
ভেবে চিন্তে চিন্তা দূর হইলাম তৃপ্ত।
পৃথিবী পাগলাগার মানবেরা ক্ষিপ্ত॥
ইষ্ট বাক্যে রুষ্ট হয় তুষ্ট কষ্টভোগে।
ভিষকে অবজ্ঞা করে জীর্ণকায় রোগে॥
যে দোষে সরোষ হয় সে জনে বিরস।
যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস॥
পাপানলে গ্রহ দাহ হয় শিরোপরে।
তথাপি সে ঘরে নরে রয় অকাতরে॥
শমন-শার্দ্দূল আসে গ্রাসিবারে অঙ্গ।
অনাতঙ্কে দেখে রঙ্গ মানব-কুরঙ্গ॥
মহাকাল কালসর্প দংশিতে আগত।
শুভ্রকেশ শিও তারে করে করাগত॥
ধরণী-বিপিনে ব্যাধ কৃতান্ত দুর্দ্দান্ত।
দেখে জালে পড়ে নর দুর্ম্মতি নিতান্ত॥
মৃত্যুশর অগ্রসর বিন্ধিবারে বক্ষে।
দেখে বাণ আগুয়ান বিপক্ষ স্বপক্ষে॥
বিধিমত আচরণে যম পরাজয়।
সশরীরে স্বর্গে যায় হইয়ে বিজয়॥

বিধি বিধি অনুষ্ঠান অমর সোপান।
অমর ভাবিয়ে সবে না ভাবে বিধান॥
কত লোকে পরলোক দেখে কত লোক।
যারা শব তারা শব বলে সব লোক॥
দিন গেলে দেহী বলে বাড়িছে বয়েস।
কালে কাল কালপ্রাপ্ত হয় আয়ুঃশেষ॥
একপথগামী সবে যাবে এক স্থানে।
কিছু কিছু আগু পিছু বিধির বিধানে॥
নবচ্ছিদ্র দেহে প্রাণ বায়ু অভিপ্রায়।
শতদল দলগত জলবৎ প্রায়॥
কখন কোথায় যাবে জীবন চপল।
ভাবিলাম দুই করে ধরিয়ে কপোল॥
দেখিলাম শুনিলাম করিলাম সায়।
পলকে পলায় প্রাণ নিরয়ে মিশায়॥
মাটিতে গঠিত কায় মাটি হয়ে যাবে।
কর্ম্মফলে সুখ-দুঃখ-ভোগে আত্মা রবে॥
নশ্বর শরীর এই স্থায়িত্ব-রহিত।
চৈতন্য বিহীনে হবে চৈতন্য-রহিত॥
যে মস্তকে মতিঝিল* বিলাতি ধারায়।
ঝিলে গড়াগড়ি যাবে পড়িয়ে ধরায়॥
যে অঙ্গ সরোজরাজ পরশনে শীর্ণ।
শৃগাল শকুনি শুনি করিবে বিদীর্ণ॥
যে নয়নে রেণু অম্বু অসি অনুমান।
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ণ চঞ্চু বাণ॥
যে রসনা রস বিনা পান নাহি করে।
দুর্গন্ধ কীটেতে ব্যাপ্ত হইবে সত্বরে॥

---

* ত্যাড়াকাটা।

আসয়ে বিষণ্ণ মন আচ্ছন্ন মায়ায়।
আমাভাবে পরিবারে কি হবে উপায় ॥
অকারণ কি কারণ হেন ভাব মন।
বৃথা গৃহ বৃথা স্নেহ বৃথা পরিজন ॥
এ আমার ও আমার সে আমার বশ।
আমিতো কাহারো নহি আমারো অবশ ॥
আমি যদি আমি নহি তবে কি কারণ ॥
আমার লোকেরে ভাবি আমার কারণ ॥
সোদর সোদরা দারা তনয় তনয়া।
কোথা রবে তারা সবে হইলে বিজয়া ॥
মরণান্তে কেহ মম সহগামী নয়।
গোময় ছড়ায় পথে পাছে মন্দ হয় ॥
আপনা বঞ্চিয়া কোষে সঞ্চয় যে ধন।
সে ধন কোথায় রবে হইলে নিধন ॥
কার জন্য করি করী হয় মনোহর।
মণিময় পুরী আর সুখ সরোবর ॥
নানানিল বহিতেছে দেহের সমীপ।
এখনি নির্ব্বাণ হবে জীবন-প্রদীপ ॥
এ আলয় খেলালয় লয় মম মনে।
রঙ্গ ভঙ্গ সাঙ্গ হয় হেরিলে শমনে ॥
এই বেলা ত্যজ খেলা বেলায় বেলায়।
নতুবা প্রলয় হবে মজিলে খেলায় ॥
মধ্যাহ্ন হয়েছে গত আগত বিকাল।
প্রাণভয় আসিতেছে সহ সন্ধিকাল ॥
জীবনান্তে মৃত্যু শশী যে হবে উদিত।
হৃদহ্রদে হৃৎপদ্ম হইবে মুদিত ॥
পরিণামে হরিধামে বাসের বাসনা।
কর মন পরিজন ত্যজিয়া কামনা ॥

হরিনাম কর বন্ধি ধর করতলে।
রিপুদল খণ্ড খণ্ড হবে ভূমণ্ডলে॥
পরম পবিত্র ব্রহ্ম নিত্য নিরঞ্জন।
দয়াশীল কৃপাময় অঞ্জনভঞ্জন॥
ভক্তির অধীন তিনি সদা আশুতোষ।
অল্প কালে স্বল্প তপে হয়েন সন্তোষ॥
অষ্ট অক্ষি অষ্ট অরু প্রভাব ভুবনে।
দুঃখ নিবারণ হেতু দেখেন যতনে॥
চারি হস্ত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রক্ষণে।
মাভৈ মাভৈ শব্দ করেন বদনে॥
একবার যেই জন ডাকে এ পিতায়।
পরিতুষ্ট আলিঙ্গনে করেন তাহায়॥
কায়মনচিত্তে তাঁর নিলে পদাশ্রয়।
তপনতনয়-ভয় হয় পরাজয়॥
ভবসিন্ধুবারিবিন্দু কৃপাসিন্ধু আশে॥
দীনবন্ধু-পদবিন্দে দীনবন্ধু ভাষে॥

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সরোবরের শোভা॥

গগন-শাসন-ভার নিশাকরে দিয়া।
তপন গমন করে, ভুবন ছাড়িয়া॥
এমন সময়ে শোভে সুন্দর সরসী।
হেরিলে শিহরে অঙ্গ, যায় মনোমসি॥
সুশোভিত সরোবর হেরে জ্ঞান হরে।
প্রেমপুষ্প ফোটে হৃদে, স্মরে মন স্মরে॥
মহীরুহ রমণীর বিটপে বিরাজে।
অভিনব কোমল পল্লব তাহে সাজে॥

ললিত লবঙ্গলতা আছে লম্বমান।
সমীরণ সহকারে হয় কম্পমান॥
কুসুম কানন হেরি সুখী আঁখি তারা।
অনুমান হয় মনে, দিনে হেরি তারা॥
মালতি মল্লিকা যাতি কৈরব কোরক।
সিফালিকা স্থলপদ্ম করবী চম্পক॥
টগর গোলাব বেলা আতশী বকুল।
কামিনী রজনীগন্ধ তোষে অলিকুল॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ মকরন্দময়।
সরোবর মধুগন্ধে আমোদিত হয়॥
সুধীর হিল্লোলে নীর কাঁপিছে নির্ম্মল।
তদুপরি কেলি করে মরাল কমল॥
প্রস্তরপ্রস্তুত ঘাট শোভে দুই পাশে।
ভামিনী কামিনী দল জল নিতে আসে॥
আতোর গোলাপ সই মকোর হিতাষি।
ব্যাহান দেখনহাসী, গাঁদাফুল মাসী॥
রঙ্গদিদি মিতিন্ প্রভৃতি গঙ্গাজল।
কুম্ভ কাঁখে, হাস্য মুখে, নিতে যায় জল॥
রূপসী কলসী দিয়া ঢেয়াইয়া দিল।
মুখপদ্ম হেরি পদ্ম সলিলে ডুবিল॥
সুরঙ্গে অঙ্গনাগণ বারি পূরি লয়।
পিচলে পড়িয়া কার কুম্ভ ভঙ্গ হয়॥
লোয়ে বারি নারীগণ সারি সারি যায়।
চঞ্চল পবন চারু অঞ্চল উড়ায়॥
কেহ লাজে ঢাকে মুখ, কেহ ধীরে চলে।
মোরে হেরে ঐ মিন্‌সে হাসে কেহ বলে॥
কেহ বলে ওরে হেরে প্রাণ বার হয়।
দীনবন্ধু বলে শুধু জল আনা নয়॥

নায়কের অনাগমে নায়িকার খেদ।

যামিনী অধিক হয়, কামিনী কেমনে।
নায়ক আসার আশে থাকে হৃষ্ট মনে॥
আসিবে আসিবে আশা ছিল দিবা ভাগে।
এল না এল না কেন, মনে এই লাগে॥
বিনয় বচনে কত কোরেছি মিনতি।
তবু না ভানুর হলো বেগবতী গতি॥
ধরিতে ধরিতে ধৈর্য্য সূর্য্য অস্ত হয়।
নিশি সনে শশী আসি হইল উদয়॥
সুবেশ করিয়া বেশ আসা আশা করি।
এলো এলো এই বোলে বাড়িল শর্ব্বরী॥
কুমুদিনী প্রমোদিনী হেরে শশধরে।
মনে সুখ, হাস্য মুখ, শোভে সরোবরে॥
শত চন্দ্র বিকসিত যার চন্দ্রাননে।
রমণীয় শুভ্র নিশি যার আগমনে॥
যাহার কথনে হয় পীযূষ বর্ষণ।
যারে হেরে পুলকিত হয় দুনয়ন॥
তার আগমন বিনা বিপদ ঘটেছে।
পূর্ণিমায় অমাবস্যা আমার হোয়েছে॥
প্রাণ যায় নাহি পেয়ে, প্রাণ যায় চায়।
চিত্ত-চকোরেন্দু বিনা বৃথা নিশি যায়॥
পলকে প্রলয় হয় যারে না দেখিলে।
অনল জলিয়া উঠে শীতল সলিলে॥
সে বিনে অনন্ত রাত্রি কেমনে কাটাই।
দেহে প্রাণ রাখিবার উপায় না পাই॥
নিরাশ করিয়া নাথ! কেন বধ নারী।
প্রকটিত পুষ্পে কেন ঢাল উষ্ণ বারি॥

কি করি জীবন যায় মানে না বারণ।
বেশভূষা কেশপাশ হয় অকারণ ॥
রতিপতি সনে রণ করিবার তরে।
সেনাগণে রাখিলাম সজ্জীভূত করে ॥
ফুলবাণ লয়ে করে আইল মদন।
সচকিত সঙ্কুচিত মম সেনাগণ ॥
প্রাণপতি সেনাপতি বিনে সীমন্তিনী।
কেমনে কামের রণে হইবে বাদিনী ॥
মনমথ মনোমত পাইয়ে সময়।
বধিতে বিরহি-বালা হৃদয়ে উদয় ॥
আমার আনীত সেনা পক্ষ যারা ছিল।
বিপক্ষে বিজয়ী দেখে, বিপক্ষ হইল ॥
বিপক্ষ বিপক্ষ হোলে বিধাতা বাঁচান।
স্বপক্ষ বিপক্ষ হোলে নাহি পরিত্রাণ ॥
যতনে বয়স্যা দিল বেণী বিনাইয়া।
সাপিনী হইল বেণী সময় পাইয়া ॥
সিন্দুরে শোভিত তার মস্তকের চক্র।
দংশিল মাথায় মম, ফণা করি বক্র ॥
কেন কাটিলাম টীপ কাচপোকা মেরে।
ললাট বিন্ধিল সেই মদনেরে হেরে ॥
বহু যত্নে মিসি ঘসি, দন্ত গুণে গুণে।
কালামুখী করে মিসি, সময়ের গুণে ॥
ললিত মালতীমালা পরিলাম গলে।
কামফাঁস হোয়ে মালা গলা বাঁধে বলে ॥
সরল শ্রীখণ্ড রস লেপিলাম অঙ্গে।
গরল হইল তাহা হেরিয়া অনঙ্গে ॥
কারে বা আপন বলি আপনিও পর
আপনি আপন অঙ্গে তুলিতেছি কর ॥

স্বপক্ষ বিপক্ষ, আর উত্তাপ শীতলে।
একের অভাবে হয় দীনবন্ধু বলে॥

রূপক।

বসন্তের আগমনে সুমতি ও কুমতি সহচরীদ্বয় সহিত বিরহিণীর কথোপকথন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ফুটিল কুসুমচয়, ভুবন ভূষিত হয়,
নব তরু ললিত লতায়।
কোমল পল্লব শাখা, চন্দন কস্তূরী মাখা,
নবীন কলিকা শোভে তায়॥
কোকিলের কুহু গান, শুনিয়ে মোহিত প্রাণ,
মুদে আসে আপনি নয়ন।
কুঞ্জে করি আলিঙ্গন, চুম্বিয়া অমৃতানন,
গন্ধপূর্ণ মলয় পবন॥
বসন্ত উদয় হয়, অনেকের সুখোদয়,
কেহ কেহ পড়ে দুঃখাগারে।
কাহারো বসন্ত কাল, কাহারো বসন্ত কাল,
কালাকাল কাল সহকারে॥
মাধবী মনের সুখে, উঠিল সহাস্য মুখে,
চারাচূত গাছ জড়াইয়া।
তরুলতা তরু বিনা, হইয়া জীবনহীনা,
অধোমুখী মাটিতে পড়িয়া॥
পতি প্রেম আলিঙ্গনে, প্রেমানন্দে রামাগণে,
প্রেমপোরা বসন্ত কাটায়।
বসন্তে ছাড়িয়া পতি, যৌবনে যাতনা অতি,
বিরহিণী পাগলিনী প্রায়॥

বিরহিণীর উক্তি।

শুন প্রাণ সহচরি, আমি এই বোধ করি,
শীতকাল বুঝি হোলো শেষ।
গায়ে না বসন সহে, দক্ষিণ অনিল বহে,
হিম হারা বারি অবশেষ॥
দেখ সখি স্থকৌতুক, শীতে নাহি কাঁপে বুক,
গ্রীষ্ম বটে ঘাম নাহি মুখে।
একাল স্থখের কাল, থাকে ইহা চিরকাল,
জ্বালা বিনা কাল কাটি স্থখে॥

স্থমতির উক্তি।

পয়ার।

স্থখের এ কাল, সবে স্থখী এই কালে।
শোন প্রাণ প্রিয় সই, পাখী ডাকে ডালে॥
কাকের পালিত পুত্র, এ কালের তরে।
মোহিত করিছে মন, স্থমধুর স্বরে॥

কুমতির উক্তি।

লঘু ত্রিপদী।

এখন সজনি, দিবস রজনী,
প্রেম স্থখে পূর্ণ মন।
মলয় পবন, প্রেম সঞ্চালন,
করিতেছে অনুক্ষণ॥
অনিল ধরিয়ে, দেখলো আনিয়ে,
প্রেম তার সার ভাগে।
রমণীর মন, দেখিব তেমন,
পূর্ণ প্রেম অনুরাগে॥

বিরহিণীর উক্তি।

দেখ সখি সমীরণে, প্রাণনাথে পড়ে মনে,
প্রবোধ মানে না মনে আর।

মদনের আগমনে, প্রয়োজন প্রিয়জনে
এত দিনে বিশেষ আমার ॥
বল সখি কি কারণ, বিমনা আমার মন,
অকস্মাৎ কোকিলের রবে।
পালক নিষ্ঠুর যার, কুগুণ বর্ত্তায় তার,
সব জ্বালা সবে সই সবে ॥

সুমতির উক্তি।

মন্দ ভাল, ভাল মন্দ, ভাল মন্দ কালে।
জ্বরে মুখে চিনি দিলে, তেত লাগে গালে ॥
বিধি বিধি বিধুমুখি, সম চিরদিন।
কাজের ফেরেতে কাজে, সুগুণবিহীন ॥

কুমতির উক্তি।

রমণীর মন, নির্ম্মল জীবন,
জীবন জীবন সনে।
বিনা ও জীবন, বৃথায় জীবন,
অনল কমল মনে ॥
পতিকোলে প্রিয়ে, সুখী হয় হিয়ে,
সরস বসন্ত চর।
বিনা প্রাণকান্ত, বসন্ত অশান্ত,
ফুলে হল স্মর-শর ॥

বিরহিণীর উক্তি।

আমার বিদেশে স্বামী, সহচরি মরি আমি,
দুরন্ত বসন্ত আগমনে।
অবিরত মন্মথ, হৃদয়ে চালায় রথ,
শত সেনা পণ করে মনে ॥
মনে করি প্রাণধনে, আসিতে দিব না মনে,
ছেদ করি ভাবনার ডুরি।

বারণ কি মানে মনে ভাবে মন প্রতিক্ষণে,
মোহনের মুখের মাধুরী ॥

স্নমতির উক্তি।

বসন্তে অঙ্গনা সনে অনঙ্গের রণ।
পতিরূপ শস্ত্রে জয়ী হয় রামাগণ ॥
সংগ্রামেতে শস্ত্রহীন হইলে দুর্গতি।
আশাবর্ম্ম ধৈর্য্যচর্ম্ম ধরে সেই সতী ॥

কুমতির উক্তি।

মদনের বাণ, হীরক সমান,
চর্ম্ম বর্ম্ম করে ভেদ।
রক্ষ অস্ত্র ছেড়ে, আগে গেলে বেড়ে,
বাড়াবে মনের খেদ ॥
যৌবন তটিনী, তরণি কামিনী,
বসন্ত তুফান তায়।
নায়ক নাবিকে, ছাড়িয়া তরিকে,
আশা তৃণে রাখা দায় ॥

বিরহিণীর উক্তি।

আসার আশায় সই, প্রাণ আর থাকে কই,
তনু দহে অতনুর শরে।
ফুটিল যৌবন কলি, না আইল প্রাণ অলি,
মধু মিশে গেল কলেবরে ॥
কামের করাল কর, বিস্তারিত নিতে কর,
শর হানে বিলম্ব দেখিলে।
রতিপতি পায় ধরি, নয় আমি প্রাণে মরি,
পঞ্চশরে জীবন দহিলে ॥

স্নমতির উক্তি।

আহা মরি প্রাণ সই, দুখে ফাটে বুক।
নাহি চাবা চায় চাষ, এ বড় কৌতুক ॥

বিনা কর পঞ্চশর বধিবেক প্রাণ।
কামে স্তুতি কর গিয়া, যদি পাও ত্রাণ॥

কুমতির উক্তি।

বৃথা কেন যাবে, কোথাও না পাবে,
"ভাতার দাদার মত"।
যে কর পাইবে, সে কেন ছাড়িবে,
স্তুতি শুনে গোটা কত॥
সম্পত্তি তোমার, অশেষ প্রকার,
দেখিবে রতির বর।
যৌবন-রতন, করি বিতরণ,
দিলে দিতে পার কর॥

বিরহিণীর উক্তি।

কি করি সুমতি বল, প্রবল বিরহানল,
জল জল করে প্রাণ যায়।
কুমতির পূর্ণ মতি, ভাল বটে বুদ্ধিমতী,
হাতে হাতে দেখায় উপায়॥
ও প্রাণ কুমতি সই, দেখ কত জ্বালা সই,
কথা কও নিকটে বসিয়ে।
রাখিব তোমারি বাণী, হয় হবে মানে হানি,
পানী পান করিব ডুবিয়ে॥

সুমতির উক্তি।

বসন্তে অনঙ্গ জ্বরে বিরহ বিকার।
পিপাসায় প্রাণ যায়, নাহি প্রতীকার॥
গোপনে জীবন পানে জীবনসংশয়।
আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, আরও তৃষ্ণা হয়॥

কুমতির উক্তি।

বিরহের জ্বরে, অবশ্যই মরে,
খায় বা না খায় বারি।

জলে মরা যায়, জলে মরা দায়,
সার কথা শুন নারি ॥
থাকিতে উপায়, সহা নাহি যায়,
পঞ্চ শরের আগুন।
ঐ শোন কাণে, ফুলের বাগানে,
ষট্পদ গুণ গুণ ॥

সুমতির ক্রোধোক্তি।

কুমতি কুমতি আর দিস্ না ভুবনে।
বিরহে মরেছে কেবা, বিহার বিহনে ॥

কুমতির উত্তর।

ও সই সুমতি, আমারি কুমতি,
গাল দেও করে ছল।
কামজ্বরে নারী, পান করি বারি,
মনোছথি কেবা বল ॥

বিরহিণীর উক্তি।

ছিছি কেন ঘরে ঘরে, মর মিছে দ্বন্দ্ব করে,
সন্দ হয় পরে প্রাণ দিতে।
স্মরশরে জর জর, জলিতেছে কলেবর,
অবশাঙ্গ না পারি বসিতে ॥
দুয়ে হয়ে এক মন, দ্বন্দ্ব করি নিবারণ,
বল সই সুখের উপায়।
দীনবন্ধু বলে দ্বন্দ্ব অন্ত হোলে হবে মন্দ,
এইরূপে যে কদিন যায় ॥

বসন্তের আগমনে বিরহিণীর খেদ।

হ্রস্ব ত্রিপদী।

দেখিয়া বসন্ত, রমণী অশান্ত,
কান্ত কান্ত মুখে বলে।
দুরন্ত মদন, কৃতান্ত শমন,
কাল সম স্বীয় কালে॥
বিরহ অনল, না ছিল প্রবল,
হেমন্তের হিম জলে।
শীতের বিরহে, বিরহ না রহে,
অহরহ বহ্নি জলে॥
যৌবন-যাতনা, সহজে সহে না,
সমান যাতনা সদা।
তাহাতে মদন, না শুনে বারণ,
জ্বালিছে আগুন সদা॥
কহিছে রমণী, শুনলো সজনি,
দুঃখের কাহিনী মম।
এ সুখ বসন্তে, আছি বিনা কান্তে,
কান্তহীনা কান্তা সম॥
বন্ধি করে ফুলে, দেশান্তরে ভুলে,
আছে প্রাণ ছাড়ি দেহ।
মরি মরি মরি, শুন সহচরি
বিনা দেহে প্রাণ দেহ॥
দেহ কি কখন, থাকেগো চেতন,
সে ধনে নিধন হয়ে।
আশারি কারণ, আছে এতক্ষণ,
আশাপথ নিরখিয়ে॥
তার আসা আশা, ক্ষুধা বা পিপাসা,
সব আশা আশা তারি।

শয়নে, স্বপনে, মনের নয়নে,
তাহারি বদন হেরি ॥
কিন্তু সখী আর, প্রাণ রাখা ভার,
আশা তৃণ করি ভর।
বসন্ত শ্রাবণে, লাহরী যৌবনে
তরঙ্গ প্রবলতর ॥
তরুণী তরণি, বিপথগামিনী,
তারক নাবিক বিনে।
অনিবার বারি, নিবারিতে নারি,
উথলিল কানে কানে ॥
কোকিলের ধ্বনি, শুনি কহে ধনী,
নীরদ বিরদ ডাকে।
করহে দর্শন, হয় নিদর্শন,
কাল মেঘে শূন্য ঢাকে ॥
ভ্রমরা গুঞ্জরে, মিষ্ট মধু স্বরে,
বলে ওরে ওরে একি।
বায়ুবেগ অতি, নাহি আর গতি,
মহাশব্দে আসে সখি ॥
ভ্রমরা কোকিল, মলয় অনিল,
সকলি প্রলয় করে।
মাতঙ্গ অনঙ্গ, দেখায় আতঙ্গ,
প্রাণ নাশ পঞ্চ শরে ॥
বিচ্ছেদ যাতনা, অনলের কণা,
সহিতে দহিয়ে যায়।
মিলন সলিল অভাবে অনিল
আহুতি দিতেছে তায় ॥
সঙ্গী সঙ্গে নাই, কোথা বল যাই
প্রাণ পাই প্রাণ পেলে।

অসহ্য যন্ত্রণা, আর যে সহে না,
প্রাণ পাই প্রাণ গেলে ॥
একেতো অবলা, তাহে কুলবালা,
পাগলা হেরিয়ে অরি ।
পিঞ্জরের পাখী, পিঞ্জরেতে থাকি,
কভু না বাহিরে হেরি ॥
এতদিন পরে, বুঝি দেখা পরে
দিতে হয় মম ভাগ্যে ।
করিয়া মিনতি, রতিপতি স্তুতি
করি স্মরি শিব দুর্গে ॥
মম প্রাণকান্ত, শুন রতিকান্ত,
বহুদিন নাই সাতে ।
সেই সে কারণ, বিলম্ব এখন,
তব করে কর দিতে ॥
আর অকারণ, কর না প্রেরণ,
যমদূত দূতগণে ।
তারা হেথা এসে, অনায়াসে নাশে,
পাপ নাহি করে মনে ॥
যদি বল আন্, তারা ধরে কাণ্,
অপমান পরিপাটি ।
"কাছারীর পাক্, করে মহা-জাঁক"
রক্ষা নাই পেলে চিটি ॥
শুন রতিবর, দিতে করে কর,
নারী নারে বিনা নর ।
প্রাণপতি ঘরে আইলে তোমারে
একেবারে দিব কর ॥
মৃগের বচনে, ব্যাঘ্রে কোন্ খানে,
ভক্ষণে বিরত রয় ।

দুরন্ত মদন, সে কি নিবারণ
কথায় কখন হয় ॥
শুনি হেন বাণী, তখনি অমনি
ধনু লয় করে তুলে।
পূরিয়া সন্ধান, লয়ে পঞ্চ বাণ,
হানিলেক বক্ষঃস্থলে ॥
উচ্চৈঃস্বরে ধনী, করে মহাধ্বনি,
প্রাণ যায় প্রাণ যায়।
মুমূর্ষু হইয়ে, কিছু কাল রয়ে,
পতি প্রতি কিছু কয় ॥
কোথা প্রাণনাথ, বধে রতিনাথ,
দেখ আসি অধীনীরে।
মদনের বাণ, অগ্নির সমান,
বিন্ধিয়াছে এ শরীরে ॥
অগ্নিশিখামুখে, দহে প্রাণ দুঃখে,
নাচার বিচার করি।
যাই ঘর ছাড়ি, নয় দেহ ছাড়ি,
যায় প্রাণ মরি মরি ॥
আমার যন্ত্রণা, করিতে বর্ণনা,
মন্ত্রণা করেন ফণী।
নাহি পারে পরে, চিন্তয়ে অন্তরে,
রাগে ত্যাগে দীপ্ত মণি ॥

জনক জননীর স্নেহ।

সর্ব্বতেজঃপুঞ্জ-করুণাবরুণাগার-নির্ম্মল-নির্ব্বিকার-সর্ব্বসম্পদাধার-পরম-পবিত্র-অনাদ্যনন্তদেব-মণ্ডিত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় সৃষ্টিবস্তু দৃষ্টিপথে পতিত হয় অথবা মেধুষী সহযোগে মনোভাণ্ডারে আনা যায়, তৎসমূহের প্রতি ক্ষণকাল অনন্যমনে এবং সরলান্তঃকরণে জ্ঞানালোচনা করিয়া দেখিলে অচিরাৎ প্রতীতি হইবে তাহারা নিরন্তর নিয়ন্তার গুণরাশি প্রকাশ করিতেছে। আকাশ-বিহারী সহস্র-রশ্মিধারী প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রজ্বলিত প্রভায় মেদিনীমণ্ডলোজ্জ্বল দেখিলে এবং প্রবল-পবন-বেগোন্মত্ত উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সমাকুল সাগরাবেক্ষণ করিলে কোন্ ব্যক্তি রবিরত্নাকরকর পরমেশ্বরকে সর্ব্বতেজঃপুঞ্জ এবং সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া না স্বীকার করিবে। সুশীতল সুধাকরের নির্ম্মল চন্দ্রিকালোকেতে এবং প্রস্ফুটিতসরোবরজ-জাত-সৌরভামোদিত সমীরণ আঘ্রাণে সকলেরই মনের নয়নোপরি শশাঙ্ক-পঙ্কজাকর পদ্মযোনির নির্ম্মলতা এবং পূর্ণ গৌরব প্রদীপ্ত হয়। জগন্মণ্ডলে জনসমাজে জনক জননী সন্তানের প্রতি যে উৎকৃষ্ট কোমল স্নেহ প্রকাশ করেন সে কেবল মাতার মাতা, পিতার পিতা, বিশ্বপিতার করুণাস্বরূপ। দয়ার্ণব পরমাত্মা যেমন প্রেমাদরে এবং অবিরক্ত চিত্তে সীমাশূন্য জগৎ-সংসার প্রতিপালন করিতেছেন তদ্রূপ জনক জননী সন্তান সন্ততির সুখ-সম্পাদনে সানন্দচিত্তে সতত রত আছেন। জননী দশ মাস দশ দিন উদরাম্বরে শশধর ধারণ পুরঃসর জীবনঘাতক প্রসববেদনা স্বীকারে পুত্র-প্রসবানন্তর প্রজাবতী হইলে এতাধিক ক্লেশে কাতরা হওয়া দূরে থাকুক-প্রাণাধিক প্রাণ পুত্রের সুখসচ্ছন্দসংস্থাপনে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেন। জননী স্বীয় আমোদ প্রমোদ এবং শারীরিক সুখ মুহূর্ত্তের নিমিত্তও মনে করেন না, পরম আমোদাস্পদ কোমল ক্রোড়স্থ কুমারের কোমলাঙ্গ পরিষ্কার করিতে সতত সুরতা, এবং আপনাশন বিস্মরণে তদুপযোগী সুপথ্যা-নুসন্ধান করিয়া তাহাকে পরিতোষ করিতে পারিলেই আপনাকে পরিতুষ্টা বোধ করেন। মাতা যদ্যপি কোন সময়ে সমিষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন তবে তৎক্ষণাৎ জীবনাপেক্ষাও প্রিয়তম সন্তানের নিমিত্ত

সযত্নে সংস্থান করিয়া রাখেন, যদ্যপি ফল ভক্ষণ করিতে করিতে কোন ফল আস্বাদনে সাতিশয় সুমধুর বোধ হয় তবে সহসা সেই ফল শিশুর বদনে উত্তোলন করিয়া দেন। জননী সন্তানগণের কোমল হৃদয়ের জীবিত ভূমিতে করুণা-বচন-রূপ বারি সিঞ্চন করিয়া ধর্ম্মের বীজ বপন করেন, যাহা সময় সহকারে জ্ঞানারুণকিরণে অঙ্কুরিত হইয়া তাহাদিগকে যৌবন এবং স্থবির অবস্থায় পরম পদার্থরূপ ফল প্রদান করে। বালক বালিকানিচয়ের নির্ম্মলান্তঃকরণে পরমপুরুষের ভয় ভক্তি গৌরব সঞ্চার করিয়া দেওয়াই গর্ভধারিণীর স্বর্গীয় স্নেহের প্রধান চিহ্ন। কোমল অথচ দৃঢ় পিতৃস্নেহের প্রাদুর্ভাবে পিতার মন সতত চঞ্চল, কখনই সুস্থির হইতে পারে না। মহামায়ার কেমন মহিমা তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে। উষাকালে মলিনবদনা তারাগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডুবর্ণাবৃত নিশানাথকে অস্তাচলচূড়াবলম্বী দেখিয়া তরুণ অরুণ উদয়াচলে উদয় হইলে সংসার আশ্রম কি অলৌকিক শোভা সংগ্রহ করে। এতৎকালে জননীর করুণাপূর্ণ মঙ্গলালয় ক্রোড়ে সুষুপ্ত শিশুদল জাগরিত হইয়া বারম্বার পীযুষাভিষিক্ত পিতানামোচ্চারণ করতঃ পিতার সন্নিকটে আগমনানন্তর তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করে, কেহ কেহ বা পরস্পরে দোষবর্জ্জিত এবং দ্বেষহীন বাল্যলীলায় প্রবৃত্ত হয়, কেহ কেহ বা পিতার উপরে মুখ ঘর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকেরই মনোগত অভিলাষ অন্যকে দূরে রাখিয়া পিতার পবিত্র ক্রোড়াম্বুজে একাকী স্থিত হয়। এমন রমণীয় সুখজনক দৃশ্য দর্শনে পরম পরাৎপর করুণাসাগর বিশ্বপিতার করুণাকীর্ত্তনে মন বিমনা হইয়া নিযুক্ত হয়, বোধ হয় যেন জ্যোতির্মধ্যচারী চারুচন্দ্র ভ্রমণবর্ত্মের ভ্রমক্রমে সপরিবারে প্রভাতকালে ভূতলে পতিত হইয়া এমন মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছেন। পুত্রপুত্রী-পুঞ্জের প্রতিপালনার্থে পিতা যত ক্লেশ সহ্য করেন তাহা বর্ণনাতীত। মায়ারূপ অন্ধকারে লোচনযুগল আচ্ছাদিত হইলে নানাবিধ আপদ-বিপদ-সমাকীর্ণ দেশদেশান্তর পর্য্যটন, জলধিপোত সহযোগে সমুদ্রে সন্তরণ, পরাধীনতা এবং অনিয়মিত কর্ম্মের বিফলসমূহ নরের নেত্রগোচর হয় না। সন্তানগণের সুখসম্ভোগার্থে পিতা স্বদেশ পরিহার পুরঃসর বিদেশ গমন

করিয়া কায়িক পরিশ্রমে অর্থার্জন করিতে কালহরণ করেন, অসীম অতলস্পর্শ করাল কলকলশব্দাক্রান্ত সিন্ধুকে বিম্ববিন্দুজ্ঞানে নির্ভয়ে তদুপরি তরণি বহন পূর্ব্বক বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, পরের নিকটে বেতন গ্রহণ করিয়া তাহার নানারূপ ভর্ৎসনা, বিজাতীয় যন্ত্রণা, এবং পীড়ন সহ্য করিতে দুঃখ বোধ করেন না এবং কখন কখন গত্যন্তর বিধায় মলিম্লুচাচারানুগামী হইতেও পরাঙ্মুখ নহেন। তনয় তনয়ার পীড়া উপস্থিত হইলে পিতা মাতার মনে যে পীড়া জন্মে তাহা বর্ণনা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, তাঁহাদিগের যেন মহাপ্রলয়ের কাল উপস্থিত। যতদিন পর্য্যন্ত সুত সুতার স্বাস্থ্যাবস্থার অনাগমন থাকে ততদিন চিন্তারূপ দাবানলে তাঁহাদিগের দেহবনে মনমৃগ দগ্ধ হইতে থাকে, তাঁহাদিগের ভাবার্ত্তচিত্ত হেতু ক্ষুধা পিপাসার একেবারে বিরহ হয়, সজল নয়ন হইতে নিদ্রাদেবী অন্তর্হিত হন এবং অনুক্ষণ হুতাশনরূপ বরাহ কর্ত্তৃক অশ্রুতে আর্দ্র হৃদয়-মৃত্তিকা খনন হইতে থাকে। যদ্যপি করুণাময়ের কৃপানুকূল্যে অঙ্গজাঙ্গজার জীবন রক্ষা হয় তবে পিতা মাতার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। কিন্তু তদ্বিপরীতে আত্মজাত্মজার জীবন সহিত জনক জননীর জীবন ধ্বংস হইয়া যায় এবং অসম্বরণীয় গভীর শোকসাগরে নিলীন হইয়া যাবজ্জীবন জীবন্মৃতপ্রায় সময় ক্ষেপণ করেন। পিতা মাতা সন্তান সন্ততির প্রতি যে স্নেহ প্রকাশ করেন তাহা প্রাকৃতিক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, অর্থাৎ এতৎ স্নেহ জনক জননীর হৃদয়ে স্বভাবতঃই উদয় হয়। তবে যে কোন কোন মহাশয় বলেন, প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় তাঁহাদিগের স্নেহের সঞ্চার হয় সে সম্যক প্রকারে অমূলক, কারণ অনেকানেক ধন-শালী কুবেরতুল্য কোষাধিপতি দম্পতীর কিঞ্চিন্মাত্র ভারও পুত্রোপরে নির্ভর করে না, তজ্জন্য কি ঐ দম্পতী সন্তান সন্ততি প্রতি স্নেহ প্রকাশে বিরত হন? নাকি অন্যান্য পিতামাতা অপেক্ষা তদুভয়ের স্নেহের স্বল্পতা জন্মে? সচরাচর অস্মদাদির শ্রবণগোচর হয়, অনেকানেক জনকজননী পুত্রের কথোপকথনোপলক্ষে কহিয়া থাকেন "পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি পুত্রটী দীর্ঘজীবী হইয়া যে সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য আছে তাহাই ভোগ করুক।" আর দেখ বহুসংখ্যক বালক অপকৃষ্ট মনোবৃত্তির

প্রাদুর্ভাবে এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অপবিত্রতা হেতু পরমগুরু জননীর প্রতি অনাদর এবং অহিতাচার করে তন্নিমিত্ত কি মাতা কুসন্তানের অনিষ্ট চেষ্টা করেন? না অখণ্ডনীয় স্নেহরজ্জু ছেদ করিতে উদ্যতা হন? তাঁহার নির্ব্বিকার মন সন্তানের বিপক্ষে কখন বিকারপ্রাপ্ত হয় না, এবং ইহা কাহার না বিদিত আছে?

"কুপুত্র অনেকে হয়, কুমাতা কখন নয়—"

যদ্যপি জনক জননীর স্নেহ প্রাকৃতিক না হইবে তবে কি নিমিত্ত বিহঙ্গমদল এবং পশুকুল, যাহারা ভাবি-ভাবনায় কখনই উৎকলিকাকুল হয় না, এবং প্রত্যুপকারের প্রসঙ্গও জানিতে পারে না, অবিরত শাবকগণকে লালন পালন করিতে আসক্ত থাকে? তাহারা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছে, শাবকসমূহ স্বাধীন হইলে তাহাদিগের পিতা মাতাকে প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের সহিত কোন সম্পর্কও রাখে না, তবে কি নিমিত্ত পশুপক্ষীরা শাবকগণের প্রতি এতাধিক স্নেহ প্রকাশ করে? এতাবৎ অস্মদাদির বোধগম্য হইতেছে, জনক জননীর স্নেহ প্রকৃতির শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। দেখ অন্ধ খঞ্জ বধির এতত্ত্রিবিধ-রোগাক্রান্ত সুত প্রসব হইলেও প্রসূতির কখন সন্তানের প্রতি হতাদর হয় না, জননীর স্নেহ অসীম এবং লেখনাতীত। যদিচ প্রতিদিন এক এক কোঁটা বারি উত্তোলন করিতে করিতে ভুবনমণ্ডধার মহাসাগরের কালক্রমে শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা, তথাপি চিরকাল যদ্যপি পাতালাধিপতি জননীর স্নেহ বর্ণন করেন তাহা হইলেও আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা হয় না, তবে জননীর করুণা-সঙ্গীত করিতে অস্মদাদির ক্ষমতা আছে, এ কারণ নিম্নভাগে কোমল পয়ারচ্ছন্দে সমস্ত স্নেহ বিরচন করিলাম।

পদ্য।

ভূলোক ভাবিয়া দেখ, সরল অন্তরে।
জননীর কিবা স্নেহ সন্তান উপরে॥
আহা মরি মার মায়া করিতে রচনা।
মা মা মা মা বলি মুখে, হইবে বিমনা॥

দয়াময় অনুরূপ আপন দয়ার।
জগতে জননীস্নেহে করেন প্রচার॥
আলোচনা করি সাধু, দেখ একমনে।
কত দুখে পালে মাতা সন্তান রতনে॥
উদর-কমলে সুত করিয়া ধারণ।
দশ মাস দশ দিন করেন বহন॥
অশেষ যাতনা পান গর্ভের কারণ।
অরুচি বমন হাই অঞ্চলে শয়ন॥
ভয়েতে শিহরে অঙ্গ বলিব কেমনে।
প্রসববেদনা সম কি আছে ভুবনে॥
বিজাতীয় যাতনায় জীবনসংশয়।
প্রসবান্তে পুনর্জন্ম সর্ব্ব লোকে কয়॥
প্রসবের পরিতাপ প্রজা তা না মানে।
চঞ্চলা চপলা প্রায় দেখিতে সন্তানে॥
উঠিতে অচলা তবু স্নেহের কারণ।
সন্তানে দেখেন চেয়ে ফিরায়ে লোচন॥
সুতচন্দ্র হেরি হয় জ্যোতি মনসুখ।
সহসা মোচন মসী শারীরিক দুখ॥
কোলে লয়ে জননীর হৃদয় জুড়ায়।
শরৎ আকাশে যেন শশী শোভা পায়॥
সানন্দে হৃদয়ে মাতা সাতিশয় সুখে।
পীযূষপূরিত স্তন স্নেহে দেন মুখে॥
কোমল জননী কোল নিরমল বাস।
পবিত্র, ব্যসনহীন, নাহি কোন ত্রাস॥
অভাব অভাব সব, অশোক আলয়।
ইহলোকে ইডেন-নিকুঞ্জ মনে লয়।
সদানন্দে শোভা শিশু, করে এই কোলে;
তোষে মায় ম, ম, বলে আদোঽ বোলে॥

আহা মরি শিশু যদি হাসে এক বার।
উথলয়ে মার তবে সুখ পারাবার॥
যতনে রতনে মাতা করেতে নাচান।
চুম্বিয়া কমল মুখ, বুকে দেন স্থান॥
সময়ে সময়ে সুখে, সকালে বিকালে।
ঝিনুকে বাজায়ে বাটি, দুদ দেন গালে॥
মুছায়ে করেন শিশু-অঙ্গ মণিময়।
স্বর্ণ অঙ্গে ধূলা মার প্রাণে নাহি সয়॥
ঘুম পাড়াইতে ব্যস্ত জননী যাদুরে।
কথায় করেন গান ঘুম আনা সুরে॥
দোলায়ে বলেন মাতা, শুনে ঘুম পায়।
"আয়রে আমার গোপালের ঘুম আয়॥"
সন্তানের সুখে সুখী সতত জননী।
তার দুখে অন্ধকার দেখেন ধরণী॥
অপার করুণা মার, সিন্ধু-পরিমাণ।
কোমল নির্ম্মল অতি, কৌমুদী সমান॥
বিরচন বিবরণ মায়ের মায়ার।
করিতে শকতি নাই জগতে কাহার॥

রূপক।

মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান।

পয়ার।

কামিনী যামিনীযোগে শয্যার উপরে।
নায়ক সহিত নিদ্রা যায় অকাতরে॥
নীরব ভুবনময়, নাহি বাক্য রব।
পশু পক্ষী যক্ষ নর সব যেন শব॥
ধ্বনি মাত্র কুক্কুরের ঘেউ ঘেউ ডাক।
মাঝে মাঝে হৈ হৈ প্রহরীর হাঁক॥

অবশেষ রজনীর অধিকার শেষ।
উষারাজ আসিতেছে করি রাজবেশ॥
কোকিল নকিব আগে করিছে গমন।
কুহু কুহু রবে ব্যক্ত রাজ-আগমন॥
বায়স বাজায় ডঙ্কা আপনার স্বরে।
চোক্ গেল চোক্ গেল তূরী ভেরী পরে॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, সুগন্ধে মোদিত।
কস্তুরি চন্দন চুয়া, ভূপতি-বিহিত॥
আলোময় সিংহাসন, রাজা বসে তায়।
মৃদু হাস্য মুখে পদ্ম চামর ঢুলায়॥
জগতে ঘোষণা হয় রাজ-আগমন।
ভূপতি-সেবায় যুক্ত হয় জগজ্জন॥
অভিমানে মুদিত হইল কুমুদিনী।
জাহ্নবীর স্নানে যায় যতেক কামিনী॥
শাটি ঠেঁটি নামাবলী লয় সমাদরে।
ঢাকিল কনক অঙ্গ বনাত চাদরে॥
কেহ বলে মেজ দিদী যেতে চেয়েছিল।
ডাকরে সোণার মাসী, বেলা যে হইল॥
আতোরে আতোরে ডাকে,মকরে মকরে।
মিতিনে মিতিনে ডাকে, আদরে আদরে॥
সই বলে সই সই, আয় আয় আয়।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজলে গঙ্গাজলে যায়॥
চলিল ললনাশ্রেণী, আনন্দ অপার।
বিনা সূত্রে গাঁথা যেন,কুসুমের হার॥
অবলা সরলা দল, বিদ্যাবুদ্ধিহীনা।
অন্ধকারে ব্যাপ্ত মন, জ্ঞানারুণ বিনা॥
শিক্ষাযন্ত্রে মনক্ষেত্র না হোলে কর্ষণ।
যত্নবারি তদুপরি না হোলে বর্ষণ॥

অহিত কল্পনা কাঁটা গাছ তাহে হয়।
শিক্ষা বিনা অবশ্যই গাদা হয় হয়॥
বারণ-গমনে চলে যত রামাগন।
পরস্পরে হয় নানা কথোপকথন॥
বিবেক নহেক স্বস্থ, স্থান স্বল্প নরে।
অসীম পরম অর্থ ভাবিবে কেমনে॥
রন্ধনের কথা মাত্র, কথা উপলক্ষ।
ইহ লোকে সুখ ভিন্ন নাহি অন্য লক্ষ্য॥
কেহ বলে হ্যাঁগো দিদি, শোন দেখি চেয়ে।
শ্বশুরের বাড়ী নাকি গেছে তোর মেয়ে॥
কবে বা আনিলি হেথা না জানিতে পারি।
তাড়াতাড়ি পাঠাইলি রেখে দিন চারি॥
আহা বন, কি বলিব, দুরন্ত জামাই।
কি জানি করিবে রাগ, না যদি পাঠাই॥
কলিকালে ছেলে পিলে যা বলে তা করে।
যে কপাল বন্ মোর, যদি বিয়ে করে॥
সই মা বলিয়া ডাকি, বলে অন্য জনে।
কি দ্রব্য পাঠালে সয়া পোষড়া পার্ব্বণে॥
আহা বাছা কি বলিব, তারাতো দিয়েছে।
আমি যে পারিনে দিতে, তবু মান গেছে॥
মেয়ের দিয়েছে শাটি সিঁদুর দোলাই।
সন্দেশ কমলা নেবু তিল গুড় ছাঁই॥
থাকির মা বলে ডাকি, বলে এক মেয়ে।
বল কি গহনা তোর পেলে ছোট মেয়ে॥
কোথায় গহনা দিদি, খানেক দুখান।
জামাই বলেছে সবে ভাল গুণবান॥
আমাদের ওঁরা দিয়াছেন পাঁচনরী।
ঝুমকা তাবিচ নত পঞ্চম গুঁজরী॥

সিঁতি বাজু বালা মল, তারা দেছে এই।
যার হাতে পোড়েছেন, বেঁচে থাক সেই॥
মেয়ের কপাল নাতো বাদীর কপাল।
হইবে অতুল সুখ, ফেরেতো কপাল॥
এইরূপ নানারূপ অপরূপ কথা।
ক্রমে ক্রমে উপস্থিত, বাপীতট যথা॥
দুরাচার পাপী নর পথে পথে ফেরে।
কত কথা কয় তারা নারীগণে হেরে॥
মাতৃবৎ পরদারা তারা নাহি মানে।
তারা-বাণ হানে তারা মানিনীর মানে॥
কুলের কামিনী দেখে যার মন টলে।
অজাগোত্রে ভুক্ত সেই, সর্ব্বলোকে বলে॥
অপর রাখিয়ে বস্ত্র পাড়ের উপরে।
আস্তে আস্তে জলে যায়, কাঁপে থরে থরে॥
উহু উহু বড় শীত, নাবে আঁটু ধোরে।
ধুপ করে পড়ে ডুব দেয় টুপ করে॥
কমলে কোমল অঙ্গ রামা ডুবাইল।
বিমল কমল যেন কমলে ভাসিল॥
গামোছার কত পুণ্য পূর্ব্ব জন্মে ছিল।
বিধুমুখী বিধুমুখে আপনি তুলিল॥
সারি সারি বারি-ক্রীড়া করে যত রামা।
উদ্ধার কর মা গঙ্গা, ভোগ-মোক্ষ-ধামা॥
আহ্নিক পূজার পর বস্ত্র পরিধান।
গামছা মুড়িয়া লয় ভিজা বস্ত্রখান॥
বাম হাতে ভিজা বস্ত্র, নামাবলি গায়।
বনাত চাদর শাল, যেই যাহা পায়॥
চলিল চঞ্চল পদে চপলার প্রায়।
অরুণ উদয় হয়, আয় আয় আয়॥

তাড়াতাড়ি বাড়ী যায়, হোয়ে ছাড়াছাড়ি।
বাড়াবাড়ি কাজ নাই, এই বাড়াবাড়ি॥

চন্দ্র।

(পয়ার।)

দিবা অবসানে রবি তাপিত-অন্তর।
জুড়াইতে যায় কায় জলধিভিতর॥
মনোহর শশধর উদয় গগনে।
"চাঁদ আয়, চাঁদ আয়," বলে শিশুগণে॥
তারামাঝে তারা-পতি শোভে অপরূপ।
উপমায় নাহি হয় সেরূপ স্বরূপ॥
নয়ন ফিরাতে নারি হেরে একবার।
স্ফাটিকের স্তম্ভে যেন মল্লিকার হার॥
পুলকিত হয় অঙ্গ চন্দ্রের কারণ।
এ কারণ ধ্যান করি চন্দ্রের কারণ॥
পরিপূর্ণ কলানিধি কর সুকোমল।
সরল ধবল কান্তি অতি নিরমল॥
কৌমুদী মেদিনী পরে ঘুমায়ে রয়েছে।
দুধের সাগর যেন উথলে উঠেছে॥
নিশাকর-করে নিশা পরিতুষ্টা অতি।
পতি-প্রেমালাপে যথা তুষ্টা হয় সতী॥
শশি-সুশোভিতা রাত্রে বন ভাল সাজে।
স্বভাবের স্থির শোভা তাহাতে বিরাজে॥
তরুপর নিশাকর দান করে কর।
চিক্ চিক্ করে পাতা, নাচে মনোহর॥
সুধাকর হোতে সুধা ক্ষরে সরোবরে।
কুমুদিনী হাস্যমুখী প্রফুল্ল অন্তরে॥

প্রান্তরে পথিক যায়, তাপিত তপনে ॥
শান্ত হয় শ্রান্তি যায়, বিধু বিলোকনে ॥
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ বসি তৃণাসনে।
স্নিগ্ধতনু, মুগ্ধমন, চাঁদের কিরণে ॥
বিধুমুখী বিধুমুখে পড়ে বিধুকর।
সোণায় সোহাগা দিলে যেমন সুন্দর ॥
সুধার আধার শশী, অম্বরে আবাস।
প্রভায় প্রদীপ্ত করে অবনী আকাশ ॥
এত রূপ গুণ তবু কলঙ্ক কারণে।
সময়ে সময়ে পড়ে দানব দশনে ॥
এইরূপ রূপ গুণে ভূষিত যে জন।
বল তার ফল কিবা, বিফল জীবন ॥
যেই জন পাপ হেতু কলঙ্কী হইবে।
পরিণামে অবশ্যই নরকে যাইবে ॥

রূপক।

দম্পতী-প্রণয়।

বিজয় কামিনী।

কাঞ্চন নগরাধিপ রাজা মহাশয়।
বিজয় নামেতে তাঁর একই তনয় ॥
অপরূপ রূপ তাঁর সুগুণ অশেষ।
ধর্ম্মশীল নীতিবেত্তা, নাহি পাপলেশ ॥
বেড়েছে বয়স তবু নাহি করে বিয়ে।
সকলে বিনতি করে বিয়ের লাগিয়ে ॥
বয়স্যগণের সহ একদা বিজয়।
সদালাপ করিতেছে, আনন্দ-হৃদয় ॥

দোষহীন পরিহাস কথায় কথায়।
বিবাহের কথা শেষ উঠিল তথায়॥
সুরসিক সুপণ্ডিত বয়স্য অনেক।
বিজয়ে বিয়ের তরে বলিল অনেক॥

ত্রিপদী।

নরের সুখের তরে, দয়াময় দয়া করে
সৃজিলেন ভুবনমোহিনী।
মনোহরা এ প্রমদা, বহু গুণে বিশারদা,
শশীপদ্মে লাজ-বিধায়িনী॥
আলাপন অধ্যয়ন আরাধন উপার্জ্জন
অশন বসন আভরণ।
কিছু নহে মনোনীত, বিনা হস্তে হোলে নীত
রমণীয় রমণীরতন॥
বিনা বাসে কমলিনী, বাসহীনা কমলিনী,
শোভাহীনা সুশোভিত পুরী।
সুখে মুখ হয়ে মূক, বৃথা দুঃখে দহে বুক,
মন-সুখ মন করে চুরী॥
বিধিবিধ পরিণয়ে, কামিনী কাঞ্চন লয়ে,
লোকযাত্রা সুখে অনুষ্ঠান।
ধর্ম্মের উন্নতি হয়, পরিতাপ পরাজয়,
ফুলে পূর্ণ প্রণয় বাগান॥
উপাসনে সোণামণি, করে সদা চিন্তামণি,
পতি সনে দেবালয় যায়।
ভোজনাদি বিভূষণ করে সব আয়োজন,
প্রিয়জনে প্রয়োজন যায়॥
পথে পান্থ হয় শ্রান্ত, মনে মনে মন শান্ত,
কান্তা করে সান্ত্বনা উপায়।

স্বামীর সুখের তরে, শীতে বারি উষ্ণ করে,
তালবৃন্ত নিদাঘে যোগায় ॥
গৃহ শূন্য হয় যায়, দশ দিক অন্ধকার,
সংসার শ্মশান অনুমান।
পোড়ে মন শোকানলে, কারে কিছু নাহি বলে,
চলে বসে পাগল সমান ॥
অতএব নিবেদন, শুন সব বন্ধুগণ,
বিজয়ের বিবাহ উচিত।
হোলে পরে অনুমতি, রূপবতী গুণবতী
আনিবার করিব বিহিত ॥

পয়ার।

বিজ্ঞবর সুপণ্ডিত বিজয় রাজন।
প্রফুল্লবদনে পরে করে নিবেদন ॥
পরমেশ-অভিপ্রেত পরিণয় বটে।
প্রণয়িনী প্রয়োজন, যদি ভাল ঘটে ॥
জীবের প্রধান কাজ দেব আরাধন।
নিবিষ্ট হইবে তায় হোয়ে একমন ॥
তাহার ব্যাঘাত যদি নারী লোয়ে হয়।
কোন মতে বিয়ে করা উপযুক্ত নয় ॥
ততকাল বিভু আজ্ঞা করিবে পালন।
যতকাল তাঁর কার্য্য না হয় হেলন ॥
অচির দম্পতী সুখ অনিত্য ধরায়।
তার হেতু নিত্য সুখ বল কে হারায় ॥
তবে যদি মনোমত পাই সুলোচনা।
গুণবতী, ধর্ম্মশীলা, পতিপরায়ণা ॥
দ্বিতীয়া বলিয়া তারে নিতে ইচ্ছা হয়।
মরণান্তে যার সহ থাকিবে প্রণয় ॥

বিজয়ের বাক্য শুনে যত বন্ধুগণ।
পূরাতে বন্ধুর আশা করিল মনন ॥
ভাবিতে ভাবিতে সবে যায় নিজালয়।
বিজয় চলিল ঘরে প্রফুল্ল-হৃদয় ॥
নিদ্রায় আবৃত হয়ে নিশি পোহাইল।
উষায় উঠিয়া পথে ভ্রমিতে চলিল ॥
যাইতে যাইতে রায় গজেন্দ্র-গমনে।
সুরম্য উদ্যান এক দেখিল নয়নে ॥
কুসুম কানন সেই অতি মনোহর।
প্রবেশিল তাহে রায়, সরস-অন্তর ॥
ফুটিয়াছে নানা ফুল, অপরূপ শোভা।
গোলাপ মল্লিকা জাতি বেল মনোলোভা॥
মহানন্দে মধুকর করিতেছে গান।
শুনিলে অন্তরে বেঁধে অতনুর বাণ ॥
বিজয় বিমনা হয়ে করিছে ভ্রমণ।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিতেছে তরুণ তপন ॥
এমন সময় তথা মরাল-গমনে।
আইল কুমারী এক কুসুম চয়নে ॥
যৌবনে আগতা প্রায়, বিনা প্রতি অলি।
ফুটিবার আগে যেন কমলের কলি ॥
কামিনী কন্যার নাম, ধর্ম্মপরায়ণা।
দিবানিশি একমনে ঈশ্বর-কামনা ॥
বিজয়-লোচন-পথে পড়িল কামিনী।
বিমোহিত হয় রায় হেরে সীমন্তিনী ॥
কম্বিত কাঞ্চন, আহা, কি আসে ওখানে।
তরুণ অরুণ দেখি আছে নিজ স্থানে ॥
কুসুম-ঈশ্বরী বুঝি কুসুম-কাননে।
ধীরে ধীরে আগমন ফুল দরশনে ॥

কামিনী আকারে কিম্বা পুণ্য অধিষ্ঠান।
কামের কামিনী নহে হয় অনুমান॥
আহা মরি, হেরি মুখ পঙ্কজ-সুন্দর।
সুশীলতা মাখা যেন তাহার উপর॥
ললিত লোচন টান লেগেছে নয়নে।
প্রভায় প্রকাশ করে যাহা আছে মনে॥
এই পথে আসিতেছে চপলা চপল।
বচন শুনিয়া করি শ্রবণ সফল॥
উত্তরিল বিধুমুখী ক্রমেতে নিকটে।
পুরুষ হেরিয়া পড়ে বিষম সঙ্কটে॥
ভীতা হেরে কামিনীরে কহে যুবরায়।
অভয়ে তোল হে ফুল, ভয় কি আমায়॥
প্রতিবাসী হেরে কথা কহিল কামিনী।
চমকিত কেন তুমি হেরিয়া কামিনী॥
কে তুমি, কি নাম ধর, কেন এ কাননে।
তব রূপ বলিতে না পারি একাননে॥
কি কারণ, কোথা আসা, আশা তব কায়।
ধর্ম্মশীল জানিয়াছি হেরে তব কায়॥
আপনার যদি হয় কুসুম অভাব।
বলিলে ঘুচাতে পারি অভাবের ভাব॥
পরিচয় দিয়ে রায় নিল পরিচয়।
মনোগত কথা পরে বিবরিয়া কয়॥

বিজয়ের উক্তি এবং কামিনীর উত্তর।

বি। ফুলে প্রয়োজন মম নাহি হে কামিনি।
ইচ্ছা নাহি করে আর লইতে নলিনী॥
হাতে নিতে নিতে যায় হইয়ে মলিন।
ক্ষণেক বিলম্বে হয় সব শোভাহীন॥

এমন কুসুমে আর নাহি প্রয়োজন।
চিরস্থায়ী সুকুসুমে আছে মাত্র মন॥
কা। ক্ষণিক অবনীধামে সকলি নশ্বর।
ভাবিয়া কিছুই আমি না দেখি অমর॥
আশার সুসার তব করিবে কেমনে।
সৃষ্টিছাড়া আশা তব রাখ মনে মনে॥
বি। কামিনি, বাঞ্ছিত ফুল আছে হে তোমার।
কা। দেখাও তোমায় দিব করি অঙ্গীকার॥
বি। মনে মনে দেখ দেখি ভাবিয়ে কামিনি।
কামিনী কুসুম কি হে, কুসুম কামিনী॥
কা। বিজয়, বচন তব বুঝিবারে নারি।
স্থায়িনী বলিয়ে তুমি কিসে ভাব নারী॥
এখনি মলিনা বলে ত্যজিলে নলিনী।
কি বলে আবার চাহ নলিনী কামিনী॥
সরোবরে সরোজিনী দেখহ যেমন।
চরাচরে চন্দ্রাননী জানিবে তেমন॥
কলিরূপে কমলিনী বালিকা কামিনী।
রমণীয় শোভা চক্ষে আনন্দ-দায়িনী॥
ঢল ঢল মকরন্দে বিকচ কমল।
সরস তরুণী সহ যৌবন বিমল॥
পদ্মিনীতে মধুকর প্রণয়ে জুড়ায়।
পরিণেতা পরিণয়ে নব ললনায়॥
অলি চোলে যায় পদ্ম হোলে মধুহীন।
আদরিণী আদরিণী যুবতী য'দিন॥
মলিনী নলিনী ছুখে পড়ে পদ্মাকরে।
ধরায় মিশায়ে যায় কামিনী কাতরে॥
অবলা ললনা পেয়ে ছলনা কোরনা।
অচির ফুলের ন্যায় অচির অঙ্গনা॥

বি। কামিনি, কামিনী-কথা কহিলে কৌশলে।
মনে মনে মনোভাব রাখিয়াছ ছলে ॥
কামিনীতে কমলিনী আছে কিছু সার।
তোমার দেখায়ে আমি করিব প্রচার ॥
তুমি পদ্ম পদ্মমুখি, তুমি পদ্মাসন।
জীবন নিধন হবে, না যাবে জীবন ॥
মাটিতে গঠিত কায়, কমল সমান।
শমনের আগমনে হইবে নির্ব্বাণ ॥
কিন্তু দেখ মনোমাঝে ভাবিয়ে কামিনি।
ভুবন-মোহিনী মন ভুবন-মোহিনী ॥
কোন কালে তার রূপ নাহি হয় লয়।
চির কাল সমভাবে রয় দেবালয় ॥
কা। মনের যে কথা তুমি বলিলে এখন।
শাস্ত্রজ্ঞানে জানিয়াছি এই বিবরণ ॥
নিরাকার মন হয় লাবণ্যবিহীন।
কি দেখে হতেছ তার প্রেমের অধীন ॥
বি। আহা মরি আদরিণি, শুনহে স্বরূপ।
মন মনোমোহিনীর অপরূপ রূপ ॥
তোমার লাবণ্য হেরে জুড়ায় নয়ন।
তব মনরূপ দেখে বিমোহিত মন ॥
সতীত্ব সুশোভা তার বয়ান বিমল।
পরসুখ অভিলাষ লোচন কমল ॥
ভাল ভাল শোভা করে পরেশ প্রণাম।
ভাবনা চিকণ চুল শ্যাম যেন জাম ॥
উপদেশ অনুরক্তি শোভিছে শ্রবণ।
সাধুর সুখ্যাতি তায় কুণ্ডল ভূষণ ॥
পাপ ছাড়ি পুণ্য লব সদা এই আশা।
অতি সূক্ষ্ম অপরূপ শোভা করে নাসা ॥

সদা সুখ আলাপন রসনা সুন্দর।
সুশীলতা সরলতা শোভে ওষ্ঠাধর
মনোহর পয়োধর পরম প্রণয়।
ক্রমশঃ উন্নত কভু নত নাহি হয়॥
ক্ষমাপর উপকার শোভে দুই পাণি।
পরম সুন্দর শোভা তুলনা না জানি॥
কামক্রোধ সম পাপ শোভে মাজা ক্ষীণ।
পুণ্যের সঞ্চয় তায় নিতম্ব নবীন॥
পরিণামে হরিধামে বাসের বিশ্বাস।
অপূর্ব্ব যুগল পদ নাহি কভু নাশ॥
তব অঙ্গ-আভা নব-বিভাকর-বিভা।
মন-অঙ্গ-আভা নিত্য নিরমল-নিভা॥
এমন এ মন হেরে বিমনা যে মন।
জানে জানে জানে আর মনে মনে মন॥
যদি এ বচন সত্য হয় অনুমান।
মনোরমা মন-রামা, রামা কর দান॥

কা। ওমা কত বেলা হোলো কথায় কথায়।
দেখিতে দেখিতে ভানু আইল কোথায়॥
যাই যাই, করি গিয়ে কুসুম চয়ন।
এসো তুমি সঙ্গে এসো করহে ভ্রমণ॥

বি। তোমার বেড়েছে বেলা আমার লাগিয়ে।
চল চল দিব ফুল তোমায় তুলিয়ে॥

কা। বাঞ্চিতা তোমার কাছে, শুনে সারবাণী।
এই উপকারে দাসী হইবে কামিনী॥

মনানন্দ মনে মনে রাখিয়ে গোপনে।
উভয়ে নিযুক্ত হয় কুসুমচয়নে॥
কনক কুসুম-পাত্র কামিনীর করে।
বিজয় কুসুম রাখে তাহার ভিতরে॥

চতুরের চূড়ামণি, রসিকের সার।
ফুলে ফুলে মনো আশা করিল প্রচার॥
প্রফুল্ল কামিনী এক লোয়ে রস রঙ্গে।
ফুলাধারে দিতে মারে কামিনীর অঙ্গে॥
কামিনী কামিনী-ঘায়ে ফিরায়ে নয়ন।
সুখেতে মধুর রবে বলিল তখন॥

কা। শ্রমে ভ্রমে কোন্ ক্রমে ওহে যুবরায়।
ফুলাধারে দিতে ফুল মারিলে হে গায়॥

বি। আমরি সুন্দরি ধনি, রেগ না অন্তরে।
না জেনে দিয়েছি ফুল ফুলের উপরে॥
ভুলের ফুলের ঘায় যদি পাও দুখ।
আমারে মারিয়ে ফুল, ঘুচাও অসুখ॥

কা। মারিতে বাসনা বটে ফুল পেলে গায়।
কিন্তু সখা দুঃখ দূর নাহি হবে তায়॥
মন্ খুলে ফুল যদি মারিতে এ জনে।
পরিশোধে পরিতোষ পাইতাম মনে॥

বি। জানিয়ে কুসুম যদি মারিলে তোমায়।
সুখী হও ফিরে ফুল মারিয়া আমায়॥
তব সুখ সম্পাদনে করি প্রাণপণ।
এই ফুল মারিলাম, জানিয়ে এখন॥

কা। কুসুম-আঘাত নাথ, খেতে সাধ ছিল।
সে আঘাত পেয়ে মন মোহিত হইল॥
বিদ্যার সাগর তুমি, নাহি পাপলেশ।
নিরমল মন তব, পবিত্র বিশেষ॥
কে করিবে বোলে শেষ সুগুণ অশেষ।
অবশেষে ভাবে শেষ কি করিবে শেষ॥
পরমেশ দাস দাসী নর নারী হবে।
পরিণয় প্রিয়বর, শ্রেয়স্কর তবে॥

দম্পতী-মিলন যদি শুভ ক্ষণে হয়।
পুণ্য সহ চারি গুণে সুখের সঞ্চয়॥
প্রমদার সহ যোগে পতির দ্বিগুণ।
কামিনীর দুই গুণ পেয়ে পতিগুণ॥
বিবাহে বাসনা মম আছে অবিরত।
ভাগ্যদোষে নাহি পাই মন মনোমত॥
অবোধ অবলা-চয় ত্রিগুণের বাসা।
ধনশালী রূপবান্ পতি করে আশা॥
বিষয় বিভব মাত্র লাবণ্য অসার।
ভয়ানক হয় তায় ভব পারাবার॥
জীবন জীবন তার বাসনা বাসনা।
পতি-মনোজ্যোতিঃ যেই না করে বাসনা॥
বি। কি কব মনের কথা কামিনি, এখন।
বিবাহেতে আগে নাহি ছিল মম মন॥
পুরুষেরা কাপুরুষ পরিণয়ে হয়।
কামিনী কামের দাসী মনে মনে লয়॥
জগতে প্রধান শোভা কামিনী নির্ম্মাণ।
পুণ্য অনুষ্ঠান হেতু পুরুষে প্রদান॥
কি হেতু এ দান তার নাহি আলোচনা।
আনন্দে বোধান্ধ হয় হেরে সুলোচনা॥
রূপসী রমণী হলে মনে ধন্য মানে।
ষড় ঋতু দেখে কেহ কামিনী-বয়ানে॥
প্রণয় শক্রতা তার বিচ্ছেদ মিলন।
সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম যে করে হেলন॥
উভয়েই মন চুরি করিয়া বচনে।
মনানন্দে পুলকিত হয় দুই জনে॥
গান্ধর্ব্ব বিধানে বিয়ে করিয়ে সাধন।
নিজ বাসে যেতে দোঁহে করিল মনন॥

পরিবর্ত্ত করি পরে বিদায়ি চুম্বন।
নিজ নিজ ধামে চলে, বিরস-বদন॥
বয়স্যে বলিল সব রাজবিদ্যমান।
প্রকাশিত পরিণয় হয় সমাধান॥
সুপ্রকাশে পোহাইল দুখের যামিনী।
সুখের দম্পতী হোলো বিজয় কামিনী॥

জামাই-ষষ্ঠী।

(প্রথম বারের)

জ্যেষ্ঠি মাসে ষষ্ঠীবুড়ী ষষ্ঠি করি করে।
জামাই জামাই বলি ফেরে ঘরে ঘরে॥
পররে পোশাক সব হওরে ত্বরিত।
চলরে শ্বশুরবাড়ী আমার সহিত॥
নব-বিবাহিত যত ছিল যুবাচয়।
দেবীকে আগতা দেখি প্রফুল্ল-হৃদয়॥
যাইতে রমণীপাশে বিলম্ব সহে না।
বারণ সমান মন বারণ মানে না॥
কামিনী কনককায় করিতে দর্শন।
উন্মীলিত আছে সদা মনের নয়ন॥
প্রমদার প্রেমডোরে টানে মনোরথ।
এক দণ্ডে হয় বোধ ছ'মাসের পথ॥
পরিল ঢাকাই ধুতি-উড়ানি উড়িল।
কামিজ পিরান পেংগি কত গায় দিল॥
কারপেট যুত পায়, আঙ্গুলে অঙ্গুরী।
কাটিয়া বিলাতী সিঁতি বাড়ায় মাধুরী॥
ঘড়ির শিকল গলে, ট্যাঁকে থাকে ঘড়ি।
কোমরে সোণার বিছা, হাতে হেম ছড়ি॥

প্রেম-রবি সকলের সমান উদয়।
সকলেরি সমানন্দ ষষ্ঠীর সময় ॥
ধনহীন দীন দুঃখী তারা সজ্জা করে।
যেতে হবে মধুপুরে, দুঃখেতে কি করে।
সুবেশে শ্বশুরবাড়ী বাড়াইতে মান।
বসন চাহিয়া ফেরে খোয়াইয়া মান ॥
কোন জন বলে আসি ইয়ারের সনে।
ধুতি হোলে যেতে পারি শ্বশুর-ভবনে ॥
চাদোর অভাব মোর বলে অন্য জন।
রিপু করে নিব ধুতি করিয়ে যতন ॥
কেহ বলে কেমনে শ্বশুরালয়ে যাই।
যোটাতে বসন পারি টাকা কোথা পাই ॥
পরের পোশাক পরি কোরে ফতো জারি।
ফিরে এসে ফিরাইয়া তাহা দিতে পারি ॥
ধার করা টাকা ব্যয় হবে তথা গিয়া।
শ্রীঘরে যাইতে হবে শ্রীধাম ছাড়িয়া ॥
যেমনে হউক সবে উদ্যোগী গমনে।
চঞ্চল হয়েছে মন কামিনী কারণে ॥
চরণ বাহন কার, কার হয় করী।
শিবিকায় যায় কেহ, কেহ তরিপরি ॥
মুখের মাধুরী হেরি মোহন মুকুরে।
গদ গদ চালে পদ, জায়া যেই পুরে ॥
উপনীত একে একে আনন্দ-ভবনে।
প্রেমানন্দে পুলকিত পুরবাসিগণে ॥
প্রেমদা-পিতার পদে প্রণতি করিয়া।
অন্দরে জামাই যায় কৌতুকী হইয়া ॥
মুদ্রা দিয়া বন্দিলেন শ্বাশুড়ীচরণ।
উপরে তুলিতে মুখ লজ্জিত নয়ন ॥

মেয়ের ভেড়ুয়া করা শ্বাশুড়ীর ক্রিয়া।
আশীর্ব্বাদে গরু করে ধান দূর্ব্বা দিয়া ॥
ছলনা ললনাগণ গোপনে করিল।
ভাঁটাপরে কাষ্ঠাসন বসিবারে দিল ॥
আহ্লাদে প্রহ্লাদ ক্ষেপা বসিল তাহায়।
টলিয়া চলিল পিঁড়ি বড় লাজ পায় ॥
উঠিল হাসির ঘটা রূপসীমণ্ডলে।
ঘোড়াছাড়া গাড়ী যায় দেখ দেখ বলে ॥
শ্বশুর-দুহিতাগণ যেথানে যে ছিল।
এক বিনা একে একে সকলে আইল ॥
কৌতুক করিতে সুখে নন্দায়ের সনে।
আইল শালাজগণ গজেন্দ্রগমনে ॥
নবীন পুরুষ ঘেরি বসে যত নারী।
বিহার-বিপিনে যেন বিপিন-বিহারী।
কোন রামা বলে মাগো বোবা কি জামাই।
আর জন বলে দিদি ভাবিতেছি তাই ॥
কেহ বলে আই আই বলি লাজ খেয়ে।
আমা পানে রহিয়াছে একদৃষ্টে চেয়ে ॥
জামাই কহিল কথা লাজ পরিহরি।
নীরব-কাহিনী মম শুনলো সুন্দরি ॥
বিধুকলা বিধুমুখি তব বিধুমুখ।
পূর্ণোদয় দিনে দেখি মূক হল মুখ ॥
নীরদ-নিনাদ সম, ভয় পাবে শশী।
নিরীক্ষণ করি তাই মৌনমুখে বসি ॥
রামা-আস্ত সুপ্রকাশ, মৃদু হাস্যময়।
অরুণ উদয় যেন ঊষার সময় ॥
খাদ্য দ্রব্য নানামত করে আয়োজন।
সুধায় বর্ণন তার জানে সর্ব্বজন ॥

চাতুরী চতুরা মেয়ে করে পায় পায়।
পায় পড়া যারা তারা লজ্জা নাহি পায়॥
কলাগাছে ডাব করে বাটাভরা পোকা।
চতুরের ভয় কিবা, ঠকে যায় বোকা॥
চাঁরপোরা ক্ষীরছাঁচ চিনি হয় ঘুণ।
পিটুলির চন্দ্রপুলি গুড়া চুণ লুণ॥
সলজ্জ শ্বশুরবাড়ী খায় লজ্জা মনে।
মাথা খাও, খাও খাও, বলে রামাগণে॥
পেটে খিদে, মুখে লাজ, শুনে হাসি পায়।
হাবা ছেলে হেটমুখে আধপেটা খায়॥
অধুনা প্রস্তুত অন্ন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় করেন ভোজন॥
জামাই কানাই নাই অন্য কর্ম্ম ছাড়ি।
চোরের উপরে করে ভাল বাটপাড়ী॥
ভাতের ভিতরে এক বাটি দিয়াছিল।
গোপনে গোপাল তাহা চুরি করে নিল॥
চপলা অবলাকুল হয় চিন্তাকুল।
বাটি কোথা গেল বলি বড়ই ব্যাকুল॥
রসিক বলেন শুন রসিকা অঙ্গনা।
অন্ন-জ্ঞানে খাইয়াছি হয়ে অন্যমনা॥
কিম্বা গলে গেছে তব নয়ন আগুনে।
পাথর সলিল বাম লোচনের গুণে॥
ভোজন সাধন হলে ফিরে দেয় বাটি।
পান খেতে খেতে পরে আসে বারবাটী॥
আমোদ প্রমোদে পূর্ণ যত পুরলোক।
প্রকাশে সবার মনে পুলক-আলোক॥
মিলাইতে নারীরত্ন স্বামী স্বর্ণ পরি।
অস্তাচলে চলে হরি ধরা পরিহরি॥

বিনোদিনী সাজাইতে সাজে রামাগণ।
কত মত করে বেশ হয়ে একমন॥
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার পরায় অশেষ।
বেণী বিনাইয়া শেষ করে দেয় শেষ॥
চন্দ্রমুখ মুছি টিপ কাটিল সরস।
শশধর কোলে যেন শোভা করে শশ॥
কুসুমে ভূষিত করে ভুবন-ভামিনী।
মহেন্দ্রভবনে যেন মহেন্দ্র-মোহিনী॥
দুগ্ধফেণনিভা শয্যা বিস্তার করিয়া।
জীবিত সরসীরুহ রাখে বসাইয়া॥
জ্ঞানযুক্ত অলিরাজে আনিতে হেথায়।
সহচরী ত্বরাত্বরি ডাকিবারে ধায়॥
আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন যতেক যুবতী।
রত্নময় বাম পাশে রাখে রত্নাবতী॥
শোভা হেরি যায় চলে সুলোচনাগণ।
দম্পতী করেন সুখে শর্ব্বরী যাপন॥
আড়ালে থাকিয়া যত সুরসিকা মেয়ে।
কপাট জানালা দিয়া সবে দেখে চেয়ে॥
কোন ধনী কথা কয় মৃদু মধু স্বরে।
ওলো ধনি, একি ধ্বনি শুনি এই ঘরে॥
কি কর মুরলীধর মোহিনীর কাছে।
নয়ন পূরিয়া দেখ কিবা শোভিয়াছে॥
বিমল কমল কোলে, কি কর বসিয়া।
মকরন্দ কর পান মানস পূরিয়া॥
প্রথমেতে প্রণয়িনী কথা নাহি কয়।
সম্বোধিয়া নব কান্তা কান্ত কোলে লয়॥

লঘু ত্রিপদী।

কামিনি যামিনী সুখের কাহিনী
কহিয়া যাপন কর।
বদন মধুরা কেন কামধুরা
ঢাকিতেছ দিয়া কর॥
তব ওষ্ঠাধর জিনি ইন্দীবর
সুধার আধার জানি।
অন্তর চকোর চরিতার্থ মোর
কর, করি যোড়পানি॥
বিধাতা বিমুখ, তব বিধুমুখ
ঘোম্‌টা-রাহুতে গ্রাসে।
আজ্ঞা কর ছলে দানবেরে বলে
নাশি আমি অনায়াসে॥
স্বামীর বচনে বামা হাসে মনে
ঘাড় নাড়ি করে মানা।
নিষেধ সে নয়, প্রেম পরিচয়,
ভাবুকের মন জানা॥

পয়ার।

বাহিরেতে রামাগণ শুনে সুখী হয়।
হইবে মানস পূর্ণ শুন রসময়॥
এক 'না' শুনিয়া নানা দুঃখিত অন্তরে।
আর না, আর না, কত বলিবে হে পরে॥
কান্ত বলে সুধামাখা এখন হবে না,
এ হবে না পরে আর রবে না রবে না॥
পতির রসের কথা শুনে পত্নী হাসে।
ধীরে ধীরে গুণমণি দৈত্যবরে নাশে॥
প্রস্ফুটিত মুখপদ্ম স্বামী পরশনে।
প্রেমালাপে পরিতুষ্ট হয় দুই জনে॥

নিত্য নিত্য নব সুখ এরূপে ভুঞ্জিয়া।
স্বধামে জামাতা যায় শ্রীধাম ছাড়িয়া॥
ষষ্ঠীদেবী পুজা করি সবে সুখী হয়।
প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী হৃদয়ে উদয়॥
অভাগা অনূঢ় যারা, তারা মনোদুখী।
দীনবন্ধু মিত্র কহে, কর ষষ্ঠী সুখী॥

জামাই-ষষ্ঠী।

(দ্বিতীয় বারের।)

আইল সুখের ষষ্ঠী সুখ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
ধাইল জামাই সব শ্বশুর-আবাসে॥
ফুটিল প্রেমের ফুল হৃদয়-কাননে।
ছুটিল কামের তীর কামিনী-আননে॥
নবীন নায়ক সব ছিল উচাটন।
পাঁজি দেখে বুঝাইয়ে রেখেছিল মন॥
আশা-তরি ভাসাইয়ে সময়-সাগরে।
কাটিয়াছে এত দিন ধৈর্য্য হালি ধরে॥
ছাড়ায়ে শীতল-ষষ্ঠী ভাবাকুল মন।
কত শোকে অশোকের পায় দরশন॥
অশোকে অধীর অঙ্গ অনঙ্গ-তরঙ্গে।
নানা ভাবোদয় মনে প্রমদা-প্রসঙ্গে॥
কেহ বলে, হেলে আর নাহি পায় পানী।
দেখি নাই মুখপদ্ম, ধরি পদ্মপাণি॥
মাঝের কদিন হক্ এখনি যাপন।
অশোকে অরণ্য-ষষ্ঠী করি উদ্‌যাপন॥
ফলে সহকার পরে, সুখের সঞ্চার।
অরণ্যের আগমনে আনন্দ অপার॥

সহসা জামাতা যত উঠিল শিহরে।
শুভ গমনের তরে সুখে সজ্জা করে ॥
কালাগিনী-পেড়ে ধুতি পরে যত্নাদরে।
কোঁচায় শেষের ফুল ভাল শোভা করে ॥
শোভিছে নেটের জামা পেটের উপর।
অপরূপ রূপ আঁটা, চোনাট সুন্দর ॥
সবুজ-বরণে বারাণসীর উড়ানি।
সে উড়ানি নায়িকার নয়ন-জুড়ানি ॥
গলায় বিলাতি চেন, পকেটেতে ঘড়ী।
কাঁটা তার প্রেম-কাঁটা, বেঁধে ঘড়ী ঘড়ী ॥
কারপেটি জুতা পায় শোভা পায় যত।
জুতা নয়, সে জুতায় জুতা মারে কত ॥
করশাখা সুশোভিত করিল অঙ্গুরী।
গলায় রুমাল বেঁধে বাড়ায় মাধুরী ॥
কেশে কাটি বাঁকা সিঁতি বিলাতি ধরণে।
মনেতে গরব কত গরব-পালনে ॥

রমণীয় পরিণয়ে পবিত্র প্রণয়।
সমভাবে সকলের হৃদয়ে উদয় ॥
কিবা রাজা, কিবা প্রজা, ধনী কিবা দীন।
পীযূষ-প্রণয়-রসে সমান বিলীন ॥
রম্য হর্ম্ম্যে গজদন্ত-নির্ম্মিত পালঙ্কে।
যত সুখ ভুঞ্জে ভূপ রাণী-রসরঙ্গে ॥
তৃণশালাবাসী কৃষী প্রেয়সীর সনে।
ততোধিক হয় সুখী প্রেম-আলিঙ্গনে ॥
রুক্মিণীর বিম্বাধরে করিয়া চুম্বন।
পাতার কুটীর ভাবে ইন্দ্রের ভবন ॥

জামাই-শ্রেণীর মাঝে দীন হীন যত।
সুমধুর মিষ্ট ভাবে তুষ্টি-লাভ কত ॥

পাঠ করে কুল-কোষ্ঠী গোষ্ঠী অনুসারে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে ফষ্টি করি ষষ্ঠী-পালা সারে॥
রিপু-করা ধুতি পরি নাহি ভাবে দোষ।
ভাবে মনে আদি রিপু কিসে হবে তোষ॥
লোকে বলে এই ধুতি এনেছিল চেয়ে।
ফলে আর সুখী কেবা আছে তার চেয়ে॥
ছেঁড়া সূতা যোড়া দিয়া যোড়াগাঁথা রয়।
ভেড়াভেড়ি হলে আর ছেঁড়াছিঁড়ি নয়॥
যে জন হয়েছে ঘর-জামায়ে জামাই।
কোন দিন নাহি তার ষষ্ঠীর কামাই॥
ছকুলেতে কেহ নাই, কোথা আর যায়।
ষষ্ঠীর বিড়াল হয়ে মাচ দুধ খায়॥
অপমানে অপমান কিছু নাহি বোধ।
'পেটে খেলে পিঠে সয়,' কেন হবে ক্রোধ॥
সদা সহবাসে দারা শ্বসার সমান।
ষষ্ঠীতে শ্বশুরালয় পিত্রালয় জ্ঞান॥
সতত থাকিয়ে তথা সুখী নয় মনে।
মাতালে মদের সুখ জানিবে কেমনে॥
ফলে, যদি এ বিষয় দোষ তার ধরি।
বিচারেতে দোষী হয় হর আর হরি॥
দু তিন ছেলের বাপ যে সব জামাই।
তারাও উঠেছে ক্ষেপে, বলে যাই যাই॥
ছেলে দেখিবারে যাব, বাটা নিতে নয়।
'পো-নামে পোয়াতি বাঁচে' সর্ব্ব লোকে কয়॥
এক দিকে বাপ সাজে, আর দিকে ব্যাটা।
ভাইপোরে লজ্জা দিয়ে সাজিলেন জ্যাটা॥
পুরাণ-জামাই-কথা ধরিবে না মনে।
নবীন-জামাই-কথা রচিব যতনে॥

একে একে উপনীত শ্বশুর-সদনে।
জামাই আইল দেখি, সবে সুখী মনে॥
কেহ আসি সমীরণ করে সঞ্চালন।
বারি ঝারি আনি কেহ ধোয়ায় চরণ॥
তেল মাখাইয়ে কেহ দেয় সমাদরে।
মনসাধে যাদুমণি স্নান পূজা করে॥
অন্তঃপুরে আসি দাসী দেয় সমাচার।
উথলিল মেয়েদের প্রেম-পারাবার॥
খাদ্য দ্রব্য নানামত করি আয়োজন।
অধীরা হইল তারা জামাই কারণ॥
"মাতা খাস্, যা লো দাসি, বাহিরে সত্বরে
অবিলম্বে বনমালী আনগে অন্দরে॥"
এখানে জামাই বসে পুরুষের দলে।
মন কিন্তু গেছে মনোমোহিনী-মণ্ডলে॥
দাসী আসি হাসি হাসি কহে মৃদুস্বরে।
"এস গো জামাই বাবু বাড়ীর ভিতরে॥"
এ কথা শুনিলে আর থাকে কোন্ কাজ।
"ব্যস্ত কেন যাই" বলে উঠে যুবরাজ॥
ধীরি ধীরি সহচরী সহিত গমন।
মুদ্রা দিয়া প্রণমিল শাশুড়ী-চরণ॥
শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ ধানেতে প্রকাশ।
তনয়ার হও দাস—এই অভিলাষ॥
প্রণমিয়ে নটবর সকলের পায়।
হাস্য-আস্যে আসনের নিকটে দাঁড়ায়॥
"বস বস রসময়" বলে রামাগণ।
"দাঁড়ায়ে রহিলে কেন থাকিতে আসন॥"
মনোহর মনোহর স্বরে কথা কয়।
"কি কারণ দাঁড়ায়েছি শুন পরিচয়॥

নিরাসনে চন্দ্রাননী তোমরা সকলে।
আসনে অধম আমি বসিব কি বলে ॥
বসিয়া বসাও যদি বসিবারে পারি।
না বসিলে কিসে বসি বসিবারে নারি ॥"
হাসিয়া কহিছে এক তরুণী কামিনী।
"হৃদয় জুড়াল শুনে সুমধুর বাণী ॥
প্রণয়-মন্দিরে তুমি নব উপাসক।
জান নাই কোথা থাকে বকুল চম্পক ॥
পতির হৃদয়চক্র নারীর আসন।
সতত বিরাজে তায় রমণী রতন ॥
মুহূর্ত্তেক নিরাসনে নাহি কোন নারী।
অনুক্ষণ বসে আছে উপরি তাহারি ॥
প্রেম-চক্ষু-হীন তুমি দেখিতে না পাও।
সেই হেতু আমা সবে বসাইতে চাও ॥"
সরস উত্তর শুনি মোহিনীর মুখে।
আসনে জামাই বসি কহিতেছে সুখে ॥
"ক্ষম অপরাধ মম, তব পায় পড়ি।
মানিলাম প্রেমে তুমি দিলে হাত-খড়ী ॥"
কথার কৌশলে হাসি কহিছে রূপসী।
"আহা মরি! খাও কিছু, শুষ্ক মুখ-শশী ॥"
হাবা ছেলে বোবা হয় পীড়ির উপরে।
বোবা বোবা বলে তবু বাক্য নাহি সরে ॥
কৌতুকে কামিনী কহে কৌশল-বচনে।
"ওল খান, বোল তবে ফুটিবে বদনে ॥"
পরিহাসে রসালাপ করে যত মেয়ে।
হেঁটমুখে খায় হাবা, নাহি দেখে চেয়ে ॥
কারিগুরি নারীগণ করে অগণন।
জিনিষেতে জাল করে করিয়া যতন ॥

বারিহীন গেলাসের ঢাকনি উপরে।
কলাগাছ-গোড়া কেটে ডাব-ভাব করে॥
বিচুলির জলে করে মিছরির পানা।
তৃষ্ণায় জামাই খাবে, না করিবে মানা॥
ঘুণের করেছে চিনি দেখিতে সুন্দর।
পিপীলিকা খায় ভুলে, কোথা আছে নর॥
কোন মতে মেয়েদের না দেখি কসুর।
কাঁটালের বিচি কেটে করেছে কেসুর॥
অপরূপ শশা করে ত্যালাকুচা কেটে।
আহ্লাদে হইয়া কাণা দিতে হয় পেটে॥
তেঁতুলের বিচি বেটে করে ক্ষীর-ছাঁচ।
প্রভেদ নাহিক তায়, কেবা পায় আঁচ॥
পিপুল পাতের পানে খিলি বানাইল।
এলাচ লবঙ্গ গুয়া ভেল করে দিল॥
  চতুরের চারি চক্ষু প্রিয়া-প্রিত্রাবাসে।
করি সব অনুভব বুঝে লয় বাসে॥
জলপাত্র ঢাকা দেখি করিছে কৌশল।
"কোথা আমি হাত ধোব, দেশে নাই জল॥"
বলে বাণী কোকিলবাদিনী সুলোচনা।
"সারি সারি বারি-ঘট দেখেও দেখ না॥"
সুরসিক বলে, "শুন শুন গুণবতি।
দেববাণী-তুল্য মানি তোমারি ভারতী॥
কিন্তু কমলিনি, কি হে শোন নি শ্রবণে।
'বাঁশ-বনে ডোম কাণা' বলে সর্ব্ব জনে॥"
আর বামা বলিতেছে বচন সরল।
"মোচন কর হে পাত্র, পাইবে কমল॥"
গুণমণি বলে "ধনি, শুন বলি সার।
ঢাকা পাত্রে দিলে হাত এঁকে হবে আর॥"

শুনিয়ে সরস ভাষা ভুবনমোহিনী।
বারি-পোরা পাত্র আনি দিলেন তখনি ॥
অচতুর অগ্রে করে ঢাকনি মোচন।
জীবন না দেখে তায় হারায় জীবন ॥
কৌশলে কামিনী বলে মধুর বচনে।
"গেলাস খেয়েছে জল তব পরশনে ॥"
বিষম হাসির ঝড়ে উড়ে যায় প্রাণ।
অবাক্ আত্মরে ছেলে হয়ে অপমান ॥
জলযোগ-পরে হয় ভোজনায়োজন।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অপূর্ব্ব অশন ॥
যত রান্না করে নানা চাতুরী এখন।
জেনেছে সে সব সেই, ঠেকেছে যে জন ॥
মোম গলাইয়া বাটি পূরে ঘৃত করে।
ছবি মেখে রেখে দেয় ভাতের উপরে ॥
পিটুলির ছুদ্ ঢেকে দেয় ছুদ-সরে।
সর খুঁড়ে কার আঁখি যাইবে ভিতরে ॥
লাজেতে জামাই সব বেছে বেছে খায়।
একে বা ঠকিয়ে যায় আরে বা ঠকায় ॥
জামাই ঘেরিয়ে বসে সুলোচনাগণে।
পয়ঃ সহ মধুফল দিতেছে যতনে ॥
চতুরা চতুরে কথা কৌতুক কৌশলে।
খেতে খেতে কত কথা কত জনে বলে ॥
কেহ বলে, "উপরোধে ঢেঁকি গেলে লোক,
পার নাকি খেতে তুমি ছুদ এক ঢোক।"
অধরে অম্বর দিয়া কহিছে শালাজ,
"গোটা কত মিটে আঁব খাও ত্যজে লাজ।"
নাগর হাসিয়া বলে, "আর খেতে নারি,
উপরোধে ভাল চূত দিলে নিতে পারি।"

চতুরা রমণী সেই বুঝিল আভাস ।
"দিতে পারি মনোমত, কিন্তু তাহে আঁশ ॥
কি জানি মুক্তা-দাঁতে যদি লেগে যায় ।
ব্যাঘাত হইবে শেষ আসার আশায় ॥"
নাগর কহিছে, "সব তোমারি ত হাত ।
নি-আঁশ বাছিয়া দিলে রক্ষা পাবে দাঁত ॥"
ঈষৎ হাসিয়া কহে শালাজ তখন ।
"অরসিক তুমি তাই বলিলে এমন ॥
যাহা তুমি ডান হাতে করেছ গ্রহণ ।
নি-আঁশ ও আঁব, দেখ মেলিয়ে নয়ন ॥"
পড়িল খুসির হাসি শশিমুখী-দলে ।
থতমত খেয়ে কান্ত কিছু নাহি বলে ॥
কামিনী-কৌশল কথা নানামত আছে ।
শুনিতে বাসনা যার, এস মোর কাছে ॥
অবশেষ পান খেয়ে যান যুবরাজ ।
আহ্লাদে বসেন গিয়া যুবক-সমাজ ॥
সেতার তবলা বাজে, খেলে দাবা তাস ।
সন্দেশের টাকা দেন হইয়ে উল্লাস ॥
মন কিন্তু জামায়ের সদাই অস্থির ।
কত ক্ষণে আগমন হবে যামিনীর ॥
তত বাড়ে, কমে যত তপনের তাপ ।
রবি অস্ত দেরি দেখে বাড়িছে বিলাপ ॥
তরুণী তরুণে আপে তারিতে তরণি ।
অবশেষ অস্তে যান ছাড়িয়ে ধরণী ॥
মনের আঁধার যায় দেখিয়া আঁধার ।
নিশিতে প্রণয়-নীরে দিবেন সাঁতার ॥
মেয়ের মায়ের মন রসে টলমল ।
ভূষণে ভূষিতা করে তনয়া-কমল ॥

সুবেশ করিল বেশ বর্ণনা অশেষ।
সাজাইল উমা যেন তুষিতে উমেশ॥
মোহিনীর খোঁপা বাঁধে চিকাইয়া চুল।
চারি পাশে ঘিরে দেয় বকুলের ফুল॥
জামাই-সোহাগি টিপ ভালে কেটে দিল।
বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল॥
আভরণে আদরিণী আবৃতা হইল।
তরুণ অরুণ যেন উষায় উঠিল॥
 গোধূলিতে ধ্যান পূজা করি সমাপন।
সুখাদ্য জামাই বাবু করেন ভক্ষণ॥
রঙ্গে ভঙ্গে কুরঙ্গনয়না-কুল সনে।
আছেন পরম সুখে কথোপকথনে॥
রহস্যে রজনী বৃদ্ধি, বলে রামাগন।
"চল চল মন্মথ, করিতে শয়ন"॥
শ্যালকী শালাজ সঙ্গে সানন্দে সুরত।
আইল শয়নাগারে পূর্ণ-মনোরথ॥
প্রিয়তমা সরোজিনী পালঙ্ক-উপরে।
দেখে সুখ বাড়ে দিননাথের অন্তরে॥
সুবদনীগণে বলে সুমধুর-স্বরে।
"সুরঙ্গে অনঙ্গ বস পালঙ্ক-উপরে॥
নির্জ্জনে নলিনী সনে কর প্রেমালাপ।
আমরা থাকিলে হেথা বাড়িবে বিলাপ॥"
শয্যা-সরোবরে রাখি পদ্মিনী ভ্রমরে।
লুকাইয়া দেখে সব থাকিয়ে অন্তরে॥
 কি কথা কহিবে কান্ত করিছে ভাবনা।
ঘোমটা দেখিছে চেয়ে হইয়ে বিমনা॥
"কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে, ভাবিয়ে না পাই।
পরিণত বিধুমুখ, তাহে কথা নাই॥

রূপের গৌরবে বুঝি হয়ে গরবিণী ।
প্রেমাধীন জনে দুখ দেও আদরিণি ॥”
কামিনী কহিল কথা পীযূষের তারে ।
প্রভাতে ললিত যেন বাজিল সেতারে ॥
“সুরসিক তুমি নাথ, আমি হে বালিকে ।
বচন-রচনা ভাল রসিকা রসিকে ॥”
অধরে চুম্বন করি বলেন রসিক ।
“কিসে প্রাণ-কমলিনি, আমি সুরসিক ॥
তব সনে প্রণয়িনি, এই দরশন ।
বল দেখি আমি তব হই কোন্ জন ॥”
রসিকা বালিকা করে সরস উত্তর ।
“তব পরিচয় দিব শুন প্রাণেশ্বর ॥
জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুর্‌ঝির ঠাঁই ।
তুমি প্রাণ, হও মোর ঠাকুর-জামাই ॥”
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল ।
বাহিরে মহিলাদল হাসিতে লাগিল ॥
গুণমণি অধোমুখ সুখ অপমানে ।
চতুরা রমণী বলি রমণীরে মানে ॥
নানারূপ আলাপনে নিশি হয় শেষ ।
যে হয় জামাই সেই জানে সবিশেষ ॥
দিনেক দুদিন থাকি মথুরা-নগরে ।
বিদায়ি বসন লয়ে যায় নিজ ঘরে ॥
মনসুখে প্রণমিয়া বষ্ঠীর চরণ ।
রচিলেন দীনবন্ধু সুখের পার্ব্বণ ॥

লয়্যাল্টি লোটস্

অর্থাৎ

রাজভক্তি শতদল।

এস ভ্রাতা আলফ্রেড, আদরের ধন,
আনন্দে নাচিছে আজি আর্য্য-সুতগণ,
শুভ দিনে শুভক্ষণে, তব চারু চন্দ্রাননে,
করিবে উল্লাসে সবে রাজ-দরশন।
দয়াময়ী মা জননী রাণী ভিক্টোরিয়া
তোমাতে উদয় অদ্য রাজ্য উজ্জ্বলিয়া।

বসহে রাণীর পুত্র, পৃথু-সিংহাসনে,
পৃথ্বীপতি শোভা হেরি পুলকিত মনে।
শত বৎসরের পরে, মা মহিষী দয়া করে,
পাঠালেন প্রিয় পুত্র ভারত-ভবনে ;
কে বলে আছেন মাতা আমাদের ভুলে,
এই যে স্নেহের চিহ্ন হিন্দুপুত্র কুলে।

উদয় অন্তরে আশা আপনা আপনি,
এইবার আমাদের ভাবি নরমণি
যুবরাজ স্নেহভরে, প্রজার পালন তরে,
আসিবেন সঙ্গে লয়ে পবিত্র রমণী,
উথলিবে সুখসিন্ধু হিন্দু দেশময় ;
জয় জয় যুবরাজ জয় জয় জয়।

ভবেশে ভকতি-ভরা মাতা ভিক্টোরিয়া,
বীর-প্রসবিনী রাণী বীর-বরণীয়া,
পরে পুলকিত মনে, সহ নিজ পরিজনে,
উদয় হবেন সুখে ভারতে আসিয়া ;

মা বলে প্রজার দলে করিছে রোদন,
লবেন কোলেতে তুলে চুম্বিয়ে বদন।

বসহে ডিউক ভাই,   হিন্দু ভাই-দলে
শ্বেত-শত-দল-মালা দিই তব গলে,
ক্ষীর সর নবনীত,   মতিচুর মনোনীত,
মনোহরা চন্দ্রপুলি গঠা স্থকৌশলে,
সমাদরে করি দান বদনে তোমার,
তা চেয়ে স্থতার দিই প্রেম-উপহার।

বাজাও তবলা বাঁশী বেহালা সেতার,
এমন সুখের দিন কবে হবে আর,
ঘুমুর বান্ধিয়ে পায়,   পেসোয়াজ দিয়ে গায়,
নাচরে নর্ত্তকি, লয়ে ভঙ্গি মেলকায় ;
গাওরে গায়িকা গীত, দিব্য তান লয়ে,
হারায়ে ইন্দ্রের সভা ভারত-আলয়ে।

মেয়ো সনে রাজপুত্র বসেছে সভায়,
আলোময় কলিকাতা অধিপ-আভায় ;
দীপরত্ন অঙ্গে পরি,   আভাময়ী এ নগরী,
প্রজার হৃদয়-আভা মিলিয়াছে তায়।
ধর্ম্মশীলা হিন্দুবালা ইন্দুনিভাননী
অলিন্দে দিতেছে দীপ দিয়ে হুলুধ্বনি।

মঙ্গল-সাধন-হেতু বঙ্গ বরাঙ্গনা
গুণপনা সহকারে দেছে আলপনা,
গন্ধপুষ্প দুর্ব্বাধান,   সমাদরে করি দান,
মনসাধে সাধিতেছে ভূপ-উপাসনা।
ধন্য বঙ্গ-বিলাসিনী মঙ্গলনিধান,
কোথা সতী ভক্তিমতী তোমার সমান ?

রাজপুত্র সিংহাসনে, বড় শুভ দিন,
কে বলে ভারতে আর স্বাধীনতা-হীন ?
আপন নয়নে তুমি, দেখিলে ভারতভূমি,
আনন্দ সাগরে সব দেখিলে বিলীন ;
বলিবে বিলাতে গিয়ে শুভ সমাচার,
ভাসিয়াছে ভারতের ভক্তি-পারাবার।

কি দিব মহিষী-পদে সকলি তাঁহার,
লয়ান্টিলোটস্ লও ভারতের সার,
রাজভক্তি রসে গলি, ভিক্টোরিয়া জয় বলি,
করতালি দেহ সবে সুখে একবার ;
পাইলাম এত দিনে জননীর কোল
ভিক্টোরিয়া জয় বলি দেহ হরিবোল।

প্রভাত।

রাত্ পোহালো, ফর্সা হলো,
ফুটলো কত ফুল,
কাঁপিয়ে পাকা, নীল পতাকা,
যুট্লো অলিকুল।
পূর্ব্ব ভাগে, নবীন রাগে,
উঠ্লো দিবাকর,
সোণার বরণ, তরুণ তপন,
দেখ্তে মনোহর।
হেরে আলো, চোক জুড়ালো,
কোকিল করে গান,
বৌ-কথা-কয়, করে বিনয়,
ভাঙ্চে বোয়ের মান ;

ঘরের চালে,　　　গাছে গাছে,
ডাক্‌চে কত কাক,
পুজ-বাটীতে,　　　জোর কাটিতে
বাজ্‌চে যেন ঢাক।
পতি বিরহে,　　　পদ্ম দহে,
পদ্ম বিরহিণী,
ঝরিয়ে নয়ন,　　　তিতিয়ে বসন,
কাট্‌য়েছে যামিনী ;
গেল রজনী,　　　হাস্‌লো ধনী,
পতির পানে চায়।
মুখ চুমিয়ে,　　　আতর নিয়ে,
যাচ্ছে উষার বায়।
মাতা তুলি,　　　মরালগুলি,
নদীর কূলে ধায়,
চরণ দিয়ে,　　　জল কাটিয়ে,
সাঁতার দিয়ে যায়।
ঘোমটা দিয়ে,　　　ঘাটে বসিয়ে,
ছোট বয়ের কুল,
মাজ্‌চে বাসন,　　　বাজ্‌চে কেমন,
তাবিজ্ লঙ্কফুল ;
পরস্পরে,　　　মধু স্বরে,
মনের কথা কয়।
ঘোম্‌টা থেকে,　　　থেকে থেকে,
হাসির ধ্বনি হয়।
অনেক মেয়ে,　　　গাম্‌চা দিয়ে,
ঘস্‌চে কোমল গা,
পশি জলে,　　　মুখে বলে,
নিস্তার গো মা ;

উঠে কূলে, এলো চুলে,
বসে সুলোচনা,
মাটী দিয়ে, শিব গড়িয়ে,
কচ্চে উপাসনা।
কত কুমারী, সারি সারি,
দুল্‌চে কাণে দুল,
কানন হতে, কচুর পাতে,
আন্‌চে তুলে ফুল।
আস্তে ঝাড়ি তুঁষের হাঁড়ী,
আগুন করে বার,
খর্সান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে,
যাচ্চে চাষার সার।
পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে,
কাপড় দিয়ে গায়,
গরু চরাতে, পাচন হাতে,
রাখাল গেয়ে যায়।
গাভীর পালে, দোয় গোয়ালে,
দুদে কেঁড়ে ভরে,
গজ-গামিনী গোয়ালিনী,
বসে বাছুর ধরে ;—
হাস্‌চে বালা, রূপের ডালা
মুচ্‌কে মধুর মুখ,
গোপের মনে, দুদের সনে,
উঠ্‌ছে কেঁপে সুখ।
গাছের তলে, নেড়ে অনলে,
বলে ববম্‌ বম্‌,
জটা-শিরে সন্ন্যাসীরে
মার্‌চে গাঁজার দম্‌।

তাড়ী বগলে, ছেলের দলে,
পাঠশালেতে যায়,
পথে যেতে, কোঁচড় হতে,
খাবার নিয়ে খায় ;
এই বেলা, সকাল বেলা,
পাঠে দিলে মন,
বৈকালেতে, গৌরবেতে,
রবে যাদু ধন।

সুরধুনী কাব্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।

"Poetry has been to me its own exceeding great reward. It has soothed my afflictions; it has multiplied and refined my enjoyments; it has endeared solitude; and it has given me the habit of wishing to discover the good and beautiful in all that meets and surrounds me."

— *Coleridge.*

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৯৩।

ভিষক্‌-কুল-পঙ্কজ-সবিতা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম্‌ ডি

হৃদয়সন্নিহিতেষু।

সহোদর প্রতিম মহেন্দ্র!

কতিপয় দিবস অতীত হইল আমি এক দিন উষার সমীরণ সেবন করিতে করিতে তোমার ভবনে উপনীত হইয়াছিলাম। দেখিলাম তুমি চেয়ারে উপবিষ্ট, তোমাকে বেষ্টন করিয়া অনেক গুলি লোক,——বাঙ্গালি, হিন্দুস্থাণী, উৎকল, সাহেব, বিবি—দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তুমি তাহাদিগের পীড়া নির্ণয় করিয়া ঔষধ বিতরণ করিতেছ। আমি কতক্ষণ এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম, জনতা নিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে না। এই দৃশ্যটি অতীব মনোহর—ইচ্ছা হইল আলেখ্যে লিখিয়া জন সমাজে প্রদর্শন করাই। অধ্যয়ন কালাবধি তুমি আমার পরম বন্ধু; সেই সময় হইতে তোমাতে নানারূপ মহত্ত্বের চিহ্ন দর্শন করিয়াছি, সত্যের অনুরোধে বিপুল বিভব-প্রদ এলোপাথি এক প্রকার বিসর্জ্জন দিয়া হোমিওপাথি অবলম্বন অসাধারণ মহত্ত্বের কর্ম্ম; কিন্তু প্রিয় দর্শন! উল্লেখিত প্রিয়দর্শনটি মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। তোমার মহত্ত্বের এবং অকৃত্রিম প্রণয়ের অনুরাগ স্বরূপ আমার সুরধুনী কাব্য তোমাকে অর্পণ করিয়া যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইলাম।

অভিন্ন হৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

শুদ্ধিপত্র ।

পত্র	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১৮	ঔষধি	ঔষধ
১৯	৬	কেশবের	কেশরের

সুরধুনী কাব্য।

প্রথম ভাগ।

প্রথম সর্গ।

কবিতা-কুসুম-মালা শোভিতা ভারতি !
দীনে দয়া বীনাপানি কর ভগবতি !
বিবরণ বলো বাণি ! শুনিতে বাসনা,
কেমনে গমন করিয়াছে ভবায়না ;
শুনিতে শুনিতে ভগীরথ শঙ্খধ্বনি,
সেকালে সাগরে যায় ভীষ্মের জননী—
এখন বাজায়ে বীণা তুমি এক বার,
শৈলহতে গঙ্গা লয়ে যাও পারাবার।

হিমালয় মহীধর ভীম কলেবর,
ব্যাপিয়াছে সমুদয় ভারত উত্তর ;

তুষার মণ্ডিত শ্বেত শিখর নিকর,
ভেদিয়াছে উচ্চ হয়ে অম্বুদ অম্বর—
ধবল ধবলগিরি উচ্চ অতিশয়,
করিতেছে সুধাপান চন্দ্রমা আলয়,
উজ্জ্বল কাঞ্চনশৃঙ্গ শৃঙ্গ উচ্চতর,
পরশন করিয়াছে শুক্র গ্রহবর,
শীত-ঋত দেবধাম শৃঙ্গ শ্রেষ্ঠতম,
ধরিয়াছে তাপ আশে অরুণ অগম।
নদনদী হ্রদ উৎস সলিল প্রপাত,
শোভাকরে শৈলবরে সব শৈলজাত,
পৃথিবী-পিপাসা-নাশা জলছত্র জ্ঞান,
অকাতরে গিরিবর করে নীর দান,
অবনীর নীর প্রয়োজন অনুসারে,
ভূরি ভূরি বারি ভরা ভূধর ভাণ্ডারে।
ভাণ্ডারের কিয়দংশ পোরা স্বচ্ছজলে,
কিয়দংশ বিজাতীয় বরফের দলে,
কিয়দংশ পরিপূর্ণ সজল জলদে,
সকলি সঞ্চিত দিতে জল জনপদে।

এই মহা হিমালয় হৃদয় কন্দর,
জাহ্নবীর জন্মভূমি জনে অগোচর।
শিশুকাল হয় গত পিতার ভবনে,
যুবতী হইলে সতী পতি পড়ে মনে।

জীবন যৌবনে গঙ্গা কালে সুশোভিল,
বিষম বিরহ ব্যথা হৃদয়ে বিঁধিল।
একদা বিরলে বসি জাহ্নবী কাতরা,
বাম করে গণ্ড, বামেতরে ধরা ধরা,
বিমুক্ত কুন্তল দল, সজল নয়ন,
হৃতাদরে নিপতিত সিন্দূর চন্দন,
বিকম্পিত দন্তবাস, লুণ্ঠিত অঞ্চল—
কাঁদিছে বিষণ্ণ মনে, নিতান্ত চঞ্চল।
হেনকালে পদ্মা আসি হাসি হাসি কয়,
“ একি ভাব, মরে যাই, আজ্‌কে উদয়!
“ কিসে এত উচাটন, কে হরিল মন,
“ কারজন্যে ঝুরিতেছে নবীন নয়ন,
“ মাতা খাস, মরামুখ দেখিস্ সজনি,
“ সত্য বলো কিসে তুমি বিরস বদনী,
“ কেন চুল বাঁধো নাই, পরনি ভুষণ,
“ কিশোর বয়সে কেন বেশে অযতন,
“ অবাক্ হয়েছি হেরে লেগেছে চমক্,
“ কাঁচা বাঁশে ঘুন সই, কোরকে কীটক ?”

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি ঈষৎ হাসিয়ে
উদয় আতপ যেন নীরদ মাখিয়ে—
বলিলেন ভাগিরথী “ শুন পদ্মা সই—
“ বেশভুষা অভাগীরে সাজে আর কই,

" বৃথায় জীবন মম বৃথায় যৌবন—
" বনে ফুটে বন ফুল বনে নিপতন—
" দেশান্তরে রহিলেন পতি পরাবার,
" দেখা তাঁর দূরে থাক্ নাহি সমাচার,
" আমি অতি মন্দমতি কঠিন অন্তর,
" তুষার সংঘাত শিলা মম কলেবর,
" তাই সখি এত দিন ভুলে আছি কান্ত,
" সতীর সর্ব্বস্ব নিধি, দুর্ল্লভ নিতান্ত—
" তুমি মম প্রাণ সখী বিশ্বাসের স্থল,
" বিকশিত তব কাছে হৃদয় কমল,
" শুনিলে যাতনা, কর রক্ষার উপায়,
" বিনা প্রাণপতি প্রাণ যায় যায় যায়,
" পতিহারা সতী সই জীবিত কি রয় ?
" অনিল অভাবে দীপ নির্ব্বাপিত হয় ।"

নিরবিলা সুরধুনী, পদ্মা হাসি কয়,
" পেলেম প্রাণের সখি ভাল পরিচয় ;
" কেমন পড়েছে কাল, লাজে যাই মরে,
" কচিমেয়ে কাঁদে মাগো ! পতি পতি করে,
" আমরাও এককালে ছিলেম যুবতী,
" করি নাই কখনত হা পতি যো পতি—
" টল টল করে জল বিশাল নয়নে,
" সাগর সম্ভব বুঝি হবে বরিষণে,

" কাঁদ্ কাঁদ্ কাঁদ্ সখি কাঁদ্ মন দিয়ে,
" বিচ্ছেদ অনল যাবে এখনি নিবিয়ে।"

ধরিয়ে পদ্মার করে গঙ্গা হাসি কয়—
" তোর কি কৌতুক সখি সকল সময়!
" রঙ্গ ভঙ্গ দেলো পদ্মা করিলো মিনতি,
" জীবন নিধন ধনি বিনা প্রাণ পতি।
" পারাবারে যাব আমি করিয়াছি পণ,
" কার সাধ্য মম গতি করে নিবারণ?
" বিরহিনী পাগলিনী, ব্যাকুল হৃদয়,
" পতিদরশনে যেতে নাহি লাজ ভয়,
" পবিত্র স্বামীর নামে নাহি দূরাদূর,
" কোমল মালতী, বর্ত্ম দুর্গম বন্ধুর;
" স্নেহভরা সহচরী তুইলো আমার,
" কেনা রব চিরদিন, কর উপকার।"

জাহ্নবীরে ধীরে ধীরে পদ্মা প্রবাহিনী,
বলিল মধুর স্বরে ভাষা বিমোহিনী—
" কেঁদ না কেঁদ না ধনি সুরধুনি সই,
" ব্যাকুলা হেরিলে তোরে দিশে হারা হই,
" প্রচণ্ড প্রবাহ ভরে পয়োধি আলয়ে,
" আনন্দে আদরে তোরে আমি যাব লয়ে,

" পারে পতি পারাবার পতিত পাবনি,
" পূজিবে যুগলরূপ আনন্দে অবনী,
" হেরিবে পতির মুখ জুড়াইবে প্রাণ,
" উথলিবে সুখসিন্ধু সিন্ধু সন্নিধান,
" কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে থাকলো সুন্দরি,
" সাগর গমন যোগ্য আয়োজন করি—
" পরাধিনী সীমন্তিনী হয় চিরদিন,
" শৈশবে অবলা বালা পিতার অধীন,
" যৌবনে যুবতী গতি পতি অনুমতি,
" স্থবিরে তনয়-করে নিপতিতা সতী ;
" অতএব অম্বু-অঙ্গি বিবেচনা হয়,
" হিমালয়ে সমুদয় দিই পরিচয়,
" অনুমতি লয়ে তাঁর উভয়ে মিলিয়ে,
" চপল চরণে যাবি সাগরে চলিয়ে।"

এত বলি চলে গেল পদ্মা উন্মাদিনী,
যথায় মেনকা রাণী বসে একাকিনী,
" নিবেদন, " বলে পদ্মা, " শুন গো আমার
" তোমার গঙ্গায় আর ধরে রাখা ভার,
" যৌবনে ভরেছে অঙ্গ পতি নাই কাছে,
" বড় যাই ভাল মেয়ে আজো ঘরে আছে,
" হিমালয়ে জিজ্ঞাসিয়ে দেহ অনুমতি,
" পতি কাছে লয়ে যাই জাহ্নবী যুবতী,

"ঘরেতে রাখিলে গঙ্গা ঘটিবে জঞ্জাল,
"কোন্ মায়ে মেয়ে ঘরে রাখে চিরকাল ?"

প্রস্থান করিল পদ্মা বলিয়ে সংবাদ,
নীরবে মেনকা রাণী ভাবেন প্রমাদ ;
হেন কালে হিমালয় গিরি কুলেশ্বর,
হাসি হাসি তথা আসি চুম্বিয়ে অধর,
জিজ্ঞাসিল পরিচয় মধুর বচনে—
"কেন প্রিয়ে হাসি নাই তব চন্দ্রাননে,
"কি বিবাদ হৃদিপদ্ম হৃদিঅধিকারী,
"আমিত অর্দ্ধাঙ্গ কান্তে অংশ পেতে পারি।"
মেনকা কহিল কথা বিস্ময় হৃদয়ে—
"কি আর বলিব নাথ মরিতেছি ভয়ে,
"ঘরেতে যুবতী মেয়ে কত জ্বালা যার,
"কোথায় জামাতা তাঁর নাহি সমাচার,
"পতি ছাড়া মেয়ে রাখা মানা কলিকালে,
"কেমনে জীবিত নাথ ভাত উঠে গালে ?
"অবলা সরলা আমি ভাবিয়ে আকুল,
"কলঙ্কে পঙ্কিল হতে পারে জাতি কুল,
"দাসীর বিনতি পতি কাতর অন্তরে,
"জাহ্নবীরে পারাবারে পাঠাও সত্বরে।"

হিমালয় মহাশয় স্বভাব গম্ভীর,
বলে " প্রিয়ে বৃথা ভয়ে হয়েছ অধীর,
" অমূলক ভাবনায় ব্যাকুল হৃদয়,
" কেন কন্যা করিবেন অধর্ম্ম আশ্রয় ?
" শিক্ষিতা সুশীলা বালা তনয়া রতন,
" পতিব্রতা সতী সাধ্বী সদা ধর্ম্মে মন,
" পিতা মাতা পাদপদ্ম ভক্তি সহকারে,
" করে পূজা দিবানিশি বসি অনাহারে।
" হিতৈষী দুহিতা মনে জানে বিলক্ষণ,
" কলঙ্কে পঙ্কিল যদি হয় আচরণ,
" বুক ফেটে মরে যাবে জনক জননী,
" এমন অঙ্গজা কভু, আনন্দ-আননি,
" করিবেন হেন হীন কর্ম্ম ভয়ঙ্কর,
" যাতে দগ্ধ হবে পিতা মাতার অন্তর ?
" কলুষিত হবে যাতে ধর্ম্ম সনাতন ?
" দূরীভূত কর প্রিয়ে চিন্তা অকারণ—
" পাঠান বিহিত বটে কন্যা পারাবারে,
" আয়োজন কর তার বিবিধ প্রকারে,
" যেদিন হয়েছে মেয়ে জানি সেই দিন,
" পর ঘরে যাবে মাতা হবো সুখ হীন।"

অতঃপর চারি দিকে হইল ঘোষণ,
করিবে জাহ্নবী দেবী সাগরে গমন,

সজল নয়নে রাণী-মেনকা তখন,
সাজাইল জাহ্নবীরে মনের মতন,
শৈবাল চিকুরে বেণী বিনাইয়া দিল,
কমল কোরক মালা গলে পরাইল,
সুগোল মৃণাল, করে শোভিল বলয়,
কটিতে মরাল মালা মেখলা উদয়,
প্রবাহ পাটের সাড়ী আচ্ছাদিল অঙ্গ,
খচিত কুসুম তাহে শোভিল তরঙ্গ।
সজ্জা হেরি পদ্মা হাঁসি কৌতুকেতে কয়,
" যে দুরন্ত মেয়ে গঙ্গা অস্থির হৃদয়,
" তোলপাড় করে যাবে সহ সঙ্গিগণ,
" ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলাইবে অর্দ্ধেক ভূষণ।"
স্নেহ ভরে গিরিরাণী চুম্বিয়ে বদন,
বলিল গঙ্গার প্রতি মধুর বচন—
" প্রাণ যে কেমন করে করি কি উপায়,
" এত দিন পরে মাগো ছেড়ে যাস্ মায় ?
" শূন্য ঘর হলো মম ফুরাইল সুখ,
" কারে কোলে লব মাগো চুম্বে চন্দ্র মুখ,
" দুবেলা মাবলে মাগো কে ডাকিবে আর,
" ভাল মাছ্ ঘন দুদ মুখে দেব কার—
" চির দিন সুখে থাক্ স্বামীর সদনে,
" হাতের ন-ক্ষয় যাক্ পাল দশ জনে,
" রাজরাণী হও মাতা স্বামীর আগারে,
" জামাই সোণার চক্ষে দেখুক তোমারে,

" সুপুত্র প্রসবি কেতু দেহ স্বামী কুলে,
" অক্ষয় সিন্দূর মাতা পর পাকা চুলে ?
" রহিল জননী তোর বিষণ্ণ হৃদয়ে,
" মা বলে মা মনে কর সময়ে সময়ে।"

বেশ ভুষা করি গঙ্গা সজল নয়নে,
প্রণাম করিল আসি ভুধর চরণে;
অগত্য স্নেহের ভরে গলিয়ে ভুধর,
নিপাতিত অশ্রু বারি করিল বিস্তর,
জাহ্নবীর মুখ পানে চেয়ে হিমালয়
বলিলেন সকরুণ বচন নিচয়—
" স্নেহময়ি মা জননি জাহ্নবি সুশীলে,
" অন্ধকার করি পুরী নিতান্ত চলিলে ?
" সম্বরিতে নারি মাগো অন্তর রোদন,
" রহিবে কি দেহে প্রাণ বিনা দরশন ?
" কে বেড়াবে আলো করি শিখর ভবন ?
" কে চাহিবে নিত্য নিত্য নূতন ভুষণ ?
" পালায় পাগল প্রাণ দিতে মা বিদায়,
" আর কি দেখিতে মা গো পাইব তোমায় ?
" প্রমদা পরম গুরু প্রতি মহাজন,
" সেবিবে তাঁহার পদ করি প্রাণ পণ,
" যা ভাল বাসেন স্বামী, জানিয়ে যতনে,
" সম্পাদন করিবে তা সদা প্রাণ পণে,

" কখন স্বামীর আজ্ঞা করনা লঙ্ঘন,
" পতির অবাধ্য ভার্য্যা বিষ দরশন।
" যদি পতি করে মাতা কুপথে গমন
" বলনা সরোষে যেন অপ্রিয় বচন,
" বিপরীত হয় তায় ঘটে অমঙ্গল,
" দিন দিন দম্পতির প্রণয় সরল,
" কৃষ্ণপক্ষ ক্ষপাকর কলেবর প্রায়,
" ক্ষয় পেয়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় ;
" করিবারে পতি কদাচার নিবারণ,—
" ধর পন্থা, স্নেহ, ভক্তি, সুধা আলাপন,
" কান্তের চরিত্র কথা জেনেও জেন না,
" বিমল প্রণয় সহ কর আরাধনা,
" তার পরে সুকৌশলে সময় বুঝিয়ে,
" অতি সমাদরে কর করেতে করিয়ে
" মিষ্ট ভাবে মন্দরীতি কর আন্দোলন,
" অনুতাপে পরিপূর্ণ হবে স্বামী মন,
" সলাজে করিবে ত্যাগ কুরীতি অমনি—
" পতিকে সুমতি দিতে ঔষধি রমণী।
" শ্বশুর শাশুড়ী অতি ভকতি ভাজন,
" তনয়ার স্নেহে দোঁহে করিবে যতন,
" ভাশুরে করিবে ভক্তি সরল অন্তরে,
" কনিষ্ঠ সোদর সম দেখিবে দেবরে,
" যা-গণে বাসিবে ভাল ভগিনীর ভাবে
" স্বীয় ক্ষতি সহ্য করে কলহ এড়াবে।

" পতির বয়স্য বন্ধু আদরের ধন,
" ভাসিবে আনন্দ নীরে পেলে দরশন,
" যদি কান্ত গৃহে নাই এমন সময়,
" পতির প্রাণের বন্ধু উপস্থিত হয়,
" আতিথ্য করিবে স্নেহে সোদর আদরে,
" কত সুখী হবে স্বামী ফিরে এলে ঘরে।
" সুশীলতা, মিষ্টভাষা, সতীত্ব, সরম,
" অঙ্গনার অলঙ্কার অতি মনোরম,
" ভূষিত করিবে বপুঃ এই অলঙ্কারে,
" আনন্দে রহিবে, পাবে সুখ্যাতি সংসারে।
" বেলা যায় বিলম্বের নাহি প্রয়োজন,
" স্মরিয়ে পরম ব্রহ্মে কর মা গমন,
" প্রিয় সখী সহচর আছে তব যত
" তোমার সেবায় তারা রবে অবিরত,
" তাহাদের সঙ্গে লয়ে করিয়ে যতন,
" অতিক্রম কর গঙ্গা গোমুখী তোরণ ;
" প্রেরিব পশ্চাতে দাস দাসী অগণন,
" পথেতে তাদের সনে হইবে মিলন।"

অশ্রু নীরে ভাসি গঙ্গা সুমধুর স্বরে
কহিল সরল বাণী সম্বোধি ভূধরে—
" বিদরে হৃদয় পিতা মরি ভাবনায়,
" কোথায় গমন করি ছাড়ি বাপ মায়!

" সকাতরে চলিলাম চরণ ছাড়িয়ে
" ভাসায়ে দাসীরে নীরে থেকনা ভুলিয়ে,
" পথ চেয়ে হব রত দিন গণনায়,
" যত শীঘ্র পার পিতা এন গো আমায়,
" বিলম্বিত স্নেহ রজ্জু সম সর্ব্বক্ষণ
" সংমিলিত তব পাদে রহিল জীবন।"
জননীর গলা ধরি জাহ্নবী কাতরে,
কাঁদিলেন কতক্ষণ ব্যাকুল অন্তরে—
" মা আমারে মনে কর, " বলিল নন্দিনী,
" না হেরে তোমারে আমি হবো পাগলিনী,
" কোথা যাই কি করিয়ে থাকিব তথায়,
" বাবারে বল মা মোরে আনিতে ত্বরায়।"

কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী মেনকা তখন,
সরায়ে অলকা অশ্রু করে নিবারণ,
বলে " মা কেঁদনা আর কেঁদনা কেঁদনা,
" সহিতে পারিনে আর হৃদয়-বেদনা,
" সেই ঘর সেই দোর কর চিরদিন,
" কেঁদনা কেঁদনা মুখ হয়েছে মলিন—
" কোল শূন্য হলো, শূন্য হইল ভবন,
" মৈনাকের শোক আজ বাজিল নূতন—"
অতঃপর পদধূলি করি রাণী করে
জাহ্নবীর শিরে দিল অতি সমাদরে।

প্রণমি জননী পদে জাহ্নবী যুবতী
চড়িল প্রপাত রথ মনোরথ গতি।
মনোহর ভয়ঙ্কর গোমুখী তোরণ,
অযুত জীমুত শব্দে প্রপাত পতন,
এই দ্বার দিয়া গঙ্গা হলেন বাহির,
বেগবতী স্রোতস্বতী কম্পিত শরীর।

তুষার মণ্ডিত এক প্রকাণ্ড দেয়াল,
শৈল কুলেশ্বর সৌধ প্রাচীর বিশাল,
করিতেছে ধপ্ ধপ্ ভীম দরশন,
অনুমান শশাঙ্ক-শেখর বিভীষণ,
শির হতে শত শত, শুভ্র অতিশয়,
নামিয়াছে তুষার শলাকা আভাময়,
তুষার শলাকাপুঞ্জ তুষার প্রাচীরে,
শোভে যেন শুভ্র জটা ধূর্জ্জটির শিরে।
সেই শলাকার মাঝে গোমুখী বিরাজে,
শিবের জটায় গঙ্গা বলি কাজে কাজে।

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রস্তর আকীর্ণ বর্ম্ম মহা ভয়ঙ্কর,
উন্মাদিনী কল্লোলিনী নির্ভয় অন্তর,
দমিয়ে দুরন্ত শিলা দুর্জ্জয় গমনে
অবাধে চলিল গঙ্গা গম্ভীর গর্জ্জনে।
অভিমান অন্ধকারে হিতাহিত জ্ঞান
অন্ধ হয়, হিতাহিত করিতে সন্ধান,
অসাধ্য সাধিতে মতি সেই হেতু যায়,
সহসা শাসিত হয়ে যোগ্য ফল পায়,
অবিলম্বে অনুতাপ হৃদয়ে উদয়,
কাতর অন্তরে করে তখন বিনয়—
রোধিতে গঙ্গার গতি প্রস্তর নিকর,
অহঙ্কারে উচ্চ শিরে হয় অগ্রসর,
পরাজিত এবে সবে অনুতপ্ত মন
ভাবনা কেমনে হবে পাপ বিমোচন,
বিনাশিতে পাপ তারা নিতান্ত বিনীত,
কলুষ-নাশিনী-নীরে হলো নিপতিত।
নানাবিধ শিলাপুঞ্জ পোতা পৃথ্বীতলে,
বিরাজিত জাহ্নবীর নিরমল জলে—

হেরি জলে শিলাদলে কুঞ্জরের কুল,
চমকে দাঁড়ায় কূলে বিষাদে ব্যাকুল,
বিরস বদনে মনে ভাবে একি দায়,
এ বারণে কেবা রণে পাঠালে হেথায়।
করীরূপ শিলাপুঞ্জ স্রোতে বাধা দিল,
কুঞ্জর প্রসঙ্গ তাই পুরাণে হইল।
কোথাও প্রস্তর যুগ জাহ্নবীর জলে
দাঁড়াইয়ে স্তম্ভাকারে বলী মহাবলে,
তার মধ্য দিয়ে স্রোত অতি বেগে ধায়,
কল কল করে জল পাথরের গায়।
সলিলে হেরিয়ে কোথা মন বিমোহিত,
শিলায় শিলায় মিলি দ্বীপ সঙ্কলিত,
ভাসিছে হাসিছে দ্বীপ জাহ্নবী জীবনে,
বিপিন বিটপি তায় নাচিছে পবনে।
কোথাও স্বভাব সুখে বসিয়ে নির্জ্জনে,
খোদিয়ে সুন্দর শিলা নিপুণ যতনে,
নির্ম্মিয়াছে তটযুগ তটিনীর তল,
স্বভাবের গজগিরি আরাধ্য কৌশল।
কোথাও বিরাজে বালি সোণার বরণ,
মাঝে মাঝে শিলাখণ্ড সুখ দরশন,
সুনয়নী কুরঙ্গিনী ভ্রমিছে তথায়,
সচকিত লোচনেতে থেকে থেকে চায়,
শার্দ্দূলের পদচিহ্ন বালির উপর,
চপল নয়ন তাই অধীর অন্তর।

চলিতে চলিতে গঙ্গা অতি বেগভরে
বিষ্ণু প্রয়াগেতে আসি পৌছিল সত্বরে,
আনন্দে অলকানন্দা মন্দাকিনী সতী,
পালিতে যথায় হিমালয় অনুমতি,
সহচরী রূপে আসি দিল দরশন,
জাহ্নবী করিল দুয়ে সুখে আলিঙ্গন।
তিন বেণী এক ঠাঁই অতি মনোহর,
যার যোগে হলো বিষ্ণু প্রয়াগ সুন্দর।

বিষ্ণু প্রয়াগের পর পতিতপাবনী,
শ্রীনগরে উপনীত করি মহা ধ্বনি—
এই স্থানে বড় ধুম মেলার সময়,
কত লোক আসে তার সংখ্যা নাহি হয়,
রাশি রাশি দ্রব্য দেখ বিক্রয়ের তরে,
বসন বাসন বাজী ধরে না নগরে,
এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়,
কোন দ্রব্য আঁখি আর দেখিতে না পায়।
পরিহরি শ্রীনগর পাষাণ-নন্দিনী
উপনীত হরিদ্বারে তরিতে মেদিনী।

বহুকাল ব্যাপে আছে ভারতে বিচার,
ধরায় স্বর্গের দ্বার তীর্থ হরিদ্বার।
"হরিদ্বার" নামে ঘাট "হরের সোপান"
পুণ্যের সঞ্চয় হয় এই ঘাটে স্নান।

"কুশাবর্ত্ত" ঘাটে বসি যত যাত্রিগণ,
কুশহস্তে ভক্তিভাবে করিছে তর্পণ।
বড় বড় রুই মাচ হাজার হাজার,
"হরিদ্বারে" "কুশাবর্ত্তে" দিতেছে সাঁতার,
কেহ মালসাট মারি কাঁপায় জীবন,
ধীরে ধীরে তীরে কেহ করে আগমন,
তালে তালে গঙ্গাজলে কেহ খাবি খায়,
নাচিতে নাচিতে কেহ তলে চলে যায়।
কৌতুকে কামিনী এক কাণে নীল দুল,
কসিত কাঞ্চন কান্তি কিবা চাঁপা ফুল,
পিঠে দোলে একাবেণী গলে মতিমালা,
বিরাজিত মণিবন্ধে মণিময় বালা,
আহ্লাদে দোলায়ে অঙ্গ সহাস বদনে,
শিলার সোপানে বসি ডাকে মীনগণে—
"এস এস সোণামণি জাদুরে আমার
"চাল চানা চিঁড়ে মুড়ি এনেছি খাবার।"
শুনিলে রমণীরব সেনা নত হয়,
অনক্ষর অন্তরেতে জ্ঞানের উদয়,
পাগল না বলে আর আবোল তাবোল,
মাতাল মরমে মরে ছাড়ে গণ্ডগোল,
কোথায় জলের মাচ! ধাইয়ে আইল
বামাকরস্থিত খাদ্য খাইতে লাগিল।
ঘাটযুগে মীনচয় অভয়ে বিহরে
দেবতার প্রিয় বলি কেহ নাহি ধরে,

কোথাও না যায় তারা প্রবাহের সনে,
পীড়ন ব্যতীত কেহ ছাড়ে কি ভবনে ?

"নীলধারা" নামে ঘাট নির্ম্মিত শিলায়,
নীলরূপ সুরধুনী-সলিল তথায়।
পবিত্র বিশাল "বিল্বপর্ব্বত" সোপান
বেলভক্ত ভোলা "বিল্বকেশবের" স্থান,
অখণ্ড বেলের মালা ভবের দুর্ল্লভ,
বম্ বম্ ব্যোমকেশ বঁগালা বল্লভ।

হরিদ্বার হতে খাল গেছে কানপুর,
উন্নতি বিজ্ঞান শাস্ত্র পেয়েছে প্রচুর।
কট্‌লি যখন কাটে এই মহা খাল,
হরিদ্বার পাণ্ডাগণ করি বড় গাল,
বলে ছিল "বৃথা হবে আয়াস যতন,
" কাটা খালে গঙ্গা দেবী যাবেনা কখন!"
বিজ্ঞানে নির্ভর করি কট্‌লি কহিল
" শুনিয়ে শঙ্খের ধ্বনি গঙ্গা গিয়াছিল,
" চাবুকের জোরে আমি লয়ে যাব খালে,
" খাটেনা পাণ্ডার আর ভণ্ডামি একালে।"
লোকাতীত কাণ্ড এই খাল মনোহর
কোথাও হয়েছে স্থিত নদীর উপর,
কোথা বা উপরে রাখি নদীর জীবন,
নর-কর-জাত নদী করেছে গমন।

পরিহরি হরিদ্বার পবিত্র সদন,
নীরাসনে নারায়নী করিল গমন,
উতরিলা শৈলবালা গড়মুক্তেশ্বর,
মুক্তেশ্বর নামে যথা বিরাজে শঙ্কর,
পূজনীয় গণপতি এই পুণ্য স্থলে,
করেছিল মুক্তিলাভ তপস্যার বলে,
গণমুক্তেশ্বর তাই এর আদিনাম,
যাত্রিগণে গণে মনে ভোগ মোক্ষধাম ।
অদূরে হস্তিনাপুরী পাঁণ্ডব আবাস,
পতিত ভীমের গদা কৌরবের ত্রাস ।

চলিতে চলিতে গঙ্গা হরিষ অন্তরে,
উপনীত পুরাতন অনুপ সহরে ।
পুরাকালে এই স্থলে ছিল তপোবন,
নিবসতি করিতেন ঋষি মহাজন,
নাম তাঁর "হোমানল" স্বভাব গম্ভীর,
তেজোময় তনু যেন মধ্যাহ্ন মিহির,
"আহুতি" দুহিতা তাঁর পাবক রূপিনী,
বেদ বিশারদা বামা বীণা নিনাদিনী,
মেধাবী "অনুপচন্দ্র" শিষ্য গুণালয়,
ভুলিয়ে অম্বর শশি ভূতলে উদয় ।

বাসন্তী যামিনী শেষ যায় শশধর,
কাঁদো কাঁদো কুমুদিনী কাঁপে কলেবর,

নিদ্রায় আহুতি দেবী আছে অচেতন,
পরিমল কণাবাহী প্রভাত পবন
বহিতেছে ধীরে ধীরে বাতায়ন দিয়ে,
অলকা বল্কল তায় উঠিছে নাচিয়ে ;
স্বপনে শুনিল সতী সঙ্গীত সুন্দর,
দেবতা গন্ধর্ব্ব জিনি সুমধুর স্বর,
জয় জগদীশ বলি যোগিনী জাগিল,
এখন সে গীত ধ্বনি শুনিতে লাগিল,
“ কি জ্বালা” বলিল বালা “ নহেত স্বপন
“ অনুপম অনুপের বেদ অধ্যয়ন।”

সুনেত্রার নেত্রনীলাম্বুজ নীরাকুল,
উদাসিনী, বিষাদিনী যেন বাসি ফুল,
উপনীত অন্য মনে কুসুম কাননে,
কিছুকাল কাটাইল কুসুম চয়নে,
ফুলতোলা হলো শেষ আহুতি চলিল,
সরোবর কূলে বসি ভাবিতে লাগিল,
“ কেন মন উচাটন কেন তনু জ্বলে ?
“ নিবারিতে নারি বারি নয়ন যুগলে,
“ সহাস বদন কেন জলে কমলিনী ?
“ সেই জলে মরি কেন কাঁদে কুমুদিনী ?
“ যাই যাই জলে পশি জুড়াই জীবন,
“ কুমুদিনী কাছে জানি কেন কাঁদে মন।”

অবগাহনেতে দেহ দহে আহুতির,
ধীরে ধীরে তীরে উঠি দ্বিগুণ অধীর,
মনোভাব পরাভব করিতে মহিলা
নাগকেশরের মালা গাঁথিতে বসিলা
সঙ্কলিত হলো মালা পরিমলময়,
সহসা নবীন ভাব হৃদয়ে উদয়—
আদরে অবলা মালা গলে দোলাইল
ঈষৎ হাসিয়ে বালা আবাসে পশিল।

অনুপ প্রভাত কার্য্য করি সম্পাদন
পূজায় বসিল যেন প্রভাত তপন,
পূত মনে দেবতায় করিল অর্পণ,
বিল্বদল দুর্ব্বাদল কুসুম চন্দন,
পুষ্পাধারে পুষ্প শেষ যেমনি হইল,
নাগকেশরের মালা প্রভা প্রকাশিল,
চমকি নবীন ঋষি চাহিল বিস্ময়ে,
বিকম্পিত কলেবর "হোমানল" ভয়ে,
সাদরে চুম্বিল মালা ভরিয়ে হৃদয়,
ফুলে ফুলে আহুতির বদন উদয়।

দিবা অবসান রবি ডুবিল ডুবিল,
সোণার আতপে ধরা হাসিতে লাগিল,
শীতল পবন বয় পরিমলময়,
দোলে লতা কচিপাতা কুসুম নিচয়,

নবীন তমালে কাল কোকিল কুহরে,
নাচিছে ময়ূর, সুখ ময়ূরী অধরে,
সুরধুনী নীরে নাচে কনক লহরী
নীরবে তুলিয়ে পাল চলে যায় তরি।
আলবালে দিতে জল সজল নয়নে,
চলিলি আহুতি কূলে মরাল গমনে,
ভাবে মনে "এত দিনে ঘটিল কি দায়,
"নাগকেশরের মালা মজালে আমায়।"
উপকূলে উপনীত, আহুতি অবাক—
সুযোগ সুভোগ কিবা বিধির বিপাক!
বসিয়ে অনুপ কূলে মন উচাটন,
নাগকেশরের মালা গলে সুশোভন।

চমকি নবীন ঋষি উঠে দাঁড়াইল
নীরবে আহুতি পানে চাহিয়ে রহিল—
উভয়ে বচন হীন, অঙ্গ অচেতন,
রসনার প্রতিনিধি হইল নয়ন।
চেতন পাইয়ে পরে অনুপ সাদরে,
বলিল অহুতি প্রতি ধরি বাম করে,
"উচ্চ উপকূল, পথ হয়েছে পিছল,
"উপরে আহুতি থাক আমি আনি জল।"
নাবিল তাপসবর কুম্ভ করি করে,
ভরিল জীবন তায় হরিষ অন্তরে,

নীচেয় থাকিয়ে কুম্ভ লইতে কহিল
নত হয়ে নীলনেত্রা কলসী ধরিল,
ললাটে ললাটে হলো শুভ পরশন,
অলকা অনুপ অংস করিল চুম্বন।
বারি লয়ে আলবালে গেলা ঋষি বালা,
সুশোভিত গলে নাগকেশরের মালা।
দশনে রসনা কাটি চমকি কহিল,
" কেমনে কখন মালা গলে পরাইল!"

গোপনে গান্ধর্ব্ব্য বিয়ে করি সম্পাদন,
জায়াপতি ভীত মতি অতি উচাটন—
আহুতি উদরে সুত হইল উদয়
গোপন কি থাকে আর গুপ্ত পরিণয়?
অবিলম্বে বিবরণ সব প্রকাশিত,
" হোমানল " ক্রোধানল মহা প্রজ্বলিত,
দন্ত কড়মড় করে বেগে ওষ্ঠ কাটে
ভীম মুষ্ট্যাঘাত মারে ভীষণ ললাটে,
জ্বলন্ত অঙ্গার ছুটে আরক্ত লোচনে,
ভয়ঙ্কর বজ্রপাত জিহ্বা সঞ্চালনে,
সম্বোধি অনুপে বলে "ওরে দুরাচার
" মম কোপানলে তোর নাহিক নিস্তার,
" কামান্ধ কুষ্মাণ্ড কুণ্ড কিরাত কুক্কুর,
" চিরকুমারীর ব্রত করে দিলি দূর,

" শোনুরে অধম মূঢ় আজ্ঞা ভয়ঙ্কর
" মর্ গিয়ে জাহ্নবীর আবর্ত্ত ভিতর !"
অনুপ " যে আজ্ঞা " বলি দিল পরিচয়,
" অপাংশুলা আহুতির পূত পরিণয়
" পবিত্র জীবন তার কর না নিধন,
" সকাতরে এই ভিক্ষা মাগি তপোধন।"
দ্বিগুণ জ্বলিয়ে বলে ঋষি হোমানল
" তোর কাজ তুই কর তাপস কজ্জ্বল !"
আদমরা আহুতির প্রতি দৃষ্টি করি,
বলে " ওরে পাতকিনি, পাপিনি, পামরি,
" কেমনে পবিত্র ধর্ম্ম দিলি বিসর্জ্জন
" এই জন্যে করিলি কি বেদ অধ্যয়ন ?
" গর্ব্বিণী, অনলে তোরে করিব না দান,
" বৈধব্যপাবক তোর করিনু বিধান।"
ত্যজিল জাহ্নবী জলে অনুপ জীবন,
" হোমানল " হিমালয়ে করিল গমন,
শোকাকুলা অপাংশুলা ' আহুতি ' কাননে
কাঁদিয়ে বেড়ায় একা কাতর নয়নে।

যে কূলে ' অনুপ ' কুম্ভ দিয়েছিল করে
সেইকূলে একদিন 'আহুতি' কাতরে,
বসিলেন একাকিনী বিষণ্ন বদনে,
বিগলিত বাষ্পবারি মলিন নয়নে।

প্রবাহিনী জলপানে বিষাদে চাহিয়ে
কাঁদিতে লাগিল বালা করুণা করিয়ে—
" কোথাগেলে প্রাণবন্ধু আহুতি জীবন,
" অভাগীরে একবার দেহ দরশন,
" আদর ভাণ্ডার ফেলি রহিলে কোথায়,
" যাতনায় মরি নাথ বুক ফেটে যায়,
" দেখা দাও, দেখা দাও হৃদয় রতন,
" বিধবা আহুতি ব্যথা কর নিবারণ—
" বৈধব্য অনল তাপ অতীব ভীষণ,
" দাবানল তার কাছে তুষার মতন,
" জ্বলিতেছি দিবানিশি অতি অনুপায়,
" কেহ নাহি তিনকুলে মুখ পানে চায়।
" প্রমদা প্রণয় পূত পয়োধি গভীর,
" সোহাগ হিল্লোল, স্নেহ নিরমল নীর;
" কেননা ডুবিলে সেই পয়োধির জলে?
" বিরলে অতল তলে থাকিতে কুশলে,
" পিতার পরুষ আজ্ঞা হইত পালন
" আহুতি হতোনা শোকে আহুতি জীবন।
" পূজার সময় নাথ হয়েছে তোমার,
" যোগাসনে বস আসি যোগিকুল সার,
" সাজায়ে দিয়েচি ফুল দুর্ব্বা বিল্বদল,
" কোশায় দিয়েছি পূত জাহ্নবীর জল—
" ভেঙ্গেছে কপাল আর বৃথা আয়োজন,
" অগস্ত্য-গমনে অস্ত তাপস তপন!

" আঁখি নীরে ভাসে ফুল কাঁদে ফুলাধার,
" শূন্যময় যোগাসন করে হাহাকার।
" কোন্ পাপে হারালেম তোমা হেন পতি—
" কেন হলো, কেন হলো, এমন দুর্গতি ?
" এজন্মে তেমন মুখ আর কি দেখিব ?
" সুমধুর অধ্যয়ন আর কি শুনিব ?
" করিলাম বিরচন নিকুঞ্জে নির্জ্জনে,
" শতদলদামে শয্যা বসিয়ে যতনে,
" কোমল মৃণাল দল করে সঙ্কলন
" রচিলাম উপাধান সুখ-পরশন—
" আর কি প্রাণের স্বামী শোবেন শয্যায়,
" মনের হরিষে হাত বুলাইব পায়—
" চয়ন করিয়ে ফুল কাননে কাননে,
" নাগকেশরের মালা গাঁথিনু যতনে—
" কে মোরে গাঁথালে মালা করি উপহাস,
" জান না কি আহুতির বড় সর্ব্বনাশ—
" কি হলো, কেন বা মালা গাঁথিলাম, হায়—
" গৌরবে কাহার গলে দোলাইব তায় ?
" বাহির হইল প্রাণ আর নাহি ভয়,
" দেখিতেছি দশদিক্ অন্ধকার ময়,
" দয়ার সাগর তুমি স্নেহ পারাবার,
" এখন দাসীরে দেখা দেহ এক বার
" উঠ উঠ প্রাণপতি প্রবাহ ভেদিয়ে—
" কে রাখে আমার নিধি জলে লুকাইয়ে ?"

আহুতি নিশ্বাস ছাড়ি করিলেন চুপ,
জাহ্নবীর জল হতে উঠিল অনুপ,
নাগকেশরের মালা গলে সুশোভিত,
পবিত্র পীযূষ মুখে বেদান্ত সঙ্গীত,
আহুতি হাসিল হেরি, অনুপ অমনি
বুকে তুলে নিল নিজ ব্যাকুলা রমণী,
নিবারি নয়ন বারি পবিত্র চুম্বনে,
ডুবিল অতল জলে আহুতির সনে।
অপূর্ব্ব অনুপ মায়া করিতে স্মরণ,
অনুপসহর নাম করিল অর্পণ।

অনুপসহর ছাড়ি চলে প্রবাহিনী,
ফতেগড়ে উপনীত সাগরমোহিনী।
রমণীয় পথ ঘাট বিস্তীর্ণ বিপণী,
অবতীর্ণ ফতেগড়ে বাণিজ্য আপনি,
শত শত সদাগর বসিয়ে আপণে,
বিবিধ ছিটের বস্ত্র বেচে ক্রেতাগণে।

ফতেগড় ছাড়ি গঙ্গা পায় কানপুর,
যথায় দুরন্ত নানা নির্দ্দয় নিষ্ঠুর,
না জানি ইংরাজ কুল কত বল ধরে,
অজ্ঞানে হইয়ে অন্ধ মাতিল সমরে,
বধিল বিলাতি রামা সহ কচি ছেলে,
সাহেব ধরিয়ে কত কূপে দিল ফেলে।

সেনার বিকার ভাব শাসনে সারিল,
সময় বুঝিয়ে নানা বনে পলাইল।

বিরহিনী প্রবাহিনী দাঁড়াতে না চায়,
কবে পড়িবেন বামা প্রাণপতি পায়—
চলিল সত্বরে বিষ্ণু-পদ-নিবাসিনী,
উপনীত ফতেপুরে যেন উন্মাদিনী।
ফতেপুর ছাড়ি গঙ্গা গতি অবিরাম,
আইল এলাহাবাদে রমণীয় ধাম।

তৃতীয় সর্গ।

যমুনা গঙ্গার বন ছিল হিমাচলে,
হেরি ভগিনীর ভাব ভাসে আঁখি জলে,
কেমনে সাগরে গঙ্গা যাবে একাকিনী,
ভেবে ভেবে কালরূপ তপন নন্দিনী,
সত্বরে তরঙ্গ-যানে যমুনা চলিল,
প্রয়াগে গঙ্গার সনে আসিয়া মিশিল।
আলিঙ্গন করি তারে সুরধুনী কয়,
কেমনে আইলে বন দেহ পরিচয়।

সম্ভাষিয়ে জাহ্নবীরে অতি সমাদরে,
যমুনা বলিল বাণী সুমধুর স্বরে—
পথশ্রান্তে ক্লান্ত আমি সরেনা বচন
মম সঙ্গী কূর্ম্ম সব করিবে বর্ণন।
কূর্ম্মবর যমুনার আজ্ঞা অনুসারে
পথ বিবরণ যত বলিল গঙ্গারে—
“দেখিয়ে এলেম দিল্লি পুরি পুরাতন,
পাঠান মোগল রাজ্য মহা সিংহাসন,

চৌদিকে বিরাজে উচ্চ প্রশস্ত প্রাচীর
শত শত রম্য হর্ম্যে শোভিত শরীর।
নিরেট প্রস্তরময় দ্বাদশ তোরণ,
অতি উচ্চ অনুমান চুম্বিছে গগন,
অভেদ্য তোরণ চয় ভয়ঙ্কর কায়,
কামানের গোলা তায় হার মেনে যায়।
সহরের বড়রাস্তা অতি পরিসর,
মধ্যেতে সানের পথ শোভিত সুন্দর,
এই পথে পদব্রজে পান্থ চলে যায়,
গাড়ি ঘোড়া হাতি চলে পাশের রাস্তায়।

আল্লার মন্দির জুম্মা মসৃজিদ সুন্দর,
বিনির্ম্মিত উচ্চ এক শিলার উপর।
আরংজির তনয়ার পবিত্র ইচ্ছায়,
সুগঠিত অপরূপ লোহিত শিলায়।
বিশাল অঙ্গন শোভে সম্মুখে তাহার,
মার্জ্জিত পাষাণে গাঁথা অতি পরিষ্কার,
প্রাঙ্গন-পশ্চিম-পাশে মন্দিরের স্থান,
আর তিন ধারে তিন তোরণ নির্ম্মাণ,
সুন্দর সোপান তিন তোরণ হইতে,
নাবিয়াছে শোভাময় নীচের ভূমিতে।
বিরাজে উঠান মাঝে বাপি মনোহর,
ফোয়ারায় দেয় বারি তাহার ভিতর।

দাঁড়ায়ে মস্‌জিদে যদি ফিরাই নয়ন
নগরের সমুদায় হয় দরশন।”

“হুমাউন ভূপতির কবর কেমন,
অতি মনোহর শোভা সরল গঠন,
কবরের চারি পাশে বিরাজে বাগান,
মাঝে মাঝে ফোয়ারায় করে নীর দান,
বিপিনের চারিদিক্ দেয়ালে বেষ্টিত,
তদুপরি স্তম্ভরাজি আছে বিরাজিত।

কুতব মিনার নামে স্তম্ভ ভয়ঙ্কর
পাঁচ থাকে উঠিয়াছে উচ্চ কলেবর,
আদি তিন থাক্ তার লোহিত বরণ,
লাল শিলা বাছি বাছি করেছে গঠন,
নির্ম্মিত চতুর্থ থাক্ ধবল পাথরে,
আবার পঞ্চম থাক্ রক্তবর্ণ ধরে।
একশত ষাট হাত দীর্ঘ কলেবর,
দাঁড়াইয়ে যেন এক ভূধর শিখর,
আশী হাত পরিমাণ পরিধি তাহার
ধন্য পৃথুরাজ তব কীর্ত্তি চমৎকার!
তুষিবারে তনয়ার তীর্থ অনুরাগ,
গঠে স্তম্ভ পূর্ব্বকালে পৃথু মহাভাগ,
প্রত্যহ প্রভাতে স্তম্ভে করি আরোহণ,
করিতেন সুলোচনা গঙ্গা দরশন।”

মুসল্ মানেতে স্তম্ভ করে পরিষ্কার
কুতব মিনার তাই এবে নাম তার।

"স্তম্ভের অদূরে ভগ্ন পৃথ্বু রাজধানী,
শোকাকুলা মরি যেন রাবণের রাণী,
কোথা পতি! কোথা পুত্র! কোথা স্বাধীনতা!
দলিত-দ্বিরদ-পদে পল্লবিত লতা!
ছিন্নবেশ, ছিন্নকেশ, ছিন্ন বক্ষঃস্থল,
ছিঁড়েছে কুণ্ডল সহ শ্রবণ পলল।
যেখানে বসিয়ে রাজা করিত শাসন,
সেখানে শৃগাল এবে করেছে ভবন!"

"বিমল মথুরা ধাম হেরিলাম পরে,
হরি-হুরি গেট যার সম্মুখে বিহরে,
আবিরে আবরি অঙ্গ লইয়ে নাগরী,
হুরি গেটে হুরি খেলা খেলিতেন হরি।
কৃষ্ণের মন্দির কত, কত কাজ তায়,
মাটির পাহাড় কত গণা নাহি যায়।
কংসবধ নামে এক মৃত্তিকা-ভূধর,
কংস ধ্বংস করে কৃষ্ণ যাহার উপর।"

"বিশুদ্ধ বিশ্রাম ঘাট নির্ম্মিত প্রস্তরে,
কংস বধ শ্রম যথা বলি কৃষ্ণ হরে ;

বিরাজে ঘাটের মাঝে শুভ্র শিলাময়
যাহার উপরে উঠি সন্ধ্যার সময়,
ব্রজবাসী দীপপুঞ্জ কাঁপাইয়ে ধীরে
আনন্দে আরতি দেয় যমুনা দেবীরে।
সমবেত হয় তথা লোক শত শত,
মৃদঙ্গ কাঁসর ঘণ্টা বাজে অবিরত,
আরতি দেখিতে ছাতে লয়ে নানা ফুল,
দোতালা তেতালা ছাদে উঠে যোষা কুল,
সারি সারি কত নারী ছাদেতে দাঁড়ায়,
ফেলায় ফুলের মালা দীপের মালায়,
মালার আঘাতে হলে দীপের নির্ব্বাণ,
মহিলা মণ্ডলে উঠে হাসির তুফান।"

"বসুদেব দেবকীর মন্দির সুন্দর,
দেখিলে তাদের দুঃখ হৃদয় কাতর ;
'দেবকী-অষ্টম গর্ভে জন্মিবে নন্দন
হইবে তাহার হাতে কংসের নিধন—'
এই বাণী শুনি কংস বাঁধি হাতে পায়,
বসুদেব দেবকীরে রাখিল কারায়,
বুকেতে পাষাণ চাপা প্রহরী দুয়ারে,
গর্ভিণী যাতনা এত সহিতে কি পারে ?
ধন্য বক্ষ দুষ্ট কংস ওরে দুরাচার
সোদরার প্রতি তোর হেন ব্যবহার !

সরল স্নেহের ঘর গরলে আকুল,
বধিতে বাসনা তার ননীর পুতুল!
শিলায় দেবকী বসুদেব বিরচিয়া
বন্ধন দশায় হেথা দিয়েছে রাখিয়া।
বাসুদেবে প্রসবিয়ে যেই সরোবরে,
দেবকী সুতিকা স্নান করেন কাতরে,
গোয়ালিয়ারের রাজা পবিত্র অন্তর
গজগিরি করিয়াছে সেই সরোবর।"

"দেখিলাম তার পরে ভরিয়ে নয়ন,
সুমধুর বৃন্দাবন আনন্দ ভবন,
কত বৈষ্ণবের বাস বলিতে না পারি,
রাসমঞ্চ দোলমঞ্চ শোভে সারি সারি,
লীলার নিকুঞ্জ বন তমাল কানন,
সুরম্য ভাণ্ডির বন শোভা হরে মন,
অভয়ে বিহরে শিখী হরিণ হরিণী।
কোকিল কুহরে কত মোহিয়ে মেদিনী।
পালে পালে হনুমান তাদের জ্বালায়,
পাহারা ব্যতীত জুতা রাখা নাহি যায়,
জুতা পেলে চড়ে গিয়ে গাছের উপরে,
খিচোয় পোড়ার মুখ দাঁত বার করে,
খাবার করিলে দান জুতা দেয় ফেলে,
কেনা জানে হনুমান বড় রাম্ন ছেলে।"

" যমুনা পুলিনে কেলী-কদম্ব-পাদপ,
কোমল পল্লব কিবা বিমল বিটপ ;
জুড়াতে নিদাঘ জ্বালা গোপিনীর কুল,
পশিল সলিলে ফেলি পুলিনে দুকুল,
সুরঙ্গে ত্রিভঙ্গ শ্যাম মুরলীবদন,
সহসা সেখানে আসি অঙ্গনা বসন
কৌতুকে হরণ করি হরিষ অন্তরে
বসেছিল হেসে এই তরুর উপরে।"

" লচ্‌মি সেঠের কীর্ত্তি বিশাল মন্দির,
ধবল ভূধর সম তাহার শরীর,
সম্মুখে বিরাজে এক স্তম্ভ মনোহর,
সুবর্ণে আবৃত তার দীর্ঘ কলেবর,
মার্জ্জিত প্রাঙ্গন কিবা কুসুম কানন,
সদাব্রত অবিরত পালে দীন জন।
বহুমূল্য তোষাখানা যাহার ভিতর
রূপার প্রমাণ হাতি দেখিতে সুন্দর,
রূপার ময়ূর আশা সোটা অগণন,
স্বর্ণ অলঙ্কার হীরা মতির ভূষণ।
রক্ষিত মন্দির মধ্যে লক্ষ্মী নারায়ণ
ভক্তিভাবে ভক্তগণ করে দরশন।"

" অকালে সংসার জালে জলাঞ্জলি দিয়ে
বসিলেন লালা বাবু বৃন্দাবনে গিয়ে ;

করেছেন নানা কীর্ত্তি বদান্য হৃদয়,
মোহন মন্দির মঠ অতিথি আলয়,
হাজার হাজার যাত্রী আগত তথায়,
অপূর্ব্ব আহারে সবে পরিতোষ পায়।
সন্ধ্যার সময় হয় হরিগুণ গান,
ধন্য লালা বাবু তব সুপবিত্র স্থান।"

"ব্রজবাসী বলে এত বৃন্দাবন-মান,
উষায় বায়স মুখ করেনা ব্যাদান,
কেলী-ক্লান্তা কমলিনী সকালে ঘুমায়,
কাকের কাকায় পাছে ঘুম ভেঙ্গে যায়।"
কাকের নীরব হেতু ইহা কিন্তু নয়,
সত্য হেতু হনুমান অনুমান হয়—
শত শত শাখামৃগ শাখায় শাখায়
নিশিতে বায়স বাস করিবে কোথায়?
সন্ধ্যার সময় তারা করে পলায়ন
দিবাভাগে বৃন্দাবনে দেয় দরশন।"

"তপন-তনয়া তটে ঘাট অগণন,
শিলায় নির্ম্মিত সব অতি সুশোভন,
প্রকাণ্ড কচ্ছপ কত করভ আকার,
পালে পালে কাল জলে দিতেছে সাঁতার,
স্নানের সময় তারা করে জ্বালাতন,
বহুদিন মনে থাকে সুখ বৃন্দাবন।"

"দেখিতে দেখিতে দেখা দিল দ্বিজরাজ
চন্দ্রিকা চঞ্চল জলে করিল বিরাজ,
মন্দির ভবন ঘাট যে যেখানে ছিল,
শশি করে সমুদয় হাসিতে লাগিল,
বচন বিহীন হলো সুখ বৃন্দাবন,
জীব মাত্রে কোথা আর নাহি দরশন ;
এমন সময় মাতা! সুষুপ্ত মেদিনী,
হেরিলাম অপরূপ, অপূর্ব্ব কাহিনী—
নিকুঞ্জ-মন্দির-দ্বার হইল মোচন,
বাহির হইল রাধা, মদনমোহন,
বিষাদিনী বিনোদিনী নীল নেত্রে নীর,
মলিন মধুর মুখ, আতঙ্কে অধীর,
গিরিধারি কর ধরি চলিল রমণী,
চলিল অঞ্চল পিছে লুটায়ে ধরণী,
উপনীত উভয়েতে প্রবাহিনী তটে,
কিশোরী কহিল কাঁদি কৃষ্ণের নিকটে—
কেন নাথ অকস্মাৎ এভাব তোমার,
কিজন্য ত্যজিতে চাও জগৎ সংসার,
অধিনী কি অপরাধী হলো তব পায়,
জন্মের মতন তাই নিতেছ বিদায় ?
রাধার সর্ব্বস্ব তুমি জীবনের সার
মুহূর্ত্ত সহিতে নারি বিচ্ছেদ তোমার,
তব প্রেম পাগলিনী আমি অনুক্ষণ
বসন্তের অনুরাগী ব্রততী যেমন,

বসন্ত চলিয়ে যায় কাঁদাইয়ে তায়,
তুমিও কাঁদাও মোয়ে লইয়ে বিদায় ;
যবে তুমি মথুরায় করিলে গমন,
কি যাতনা পাইলাম বিনা দরশন,
বিরহ বিষম বাণ বিদারিল কায়,
নিপতিত হইলাম দশম দশায় ;
হৃদয়ের নিধি বিধি যদি কেড়ে লয়,
যে যাতনা ! জানে মাত্র ব্যথিত হৃদয়।
বার বার কেন আর কাঁদাও গোবিন্দ,
চল ফিরি ধরি হরি পদ অরবিন্দ।
রাধার বচন শুনি মদন মোহন
বলিলেন মৃদুস্বরে এই বিবরণ—
অজ্ঞানের অন্ধকারে ভ্রমের মন্দিরে,
আধিপত্য এতদিন উন্নত শরীরে
করিয়াছি অনায়াসে, এবে অবোধিনি !
জ্ঞানালোকে আলোময় হয়েছে মেদিনী,
গিয়াছে আঁধার দূরে ভেঙ্গেছে মন্দির,
কতক্ষণ ঢাকা থাকে মেঘেতে মিহির ?
অনাদি অনন্ত দেব বিশ্ব মূলাধার,
পরম পবিত্র ব্রহ্ম দয়া পারাবার ;
নির্ম্মিত মন্দির তাঁর জীবের হৃদয়ে,
সত্য গন্ধ, ভক্তি পুষ্প সেই দেবালয়ে,
আরাধনা অবিরত করিছে তাঁহার,
পাতর পুতুলে পূজা কেন দেবে আর ?

পুত্তলিকা পরিহত, হইল ঘোষণ
'একমেবাদ্বিতীয়ম' ধর্ম্ম সনাতন।
পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণানন্দে আনন্দিত মন,
কে আর করিবে বল তীর্থ দরশন?
নয়ন মুদিয়ে যদি দেখা পায় নরে
সদানন্দ দয়াময় আপন অন্তরে,
দেবদেবী উপাসনা—অজ্ঞানের ফল—
কি জন্য করিবে আর মানবের দল?
আমাদের উপাসনা হইল বেহাত,
কে রোধিতে পারে সত্য সলিল প্রপাত?
ভুমিশূন্য ভুপতির বৃথায় জীবন,
পরিহরি ধরা তাই করি পলায়ন।
আইস আমার সঙ্গে কিশোরি কমলে,
থাকিলে সোণার অঙ্গ পুড়িবে অনলে;
মোক্ষদাত্রী নারায়ণী অসীম গরিমা,
কষ্টিপাতরেতে তব দেখিবে মহিমা।
বলিতে বলিতে শ্যাম বিরস বদনে,
ঝাঁপ দিল কালী দহে সার ভেবে মনে।
কোথায় প্রাণের হরি বলি কমলিনী
পড়িল জীবন মাঝে যেন পাগলিনী।"

"আকবার রাজধানী আগরা নগরী,
প্রবাহ পুলিনে যেন বিভুষিতা পরী,

অপরূপ অট্টালিকা সরসী নিকর,
রমণীয় রাজপথ উদ্যান সুন্দর,
বিরাজিত শিলাময় দুর্গ দীর্ঘকায়,
বিশ্বকর্ম্মা বিনিন্দিত কীর্ত্তি শোভে তায়।"

"তাজমহলের শোভা অতি চমৎকার,
ভারতে এমন হর্ম্ম্য নাহি কোথা আর,
রজত কাঞ্চন মণি হীরক প্রবাল,
শোভিয়াছে মহলের শরীর বিশাল,
করিতেছে চক্‌মক্ উজ্জ্বলতাময়,
স্থির-বিজলীর পুঞ্জ অনুভব হয়।
অপূর্ব্ব নিপুণ কর্ম্ম করেছে প্রস্তরে,
শিলা যেন কাঁচা ইট ভাস্করের করে,
লেখনী নিন্দিয়ে লেখা লিখেছে শিলায়,
মোহিত নয়ন মন তাহার ছটায়।
তেজীয়ান সাজিহান দিল্লি অধিপতি,
ভার্য্যা তার বনূ সতী অতি রূপবতী,
তাহার স্মরণ হেতু ভুপ সাজিহান
গৌরবে করিল তাজমহল নির্ম্মাণ।
নির্ম্মিবারে নিয়োজিত ছিল নিরন্তর
বিংশতি সহস্র লোক বাইশ বৎসর।"

"শিমূমসৃজিদের শোভা অতি মনোহর
অভ্র আবরিত তার সব কলেবর,

রজত রচিত দেখে অনুভব হয়,
অথবা অবনী অঙ্কে শশাঙ্ক উদয়।”

“শ্বেত পাতরের মতি মঞ্জিল সুন্দর,
পরিপাটী ঘর তার অতি পরিসর,
মোগল কুলের কেতু রাজা আকবার,
এই স্থানে করিতেন রাজ দরবার।
মঞ্জিলের তিনদিকে কিবা শোভা পায়,
বিবিধ ভবন রচা ধবল শিলায়,
যথায় বসিয়ে সদা উদাসীনগণ,
বিমল মানসে ব্রহ্মে করিত ভজন।”

“সুবিস্তৃত সেকেন্দরা বাগ্ অপরূপ,
কবরে বিহরে যথা আকবার ভুপ,
নিন্দিয়ে নন্দন বন বিপিন মাধুরী,
সুবাসিত বারিপ্রদ উৎস ভুরি ভুরি,
বিরাজিত তরু রাজি দেখিতে কেমন,
নয়ন-রঞ্জন-নব-পল্লব-শোভন,
বিচিত্র বরণ পক্ষী শাখে করে গান,
চুনি-মনি-পান্না-আভা পক্ষে দীপ্তিমান,
মকরন্দবিমণ্ডিত ফুটিয়াছে ফুল,
মধুকরে সমীরণে সমর তুমুল,
উভয়েতে পরিমল করিছে হরণ,
অনিল লুঠের ধন করে বিতরণ।”

"ভাসায়ে লোহার পিপা নদীর উপর,
নির্ম্মাণ করেছে সেতু দেখিতে সুন্দর।
বিরাজে অপর পারে এমৃদাদ্ উদ্যান,
রমণীয় শোভা হেরে সুখী হয় প্রাণ।
ছাড়িয়ে আগরা বেগে চলিতে চলিতে,
এলেম এলাহাবাদে তোমায় ধরিতে।"

চতুর্থ সর্গ।

পবিত্র প্রয়াগে পূর্ব্বে ছিল বিরাজিত,
স্রোতস্বতী সরস্বতী ভারতী সহিত,
বেদ স্মৃতি ন্যায় কাব্য ষড় দরশন,
করিত যাহার তটে জ্ঞান বিতরণ,
অন্তর্দ্ধান সরস্বতী সহ সরস্বতী,
আর কি ভারতে হবে তেমন উন্নতি ?

জাহ্নবী যমুনা সরস্বতী নদীত্রয়,
সেকালে প্রয়াগ কোলে সংমিলিত হয়,
সেইজন্য যুক্তবেণী প্রয়াগের নাম,
জনপদময় গণ্য ভোগমোক্ষ ধাম।
যাত্রিগণ আসি হেথা মস্তক মুড়ায়,
সুকেশা যুবতী যেন প্রয়াগে না যায় ;
যে ভাবিনী চুল বাঁধে দিয়ে পরচুল,
প্রয়াগ তাহার পক্ষে তীর্থ অনুকূল।

প্রয়াগে প্রধান দুর্গ অতি পুরাতন,
পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজা করে বিরচন,

আক্‌বার রাজা পরে করে পরিষ্কার,
বাড়াইল কলেবর, কৌশল, বাহার।
জাহ্নবী যমুনা যোগে দুর্গের স্থাপন,
উভয়ে পরিখা রূপে করেছে বেষ্টন।

প্রকাণ্ড রেলের সেতু যমুনা উপর,
নিপুণ গঠন কীর্ত্তি অতীব সুন্দর,
দূরেতে দেখিতে শোভা আরো চমৎকার,
যমুনা গলায় যেন কণকের হার।

ছাড়িয়ে প্রয়াগ গঙ্গা অবিরাম চলে,
উপনীত ক্রমে আসি বারাণসী তলে,
কাশীতে হেরিল বালা বিশ্বেশ্বর বর,
সলাজে ফিরায় মুখ কাঁপে কলেবর,
সেই হেতু কাশীতলে ভীষ্ম প্রসবিনী,
হয়েছেন মনোলোভা উত্তর বাহিনী।
সুবদনী সুরধুনী যায় পারাবারে,
বিড়ম্বনা বিশ্বেশ্বর সহিতে কি পারে?
"অসি" "বরুণের" প্রতি দিল অনুমতি
এখনি ফিরায়ে আন গঙ্গা গুণবতী।
বারাণসী দুই পাশ দিয়ে দুই জন
নতশিরে ধরিলেন গঙ্গার চরণ।
বলিলেন বিবরণ যোড় কর করি
জাহ্নবী উত্তর দিল লজ্জা পরিহরি—

" অম্বুঅঙ্গী আমি যাঁহা তিনি শিলাময়
" সম্ভব কভু কি তাঁর সনে পরিণয় ?"
নদযুগ পরিতুষ্ট গঙ্গার বচনে,
চলিল আনন্দ মনে সিন্ধু দরশনে।

দাঁড়ায়ে অপর তীরে কর দরশন
কি শোভা ধরেছে কাশী নয়ন নন্দন,
নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন পতিত নয়নে
কিন্নর কুলের পুরী সজ্জিত রতনে ;
সুরধুনী নীর হতে উঠিয়ে সোপান
মিশিয়াছে হর্ম্ম্য অঙ্গে, হয় অনুমান
এক খণ্ড শিলা খোদি করেছে নির্ম্মাণ
এক ভাগে অট্টালিকা অপরে সোপান,
রজত কাঞ্চন চূড়া সুমার্জ্জিত কায়
শোভিতেছে সৌধপুঞ্জে সৌদামিনী প্রায়।

কাশীতে অপূর্ব্ব শোভা ঘাট সমুদায়,
পরিপাটী বিনির্ম্মিত বিমল শিলায় ;
বিকালে বসিয়ে তথা লোক অগণন
কথোপকথন করে সেবে সমীরণ।
" অগ্নীশ্বর " " মাধবরায় " ঘাট মনোহর,
" পঞ্চগঙ্গা " " ব্রহ্মঘাট " সোপান সুন্দর,
" মণিকর্ণিকার " ঘাটে সমাধির স্থান,
চির চিতানল যথা না হয় নির্ব্বাণ,

" রাজরাজেশ্বরী " ঘাটে স্নানে মহাফল,
" শ্রীধর " " নারদ " ঘাট আরাধনা স্থল,
" দশ অশ্বমেধ " ঘাটে হইলে মগন,
সশরীরে চলে যায় বিষ্ণু নিকেতন,
সুন্দর বিরাজে " রাজ ঘাট " শিলাময়
যথায় রেলের লোক আসি পার হয়।

" মাধরায় " ঘাটোপরি অতি উচ্চ শির
বিরাজিত ছিল বেণীমাধব মন্দির,
বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারী বেণীমাধব তথায়
পরিতুষ্ট হইতেন পবিত্র পূজায় ;
অপকৃষ্ট আরংজিব রাজা দুরাচার,
প্রজার মনের ভাব না করি বিচার,
নাশিতে কাশীর কীর্ত্তি ভীম মূর্ত্তি ধরি,
কাশী আসি উপনীত করে অসি করি,
ভাঙ্গিয়ে মন্দির তায় মসৃজিদ্ গঠিল
প্রস্তর-বিগ্রহে ধরে দূরে ফেলাইল।
মন্দিরের চূড়া এবে মসৃজিদ্ মিনার,
বহুদূর হতে লোক দেখা পায় তার।

বিশ্বেশ্বর পুরাতন মন্দির এখন
ভগ্ন অবস্থায় পড়ে, দেখিলে ভীষণ
শোকের উদয় হয় মানবের মনে,
ওরে দুষ্ট আরংজিব নীচাত্মা কেমনে

নাশিলি এমন কীর্ত্তি ? ছিল না কি তোর
কিছুমাত্র পূর্ব্বকীর্ত্তি-অনুরাগ জোর ?
বর্ব্বর ভুপতি তুষ্ট পূর্ব্বকীর্ত্তি ভঙ্গে,
প্রবাল প্রলম্ব চূর্ণ শাখামৃগ অঙ্গে !

অন্ধকার "জ্ঞান বাপী" অজ্ঞানের মূল,
কতমত মানবের ধর্ম্ম পক্ষে ভুল।
দুরন্ত যবন যবে ভাঙ্গিল মন্দির,
আতঙ্কেতে বিশ্বেশ্বর হলেন বাহির,
দেবের উড়িল প্রাণ জড়সড় অঙ্গ,
ধাইল ধরণীতলে করিয়ে সুড়ঙ্গ।
বাঁচিল দেবতা হেথা জ্ঞানের কৌশলে
এই সুড়ঙ্গেরে তাই জ্ঞান বাপী বলে।
সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বিশ্ব রচয়িতা,
কোপ কুলিশেতে যাঁর পৃথ্বী বিকম্পিতা,
যবনের ভয়ে তাঁর দূরে পলায়ন !
যেমন মানুষ তার দেবতা তেমন।

সুগৌরবে "দশ অশ্বমেধ" ঘাটোপরে
জ্যোতিষ আধার মানমন্দির বিহরে ;
যেখানে বসিয়ে রবি শশি গ্রহগণ,
বিদ্যার কৌশলে করে স্পষ্ট দরশন ;
ধ্রুবতারা ধরিবার সহজ উপায় ;
দিবার বিভাগ গণে ভাস্কর প্রভায়।

স্বেয়া জয়সিংহ রায় রেয়া অধিপতি,
যাঁর করে জ্যোতির্বিদ্যা পাইল উন্নতি,
তাঁহার নির্ম্মাণ মানমন্দির মোহন,
মরিয়ে জীবিত রাজা কীর্ত্তির কারণ।

সুশোভিত শিক্রোল পল্লী পরিষ্কার,
পরিপাটী অট্টালিকা বর্ম্ম চমৎকার,
নবীন দূর্ব্বায় ঢাকা বিপুল প্রাঙ্গণ,
মনোহর দরশন নয়ন রঞ্জন।
শিক্রোলে করে বাস সাহেবের কুল,
সুরম্য উদ্যানে যেন মল্লিকার ফুল!

শিক্রোল সন্নিকটে কালেজ ভবন,
বহুচূড়া বিভুষিত অপূর্ব্ব শোভন,
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ শোভে সম্মুখে তাহার,
ফোয়ারায় বারি দান করে অনিবার,
বিরাজিত মনোহর ক্ষুদ্র জলাশয়
দর্শকে কৌতুক তায় কুম্ভীর দ্বিতয়।
ভিতরে বিহরে বড় পুস্তক আগার,
বিরাজে দর্শন বেদ কাব্য অলঙ্কার।
চন্দ্রনারায়ণ গুণে এই বিদ্যালয়
করেছে পণ্ডিত মাঝে সুখ্যাতি সঞ্চয়।
খালিপায় সমুদায় ছাত্র অধ্যাপক,
রয়েছে কালেজে যেন কারায় আটক;

ন্যায়ের অন্যায় হায়! তাই মনে লাজ,
দুর্ব্বল দলনা নহে মহতের কাজ।

বাজারে বিক্রয় হয় রত্ন অলঙ্কার,
হীরক বলয় বাজু মুকুতার হার,
চেলির বসন, তায় কার্য্য পরিপাটী,
মোহিনীর মনোহরা বারাণসী সাটী,
বিবিধ বর্ণের ধুতি উড়ানি উজ্জ্বল,
জরিতে জড়িত শাল করে ঝল মল,
ফুলকাটা সতরঞ্চি গালিচা আসন,
ঘটি বাটি লোটা থাল বিচিত্র বাসন,
হাতির দাঁতের হাতি চিরুনি মুকুর,
শাল পাতা মোড়া নস্য শ্লেষ্মা করে দূর।

প্রতি উপকূলে রামনগর সুন্দর
কাশীর রাজার বাড়ী যাহার ভিতর।
মহারাজ মহিমার পরিসীমা নাই,
সুচিত্তে যশের গান করিছে সবাই,
ভাণ্ডারে বিপুল নিধি রাজ আভরণ,
মন্দুরায় বাজিরাজি গমনে পবন,
দুরন্ত দ্বিরদবৃন্দ-চলিত অচল—
ভয়ঙ্কর দন্তযুগ নিতান্ত ধবল।

রামনবমীর দিন—যে শুভ দিবসে
প্রসবিল রামচন্দ্রে কৌশল্যা সুযশে—

রামনগরেতে রেতে রামলীলা হয়,
প্রাসাদ প্রান্তর পথ করে আলোময়,
জনতা অবনী-অঙ্গ করে আচ্ছাদন,
চাকেতে মাছির ঝাঁক দেখিতে যেমন,
কুঞ্জর নিকরে কত দরশক দল,
আরোহিয়ে কত লোক তুরঙ্গ পটল,
সারি সারি পোড়ে বাজি ঝলসি নয়ন,
হাউই হুহুস্ স্বরে পরশে গগণ,
তুপড়ি অগিনি ঝাড় করে বিনির্ম্মাণ,
অনল কণিকা উৎস হয় অনুমান,
তারাহার কি বাহার তারাহার জিনি,
দম্ দম্ ছোটে বোম্ কাঁপায়ে মেদিনী,
আকাশে ফানস ভাসে উজ্জ্বল বরণ,
নিশির কুন্তলে যেন মণি দরশন,
বাজি পোড়া হলে শেষ বাজে জয় ঢাক,
রাবণের অনুরূপ পোড়াবার জাঁক,
লঙ্কেশে লাগায়ে দীপ বলে মার মার,
পুড়িয়া রাবণ রাজা হয় ছার খার।

কাশী ছাড়ি কিছু দূর আসি সুরধুনী
পাইলেন সহচরী গোমতী তরুণী,
গোমতী বদন চুম্বি জাহ্নবী আদরে,
জিজ্ঞাসিল সমাচার করে কর ধরে।

গোমতী বিনয়ে বন্দি গঙ্গার চরণ,
চলিতে চলিতে বলে নিজ বিবরণ।

" শুনিলাম তুমি সখি পতি দরশনে
করিয়াছ শুভ যাত্রা সাগর গমনে,
কাঁদিলাম মনোদুখে তব ভাবনায়,
পারি কি থাকিতে আমি ছাড়িয়ে তোমায় ?
দেখিতে তোমার মুখ হৃদয় অধীর
সাজাহানপুর হতে হলেম বাহির,
চলিলাম অবিরাম প্রবাহের রথে,
অটবী প্রান্তর শৈল দেখিলাম পথে।"

" দেখিলাম তার পরে রমণীয় স্থান,
বীরপ্রসূ লক্‌নাউ অলকা সমান।
বিপুল বিভব শালী ভূপাল তাহার,
পদাতিক গজবাজী হাজার হাজার,
প্রজার পালনে কিন্তু নাহি দিত মন
ললনা-লীলায় কাল করিত হরণ,
অরাজক রাজ্য মধ্যে ক্রমশ প্রবল,
সিংহাসনে রাজলক্ষ্মী হইল চঞ্চল,
তখন ইংরাজ-রাজ্য সুশাসন তরে,
লইল রাজ্যের ভার আপনার করে।
পুরাতন নরপতি স্বাধীনতা হীন,
অপমানে অবনত বদন মলিন,

মুকুট ভুষণ রাজ-দণ্ড কেড়ে নিল,
রাজ সিংহাসন হতে নামাইয়া দিল,
কাঁদিতে কাঁদিতে ভুপ কাতর অন্তরে
বহু পুরুষের পুরী পরিহার করে,
নিরাশায় মত নৃপ নির্ব্বাসনে যায়,
হাহাকার করি সবে পড়িল ধরায়।
আকুল অমাত্য কুল আঁধার দেখিল,
শ্মশ্রু বয়ে অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল,
শোকাকুলা রাজমাতা পাগলিনী প্রায়,
দরবেস্ বেশে বাছা কোথা চলে যায় ?
মহলে মহলে কাঁদে মহিষী মণ্ডল,
অবিরত বিগলিত নয়নের জল,
বিষণ্ণ বদনে কাঁদে যত পরিজন
নীরবে রোদন করে শূন্য সিংহাসন,
বিলাপে বারণবৃন্দ নিরানন্দ মন,
হরিয়াছে হরি যেন করভ-রতন,
শোকানলে জ্বলি অশ্ব ছুটিয়ে বেড়ায়,
আক্ষেপ-কূজন করে পক্ষী সমুদায়,
পরিতাপে পদ্মাবলী মলিন বদন
নীহারে রোদন করে কুসুমের বন,
নিরানন্দ-নীরনিধি অধিপ ভবনে,
হাসেন্ হোসেন্ যেন মরিয়াছে রণে।"

"সুশাসিত লক্‌নাউ হয়েছে এখন,
সভ্যতা হতেছে বৃদ্ধি বিদ্যা বিতরণ,
অবিচার অত্যাচার প্রজার উপর,
নাহি আর করে রাজপুরুষ নিকর,
কালেজ, কাছারি, সভা, ভেষজের স্থান,
স্থানে স্থানে রাজ্য মধ্যে হতেছে নির্ম্মাণ,
নয়নরঞ্জন রূপ দক্ষিণারঞ্জন,
করিতেছে সুযতনে উন্নতি সাধন।"

"লক্‌নাউ পরিহরি আসি কিছু দূর,
দেখিলাম সুশোভিত সুল্‌তান পুর,
রয়েছে নগর তলে তরি শত শত,
বাণিজ্য বণিক বৃন্দ করে নানা মত।
চলিতে চলিতে পরে তব দরশন,
চরণ কমল হেরি জুড়ালো জীবন।"

নীরব গোমতী,—গঙ্গা করিল গমন,
অবিলম্বে মির্জাপুরে দিল দরশন,
কমনীয় কলেবর সুন্দর নগর,
বিরাজিত প্রস্তরের দুর্গ পরিসর
বসন ভুষণে ভরা বিপুল বাজার,
কেনা বেচা করে লোক হাজার হাজার,
বিবিধ বাণিজ্য পোর্ত শোভা করে ঘাট,
সারি সারি রহিয়াছে বাহাদুরি কাট।

মির্জাপুর সুরধুনী করিয়ে অন্তর,
উপনীত গাজিপুর সুরভি নগর।
কুসুম কানন পুরে শোভে অগণন,
বিপুল গোলাপ পুঞ্জ তাহার ভূষণ,
ফুলবনে সুলোচনা করিছে বিহার,
চয়ন করিয়ে ফুল ভরিছে আধার,
মধুপ কৌশলে ফুলে করিয়ে দলন,
লইতেছে বার করে পরিমল ধন,
শীতল গোলাপ জল গোলাপি আতর,
মকরন্দ বিমোদিত অতি মনোহর।

মহাজন গণ করে নানা ব্যবসায়,
আপণে রয়েছে থান গাদ্দায় গাদায়,
রহিয়াছে স্তূপাকারে লবণ কলাই,
কত যে চিনির কুঠী সংখ্যা তার নাই,
চলিতেছে অবিরাম চিনি করা কল,
প্রসব করিছে চিনি অতীব ধবল,
ঢালিয়ে রেখেছে চিনি ভরিয়ে প্রাঙ্গণ,
বালি আড়ি সিন্ধু তীরে দেখিতে যেমন।

গাজিপুর করি দূর সাগর রমণী,
উপনীত বক্সারে পতিত পাবনী।
বক্সারে বিশ্বামিত্র ঋষি মহাজন,
করেছিল পুরাকালে আশ্রম স্থাপন,

যখন জানকী পাণি করিতে পীড়ন,
বরবেশে রঘুবর করেন গমন,
ঋষির আশ্রমে আসি করিলেন বাস,
ঋষির হৃদয় পদ্ম আনন্দে বিকাশ।
তপোধন নিকেতন আজো বিরাজিত,
দরশন করি চিত্ত হয় হরষিত।
“ রামেশ্বর ” নামে শিব স্থিত বক্সারে,
স্থাপন করেছে রাম ভক্তি সহকারে ,
“ রামেশ্বর ” শিরে জল ঢালে সুলোচনা,
সীতাপতি সমপতি করিয়ে কামনা।

পরিহরি বক্সার পারাবার প্রিয়ে,
পাইলেন ঘর্ঘরায় ছাপ্‌রা আসিয়ে,
আলিঙ্গন করি তারে অতি সমাদরে,
জিজ্ঞাসিল সমাচার সুমধুর স্বরে।

পঞ্চম সর্গ।

বর্দ্ধয়া গঙ্গার বাক্যে প্রফুল্ল হৃদয়,
বিনীত হইয়ে দিল নিজ পরিচয়।

"কুমাউন মহীধর কণক বরণ,
হিমালয় শৈলরাজ অনুগত জন;
তাঁহার দুহিতা আমি শুন সুলোচনে,
আছি চির বিরহিণী নিরানন্দ মনে।
পরম যতনে পিতা রতন বিতরি,
শিক্ষা দিল অভাগীরে দিবা বিভাবরী—
শিশুকালে শিখিলাম উর্ব্বশী কৃপায়
তত্ত্ব, ওঘ, ঘন, নৃত্য মঞ্জি দিয়ে পায়,
শিখিলাম সুযতনে সঙ্গীত কাকলী,
বিহঙ্গ-বাদিনী-বীণা মধুর মুরলী;
সমাদরে শিল্পবিদ্যা করিয়ে অভ্যাস,
সুকোমল মকমলে করিনু প্রকাশ
রেশম-কুসুম-ফুল মুকুল পল্লব,
ভ্রমে অলি ভাবে তার সুরভি বিভব;
কতসুখে করিলাম অধ্যয়ন মরি,
সরল সাহিত্য-মালা আনন্দলহরী,

বিজনে মনের সুখে মানসিক গুণে,
গাঁথিনু ললিত মালা কবিতা প্রসূনে।
বিফল হইল এত শিক্ষা আহা মরি!
বলিতে মরমে বাজে সরমে সিহরি—
দেশাচার দাবানল অতি নিদারুণ,
দহিল যৌবন-বন কবিতা-প্রসূন,
সাধের কবিতা-ফুল যতনের ধন,
পারি কি দেখিতে সখি অনলে দহন?
কুলের গরিমানলে ফেলি স্নেহফুল,
অবলা বালার প্রতি পিতা প্রতিকূল—
ধনবন্ত ঐরাবত কুলীন-প্রধান
তাঁর পুত্রে পুত্রী দান অতীব সম্মান,
কিন্তু সখি বলিব কি ঐরাবত সুত,
অকাল কুষ্মাণ্ড ষণ্ড ভীম ভণ্ড ভূত,
গভীর লোচন দুটি ক্ষুদ্র জ্যোতি-হীন,
বার করে উচ্চ দাঁত আছে রাত দিন,
মোটা বুদ্ধি, মোটা পেট, মোটা মোটা পদ,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি সদা খায় মদ—
পোড়া শিরে ধূলা দিয়ে ধরি অবহেলে,
বড় বড় মহীরুহ উপাড়িয়া ফেলে—
এমন মাতঙ্গে মম দিতে চান বিয়ে,
কি ফল হইল তবে এত শিক্ষা দিয়ে?
না পেলে অবলা-বালা-নয়ন-কীলাল,
শুকাইয়ে মরে যদি সম্মানের শাল,

বিদ্যা বিভূষিত তারে করা ভাল নয়,
শতগুণে পরিতাপ অনুভব হয়।
হস্তি-মূর্খ হস্তি-হস্তে বিন্যস্ত করিতে,
আয়োজন করে পিতা হরষিত চিতে,
ভাবিয়ে ব্যাকুল আমি কোথায় পালাই,
অনক্ষর বর হতে কিসে ত্রাণ পাই ?
এমন সময় দেশে হইল ঘোষণ,
সাগর সন্ধানে গঙ্গা করেছে গমন,
অমনি বিষাদে স্থির করিলাম মনে
কাটাইব এ জীবন ধর্ম্ম আচরণে,
তোমার সঙ্গিনী হয়ে যাইব সাগরে
আক্ষেপ প্রবাহ বলো আর কোথা ধরে।
পরিণয় দিনে পরি বসন ভূষণ
ঐরাবত সুত যাই দিল দরশন
ভাসাইয়ে আঁখি নীরে অঙ্গ অবনীর
অমনি ভবন হতে হলেম বাহির।”

“আইলাম কিছুদূর অতি বেগভরে
মনে ভয় মূর্খ পাছে দৌড়াইয়ে ধরে—
যেখানে বাঘের ভয় সন্ধ্যা সেই খানে,
মাতঙ্গ মূরতি শিলা হেরি স্থানে স্থানে,
সত্বরে উপল-কুলে করি পরিহার
কালীনদী সনে দেখা হইল আমার ;

তব সহচরী বলি দিল পরিচয়
কান্তারে আসিতে একা পাইয়াছে ভয়। ”

“ দুইজনে একাসনে আসি কিছু দূর
শুনিলাম সুমধুর বামাকণ্ঠ সুর
দাঁড়াও দাঁড়াও বলি আমায় ধরিল
‘ সুরধুনী প্রিয় সখি’ পরিচয় দিল।
‘ গৌরীগঙ্গা’ নাম তার কণক বরণ
ভরিয়াছে নব অঙ্গে নবীন যৌবন।
নেপাল হইতে পরে নদী করণালী,
জানিলাম পরিচয়ে আপনার আলি,
আসিয়ে করিল মোরে জোরে আলিঙ্গন
বাসনা তোমার সঙ্গে সাগরে গমন।
‘ সতীগঙ্গা ’ নাম তার সতী উদ্ধারিয়ে
অপূর্ব্ব কাহিনী সখি শুন মন দিয়ে।
‘ করণালী ’ তীরে ছিল অপূর্ব্ব নগর,
রাজ দণ্ড ধরে যথা রাজা নটবর
অবিচার-প্রিয় ভূপ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান
কঠিন হৃদয় তার ভীষণ মশান;
সজোরে কাড়িয়ে লয় প্রজার বিভব,
সতীর সতীত্ব নাশে তোষে মনোভব,
অনলে দহন করি প্রজার ভবন
অনায়াসে নাশে তারে সহ পরিজন। ”

"এই পাষণ্ডের রাজ্যে করিত বসতি
অনুকম্পা-পরিণত 'সম্পা' গুণবতী—
নবীন যৌবন ফুল পরিমলময়
শোভিয়াছে ললনার অঙ্গ সমুদয়.
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ সুনীল বরণ,
দূরেতে নীলাম্বুনিধি দেখিতে যেমন ;
উজ্জ্বল তারকা দুটি জ্বলিছে নয়নে ;
হাসিছে মধুর হাসি সদা চন্দ্রাননে,
মুরলী-আরব জিনি রব মনোহর,
কিশোভা সঙ্গীতে যবে কাঁপায় অধর।
পূর্ব্বতন সেনাপতি পুত্র পুণ্ডরীক,
ষড়ানন সম রূপ সুযোগ্য সৈনিক,
সম্প্রতি তাহার করে হরষিত মনে
সঁপিয়াছে সম্পা প্রাণ বিবাহবন্ধনে।"

"একদা ঊষায় বসি সম্পা সুলোচনা
উপকূলে একাকিনী করে উপাসনা ;
বহিতেছে মন্দমন্দ মলয় পবন,
করিছে লহরী লীলা শৈবলিনী-বন,
চুম্বিছে বালার্ক-আভা 'সম্পা' গণ্ডদেশ
কষিত কাঞ্চনে যেন রতন নির্দ্দেশ।
হেনকালে পাপনেত্র রাজা নটবর
হেরিয়ে সম্পার শোভা ব্যাকুল অন্তর।"

"উপাসনা সারি 'সম্পা' মরাল গমনে
পুণ্ডরীকে নিরখিতে পশিল ভবনে,
অমনি মুচকি মুখ পুণ্ডরীক হাসে,
স্নেহগর্ভ সুবচন পরীহাসে ভাসে—
হৃদয় মৃণাল মম শূন্য করি প্রিয়ে
জলে ছিলে এতক্ষণ কেমনে ফুটিয়ে ?
জাননা কি 'সম্পা' তুমি আমার জীবন,
দিবসে আঁধার হেরি বিনা দরশন।
কি শোভা ধরেছ সম্পা উপাসনা করি,
শুভ্র ধুতুরার মালা কুন্তল উপরি ;
সুষমা উপমা নাই তবু ইচ্ছা বলি—
কাদম্বিনী মাঝে যেন ভাসে বকাবলী ;
তা নয় তা নয় 'সম্পা' বলি এই বার
জলধি-অসিত-জলে সিত-পোতহার ;
হলনা হলনা প্রিয়ে পুনর্ব্বার বলি
অমানিশি অঙ্গে যেন নক্ষত্র মণ্ডলী ;
এইবার আদরিণি ! উপমার সার
হৃষিকেশ কোলে যেন বাণীর বিহার ;
এতেও উঠেনা মন কি করি উপায়,
হর-কর-শাখা যেন কালীকার গায় ;
এবার বলিব ঠিক পরিহরি ভুল
সম্পার কুন্তলে যেন ধুতুরার ফুল।
হাসি হাসি কাছে আসি সম্পা বলে বেস
আজ হতে হয়ে গেল তুলনার শেষ।

পরিহর পরীহাস ধরি দুটি পায়,
কোথা পাব ভাল কেশ কেমা নাহি যায়।
পতি হাত ধরি সতী নিকটে বসিল,
পুণ্ডরীক মুখ সম্পা গণ্ড পরশিল।
কিছুকাল কাটাইয়া কথোপকথনে,
পুণ্ডরীক চলে গেল সৈন্য নিকেতনে।"

"নিরমল মনে 'সম্পা' বসি একাকিনী,
উপনীত আসি তথা রাজার কুট্টিনী—
বলে মাগী 'শুন সম্পা মম নিবেদন,
উদয় হয়েছে তব সুখের তপন,
শুভক্ষণে হেরি তব অপরূপ রূপ,
নিতান্ত হয়েছে ক্ষিপ্ত নটবর ভূপ,
তোমায় বারতা দিতে পাঠালে আমায়,
বহুমূল্য উপহার দিয়েছে তোমায়,
ন-নর মতির মালা হীরক বলয়,
রতন রচিত সিঁতি শত সূর্য্যোদয়,
রাজার বিপুল কোষে আছে যত ধন,
সমুদায় তব হাতে করিবে অর্পণ,
গোপনে রাজার সনে করিয়ে বিলাস,
ভূপতি-ভূপতি হয়ে রবে বারমাস,
সতত মানিবে ভূপ তব অনুমতি,
পলকেতে পুণ্ডরীক হবে সেনাপতি।

কখন্ যাইবে ‘ সম্পা’ বলনা আমায়,
শুভ সমাচার দিয়ে বাঁচাব রাজায়।
এ বারতা বিধুমুখি ! কেহ না জানিবে,
মম সনে কুঞ্জবনে গোপনে যাইবে,
অথবা তোমার যদি অনুমতি হয়,
আসিবে ভূপতি-ভৃত্য তোমার আলয়—
অমত করিলে ‘ সম্পা’ নাহিক নিস্তার,
সহসা সবংশে সবে হবে ছার খার।’
মর্ম্মভেদি বাক্য শুনি ‘ সম্পা’ ক্রোধে জ্বলে
উজ্বল নয়নে বেগে বারি বিন্দু গলে,
ইন্দীবরে ভোরে ঝরে যেমন নীহার,
বরিষণ করে কিম্বা হীরা মুক্তাহার।
সরোষে বলিল ‘ সম্পা’ ‘ওরে নিশাচরি !
কামিনী কুলের কালী কিরাত কিঙ্করি !
জান নাকি পাতকিনি ! আছে সর্ব্বোপর,
রাজার উপর রাজা মহা মহেশ্বর,
পরম দয়ালু পিতা দুর্ব্বলের বল,
দুরাত্মা দৌরাত্ম্যে তাঁর জ্বলে ক্রোধানল ;
ভাবনাক একবার সে ভূপের ভয়,
ভূপবাক্যে কর পাপ যাহা মনে লয়।
কি সাহসে এলি মম পবিত্র আলয়ে,
নিরয়ের কীট যেন নব কিসলয়ে !
দূর দূর কালামুখি কালভুজঙ্গিনি !
কুলের কামিনী-কুল-কলঙ্ক-কারিণি !

ভাবিয়াছ পাপিয়সি প্রমদার কুল
কাটিয়াছে একেবারে সতীত্বের মূল,
পলকে ভুলিবে পেয়ে হীরক বলয়,
করিবে রাজত্ব সনে ধর্ম্ম বিনিময় !
রাজার বড়াই তুই করিস্ পামরি,
আমি যে পতির সুখে রাজরাজেশ্বরী।
প্রণয় পয়োধি মম পতি পুণ্ডরীক,
হেমকান্তি, বীর-কেতু, সুশীল, রসিক ;
দেবতা-দুর্ল্লভ পতি আদরে সেবিত,
সহস্র সহস্র রাজা পদে বিরাজিত।
এন না আমার কাছে অপদার্থ মণি
পতিভক্তি সতী অঙ্গে কমলা আপনি।
বার হরে বারযোষা বলি বার বার,
কলুষিত হইতেছে ভবন আমার।
ভাল উপদেশে যদি যায় তোর মন,
ললনা ছলনা বৃত্তি দিগে বিসর্জ্জন
অনুতাপানলে মন করি নিরমল
আচরণ কর ধর্ম্ম অন্তের সম্বল।
রাজারে বলিয়ে যাস পাবে প্রতি ফল,
সতীর নিশ্বাসে রাজ্য যাবে রসাতল।' "

" রাগত বেজির মত গরজি গভীর,
ফুলাইয়ে কলেবর নত করি শির,

ভূপতি কুট্টিনী চলি গেল রোষভরে,
নিবেদিল বিবরণ রাজা নটবরে।
অশুভ সম্বাদ শুনি সম্ভলীর মুখে
নিরাশে পাগল রাজা রাগে মনোদুখে।
সম্বরি শম্বর-অরি-পাবক-ভীষণ
আশ্বাস সম্বর করি যত্নে বরিষণ,
বলিল দূতীর প্রতি 'যাও পুনরায়,
পুণ্ডরীকে বল গিয়ে মম অভিপ্রায়,
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা করিলাম দান,
আজ হতে সে হইল সচীব প্রধান।
বোধ হয় পুণ্ডরীক দিলে অনুমতি
অবিলম্বে পাব আমি সম্পা রূপবতী,
যেমন সেদিন সাধু সদাগর প্রিয়া
পতির আজ্ঞায় আসি জুড়াইল হিয়া।'
'এ নহে' বন্ধকী 'কহে তেমন দম্পতী
কি করি প্রভুর আজ্ঞা যাই আশুগতি'।"

"নষ্টমতি নটবর নষ্ট ব্যবহার
শুনিয়ে মনের দুখে বদনে সম্পার;
পরিতাপে পুণ্ডরীক করিল প্রেরণ
পদ ত্যাগ পত্র ত্বরা সৈন্য নিকেতন।
সম্পার লোচন বারি মুছিয়ে চুম্বনে
করিল সান্ত্বনা কত মধুর বচনে।

তার পরে সরোবরে সেবিয়ে সমীর
ভাবিতে লাগিল বসি পুণ্ডরীক বীর—
'হা জননি মাতৃ ভূমি কি দশা তোমার
হেরি মা নয়নে তব নিরাশ আসার,
অবিচার অত্যাচার বরাহ জম্বুক,
অবিরত বিদারিত করে তব বুক,
অসহ্য সহিতে আর পারনা জননি,
কত মতে নিপতিত অধিপ-অশনি।
কাঙ্গাল করেছে বিধি উপায় বিহীন
মরমে মরিয়ে মাতা আছি নিশি দিন—
গরীয়সি মাতৃভুমি সম্বর রোদন,
আহবে পাষণ্ড ভূপে করিব নিধন'—
এমন সময় তথা ভুপাল প্রেরিত
জঘন্য-জীবন দূতী আসি উপনীত,
সাহসে করিয়ে ভর দিল পরিচয়,
'নটবর' নরপতি-আজ্ঞা সমুদয়।
আরক্ত লোচনে বীর দূতী পানে চায়
পরাণ উড়িয়ে তার কোথায় পালায়,
কুলটা-কুন্তল করে জড়াইয়া ধরে,
বলে 'তোরে খেঁতো করি আছাড়ি পাথরে,
পাঠাই যমের বাড়ী এক পদাঘাতে,'
সহসা ভাবিয়ে বলে 'কি পৌরুষ তাতে,
বামা হত্যা মানুষিক গণনীয় নয়,
যদিও হৃদয় তার হয় বিষময়,

ছাড়িয়ে দিলাম তোরে শাস্ত্র অনুসারে
রাখিলাম পদাঘাত বধিতে রাজারে’।”

“রাজার সদনে দূতী আসিয়ে সত্বরে,
বলিল বৃত্তান্ত সব কাঁদিয়ে কাতরে।
কান্না নিবারণ তার করিয়ে টাকায়
‘নটবর’ কুটনীরে করিল বিদায়।
ভাবিয়া ভাবিয়া পরে করিলেন স্থির,
‘মশানে লুটালো দেখি পুণ্ডরীক শির,
রাজার বিদ্রোহী দুষ্ট হয়েছে প্রমাণ,
কার সাধ্য রক্ষা করে বিদ্রোহীর প্রাণ।
বিনাশ করিলে তারে কিন্তু সেনা দল,
পরিতাপে জ্বালাইবে সমর অনল,
পূর্ব্বতন সেনাপতি প্রাতঃস্মরণীয়
তার চেয়ে পুণ্ডরীক বীর বরণীয়,
আমিও তাহারে ভাল বাসি চিরকাল
না দিয়ে ‘সম্পারে’ মোরে বাড়ালে জঞ্জাল।’
পুণ্ডরীকে প্রাণে মারা মানি অবিহিত,
কেড়ে নিল বাড়ী তার সর্ব্বস্ব সহিত।
সর্ব্বস্বান্ত পুণ্ডরীক পড়িয়ে শঙ্কটে
বিরচিল পর্ণশালা ‘করণালী’ তটে,
ভিকারির বেশে তথা ‘সম্পা’ ভার্য্যা সনে,
করিতে লাগিল বাস হরষিত মনে।”

" বিলাপ যখন পায় আসিতে সময়,
বিবিধ বিলাপ হয় একত্রে উদয়।
যাতনা যখন মনে ধরে নাক আর,
সহসা প্রভাব তার শরীরে প্রচার ;
পরিতাপে পরিপূর্ণ পুণ্ডরীক বীর,
আবার বিকার তায় করিল অধীর—
পিপাসায় প্রাণ যায় বলে জল জল,
নাকে মুখে চকে বহে জ্বলন্ত অনল,
মাথার বেদনে মাথা ছিঁড়ে পড়ে যায়,
উঠে উক্কি উপাড়িয়ে নাড়ী সমুদায়,
হাঁপাইয়ে বলে ' আর চেষ্টা অকারণ,
মরণ ব্যতীত ব্যাধি হবে না বারণ। '
কাছে বসি বলে ' সম্পা' ভাসি আঁখি জলে,
' বালাই বালাই নাথ ও কথা কি বলে,
আছে দাসী দিবা নিশি তোমার সেবায়,
কি করিব বল নাথ কি দিব তোমায় ;
এমন বিপদ বিধি লিখিল ললাটে,
নাথের যাতনা দেখে দুখে বুক ফাটে।
এখনি যাইবে জ্বালা হয়ে থাক স্থির,
শুনিবেন দয়াময় স্তব দুঃখিনীর।'
পুণ্ডরীকে অচেতন করি দরশন,
কোলে তুলে নিল ' সম্পা ' করিয়ে যতন,
সুবাসিত হিমজল ধরিল বদনে,
মুছে নিল ওষ্ঠাধর আপন বসনে,

সঞ্চালন করি নব নলিনীর দাম,
যতনে বাতাস বালা দিল অবিরাম।
শবাকার পুণ্ডরীক সুস্থির নয়ন,
শোকাকুলা সম্পাসতী নিরাশে মগন।”

“ হেনকালে সেনাপতি সন্ন্যাসীর বেশে
উপনীত আসি তথা সম্পার উদ্দেশে।
সস্নেহে নিকটে বসি বলে বীরবর,
কি ভাবনা মা তোমার স্বরাজ্য ভিতর,
রাজার বিনাশ করি যত সেনাগণ,
পুণ্ডরীকে সিংহাসনে করিবে স্থাপন।
রাজ কবিরাজ মাতা আসিবে এখনি,
অবিলম্বে ভাল হবে ভাবি নরমণি!
কিছু দিন কষ্টে বাছা কর দিনক্ষয়,
প্রজা পরাক্রমে রাজা হবে পরাজয়,
পূজ্য প্রজাপতি যদি পাপমতি হয়,
প্রভুত্ব তাহার বল কত দিন রয়!
গোপনে এসেছি আমি গোপনে প্রস্থান,
হিতে বিপরীত হবে পাইলে সন্ধান।
এত বলি সেনাপতি করিল গমন,
কাঁদিতে লাগিল ‘ সম্পা ’ ব্যাকুলিত মন।”

“ নষ্টমতি নটবর ক্ষণকাল পরে,
পাঠাইল কুট্টিনীরে পুণ্ডরীক ঘরে,

আইল তাহার সনে গুণ্ডা দশজন,
উড়িল সম্পার প্রাণ শুকালো বদন।
সতেজে সন্তুলী বলে ‘ শুন মম বাণী,
অকারণ কষ্ট ত্যজি হও রাজরাণী,
কেন কাঙ্গালিনী হও থাকিতে উপায়,
এখনো সম্মত হলে থাকিবে বজায়,
রবেনা সুখের সীমা বাড়িবে সম্মান,
কেনা দাস হবে রাজা তব সন্নিধান।
না শুনে আমার কথা গিয়েছ গোল্লায়,
শুয়েছে সাধের স্বামী শমন শয্যায়,
এইবার অবহেলা করিলে বচন,
গলাটিপে লয়ে যাবে গুণ্ডা দশজন ’।”

“ কাতরে কাঁদিয়ে সম্পা বলে মৃদুস্বরে
‘ নাহি কি দয়ার লেশ তোমার অন্তরে ?
মৃতপ্রায় স্বামী মম কোলেতে আমার,
দেখিতেছি দশদিক্ আমি অন্ধকার,
হেরিলে আমার মুখ এমন সময়,
স্নেহরসে গলে কাল সাপিনী হৃদয়,
কেমনে কামিনী হয়ে তুমি হেন কালে
আমায় বাঁধিতে চাও মহা পাপ জালে ?
যাও বাছা জ্বালাতন করনাকো আর,
প্রাণ দিয়ে বাঁচাইব সতীত্ব আমার ’।”

"রাজার আদেশ মত কুট্টিনী তখন
সম্পাপুণ্ডরীকে ধরি সহ গুণ্ডাগণ,
লয়ে গেল বেগ ভরে বিহার আলয়
সতত সতীত্ব যথা বিনাশিত হয়।
বাঘিনী হরিণী হরে আনিলে যেমন,
আনন্দে বাঘের নাচে অপকৃষ্ট মন,
দুষ্ট সম্ভলীর হাতে হেরে সম্পাসতী,
নষ্ট নটবর মতি নাচিল তেমতি।
পাঠাইয়ে পুণ্ডরীকে বিজন কারায়,
রেখে দিল কেলী গৃহে মূর্চ্ছিতা সম্পায়।"

"দিবা অবসানে সম্পা পাইয়ে চেতন,
হা নাথ! বলিয়ে কত করিল রোদন।
বিরাজিত করনালী কেলি গৃহ তলে,
ভাবিলেন ডুবে মরি সেই নদী জলে।
হেনকালে নটবর রাজা দুরাচার
আইল তথায় হাতে হীরকের হার।
বিহার ভবনে ভুপ, সম্পা হতজ্ঞান,
সীতা যথা হতমতি রক্ষ সন্নিধান;
পাপাত্মার মুখ পাছে হয় দরশন,
দুই হাতে ঢাকে বালা বদন নয়ন।
আতঙ্কে অবলা কাঁপি কাঁদিল কাতরে
ভুজবল্লি দিয়ে বারি অবিরত ঝরে।

মূঢ়মতি নটবর হৃদয় পাষাণ,
নররূপ নিশাচর নষ্টতা নিধান,
কাছে আসি বলে ধনি আমি কেনা দাস,
তোমার সেবায় প্রিয়ে রব বারমাস।
নিবারণ কর কান্না ত্যজ অভিমান,
ধন জন মন প্রাণ করিলাম দান,
তোমায় নজোর দিব বাসনা আমার,
আনিয়াছি তাই প্রিয়ে হীরকের হার।
এত বলি ব্যস্ত হয়ে নষ্ট নটবর,
সম্পার গলায় মালা দিতে অগ্রসর,
কুলবালা গোঁয়ারের হেরি ব্যবহার,
চমকিয়া সকাতরে করিল চীৎকার—
'কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার
নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার'।"

"হেনকালে সেনাপতি আসি বেগ ভরে
পায়ে ধরি পাপবৃত্তি নিবারণ করে।
বলিল 'জঘন্য কাজ কর না রাজন,
সহসা সেনার হস্তে হইবে নিধন।
পুণ্ডরীক অপমানে যত সেনাগণ,
হাহাকার রব করি করিছে রোদন।
পুণ্ডরীকে যদি ফিরে না দেহ সম্পায়,
রাজ্যেতে সমরানল জ্বলিবে ত্বরায়'।

সেনাপতি সনে ভূপ গেল নিকেতন
ছলে বলে সেনাদলে করিল শাসন' ।"

"পর দিন কেলী গৃহে সম্পা একাকিনী,
কণক পিঞ্জরে যেন ক্ষিপ্ত বিহঙ্গিনী !
কোথায় প্রাণের পতি আছেন কেমন,
ভাবিতেছে অবিরত অবলার মন ।
চিন্তা অনশনে শীর্ণ-দেহ কৃশোদরী
বুজে না চক্ষের পাতা দিবা বিভাবরী ;
ব্যাকুলা অবলা বালা বাতায়নে গিয়ে,
করণালী প্রতি বলে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে—
'তব তটে সতী মরে দেখ গো জননি,
পতিরত্ন, রমণীর হৃদয়ের মণি,
হরিয়াছে নরপতি শূন্য করি ঘর,
আর কি দেখিতে পাব মুখ মনোহর ?
পাষণ্ড পাষাণ মন কালকূট কূপ
অনাথিনী ধর্ম্ম নাশে হয়েছে লোলুপ ।
এই বেলা অবলায় জলে দেহ স্থান,
নতুবা নীচাত্মা আসি বিনাশিবে প্রাণ' ।"

"এমন সময়ে তথা ভূপতি অধম,
উদয় হইল যেন কালান্তক যম,
সম্পার নিকটে আসি বলে শুন প্রিয়ে,
পাগল হয়েছি আমি তোমার লাগিয়ে ;

অনুমতি পুণ্ডরীক দিয়াছে তোমায়,
কৃপা করি নিজ দাসে রাখ রাঙ্গা পায়।
যদি অভিমান ভরে কর অপমান,
আত্মহত্যা হব আমি তব বিদ্যমান।
বলিতে বলিতে মূঢ় হয়ে অগ্রসর,
পরশিতে যায় সম্পা পবিত্র অধর,
সিহরি অমনি সম্পা ঢাকিয়ে নয়ন,
সকাতরে-উচ্চৈঃস্বরে করিল রোদন—
'কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার,
'নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার।'
সহসা তখনি এক বৃশ্চিক ভীষণ,
ভূপ মুখে পড়ি করে রসনা দংশন,
ছট ফট করে রাজা বিষের জ্বালায়,
পালাইয়ে গেল ত্বরা ছাড়িয়ে সম্পায়।"

"পরদিন পাপমতি মহা ক্রোধভরে,
নিষ্কোষিত তরবারি জোরে ধরি করে,
আইল সম্পার কাছে যেন ভয়ঙ্কর
মূর্ত্তিমান জীব-ধ্বংস অন্তক-কিঙ্কর,
বলিল পরুষ বাক্যে 'শুন রে পামরি
'হয় হত হবে আজ নয় রাজ্যেশ্বরী।
'রাজ্যেশ্বরে অবহেলা এত অহঙ্কার,
'আমি যদি মারি রক্ষা করে সাধ্য কার,

'এখন বচন রাখ তোল চন্দ্রানন,
'নতুবা কৃপাণাঘাতে করিব নিধন।'
পতিপরায়ণা সতী মতি নিরমল,
একমাত্র অবনীতে সতীত্ব সম্বল,
ধর্ম্ম পালনেতে মন রত অবিরাম,
তরবারি তার কাছে তামরস দাম;
টলে কি সতীর মন দেখাইলে ভয়,
নড়ে কি অশনি পাতে উচ্চ হিমালয়?
নিরবে রহিল সম্পা মনেতে ভাবিয়ে,
করিলাম ধর্ম্মরক্ষা তুচ্ছ প্রাণ দিয়ে।"

"নিষ্ফল হইল দেখি ভয় প্রদর্শন,
ক্রোধভরে ভূপতির আরক্ত লোচন,
বাম করে বামাঙ্গিনী ধরি কেশপাশ
উঠাইল তরবারি করিতে বিনাশ।
বলিল এখন যদি রাখ মোর মান,
চরণে রাখিব শির ফেলিয়ে কৃপাণ।
অনাথিনী অবলার আকুল অন্তর,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে নাথে নিতান্ত কাতর—
'কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার
'নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার।'
করনালী অকস্মাৎ বেগে উথলিয়া,
লয়ে গেল কেলীগৃহ স্রোতে ভাসাইয়া,

মরিল দুরাত্মা ভুপ সুগভীর নীরে,
ভাসিতে ভাসিতে সম্পা উতরিল তীরে,
তপোবনে ঋষিগণ পাইল সম্পায়,
পিতৃস্নেহে সুযতনে বাঁচাইল তায়।"

"মরিল দুরাত্মা ভুপ গেল অত্যাচার,
ধন ধর্ম্ম মান নষ্ট হবে নাকো আর।
মন্ত্রি, সৈন্য, সেনাপতি, প্রজা এক মনে
পুণ্ডরীকে বসাইল রাজসিংহাসনে।
আনন্দে ভরিল দেশ গেল অবনতি
প্রজার মনের মত হয়েছে ভুপতি।
সম্পার সম্বাদ শুনি তপোধন মুখে
আনি তারে রাজরাণী করে রাজা সুখে।
করণালী সম্পাসতী করিল উদ্ধার,
সেই হেতু সতীগঙ্গা এক নাম তার।"

"মিলিল সরযূ সই আসি অযোধ্যায়,
উভয়ে অপূর্ব্ব প্রেম ভিন্ন নহে কায়,
এক ধ্যান এক জ্ঞান অভিন্ন জীবন,
এক ভাবে এক পথে সতত গমন।
প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা মানিবে সকলে,
লয়েছি সরযূ নাম স্নেহরসে গলে।"

ষষ্ঠ সর্গ।

ছাপরায় ঘর্ঘরায় করি আলিঙ্গন,
নগর অদূরে গঙ্গা করে দরশন
গৌতমের তপোবন পবিত্র আলয়,
তর্ক সহকারে যথা ন্যায়ের উদয়।
এই খানে ঋষি-পত্নী অহল্যা সুন্দরী
পুরন্দর ছাত্র সনে গুপ্ত প্রেম করি
জলাঞ্জলি দিয়েছিল সতীত্ব রতনে,
কোপাগ্নি জ্বলিল তায় তপোধন মনে।
শাঁপ দিয়ে কুলটায় করিল পাষাণ
অচেতন কলেবর, অসাড়, অজ্ঞান।
পরিণয় আশে রাম যবে মিথিলায়
বিশ্বামিত্র ঋষি সনে এই পথে যায়,
পরশিল পদ তার পদ বিচারণে
শৈলময়ী অহল্যায় শাঁপ বিমোচনে,
অমনি উদ্ধার বালা শৈল হতে হয়,
অনুতাপে নিরমল পবিত্র হৃদয়।

তথা হতে চলে গঙ্গা হেলিতে দুলিতে
কিছুদূর দানাপুর থাকিতে থাকিতে,

মহাবেগে সোন নদ ভয়ঙ্কর কায়
প্রণমিয়ে নত শিরে ভেটিল গঙ্গায়।
সোণেরে সম্ভাষি গঙ্গা বলে “ বাছা ধন
কোথা হতে আগমন বল বিবরণ,
কি দেখে আইলে পথে যাইবে কোথায়,
কেন বা হয়েছে তব রক্তবর্ণ কায়।”
গঙ্গার আজ্ঞায় সোন প্রফুল্ল হৃদয়
ধীরে ধীরে সমুদয় দিল পরিচয়।

“ অপূর্ব্ব শোভিত বিন্ধ্য গিরি মহাভাগ,
যে করে ভারতভুমি দ্বিভাগে বিভাগ,
অগস্ত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিয়ে,
চিরদিন আছে দুঃখে ভুমে প্রণমিয়ে ;
এলনা অগস্ত্য ফিরে বিষাদিত মন,
বেদনায় ভুধরের ঝরিল নয়ন।
সেই নয়নের জলে জনম আমার।
জনরবে পাইলাম তব সমাচার,
আসিয়াছি অগস্ত্যের করিতে সন্ধান,
তব সনে যাব ইচ্ছা সিন্ধু সন্নিধান।”

“ বিরাজিত জরাসন্ধ হর্ম্ম্য মম তটে,
একাদশী দিনে রাজা পড়িল সঙ্কটে ;
ভীমার্জ্জুন সহ কৃষ্ণ কৌশল নিদান
ভিক্ষা চাহিলেন জরাসন্ধ সন্নিধান।

কি ভিক্ষা বাসনা রাজা জানিতে চাহিল,
রণ ভিক্ষা বীরত্রয়ে অমনি মাগিল,
বাক্য অনুসারে ভুপ যুদ্ধ দিল দান,
বৃকোদর বীরদন্তে করিল আহ্বান।
উভয়েতে ঘোররণ কে বাঁচে কে মরে,
কুটা চিরে কৃষ্ণ ভীমে দেখালে সত্বরে,
অমনি জানিল ভীম বধের উপায়,
সাপটি বিক্রমে ধরে দুহাতে দুপায়,
বাঁস চেরা মত তারে চিরিয়া ফেলিল,
রক্তস্রোত নদী অঙ্গে পড়িতে লাগিল।
জরাসন্ধে করি বধ গেল বৃকোদর,
সেই হেতু রক্তবর্ণ মম কলেবর।"

"দাঁড়াইয়ে আছে কূলে রহিতস গড়
পাথরে গঠিত যেন ভূধর অনড়,
অরি আক্রমণ বাধা করিতে বিধান
রামচন্দ্র-সুত কুশ করিল নির্ম্মাণ।"

"অপূর্ব্ব রেলের সেতু অতি চমৎকার,
কতদূর অঙ্গ তার হয়েছে বিস্তার,
অগণ্য খিলানে তায় করেছে যোজনা,
অটল প্রবাহ বেগে, ধন্য গুণপণা ;
ইষ্টকে রচিত সেতু কিবা সুগঠন,
মম অঙ্গে কটিবন্ধ হয়েছে শোভন।"

সোনেরে লইয়ে সঙ্গে রঙ্গে নগবালা
উপনীত দানাপুরে যথা সৈন্যশালা।
সুন্দর বারিকপুঞ্জ ধবল বরণ,
নবদূর্ব্বাদলে ঢাকা সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণ।
চারি ধারে সুশোভিত বর্ম্ম পরিসর,
অশ্ব সেনা পদাতিক রয়েছে বিস্তর।
দানাপুরে করে বাস কত যে চামার,
করিতেছে জুতা তারা হাজার হাজার।

করি দূর সুরধুনী সৈন্য নিকেতন,
পাইলেন পাটনায় পুরী পুরাতন।
মগধের রাজধানী বিখ্যাত ধরায়
পূর্ব্বকালে বিরাজিত ছিল পাটনায়,
আখ্যায় 'পাটলীপুত্র' ধরিত নগর,
সীমাশূন্য ছিল রাজ্য অবনী ভিতর।
আদিরাজা চন্দ্রগুপ্ত তেজে ত্বীষাম্পতি,
সমকক্ষ কোথা তার ছিলনা ভূপতি।
মগধের আধিপত্য শাসন ভীষণ
অবিবাদে দেশে দেশে করে বিচারণ,
তক্ষশিলা হতে চড়ি তেজতুরঙ্গমে
উপনীত হয়েছিল সাগর সঙ্গমে।
পাটনার কলেবর দীর্ঘ অতিশয়,
প্রস্থে কিন্তু অর্দ্ধক্রোশ হয় কি না হয়।

বিস্তারিত নদীতীরে শোভা মনোহর,
হর্ম্ম্যমালা সহ ঘাট তটের উপর।

একায়ত্ত অহীফেণ জন্মে এই স্থলে,
উৎকট রোগের শান্তি করে গুণ বলে,
প্রকাণ্ড গুদাম ভরে রাখিয়াছে তায়,
কত যে প্রহরী তথা গণা নাহি যায়।
সোরা করা কারখানা হাজার হাজার,
একায়ত্ত ছিল ইহা পূর্ব্বেতে রাজার,
যার কাজে রায় রাম সুন্দর ধীমান,
লভিল বিপুল নিধি সুখ্যাতি সম্মান।

শত শত সদাগর বেচা কেনা করে;
লবণ মসিনা ছোলা ধরে না নগরে।
সোনার বরণ জিনি সুপক্ক জনার,
বিরাজিত যবপুঞ্জ হয়ে স্তূপাকার।
মনোহর সহকার অতি নাবি ফল,
দাড়িম্ব অম্বল মধু রসে টলমল,
বড় বড় পাটনাই কুল সুমধুর,
পীযূষ পূরিত পীত পেয়ারা প্রচুর।

পাটনার গোলঘর অতি চমৎকার
পরিপাটী সুগঠন শৈলের আকার,

বিপুল পরিধি যুত উচ্চ অতিশয়
উপরে উঠিতে অঙ্গে সোপান দ্বিতয়।
তুরঙ্গে সুরঙ্গে চড়ি জঙ্গ বাহাদুর
অপাঙ্গে উঠিত তায়, শিক্ষা কত দূর!
গোলঘর মধ্যে কথা কহিবে যেমনি,
দশবার প্রতিধ্বনি হইবে অমনি।

পরিহরি পাটনায় পতিত পাবনী
উপনীত আসি বাড়ে বাণিজ্যের খনি।
অগণন ফুলবন শোভে এই স্থলে,
ফুটেছে চামেলি বেলা পোরা পরিমলে,
সুগন্ধি ফুলেল তেল শীতলতা ময়
তিলে ফুলে পরিণয়ে হয় উপজয়।

ছাড়ি বাড় চলিলেন অচল দুহিতা
মুঙ্গের নগরে আসি ক্রমে উপনীতা।
বিরাজিত এই স্থানে দুর্গ পুরাতন,
অতি দীর্ঘ কলেবর সুন্দর গঠন,
ইষ্টক প্রস্তরে রচা প্রকাণ্ড প্রাচীর,
অভেদ্য ভুধর অঙ্গ, অতি উচ্চ শির,
তিন দিগে সুগভীর পরিখা খোদিত,
চতুর্থে জাহ্নবী নিজে পরিখা শোভিত,
শিলা বিমণ্ডিত শক্ত দ্বার চতুষ্টয়,
কত কাল গত তবু অভঙ্গ অক্ষয়।

পূর্ব্বকালে জরাসন্ধ ভূপতি মহান—
সুকৌশলে এই কেল্লা করে বিনির্ম্মাণ।
মিরকাসিমের হস্তে হয় পরিষ্কার,
নবাব করিত হেথা রাজদরবার।

রাজা রাজবল্লভেরে ধরি বন্দিভাবে,
রেখেছিল এই দুর্গে দুরন্ত নবাবে,
করি দান প্রাণদণ্ড-অনুজ্ঞা ভীষণ,
জিজ্ঞাসিল "কি মরণে মরিবে রাজন ?"
অভয়ে বলিল ভূপ অতি ভক্তি ভরে
"ডুবাইয়ে দেহ মোরে জাহ্নবী উদরে।"
নবাব দিলেন সায় বাঞ্ছিত মরণে,
সমবেত কত লোক মৃত্যু দরশনে।
কেল্লার উপরে আনি ভূপে বসাইল,
প্রকাণ্ড পাষাণ খণ্ড গলেতে বান্ধিল,
তার পরে নৃপবরে ধরি ধীরে ধীরে,
নিক্ষেপিল সুরধুনী নিরমল নীরে,
জয়রাম বলি রায় অনাতঙ্ক মনে,
পড়িল প্রচণ্ড বেগে পবিত্র জীবনে,
জীবন নিধন হলো জাহ্নবীর জলে
ধন্য পুণ্যবান্ বলি কাঁদিল সকলে।

নবাব বিদ্রোহী বলি জ্বলি ক্রোধানলে
বন্দিভাবে এই দুর্গে অতীব বিরলে,

রেখেছিল কৃষ্ণচন্দ্র রায় গুণাকরে,
সহপুত্র শিবচন্দ্র নিতান্ত কাতরে,
অনশন, জীর্ণবস্ত্র, শীর্ণ কলেবর,
নাপিত অভাবে দাড়ি বাড়িল বিস্তর।
নিষ্ঠুর নবাব হাতে নাহি পরিত্রাণ,
পরিশেষে প্রাণদণ্ড করিল বিধান।
মশানে লইতে দূত আইল তথায়,
ধরিতে পারে না রাজা বসেছে পূজায়,
তদগদ চিত্তে ভূপ পূজিছে শঙ্করে,
আরাধনা অন্তে যাবে অন্তকের ঘরে—
এমত সময় শব্দ করি ভয়ঙ্কর,
আইল ইংরাজ সেনা আর কারে ডর,
মারিল মুসলমানে সম্মুখ সমরে,
উদ্ধারিল পিতাপুত্রে অতি সমাদরে।
হয়ে ছিল ভূপতির দুর্গে যে আকার,
কৃষ্ণনগরেতে আছে আলেখ্য তাহার।

শিলা বিনির্ম্মিত বাপি সীতাকুণ্ড নাম,
উৎস উষ্ণোদক পূর্ণ শোভা অভিরাম,
বাপিতল হতে শ্বেত বিম্ব শত শত,
স্ফটিকের মালা গাঁথি উঠে অবিরত,
সলিল উপরে উঠি বিম্ব ভঙ্গ হয়,
তাহাতে গন্ধক যুক্ত ধূমের উদয়।

সুপবিত্র সীতাকুণ্ড অতি স্বচ্ছ বারি,
উপল তণ্ডুল জলে গণে লতে পারি।
সুতার সুমিষ্ট বারি পানে তৃপ্ত প্রাণ,
লেমোনেড সোডা তায় হতেছে নির্ম্মাণ।
বাপি অতিরিক্ত তোয় ত্যক্ত মুক্ত দ্বারে
বহিতেছে অবিরল নিরমল ধারে,
অদূরে সম্ভূত তায় দীর্ঘ জলাশয়,
বিরাজে রাজীব রাজি কুন্দ কুবলয়।

মুঙ্গের নগরে শোভে ষোড়শ বাজার
কত রূপে করিতেছে বাণিজ্য বিহার।
আবলুস কাষ্ঠে গঠা দ্রব্য মনোহর,
হাতির দাঁতের কার্য্য তাহার উপর,
লেখনী-আধার, কৌটা, বাক্স, আলমারি,
সুমার্জ্জিত কালরূপ শোভে সারি সারি।
গমের গাছেতে গড়া ঝাঁপি ফুলাধার
বেনায় রচিত পাখা অতি চমৎকার।
এমন বন্দুক গঠে কামারে হেথায়,
কামান গঠিতে পারে শিক্ষা যদি পায়।

মুঙ্গের ছাড়িয়ে গঙ্গা করিল গমন
ভাগলপুরেতে আসি দিল দরশন।
সুদীর্ঘ নগর ইটি বিস্তারিত তীরে
বিপুল বাজার পল্লি শোভিছে শরীরে।

চম্পাই নগর অতি রমণীয় স্থান
যথায় বেহুলা সতী পতি-গত প্রাণ,
মনসা দেবীর দ্বেষে লোহার বাসরে,
হারাইল প্রাণপতি অতীব কাতরে।
শব সনে চড়ি সতী কদলী-ভেলায়,
সতীত্বে নির্ভর করি ভাসিল গঙ্গায়,
দেবকন্যাগণ সনে করিয়ে প্রণয়,
বাঁচাইল পতিরত্ন আনন্দ হৃদয়,
মনসাকাণীর মান টুটিল অমনি,
ধন্য রে বেহুলা সতী রমণীর মণি।
অদ্যাপি শ্রাবণ মাসে চম্পাই নগরে
পূর্ণিমায় মেলা হয় বেহুলার তরে।

পূর্ব্বকালে এই স্থলে করিত বসতি,
হেমকান্তি " বসুবন্ত " বিখ্যাত ভূপতি,
" চম্পাকলি " ছিল তার নর্ত্তকী সুশীলা,
শিখিনী লাঞ্ছিত নৃত্যে, সুস্বরে কোকিলা।
রাখিতে চম্পার মান রাজা গুণধাম
গৌরবে রাখিল চম্পা নগরের নাম।

বিরাজে " করণ " গড় দুর্গ পুরাতন
শীর্ণ করিয়াছে তায় কাল পরশন।
কর্ণ রাজা পূর্ব্ব কালে করিল নির্ম্মাণ,
যথায় ঊষায় নিত্য করিতেন দান

ভক্তাধিনী "মহামায়া" করুণার বলে,
এক শত মন স্বর্ণ দরিদ্রের দলে।
তারপরে এই দুর্গে করিত বসতি,
পরাক্রমশালী জরাসন্ধ নরপতি।
মুসলমানেরা পরে করে অধিকার,
ইংরাজ করিছে তায় এক্ষণে বিহার।

জরসন্ধ কারাগার অতি ভয়ঙ্কর
বিরাজিত আছে আজো নগর ভিতর,
মাটির ভিতরে কত হয় দরশন,
ইষ্টক রচিত ঘর পুরাণ গঠন।

বাবর, কুতব, আলি, মিলি তিন জনে,
নির্ম্মিল নদীর তীরে হর্ম্ম্য সুযতনে।
বিদ্রোহে বিমত্ত যবে হলো সেনাকুল,
এই হর্ম্ম্য হয়েছিল দুর্গ অনুকূল।

ছাড়িয়ে ভাগলপুর গঙ্গা চলে যায়,
কালগ্রাম কেড়াগোলা অবিলম্বে পায়।
কেড়াগোলা সন্নিকটে কুশী নদী আসি,
ভুধর আজ্ঞায় হল জাহ্নবীর দাসী।
রাজমহলেতে গঙ্গা হইল উদয়,
পুরাতন রাজধানী নবাব আলয়,
সুমিষ্ট তামাক হেথা সৌরভ সুন্দর,
শ্রান্তি হর, স্নিগ্ধকর, আনন্দ আকর।

———

সপ্তম সর্গ।

ছাপঘাটি আসি পরে ভীষ্মের জননী,
পদ্মারে সম্ভাষি করে সুমধুর ধ্বনি—
" শুন পদ্মা সহচরি তরঙ্গ রঙ্গিণি,
যাইতে পতির কাছে আমি পাগলিনী,
এই স্থান হতে পথ অদূর সহজ,
এই পথে নবদ্বীপ বঙ্গকুলধ্বজ,
অতএব প্রিয়সখি করিয়াছি স্থির,
এই পথে যাব আমি সাগর গভীর,
সুসভ্য সুন্দর দেশ এ পথে সকল,
ছেড়ে তাই যেতে চাই দুষ্ট দল বল।
বাঙ্গালের দেশ দিয়ে আছে আর পথ,
সেই পথে যাও তুমি লয়ে স্রোতরথ,
লয়ে যাও বুনো চর মসৃনে বঞ্চক,
শমন-সদন-বর্ত্ম আবর্ত্ত অন্তক,
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গ, প্রবাহ প্রলয়,
হাঙ্গর কুম্ভীর ভয়ঙ্কর জন্তুচয়।"

কাতরে কাঁদিয়ে পদ্মা কহিল বচন—
" ছেড়ে দিতে একাকিনী সরে নালো মন,

সতত তোমার সনে করিছি বিহার
কেমনে সহিব এবে বিরহ তোমার,
যেতেওতো নাহি পারি লয়ে দুষ্টদলে,
বড় নিন্দা সভ্য দেশে করিবে সকলে—
কূলনিবাসিনী কুলকমলিনী গণ,
কিবা কেশ, কিবা বেশ, কেমন বচন,
বাঁধাঘাটে করিবেন অভয়েতে স্নান,
আমি গেলে তাঁহাদের বড় অপমান,
কাজে কাজে প্রাণসখি অন্য পথে যাই,
সময়ে সময়ে যেন সমাচার পাই।"

উন্মাদিনী প্রবাহিনী পদ্মা চলে গেল,
বিষণ্ণ বদনে গঙ্গা জঙ্গীপুরে এল,
জঙ্গীপুর গণ্য গঞ্জ বাণিজ্য-ভবন
নিবসতি সদাগর করে অগণন,
বিরাজে মন্দির কূলে রেসমের কুটি,
বিচার করিছে বসে মুন্সেফ্, ডেপুটি,
টোল ঘরে শুল্কদান নাবিক নিকরে,
করিতেছে দাঁড় গুণে বিষাদ অন্তরে।

জঙ্গীপুর করিদূর সুর তরঙ্গিনী,
জিয়াগঞ্জে উপনীত নগেন্দ্র নন্দিনী।
এক পারে জিয়াগঞ্জ শোভা মনোহর,
অপরে আজিমগঞ্জ সমান সহর,

জাহ্নবী জীবন মাঝে করে টলমল,
অভয়ে আনন্দে নৃত্য করে মীনদল।
কেঁয়েদের নিবসতি এ দুই নগরে,
প্রস্তর পরেশনাথ শোভে ঘরে ঘরে।
ধনশালী সদাগর কেঁয়েরা সবাই,
বিদ্যার উন্নতি কিন্তু কিছুমাত্র নাই।
দানশীল লছ্‌মিপৎ কেঁয়ে কুলসার,
পলাশ বিপিনে যেন পঙ্কজ বিহার।
বালুচরি চেলি হেথা সঙ্কলন হয়,
খচিত কৌশলে তায় সেনা করী হয়।

আইল জাহ্নবী পরে মুরশিদাবাদে,
যথায় পতাকা উড়ে নবাব প্রাসাদে।
সুশীল, সুধীর, শান্ত, সুখী, ধনশালী,
অভিমান পরিশূন্য মান্য জনাবালি;
পারিষদ শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টি নাহি হয়,
বিভবে বিদ্যায় করে হয় পরিচয়?
অন্দরে বিহরে তার বেগমের বন,
হারালে নবাব সব কুলীন বামন,
আলিপুর জেল জিনি অন্দর দেয়াল
খোজার পাহারা দ্বারে কাল যেন কাল,
শেষ দ্বারে অসি করে ভামিনী ক জন,
কাল ভৈরবীর বেশে রক্ষিছে তোরণ।

সতীত্ব রক্ষার হেতু সাবধান নানা,
মনের দুয়ারে কিন্তু নাহি দেয় থানা।

নবাবের অট্টালিকা দরবার স্থান,
বড় বড় ঘর তার তোরণ সোপান,
দেয়ালে আলেখ্য শোভে দেখিতে সুন্দর,
নীরবে কহিছে কথা ধন্য চিত্রকর,
দ্যালগিরি, আলমারি, মেহাগনি মেজ,
অতুল্য সুমূল্য ঝাড় শত শত সেজ,
ফরাসি গালিচা পাতা ফুলকাটা তায়,
চেয়ার পর্য্যঙ্ক কোচ গণা নাহি যায়,
বিলিয়ার্ড খেলিবার সুললিত ছড়ি,
দেয়ালে মধুর তানে বাজিতেছে ঘড়ি।

ওপারে বিরাজে সেরাজুদ্দৌলা কবর,
শ্বেতশিলা বিনির্ম্মিত ভাব ভয়ঙ্কর,
কোথা গেল বীর দম্ভ কোথা বা বিভব,
কোথা গেল অহঙ্কার কোথা বা গৌরব,
কৌতুক দেখিতে আর নদী মধ্যস্থলে,
মানব পূরিত তরি না ডুবায় জলে,
দেখিতে উদরে সুত কিরূপে বিহরে,
নাহি আর গর্ভিনীর উদর বিদরে,
নিদ্রা অনুরোধে আর সংকীর্ণ কারায়,
ইংরাজে বিনাশ নাহি করে পিপাসায়,

রাজ্যপাট মান প্রাণ গিয়াছে সকল,
কবরের মাটি মাত্র এখন সম্বল !

ছাড়িয়ে নবাব বাড়ী নগপতিবালা,
বহরমপুরে এল যথা সৈন্যশালা ;
রমণীয় পথঘাট বিশাল বারিক,
কামান বন্দুক অশ্ব কত পদাতিক।
বিরাজে কালেজ এক বিদ্যা নিকেতন,
অধ্যয়ন করিতেছে শিশু অগণন।
অপূর্ব্ব কূলের শোভা নগরের তলে,
আচ্ছাদিত নবীন নিবিড় দূর্ব্বাদলে।

সুপণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন
করিতেন নিজ টোলে বিদ্যাবিতরণ,
নানা দেশ হতে ছাত্র পড়িত তথায়,
হইল পণ্ডিত কত তাঁহার কৃপায়,
কাশিমবাজারে তাঁর ছিল বাসস্থান
মরিয়ে জীবিত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা করি দান।

ধন্য রাণী স্বর্ণময়ী সদা রত দানে,
অকালে বিধবা বালা বিধির বিধানে,
বিভব শালিনী সতী সদা বিষাদিনী,
শ্বেতাম্বর পরিধানা যেন তপস্বিনী,
ধর্ম্মকর্ম্ম যাগযজ্ঞ ব্রত আচরণ,
করিয়াছে বামাঙ্গিনী অঙ্গের ভূষণ ;

রাজীবলোচন যোগ্য সচীব ধীমান,
অবিবাদে রাজকার্য্য হয় সমাধান।

চপল চরণে গঙ্গা চলিতে চলিতে,
পলাশীর মাঠে এল দেখিতে দেখিতে।
প্রকাণ্ড প্রান্তর এই সংগ্রামের স্থল,
হেরিলে হৃদয়ে হয় আতঙ্ক প্রবল।
এমাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মূলে,
কাঁদিতেছে কন্যা এক কল্লোলিনী কূলে;
আভাহীনা, আভাময়ী, তবু জানা যায়,
চিকন নীরদে ঢাকা যেন রবি কায়,
আনিতম্ব বিলম্বিত ছিল একাবেণী,
সঙ্কলিত ছিল তায় মণি মুক্তা শ্রেণী,
এবে বিষাদিনী বেণী খুলেছে খানিক,
ছিন্ন ভিন্ন মুক্তাপুঞ্জ পড়েছে মাণিক;
হীরক নিন্দিয়ে জ্বলে নয়ন উজ্জ্বল
শোভে তায় অপরূপ নিবিড় কজ্জ্বল,
পড়িতেছে গলে তাহা অশ্রুবারি সনে,
বিলাপ হরণ করে সুখের ভূষণে,
ওড়নার এক ভাগ আছে বামকাঁদে,
লুণ্ঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে;
কাঁচলির শোভা হেরে বিজলী পালায়
চক্রাকারে হীরাশ্রেণী শোভে গায় গায়,

ত্রিবলি তাহার তলে নাহি আবরণ,
মনোলোভা শোভা কিবা নয়ন রঞ্জন,
খোদিত দ্বিরদ রদ কান্তি নিরমলা,
পরশে পদ্মিনী মূল লাবণ্যের দলা,
উঠেছে উপরে শ্বেত তাম্বুল আকার
কুচসন্ধি স্থানে চূড়া মিসেছে তাহার ;
ছড়াইয়ে আছে বালা চরণ যুগল,
বিবর্ণ পায়ের বর্ণে সুবর্ণের মল ;
দুই হস্ত স্থিত দুই জানুর উপর,
দশাঙ্গুলে দশাঙ্গুরী দীপ্তি মনোহর ;
ভাবনায় ভাসমানা ভীতা সঙ্কুচিতা,
অশোক বিপিনে যেন জনক দুহিতা।

সম্ভাষিয়ে সুরধুনী রমণী রতনে
জিজ্ঞাসিল স্নেহভরে মধুর বচনে —
" কে বাছা সুন্দরি তুমি হেথা একাকিনী,
কেন হেন পরিতাপ কিসে বিষাদিনী ?"

গঙ্গারে বন্দিয়ে বালা সহ সমাদর,
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর —
" নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাতা জানিলাম মনে
চিরস্থায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে।
সসাগরা ধরাধামে রাজত্ব করিয়ে
অনাহারে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে গিয়ে,

বীরদম্ভ, ভীমনাদ, বিজয়, গৌরব,
সময় সাগরে জলবিম্ব অনুভব,
কোথা গেল আধিপত্য শাসন ভীষণ,
কোথা গেল মণিময় শিখি সিংহাসন !
আদিত্য প্রতাপ ভরে কাঁপিত ভুবন,
যোড়করে দাঁড়াইত হিন্দুরাজগণ,
রাজ্যচ্যুত তারা সব শোকাতুর মন,
লুঠেছে ভাণ্ডার সহ সঞ্জীব রতন ;
উবে গেছে দেখ ক্ষণভঙ্গুর প্রতাপ,
বৃথায় রোদন আর বৃথা পরিতাপ ;
আমি মাতা কাঙ্গালিনী অতি অভাগিনী,
পাগলিনী যেন মণি বিহীনা ফণিনী,
পরিচয় দিতে মম বিদরে হৃদয়,
সিহরি লজ্জায় শোক নবীভূত হয়—
মোগলের রাজলক্ষ্মী পরিচয় সার,
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার।”
বাণী শেষ করি বালা হলো অন্তর্দ্ধান,
মিশাইল সমীরণে হয় অনুমান।

চলিতে চলিতে শিব-শিরোনিবাসিনী,
উতরিলা কাটোয়ায় ভীষ্ম প্রসবিনী।
কাটোয়ার কাষ্টভাষা কণ্টকের ধার
মেয়ে বলে বনিতায় ওকারে অকার।

বিচার আসনে বসি ডেপুটি রতন,
করিতেছে দণ্ড দান, পাষণ্ডপীড়ন।

কাটোয়া বিখ্যাত গঞ্জ, কত মহাজন,
সারি সারি ঘাটে তরি বাণিজ্য-বাহন,
সরিষা মসিনা মুগ কলাই মুসুরি,
চাল ছোলা বিরাজিত হেরি ভুরি ভুরি,
সুরভি "গোবিন্দভোগ" চাল যার নাম,
খাইতে সুতার কিন্তু বড় ভারি দাম।
নগরের পথ ঘাট বড় মন্দ নয়,
বদান্য ভিষজ-ঘর ভাল বিদ্যালয়।

"অজয়" পাহাড়ে নদ ভয়ঙ্কর কায়,
চিতায়ে বিশাল বক্ষ বলে চলে যায়,
লোহিত বরণ অঙ্গ প্রবাহ ভীষণ
কাটোয়ায় করে আসি গঙ্গা দরশন।
অজয়েরে সম্ভাষিয়ে গঙ্গা সমাদরে—
জিজ্ঞাসিল কেন রক্ত মাখা কলেবরে?
বন্দিয়ে "অজয়" বীর গঙ্গার চরণ,
সবিনয়ে বিবরণ করে নিবেদন—
"রামগড়" শৈলমালা শোভা মনোহর—
ভুধর-অধর-সম "সোম" সরোবর
বিরাজে তথায়, পূর্ণ সুবাসিত জলে,
কণক কমল ভাসে ভরা পরিমলে,

বিকসিত ইন্দীবর সুনীল বরণ ;
মরাল মরালী কত করে সন্তরণ।
রচিত সোপানাবলি বিমল শিলায়,
সুরভি শীতল বায়ু সতত তথায়।
একদা বিকালে যবে পদ্মিনী-রঞ্জন,
মাখাইল মহীধরে কাঞ্চন কিরণ,
দেবকন্যাকুল কেলী করিবার তরে,
মলয় পবন যানে, হরিষ অন্তরে,
নাবিল সরসী তীরে উজলি ভুধর,
ত্রিদিব সৌরভে পূর্ণ হলো সরোবর।
আনন্দে মাতিয়ে ঝাঁপ দিল সরোবরে,
কৌতুক রহস্য হাসি ধরে না অধরে,
করতালি দিয়ে কেহ ভাসিতে লাগিল,
কেহ নীলাম্বুজ তুলি কানে দোলাইল,
কেহ স্থির নীরে থাকি বলে এ কি ভাই,
নীলপদ্ম হেরি নীরে করে নাহি পাই,
কণক কমল কেহ করিয়ে চয়ন,
হাসিয়ে সখির অঙ্গে করিল অর্পণ,
কোন স্থানে দুই জনে সমরে মাতিল,
পরস্পরে কলেবরে জোরে জল দিল।

কতক্ষণে জলকেলী করি সমাপন,
সোপানে বসিল সুর-সুলোচনা গণ ;

বীণায় নিনাদ বাঁধি অতি সমাদরে,
আরম্ভিল সুসঙ্গীত সুমধুর স্বরে,
মোহিত মেদিনী শুনি ধ্বনি মনোহর
আনন্দে অঘোর জীব ভূচর খেচর।
অকস্মাৎ পরমাদ প্রমোদ তপন
আচ্ছাদিল নিরানন্দ অন্ধকার ঘন—
দুরন্ত দানবদল দীর্ঘ কলেবর
ঢুলু ঢুলু মদে আঁখি ধূলায় ধূসর,
ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার অহঙ্কারে করি,
ধাইয়ে ঘেরিল যত ত্রিদিব সুন্দরী.
ব্যাকুলা মহিলাকুল মহা কোলাহলে,
কাঁদিল কাতর স্বরে একত্রে সকলে ;
ভূধর কন্দরে আমি বসিয়ে বিরলে
পূজিতে ছিলাম ভবে ভক্তি বিল্বদলে,
রমণী-রোদন রব প্রবেশিল কানে
গিরি অঙ্গ করি ভঙ্গ অমনি সেখানে,
মাভৈঃ মাভৈঃ বলি উপনীত হয়ে
ক্রোধ ভরে ভীমনাদে দানবনিচয়ে,
বলিলাম " ওরে দুষ্ট দৈত্য দুরাচার,
সরলা অবলা সনে হেন ব্যবহার ?
দূরে পলায়ন কর নহিলে এখনি,
মুষ্টিরূপ বজ্রে মাথা লুটাবে ধরণী।"
অরুণ-অঙ্গজ-মূর্ত্তি দনুজ বলিল—
" দেবতা দেবারি ভয়ে সুধা লুকাইল

বিদ্যাধরী-সুধাধার-অধর-ভিতরে,
পাইয়ে সন্ধান তাই এই সরোবরে,
এলেম অমর হতে, কে তুই পামর,
বাধা দিতে এলি হেতা যেতে যম ঘর।”
ছোট মুখে বড় কথা শুনি অঙ্গ জ্বলে,
গলাটিপে দানবেরে ধরিলাম বলে ;
মারিনু পাহাড়ে কিল নাশার উপরে,
বহিল শোণিত স্রোত বল্ বল্ করে ;
তার পরে দৈত্যদ্বয়ে ধরিয়ে গলায়,
ঠকাঠকি করিলাম মাথায় মাথায়,
ঘায় ঘায় মাথা দুটো ছটিকে পড়িল,
“ ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী ” দরশন দিল ;
এইরূপে হত করি দানব নিকর,
শোণিতে হইল সিক্ত মম কলেবর।
নিরাপদ রামাগণ দানব নিধন,
আদরে আমায় সবে করি সম্ভাষণ,
হাত বুলাইল অঙ্গে স্নেহ রসে ভাসি,
বলিল “ করিলে দান প্রাণ দৈত্যে নাশি ”
নবীন-নলিনী-দল করি সঞ্চালন,
দিলেন দেবতা বালা সুখ-সমীরণ,
শ্রান্তিদূর করি সুর-সুন্দরীর কুল
মধুর বচনে দিল বর অনুকূল—
“ সজোরে অজয় বীর বরাঙ্গনা বরে,
চলে যাও কাটোয়ায় নির্ভয় অন্তরে,

সুরধুনী দরশন পাইবে তথায়,
পবিত্র হইবে দেহ স্থান পাবে পায়।”
বর দিয়ে বামাকুল গেল নিজালয়,
দেখিতে তোমায় হেথা আইল অজয়।”

রুধির বরণ হেতু বলিয়ে অজয়,
আনন্দে পথের শুভ সমাচার কয়—
“দেখিয়ে এলেম্ পথে কেন্দবিল্ব গ্রাম,
যথা জয়দেব মিষ্ট কবিগুণগ্রাম,
সরলতা সরোবরে রসরূপ জলে,
নিরমিল নিরমল কবিতা কমলে,
প্রেমরূপ পরিমলে পরিপূর্ণ কায়,
জনগণ মন রূপ মধুকর তায়।
কবিজাত জলজের লইতে আসব,
জয়দেব-রূপ ধরি আপনি কেশব,
উপনীত হয়ে সুখে কবির আলয়
নিরমিল নিজকরে পদ্য কিসলয়;
ধন্য সতী পদ্মাবতী পতি-পদ্য বলে,
পীতাম্বর পদসেবা করিল বিরলে।”

আদরে অজয়ে দেবী সহচর করি,
অগ্রদ্বীপে উপনীত অর্ণব সুন্দরী।
বিরাজেন গোপীনাথ এই পুণ্য ধামে,
সেবাহেতু জমীদারি লেখা তাঁর নামে;

সুগঠিত সুশোভিত মন্দির সুন্দর—
অতিথির বাসজন্য বহুবিধ ঘর—
দ্বাদশ গোপাল মধ্যে গোপীনাথে গণে,
বারদোলে দোলে তাই রাজার সদনে।

গোপীনাথে নীর দান করি নারায়ণী,
আইলেন নবদ্বীপ পণ্ডিতের খনি।
সুবিখ্যাত নবদ্বীপ কত মহাজনে,
যাদের সুকীর্ত্তি শোভে ভারতী ভবনে

বাসুদেব সার্ব্বভৌম বিদ্যার ভাণ্ডার,
লোকাতীত মেধা মতি অতি চমৎকার—
গিয়েছিল মিথিলায় ন্যায় শিক্ষা হেতু,
শ্রেষ্ঠতম গণ্য তথা হয় যশঃ কেতু।
তথাকার পণ্ডিতেরা বিদায় সময়,
ফিরে লইলেন গ্রন্থ গুলি সমুদয়,
মনে ভয় বঙ্গদেশে গ্রন্থ যদি পায়,
কে আসিবে শিক্ষা হেতু আর মিথিলায়?
পুস্তক ফিরায়ে দিয়ে নবীন পণ্ডিত,
হাসিয়ে বলিল বাণী গৌরব সহিত,
স্মরণ ফলকে মম গ্রন্থ সমুদয়,
সুন্দর হয়েছে লেখা শুন পরিচয়,
বঙ্গে গিয়ে মন খুলে করিব প্রচার,
পাঠার্থে পাঠক হেথা আসিবেনা আর।

পরম পবিত্র আত্মা ভারত তপন,
মধুর গৌরাঙ্গ প্রভু সোণার বরণ।
জগতে মহৎ কাজ সাধিবে যে জন,
শৈশবে লক্ষণ তার দেয় দরশন—
বিচারিয়ে মনে মনে পঠত্ দশায়,
দেন প্রভু বিসর্জ্জন আহ্নিক পূজায়,
শুনি তাই গুরু রাগে বলিল বচন,
'সন্ধ্যা পূজা পরিহার কর কি কারণ?'
উত্তর দিলেন দান নব অবতার,
"বাহ্যিক পূজায় মম নাহি অধিকার;
অজ্ঞানের পরলোকে জ্ঞানের উদয়,
মৃতাশৌচ শুভাশৌচ হয়েছে উভয়।
দেবতা সমান তিনি লোকাতীত মতি,
বিরাজিতা রসনায় সদা সরস্বতী,
বিনীতস্বভাব শান্ত, ধর্ম্মপরায়ণ,
তেজঃপুঞ্জ, দ্বিধাশূন্য, সত্য আরাধন;
উঠালেন জাতিভেদ ভ্রম বিড়ম্বনা,
পুত্তলিকা পূজা আর দ্বিজ উপাসনা।
ধর্ম্ম উপদেষ্টা তিনি জ্ঞানের আলোক,
শক্তি হেরে ভক্তি ভাবে ব্রহ্ম বলে লোক।
প্রচারিতে প্রিয়ধর্ম্ম সত্য সনাতন,
বিরাগী চৈতন্য, পরিহরি পরিজন;
কাঁদিলেন শচীমাতা গেল আঁখিতারা,
পাগলিনী পুত্র শোকে চক্ষে শতধারা।

অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গঘরণী,
হাহাকার করি কাঁদে লুটায়ে ধরণী,
" বিদরে হৃদয় মরি একি সর্ব্বনাশ !
সোণার সংসার ত্যজে লইলে সন্ন্যাস,
এটিকি ধর্ম্মের কর্ম্ম সর্ব্বগুণাধার,
বিনা দোষে বনিতায় কর পরিহার !
পতি পত্নী এক অঙ্গ সাধুর বচন,
তবে কেন দুঃখিনীরে প্রিয়দরশন !
না লয়ে আদরে সনে সধর্ম্মিণী বলে,
অবহেলে সঁপে গেলে মহা শোকানলে ?

সাধারণ নরসম প্রভু মহোদয়,
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমপাশে আবদ্ধহৃদয় ;
জগতের হিত যেই হৃদে পেলে স্থান,
পটাস্ করিয়ে পাশ ছিঁড়ি খান খান।

বাসুদেব-ছাত্র শিরোমণি মহাশয়,
ব্যাসদেব সম মতি অতি জ্যোতির্ম্ময়,
শিশুকালে বুদ্ধি বলে হয়েছিল তাঁর,
বালিতে অঞ্জলি ভরি অনল-আধার।
প্রচলিত শাস্ত্র তাঁর ভারত ভিতর,
" সুবিখ্যাত চিন্তামণি দিধীতি " সুন্দর।
বিদ্যা-আলোচনে কাল করিতেন ক্ষয়,
উদয় না হয় মনে কভু পরিণয় ;

বলিতেন পুত্র কন্যা হেতু প্রণয়িনী,
"লভিয়াছি পুত্রকন্যা বিনা বামাঙ্গিনী,
"ব্যুৎপত্তিবাদ" পুত্র কন্যা "লীলাবতী"
বিনা বিয়ে বিবাহের আশা ফলবতী।
কাণভট্ট, রঘুনাথ দুই নাম তাঁর,
শিরোমণি সহযোগে হয়েছে প্রচার।

স্মৃতির আধার রঘুনন্দন ধীমান্,
শিরোমণি সমাধ্যায়ী দেশজুড়ে মান,
বঙ্গেতে বিখ্যাত স্মার্ত্তবাগীশ আখ্যায়,
সব স্থানে তাঁর মত রয়েছে বজায়!

সুপণ্ডিত জগদীশ বিজ্ঞান-সবিতা,
'শব্দশক্তি প্রকাশিকা" বিজ্ঞজনয়িতা,
ব্যাকরণ বিশারদ ছিলেন বিশেষ,
টীকার আলোকে তাঁর উজ্জ্বলিত দেশ।

বিদ্যাবিমণ্ডিত মুখ আগম বাগীশ,
তন্ত্রের তরুণ ভানু আলো দশদিশ।

গদাধর ভট্টাচার্য্যপণ্ডিত রতন,
ন্যায়শাস্ত্র দেখিবার নবীননয়ন,
শিরোমণি-বিরচিত গ্রন্থ সমুদয়,
গদাধর টীকালোকে লোকে আলোময়,

বুনরামনাথ ভট্টাচর্য্য বিজ্ঞবর
বিভব-বাসনা-হীন, জ্ঞানে বিভাকর;

নবকৃষ্ণ ভূপতির উজ্জ্বল সভায়,
কাশীর পণ্ডিত আসি সকলে হারায়,
হেন কালে বুনরাম হইয়ে উদয়,
বেদান্ত বিচারে তারে করে পরাজয়।
সমাদরে মহারাজা বহু ধন দিল,
অধ্যয়নরিপু বলি তখনি ত্যজিল।

নদের গোপাল হেথা অবতীর্ণ হয়,
অর্থলোভি ভণ্ড ভ্রষ্ট দুষ্ট দুরাশয়,
বলেছিল এনে দেবে মরা লোক সব,
হয়েছিল নদীয়ায় মহামহোৎসব;
ভণ্ডামি প্রকাশে পড়ে গোপাল বিপাকে,
বঞ্চনা বালির বাঁধ কত দিন থাকে।

অষ্টম সর্গ।

ছাড়িয়ে গঙ্গায় পদ্মা কাঁদে অনিবার,
পাঠাইল জলাঙ্গীরে নিতে সমাচার,
প্রবল প্রবাহ ভরে জলাঙ্গী আইল,
নদীয়ার সন্নিধানে গঙ্গায় ভেটিল।
জলাঙ্গীরে হেরি গঙ্গা ভাসিল উল্লাসে,
আলিঙ্গন করি তারে হাঁসিয়ে জিজ্ঞাসে—
"বলো লো জলাঙ্গি সখি! পদ্মা বিবরণ,
কেমন আছেন তিনি তুমি বা কেমন।"
"শুন সখি নিবেদন" জলাঙ্গী কহিল,
"ছেড়ে দিয়ে পদ্মানদী প্রমাদ ঘটিল,
যাই তুমি এই দিকে এলে লো সজনি,
মত্ত হলো দলবল লাফিয়ে অমনি;
রামপুর বোয়ালিয়া নগরী নুতন,
রম্য হর্ম্ম্য, ঘাট বাট ছিল অগণন,
প্রবল প্রবাহ তায় ধরিয়ে সরোষে
রসাতলে অবহেলে দেছে বিনা দোষে।
কি করিবে যত যাবে বলিতে না পারি,
নাচিতেছে হাঙ্গর কুম্ভীর সারি সারি;

তুমি সখি ! বুদ্ধিমতী ভীষ্মের জননী,
ভদ্রসমাজেতে তাই তাদের আননি ।

দেখিয়ে এলেম সখি ! আসিতে হেথায়,
অপূর্ব্ব নগর এক নদী কিনারায় ;
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি বিখ্যাত ভুবনে,
কবিতা কৌতুক সদা হাসিত সদনে,
যথায় ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
গাইত মধুর বিদ্যাসুন্দর সুন্দর,
সেই নগরেতে তাঁর শুভ রাজধানী,
অদ্যাপি বিরাজে যথা সুখে বীণাপাণি ।

রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী সেকেলে গঠন,
কত সিঁড়ি কত ঘর যেন হর্ম্ম্য বন ;
চমৎকার পরিপাটী পূজার দালান,
ভবনের মধ্যে ইটি নৈপুণ্যে প্রধান,
বজ্র সম গাঁথা ইট, চিত্রিত উপরে,
কতকাল গেছে তবু চক্ মক্ করে ;
গড়ের বাহিরে সিংহদ্বার চতুষ্টয়,
নিপুণ গাঁথনি তার শক্ত অতিশয়,
প্রসর বিস্তর, আছে উচ্চতা বিশেষ,
খিলানে যোজনা করা নাহি কাষ্ঠ লেশ ।

এখন সতীশচন্দ্র রাজা তথাকার,
সভ্য ভব্য মিষ্টভাষী নাহি অহঙ্কার ;

কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য বিদ্বান,
সুমধুরস্বরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজান বাহিনী।

পরম ধার্ম্মিক বর এক মহাশয়,
সত্য বিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়,
সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান ঋষিদের মত,
জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞতম বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ,
এক দিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশ দিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন,
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
নাম তাঁর রামতনু সকলে বিদিত।

ব্রজনাথ নামে এক আছে বিজ্ঞজন,
স্বদেশের হিতে তাঁর বিক্রীত জীবন,
সফল বাসনা, তবু বিহীন উপায়,
একমাত্র আছে অধ্যবসায় সহায়,
করেছেন বিদ্যালয় সমাজ স্থাপন,
বালকের মন হতে ভ্রম নির্ব্বাসন।

করিলাম তার পরে সুখে দরশন,
আনন্দ প্রফুল্ল মুখ ভিষক্‌ রতন,

সুশীলতা সরলতা মাখা কলেবরে,
ভাসিতেছে চিত্ত তাঁর দয়ার সাগরে,
অকপট পীরিতের পবিত্র আধার,
সুললিত রসনায় সুধা অনিবার,

দীন দুঃখী তাঁর কাছে আদর ভাজন,
দেখেন তাদের সদা করিয়ে যতন,
বিনা মূল্যে বিতরণ ভাবুক ভেষজ,
বিকাশিত যাতে তাঁর হৃদয় পঙ্কজ ;
ধনীতে কাঞ্চন দেয় দীনে আশীর্ব্বাদ,
তাতেই তাঁহার মনে বিমল আহ্লাদ ;
কেমন স্বভাব তাঁর মধুর বচন,
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন,
ছেলেদের কালী বাবু ছেলেরা কালীর,
উভয়েতে মিলে যায় যেন নীর ক্ষীর।

লোহারাম গুণধাম অতি সদাচার,
বিরাজিত রসনায় কাব্য অলঙ্কার,
লিখিয়াছে " মালতীমাধব " সুললিত,
" বঙ্গ ব্যাকরণ, " বঙ্গময় বিচলিত।

কৃষ্ণনগরেতে আছে কালেজ সুন্দর,
বিদ্যাবিশারদ তার শিক্ষক নিকর ;
এ কালেজ এক বার উমেশ প্রভায়
উঠেছিল সর্ব্বোপরি বিদ্যা পরীক্ষায়।

বৃথা বিদ্যা, বৃথা বিত্ত, বৃথায় জীবন,
যদি শিক্ষা নাহি পায় সীমন্তিনীগণ ;
কৃষ্ণনগরের লোক সাহসিক অতি,
করিতেছে নানা মতে সভ্যতা উন্নতি,
বিরাজে নগরে দুটি বালা-বিদ্যালয়,
পড়িতেছে সকলের তনয়ানিচয়।

উপাদেয় রাজভোগ মেলে লো তথায়,
সরভাজা সরপুরি বিখ্যাত ধরায়,
শচীর রসনা যোগ্য, কি মধুর তার,
ভোলা না কি যায় তাহা খেলে এক বার ?

কালেজের তল দিয়ে এলেম চলিয়ে,
সবে বলে খড়ে যায় আমায় চাহিয়ে।

নীরব হইল সতী জলাঙ্গী সুন্দরী
উপনীত সুরধুনী কাল্না নগরী।
নদীহতে অপরূপ শোভা কালনার
যেন এক বরাঙ্গনা পরি অলঙ্কার,
দাঁড়াইয়ে উপকূলে সহাস্য বদনে,
হেরিছে তরঙ্গ রঙ্গ জাহ্নবী জীবনে।

এই স্থলে লালজির সুখ অবস্থান,
নির্ম্মিত মন্দির বড় সুন্দর সোপান,
বায়ান্ন মোহন চূড়া শোভিত মন্দিরে,
শিখর নিকর যথা শিখরীর শিরে,

উপাদেয় রাজভোগ প্রদত্ত রাজার,
জামাই আদরে দেব করেন আহার,
অতিথি বৈষ্ণব সাধু যে সেখানে যায়,
প্রসাদ ভক্ষণ করে রাজার কৃপায়।

কীর্ত্তিচন্দ্র নরপতি বর্দ্ধমানেশ্বর,
বিভবে কুবের, দানে কর্ণগুণাকর,
জাহ্নবীর স্নান আশে মহিষীর সনে,
উপনীত কালনায় সুপবিত্র মনে।
সেই কালে কাল্‌নায় সন্ন্যাসী প্রবর,
আইলেন লয়ে এক বিগ্রহ সুন্দর ;
ঠাকুরের হেরি রূপ রাজা রাজরাণী,
বলিলেন সন্ন্যাসীরে সবিনয় বাণী—
" মোহন মুরতি দেব শোভা আভাময়
সশরীরে নারায়ণ ভুবনে উদয় ;
কি কারণ তপোধন বাম পাশে নাই,
বনমালি বিলাসিনী বিনোদিনী রাই ?
রমণী বিহনে মনে কারো নাহি সুখ,
সংসার আঁধার, দুঃখে সদাম্লানমুখ,
নারী বিনা গৃহশূন্য মানবমণ্ডলে,
লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মীপতি পত্নী ছাড়া হলে।
অতএব নিবেদন তপোধন করি,
হেমেরচি হেমকান্তি রাধিকা সুন্দরী,

তোমার শ্যামের সনে দিই পরিণয়,
বল দেখি তব মত হয় কি না হয় ?”

সন্ন্যাসী সম্মতি দিল, রাজা সমাদরে
নিরমিয়ে হেমরমা মাধবের করে
করিলেন সম্প্রদান সহ রত্ন রাজি,
বসন ভূষণ ভূমি গাভি গজ বাজি ;
স্নেহময়ী মহিষীর আনন্দ অপার,
সহচরী দলেমিলে করে কুলাচার ;
বরণ করিয়ে মেয়ে জামাই রতনে,
বসাইল সিংহাসনে হরষিত মনে।
নূতন নূতন পূজা হয় দিন দিন,
কালনায় রাজপুরে সুখ সীমা হীন।

এইরূপে কিছুদিন বিগত হইল—
তনয় তনয়বধূ সন্ন্যাসী যাচিল।
কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ কৌশলে তখন,
বলিলেন সন্ন্যাসীরে এইবিবরণ—
“ বৈবাহিক তপোধন তুমি হে আমার,
জাননাকি রাজবংশে আছে কি আচার ?
ভূপতি দুহিতা ভূপ-কুল-সরোবরে
নবীনা নলিনী রূপে বিহরে আদরে,
মধুলোভী মধুকর রাজার জামাই,
সরে চরে জনকের মুখে দিয়ে ছাই।

কমলিনী নাহি যায় ভ্রমর ভবনে,
কেন তবে যাবে মেয়ে জামাতার সনে?
দূরীভুত কর ভ্রম বৈবাহিক ভাই,
হয়েছে তনয় তব রাজার জামাই।”

নিরুত্তর তপোধন রাজার কথায়,
ঠাকুরে করিয়ে দান পর্য্যটনে যায়।
লালাজি জামাইগণে বর্দ্ধমানে বলে,
লালজিরে পূর্ব্বে বলে লালাজি সকলে।

কতকীর্ত্তি করেছেন বর্দ্ধমানেশ্বর,
চক্রাকারে শোভাকরে মন্দির নিকর,
বিরাজিত একশত আট শিব তায়,
পূজারি নিযুক্ত কত দৈনিক পূজায়।
অপরূপ অট্টালিকা, যাহার ভিতরে
স্বর্গীয় রাজার আত্মা সতত বিহরে,
চামর বীজন সোটা সুখ সিংহাসন,
পর্য্যঙ্ক, পানের বাটা, লোহিত বসন,
তামাক কলিকা টীকা হুকা সরপোষ,
সাধিতেছে দিবানিশি আত্মার সন্তোষ।

যখন চৈতন্য-দেব ত্যজিয়ে সংসার,
দেশে দেশে সত্যধর্ম্ম করেন প্রচার,
প্রথমেতে উপনীত হয়ে কালনায়,
লভেন বিশ্রাম বসি তেঁতুল তলায়,

সেই তেঁতুলের তরু করুণার বলে,
অদ্যাপি বিরাজে বলে গোঁসাই মণ্ডলে।
তেঁতুল গাছের কাছে শোভিছে মন্দির,
চারুমূর্ত্তি দারুময় মুরারী শরীর,
বিরাজিত তার মধ্যে শুভ দরশন,
বরবর্ণিনীর বর্ণ সুবর্ণ-বরণ।
অপরূপ রাসমঞ্চ সুগোল গঠন,
বিরাজে ঘেরিয়ে তায় সুগোল প্রাঙ্গন,
ধারে ধারে চক্রাকারে অতি সুশোভিত,
জোড়া জোড়া দেবদারু তরু পল্লবিত।

পরিহরি কালনায় গৌরাঙ্গ ভবন,
শান্তিপুরে সুরধুনী দিল দরশন।
যথায় ভবানীপতি " ভক্ত অবতার"
হলেন অদ্বৈত নামে হরিতে ভূভার,
চৈতন্যের দীক্ষাগুরু অসীম গৌরব,
খ্রীষ্ট অবতারে যথা " জনের" সম্ভব।

পবিত্র অদ্বৈত বংশ পঙ্কজ তপন
সাহসী " গোঁসাই " ভট্টাচার্য্য মহাজন,
পণ্ডিত-পটল-পদ্ম প্রভাময় মতি,
বিচারে বিরাজে মুখে আপনি ভারতী।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি আরাধ্য তাঁহার,
তিনি কি পূজেন কভু কোন অবতার ?

দ্বিজদল গর্ব্বকরি বলিল সভায়,
" গৌরাঙ্গ পরম ব্রহ্ম সংশয় কি তায়,"
উত্তর " গোঁসাই" দিল ব্রহ্মবাদী ন্যায়,
" সন্দ নন্দ নন্দনেতে গৌরাঙ্গ কোথায় !"

সুরপুর সমপুর শান্তিপুর ধাম,
গায় গায় অট্টালিকা শোভা অভিরাম,
কিবা ঘাট, কিবা বাট, কিবা ফুলবন,
যে দিকে চাহিয়ে দেখি জুড়ায় নয়ন ।
নিবসতি করে লোক সংখ্যা নাহি তার,
গোঁসাই দরজি তাঁতি হাজার হাজার ।
শান্তিপুরে ডুরে সাড়ী সরমের অরি,
" নীলাম্বরী", " উলাঙ্গিনী" " সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী"

সারি সারি কত নারী নবীনা সুন্দরী,
চলিতেছে হাস্য মুখে পথ আলো করি,
বাজিছে মোহন মল চঞ্চল চরণে,
উড়িছে অঞ্চল চারু চল সমীরণে,
মনোভব মনোরমা সমা রামাগণ,
হাসিল আনন্দে করি গঙ্গা দরশন,
অঞ্চল পেঁচিয়ে কান্দে বান্ধিয়ে কোমর
ভাসাইল নব অঙ্গ গঙ্গার উপর,
একেবারে কতরামা জীবনে ভাসিল,
কমলে কমলে যেন কমল ঢাকিল ।

গুপ্তিপাড়া গণ্ডগ্রাম বিপরীত পারে,
কুলীন বামন কত কে বলিতে পারে।
গৌরবে কুলীনগণ বলে দম্ভ করে,
"ষাট বৎসরের মেয়ে আইবুড় ঘরে"।
যে কন্যা কুমারী ভাবে চির দিন রয়,
কুলীন মহলে তারে "ঠ্যাকা মেয়ে" কয়।
এক এক কুলীনের শত শত বিয়ে,
রাখিয়াছে নাম ধাম খাতায় লিখিয়ে।
নিষ্ঠুর নির্দ্দয় নীচ পামর কুলীন,
আপন ভবনে বসি ভাবনা বিহীন,
অশন বসন হীনা দীনা দারা দল
পিতৃ গৃহে কাঙ্গালিনী চক্ষে বহে জল।
ভ্রাতৃযায়া ভাল মুখে কথা নাহি কয়,
অধোমুখে অনাথিনী দিবানিশি রয়,
কখন পাচিকা বালা কভু দাসী হয়,
তবু কি মুখের অন্ন সুখে উপজয়?
স্বামী স্বস্তে নারী যদি নিবসতি করে
নবীন যৌবন কালে জনকের ঘরে,
সাবিত্রী সমান সতী হলেও কল্যাণী
কলঙ্ক আমোদীলোক করে কাণাকাণি;
কল্পিত কলঙ্ক কাল ভুজঙ্গ ভীষণ,
মহোরগ তুলনায় লতা দরশন!
একে চির বিরহিণী অভাগিনী বালা,
তাহাতে আবার মরি কলঙ্কের জ্বালা।

ধনাঢ্য লম্পট শঠ কামান্ধ অধম
বলিল কুলীনে " শুন পরামর্শ মম—
বনিতা অনেক তব আছে দ্বিজবর,
নবীনা সুন্দরী যেটি তাহার ভিতর,
বাছিয়ে আমার করে কর সমর্পণ,
বিনিময়ে অনায়াসে পাবে বহুধন;
তুমিও আমার সনে থাক সহচর,
তাহাতে সতত রবে সন্দেহ অন্তর।"
সম্মত হইয়ে তায় দ্বিজ কুলাঙ্গার,
" তোমায় লইয়ে আমি করিব সংসার"
ছলনায় ললনায় আনিয়ে গোপনে,
রেখেদিল লম্পটের কেলী কুঞ্জবনে।
সিহরি শঙ্কায় সতী সরোষে বলিল,
দীননেত্রে নীর ধারা বহিতে লাগিল—
" স্বামী হয়ে তুমি নাথ কি কর্ম্ম করিলে,
সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম নাশিতে আনিলে,
পাপাত্মার পাপালয়ে প্রবঞ্চনা করি ?
নিদারুণ মর্ম্ম ব্যথা মরি মরি মরি;
ছিলেম বাপের বাড়ী বিরাগিণী হয়ে,
করিতাম দিনপাত ধর্ম্ম কর্ম্ম লয়ে,
কেন তুমি, হা নিষ্ঠুর ! ঘুচালে সে বাস ?
কলঙ্কিনী করে স্বামী একি সর্ব্বনাশ !
পতি যদি রোষভরে পদাঘাত করে,
অথবা নিক্ষেপ করে ভীষণ সাগরে,

কিম্বা দাবানলে দগ্ধ করে অনিবার,
তথাপি পতির প্রতি না হয় বিকার ;
কিন্তু যদি মূঢ়মতি পতি ধন আশে,
বিবাহিতা বনিতার সতীত্ব বিনাশে,
নাহি আর করি তার মুখ দরশন
খণ্ড খণ্ড করে ফেলি বিবাহ বন্ধন।
কাজেতে পেলেম আমি ভাল পরিচয়,
কুলীনের সনে বিয়ে বিয়ে কভু নয়,
পরিণয় পাশ আজ জীবনের সনে,
নাশিব করিনু পণ জাহ্নবী জীবনে। ”
কূলে উপনীত বালা সজল নয়ন,
ঝাঁপ দিয়ে গঙ্গা জলে ত্যজিল জীবন।

গুপ্তিপাড়া-অহঙ্কার অমূল্য ভূষণ,
বিজ্ঞ বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রতন ;
হেরে মেধা বলেছিল পিতা শিশুকালে
“ বাবু ও পণ্ডিত হইবেন কালে কালে। ”
ক্রমে ক্রমে বানেশ্বর হইলে পণ্ডিত,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তায় সম্মান সহিত
সভাপণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত করে,
বিজয়ী যথায় বিজ্ঞ বিচার সমরে।

গুপ্তিপাড়া ছাড়াইয়ে বেগের সহিত
সপ্তাগড়ে শৈলবালা হলো উপনীত—

এই স্থানে চূর্ণীনদী প্রেরিত পদ্মার
যোড় করে জাহ্নবীরে করে নমস্কার।
চূর্ণীরে আদরে ধরে সাগর-সুন্দরী
জিজ্ঞাসিল সমাচার আলিঙ্গন করি—
"বল বল বিবরণ চূর্ণী সুলোচনে,
কোথা হতে ছাড়াছাড়ি, এলে কার সনে।"
গঙ্গার চরণে করি সহাসে প্রণতি,
উত্তর করিল চূর্ণী মাতাভাঙ্গা সতী—

"স্বীকার পুরের কুটী, তাহার উত্তরে
ছাড়িয়ে এসেছি পদ্মা, লহরী নিকরে,
তিনজনে একাসনে কিছু দূর এসে,
কুমার চলিয়ে গেল মাগুরা প্রদেশে,
দুই জনে আইলাম কৃষ্ণগঞ্জ ধামে,
তথাহতে ইছামতী চলে গেল বামে,
সঙ্গিনী বিচ্ছেদে ভাসি নয়নের জলে,
একা আইলাম শিবনিবাসের তলে;
যথায় বিরাজে আদি রাজ নিকেতন,
পতিত করেছে কিন্তু কাল পরশন।
এক্ষণে গঙ্গেশচন্দ্র রাজা তথাকার,
কৃষ্ণচন্দ্র অংশ তায় করিছে বিহার।
কঙ্কণের মত আমি এসেছি ঘুরিয়ে,
তাই সেথা ডাকে মোরে কঙ্কণা বলিয়ে।

ছাড়াইয়ে রাজধানী মন্দির উদ্যান,
পাইলাম হাঁসখালি বাণিজ্যের স্থান।

চলিতে চলিতে পরে চড়িয়ে লহরী,
দেখিলাম সুখে মামজোয়ানী নগরী।
মামজোয়ানীরে তোর সার্থক জীবন,
দিয়াছ সমাজে শ্যামাচরণ রতন,
অধ্যবসায়ের জোরে মান্য মহাজন,
স্বীয়ভাগ্য বিশ্বকর্ম্মা ভকতি ভাজন,
ব্যবস্থা দর্পণ কর্ত্তা বিজ্ঞ অতিশয়,
স্থাপিত করেছে দেশে ভাল বিদ্যালয়।

তার পরে ক্রমে ক্রমে হয়ে অগ্রসর,
দেখিলাম রাণাঘাট স্থান মনোহর,
বিরাজে তথায় পাল চৌধুরী ধনেশ,
জমীদারী করী হয় যাহার অশেষ,
বিবাদে গিয়েছে বয়ে নাহিক প্রতাপ,
বিরোধে বিষাদ, ব্যয়, বিনাশ, বিলাপ।
দয়াশীল শ্রীগোপাল অতি সদাশয়
পালচৌধুরীর কুল যায় আভাময়।
রাণাঘাট ছাড়ি আইলাম হরধাম,
যথায় বিরাজে এক রাজা গুণগ্রাম,
রক্তগন্ধ ফোটা ভালে উজ্জ্বল শরীর,
তার শিরে বহে কৃষ্ণচন্দ্রের রুধির।

ছাড়াইয়ে হরধাম তব দরশন,
জুড়াইল আলিঙ্গনে চঞ্চল জীবন।"

চূর্ণী মৌনা হলো গঙ্গা চলিতে লাগিল,
স্রোত ভরে চক্রদহে আসি উত্তরিল,
ভগীরথ-রথচক্র বালুকায় পসি,
অচল হইয়ে রহে চক্রদহে বসি,
সেই হেতু এ স্থানের চক্রদহ নাম,
গণনীয় জনমাঝে ভোগ মোক্ষ ধাম।

বক্রভাবে চক্রদহ অতিক্রম করি,
সুখসাগরের তলে নাচিল লহরী।
এই স্থল ছিল পূর্ব্বে সহরের মত,
গঙ্গার ভাঙ্গনে সব হইয়াছে হত,
নাহিক বাজার আর বিশাল ভবন,
নীলকুটি বালাখানা কুসুম কানন,
কোথা গেছে নাহি তার কিছুই নিশান,
ও পারে গিয়েছে এবে তাহাদের স্থান।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে শোভে নানাগ্রাম—
সোমড়া শবিড়া বৈদ্য নিকরের ধাম,
সুন্দর শ্রীপুর যত মস্তকির বাস,
বড় পল্লী বলাগড় বল্লালের দাস,
ডাকাতে ডুমুরদহ এবে ভয় নাই,
খালের উপরে সেতু নবীন সরাই।

এ সব রাখিয়ে পিছে মনের উল্লাসে,
উপনীত নারায়ণী ত্রিবেণীর পাশে,
গঙ্গা দরশনে সবে ভাসিলেন সুখে,
বাজিল কাঁশর ঘণ্টা শঙ্খ বামা মুখে।

যমুনা বিমনা বড় ত্রিবেণীর তলে,
স্নেহভরে ধীরে ধীরে জাহ্নবীরে বলে—
"বহুদূর নাহি আর সাগর ভীষণ,
একা তুমি অনায়াসে করিবে গমন,
যাবনা তোমার সনে আমিলো ভগিনি,
ছাড়িয়ে তোমায় আজ হবো বিরাগিণী;
তব স্বামী কাছে যেতে হলে অনুরাগী,
কত কথা রটাইবে যত ভালখাগী,
তাই বন নিবেদন শুনলো আমার,
বামদিকে যাব আমি করিছি বিচার,
দেখে যাব বিরুয়ের মদন গোপাল,
হরিণ ঘাটায় খাব সোণামুগ দাল,
পাক দিয়ে বেড়ে যাব চৌবাড়িয়া গ্রাম
বিনত দীনের যথা অতি দীনধাম,
দেখিব গোবর ডেঙ্গা শারদাপ্রসন্ন,
ধনশালী তমোহীন বন্ধুতা সম্পন্ন,
পবিত্র কলত্র তত্র ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী,
স্বভাবে সাবিত্রী কিম্বা সীতা বিম্বাধরী;
তার পরে ইছামতী সহিত মিশিয়ে
একাসনে টাকি দিয়ে যাইব চলিয়ে,

বনে বনে দুইজনে করিব গমন,
যতক্ষণ নাহিপাই সিন্ধু দরশন।”

কাঁদিলেন ভাগীরথী ভগিনী বিরহে,
নয়নে সলিল ধারা অবিরত বহে ;
জ্বালার উপর জ্বালা নগবালা পায়,
“সরস্বতী” এই স্থানে নিবেদিল পায়—
“রেখে যাও ত্রিবেণীতে আমায় জননি,
বিজ্ঞানের স্থান এই পণ্ডিতের খনি।
এই স্থানে জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন,
বেগচির প্রমাবস্ত যেন দ্বৈপায়ন,
করেছেন জ্ঞান দান শাস্ত্রের বিচার,
সুশাসিত মতে তাঁর লোকের আচার ;
অপূর্ব্ব স্মরণশক্তি ধরিত ধীমান,
শুনিয়ে ইংরাজি বলা, তাহার প্রমাণ।
যেতে নাহি চাই আমি মিছা গণ্ডগোলে,
প্রফুল্ল হইয়ে রব ত্রিবেণীর টোলে।”

বাণী শেষ করি বালা মন্দ স্রোতভরে
ডানদিকে চলে গেল ত্রিবেণী ভিতরে ;
একত্রিত তিনবেণী মুক্ত এই স্থলে,
সেইজন্য মুক্তবেণী ত্রিবেণীকে বলে।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

সুরধুনী

কাব্য

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।

কলিকাতা

২৪, বাইলেন, অপর সর্কিউলার রোড,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ইং ১৮৭৬। নবেম্বর।

সুরধুনী

কাব্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

নবম সর্গ।

ত্রিবেণী পড়িল পিছে, পতিতপাবনী
চলিল বিষণ্ণ-মনে প্রমাদ গণি ;
তুই দিকে চলে গেল সঙ্গিনী তুজন,
আর কি তাদের সনে হইবে মিলন।
চলিতে চলিতে গঙ্গা দেখে তুই তটে
নগর নগরী কত আঁকা যেন পটে।

পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর,
যে দিকে তাকাই, দেখি সকলি সুন্দর,
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস,
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।

সুরধুনী

কাব্য।
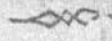
দ্বিতীয় ভাগ।

নবম সর্গ।

ত্রিবেণী পড়িল পিছে, পতিতপাবনী
চলিল বিষণ্ণ-মনে পরমাদ গণি ;
দুই দিকে চলে গেল সঙ্গিনী দুজন,
আর কি তাদের সনে হইবে মিলন।
চলিতে চলিতে গঙ্গা দেখে দুই তটে
নগর নগরী কত আঁকা যেন পটে।

পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর,
যে দিকে তাকাই, দেখি সকলি সুন্দর,
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস,
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।

এই স্থলে জন্মেছিল শ্রীধর রতন,
কথক-কুলের কেতু কাঞ্চন-বরণ;
সুভাবে রচিল কত গীত মধুময়,
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয়;
অকালে কালের করে পড়িল সুজন,
কাঁদিল কামিনী, কন্যা, কবি, বন্ধুগণ।

দেখিলেন সুরধুনী পুলকিত-মনে
মনোরঞ্জন দৃশ্য ত্রিদিব-ভুবনে;—

সজল-নয়নে, নিশ্বাসের সনে,
কাঁপায়ে পঙ্কজ-পাণি,
যখন বিদায়, পতি সবিতায়,
দেয় শ্বেত উষারাণী;
কূল-ফুল-বনে, কুসুম-চয়নে,
চঞ্চল-চরণে আসে
বালা-চতুষ্টয়, রূপ আভাময়,
বিজলী বিকাশে হাসে।
কাল কেশ ঘন, যেন নব ঘন,
পৃষ্ঠদেশে সুবিস্তার,
নামিয়ে বরণ, করিছে চরণ,
চুম্বিছে হিঙ্গুল তার।
বদন-উপরে, ইন্দীবর-সরে,
ভাসিছে ভাসন্ত আঁখি,

মুখে মুখ দিয়ে, অথবা বসিয়ে,
যুগল খঞ্জন পাখি;
কিশোর নয়ন, কভু বরিষণ
করে নি প্রণয়-নীর,
যুবায় হানিতে, শেখে নি টানিতে
কঠিন কটাক্ষ-তীর।

সরস-অধরে, জবা-রাগ ধরে,
পীযুষ বিহরে তায়,
বিমল নিশ্বাসে, পরিমল ভাসে,
কুসুম-সৌরভ পায়।

অতীব সুষমা, অর্দ্ধেক চন্দ্রমা,
চিবুক সরল গোল,
টিপিয়ে আদরে, বিধি নিজ করে
দিয়েছে মোহন টোল।

গোলাপের দাম, গণ্ডে অভিরাম,
হাতে তুলিবার নয়,
যে হবে বরণ, জানিবে সে জন,
চুম্বনে চয়ন হয়।

ভুজবল্লী গোল, নিতান্ত নিটোল,
কোমল শিলায় গটা,
নিন্দি শতদল, শোভে করতল,
নখরে মুকুতা-ছটা।

এমন সুন্দরী, পরী কি কিন্নরী,
নন্দন-কাননে পেলে,
ভুলোকের নয়, করিয়ে নির্ণয়,
লবে দেবকন্যা ফেলে।

সাবিত্রী, সরলা, বিরজা, বিমলা,
তুলিতে লাগিল ফুল,
প্রভাত-পবন, চুম্বিয়ে বদন,
দোলায় কাণের দুল।

লক্ষ্মী সরস্বতী, শচী আর রতি,
ধরিয়ে বালিকা-বেশ,
কুসুম-চয়নে, যেন ফুলবনে,
এলায়ে নিবিড় কেশ।

সাবিত্রী হাসিয়ে বলে, "চরণ কেমনে চলে,
ধরেছে কুন্তলে বলে বেলা,
বাহুতে বেড়িয়ে বলে, টানিতেছি কেশদলে,
ছাড়ে না, তরুর এ কি খেলা!
সুকোমল তরুবর, পল্লবিত মনোহর,
ফুলকুল শোভা করে অঙ্গ,
তবে কেন তরুরাজ, করিতেছ হেন কাজ,
কামিনী-কুন্তল ধরে রঙ্গ?
ছাড় ছাড়, পড়ি পায়, বক্রভাবে কটি যায়,
কি দায় কাননে এসে মোর,

অবলা-বিনতি শুন,   বলিতেছি পুনঃ পুনঃ,
ছাড় ছাড়, করো নাকো জোর।
এস লো সরলে সই,   তোমার শরণ লই,
নতুবা বেলায় বধে প্রাণ,
তোমার মধুর রবে,   তরুবর শান্ত হবে,
কেশপাশে দেবে মুক্তিদান।"

দূরেতে সরলা বলে,   বসন্ত-কোকিল-কলে,
"ক্ষণেক বিলম্ব কর, যাই,
অকস্মাৎ সুলোচনে,   বিপদে পতিত বনে,
আমাতে ত আমি আর নাই।
গোলাপ তুলিতে গিয়ে,   অলকার হল বিয়ে,
কুসুমিত পল্লবের সনে,
টানিতেছে অলকায়,   সে বুঝি ছিঁড়িয়ে যায়,
জননীরে কাঁদায়ে জীবনে ;
আমাদের এই গতি,   টেনে নিয়ে যাবে পতি,
পরিণয় হইবে যখন,
পরিয়ে সিন্দুর শাড়ী,   যাইব শ্বশুর-বাড়ী,
মা জননী করিবে রোদন।"

সরলা পরেতে হাসি,   সাবিত্রী-নিকটে আসি,
কেশ-রাশি ছাড়াইয়া দিল,
কৌতুকে সরলা কয়,   "রঙ্গ বড় মন্দ নয়,
কেন তরু কেশ পরশিল ?

যৌবন-মুকুল সই, ফুটিবার বাকি কই,
তাই তরু চুম্বিল কুন্তল,
সঙ্কেত হইল তায়, তোমায় করিতে চায়
প্রণয়িনী পতির সম্বল ;
সুখের নাহিক শেষ, পরিণয় হবে বেশ,
নবীন কুসুমতরু বর,
বিধি হবে অনুকূল, ছেলে মেয়ে হবে ফুল,
সৌরভে মোদিত হবে ঘর।”

সাবিত্রী উত্তর দিল, “এত দিন পরে কি লো,
আরাধিয়ে দেবী হংসেশ্বরী,
সচন্দন বিল্বদলে, নব ফুল্ল শতদলে,
যতনে কণ্টক পরিহরি,
ফলিবে এমন ফল, সাগরে শুখাবে জল,
বোবা বন-তরু হবে বর ?
উদয় না হতে রবি, যেন কনকের ছবি,
আসি বনে গৃহ পরিহরি,
কোমল কচুর পাতে, নবীন কুশার সাথে,
বিনাইয়ে ফুলাধার করি,
প্রতিদিন পূত-মনে, ফুল তুলি ফুল-বনে,
স্নান করি জাহ্নবীর জলে,
পবিত্র মন্দিরে পশি, দেবীর পূজায় বসি,
ফুলদান করি পদতলে ;

তবে কেন হংসেশ্বরী, দয়াময়ী নাম ধরি,
নিদারুণ নির্দ্দয় অন্তরে,
বিদ্বেষী বিমাতা ন্যায়, ফেলিবেন সেবিকায়
অজ্ঞান-অরণ্য-তরু-করে ?
চল সখি, বেলা হয়, সে ত তব বাঁধা নয়,
দাঁড়াইয়ে শুনিবে বচন,
কখন্ কুসুম তুলে, যাইব জাহ্নবী-কূলে,
কখন্ করিব আরাধন ?"

সরলা হাসিয়ে বলে, "চরণ চালালে চলে,
চলিবে না চিকুরের দাম,
চেয়ে দেখ প্রাণ-সই, হাত বাড়াইয়ে ওই,
কুরবক-নবঘনশ্যাম ;
কুসুম-কাননে ভাই, বরের অভাব নাই,
টানাটানি করিবে তোমায় ;
অতএব সুলোচনে, যদি যাবে ফুল-বনে,
কর কাল চুলের উপায় ;
উপায় পেয়েছি বেশ, চার পাট করে কেশ
বেঁধে দিই তরুলতা তুলে,
শিশুপাল অনুরূপ, নিরাশে হইয়ে চুপ,
বরবৃন্দ পড়িবে অকূলে।"
সুযতনে সরলতা, সকুসুম তরুলতা
সগৌরবে তুলিয়ে আনিল,

বাঁধিতে বাঁধিতে চুল, দিয়ে লতা সহ ফুল,
হাসি হাসি বলিতে লাগিল,
"আমি যদি বেঁচে রই, বিবাহ-বাসরে সই,
কৌতুক করিব তোর কেশে,
টেনে এনে কাণে ধরে, কুন্তলে বাঁধিয়ে বরে,
দোলাইব তোর পৃষ্ঠদেশে ;
কেমন দেখাবে তায়, দোলে যথা লতিকায়
বনমালী কেলি-কুঞ্জ-বনে,
অথবা যেমন ছেলে, লয়ে যায় পিঠে ফেলে
বুনমাগী কুন্তল-বরণা ;—"

সরলার গণ্ড ধরি, সাবিত্রী বলিল, "মরি,
কি মধুর নূতন তুলনা।
পাগলের মত ধনি, যা ইচ্ছা করিছ ধ্বনি,
হাসিতেছ আপন গৌরবে,
বলিতেছ কত কথা, জিব কি হয় না ব্যথা,
পার না কি থাকিতে নীরবে ?
তোমার ত বড় কেশ, আছে কিনা আছে শেষ,
তুমি কি বাঁধিবে বরে তায় ?"
সরলা সহাসে বলে, "আমার চিকুরদলে
জ্বালাতন করে না আমায়।
দেখ না কুন্তলে ধরে, পাক দিয়ে গোল করে,
জড়ায়ে রেখেছি কণ্ঠ বেড়ে,

নবীন-যোগিনী-বেশ,   যাব কাশী কাঞ্চী দেশ,
রঙ্গিনী সঙ্গিনী সব ছেড়ে;
কিংবা বেদে-বামাঙ্গিনী,   গলে কাল ভুজঙ্গিনী,
বাড়ী বাড়ী রঙ্গ দেখাইব;
অথবা বিপিনে আসি,   গলায় দিব লো ফাঁসি,
পিট্‌পিটে কান্তে ছাই দিব।"

সাবিত্রী সরলা বনে,   ফুল তোলে এক-মনে,
হেন কালে বিমলা ডাকিল,
"আয় লো সখিরে ত্বরা,   বিরজায় আদ-মরা
হেরে মোর পরাণ উড়িল।"
দুই জনে দ্রুত-পায়,   চলিত নক্ষত্র প্রায়,
উপনীত সরসীর তীরে,
একেবারে দুই জন,   বিপদের বিবরণ
জিজ্ঞাসিল বিমলা সখীরে।
বিষাদে বিমলা বলে,   "ফুল তোলা শেষ হলে,
আইলাম সরোবর-কূলে,
দেখিলাম নলিনীরে,   কেমন ভাসিছে নীরে,
সারি-গাঁথা রাজহংস-কুলে;
পরে বট-তলে আসি,   বিনাইয়ে লতা-রাশি,
রচিলাম সুখের দোলায়,
পদ্মপত্র পাতি তায়,   বসাইয়ে বিরজায়,
কত যে দিলেম দোল তায়;

লতার বন্ধন পরে, ছিঁড়িল পটাশ করে,
পড়িল বিরজা ভূমিতলে,
নীরব সুন্দরী মরি, মূর্চ্ছা অনুভব করি,
বাতাস দিলাম পদ্মদলে ;
অঞ্চলে আনিয়ে জল, ধুয়ে দিনু করতল
মুখ চক্ষু চিবুক কপোল ;
এমন বিপদে ভাই, কভু আমি পড়ি নাই,
খাব না দেব না আর দোল।"

সাবিত্রী নিকটে গিয়ে, বিরজায় উঠাইয়ে,
বলে, "সখি, পেয়েছ বেদনা,
আমরা সঙ্গিনী হই, কি দিব তোমায় সই,
কথা কয়ে বল না বল না ?"
বিরজা বলিল, "ভাই, কিছুমাত্র লাগে নাই,
বলিতাম পাইলে যাতনা,
ফুল সহ ফুলাধার, হইয়াছে ছার খার,
এইমাত্র মনের বেদনা।"
বিরজার হাত ধরে, সাবিত্রী সান্ত্বনা করে,
"তার জন্যে ভাবনা কি ভাই,
এস না আবার তুলি ভাল ভাল ফুলগুলি,
কাননে কি ফুল আর নাই ?
নহে মম ফুলাধার, কর সখি, অধিকার,
পরিহার কর মনোদুখ,

কোমল হৃদয়ে, ভাই, বিষম বেদনা পাই,
হেরি যদি তোর অধোমুখ।"

সরলা মুচকি হাসি, আনন্দ-সাগরে ভাসি,
কৌতুকেতে বিরজারে বলে,
"বুড় ধাড়ী এ কি কাজ, দোল খেতে নাহি লাজ,
সাত ছেলে হত বিয়ে হলে ;
আইবুড় বুড় মেয়ে, লজ্জার মাতাটী খেয়ে,
সরোবরে করিলে সুরঙ্গ,
আই আই মরে যাই, বিনা কৃষ্ণ দোলে রাই,
লতায় বাঁধিয়ে নব অঙ্গ।
দোলের দুরন্ত জোর, ভাঙ্গিয়াছে কটি তোর,
লজ্জায় বলো না কারো কাছে,
কটিভঙ্গ-কমলিনী, কৃষ্ণপ্রেমে কাঙ্গালিনী,
নীলমণি নাহি লয় পাছে।"
বিরজা বলিল, "হায়, সরলা পাগলপ্রায়,
কেমনে করিব তায় শান্ত,
শুন লো সরলে বলি, তুমি কমলের কলি,
পাবে লো অদন্ত অলি কান্ত।"

নূতন তুলিয়ে ফুল, চলিল অবলাকুল,
অনুকূল কল্লোলিনী-জলে,
বিমল শীতল বারি, দেয় অঙ্গে সারি সারি,
চুরি করে প্রবাহ অঞ্চলে,

নীরের আশ্রয় নিয়ে, নব অঙ্গ আবরিয়ে,
মোহন অঞ্চলে দিল টান,
প্রবাহ মানিল হার, ফিরে দিল ললনার
ললিত অঞ্চল সহ মান।
বসন বাঁধিয়ে গায়, গভীর জলেতে যায়,
ডুবে করে জল-পরিমাণ,
যোড় কর উচ্চ করি, ডুবে যায় সুধাধরী,
দশমীর দুর্গার সমান ;
ডুবিল বদন নীরে, তার পরে ধীরে ধীরে,
বাহু মণিবন্ধ করতল,
পুনঃ উঠি হাঁপাইয়ে, কূলেতে সাঁতার দিয়ে,
আসি মুছে বদন কুন্তল।

সরলা বলিল, "ভাই, ঘাটে জন প্রাণী নাই,
আমাদের তরিখানি তীরে,
শ্বেত অঙ্গ পরিপাটী, নাহি তায় মলামাটী,
রাজহংসী-সম ভাসে নীরে,
ক্ষুদ্র দাঁড়-চতুষ্টয়, সহজে বাহিত হয়,
সুললিত শুভ্র হালখানি,
চল সবে তরি বাই, কূলে কূলে চলে যাই,
সারি গেয়ে ধীরে দাঁড় টানি।"

চারি বালা দাঁড় ধরি, বাহিতে লাগিল তরি,
মৃদুস্বরে গেয়ে সারি সুখে,

অবলার হীন বলে,　　জল কেটে তরি চলে,
আনন্দে ধরে না হাসি মুখে।
বিরজার দাড়ী ধরে,　　সরলা কৌতুক করে,
বলে, "কোথা যাও কুলনারি,
নব যৌবনের তরি,　　ভাসাইলে সহচরি,
না আসিতে নবীন কাণ্ডারী?
বিনা কাণ্ডারীর হাল,　　তরি হবে বান্‌চাল,
ঠেকে মন-চোরা বালুকায়।
কে বুঝি আসিছে ভাই,　　চল ত্বরা চলে যাই,
হংসেশ্বরী বিরাজে যথায়।"

লয়ে নিজ নিজ ফুল,　　চলিল অবলাকুল,
হংসেশ্বরী-মোহন-মন্দিরে।
মন্দিরের কলেবর,　　সুমার্জ্জিত মনোহর,
পঞ্চ চূড়া শোভিতেছে শিরে,
সুন্দর সোপান তায়,　　ছাদোপরে উঠি যায়,
দেখা যায় জাহ্নবী-জীবন,
সম্মুখে প্রাঙ্গণ শোভা,　　তাহে কিবা মনোলোভা,
বারিপ্রদ ফোয়ারা স্থাপন।
মন্দিরের অভ্যন্তরে,　　শোভে কালীমূর্ত্তি ধরে
সুবিমল উচ্চ বেদিকায়
হংসেশ্বরী চতুর্ভুজা,　　ষোড়শোপচারে পূজা,
পুলকেতে প্রতিদিন পায়।

চারি বালা সারি সারি, লয়ে পুষ্প পূত বারি,
বসিল পূজায় পূতমনে।
পৃষ্ঠে বিলম্বিত কেশ, পাট করে বাঁধা বেশ,
কুসুমিত তরুলতা সনে।
ভক্তিমতী বামাকুল, সিন্দূর চন্দন ফুল,
বিল্বদল নব নিরমল
করে তুলে সুযতনে, পূজিল পবিত্র-মনে,
হংসেশ্বরী-চরণ-কমল।

সাবিত্রী পবিত্র-মনে, মুক্ত করি সঙ্গোপনে
নবীন হৃদয় সুকোমল।
আনন্দ-প্রফুল্ল-মুখে, কামনা করেন সুখে,
সার ভাবি দেবী-পদতল,
"হংসেশ্বরি, দেহ বর, পাই বর কবিবর,
সুধাগর্ভ কল্পনায় যার
মহীরুহ মিষ্ট ভাষে, অরণ্য-লতিকা হাসে,
প্রস্তরে সঞ্চয় ফুলহার;
শূন্যে হয় সুশোভন, মণিময় নিকেতন,
শোকাকুলে শান্তি-সুধা-দান।
মন্দের থাকে না লেশ, যাহা দেখি তাই বেশ,
পৃথ্বীতলে স্বর্গ দীপ্তিমান্।"

বিরজা সরোজাননী, বলে, "দেবি মা জননি,
হংসেশ্বরি, হও গো সদয়,

দেহ মাতা, অনুমতি,　　সদাগর পাই পতি,
　　ধনশালী সাধু সদাশয় ;
সাজায়ে বাণিজ্য-তরি,　　বনিতায় সঙ্গে করি,
　　ভ্রমণ করিবে নানা দেশ,
জাতিব্রজে প্রবেশিব,　　স্থিরচিত্তে নিরখিব
　　রীতি নীতি ব্যবহার বেশ ;
দেখিব আনন্দে ভাসি,　　মুঙ্গের পাটনা কাশী,
　　কান্যকুব্জ পঞ্জাব কাশ্মীর,
বোম্বাই বণিক-স্থল,　　নাগপুর নীলাচল,
　　সিংহল বেষ্টিত সিন্ধুনীর ;
বিলাতে গমন করি,　　দেখিব ইংলণ্ডেশ্বরী,
　　লণ্ডন—অলকা নিন্দি ধাম ;
ফিরে আসি নিকেতন,　　অপরূপ বিবরণ,
　　বলিব কৌতুকে অবিরাম।”

বিমলা বিমল-মনে,　　কোরক ভকতি সনে,
　　বলে, “হংসেশ্বরি, দেহ বর,
পতি পাই জমীদার,　　পরি মুকুতার হার,
　　হীরক বলয় মনোহর ;
স্বামী সনে সুখাসনে,　　বসি হরষিত-মনে,
　　সেবিকা তাম্বুল করে দান ;
আমায় ফেলিয়ে কভু,　　করিবে না প্রাণপ্রভু,
　　ধন-আশে প্রবাসে প্রয়াণ ;

অশন বসন ধন, অকাতরে বিতরণ
করিব দরিদ্র দীন হীনে,
মুছাইব দুঃখিনীর নলিন-নয়ন-নীর,
পিপাসুরে তুষিব তুহিনে ;
সুখে করি পাঠশালা, পড়াইব কুলবালা,
দু বেলা দেখিব নিজে বসি,
বালা বিদ্যাবতী হলে, আনন্দে পড়িব গলে,
হাতে পাব আকাশের শশী।"

সরলা মুদিয়ে আঁখি, হৃদয়েতে হাত রাখি,
বলে, "মাতা দেবি হংসেশ্বরি,
পতি আদরের ধন, রমণীর নারায়ণ,
পূজনীয় দিবা বিভাবরী।
দিও না গো ভগবতি, আমার মাতাল পতি,
মাতালে আমার বড় ভয়;
রক্ত চক্ষু ভয়ঙ্কর, ধূলা-মাখা কলেবর,
জিহ্বায় জড়ান কথা কয়,
অকারণ চীৎকার করে জোরে অনিবার,
গর্দ্দভ গণ্ডার অচেতন,
কি জোর হাতুড়ি-হাতে, ভূমিকম্প মুষ্ট্যাঘাতে,
পদাঘাতে বজ্র-নিপতন ;
খানায় যখন পড়ে, আর নাহি নড়ে চড়ে,
কালনিদ্রা আসে নাক ডেকে,

মধুচক্র হয় গালে, মাছি বসে পালে পালে,
নিশ্বাসে উড়িয়ে থেকে থেকে ;
যদি কভু আসে ঘরে, বিছানায় বমি করে,
তার গন্ধে পেত্নিী পালায়,
চৈতন্য পাইবামাত্র, ফুঁয়ে ঝাড়ি পোড়া গাত্র,
মদ্যপাত্র ধরে মদ খায়॥"

আরাধনা করি শেষ সীমন্তিনীগণ,
ললাটে অর্পণ করি পূজার চন্দন,
নিজ নিজ বাসে গেল সহাস-বদনে,
হয়েছে বাসনা ব্যক্ত দেবীর সদনে।

ছর মন্দিরের ঘাটে পতিতপাবনী
দেখিলেন পতিব্রতা বিধবা রমণী ;
দীন নেত্রে দুঃখিনীর, বহিতেছে অশ্রুনীর,
দরদর অবিরাম ভিজায়ে অবনী,
ধূলা-ধূসরিত কেশ লুণ্ঠিত ধরায়
হেরিয়ে মলিন মুখ বুক ফেটে যায়।

নূতন বিধবা বালা বিদীর্ণ হৃদয়,
খুলিয়াছে কণ্ঠহার হাতের বলয় ;
ভূষণ ফেলেছে খুলি, পরণের চিহ্নগুলি
এখন রয়েছে মরি অঙ্গে সমুদয় ;
শূন্যময় সিঁতি, অস্তে গিয়েছে সিন্দুর,
সে যে সধবার স্বত্ব, ধব অস্তে দূর।

স্বামী সনে কামিনীর শাড়ী বিসর্জ্জন,
শ্বেতাম্বর শোকশীর্ণ-দেহ-আবরণ।
কি আছে সংসারে আর, অন্নজল পরিহার,
যে দিন মরেছে পতি সতীর জীবন;
শোকাকুলা শবাকার, কেঁদে কণ্ঠ-রোধ,
উন্মাদিনী অবোধিনী মানে না প্রবোধ।

উপকূলে একাকিনী বালুকা-উপর
বিষাদে বিসয়ে বালা ব্যাকুল-অন্তর,
স্পন্দহীন শূন্যরব, শৈলময়ী অনুভব,
জীবিত লক্ষণ মাত্র চল নেত্রাম্বর।
আকাশ ভাবিছে বালা নিরাশ সাগরে,
না জানি কি অভাগিনী অভিলাষ করে।

দশম সর্গ।

ছয় মন্দিরের ঘাট ছাড়িয়া জননী,
হুগলি নগরে দেখা দিলেন তখনি।
হুগলি নগর অতি রমণীয় স্থান,
পর্ত্তুগিজগণ আসি করিল নির্ম্মাণ;
তাদের গিরিজা আজো বিরাজে তথায়,
তেমন গঠন এবে নাহি দেখাযায়।
অপরূপ পথ ঘাট, সুন্দর সোপান,
মনোহর হর্ম্ম্যরাজি ছুঁয়েছে বিমান।
পবিত্র এমাম্‌বাড়ী বিশাল ভবন,
অগণন বাতায়ন, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ।
বিরাজে উঠানে এক ক্ষুদ্র সরোবর,
নানাবর্ণ মীন নাচে তাহার ভিতর।
মনোরম্য অট্টালিকা জাহ্নবীর তীরে
বিরাজে শীতল হয়ে সুরধুনী-নীরে।

চন্দ্রমা-মাধুরী-ধরী চুঁচুড়া নগরী,
জলকেলি-আশে যেন উপকূলোপরি,
সুরূপা রমণী এক ভঙ্গিমার সনে,
দাঁড়াইয়ে আভাময়ী সহাস-বদনে;—
কাঞ্চন-কলস কক্ষে কালেজ ভবন,
পূর্ব্ব কালে প্রাণকৃষ্ণ-নৃত্য-নিকেতন।

এই কালেজের ছাত্র দ্বারিক, বঙ্কিম,
প্রথম উকিল-শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা অসীম।
দ্বিতীয় দুর্গেশনন্দিনীর জনয়িতা,
বঙ্গভূমি-আদি-বিদ্যা-কুমার-সবিতা।
বিশাল বারিক্ শোভে নিতম্বে রসনা,
রণ-কনসার্ট তায় কাঞ্চীর বাজনা।
হিঙ্গুলবরণ বর্ম্ম শোভে অগণন,
দুই ধারে হর্ম্ম্যশ্রেণী রম্য-দরশন;
শোভিছে তাহারা যেন উজ্জ্বলিত হয়ে,
মণিময় কণ্ঠমালা সুন্দরী-হৃদয়ে।
অপূর্ব্ব উদ্যানরাজি নয়নরঞ্জন,
যেন ব্রজে বনমালি-কেলি-কুঞ্জবন।
নবীন নবীন তরু-পল্লব শ্যামল,
নগরী-নাগরী-শিরে কুঞ্চিত কুন্তল।
ফুটেছে উদ্যানে ফুল শোভা আভাময়,
মুকুতা কুন্তলে দোলে অনুভব হয়।

চন্দননগর ধাম ফ্রেঞ্চ-অধিকার,
কলেবর ক্ষুদ্র কিন্তু বড় ব্যবহার;
গভনর আছে তার, বিচার-আলয়,
সৈন্যশালা, সেনাপতি, সৈন্য কতিপয়;
পদ-অনুযায়ি তারা বেতন না পায়,
মহাদম্ভে কার্য্য কিন্তু করিছে তথায়।

ইংরাজের অধিকার-পয়োধি-ভিতরে
দ্বীপরূপ ফরাসীর নগর বিহরে।

ভদ্রপল্লী বৈদ্যবাটী পণ্ডিতের বাস,
শাস্ত্র-আলাপন যথা হয় বার মাস;
বাজারে বেগুন আলু পালমের ঝাড়
গাদায় গাদায় করা, হারায়ে পাহাড়;
সুপক্ক কদলী কত সংখ্যা নাহি তার,
মাসাবধি খাদ্য চলে রামের সেনার।

সুধাম শ্রীরামপুর শোভা অভিরাম,
হাতে ঝুলি, নামাবলি, মুখে হরিনাম।
এই স্থানে আদি মিসনরি-নিকেতন,
দিনামার-নরপতি-সনদে স্থাপন।
কিবা কালেজের বাড়ী দেখিতে সুন্দর,
অগণন বাতায়ন, দীর্ঘ কলেবর।
পিতলের রেল সহ ললিত সোপান,
অপূর্ব্ব প্রান্তর পথ, সুরম্য উদ্যান।
সর্ব্ব-অগ্রে ছাপাখানা এই স্থলে হয়,
মুদ্রিত হইল যাতে বঙ্গ-গ্রন্থচয়।
কাগজের কল হেথা অতি চমৎকার,
জন্মিছে কাগজ তায় বিবিধপ্রকার।

কায়স্থ-নিবাস কোননগর বিশাল,
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল,

শিশুপালনের পিতা, প্রশান্তস্বভাব,
সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে ভারতীর ভাব।

বামে হালিসহর নগর রসময়,
বিবাহ-বাসরে যথা নৃত্য গীত হয়।
বসতি করিত রামপ্রসাদ এখানে,
বিমোহিত হয় মন্ যার মিষ্ট গানে।

ভদ্রজন-বাসস্থান গরিফা, নৈহাটী,
ভাটপাড়া, যথা চতুষ্পাতী পরিপাটী,
পণ্ডিতমণ্ডলী করে শাস্ত্র-আলাপন,
ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি ষড় দরশন।
এই স্থানে রামধন কথক-রতন,
কলকণ্ঠ কলে কল করিত কলন,
সুললিত পদাবলি, বিরচিত তাঁর,
সকল-কথক-স্বরে করিছে বিহার।
হলধর চূড়ামণি ন্যায়শাস্ত্রবিৎ,
ন্যায়ের টিপ্‌পনী সাধু যাঁহার রচিত।

মূলাযোড়, ইচ্ছাপুর, সশস্ত্র চানক,
বিরাজে উদ্যান যথা হৃদয়-রঞ্জক।
গোঁসাই গোবিন্দ ভরা খড়দহ ধাম,
রসনায় গৌরাঙ্গ নিতাই অবিরাম।
পবিত্র আগোড়পাড়া গিরিজা-শোভিত,
গাইতেছে নর নারী দেভিদ-সঙ্গীত।

মন্দগতি ভগবতী চলে না চরণ,
উত্তরপাড়ার ধীরে দিল দরশন।
সুস্থির হইল অঙ্গ, করিল বিশ্রাম,
দেখিতে লাগিল চেয়ে জয়কৃষ্ণ-ধাম,
রমণীয় অট্টালিকা সরসী বাগান;
মনোহর বিদ্যালয়, ভিষজের স্থান,
বীণাপাণি-মনোরম পুস্তক-আলয়,
শত শত শাস্ত্রমালা যথায় সঞ্চয়।

হেন কালে হুহুঙ্কার করি ভয়ঙ্কর,
আইল প্রচণ্ড বাণ দীর্ঘ-কলেবর;
কম্পিত হইল গঙ্গা, ফিরাইল গতি,
পতি-দরশনে যেতে এমন দুর্গতি!
নোয়াইয়ে শির বাণ সুরধুনী-পায়,
বলিতে লাগিল বাণী নগেন্দ্রকন্যায়,
"আমি গো সাগর-দূত, সাগরে বসতি,
এসেছি তোমায় লতে অতি দ্রুতগতি,
তোমার বিরহে তব পতি রত্নাকর
করিতেছে ছট ফট পড়ে নিরন্তর,
অবিরত কাঁদিতেছে তোমার কারণ,
দিবসে বিশ্রাম নাই, রেতে জাগরণ,
নিতান্ত অধীর সিন্ধু মানে না প্রবোধ,
ভাঙ্গিতেছে চড়াইয়ে আপনার রোধঃ,

অতঃপরে কোপভরে পাঠালে আমায়,
বলে দিল, লয়ে যেতে সত্বরে তোমায়।
অতএব চল ত্বরা জাহ্নবী সুশীলে,
হারাবে প্রাণের পতি বিলম্ব করিলে।
জানি আমি পথ ঘাট সদা আসি যাই,
আমার সহিত চল, কোন ভয় নাই।

নীরব হইল বাণ; জাহ্নবী বলিল,
"তোমায় হেরিয়ে বাপু চিত্ত জুড়াইল,
তুমি অতি বীর বাণ, তেজে প্রভাকর,
নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে যাইব সাগর।
যেতে যেতে বল বাণ! নানা বিবরণ,
কলিকাতা কত দূর, নগরী কেমন?"
গঙ্গার বচনে বাণ নাচিতে লাগিল,
ভাসিয়ে আনন্দ-নীরে হাসিয়ে ভাষিল,

"বিবরণ বলি তবে শুন ভীষ্মমাতা,
ওই ঘুষুড়ির ট্যাকঁ, পরে কলিকাতা।
অপূর্ব্ব নগরী, মরি! কে বর্ণিতে পারে,
অলকা অমরা পুরী শোভা একাধারে।
বিরাজিত ঘাটে সিন্ধুপোত অগণন,
ভাসিতেছে জলে যেন দেবদারু-বন।
কলের জাহাজ কত, ছোট ছোট ছোট,
বজ্‌রা, ভাউলে, ভড়, কত গাদাবোট;

কত দ্রব্য আসে যায় সংখ্যা নাহি তার,
হইতেছে বাণিজ্যের ষোড়শোপচার।
ওই গঙ্গা, দেখ বাগবাজারের ঘাট,
অপূর্ব্ব আহিরীটোলা বণিকের হাট,
ওই দেখ নিমতলা সমাধি শ্মশান,
সু-উচ্চ পাতুরেঘাটা জগন্নাথ-স্থান,
ওই দেখ টাঁকশাল টাকা-করা কল,
ওই রেলওয়ে ঘাট আরোহীর দল,
ওই দেখ বানহৌস প্রকাণ্ড ভবন,
পরমিট, ডাকঘর নির্ম্মিত নূতন,
ওই মেট্‌কাফ্‌-হাল্‌ পুস্তক-আলয়,
আছে যথা সমাচার পত্র সমুদায়,
ওই গো বাঙ্গাল বেঙ্ক নোটের জনক,
ওই জলতোলা কল জীবন-দায়ক,
এই চাঁদপালঘাট সোপান সুন্দর,
দেখ দেখ নগরীর শোভা মনোহর,
প্রমদার মনোরম্য ইডেন উদ্যান,
লাল পাতা নব ফুল সুরভি-আঘ্রাণ,
সুদীর্ঘ গড়ের মাঠ সুদৃশ্য কেমন,
আচ্ছাদিত দূর্ব্বাদলে নয়ননন্দন,
পরিসর বর্ত্মব্যূহ হিঙ্গুল-বরণ,
উচু নীচু কোন স্থানে নহে দরশন,

বীরকীর্ত্তি মন্নুমেণ্ট পরশে গগন,
কলিকাতা-হাতে রাজদণ্ড সুশোভন,
তার কাছে শোভে এক দরমার ঘর,
গীত বাদ্য নাটলীলা তাহার ভিতর,
ভ্রমিতেছে কত লোক নানা বেশ ধরি,
শকটে চরণে কেহ কেহ অশ্বোপরি,
চেরেট বেরুচ বগী ফিটান সত্বরে
ঘুরিতেছে মাঠময় ঘর ঘর করে,
জামাজোড়া দাড়ী তেড়া কোচ্ম্যান্-গায়,
তুলে শির যেন তীর জুড়ী ছুটে যায় ;
প্রথমে সাহেব বিবি আলো করি যান,
রতিপতি রতি সনে হয় অনুমান,
দ্বিতীয়েতে অপরূপ শোভা বিমোহন,
বিলাতি বালিকা ছুটী যুবতী ছজন
বসিয়াছে গায় গায় কেহ কারো কোলে,
ফুল-ভরা সাজি যেন মালি-করে দোলে,
তৃতীয়েতে সুসজ্জিত বাঙ্গালি সুশীল
ফিরিতেছে হাস্যমুখে খাইয়ে অনিল।
চতুর্থে চক্ষুর শূল লম্পট অধম,
বসেছে স্বৈরিণী সনে, হাবাতে বিষম,
কুলাঙ্গার দুরাচার, নাহি কিছু লাজ,
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্, পড় মুণ্ডে বাজ।

কত দিনে ফিরিবে মা, বঙ্গের ললাট,
সভ্যতায় মুক্ত হবে অন্দর-কবাট,
বেড়াবে বাঙ্গালি বাবু গাড়ীতে বসিয়ে,
পতিপরায়ণা বামা বামেতে লইয়ে।

সারি সারি অট্টালিকা শোভা মনোহর,
প্রান্তরের ধারে ধারে শোভিত সুন্দর;
বড় সাহেবের বাড়ী বড় বড় মত,
সুন্দর তোরণ শোভে, বাতায়ন কত,
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, উচ্চ দ্বার-চতুষ্টয়,
পাহারা দিতেছে তথা সেপাই-নিচয়।
বিশাল টাউন হাল, মোটা মোটা থাম,
হিতকার্য্য-সাধা সভা করিবার ধাম।
দক্ষিণে রক্ষিত দুর্গ শক্ত অতিশয়,
বিজয়পতাকা ওড়ে শত্রু-পরাজয়,
প্রশস্ত প্রাচীর উচ্চ আচ্ছাদিত ঘাসে,
বিরাজে কামান, অরি নিশ্বাসে বিনাশে,
চৌদিকে গভীর গড় রচিত ইষ্টকে,
পূর্ণ হয় জলে যাহা চক্ষের পলকে;
ক্ষুদ্র বর্ত্ম বক্রভাবে নেবেছে ভিতর,
অভেদ্য দুর্গের দ্বার নিতান্ত দুস্তর,
অকাট্য কবাট স্থূল বজ্রসম বোধ,
মিত্রগণ-সুগতি অরাতি-গতিরোধ।

মনোহর বাদুঘর আশ্চর্য্য আলয়,
ধরার অদ্ভুত দ্রব্য করেছে সঞ্চয়,
দেখিলে সে সব নিধি স্থিরচিত্ত হয়ে
ঈশ্বর-মহিমা হয় উদয় হৃদয়ে ;
বিরাজে পুস্তকপুঞ্জ বিজ্ঞান-দর্পণ,
মীমাংসা করেছে সবে জলের মতন।

রজনী হইল, মাতঃ, গেল দিনমণি,
নীলাম্বরে কনেবউ সাজিল ধরণী ;
দীপরত্ন হর্ম্ম্য-হারে জ্বলিয়া উঠিল,
ও পারে সন্ধ্যার গাড়ী বেগে ছেড়ে দিল ;
সদাগর গেল চলে চাবি তালা দিয়ে,
দলে দলে মুটেদল চলিল হাসিয়ে।
দ্বারবান্-গণ মিলে একত্র বসিল,
তুলসীর দোঁহারত্ন পড়িতে লাগিল।
খেয়া বন্ধ হল লোক নাহি যায় পারে,
স্পন্দহীন ফেরি বাস্পতরি নদী-ধারে ;
নৌকায় নাবিকগণ ভাত চড়াইল,
নাটুরে ঘসিয়ে দাদ তান ছেড়ে দিল।

এই বেলা একবার তুলিয়ে শরীর,
দেখ গঙ্গে, অপরূপ শোভা নগরীর ;
জ্বলিতেছে দীপপুঞ্জ, তুলিতেছে পাখা,
গ্যাসালোকে কলিকাতা যেন আভামাখা ;

মাঝে মাঝে পথ বয়ে আলো চলে যায়,
ঝরা-তারা-গতি যথা আকাশের গায়,
অনুমান, কলিকাতা করিয়াছে সাজ,
পরিয়াছে হীরা মণি পান্না পেসোয়াজ,
নাচিতেছে তব কাছে ভঙ্গিমায় ভরি,
শচীর সমীপে যথা উর্ব্বশী সুন্দরী।

নগরী-ভিতর, মাতা, অতি চমৎকার,
মন্দাকিনী-রূপ ধরে দেখ শোভা তার;
কত বাড়ী কত বর্ত্ম সংখ্যা নাহি হয়,
নিবসে বিবিধ-দেশ-মানব-নিচয়।
ভাল-জল লালদীঘী হিম সরোবর,
চারি ধারে ফুলবন শোভা মনোহর,
দুই ধারে দুই ঘাট সুন্দর-সোপান,
চৌদিকে লোহার রেল শূলের সমান;
তার পর রাজপথ অতিপরিসর,
তার পরে হর্ম্ম্যমালা দীর্ঘ-কলেবর,
চারি দিকে অট্টালিকা মধ্যে সরোবর,
অপরূপ-দরশন অতীব সুন্দর।

প্রকাণ্ড প্রাসাদ উচ্চ জ্বর-হাস্পাতাল,
ছাদে উঠে ছোঁয়াসায় আকাশের গাল,
সুন্দর সোপান থাম ঘর-পরিকর,
নির্ম্মাণ করেছে যেন কোঁদিয়ে ভূধর।

দেখ মাতা, গোলদীঘী, বড় বক্ত জোর,
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর,
দীন দুঃখী শিশুদের পরম আত্মীয়,
বঙ্গের বদান্য বন্ধু প্রাতঃস্মরণীয়,
বাঙ্গালির উন্নতির নির্ম্মল নিদান,
যার জন্যে করেছেন সর্ব্বস্ব প্রদান।

উত্তরে বিরাজে হিন্দু কালেজ গম্ভীর,
গৌরবে উজ্জ্বল মুখ, উন্নত শরীর,
বিদ্যা-প্রবাহের মূল, সভ্যতা-আকর,
দিয়াছেন তেজঃপুঞ্জ রতন-নিকর।

দেয়ালে রয়েছে ওই হেয়ারের ছবি,
তারক দাঁড়ায়ে কাছে জ্ঞানালোক-রবি,
লায়ালের ট্যাব্‌লেট্ দয়া-পরিচয়,
উ(ই)লসনের ছবিখানি যেন কথা কয়;
হেয়ারের শুভ্র মূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত,
কালেজের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে স্থিত।

এই বার কর, মাতা, সুখে নিরীক্ষণ,
কালেজ রতনচয় মহামহাজন,—
সুবিজ্ঞ রসিককৃষ্ণ ইষ্ট-অভিলাষ,
মনোবৃত্তি-শাস্ত্রবিদ্ অধর্ম্মের ত্রাস,
প্রণয়ে হৃদয় পূর্ণ, সহাস আনন,
'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি' কর দরশন;

প্রবল-রসনা রামগোপাল গম্ভীর,
স্বদেশ-রক্ষার ভীম, সদা উচ্চ-শির,
অসমসাহস-ভরা, অন্যায়ের অরি,
সভ্যতার সেনাপতি, কল্যাণ-কেশরী ;
প্রসন্নকুমার ধীর বিজ্ঞ মহাশয়,
মনুর ব্যবস্থা-বেত্তা মঙ্গল-আলয় ;
নিরপেক্ষ হরচন্দ্র জানা নানা মতে,
সুবিজ্ঞ বিচারপতি ছোট আদালতে।

বাণের বচনে গঙ্গা হয়ে হরষিত,
জিজ্ঞাসিল মধুস্বরে ব্যগ্রতা-সহিত,
"বল বাণ বিচক্ষণ-ভয়ঙ্কর-কায়,
স্বাধীন-স্বভাব বিজ্ঞ পণ্ডিত কোথায় ?
পরাশর-অনুরাগী রম্য-রীতি-পাতা,
না দেখিলে তাঁরে বৃথা আশা কলিকাতা।"
গঙ্গার বচনে বাণ আনন্দে হাসিল,
ধীরে ধীরে জাহ্নবীরে বলিতে লাগিল,
"পূর্ব্ব দিকে একবার ফিরায়ে নয়ন,
দেখ ওই গুটিকত অমূল্য রতন,—
বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগর প্রবর,
দীনজন-লালন-পালন-তৎপর,
মাতৃভক্তি-ভরা চিত্ত, কাছে গিয়ে যার
অদ্যাপি শিশুর মত করে আবদার ;

বিধবা-বিবাহ বিধি যুক্তির বিচার,
খণ্ডাতে পারে নি কেহ শাস্ত্রমত তার ;
অমিয়া-লহরী-যুত রচনা-নিচয়,
ললিত-মালতীমালা-কোমলতাময়,
সাহিত্য-সহজ-পথ উপক্রমণিকা,
পড়িয়া পণ্ডিত কত বালক বালিকা ;
সংস্কৃত কালেজ যাঁর যতন কৌশলে,
লভিয়াছে এত যশঃ মানবমণ্ডলে ;
দেশ-অনুরাগ-স্রোতঃ বহিছে হৃদয়ে,
'বেঁচে থাক বিদ্যাসিন্ধু চিরজীবী হয়ে।'

সুবিজ্ঞ ভরতচন্দ্র স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ,
বঙ্গেতে যাঁহার সম নাহিক পণ্ডিত,
প্রাচীন নবীন স্মৃতি যাঁর কণ্ঠহার,
কান্তিপুষ্ট কলেবর ঋষির আকার।

ধীর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহান্,
অলঙ্কার-গৃহে বিদ্যা করিতেছে দান,
সুকঠিন নৈষধ রাঘবপাণ্ডবীয়,
করেছেন উভয়ের টীকা রমণীয়।

সুতীক্ষ্ণ-সেমুষী তারানাথ মহাশয়,
শব্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিচারে দুর্জ্জয়,
কাব্য ন্যায় স্মৃতি আদি শাস্ত্র আছে যত,
সকল সংগ্রহ আছে দেখ নানামত।

ওই জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন,
দর্শনেতে সুদর্শন, বিচারে শমন,
ন্যায় সাঙ্খ্য পাতঞ্জল আর বৈশেষিক
মীমাংসা বেদান্ত শাস্ত্রে দ্বিতীয় নাহিক।

সাহিত্য-শোভিত কবি মদনমোহন,
মরিয়া জীবিত দেখ কীর্ত্তির কারণ,
বিদ্যাসাগরের বন্ধু, বিদ্যায় মিলন,
বাসবদত্তার পিতা রসিক-রতন।

সাহিত্য-সবিতা শ্রীশ সুমিষ্ট পাঠক,
বিধবা সধবা করা পথ-প্রদর্শক,
লভিয়াছে পাঠালয়ে খ্যাতি চমৎকার,
কবিতার পুরস্কার একায়ত্ত তার।

বিদ্যাবিশারদ বিদ্যাভূষণ গম্ভীর,
সোমবারে সুধা ক্ষরে যার লেখনীর।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যারত্নাকর,
দশকুমারের অনুবাদক প্রবর।

সুপণ্ডিত বিজ্ঞ তারাশঙ্কর সুশীল,
কঠিনতা সনে যার মধুরতা মিল,
চন্দ্রাপীড়-সম শব পড়ে ধরাতলে,
কাঁদিতেছে কাদম্বরী ভাসি আঁখিজলে।

লম্বমান মৃত দেহ গলায় বন্ধন,
মেধার সাগর রামকমল রতন।

সুযোগ্য অনুজ কৃষ্ণকমল তিলক,
বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক।
সহকারী রাজকৃষ্ণ কাঞ্চন-বরণ,
যার করে জ্বলে টেলিমেকস রতন ;
হাস্যমুখ বিদ্যাবন্ত কিবা অধ্যাপক,
একবৃন্তে যেন দুটী বিজ্ঞান-চম্পক।

মহামতি প্রসন্নকুমার মহাশয়,
বিদ্যা বিস্তারিতে দেশে প্রফুল্লহৃদয়,
মিষ্টভাষী বিচক্ষণ স্বভাব-গম্ভীর,
বাঙ্গালায় অঙ্কশাস্ত্র করেছে বাহির,
যোগ্যবর প্রিন্সিপাল সংস্কৃত কালেজে,
দেবগণ-মাঝে যেন দেবরাজ সাজে।

খৃষ্টধর্ম্মে মতি কৃষ্ণমোহন পবিত্র,
বিদ্যাবিশারদ অতিবিশুদ্ধ-চরিত্র,
স্বদেশের হিতে চিত্ত প্রফুল্লিত হয়,
লিখিয়াছে নীতিগর্ভ প্রবন্ধ-নিচয়।

বিজ্ঞেন্দ্র রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞান-আধার,
বিলাত পর্য্যন্ত খ্যাতি হয়েছে বিস্তার,
ভূতপূর্ব্ব-বিবরণে দক্ষতা অক্ষয়,
ক্ষত্র-বংশে তুলেছেন সেনরাজচয়,
রহস্যসন্দর্ভ-পত্র-যোগ্য-সম্পাদক,
পিতৃহীন ধনশালী শিশুর শিক্ষক।

সুভব্য ভূদেব বিজ্ঞ পণ্ডিত সুজন,
গুরুমহাশয়-গুরু শুভ-দরশন,
বঙ্গদেশ-সাহিত্যের উন্নতি-সাধক,
কাটিতেছে সুযতনে অজ্ঞান-কণ্টক,
রবি শশী ছাত্রদ্বয় অতি উচ্চমন,
ক্ষেত্রনাথ বীর, ধীর শরৎ রতন।

চোরবাগানের পুষ্প পিয়ারীচরণ,
যাহার ইংরাজী বই পড়ে শিশুগণ,
করিতেছে সুযতনে ভাল নিবারণ
হীনমতি সুরাপান-বিষম-শমন।

সহজ ভাষার পাতা পণ্ডিত বিশাল,
প্যারিচাঁদ 'আলালের ঘরের দুলাল।'
সাহসী কিশোরীচাঁদ ফীল্ড-সম্পাদক,
লিখিতে বলিতে পটু, স্বদেশ-পালক।

কনক-কন্দর্প-কান্তি দক্ষিণারঞ্জন,
সুলেখক সাহসিক, মধুর-বচন,
তাঁহার প্রদত্ত স্থানে দেখ বিরাজিত,
বালা-বিদ্যালয় সহ অশোক লোহিত,
বেথুন-স্থাপিত ওটী—দাতা, মহাশয়,
হেয়ারের তুল্য বন্ধু, সুশীল, সদয়।

জগদীশ পুলিস-রতন বিজ্ঞবর,
তানলয়ে গাইতেছে গীত মনোহর।

মহাকবি মাইকেল গাম্ভীর্য্য-মণ্ডিত,
প্রবল-কবিতা-স্রোতঃ বেগে প্রবাহিত,
যত্নশৈলে শব্দসিন্ধু করিয়া মন্থন,
অমিত্রাক্ষরের সুধা করেছে অর্পণ,
'তিলোত্তমা' 'মেঘনাদ' কাব্য চমৎকার,
'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে বাজে মধুর সেতার।

রাজেন্দ্র সুধীর বিজ্ঞ দত্ত-কুল-কেতু,
হোমিওপেথির বৈদ্য বিপদের সেতু।

জ্ঞানাগার কালীকৃষ্ণ স্বভাব-বিনত,
বারাসতে প্রাণরক্ষা করে শত শত।

মেডিকেল কালেজে নিদান অধ্যয়ন,
প্রজ্বলিত দেখ কত ভিষক-রতন,—
প্রবীণ নবীনকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ কবিরাজ,
যার করে মহারোগ পেয়েযায় লাজ;
প্রাণদানে দক্ষ দুর্গাচরণ প্রধান,
বিচক্ষণ কবিরাজ, জিহ্বায় নিদান,
শিখেছিল সূক্ষ্মমতি বিনা উপদেশ,
রোগব্যূহ-ব্যূহভেদ-করণ উদ্দেশ;
গুণবন্ত চন্দ্র দেব রোগীর নিস্তার,
জর্ম্যান্-বৈদ্যশাস্ত্র-অনুবাদকার;
জগদ্বন্ধু গুণসিন্ধু সুদক্ষ ভিষক,
সুপণ্ডিত কবিরাজ কালেজ-তিলক;

নানাবিদ্যাবিশারদ মহেন্দ্র প্রবর,
নয়ন-রোগের শান্তি, দয়ার সাগর,
উষায় বসিয়া ঘরে করে বিতরণ
অকাতরে দীন জনে ঔষধ-রতন ;

দুর্গাদাস ব্যাধিত্রাস অধ্যাপকবর,
পালায় পরশে যার জ্বর ভয়ঙ্কর,
বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাল আছে অধিকার,
'স্বুবর্ণ-শৃঙ্খল' নামে নাটক তাঁহার ;

দেয়ালে রহেছে মধু ছবিতে চাহিয়ে,
শিখেছিল এনাটমি আগে জাত্ দিয়ে।

দেখ হিন্দু-প্যাট্রিয়ট্ পত্র মনোহর,
স্বদেশের শুভদানে ফুল্ল-কলেবর,
কোথা হতে হল পত্র ধরি কি উপায়,
তাহার সংক্ষেপ বার্ত্তা বলি তব পায়,
পক্ষিচঞ্চুচ্যুত বীজে ভীম তরুবর,
অবিরাম বারিস্রোতে ক্ষোদিত প্রস্তর,
প্রাজ্ঞে যদি করে অধ্যবসায় বরণ,
আশা ফলবতী হয়, অসাধ্য সাধন,
নিরুপায় হরিশ যতন সহকারে
লভিল বিপুল বিদ্যা কষ্টে অনাহারে,
লোকযাত্রা নির্ব্বাহের হল সমাধান,
আরম্ভিল প্যাট্রিয়ট্ দেশের কল্যাণ,

হরিশ উঠিল বেড়ে বিদ্যার প্রভায়,
বঙ্গকুল-চূড়ামণি, দীনের উপায়,
প্রজার পরমবন্ধু অতিহিতকর,
ভারত ভরিল যশে, হল সমাদর,
হরিশের লেখনীর জোর বিজাতীয়,
প্যাট্‌রিয়ট্ দেশে দেশে হল বরণীয়,
বেড়ে গ্যাল কলেবর, বিভব বাড়িল,
বিলাতে বিলাতবাসী গণ্য বলে নিল ;
মরেছে হরিশ দেশ ভাসিয়াছে শোকে,
ভাল লোক হলে বুঝি থাকে না এ লোকে ?
বিজ্ঞবর কৃষ্ণদাস এবে সম্পাদক,
সাহসিক প্রজাবন্ধু পারগ লেখক।

দেখ গো 'বেঙ্গলি' পত্রী, ভাষা সুললিত,
বিরাজে গিরিশ-করে বিদ্যা-বিমণ্ডিত।

'শিক্ষা সমাচার' পত্র শিক্ষা করে দান,
সজোর মধুর ভাষা, যায় নানা স্থান।

ইণ্ডিয়ান মিরারের পবিত্র শরীর,
ব্রাহ্মধর্ম্ম-কথা কয় বচন গম্ভীর।

ন্যাশন্যাল পেপারের ভাষা মনোহর,
সাধিতে স্বদেশ হিত লয়েছে আসর।

ওই দেখ 'প্রভাকর' পত্র-যন্ত্রালয়,
এক বিনা একেবারে অন্ধকারময়,

মরেছে ঈশ্বর গুপ্ত রবি সম্পাদক,
লেখনীতে বিকাসিত কবিতা-চম্পক,
অনায়াসে বিরচিত সুধার পয়ার,
কবির দলের গীত বসন্তবাহার,
সমাদর করিত কোরক কবিগণে,
সকলের প্রিয়পাত্র, জানে সর্ব্বজনে,
রসিকের শিরোমণি কৌতুক-রতন,
ভেঙ্গেছিল ভাল মনি সুধা বরিষণ।

অক্ষয়কুমার বিজ্ঞবর মহামতি,
পরিষ্কার মিষ্ট ভাষা করেছে সংহতি।
বাহ্যবস্তু ধর্ম্মনীতি চারুপাঠ-চয়,
এডিসন বঙ্গে বুঝি হয়েছে উদয়।
কবিবর রঙ্গলাল রসিক-রতন,
নানা ছন্দে কবিতারে করেছে বরণ,
চলিলে লেখনীলতা ইচ্ছা-সমীরণে;
নিমেষে ধরণী ভরে পয়ার-সুমনে,
দিয়াছে তনয়াদ্বয় সাহিত্য-সংসারে,
'কর্ম্মদেবী' 'পদ্মিনী' শোভিতা রত্নহারে।

ওই দেখ রাজবাড়ী রম্য অট্টালিকা,
সম্মানের সরোজিনী সম্পদ-নায়িকা,
জ্বলিতেছে ঝাড়বৃন্দে বাতি-পরিকর,
ঝুলিতেছে চন্দ্রাতপ শোভা মনোহর,

চৌদিকে দেয়ালগিরি সারি সারি থামে,
বিরাজে দালানে দুর্গা যেন গিরিধামে ;

পেতেছে গালিচা বড় ঢাকিয়ে প্রাঙ্গণ,
বিহারে চেয়ারশ্রেণী সংখ্যা অগণন,
বসিয়াছে বাবুগণ করি রম্য বেশ,
মাতায় জরির টুপি, বাঁকাইয়ে কেশ,
বসেছে সাহেব ধরি চুরট বদনে,
মেয়াম ঢাকিছে ওষ্ঠ মোহন ব্যজনে,
নাচিছে নর্ত্তকী দুটী কাঁপাইয়ে কর,
মধুর সারঙ্গ বাজে কল মনোহর,
সু-লয়ে মন্দিরে বাজে ধরা দুই করে,
সু-তানে তবলা বাজে রক্ষিত কোমরে,
পাখা হাতে বেহারা অবাক শোভা হেরে,
তুষিতে সাহেবে শীধু মাঝে মাঝে ফেরে ;

সম্মান-সবিতা রাধাকান্ত মহারাজ,
আসীন লইয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিত-সমাজ,
ঋষিরূপ বৃদ্ধ ভূপ শ্রদ্ধার ভাজন,
জ্ঞানজ্যোতি বিস্ফারিত উজ্জ্বল নয়ন,
রাজা হয়ে করিয়াছে আদর বিদ্যার,
কল্পদ্রুম-সম 'শব্দকল্পদ্রুম' তাঁর,
নিরমল শুভ্র যশঃ করীন্দ্র-বরণ
স্থলপথে জলযানি করেছে গমন।

ওই দেখ পাকপাড়া রাজাদের ধাম,
চলিছে দয়ার কর নাহিক বিরাম,
বিরাজে প্রতাপচন্দ্র রাজা মহাশয়,
দেশ-অনুরাগে ভরা সুশীলতাময় ;
মরেছে ঈশ্বরচন্দ্র সুভব্য সোদর,
করেছিল নাটকের বিপুল আদর,
নিরানন্দে বেলগেছে-বিলাসকানন,
কাঁদিতেছে 'রত্নাবলী', যত বন্ধুগণ।

দানশীল কালী সিংহ বিজ্ঞ মহোদয়,
সত্য 'সারস্বতাশ্রম' যাহার আলয়,
পণ্ডিতে পালন করে, আপনি পণ্ডিত,
'ভারতের' অনুবাদ পণ্ডিত সহিত,
বিপুল বিভব, যেন অবনী-ধনেশ,
দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ,
রহস্য কৌতুক হাসি রসিকতা ভরা,
'হুতোমপেঁচা'র ধাড়ী পড়েছেন ধরা।

মান্যবর রমানাথ ঠাকুর-রতন,
ভকতিভাজন বিজ্ঞ সভা-আভরণ,
মানীর সম্মান করে দীনের পালন,
ভদ্র-মহোদয়-ঘরে ভদ্র আচরণ।
বিমল যশের কেতু যতীন্দ্রমোহন,
নতভাব সদালাপ সুখ-দরশন,

সদা ব্যস্ত প্রজাগণ-মঙ্গলের লাগি,
সুকাব্য-নাটক-প্রিয় দেশ-অনুরাগী।

ওই দেখ রাজেন্দ্র-মল্লিক-রম্য-বাড়ী,
দ্বারে শিখ দ্বারবান ভয়ানক-দাড়ী,
রয়েছে দেশের পশু পক্ষী মনোলোভা,
রচিত সোণার গাছে মুক্তাফল শোভা।
ওই দেখ মতিশীল-সুন্দর-ভবন,
হীরা চুনি পান্না যথা অমূল্য রতন।
ভাগ্যবন্ত দিগম্বর সুখ্যাতি-ভাজন,
ব্যবস্থা-সভার সভ্য সত্যপরায়ণ।

ভুবনে কৈলাস-শোভা ভূ-কৈলাস ধাম,
সত্যের আলয় শুভ সত্য সব নাম,
চারি দিকে কাটা গড় কেমন সুন্দর,
খিলানে নির্ম্মিত সেতু, বর্ত্ম পরিসর,
পথের দু কূলে শোভে বকুলের ফুল,
তপন-তাপেতে তারা অতি অনুকূল;
বিরাজে ঠাকুর-ঘরে হেম-দশভুজা,
পট্টবাসাবৃত বিপ্র করিতেছে পূজা।

হাইকোর্ট বিচারের আসন-নীরজ,
এ দেশের শম্ভুনাথ বসিয়াছে জজ,
সুদক্ষ বিচারে অতি, নিরীহ নিতান্ত,
গুণে যুধিষ্ঠির ধীর, রূপে রতিকান্ত।

আইন-পারগ রমাপ্রসাদ প্রবর,
সাধিতে স্বদেশ-হিত ছিল তৎপর,
প্রথমে বিচারপতি সেই বিজ্ঞ হয়,
অস্তমিত হল কিন্তু না হতে উদয়,
অভিষেক-দিনে গেল শমন-ভবনে,
কোথা রাম রাজা হয় কোথা গেল বনে!

সুখে দৃষ্টি কর ব্রাহ্মসমাজ-ভবন,
বিশ্বসংসারের সার-ধর্ম্ম-নিকেতন;
মহামহামতি রামমোহন ধীমান্,
ভ্রম-কুজ্ঝটিকা-রবি জ্ঞানের নিদান,
বিকসিত রসনায় শত ভাষা তার,
বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পাতা, অধর্ম্ম-প্রহার,
দীপ্তিমতী জ্ঞানজ্যোতিঃ হইল উদয়,
দেবদেবী কদাচার অন্ধকার ক্ষয়,
সাধিতে স্বদেশ-হিত দেখিতে কৌতুক,
গিয়াছিল বিলাতেতে সুপ্রফুল্লমুখ,
করেছিল বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠান,
সফল না হতে প্রাণ করিল প্রয়াণ;
গিয়েছে মহাত্মা রোপি ধর্ম্মের পাদপ,
বিস্তারিত এবে বহু পল্লব বিটপ।

ধার্ম্মিক দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-উপাসক,
ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ কলুষ-নাশক;

ব্রহ্মধ্যানে গদগদ সনীর নয়ন,
ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারিতে বিক্রীত জীবন।
সত্যেন্দ্র তাহার পুত্র আদি সিভিলান,
ধীরমতি ব্রাহ্মবর বঙ্গের সম্মান।

পূর্ণানন্দ হাস্যমুখ রাজনারায়ণ,
সুললিত ভাষা যার সুধা-বরিষণ,
ব্রাহ্মধর্ম্ম-মর্ম্ম-কথা বিকসিত তায়,
প্রথমে কেশব যাতে তত্ত্বজ্ঞান পায়।
ওই দেখ ব্রহ্মানন্দে বিমত্ত অঘোর,
তীব্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মবীর কেশব কিশোর,
বহিছে প্রচণ্ড-বেগে ভরে জিহ্বাদেশ,
ব্রহ্ম-মহিমার বাণী ধর্ম্ম-উপদেশ।

দেখ আদি বারিষ্টর জ্ঞানেন্দ্রমোহন,
বিমল খৃষ্টানদল-কৌস্তভ-রতন।
ওই দেখ আবদুল লতিফ ললিত,
বিচক্ষণ মুসল্মান সভ্যতা-শোভিত,
বাড়াইতে বিদ্যা-ভক্তি স্বজাতির দলে
স্থাপন করেছে সভা যতনে কৌশলে,
হতেছে তাহাতে দেখ অজ্ঞান-নিপাত,
যতন-তরুতে ফল ফলে অচিরাৎ।

দেখা হল কলিকাতা, চল ভবায়না,
সাগরের হবে রোষ, করিবে লাঞ্ছনা,—

থাক থাক ক্ষণকাল, জাহ্নবি সুন্দরি,
স্থলেতে জলজ-শোভা যাও দৃষ্টি করি,
বিনোদ-বাসনা লালবিহারী ধীমান্,
সরল-স্বভাব ধীর গভীর-বিজ্ঞান,
অবাধে লেখনী চলে, ভাষা মনোহর,
মধুর বচনে তুষ্ট মানবনিকর,
খৃষ্টধর্ম্ম-অবলম্বী ধর্ম্ম-সুধাপান,
অভিলাষী দিবানিশি দেশের কল্যাণ।"

অবশেষে বাণ বীর করিলেন চুপ,
পরিহার করে গঙ্গা মন্দাকিনী-রূপ।
ছাড়াইয়ে গড় গঙ্গা হরিব-অন্তর,
মধুস্বরে বলিল বচন মনোহর,
"শুন হে সাগর-দূত বাণ মহাশয়,
খেজরির পথে যেতে বড় ভয় হয়,
ছাড়াইলে উলুবেড়ে ধরিবে ভীষণ
রেড়ো নদ দামোদর রুধির-বরণ,
রূপনারায়ণ নদ ভয়ঙ্কর-কায়
গেঁয়োখালি মোহানায় ধরিবে আমায়,
হীরাঘাট মরুভূমি নাহি কোন সুখ,
তার পরে ভয়ঙ্কর হল্‌দির মুখ,
যথায় কাঁশাই নদী সুবক্রগামিনী,
সুন্দর-মেদিনীপুর-নগর-শোভিনী,

খাইতেছে হাবুডুবু নাহিক সহায়,
এমন ভীষণ পথে ভদ্র লোকে যায় ?
অতএব শুন বাণ পুরুষ-রতন,
এই পথে কর তুমি সত্বরে গমন,
লয়ে যাও বড় স্রোতঃ তরঙ্গনিচয়,
দেখো যেন চড়া এসে নাহি করে ক্ষয়।
ভীতা সঙ্কুচিতা সদা অবলা মহিলা,
কোমলা সুধীরা স্থিরা অতিলাজশীলা,
বাম দিকে যাব আমি করিয়াছি স্থির,
বনকুলে দামদলে ঢাকিব শরীর।"

শুনিয়ে গঙ্গার বাণী বাণ নতশির
চলে লয়ে ভাগীরথী-স্রোতঃ সুগভীর,
ছাড়াইয়ে খেজরি নগরী অতঃপর,
প্রবেশিল মহাবেগে সাগর-ভিতর।
ছেড়ে দিয়ে বড় স্রোতঃ গঙ্গা চলে বামে,
উতরিল কালীঘাটে আদি-গঙ্গা নামে,
যথায় বিরাজে কালী ভীষণরসনা,
ভ্রম-ঘোরে তাঁরে নরে করে উপাসনা,
কুলবধূ, রাজরাণী, যাহাদের অঙ্গ
দেখে নি কখন কেহ ভেক কি ভুজঙ্গ,
বেড়ায় এখানে ঘুরে ধরিয়ে অঞ্চল,
যথায় যাত্রীর দল তথা অমঙ্গল ;

ছাগ-মেষ-মহিষ-রুধির করি পান,
বনের ভিতরে গঙ্গা করিল প্রয়াণ।
নিবিড় সুন্দরবন ব্যাঘ্র-ভয়ঙ্কর!
শুকাইল জাহ্নবীর ভয়ে কলেবর,
একাকিনী নারায়ণী কাঁদিতে লাগিল,
কালু রায় দক্ষিণ রায়ের পূজা দিল।
রাজপুর কোদালিয়া মালঞ্চ নগরে
গঙ্গার নয়ন-নীরে গঙ্গা ঘরে ঘরে,
ঘোষের বসের গঙ্গা, গঙ্গা ধান-বনে,
পরশনে দরশনে মোক্ষ গণে মনে।

মলিন-হৃদয়ে গঙ্গা চলিতে লাগিল,
গঙ্গাসাগরেতে পরে আসি উতরিল,
পরি তথা শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন,
হাস্যমুখে সাগরে করিল আলিঙ্গন।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

দ্বাদশ কবিতা।

দ্বাদশ কবিতা।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

প্রণীত।

(গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত)

কলিকাতা।

১১৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ক্রাইটিরিয়ণ প্রেসে

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ সাল।

মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

স্বদেশানুরাগী দীনপালক বিদ্যাবিশারদ

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

পরমারাধ্যবরেষু

মহাশয়,

কল্পনা-কাননে প্রবেশপূর্ব্বক যত্নসহকারে কয়েকটী কবিতা-কুসুম চয়ন করিয়া "দ্বাদশ কবিতা" নামে এক ছড়া মালা সঙ্কলন করিয়াছি। আপনি বর্ত্তমান বঙ্গভাষার জনক, বঙ্গভাষা আপনার তনয়া। ভক্তি-সহকারে মালা ছড়াটী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলাম, যদি যোগ্য বিবেচনা করেন, আপন তনয়ার কণ্ঠে দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন। ইতি

স্নেহাভিলাষী

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

দ্বাদশ কবিতা।

শকুন্তলার তনয় দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব।

এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে হায় রে,
নবনীত-বিনিন্দিত-কমনীয়-কায় রে,
বদনে বালেন্দু হাসে, তারকা নয়নে ভাসে,
অধরে বান্ধুলি চারু কিবা শোভা পায় রে,
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ শোভিছে মাতায় রে,
নব-তামরস-রাগ হাতের তলায় রে।

এ শিশু হেরিয়ে বুক কেন ফেটে যায় রে,
কেন বা উদয় বারি নয়ন-কোণায় রে,
পরের সন্তানে মন, কেন হেন নিমগন,
অবিরাম দরশন করিবারে চায় রে,
বাসনা হৃদয়ে রাখি সোণার বাছায় রে,
অথবা তুলিয়ে ধরি তাপিত গলায় রে।

অতি আকুলিত চিত্ত হতে পরিচিত রে,
এগোয় পেছোয় প্রাণ হয়ে অতি ভীত রে;
কি করি কোথায় যাই, আমার যে কেহ নাই,
শূন্য হৃদয়েতে আশা অতি অনুচিত রে;
আবার হৃদয় ভরে মধুর আশায় রে,
রোমাঞ্চিত কলেবর আ মরি কি দায় রে।

ভাগ্যবান বলে মানি শিশুর পিতায় রে,
এমন সোণার চাঁদ জীবন জুড়ায় রে;

দ্বাদশ কবিতা।

হাসি হাসি বসি কোলে, বলে আধ আধ বোলে,
বাবা বাবা বলে বাছা অমৃত ছড়ায় রে,
কি আনন্দে নাচে প্রাণ পিতাই তা জানে রে,
স্বর্গের বিমল সুখ মনে মনে মানে রে।

কি পাপে এমন পাপ করিলাম হায় রে,
পরিতাপানলে প্রাণ এখন যে যায় রে;
সুখের ভবনে হানা, নয়ন থাকিতে কাণা,
যদি না হতেম হেরে নয়নতারায় রে,
আজ যে এমনি নব শিশু সুখময় রে,
বাবা বলে জুড়াইত ব্যথিত হৃদয় রে।

আমার পানেতে শিশু থাকে থাকে চায় রে,
স্নেহের সরোজ প্রাণে অমনি ফুটায় রে,
কি ভাবে শিশুর মন, কেন হেন নিরীক্ষণ,
হয়ত আমার কাছে বাছা কিছু চায় রে;
অভাগা অধম আমি কি দিব তোমায় রে,
পড়ে আছে, শূন্য কোল, আয় বাছা আয় রে।

যখন জননী তব কোলে তুলে লয় রে;
ত্রিদিব-পবিত্র-শোভা ধরায় উদয় রে,
চুম্বি চারু চন্দ্রানন, করে সতী দরশন
পতির বদনকান্তি তব মুখময় রে,
হয়ত টিপিয়ে গাল ধরিতে দেখায় রে,
নয়ত রোদন করে মনোবেদনায় রে।

ঘটিলে ঘটিতে পারে, যদি ঘটে যায় রে,
বিনত করিব শির প্রেয়সীর পায় রে,
পরিয়ে কান্তার গলে, ডুবাইব আঁখিজলে
বোলের বারতা ক্ষমা-ক্ষীরোদ-জলায় রে;
দেখিব কেমন কোলে ছেলে শোভা পায় রে,
নব কুসুমের শোভা [illegible] রে।

চিন্তার প্রলাপে মরি ঘটিল কি দায় রে,
নিবারিতে মর্ম্মব্যথা নাহি কি উপায় রে,
আপন কর্ম্ম-দোষে, পোড়ালেম পরিতোষে,
দেবতা-দুর্লভ নিধি ঠেলিলাম পায় রে;
এখন রোদন করা নিতান্ত বৃথায় রে,
ছিন্ন-তরুমূলে বারি দিলে কি গজায় রে।

আনন্দ-রচিত চারু নন্দন-বদন রে,
আমার কপালে কভু নাহি দরশন রে;
যে দিন নিঠুর মন, করিয়াছে বিসর্জ্জন
ধর্ম্মদারা শকুন্তলা আমার জীবন রে;
ঘুচিয়াছে সেই দিন একবারে হায় রে
সুখ-পুত্র-মুখ দেখা মম বসুধায় রে।

চন্দ্র।

দিবা-অবসানে শশধর শ্বেতকায়
আলো দিতে অবনীতে অনাদি-আজ্ঞায়
উদয় হইল ওই গগন-উপর,
কৌমুদী শীতল শ্বেত ধরা-কলেবর
আচ্ছাদিল মনোহর, জুড়াল নয়ন,
মনসুখে করি চাঁদ তোমায় বরণ।

দূর হেতু তব অঙ্গ ক্ষুদ্র দেখা যায়,
রজতের থাল যেন আকাশের গায়,
বস্তুতঃ অনেক বড় তুমি নিশাকর,
বিরাজে তোমাতে কত অটবী, ভূধর,
সাগর, তটিনী, জীব, জন্তু অগণন,
বলিতে পারি না কিন্তু স্বভাব কেমন।

দ্বাদশ কবিতা।

বেষ্টিয়ে তোমায় কত উজ্জ্বল-বরণ
তারাগুলি নীলাম্বরে দিল দরশন,
বিরাজিত যেন বনে শত পঙ্করাজ,
নীল চেলে জ্বলে কিংবা চুমকির কাজ।

পর-উপকার-হেতু তুমি হিমকর,
রবির নিকটে লও আলোক সুন্দর,
তারপরে কর দান চন্দ্রিকা ভুবনে,
সতের স্বভাব দয়া জানে সর্ব্বজনে;
দিবাকর-কর পড়ি তব কলেবরে,
প্রতিজ্যোতি হয়ে আসে পৃথিবী-ভিতরে,
মুকুরে মিহির-কর পড়িয়ে যেমন
ঘরের ভিতরে হয় ভানুর কিরণ।

কি শোভা তোমার শশি, আকাশ-উপরে,
শ্বেত পদ্ম ভাসে যেন নীল সরোবরে;
ইচ্ছা করে উড়ে যাই কাটিয়ে অনিল,
কোলে করে আনি ধরে তোমায় সুশীল।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ হিতার্থী তোমার,
চাঁদ আয়, চাঁদ আয়, বলে অনিবার;
ধরিতে তোমায় ইন্দু, সিন্ধু ভয়ঙ্কর
উথলিয়া উচ্চ করে স্বীয় কলেবর,
তাহাতে জোয়ার বাণ নদীমধ্যে হয়,
হুহুঃ শব্দে চলে যায় তরণীনিচয়।

ভালবাসে কুমুদিনী তোমার কিরণ,
আনন্দে প্রফুল্ল হয় পেলে দরশন;
তুমি নাকি বিয়ে তারে করিয়াছ শশি?
তবেত শ্বশুরবাড়ী তোমার সরসী!
এস এস একদিন হেথায় নাবিয়ে,
হেরিব তোমায় সুখী সকলে মি[illegible]য়ে।

সূর্য্য।

অরুণের আগমন পাইয়ে সন্ধান,
অন্ধকার সনে নিশি করিল প্রস্থান।
উঠ উঠ দিবাকর, কিবা রূপ মনোহর,
অপরূপ আভাময় তোমার বিমান।
ধরা-ধনী নীলাম্বর করি পরিহার,
পরিলেন পীত বাস কিরণে তোমার।

নাহি আর অন্ধকার, কোথা পালাইল,
গিরীশ-গহ্বরে বুঝি গিয়ে লুকাইল,
কেহ বা ভাল্লুক ভরে, কাফ্রির কলেবরে,
কেহ বা কামিনী-কেশে এসে মিশাইল,
অবশিষ্ট অন্ধকার অন্ধকূপে যায়,
খলের হৃদয়ে গিয়ে অথবা মিশায়।

বিষাদে বিষণ্ণমুখ বিহঙ্গমকুল
নীরবে বসিয়ে ডালে আঁধারে আকুল,
পেয়ে তব দরশন, আনন্দে মোহিত মন,
গাইল বিভাস রাগে সঙ্গীত মঞ্জুল।
কলকণ্ঠ সহকারে ললিতে কুহরে,
বিমোহিত জন-মন সুমধুর স্বরে।

নীরানন্দে নৈশ নীরে নলিনী-সুন্দরী
বিষাদিত ছিল লাজে বদন আবরি ;
বিভাকর-নবোদয়ে, আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে,
হাস্যমুখী সরোজিনী সরসী-ঈশ্বরী ;
দোদুল্য প্রফুল্ল কায় প্রভাত-সমীরে,
হেরে পতি মুগ্ধ সতী কাঁপে ধীরে ধীরে।

অমল-বেলুনবৎ বিমল আকাশে,
ভাসি ভাসি প্রভাকর প্রভা পরকাশে।
প্রাপ্ত হয়ে শুভালোক,   পুলকে পূর্ণিত লোক,
স্বকার্য্য-সাধনে সব নিমগ্ন আশ্বাসে।
কৃষক চলিল মাঠে স্কন্ধে হল ধরা,
সুকুমার তাপে মাটী হয়েছে উর্ব্বরা।

মধ্যাহ্নে মিহির, তব করাল কিরণ,
ফিরাইতে তব পানে পারি না নয়ন ;
কর রশ্মি বিতরণ,   অগ্নুমান বরিষণ,
অনল-কণিকা-পুঞ্জ উত্তাপ ভীষণ।
সে সময় সুশীতল তরুর ছায়ায়
বসিলে দূর্ব্বার দলে জীবন জুড়ায়।

দে জল দে জল বলি ডাকে চাতকিনী,
পিপাসায় প্রাণ যায় তবু পাতকিনী
খাবে না নদীর নীর,   নীরদ হইতে ক্ষীর
পড়িবে জুড়াবে যবে তাপিত মেদিনী,
উড়িয়ে উড়িয়ে পান করিবে তাহায় ;
স্বভাব-অঙ্কিত রেখা কে ছাড়িয়ে যায় ?

সে সময় সুশীতল বরফের জল
পরিতুষ্ট করে দেয় হৃদয়-কমল ;
তৃষ্ণায় উষ্ঠাগত প্রাণ,   বার বার করে পান,
অনুমান পশিয়াছে হৃদয়ে অনল।
কে করিবে শীতকালে বরফে যতন,
অভাব বিহনে ভাল লাগে কি পূরণ ?

অপার মহিমা তব আদিত্য মহান্,
পৃথিবীর পর পরে পৃথ্বীকে প্রদান ;

দ্বাদশ কবিতা।

আতপে তাপিয়ে জল, উঠাইয়ে বাষ্পদল,
নবীন নীরদকুলে কর বিনির্ম্মাণ,
বারিরূপে বারিদের ধরায় পতন,
ফিরে তার কোলে যেন এল হারা ধন।

তেজঃপুঞ্জ দিবাস্পতি প্রচণ্ডপ্রতাপ,
ক্ষুদ্র রাহু করে গ্রাস এ বড় প্রলাপ!
লোকে করে হাহাকার, দিবসেতে অন্ধকার,
তপন নিধন হায় এ কি পরিতাপ!
পুনঃ প্রকাশিত তুমি পৃথ্বী প্রভাময়,
লুকাচুরী খেলা তব গ্রহণ ত নয়।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের স্থির বিবেচনা
গ্রহণ রাহুর গ্রাস কবির রচনা;
গতিক্রমে নিশাপতি, পৃথ্বী-রবি-মধ্যে গতি,
একটী সরল রেখা তিনের ধারণা,
তখন তপনে শশী করে আবরণ,
অমনি অবনীতলে প্রকাশ গ্রহণ।

নয়নের ভুলে বলি সূর্য্যের "গমন,"
চলিলে তরণী যথা কূলের চলন;
স্থিত ভানু এক স্থলে, ঘুরিতেছে গ্রহদলে,
অবিরত রবি-কায় করিয়ে বেষ্টন।
মার্ত্তণ্ড প্রকাণ্ড-অঙ্গ নাহি পরিমাণ,
ধরার সহস্র গুণ হয় অনুমান।

হয়ত সবিতা তুমি সহ গ্রহগণ,
শ্রেষ্ঠতর সূর্য্যে বেড়ে করিছ ভ্রমণ;
তোমার সমান কত, ঘোরে ভানু অবিরত,
গ্রহ সহ সেই সূর্য্যে করিয়ে বেষ্টন;
শ্রেষ্ঠতর সূর্য্য পরে স্বদলে লইয়ে
ভ্রমিতেছে শ্রেষ্ঠতম তপনে বেড়িয়ে।

তা বড় তা বড় সূর্য্য আছে পর পর ;
অনাদি অনন্ত রূপে পরম-ঈশ্বর
বিরাজিত সর্ব্বোপরি, জ্যোতির্ম্ময়-কলেবর,
নিমেষে হতেছে সৃষ্টি শত প্রভাকর।
গগনে অগণ্য তারা, কে তারা কে জানে,
তা বড় তা বড় সূর্য্য জ্যোতির্ব্বিদে মানে।

ল্যাপলাণ্ডে একবার হইয়ে উদয়,
ছয় মাস প্রভাকর প্রকাশিত রয় ;
দেবের আরতি যায়, ব্রাহ্মণেরা নাহি পায়
সন্ধ্যা করিবার কাল সন্ধ্যার সময়,
মুসলমানের রোজা ভাঙ্গেনা ছমাস,
হয় ধর্ম্ম-লোপ নয় জীবন-বিনাশ।

ছয় মাস নিরন্তর থাকে অন্ধকার,
কালনিশি অনুরূপ নিশির আকার ;
নিশিতে করিছে স্নান, নিশিযোগে পূজা ধ্যান,
সম্পাদন নিশিযোগে আহার বিহার ;
সাগরে মারিয়ে তিমি তেলের সঞ্চয়,
ছয় মাস অবিরত তাহে আলো হয়।

যমুনা তনয়া তব শ্যামল-বরণ,
বিরাজিত তটে তার সুখ বৃন্দাবন ;
যমুনার উপকূলে, লইয়ে গোপিনীকুলে,
করে কেলি বনমালী মুরলীবদন।
সুবাসিত স্বচ্ছ বারি শীতলতাময়,
স্নানে পানে পরিতৃপ্ত মানবনিচয়।

দুর্দ্দান্ত অজগর তন, ভঙ্গী ভয়ঙ্কর,
শুনিলে তাহার নাম অঙ্গে আসে জ্বর ;
আতঙ্কসঞ্চিত রূপ, আঁখি দুটী অন্ধকূপ,
সুগোল গভীর গাল খোলে নিরন্তর,

উচ্চ গণ্ডে কাল শিরা করাল ভুজঙ্গ,
নাকের নাহিক চিহ্ন কেবল সুড়ঙ্গ।

ভয়ানক শল্লাকাটা, দন্ত দেখা যায়,
বিষমাখা খড়্গশ্রেণী যেন শোভা পায় ;
পেটের প্রকাণ্ড খোল, অবিরত গণ্ডগোল,
আবরণ চর্ম্ম উড়ে গিয়াছে কোথায়,
নাড়ীতে জড়িত কত ভূত ভয়ঙ্কর,
গৃধিনী শকুনী গুনি শিবা নিশাচর।

এ সণ্ড, মার্ত্তণ্ড, তব যোগ্য সুত নয়,
বাপের মতন ব্যাটা কর্ণ মহাশয়,
সাহসিক বলবান, অকাতরে করে দান,
কল্পতরু হয় জ্ঞান ধরায় উদয় ;
দয়ার কারণে তার 'দাতা কর্ণ' নাম,
যা যাচিবে তাই দিবে পূর্ণ মনস্কাম।

কোকিল।

আনন্দ-বিহঙ্গ তুমি ও কাল কোকিল,
তোমার দ্বাদশ মাসে, আতর চন্দন ভাসে,
আন্দোলিত অবিরত বসন্ত অনিল,
যে দেশে বসন্ত যবে করে আগমন,
সে সময়ে সেই দেশে তব নিকেতন।

আলো-করা কাল রূপ নয়ন নন্দন ;
ভাল রূপ, ভাল স্বর, পাইয়াছ পিকবর,
আঁখি শ্রুতি উভয়ের আদর ভাজন :
"কোকিল কুৎসিত পাখী" কে বলিল হায়!
কুৎসিত কবিত্বে কবি-অঙ্গ জ্বলে যায়।

আনন্দ-প্রফুল্ল মনে করি উন্মীলন
অরুণ নয়নদ্বয়—   যেন রক্ত কুবলয়
ভাসিতেছে কাননলে বিকাশি নূতন—
হেরিতেছ অবনীর নব কলেবর,
সরস পল্লব লতা মঞ্জী মনোহর।

মঞ্জুল নিকুঞ্জ তব রসাল-শাখায়;
সুরভি মুকুল পুঞ্জ,   পরিমলে ভরে কুঞ্জ,
আবরিত করে কচি কোমল পাতায়,
মন্দ মন্দ গন্ধবহ আন্দোলিত হয়,
সুশীতল সুবিমল যেন দেবালয়।

এ হেন নিকুঞ্জে বসি হরিষ-অন্তরে,
করিতেছ কুহু রব,   শুনিয়ে মোহিত সব,
ত্রিদিব-সম্ভব রব শ্রবণবিবরে।
সরলা কোকিলা কাছে সাদরে বসিয়ে,
সঙ্গীতে দিতেছে যোগ থাকিয়ে থাকিয়ে।

এমন পবিত্র স্থানে সুপবিত্র-মনে,
বল কলকণ্ঠবর,   করি এত সমাদর,
গাইতেছ কার গুণ বিকম্পিত-স্বনে;
যে দিল তোমার রবে এমন সুতার,
বিজনে কূজনে পূজা করিতেছ তাঁর।

শৈশবে বসন্তসখা, বায়সী তোমায়
সুযতনে সমাদরে,   লালন পালন করে,
সন্তান-জীবন-জীবি-জননীর প্রায়;
মহাগুণী তমমাতা পিকরাজপ্রিয়া,
পালিল সন্তানে কাকী কিঙ্করীরে দিয়া।

সেবিকা সন্তানে পালে ভূপাল ভবনে;
যবে হেন বিরহিণী,   শুনি কল কণ্ঠধ্বনি,

ব্যথিত-হৃদয়ে বলে সজল-নয়নে
"কাকের পালিত তুই কঠিনহৃদয়!
পর-শরে বধ নারী নাহি ধর্ম্মভয়।"

কুহর কুহর পিক, সুকোমল কলে,
শুনিয়ে মধুর তান, আনন্দে নাচিয়ে প্রাণ,
শুননাক বিরহিণী কাতরে কি বলে;
পাগলিনী বিরহিণী বিষাদে ব্যাকুল,
বিমল সুতার-সুধা বিষ বলে ভুল।

তোমার ভোজন হেতু প্রিয় আয়োজন,
তেলাকুচা লতিকায়, কেমন শোভিছে হায়,
পরিণত বিম্বফল হিঙ্গুলবরণ।
বাসে লয়ে কোকিলায় কর হে আহার,
সকালে ললিত তানে গাইবে আবার।

প্রবাসীর বিলাপ।

কোথায় জনম-ভূমি শুভ বঙ্গদেশ!
তব ক্ষেত্রে শস্যরূপে বিরাজে ধনেশ,
বাহিনী তোমার অঙ্গে পবিত্র জাহ্নবী,
শ্রেষ্ঠতম হেরি তব প্রান্তর অটবী,
তব কোলে দোলে বিদ্যা, দেশ-অনুরাগ,
সুজনতা, সুবিচার, সৌহার্দ্দ, সোহাগ;
তোমাবিনা কাঁদে প্রাণ, মনে সুখ নাই,
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই।

আর কি দেখিতে পাব পিতার চরণ,
স্নেহ-বিকশিত মুখ শরদিন্দুসম!
বিপুল আয়াসে শিক্ষা করেছেন দান,
পটুতা হেরিলে যার সুখী হত প্রাণ।

শৈশবে পিতার পাশে বসিয়ে পুলকে
খাইতাম সুখে অন্ন এলোমেলো বকে ;
বাসনা পিতার পাশে আজো বসে খাই।
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই।

পরম-আরাধ্যা দেবী জননী কোথায়,
বিপদ, ব্যসন, ব্যথা যে নামে পলায় !
না হেরে আমায় মাতা ব্যাকুলিত-মনে
গিয়াছেন পরলোকে বিভু-দরশনে।
স্বর্গীয় জননী-স্নেহ এত দিনে হত,
মা বলা হইল শেষ জনমের মত ;
ভিক্ষা করি খাব দেশে, যদি মাতা পাই,
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই।

সহোদর সুসহায় সংসার-ভিতর,
রক্ষিতে সোদরে সদা বদ্ধ-পরিকর,
আনন্দ প্রফুল্ল মুখে অমিয়-বচন,
হাসিয়ে করেন দান স্নেহ-আলিঙ্গন,
না হেরে সোদর-মুখ বিদরে অন্তর,
কত দিন রব আর হয়ে দেশান্তর ?
ধিক্ ধন-অনুরোধে ছেড়ে আছি ভাই !
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই।

স্নেহের লতিকা মম সুশীলা ভগিনি !
কত শত দিন গত তোমায় দেখি নি।
ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ের দিন সহোদরা-ঘরে
আনন্দ-উৎসব হয় তুষিতে সোদরে,
যত্নাদরে সহোদরে ভাইফোঁটা-দান,
বসন চন্দন ধান গুয়া গোটা পান ;
অন্তে অন্নে তুষ্ট হেন ভগিনীর ভাই ;
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই।

নীরস হৃদয় মম প্রণয়বিহীন,
কেমনে কামিনী ভুলে আছি এত দিন?
ভুলি নাই, বামাঙ্গিনি পবিত্র-লোচনে!
দিবা নিশি হেরি মুখ মনের নয়নে,
ভাবিতে ভাবিতে থাকি একতান-মনে,
ভ্রমবশে আলিঙ্গন করি সমীরণে,
রহিব তোমার পাশে, স্বর্গে দিব ছাই;
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই।

কোথায় হৃদয়-নিধি তনয়নিচয়,
কবে তোমা সবে হেরে জুড়াব হৃদয়;
কেহ পাঠে দেবে মন, কেহ দৌড়াইবে,
কেহ কেহ কোল লয়ে বিবাদ করিবে,
কেহ করতালি দেবে, কেহ বা নাচিবে,
আধ বোলে বাবা বলে কেহ বা হাসিবে;
দেখিতে এ সব পেলে স্বর্গ নাহি চাই,
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই।

মায়ার মৃণাল মম মেয়েটি কোথায়,
মরি যে জননি! কোলে না লয়ে তোমায়,
চিত্রিত পুতুল পেলে সুখী শিশুকুল,
আমি শিশু, তুমি মম খেলার পুতুল,
করে নব-তামরস-দাম রসনায়
লেহন করিবে নাসা শৈশব-লীলায়,
তাই তাই 'তমালিনি' তাই তাই তাই;
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই।

বিপদ-নিস্তার বন্ধুনিকর কোথায়,
আনন্দে হৃদয় নাচে যাদের কথায়,
উল্লাসিত হয় যারা আমায় হেরিয়ে,
অশুভ ঘটিলে এসে পড়ে বুক দিয়ে,

কবে তোমাদের কাছে বসিব আসিয়ে,
মন খুলে কব কথা সরম ছাড়িয়ে,
বন্ধুর নিকটে দিন নিমেষে কাটাই ;
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

কোথায় যমুনা নদী তপন-নন্দিনী,
শৈবাল বিরাজে অঙ্গে কত কুমুদিনী,
কেমন বিমল বারি সুমধুর তার,
আমোদে মাতিয়ে তায় দিতাম সাঁতার,
কত তরি কত লোক বিজয়ার দিন,
কৈলাসে চলিছে গৌরী কাঁদিয়ে মলিন,
বাসনা যমুনা-জলে এ দেহ ভাসাই ;
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

কোথা সে বিলের কূলে বিটপী বিশাল,
চন্দ্রাতপ প্রায় যার আতপে রাখাল,
যথায় বিকালে বন-ভোজনের দিন,
সমবেত কত পুরমহিলা প্রবীণ,
আনন্দে ভোজন করে শতদল-দলে,
লাফালাফি খেলে মাঠে বালকেরা দলে,
বাসনা তাদের সনে লাফিয়ে বেড়াই ;
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

খণ্ডগিরি ।

উড়িষ্যার অরবিন্দ কটক নগর,
পাথরে গঠিত গড় যাহার ভিতর,
কত লোক করে বাস হতে নানা দেশ—
মারহাট্টা, তৈলঙ্গি, উড়ে, বাঙ্গালি অশেষ,
ইহুদি, পঞ্জাবি, ফিরিঙ্গি, কেঁয়ে মহাজন,
উড়িষ্যার পরগাছা "ক্যারা" * অগণন ।

---

* যে সকল বাঙ্গালিরা বহুকাল উড়িষ্যায় বাস করিতেছে, তাহাদিগকে ক্যারা বাঙ্গালি বলে ।

তিন পার্শ্বে বিরাজিত তটিনী তরল,
দেখিতে সুন্দর শোভা, সুমধুর জল,—
বোধ হয় মহানদী কটক-ছটায়
উন্মাদিনী আলিঙ্গন করিতে তাহায়,
নগর-নাগরে হৃদে ধরিতে অধীর,
কাটজুড়ি-রূপে বাহু করেছে বাহির,
উর্দ্ধরেতা-সম কিন্তু কটক প্রবর,
পাথরের বাঁধ ধৈর্য্য, ধীর ধরাধর,
অভিসারিকার পাণি ফেলিছে ঠেলিয়ে,
ধীরতা-বিহীন হলে মরিত ডুবিয়ে।

খণ্ডগিরি নামে গিরি কটক-দক্ষিণে,
চারি দিকে ব্যাড়া বাগা নিবিড় বিপিনে,
ভয়ঙ্কর মনোহর বিজন বিশেষ
হেরিলে অমনি হৃদে উদয় ভবেশ।

অচলের অঙ্গ কুদে করেছে নির্ম্মাণ,
দালান, মন্দির, থাম, সরসী, সোপান ;
সারি সারি গিরিগুহা কোদা নর-করে,
শত শত পাবে যত যাইবে উপরে,
নীচের গুহায় যাহা ছাদ দরশন,
উপর গুহার তাহা হয়েছে প্রাঙ্গণ।

কোথাও দেখিতে পাবে গুহার অন্তরে,
যোগি-উপযোগি-বেদি শৈল-কলেবরে,
পাথরের নাগ-দন্ত পাথর-দেয়ালে,
পাথর-নির্ম্মিত কড়া গহ্বরের ভালে।

দেয়ালে দেখিবে কত কোদা সারি সারি
মহাতপা তপোধন ধ্যানধর্ম্মধারী,
পবিত্র পরমহংস চিত্ত-নিরমল,
অসাড় শরীর মহাপুরুষ-পটল,

নিরাকারে করে ধ্যান একতান-মনে,
অচলিত স্থিরলক্ষ্য-হস্ত পরশনে,—
বিবসন বৌদ্ধমূর্ত্তি বিশুদ্ধ-হৃদয়,
জিন-অনুগামী দিগম্বর জৈনচয়।

দেখিবে অনেক আরো জীব অনুরূপ,
মানব মানবী পরী রাণীসহ ভূপ,
কুরঙ্গ, শার্দ্দূল, করী, করি-অরি, হয়,
ভল্লূক, মহিষ, মেষ, ছাগ, ধেনুচয়।
পাগল পথিকগণ আসিয়ে হেথায়,
লিখে গেছে নিজ নিজ নাম কয়লায়,
যে নাম রাখিতে নরে নারে যত্ন যাগে,
রাখিতে বাসনা তাহা কয়লার দাগে।

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ভ্রমের সোপান,
অন্তরে ঈশ্বর-পূজা বিশুদ্ধ বিধান;
মহাজন-কীর্ত্তি এই খণ্ডগিরি-ধাম,
নাই কিছু তাহে তথা দেব-দেবী-নাম।
পৌরাণিক পুরাকীর্ত্তি দেখা ইচ্ছা হয়,
অচলের তলে যাবে মোহন্ত-আলয়,
লাল-মাটী-লেপা মঠ দেখিতে সুন্দর,
দেব দেবী অগণন তাহার ভিতর,
হরির পবিত্র নাভি-নলিনী হইতে
উঠিতেছে পদ্মযোনি বিশ্ব বিরচিতে,
ভুজঙ্গ-শয়নে বিষ্ণু আছেন নির্জ্জনে,
নারায়ণী সেবে পদ হরষিত-মনে,
বৈদেহী বৈদেহী-ঈশ সৌমিত্রি সুধীর,
কচ্ছ-অবতার আর নরশির বীর,
যমল-অর্জুন, রাধা রাধিকা সুন্দরী,
বীরদর্পে গিরিধর গিরি হাতে করি,
জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ভগিনী,
গোকুলনাথ, [illegible], বিমলা উর্ম্মিলা

সুগভীর কূপ এক আছে মঠাঙ্গনে,
ছেড়ে দিলে যায় গুণ বলির সদনে,
সুশীতল সুমধুর কিবা বারি তার,
বিপদে বন্ধুর বাণী যেমন সুধার।

অচলে 'আকাশ-গঙ্গা' ক্ষোদা সরোবর,
ভাসিলে তাহাতে শান্ত হয় কলেবর,
'গুপ্ত গঙ্গা' নামে কূপ ভূধর-কন্দরে
দিতেছে বিমল বারি ঝির ঝির করে,
শীতল 'ললিতা কুণ্ড' 'রাধাকুণ্ড' আর,
করেছে পাথর কেটে নরের আকার।
নামগুলি আধুনিক, নয় পুরাতন,
উড়েরা দিয়েছে নাম মনের মতন।

মহীধরে মহীরুহ শোভে অগণন,
রমণীয় এলোমেলো সুখ-দরশন,—
পুন্নাগ, পলাশ, বাঁশ নতানো সুন্দর,
বারমেসে শোভাঞ্জন উড়ের আদর,
শিমুল, বকুল, বট, অশ্বত্থ বিশাল,
পিপুল, তেঁতুল, তাল, পিয়াশাল, শাল,
নিম, গাব, সহকার, বেল, আমলকী,
কণ্টকী, করঞ্জ, কুল, কদম্ব, কেতকী,
গন্ধরাজ, বনমল্লী, মালতী, বাদাম,
অশোক, চম্পক, বক, হরীতকী, জাম।

বন্ধুবিদায়।

চিত্ত-বিনোদিনী শোভা হেরিলাম হায়!
ভাবিতে যেমন, তা কি বাক্যে বলা যায়?
বিমল-তটিনী-তটে, লেখা যেন স্বচ্ছ পটে,
বন্ধুর নিকটে বন্ধু চাহিছে বিদায়।

দাঁড়াইয়ে দুই জনে করে দিয়ে কর,
অধীর-অন্তর দুঃখে, স্থির-কলেবর,
নাহি রব সুবদনে, দিবানিশি হাসি মনে
চলিত যাহাতে কথা শোভিয়ে অধর।

স্নেহরস-পরিপূর্ণ সুকোমল মন
বিরহ-ভাবনা-ভার করিছে দলন,
পতিত হতেছে তায়, প্রস্রবণ-বারিপ্রায়,
স্নেহবারি নাসাপাশে ভাসিয়া নয়ন।

শৈশবে সজাতি তরু থাকি গায় গায়,
কলেবরে কলেবরে কালেতে মিশায়,
উভয়েরি এক দল, মুকুল কুসুম ফল,
এক রসে রসশালী উভয়ের কায়।

সেইরূপ বন্ধুযুগ হয় দরশন,
হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ, অভেদ মিলন,
উভয়ের এক আশা, অধ্যয়ন, ভালবাসা,
এক ভাবে আন্দোলিত উভয়ের মন।

এ হেন প্রাণের ধনে কোথা যায় লয়ে,
সহে কি বিরহ-ব্যথা বন্ধুর হৃদয়ে,
সৌম্য মূর্ত্তি পুনর্ব্বার, দেখিতে পাবে না আর
জীবন প্রবেশে যদি অন্তক-আলয়ে।

উপকূলে অবস্থান করিছে তরণি,
প্রায় হতে প্রাণবন্ধু হরিবে এখনি,
বিদায়ি ভিরাম-মন, শূন্য করি বৃন্দাবন,
কংসের ভবন যথা গেলা নীলমণি।

কুলে কুলে কাঁদি বন্ধু বলে অমন্দো,
"নিতান্ত থাকিতে যদি হইলো বিদেশ,

যাও যাও যাও ভাই, সদা যেন লিপি পাই,
সতত পবিত্র সুখে রাখুন পরেশ।

"নিবারি নয়ন-বারি, তরি আরোহণ
কর সহোদর, আর করো না রোদন,
যত দিন মহীতলে, বিরহ-অনল জ্বলে,
সময়ে সময়ে শোক দেয় দরশন।"

বন্ধু-হস্ত ধরি বলে কাঁদিয়ে আবার,
"কি করিয়ে প্রবেশিব পুস্তক-আগার?
তবাসনে তুমি নাই, তথায় দেখিয়ে ভাই,
ধরাশায়ী হব আমি করি হাহাকার।

"আমার রোদনে তব রোদন বাড়িল,
অশ্রুবারি স্থলধারে বহিতে লাগিল;
আমার বচন ধর, নয়ন মোচন কর,
ওই দেখ কর্ণধার তরণী খুলিল।"

কাতর-পীড়িত-স্বরে যাবার সময়
উত্তর করিল বন্ধু ব্যাকুল-হৃদয়,
"ভাবিয়ে বন্ধুর মুখ, কাঁদিলে বিমল সুখ,
বিরহে নয়নে তাই জল উপচয়।

লোচন আকুল জলে আপনিই হয়
যবে এই শুভ ভাব মনেতে উদয়—
'আমায় আমার বলে, আহা মরি মহীতলে
ঈশ্বর-কৃপায় আছে কোন সহৃদয়।'

"দৈবের আদেশে দেশ ত্যজি সত্বরে,
তোমারে ছাড়িয়ে আমি যাই দেশান্তরে,
বিদেশে বিরহে হায়, যদি এ জীবন যায়,
মরিব শোদরের মুখ ভাবিয়ে অন্তরে।

"বিজনে বিষণ্ণ-মনে সতত ভাবিব,
বারিহীন-মীন-প্রায় যাতনা সহিব,
কোথাও না পাব সুখ, অন্তর ভেদিয়া দুখ
সময়ে সময়ে মাত্র নিশ্বাসে ছাড়িব।"

স্নেহেতে বান্ধবে পরে করি আলিঙ্গন
তরণীতে ওঠে বন্ধু মুছিয়া নয়ন।
চলিল জীবন-যান, উভয় বন্ধুর প্রাণ
বিরহ-অনল-তাপে হইল দহন।

কিনারায় থাকি বন্ধু তরি পানে চায়,
দাঁড়ায়ে অপর বন্ধু চলিত নৌকায় ;
ঘন ঘন হাত নাড়ি, বলে "যাও যাও বাড়ী,
আবার হইবে দেখা অনাদি-কৃপায়"

তরি যায়, হায়! বন্ধু বিষাদে ব্যাকুল,
অবিরাম আঁখিবারি চুম্বে উপকূল।
চাহিয়ে তরণী পানে, রহে স্থির একস্থানে
যতক্ষণ দেখা যায় নৌকার মাস্তুল।

কমিতে কমিতে তরি পানকৌড়ি প্রায়,
ভাসে-নদী অঙ্গে, দেখা যায় কি না যায়,
এই বারে একেবারে, অনিল ঢাকিল তারে,
বন্ধুর তরণী আর দেখিতে না পায়।

ত্যজিয়ে তটিনী করে ভবনে গমন,
ভাসায়ে শ্মশানে যেন সহোদর-ধন ;
যায় যায় ফিরে চায়, এই বুঝি দেখা যায়
যে তরি প্রাণের বন্ধু করিছে বহন।

কঠিন কাঠের তরি লোহার গোলনা,
জানে না বিরহে বন্ধু সহে কি যাতনা,

বন্ধুর কোমল প্রাণ, পেয়ে যদি অপ-মান,
ফিরে আনি বন্ধুধনে করিতে সান্ত্বনা।

সংসারের গতি এই—বিরহ মিলন,
পরিবর্ত্ত-প্রিয়-কোলে প্রকৃতি পালন,
কভু পরিতাপময়, কভু সুখ সদয়,
অবিরত বিনিময় হয় দরশন।

পরিণয়।

সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে সুধাময়,
সুখ-মন্দাকিনীর নিদান,
মানব-মানবী-দ্বয়, হৃদয়ের বিনিময়
করিবার বিশুদ্ধ বিধান।
একাসনে দুইজন, যেন লক্ষ্মী-নারায়ণ,
বসে সুখে আনন্দ-অন্তরে,
এ হেরে উহার মুখ, উদয় অতুল সুখ,
যেন স্বর্গ ভুবন-ভিতরে;
প্রণয়-চন্দ্রিকা-ভাতি থরথর দিবা রাতি,
বিনোদ-কুমুদ বিকসিত,
আনন্দ-বসন্ত-ব্যাস বিরাজিত যার বাস,
নন্দন-বিপিন বিনিন্দিত।
যে দিকে নয়ন যায়, সন্তোষ দেখিতে পায়,
গিয়েছে বিষাদ বনে চলে।
সুখী স্বামী সমাদরে, কান্তাকর করে করে,
প্রীতি-পূরিত বাণী বলে,
"তব সন্নিধানে সতি, অমরা অমরাবতী,
ভুলে যাই নর-নরপতা,
স্বভাব অভাব হয়, পরিতাপ পরাজয়,
যদিও বলে বিনয়-বারিতা।"

রমণী অমনি হেসে, স্নেহের সাগরে ভেসে,
কয় "কান্ত, কামিনী কেমনে
বেঁচে থাকে ধরাতলে, যেই হত-ভাগ্য-ফলে
পতিত পতির অযতনে ?"
নব শিশু সুখরাশি, প্রণয়-বন্ধন-ফাঁসি,
পেলে কোলে স্নান-সহকারে,
দম্পতীর বাড়ে সুখ, দুঁহে চুমে মুখ,
কাড়াকাড়ি কোলে লইবারে।

সতীত্ব।

পবিত্র ত্রিদিবধাম রমণীমণ্ডলে,
সতীত্ব-ভূষণে নারী বিভূষিতা হলে ;
অমরাবতীর শোভা কে দেখিতে চায়,
সতী সাধ্বী সুলোচনা দেখা যদি পায় ?
কোথা থাকে পারিজাত-পৌলমী-বড়াই,
সুরভি-সতীত্ব-শ্বেত-শতদল ঠাঁই।
নাসিকা মোদিত মন্দারের পরিমলে,
সতীত্ব-সৌরভ যার হৃদয় অঞ্চলে ;
মলিন-বসন-পরা, বিহীনা ভূষণ,
তবু সতী আলো করে দ্বাদশ যোজন,
কেননা সতীত্ব-মণি ভালে বিরাজিত,
কোটি কোটি রবিন্দুর প্রভা প্রকাশিত।
সতেজ-স্বভাব সতী, মদাহীন-মন,
অনুরাগ অনুতাপ জাগে না কখন ;
অরণ্যে, অর্ণবে যাক, অচলে, অতলে,
নতশির হয় সবে বিমল-অম্বরে ;
চণ্ডাল, চোয়াড়, চাষা, গোমূর্খ, গোঁয়ার
পথ ছেড়ে চলে যায় দেখে তেজ তার।

৫

কপালে মজিয়া হায়! সতীত্ব-সুজাত,
লম্পট জননী-জ্ঞানে করে প্রণিপাত।
পাঠায় কন্যায় যবে স্বামি-সন্নিধান,
ধন আভরণ কত পিতা করে দান;
পরমেশ-পিতা-দত্ত সতীত্ব-স্ত্রীধন
দিয়াছেন দুহিতায় স্বজন যখন;
বাপের বাড়ীর নিধি গৌরবের ধন,
বড় সমাদরে রাখে সুলোচনাগণ।

যুদ্ধ।

রুধিরাক্ত ভীমমূর্ত্তি যুদ্ধ ভয়ঙ্কর,
অন্তক-দক্ষিণ-হস্ত অবনী-ভিতর।
নরমুণ্ডে বিনির্ম্মিত, অট্টালিকা মনোনীত,
নিবসতি কর তুমি তাহার ভিতর।
শোণিতে সাঁতার দিতে সংহার সহায়,
নিপাত, বিনাশ, ধ্বংস সদা রসনায়।

প্রশস্ত গভীর তব উদর ভীষণ,
নীরশূন্য নীরনিধি দেখিতে যেমন;
স্তূপাকার নরদেহ গণিতে না পারে কেহ,
মহিষ, মাতঙ্গ, অশ্ব, ধেনু অগণন,
গোলা, গুলি, ছুরি, ঝুলি, খট্টাঙ্গ, শিবির
সংগ্রহ ভরিতে তার কন্দর গভীর।

শোভে অঙ্গে কসি রঙ্গে আতঙ্ক বর্দ্ধণ
শমন-রঞ্জন সজ্জা ত্রস্ত-দর্শন—
ভীম গদা, ভিন্দিপাল, শূল, শেল, করবাল,
খাঁড়া, ঢাল, টাঙ্গি যেন কালের দশন,
কিরিচ, তোমারে, তূণ, শরাশন-বাণ,
যমের নিশ্বাস নিন্দি বন্দুক কামান।

দাঁড়াইয়ে অশ্বসেনা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে,
রতন-প্রলম্ব-শোভা তোমার হৃদয়ে,
পদাতিক পরিকর, কটিবদ্ধ ভয়ঙ্কর,
শোভিতেছে যেন তব কোমরে নির্ভয়ে,
তুরী, ভেরী, জয়ঢাক বাজিছে মোহন,
অনুমান তব পদে নূপুর শোভন।

ভয়ঙ্কর কোলাহলে বহুবিধ বোল,
দূরেতে শ্রবণে যায় মাত্র গণ্ডগোল,
কোথাও বিজয়-শব্দ, শুনিলে অমনি স্তব্ধ,
ভাবে শ্রোতা ভীত-চিত্তে বড় ডামাডোল,
কোথাও রোদনধ্বনি পশিছে শ্রবণে,
পড়িয়াছে কেহ বুঝি শূলের দংশনে।

বীরদন্তে ভীমনাদে আহবে মাতিয়ে
বলিতেছে কোন বীর কৃপাণ ধরিয়ে,
"কেটে করি খান খান, রুধিরে করিব স্নান,
রাখিব মানীর মান নিজ প্রাণ দিয়ে,
আমূল বিন্ধিব শূল শত্রু-কুল-বক্ষে,
অবশ্য বধিব, কার সাধ্য করে রক্ষে ?

দন্ দন্ ছাড় গোলা, গোলন্দাজ বীর,
আকাশে উড়ায়ে দেহ অরাতির শির,
বাজাও বিজয়-ডঙ্কা, কাহারে না করো শঙ্কা,
বিক্রমে বিনত লঙ্কা স্বর্ণ-শরীর,
পল্লবে অনল কভু থাকিবে না ঢাকা,
বীরত্বের পুরস্কার বিজয়-পতাকা।"

হুঙ্কার করি কোন বীর-মহাভাগ,
বিশাল হৃদয়ভরা দেশ-অনুরাগ,
বলিতেছে "রণে রবি, সংহার করিব অরি,
বিনতানন্দন যথা নাশে দুষ্ট নাগ,

এক কোপে শত শির করিব ছেদন,
শত্রুর শোণিত-স্রোতে ধুইব চরণ।

বাঁচিয়ে কি ফল যদি স্বাধীনতা যায়?
পড়িবে কি সিংহরাজ শৃগালের পায়?
স্বদেশ-রক্ষার তরে, সমরে কি কেহ ডরে,
শতগুণে হয় বলী স্বদেশ-রক্ষায়,
খুলিয়ে নিডেল-গন্ ছেড়ে দেহ যম,
দুর্দ্দম্ দুর্দ্দম্ দম্, দম্ দম্ দম্।"

তুমুল সংগ্রামে ধূলা ছাইল গগন,
রসাতলে হয় বুঝি মেদিনী মগন,
কাঁপিছে কৃপাণকুল, ঘর্ঘর ঘুরিছে শূল,
হুলস্থূল গোলে ভুল পরকে আপন,
মালসাট মারে সেনা দাপে মহাবলে,
কাঁপে ধরা যেন গয়া বাতাকুল জলে।

সৃষ্টিনাশা গোলা-বৃষ্টি দৃষ্টি করে রোধ,
প্রলয়ের অনুরূপ যুদ্ধ-ক্ষেত্র বোধ,
ঝঝড় ছুটিছে গুলি, চূর্ণ মস্তকের খুলি,
গদাঘাতে জয় প্রাপ্ত জনমের শোধ;
গোলাদগ্ধ গজ অশ্ব পড়িছে ধরায়,
বিনাশিত বস্ত্রাবাস অনল-শিখায়।

আর্ত্তনাদ করি এক বীর মহাজন,
নিপতিত রণস্থলে হয়ে অচেতন,
কোথা পুত্র কোথা দারা, তারা যে নয়ন-তারা
জনমের মত হারা আত্মীয় স্বজন,
কি বলিল শেষে নীর ভাসি আঁখিজলে?
"কোথায় রহিলে প্রিয়ে প্রণয়-কমলে!"

বিশ্বাস-ঘাতক যুদ্ধ, কারো নহ বাধা,
বুঝিতে তোমার ভাব লেগে যায় ধাঁধা,
ক্ষিতীশের সর্ব্বনাশ, বীরেশের বনবাস,
ভূপতি দাসের দাস! তব কার্য্য-সাধা;
গৌরবে বসিয়ে ভূপ রাজসিংহাসনে,
মুহূর্ত্তে কারায় বন্দী তব পরশনে।
ভিখারী-দ্বিতয়ে তুমি উপলক্ষ করি,
ছারেখারে দিলে লঙ্কা স্বর্ণ-নগরী,
রক্ষেশ দেবেশ-ত্রাস, করিয়ে সবংশে নাশ,
বিভীষণে দিলে রাজ্য সহ মন্দোদরী।
দুরাচার কুলাঙ্গার ওরে বিভীষণ,
কোন্ প্রাণে বিনাশিলি সোদর-রতন?

কোন্ অপরাধে, বল, কৌরবের কুল,
গান্ধারী-হৃদয়-বন-কুসুম-মঞ্জুল,
বিনাশিলে সমুদায়, দুখে বুক ফেটে যায়,
রাখিলে না মা বলিতে একটী মুকুল;
অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন,
শত পুত্র হত রণে, থাকে কি জীবন!

তব অবিচার হেরে দুঃখে অঙ্গ জ্বলে,
বড় পরিতুষ্ট তুমি দলিয়ে দুর্ব্বলে;
ভারত-ভূপতি-চয়, নিরাপদে কালক্ষয়
ধর্ম্ম-কর্ম্ম যাগ যজ্ঞে করিত কুশলে,
দেশান্তর হতে আনি দুর্দ্ধর্ষ যবন,
আক্ষেপ-ক্ষীরোদে দিলে ভারত-ভবন।

কেড়ে নিলে স্বাধীনতা দেশের ভূষণ,
সম্মান, সম্পদ, দণ্ড, রাজসিংহাসন;
রাজত্ব করিলে ক্ষয়, ভেঙ্গে দিলে দেবালয়,
গোহত্যা করিলে হিন্দু-দেবতা-সদন,

মানসিংহ-ভগিনীরে সজোরে ধরিয়ে,
নীচ-কুল যবনের সনে দিলে বিয়ে।

চক্রবৎ ঘোরে তব কুদৃষ্টি, কল্যাণ—
যার করে হিন্দু-রাজ্য করেছিলে দান,
ইংরেজে উন্নত করি, শেষে তারে কেশে ধরি,
ভয়ঙ্কর নির্ব্বাসন করিলে বিধান ;
রত্নে রচা শিখী যার ছিল সিংহাসন,
টঙ্গুর মাটীতে তারে করিলে নিধন।

বিষাক্ত দশন তব, সমর ভীষণ,
করেছিলে লণ্ডভণ্ড ইংলণ্ড-ভবন ;
স্বদেশ-ভূপতি সনে, প্রজাপুঞ্জ মত্ত রণে,
শমন-সদনে গেল কত মহাজন,
রাজার পবিত্র শির করিয়ে ছেদন
কোরমওয়েলে দিলে রাজসিংহাসন।
বীরশ্রেষ্ঠ বোনাপার্ট বেলোনার বর,
কীর্ত্তিপূর্ণ কার্ত্তিকের বিপুল-অন্তর,
গলে গৌরবের হার, বিজয় মুকুট তার,
পরাজিত রাজ্য তার হীরকনিকর,
কৌশলে রুক্মিণীনাথ, বিক্রমে অর্জ্জুন,
ধন্য বোনাপার্ট রাজা, ধন্য তব গুণ।

রাজবংশে জন্ম নয়, রাজবংশ-কর,
নিজপরাক্রমে বীর অপূর্ব্ব ভূধর,
টিরানি করিয়ে লোপ, ভেঙ্গে গড়ে ইয়ুরোপ,
পলকেতে পরাভূত হইল মিসর,
প্রজার পালনে রাজা প্রজা-পূজনীয়,
বাহুবলে বীরকেতু বীর-বরণীয়।

বীরত্বে মোহিত হয়ে রাজা কতজন,
অযুক্তা প্রতীক্ষা করেছিল অনুক্ষণ,

কেহ দিল সিংহাসন, কেহ রাজ-আভরণ,
বিবাহ-বন্ধনে কেহ তনয়া-রতন,
নগরনিকরে রাজ্য ছিল বহুতর,
যারে ইচ্ছা বিতরণ করে নৃপবর।

নির্দ্দয় সংগ্রাম, তুমি বল কোন্ প্রাণে
প্রাণপুত্রে পরাভূত কর অপমানে?
সমবেত ভূপচয়, বোনাপার্ট বন্দী হয়,
সপ্তরথী হরে যথা সুভদ্রাসন্তানে;
হায় রে! বিদরে বুক মর্ম্ম-বেদনায়,
পাঠাইলে হেন নিধি হীন হেলেনায়।

যে বলিনে বোনাপার্ট সম্মানের সনে
বসেছিল বীরদম্ভে রাজসিংহাসনে,
তথা তার বংশধর, ফরাসির নৃপবর,
বন্দীভাবে কাটে কাল বিষণ্ণ-বদনে।
কখন কি হয় রণে কখন কি হয়,
জয় কিবা পরাজয় সতত সংশয়।

আশা।

আনন্দ-আকর আশা অবারিত-গতি,
প্রবল-প্রবাহ-সম সদা বেগবতী,
অমর অনন্ত সুখে রক্ষিতে অবনী,
সুধাময়ী, মায়াবিনী, প্রবোধ-জননী,
মনোবৃত্তি-নিচয়ের মধুরা ভগিনী,
মরিয়া আপনি বাঁচে, বাঁচায় সঙ্গিনী।
করবী-কুসুম-তরু করিলে ছেদন,
আবার পল্লব শাখা দেয় দরশন;
আশাতরু-কলেবর যদি কাটা যায়,
মনোনীত পল্লবিত হয় পুনরায়।

আশাসুখে চাষাচয় ক্ষেত্র পানে চায়,
মনঃক্ষেত্রে পুরানন্দ নাচিয়ে বেড়ায়,
হয়েছে সতেজ গাছ বারিদ-বরণ,
পবন-হিল্লোলে দোলে তরঙ্গ যেমন ;
হেন কালে অনাবৃষ্টি সৃষ্টি করে নাশ,
বিনাশিত একেবারে চাষা-আশা-বাস,
ভস্মরাশি শস্যক্ষেত্র আতপ-অনলে,
হাহাকার আর্ত্তনাদ কৃষকের দলে,—
"আ মরি ! আকাট ওরে, এ কি অবিচার !
অনাহারে মরে যাব সহ পরিবার,
রাতি পোহাইলে লাগে চাল্ চার্ পালি,
কেমনে কোথায় পাব, খাব কি রে বালি ?
কি দিয়ে শুধিব আর মহাজন-ধার,
ভিটে মাটী হবে নাশ নাহিক নিস্তার।"
মুকুলিত আশালতা হৃদয়ে উদয়,
চাষার লোচন-বারি বিমোচন হয়,
ভাবিতে ভাবিতে বলে "কেন অকারণ
নিরাশে মগন হয়ে করিব রোদন,
কোন মতে পরিবার চালাব এখন,
যতন করিয়ে বীজ করিব রোপণ,
এবার হইবে বারি মুষলের ধারে,
দুই বৎসরের শস্য পাব এক বারে,
শুধিব সকল ধার, সুখী হবে মন,
কাটাইব সুখে দিন রাজার মতন।"
কারাগারে অন্ধকারে বন্দী করে বাস,
হয়েছে সম্যক্ তার সুখের বিনাশ,
বিরলে বিদরে বুক চক্ষে বহে নীর,
নীরবে বিলাপ করে অবশ-শরীর,
"কোথায় সুখের সুখী দুঃখের দুঃখিনি
স্নেহভরা দর্পদারা পবিত্র কামিনী !

কত দিন, হায় পুত্র প্রিয়-দরশন,
ধরি নি তোমায় বক্ষে, করি নি চুম্বন!
অনাথিনী-করশাখা ধরিয়ে দ্বিকরে
কাঁদিতেছে বাছা মোর আহারের তরে,
অনুপায় অভাগিনী কি দেবে অশন,
অজানত নিজনেত্রে নীর-বরিষণ।
দুঃসহ যাতনা আর কেমনে সহিব,
গলায় বন্ধন দিয়ে এখনি মরিব।”
হেন কালে আশা আসি দেয় দরশন,
মনে মনে ভাবে বন্দী মুছিয়ে নয়ন,
“থাকি আর কিছু কাল, ত্যজিব না প্রাণ,
ত্বরায় বিষাদ-নিশি হবে অবসান,
কারাগার-দ্বার মুক্ত হবে অচিরাৎ,
অপকৃষ্ট অধীনতা হইবে নিপাত,
চলে যাব হাস্যমুখে আনন্দিত-মনে
নিরমল-সুখ-পোরা নিজ নিকেতনে,
দয়ার পয়োধি বিভু করিবেন দয়া,
আনন্দে দেখিব জায়া তনয় তনয়া,
ভাত বেড়ে দেবে ভার্য্যা সানন্দ-হৃদয়ে,
ভোজন করিব সুখে ছেলেদের লয়ে,
বেড়াইব হেথা সেথা যথা যাবে মন,
যখন হইবে ইচ্ছা আসিব ভবন,
দুঃখের পরেতে সুখ, সুখ যার নাম,
হৃদয় ভরিয়ে ভোগ হবে অবিরাম।”
আশাস্বখে সুযতনে অধ্যয়ন করে
বদ্ধপরিকর ছাত্র পরীক্ষা-সময়ে,
বিজয়-পতাকা পেতে হইল বিফল,
জ্বলিল কিশোর হৃদে নিরাশ-অনল,
অপমান অনুমান অতিশয় দুখ,
কেমনে স্বজন-কাছে দেখাইবে মুখ,

বিরলে বিলাপ করে গালে দিয়ে হাত,
হতাশে করিতে চায় জীবন নিপাত ;
জননীর মত আশা আসিয়ে তখন
স্নেহভরে শান্ত করে শিশুর রোদন,
"কেন বাপু, হতাদর কর রে জীবনে,
এ বার লভিবে জয় পরীক্ষার রণে,
অধ্যয়ন কর অধ্যবসায় সহিত,
সুতার সফল সুধা পাবে মনোনীত।"
আশার অমিয় বাক্যে অমনি বিশ্বাস,
পাঠে ছাত্র দেয় মন না ছাড়ে নিশ্বাস।

জীবিকা-বিহীন জন ব্যাকুলিত-মনে
লভিতে উপায় ফেরে ভবনে ভবনে,
দীন-পালনের পিতা ধনী মহাশয়,
ভাবে মনে যাই তথা হবে দুঃখ-ক্ষয়,
"দেবেন জীবিকা এক সদয়-হৃদয়ে,
অভাব হইবে হত অভাগা-আলয়ে ;"
বড় আশা করি যায় ধনী-বিদ্যমান,
যাতনার পরিচয় করেন প্রদান ;
কাতর কাহিনী শুনি বধিরের কাণে
ধনী বলে "কাজ খালি কোথায় এ খানে ?
ভাল জ্বালা দুই বেলা, কি দায় আমার,
কেন আস মম বাসে তুমি বার বার ?"
আশায় কেন যে আসে দীন ধনী-স্থানে,
অভাব-অনল-দগ্ধ দীনেতেই জানে।

অশনি-হৃদয়-ধনী-দুর্বিনীত-ধ্বনি
জীবিকা-বিহীন জনে বাজিল অশনি,
মরিল আশার তরু পুড়িয়ে তথায়,
বজ্র নিপতিত হলে আর কি গজায় ?
বাড়ী যায় নিরানন্দে করে হায় হায়,
আবার নবীন শাখা আশার গোড়ায়

আশায় নির্ভর করি বলে মনে মনে,
"বৃথায় গেলেম কেন ধনীর সদনে,
বিষম পাষণ্ড ধনী জানা পদে পদে,
সহোদরে হতভাগা দেখে না বিপদে ;
পর-উপকারী ভারি বাবু মহাশয়,
তাঁর কাছে গিয়ে সব দেব পরিচয়,
দেবেন জীবিকা তিনি ভাসিয়ে দয়ায়,
হাসি-মুখে আসি বাড়ী কহিব ভার্য্যায়।"

আশাসুখে আসি দীন বাবুর সদনে,
নিজ সমাচার বলে বিনত বচনে ;
শুনিয়ে বিনয়-বাণী বাবু তোলে হাই,
ট্যাপ্ ট্যাপ্ পড়ে তুড়ী সংখ্যা তার নাই,
নীরবে ভাবেন বাবু আঁখি উঠে ভালে,
দীনের সৌভাগ্য বুঝি ফলে এত কালে,
অধীর হইয়ে দুঃখী জিজ্ঞাসে তাহায়,
"অনুমতি মহামতি, কি হল আমায়।"
মাতা তুলে বাবু বলে "পাইলাম লাজ,
কোন স্থানে নাহি মম খালি কোন কাজ,
থাকিলে তোমায় দিতে বাধা কি আমার,
বাড়ী যাও, খালি হলে পাবে সমাচার।"

আশার নবীন শাখা খসিয়ে পড়িল,
বিষণ্ণ-বদনে দীন বাড়ীতে চলিল ;
পরিতাপে পরিপূর্ণ ঘুরিয়ে বেড়ায়,
কোমল পল্লব পুনঃ হয় আশা-গায়,
"ধনশালী জমিদার ধনপুরে আছে,
অনুরোধ-লিপি লয়ে যাব তাঁর কাছে,
অগণন জন তথা হতেছে পালিত,
আহার পাইব আমি তাদের সহিত,
পরিতাপ পরিহার হবে এই বার,
উথলিবে পরিবারে সুখ-পারাবার।"

জমীদার-অট্টালিকা অতি সুশোভিত,
অনুরোধ-পত্র লয়ে তথা উপনীত।
দ্বারবান্ কয়ে মানা যাইতে ভিতরে,
অনুরোধ-লিপি দান করে তার করে,
লয়ে লিপি দ্বারপাল উপরেতে যায়,
দণ্ডবৎ করি রাখে জমীদার পায়,
লিপি পাঠ জমিদার করিয়ে নিশেষে,
ভেবে চিন্তে দীন জনে ডাকে অবশেষে ;
লিপি দিয়ে জমীদার তরণী গঠিল,
আশাসুখে আসি দীন নিকটে বসিল।
খুলিয়ে প্রচণ্ড পেট জমীদার কয়,
"মম উপকারী লিপি-দাতা মহাশয়,
করিতে পারিলে তাঁর বাক্যে কর্ম্ম দান
প্রতি-উপকার মাত্র করি অনুমান,
বন্দোবস্ত হয়ে গেছে সকলি এ বার,
পর সনে মনোরথ পূরিবে তোমার,
প্রণাম আমার দিও বন্ধুর চরণে,
অনুরোধ রল তাঁর জাগরুক মনে।"
বিষম বিষাদে দীন হইল হতাশ,
তখনি উঠিল ছাড়ি বিলাপ-নিশ্বাস,
"আর কোথা নাহি যাব করিলাম পণ,
নাহি যাব ঘরে ফিরে, ত্যজিব জীবন।"
আশা বলে "দেখ বাপু, আর এক বার,
অবিচার করিবে কি বিধি বার বার ?
নূতন সদর-আলা এসেছে ধীমান,
করিবে সর্ব্বত্র সেই নূতন বহাল,
তার কাছে যাও তুমি সকলের আগে,
সফল হইবে সত্য মম মনে লাগে,
অনাহার-পরিহার হইবে নিতান্ত,
বিফল হইলে তুমি হবে জীবনান্ত।"

আশার অমিয় বাক্যে করিয়ে বিশ্বাস,
সদর-আদালতে বলে নিজ অভিলাষ,
সজল-লোচনে বাণী বলে অবিরত,
যোগ্যতার পরিচয় দেয় শত শত।
কাল্ আসিবার আজ্ঞা দীন জন পায়,
সে দিন মনের সুখে বাড়ী ফিরে যায়।
এ খানে বিচারপতি অবিচার করে,
নিয়োজন অনশ্বর আত্মীয়-নিকরে।
পর দিন দীন হীন আইল পলকে,
পক্ষপাতে বজ্রপাত আশার মস্তকে।

"অবশেষ আশা শেষ আর কিছু নাই,
বিষাদ-সাগরে মরে যমালয় যাই ;"
নিরাশে রোদন করে নিতান্ত ব্যাকুল,
অজ্ঞাতে আশার তরু পরিল মুকুল,
ভাবে মনে "ভ্রান্তি ভুল আমার হয়েছে,
পরাধীন হতে তাই এত দিন গেছে,
বিদেশীর উপাসনা করিব না আর,
দেখাইব তাহাদের ক্ষমতা আমার,
আইন করিব পাঠ মন নিবেশিয়ে,
উকিল হইব পরে পরীক্ষায় গিয়ে,
স্বাধীনতা সনে ধন করিব অর্জন,
ডাকিয়ে করিব দীনগণে বিতরণ,
সুখসিন্ধু উথলিবে ভবনে আমার,
পরিতোষে পরিপূর্ণ হবে পরিবার।"
পড়িয়া পরীক্ষা দিল, হইল সফল,
উকিল হইল পশ্চা, বাড়িল সম্বল,
সব আশা পূর্ণ তার এত দিন পরে,
জীবের জীবন-রক্ষা আশা-দেবী করে।

'শ্বেতপক্ষী' নামে পাখী শোভা অভিরাম,
আনন্দে নন্দনবনে নাচে অবিশ্রাম,

নিরানন্দ-নাদী রব কণ্ঠে অবিরত,
শুনিলে শোকের শেষ দুঃখ পরিহত,
যদ্যপি বিকল অঙ্গ কভু তার হয়,
ভস্মরাশি হয় পুড়ে আর নাহি রয়,
সেই ভস্ম হতে জন্মে আবার তখনি,
নবীন সতেজ 'পীতপক্ষী' গুণমণি,
আবার আনন্দে নাচে, রবে হরে মন,
রমণীয় 'পীতপক্ষী' নাহিক পতন ;
স্বর্গ হতে সেই 'পীতপক্ষী' মনোহর,
উড়ে আসিয়াছে এই অবনী-ভিতর,
করিয়াছে বাসা পাখী আশা নাম ধরে
দুঃখভরা মানবের হৃদয়-কন্দরে।

জননী নবীন শিশু কোলে করি বসি,
আনন্দ-অম্বুজে পূর্ণ হৃদয়-সরসী,
মুছান যতনে মুখ, করেন চুম্বন,
থেকে থেকে নব শিশু সুখে আলিঙ্গন ;
হৃদে থাকি আশা-পাখী করে কলরব,
ভুবন-ভিতরে হয় স্বর্গ অনুভব,
"বাঁচাবেন বিভু মম বাছার জীবন,
বিমল আনন্দ-বারি হবে বরিষণ,
ছয় মাসে সমারোহে সুখে ভাত দিব,
স্বজন বনিতা সহ বাড়ীতে আনিব,
গলায় পরিয়া দিব কাঞ্চনের হার,
কেমন সেথাবে তাতে গোপাল আমার,
ধূলায় করিবে খেলা তুলে লব কোলে,
মা বলে ডাকিবে জাদু আধ আধ বোলে,
কালেজে পড়িতে দিব পরায়ে বসন,
বই হাতে করে যাবে বিদ্যা-নিকেতন,
রাজা হবে জাদুমণি, হব রাজমাতা,
মনে মনে ভক্তিভাবে আরাধিব ধাতা,

দেশ-দেশান্তরে যাবে যাহার মহিমা,
রত্নগর্ভা বলে মম বাড়িবে গরিমা,
বিয়ে দিয়ে, বউ নিয়ে, আমোদ করিব,
আমার মুকুতা-মালা তার গলে দিব,
কোলে করে লব বউ বদন চুমিয়ে,
সে যাব পতির কাছে আহ্লাদে মাতিয়ে,
হাসিয়ে বলিব প্রাণকান্তে বার বার,
'দেখ নাথ, স্বর্ণলতা কেমন আমার,'
আনন্দে প্রাণের পতি হেসে কথা কবে,
কোলে কোলে কনেবউ কোলে করে লবে,
বিরাজিত কত সুখ সময়-ভিতরে,
সানন্দে ঘরের সাধ দিব ঘটা করে,
কৌতুক করিবে কত কামিনীর কুল,
বিলাইব ঘড়া তেল সিন্দূর তাম্বূল,
যেমনি সোণার চাঁদ মম অঙ্কে দোলে,
দুলিবে এমনি চাঁদ বউমার কোলে।"
সপ্ত তরি সদাগর ভাসায় সাগরে,
সুমধুর তানে আশা-পাখী গান করে,
"সমীরণ-সহকারে সন্তরি সাগর,
উপনীত অর্ণপোত বিলাত-ভিতর,
রেশম কুসুমফুল সর্ষপ তণ্ডুল,
বিলাতে বেচিলে হবে বিভব বিপুল,
সময় সুন্দর বটে, দর মন্দ নয়,
দ্বিগুণ হইবে লাভ নাহিক সংশয়,
মনিস্থাছি বিনিময়ে আনিতে বসন
ছুতা ছুরি কাঁচি মদিরা লবণ,
সে সব আসিবে যবে কলিকাতা-কূল,
বাণিজ্যের মহালক্ষ্মী হবে অনুকূল,
আবার করিব লাভ বিনিময়ে কত,
শচীনাথ-সম সুখে রব অবিরত।"

ভাবিকা-তমসা-দেবী ভুবনমোহিনী,
অগোচর-ব্রহ্মলোক-সোপান-গামিনী,
খুলিয়ে স্বর্গের দ্বার দৈব-পরশনে
বিমল অনন্ত সুখ দেখায় ভুবনে,
দেখাইয়ে সেই নিধি, জগতের সার,
মানবের পরিতাপ করেন সংহার।
চিরজীবী সুখ পদ্ম ভাবিলে বিজনে,
বিলাপ কি থাকে আর মনুজের মনে?
আনন্দে দম্পতি বাস করে ধরাতলে,
বিমোদিত সুখধাম সুখ-পরিমলে,
দুয়ের জীবন এক, দেহ মাত্র ভেদ,
কোনরূপে নাহি কভু বিরস বিচ্ছেদ,
কামিনী কান্তের গলা করিয়ে ধারণ,
বলে "নাথ, এক দণ্ড বিনা দরশন
বিদরে হৃদয় মম, হেরি শূন্যময়
দশ দিক্ অন্ধকার ভীষণ প্রলয়;
যথায় তথায় যাও, বিনয় কামনা,
দাসীরে চরণ-ছাড়া কখন করো না।"
পবিত্র চুম্বন দান করিয়ে বদনে
প্রাণপতি তোষে তায় অমিয় বচনে,
"অমল-আদর-মাখা আদরিণি প্রিয়ে,
আমার জীবনযাত্রা তোমায় লইয়ে,
পতিরতা স্নেহময়ী ধর্ম্মশীলা নারী
তোমায় ছাড়িয়ে আমি থাকিতে কি পারি!"
দুইজন ভাসিতেছে আনন্দ-সাগরে,
পরস্পর হরষিত হেরে পরস্পরে,
নাহিক দুঃখের লেশ সরল হৃদয়ে,
সকল কাতার দূর পবিত্র প্রণয়ে।
অবনীর সব সুখ বিজলী-কিরণ,
এই হল এই গেল, থাকে কত ক্ষণ?

ভয়ে ভাবনায় কাঁপে রমণী-হৃদয়,
রোগে পরাজিত পতি, আসন্ন সময়,
বসিয়ে মুখের কাছে বিষণ্ণ-বদনে,
নীরবে রোদন করে বিষাদিত-মনে ;
প্রলাপে প্রাণের পতি প্রমদার পাণি
ধরিয়ে সাদরে বলে কতমত বাণী,
“নিলাম বিদায় সতি হৃদ-সন্নিহিতে,
ব্রহ্মলোক হতে দূত এসেছে লইতে,
বিমুক্ত স্বর্গের দ্বার কণক-নির্ম্মিত,
শত-নবোদিত-রবি-বিভা বিকাশিত,
অনুকূল পরীকুল পরিশুদ্ধমন
ললিত মন্দারমালা সুরভি চন্দন
হাতে ধরি সারি সারি দাঁড়ায়ে তোরণে,
পূরানন্দ বিকশিত অরবিন্দাননে,
নে যাবে আমোদে তারা সাজায়ে আমায়,
করুণা-কমলাসন অনন্ত যথায়,
দয়া-পয়োনিধি পিতা মঙ্গল-আকর,
প্রসারিত কত দূর মার্জ্জনার কর।
ক্ষমা করিবেন পাপ পতিতপাবন,
শান্তি-সুধা অবিরত হবে বরিষণ।”
কাতরে কামিনী কাঁদে নেত্রনীরে ভাসি,
“কোথা যাও প্রাণপতি, পরিহরি দাসী,
এত ভালবাসা নাথ, ভুলিবে কেমনে,
কি হবে দাসীর গতি ভাবিলে না মনে?”
আকাশে তুলিয়ে আঁখি পতি ধীরে বলে,
“ভুলিব না কভু মম হৃদয়-কমলে,
পবিত্র প্রণয় তব লইব তথায়,
স্বর্গের সমান জানা যাবে তুলনায়,
কেঁদো না কেঁদো না কান্তে কুরঙ্গী-নয়নে,
হইবে মিলন পুনঃ পবিত্র সদনে।”

হায় বিধি অবনীতে দারুণ বিধান,
রমণী-সর্ব্বস্ব-নিধি স্বামী অন্তর্দ্ধান!
"হা নাথ! কি হল মোরে!" বলি পতিব্রতা,
মুর্চ্ছিতা ধরণীতলে যেন ছিন্ন লতা।
"কি হল কি হল" বলি কাঁদে পাগলিনী,
"নাহি জানিতাম আমি হেন অভাগিনী,
কি আর আমার আছে জগৎ সংসারে,
ব্যাপিয়াছে দশ দিক্ নিরাশ-আঁধারে,
কাজ কি জীবনে বিনা জীবন-জীবন,
বধিতে হবে না, হবে আপনি নিধন।"
আহা মরি! কি যাতনা মনুজের মনে,
আত্মীয় স্বজনে যদি সংহারে শমনে;
কি যাতনা আহা মরি! অনুভবে সতী,
হারা হলে ভূমণ্ডলে সুখময় পতি,
পতির বিহনে সতী ব্যাকুলিত-মতি,
পাবকে মিশাতে চায় ঘুচিতে দুর্গতি,
কে পারে সান্ত্বনা দিতে, আছে কি সান্ত্বনা,
যায় না বিনাশ বিনা অন্তর-বেদনা।
ভাবিকা-ভরসা-দেবী ভব-ভয়-হরা,
দয়াবিমণ্ডিত-মুখ অমৃত-অধরা,
করেতে মঙ্গল-ঘট পূর্ণ শান্তি-জলে,
সুশীতল করিবারে শোকের অনলে,
জননী-সমান আসি স্নেহ-সহকারে,
লইলেন কোলে তুলে বিধবা কন্যারে,
ধোয়ালেন শীর্ণ মুখ শুভ শান্তি-জলে,
সমাদরে মুছালেন কোমল অঞ্চলে।
আবার অবলা বালা বিষাদে ব্যাকুল,
উষ্ণোদকে ত্যক্ত যেন অম্বুজ-মুকুল,
কাতরে কাঁদিয়ে বলে "কি দশা আমার,
হারালেম স্বামী-নিধি সংসারের সার,

জানি না গো কত বড় অসীম সাগর,
গিয়াছেন যার পারে একা প্রাণেশ্বর,
কি আছে সাগরে মরি! কে বলিতে পারে,
ফিরে ত আসে না কেহ গিয়ে তার পারে,
বায়ু, বারি, বহ্নি, কিম্বা কিংবা শূন্যময়
পতিহীনা অভাগীর যেমন হৃদয়;
অনাথা সহায়হীন কার সঙ্গে যাই,
কার কাছে প্রাণপতি-সমাচার পাই;
নাই কি উপায় হায়! হইল কি শেষ
অক্ষয় দম্পতী-স্নেহ পবিত্র বিশেষ?"
নীরব হইল বালা, অমনি তখন
ভাবিকা-ভরসা-জেরী করিয়ে নিক্কন
শান্তি-বারি বিধবার মলিন বদনে,
প্রবোধ লাগিল দিতে মধুর বচনে,
"প্রবোধ গ্রহণ কর, জাতে অবোধিনি,
আছে পন্থা বাঞ্ছাপতি-সজ্জন-সাধিনী;
ধর্ম্ম আচরণ কর, পূজ এক-মনে
করুণা-বরুণাগার অনাদি কারণে,
জানাও বাসনা তব ভক্তি-সহকারে,
পরম পুলকে যাবে পারাবার-পারে,
হইবে ধর্ম্মের বলে সেতু মনোহর,
পারিজাত-বিরচিত সাগর-উপর,
আনন্দে তাহাতে বাছা করিবে গমন,
অবিলম্বে স্বর্গধাম পাবে দরশন;
তোরণে সতীর স্থির সৌদামিনীকুল,
সুশোভিত শুভ্র অঙ্গে আনন্দের ফুল,
ভগিনীর ভাবে তারা করি আলিঙ্গন
লইবে তোমায় সুখে বিভুর সদন,
পবিত্র মিলন হবে ভক্তির ভবনে
পূরানন্দে পরিপূর্ণ প্রাণপতি সনে।

বিচ্ছেদ হবে না আর, রবে না ভাবনা,
হইবে অনন্ত কাল আনন্দে যাপনা।"
—দেবীর বচনে বালা করিয়ে বিশ্বাস
নিবারিল অশ্রুবারি ছাড়িয়ে নিশ্বাস,
বলিল "জননি, তুমি জননী-সমান,
মৃত দেহে দিলে প্রাণ সুধা করি দান ;
প্রত্যয়ে ভরিল মন, চিন্তা গেল দূরে,
অবশ্য পাইব পতি সুখ স্বর্গপুরে ;
যে দিন রহিবে না গো, এ দেহে জীবন,
হবে রুদ্ধ হয় যেন মম নিকেতন।"

রেলের গাড়ী।

গড় গড় তাড়াতাড়ি, চলিছে রেলের গাড়ী,
ধারেতে নাড়িছে বাড়ী, জানালায় পরে শাড়ী
রমণীরা দেখিছে।

যন্ত্র মন্ত্র সুকৌশল, জ্বলিছে অগ্ন্যানল,
পরিতপ্ত করি জল, বার করি বাষ্পদল,
বেগে কল চলিছে।

কিবা তড়িতের তার, হইয়াছে সুবিস্তার,
অবনীর অঙ্গে হার, সমাচার অনিবার
নির্দ্দেশেতে ধাইছে।

দূরান্ত হইল দূর, কালের ভাঙ্গিল চূর,
বন্ধুর ভূধর চূর, এক দিনে বাণপুর
পথিকেরা পাইছে।

পদার্থবিদ্যার বলে, কোদিয়ে ভূধরদলে,
সুড়ঙ্গ করেছে কলে, তার মধ্যে গাড়ী চলে,
অপরূপ দেখিতে।

শোণ নদ ভীমকায়, ইষ্টকের সেতু তায়,
কটিবন্ধ শোভা পায়, নির্ভয়েতে গাড়ী যায়,
দেবকীর্ত্তি মহীতে।

অশ্ব পৃষ্ঠে দিয়ে ছাই, হাসিতে হাসিতে ভাই
বোম্বাই নগরে যাই, পথে দেরে নাই থাই,
কি সুবিধা হয়েছে।

এপাড়া ওপাড়া কাশী, পঞ্জাবিয়া প্রতিবাসী,
সহজে মান্দ্রাজি আসি, পবিত্র গঙ্গায় ভাসি,
দিবানিশি রয়েছে।

রেলের কল্যাণে কবে, মঙ্গল সাধন হবে,
ভারতের জাতি সবে, এক-মত হয়ে রবে,
সুমিলনে মিলিয়ে।

সাধিতে স্বদেশ-হিত মনে হয়ে হরষিত,
কবে বিজ্ঞ মনোনীত, বিলাতেতে উপনীত
হবে মুখ পুজিতে।

———